আন্তর্জাতিক বেস্ট সেলার

ইক্লিপস

মূল : স্টেফিন মেয়ার

অনুবাদ : প্রিন্স আশরাফ

 # 1 আন্তর্জাতিক বেস্ট সেলার

এ্যাডওয়ার্ডের নরম স্বর আমার পেছন থেকে ভেসে এলো। সে ততক্ষণাৎ আমাকে তার বুকে টেনে নিয়ে চুমু খেল। তার চুম্বন আমাকে ভীতু করে তুলল। তার চুম্বনে ভীতির ছোঁয়া ছিল। তার মধ্যে অনেক বেশি দুশ্চিন্তা কাজ করছিলো। সে নিজেও ভয়ের মধ্যে ছিল।

সিয়াটলে রহস্যজনকভাবে একের পর এক মানুষ খুন হচ্ছিলো। বিদ্বেষপরায়ণ ভ্যাম্পায়ার প্রতিশোধের জন্য এই হত্যাকাণ্ড ঘটাচ্ছিলো। বেলা আবার নিজেকে বিপদের মধ্যে দেখতে পেল। তাকে এখন একজনকেই বেছে নিতে হবে। তার ভালবাসার এ্যাডওয়ার্ডকে অথবা তার বন্ধু জ্যাকবকে। সে জানে ভ্যাম্পায়ার আর নেকড়ের মাঝামাঝি এই সিদ্ধান্ত নেয়া কতটাই কঠিন। গ্রাজুয়েশনের সময়ই বেলাকে আরেকটা সিদ্ধান্ত নিতে হবে। জীবন অথবা মৃত্যু। কিন্তু কোনটা?

আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন লেখক স্টেফিন মেয়ারের ট্যুইলাইট এবং নিউ মুন-এর পরে ইক্লিপস্ অপ্রতিরোধ্য ভালবাসা, রোমান্স আর সাসপেন্সের সমন্বয়ে গড়া অতিপ্রাকৃত থ্রিলার-হরর।

মন্ত্রমুগ্ধকর কাহিনী, স্বাপ্নিক গদ্য, সম্মোহিত স্মৃতিচারণ আর কিশোর- কিশোরীর ভালবাসার আবেগে গড়া।

(দ্য টাইমস)

স্কুলের ভ্যাম্পায়ার রোমান্সের উত্তেজনাপূর্ণ গল্প।

(সানডে হেরাল্ড)

ISBN
984-70112-0105-4

আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন বেস্টসেলার লেখক স্টেফিন মেয়ার তার বহুল পঠিত ইক্লিপস্ উপন্যাসে ত্রিভূজ প্রেমের জটিল চিত্র অসাধারণ মুনশিয়ানার সাথে চিত্রিত করেছেন। আকর্ষণীয় সুন্দরী তন্বী বেলা সোয়ান, সুদর্শন ভ্যাম্পায়ার এ্যাডওয়ার্ডের প্রেমে নিজেকে জড়িয়ে অসম্ভব সিদ্ধান্ত নেয়। এ্যাডওয়ার্ডকে পাওয়ার জন্য বেলাও ভ্যাম্পায়ারে রুপান্তরিত হতে চায়। এ্যাডওয়ার্ডের মত অমর হতে চায়। কিন্তু বাদ সাধে জ্যাকব! বিশালদেহী নেকড়েমানব জ্যাকব ব্লাক প্রয়োজনে নেকড়েতে পরিণত হয়। ভ্যাম্পায়াররা নেকড়ের চিরশত্রু। ওয়্যারউলফ জ্যাকব ব্লাক বেলাকে ভালবাসে। সে বেলাকে নিজের করে পেতে চায়। সে মানুষ হয়েই বেলার সাথে থাকতে চায়। বেলাও জ্যাকবকে পছন্দ করে, ভালও বাসে। সে দ্বিধায় পড়ে যায়। সে এ্যাডওয়ার্ডকে সবার চেয়ে বেশি ভালবাসে কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু সে জ্যাকবকে ছাড়তে চায় না। শুরু হয় এ্যাডওয়ার্ড আর জ্যাকবের দ্বন্দ্ব। এর মধ্যে চলে আসে সোনালী চুলের প্রতিশোধ পরায়ণ ভ্যাম্পায়ার ভিক্টোরিয়া। ভিক্টোরিয়া নতুন রুপান্তরিত ভ্যাম্পায়ারদের নিয়ে দল গঠন করছে। বিশাল বাহিনী নিয়ে আসছে এ্যাডওয়ার্ডের বিরুদ্ধে প্রতিশোধ নিতে। বেলাকে হত্যা করতে। বেলাকে বাঁচাতে নিয়ম ভেঙে শত্রু জ্যাকবের সাথে হাত মেলায় এ্যাডওয়ার্ড। এর মধ্যে জ্যাকবের অজান্তে এ্যাডওয়ার্ডের সাথে বেলার বিয়ের প্রস্তুতি চলতে থাকে। ভিক্টোরিয়ার ভ্যাম্পায়ারের দল চলে এসেছে বনভূমিতে... প্রস্তুত এ্যাডওয়ার্ডের ভ্যাম্পায়ার দল... জ্যাকবের নেকড়ের দলও প্রস্তুত...

ইক্লিপস্

দ্য টুয়াইলাইট সাগা

ইক্লিপস্

স্টিফেন মেয়ার

অনুবাদ : প্রিন্স আশরাফ

ঝিনুক প্রকাশনী

ইক্লিপস্

অনুবাদ : প্রিন্স আশরাফ

গ্রন্থস্বত্ব : প্রকাশক

প্রথম প্রকাশ : বইমেলা ২০১০

প্রকাশক

মোঃ নূরুল ইসলাম
ঝিনুক প্রকাশনী
৩৮/২ক, বাংলাবাজার, ঢাকা—১১০০
সেল : ০১৭১২-৫৬৭৬১৫

প্রচ্ছদ

ফেরদৌস

কম্পোজ

কলি কম্পিউটার
৪৫, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

মুদ্রণ

বি এস প্রিন্টিং প্রেস
৫২/১ টয়নবি রোড, ঢাকা।

মূল্য : ৩৬০.০০

Eclipse by : Stephenie Meyer
Translated by : Prince Asraf
First Published : Book Fair 2010, by Md. Nurul Islam
Jhinuk Prokashoni, 38/2ka, Banglabazar, Dhaka-1100

Price : 360.00

ISBN-984-70112-0105-4

উৎসর্গ

খুরশীদা বেগম খুশি
জাহেদ সারোয়ার,
প্রিয় মানুষেরা

প্রাক্কথন

আমাদের সকল প্রকার ছলচাতুরীর আয়োজন ব্যর্থতায় পর্যবেসিত হলো। আমার হৃদয় বরফের মত জমে গেছে। আমি লক্ষ্য করলাম, সে আমাকে রক্ষা করার জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছে। তার অখণ্ড মনোযোগ সন্দেহের কোন অবকাশ না দিয়েই প্রোথিত হয়েছে, যদিও তারা অসংখ্য। আমি জানতাম, আমরা কোন সাহায্য আশা করতে পারি না। বিশেষত ঠিক এই মুহূর্তে। তার পরিবারের সদস্যরা প্রাণপণ লড়াই করছে। শুধুমাত্র আমাদের জন্যই।

আমি কি এই লড়াই থেকে কোন কিছু শিখতে পারব? বের করতে পারব কারা বিজয়ী আর কারা বিজিত?

আমি তার জন্য দীর্ঘদিন বেঁচে থাকব?

অদ্ভুত ব্যাপারটা অতোটা মহৎ কিছু প্রতিপন্ন করে না।

কালো চোখ, হিংস্রতায় বুনো হয়ে থাকা আমার জন্য যেন মৃত্যুর দূত। সেই মুহূর্তের জন্য অপেক্ষা করছে কখন আমার রক্ষাকারীরা বিভক্ত হয়ে যাবে। সেই মুহূর্তের জন্য যখন আমি নিশ্চিত মৃত্যুমুখে পতিত হবো।

দূরে কোথায়ও, দূরে, বহুদূরে, শীতলতম বনের থেকেও দূরে, একটা নেকড়ে গর্জন করতে থাকে।

এক

বেলা,
আমি জানি না কেন তুমি চার্লিকে ... যেন আমরা দ্বিতীয় শ্রেণীর—
আমি যদি তোমার সাথে কথা বলতে পারতাম তাহলে তোমাকে উত্তরটা দিতে...

তুমিই সেটা পছন্দ করেছিলে, ঠিক আছে? তুমি দুটো পথেই তা পেতে পার না, যেখানে 'নশ্বর শত্রু'র একটা অংশ তোমার জন্য বেশ জটিল হয়ে...

দেখ, আমি জানি আমি গুতোগুতির পর্যায়ে, কিন্তু এটা ছাড়া আমার আর কোনখানে কোন পথ নেই...

আমরা বন্ধু হতে পারব না, যদি না তোমরা তোমাদের সময় ব্যয় কর এক গুচ্ছ...

যখনি আমি তোমার কথা বেশি বেশি ভাবি তখন আমার সব কেন জানি মন্দের দিকে যায়, তাই আমি তোমাকে আর কিছু লিখব না।

হ্যাঁ, আমিও তোমাকে খুব মিস করছি। অনেক। কোনকিছুই বদলে যায় নি। দুঃখিত।
জ্যাকব

আমি পৃষ্ঠাটায় আঙুল বুলালাম। বুঝতে পারলাম সে কলমকে প্রচণ্ড দাবিয়ে লিখেছে, কোন কোন জায়গায় ছিড়েফুড়ে গেছে। আমি ওর লেখার সময়কার দৃশ্যটা কল্পনা করতে পারছি— ভীষণ ক্রুদ্ধ হয়ে সে চিঠিটা লিখছিল, যা ওর বাজে হাতের লেখায় বোঝা যাচ্ছে। যখনই কোন উল্টাপাল্টা শব্দ আসছে তখনই ইচ্ছেমত কাটাকুটি করেছে, এমনকি হয়ত ওর বিশাল হাতে কলমটাও ভেঙে ফেলেছে; যেটা বুঝতে পারছি চিঠির ওপর ফোঁটা ফোঁটা কালির দাগে। আমি কল্পনায় দেখতে পাচ্ছি— হতাশায় ওর কালো ভ্রুজোড়া কুঁচকে গেছে এবং কপালের ওপর ভাঁজ পড়েছে। যদি আমি সেখানে থাকতাম, তাহলে আমি নিশ্চিত হেসে ফেলতাম। *শুধু শুধু মাথাটা নষ্ট করো না, জ্যাকব,* আমি ওকে তাই বলতাম। *ব্যাপারটা থুথুর মত ছুড়ে ফেল।*

বারবার পড়তে পড়তে এরই মধ্যে আমার পুরোটাই মুখস্থ হয়ে গেছে। এখন হাসা

ছাড়া আর কিছুই করার নেই। চার্লির কাছ থেকে বিলির মাধ্যমে আমার সেই অনুনয়ের নোটের পরিবর্তে আমি চিঠিটা পেয়েছি। আমি চিঠিটা খোলার আগে এরকমই কিছু একটা আঁচ করছিলাম।

আশ্চর্যের যেটা— চিঠির মূল বিষয় যেগুলো লক্ষ্য করার মত সেগুলোই সে কায়দামত কেটে দিয়েছে যা আমাকে ভীষণ অবাক করেছে। আরও যে ব্যাপারটা, প্রত্যেক রাগের শুরুর পেছনে ওর হৃদয়ের প্রচ্ছন্ন বড় কিছু একটা দায়ী ছিল; জ্যাকবের ব্যথা আমাকে আমার নিজের চাইতেও ভারাক্রান্ত করে তুলল।

যখন আমি গভীরভাবে চিন্তা করছিলাম তখন আমি রান্নাঘর থেকে চুলার ধোঁয়ার মত অদ্ভুত কিছু একটার গন্ধ পেলাম।

হতে পারে অন্য কোন বাসায়, আমার পাশেই কেউ নিশ্চয় রান্না পুড়িয়ে...

আমি দোমড়ানো কাগজটা পেছনের পকেটে সরিয়ে রাখলাম। শেষ মুহূর্তে দৌড়ে সিঁড়ি দিয়ে নেমে এলাম।

স্পেগেটি সসের বয়ামটা যেটা বাবা খুব খেতে চায় সেটা মাইক্রোওভেনের ভেতরে শুরুর পর্যায়ে ছিল। আমি ধাক্কাতে থাকা মাইক্রোওভেনের দরজাটা খুলে দিলাম।

'আমি কী এমন অন্যায় করেছি?' বাবা জানতে চাইলেন।

'তুমি ধরে নিতে পার যে ঢাকনাটা তুমিই আগে তুলবে, বাবা। ধাতব কিছু মাইক্রোওভেনের জন্য ভীষণ ক্ষতিকর।' বলতে বলতে আমিই ধীরে ধীরে ঢাকনী তুলে অর্ধেকটা সস বাটিতে ঢাললাম। তারপর বাটিটা মাইক্রোওভেনের ভেতরে রাখলাম। জারটাও ফ্রিজে তুলে রাখলাম।। মাইক্রোওভেনে সময় ঠিক করে স্টার্ট বাটনে চাপ দিলাম।

বাবা ঠোঁট চেপে আমার কাণ্ড কারখানা দেখতে লাগলেন।

'মনে হয় আমি নুডলস এনেছি, ঠিক কিনা?'

'আমি স্টোভের ওপর কড়াইয়ের দিকে তাকালাম— গন্ধের উৎসটা আমাকে সতর্ক করে দিল। ' বাবা হাসল।

'তাহলে... এগুলো কিসের জন্য?' আমি প্রশ্ন করলাম।

বাবা তার দুহাত বুকের কাছে ভাঁজ করলেন। পেছনের জানালার দিকে এগিয়ে গেল গিয়ে ঝমঝমিয়ে বৃষ্টি পড়া দেখতে লাগলেন। 'জানি না তুমি কিসের কথা বলছ।' তিনি গম্ভীর স্বরে বললেন।

আমার অদ্ভুত লাগছে। বাবা রান্না করছে? তার এ ধরনের আচরণের কী মানে হত পারে? এ্যাডওয়ার্ড পর্যন্ত নেই। সাধারণত বাবা এ ধরনের আচরণ তুলে রাখে আমার বয়ফ্রেন্ডদের খাতিরে। প্রত্যেক কথায় এবং ভাবভঙ্গিতে বাবা সর্বোচ্চ চেষ্টা করে তাদের 'অনাকাঙ্খিত' ব্যাপারটা বুঝিয়ে দিতে। তার এরকম প্রচেষ্টার কোন দরকার নেই। এসব দেখানো ছাড়াই এ্যাডওয়ার্ড ঠিক জানত আমার বাবা কী ভাবছে।

যখন আমি উদ্দীপনা বোধ করি তখন বয়ফ্রেন্ড শব্দটাই আমার কাছে একটা পরিচিত ভাবনা হয়ে দাঁড়ায়, যা প্রায় চর্বিত চর্বণের কাছাকাছি চলে গেছে। এটা আসলে কোন ঠিক শব্দ ছিল না, কখনোই না। আমি চাচ্ছিলাম কিছু একটা যা

একেবারে ভেতরের মূল্যবোধ থেকে উৎসারিত... কিন্তু *ভাগ্য* এবং *নিয়তি* শব্দ দুটো খেলোয়ারসুলভ যখন তুমি সেগুলো নিত্যনৈমিত্তিক আলাপচারিতায় ব্যবহার কর।

এ্যাডওয়ার্ডের মাথায় আরেকটা শব্দ ছিল, বুঝে নিয়েছি সে শব্দটা দুঃশ্চিন্তা থেকেই উৎপত্তি।

বাগদত্তা। আহ্। আমি পারতপক্ষে এ চিন্তা থেকে দূরে থাকার চেষ্টা করি। কাঁপতে থাকি।

'আমি কী কিছু একটা ভুলে গেছি? যখন তুমি রাতের খাবার তৈরি করছিলে?' আমি বাবাকে জিজ্ঞেস করলাম। পাস্তাটা ফুটন্ত পানির উপরে টগবগ করে ফুটছিল। 'অথবা ডিনার তৈরির চেষ্টা করছিলে, আমি সেটা বলতে পারি।'

'এমন কোন আইন নেই যে আমি আমার বাড়িতে রান্না করতে পারব না।' বাবা শ্রাগ করলেন।

'তুমি জানো হয়ত।' উত্তর দিলাম। তার চামড়ার জ্যাকেটের ব্যাজের পিনের দিকে দৃষ্টি পড়তেই আমি দাঁত খিচিয়ে উঠলাম।

'হাহ্! বেশ ভাল কথা।' তিনি ভ্রুকুটি করলেন যখন আমার দৃষ্টি তাকে তার জ্যাকেটের কথা মনে করিয়ে দিলো যেটা এখন পরে আছেন। তিনি পিনটিনসহ আরও সব সরঞ্জাম রাখার জায়গায় ওটাকে ঝুলিয়ে রাখলেন। ওর পিস্তলের খাপটাও এরই মধ্যে সেখানে রাখা। গত কহপ্তা ধরে স্টেশনে যাওয়ার সময় সে এটা পরার কোন রকমের তাগিদ অনুভব করেনি। আসলে সে ছোট্ট শহরে দুর্গগুলোয়, ওয়াশিংটনে, কোন ধরনের অনৈতিকতা, বিশৃঙ্খলার বা সমস্যার সৃষ্টি হয় না। চির বৃষ্টির বনাঞ্চলগুলোতেও কোন ধরনের বিশালাকার রহস্যময় নেকড়ের দেখাও পাওয়া যায় না।

আমি নীরবে নুডুলস ভাঁজতে লাগলাম। চিন্তা করলাম বাবার একান্ত নিসংগ সময়ের ব্যাপারে, যা তাকে বিরক্ত করে, তাই নিয়েই তিনি কথাবার্তা বলতে চেষ্টা করেন। আমার বাবা বেশি কথা বলার লোক না। তিনি হয়ত আমার সাথে ডিনারে বসে অর্কেস্ট্রা বাজানোর সর্বোচ্চ চেষ্টা করবেন যাতে তার মনের গহীনে থাকা বৈচিত্রহীন শব্দের সংখ্যা বেরিয়ে আসে।

আমি নিয়ম মাফিক ঘড়ির দিকে তাকালাম। এই সময়ে আমি কয়েক মিনিট পরপর কিছু একটা করি। আধাঘণ্টা সময় এখনও হাতে আছে।

বিকেলটা আমার জন্য দিনের কঠিন একটা অংশ। যখন থেকে আমার প্রাক্তন প্রিয় বন্ধু (এবং নেকড়েমানব), জ্যাকব ব্ল্যাক, আমাকে জানাল যে, যে মটরসাইকেলটা আমি চাতুরতার সাথে চালাই— সে বিশ্বাসঘাতকতা করে বাবাকে জানিয়ে দিয়েছে যাতে বাবা আমাকে পেয়ে যায়, যার ফলে আমি আমার বয়ফ্রেন্ড (এবং ভ্যাম্পায়ার), এ্যাডওয়ার্ড কুলিন এর সাথে দেখা করতে না পারি। বাবার তীক্ষ্ম সাবধানী দৃষ্টিকে এড়িয়ে আমি সন্ধ্যে সাত থেকে রাত নটা পর্যন্ত বাড়ির ভেতরেই ওর সাথে দেখা করি।

অবশ্য, আমি এ্যাডওয়ার্ডকে স্কুলেও দেখতে পাচ্ছি, কারণ বাবার সেখানে করার কিছুই ছিল না। তারপরও, এ্যাডওয়ার্ডও প্রায় প্রতি রাত আমার ঘরে কাটাত, বাবা

যেটা সম্বন্ধে কখনও সচেতন ছিলেন না।

সন্ধ্যেবেলাটাই একমাত্র সময় যখন আমি এ্যাডওয়ার্ডকে ছাড়াই ব্যয় করি, আমাকে বিশ্রামহীন করে তোলার জন্য এটুকুই যথেষ্ট ছিল। যে কারণে প্রতিটা ঘণ্টা কাটে ঝিমিয়ে। একটা জিনিসের ব্যাপারে— আমি জানি সেটা অর্জন করব এবং অন্যের জন্য— কারণ আমি এখনই বাড়ির বাইরে চলে গিয়ে বাবাকে দুঃখ দিতে চাই না। বাবার অন্তরালে যখন অনেক বেশি স্থায়ী দূরত্ব তৈরি হবে তখন আমার দিগন্তের অনেক কাছাকাছি চলে যাব।

বাবা ঘোৎ ঘোৎ টাইপের শব্দ করতে করতে টেবিল বসে পড়লেন। পুরোনো খবরের কাগজ বিছালেন। সেকেন্ডের মধ্যেই সে ভীষণ অসন্তুষ্টি নিয়ে জিভ দিয়ে চুক চুক করে শব্দ করতে লাগলেন।

'জানি না বাবা তুমি কেন যে পত্রিকা পড়। এটা শুধু তোমাকে দুরে সরিয়ে রাখে।'

হাতে পত্রিকা ধরে রেখে তিনি গম্ভীর মুখে আমাকে এড়িয়ে গেলেন, 'এটা এ কারণে যে প্রত্যেকে চায় ছোট শহরে বাস করতে! হাস্যকর!'

'বড় শহর কী দোষ করল?'

'সিয়াটল রাজধানীকে ধ্বংসের দিকে নিয়ে যাচ্ছে। গত দু হপ্তায় পাঁচটা হত্যামামলা অমিমাংসিত। এ ধরনের বেঁচে থাকা তুমি কল্পনা করতে পার?'

'আমি মনে করি ফনিক্সই প্রকৃতপক্ষে নরহত্যার তালিকায় উপরের দিকে আছে, বাবা। আমি সেভাবে বেঁচে থাকাটা পছন্দ করি।' আমি যতক্ষণ পর্যন্ত না আমি বাবার ছোট্ট শহরে নিরাপদ নই ততক্ষণ পর্যন্ত খুনের ভিকটিম হওয়ার জন্য আমি কখনোই বাইরে বেরুবো না। প্রকৃতপক্ষে, আমি এখনও কয়েকভাবে হিট লিস্টে আছি... জল ফুটে উঠতেই চামচ আমার হাতে নাড়া খেল।

'ঠিক আছে, যথেষ্ট হয়েছে আমার জন্য।' বাবা বললেন।

আমি ডিনার সাজালাম এবং পরিবেশনের জন্য প্রস্তুত হলাম। তিনি চোরাচোখে তাকাচ্ছিলেন। আমি ছুরি চামচের মাধ্যমে স্পাগেটির একটা অংশ কেটে বাবার পাতে তুলে দিলাম। বাকিটুকু নিজে নিলাম। আমরা নিঃশব্দে খাওয়া সারতে লাগলাম। বেশ কিছু সময় ধরে আমরা নীরবে খেলাম। বাবা তখনও তন্ন তন্ন করে পত্রিকায় খুঁজছেন। আমি অনেকবার পড়া আমার 'ওয়েদারিং হাইটস' বইটা সকালের নাস্তার সময় যেখানে রেখেছিলাম সেখান থেকে তুলে নিলাম। আমি ঠিক যখন 'হিথক্লিফের ফিরে আসা'র কথা পড়ছি তখনই বাবা গলা খাকারি দিলেন এবং পত্রিকাটা মেঝেতে ছুড়ে ফেললেন।

'তুমি ঠিক বলেছ।' বাবা বললেন। 'এটা করার পেছনে আমার একটা কারণ আছে।' বলতে বলতে ছড়ানো ছিটানো আঠাল জায়গাগুলোয় কাটাচামচ দিয়ে ঢেউ খেলাতে লাগলেন।

'আমি তোমার সাথে কথা বলতে চাই।'

আমি বইটা একপাশে সরিয়ে রাখলাম, ওটার বাইণ্ডিং এর অবস্থা এতই খারাপ যে যে কোন মুহূর্তে টেবিলের উপর খুলে ছড়িয়ে যেতে পারে। 'তুমি একটু আগেও এই প্রশ্নটাই করছিলে।'

বাবা উপর নিচ মাথা দোলালেন, ভ্রুজোড়া কুঞ্চিত হল। 'হ্যাঁ। পরে আমি সেটা মনে করার চেষ্টা করব। মনে হয় ডিনার শেষ হয়েছে, তোমার হাত ধোয়া উচিত।'

আমি হাসলাম। 'তোমার রান্না খুব ভাল হয়েছে। মারশমেলোএর মত জিনিস কোমলভাবে রান্নার দক্ষতা আমার আছে। তোমার কী জিনিস প্রয়োজন বাবা?

'বেশ, এটা জ্যাকব সম্পর্কে।'

কথাটা শুনে আমার মুখ শক্ত হয়ে গেল। 'কী জানতে চাও ওর সম্পর্কে?' আমি আড়ষ্ট ঠোঁটে কথাগুলো বললাম।

'একটু সহজ হও, বেলা। আমি জানি সে তোমাকে যা বলেছে তা নিয়ে তুমি এখনও মন খারাপ করে আছ কিন্তু এটাই ঠিক। সে বরং দায়িত্বপূর্ণ ছিল।'

'দায়িত্বপূর্ণ!' আমি চোখ বন্ধ করে আহতের মত দ্বিতীয়বার কথাটা উচ্চারণ করলাম। 'ঠিক আছে। তাহলে কী জানতে চাও জ্যাকব সম্পর্কে?'

তুচ্ছ হতচ্ছাড়া প্রশ্নটা আমার মাথার মধ্যে ঘুরপাক খাচ্ছিল। জ্যাকব সম্পর্কে কী? তাকে নিয়ে আমি কী এমন করেছি? আমার এককালের ঘনিষ্ট বন্ধু যে এখন...'

কী? আমার শত্রু? আমি কঁকিয়ে উঠলাম।

বাবার মুখটা মুহূর্তের মধ্যে বদলে গেলেন। 'আমার সাথে পাগলের মত আচরণ করবে না। ঠিক আছে?'

'পাগল?'

'বেশ তো, আমি এ্যাডওয়ার্ড সম্পর্কেও জানতে চাচ্ছি।'

আমি চোখ সরু করে তাকালাম।

বাবার কণ্ঠস্বর ক্রমশ বাড়ছে। 'আমি ওকে বাড়িতে ঢুকতে দিয়েছি, দেই নি?'

'দিয়েছো।' আমি বললাম। 'অল্প সময়ের জন্য। অবশ্যই আমাকে এই অল্প সময়ের জন্য বাইরে যেতে দিতে হবে তোমাকে।' আমি কৌতুক করতে করতে কথা চালিয়ে যেতে লাগলাম। 'সম্প্রতি আমি ভাল আচরণ করছি।'

'বেশ, আর সে কারণেই আমি মাথা ঘামাচ্ছি...'

তারপর চার্লির মুখ আশাহতভাবে মুখভঙ্গি করলেন। সেকেন্ডের জন্য তাকে বিশ বছর কমবয়সী মনে হতে লাগল।

আমি তার হাসিতে প্রচ্ছন্ন কিছু একটার আভাস পাচিছলাম। কিন্তু আমি ধীরে ধীরে এগোতে লাগলাম। 'আমি দ্বিধান্বিত। আমরা কী জ্যাকব কিংবা এ্যাডওয়ার্ডকে নিয়ে কথা বলছি না, আমার মুন্ডুপাত করছি।'

কুঁচকানো ভ্রু আবার নেচে উঠল— 'এক প্রকারে তিনটাই।'

'কিভাবে এগুলো সম্পর্কযুক্ত?' আমি সাবধানে জিজ্ঞেস করলাম।

'ঠিক আছে।' স্যারেণ্ডারের ভঙ্গিতে হাত তুলে বাবা হাসলেন। 'আমি যেটা ভাবছি, তুমি ভাল আচরণেরই উপযুক্ত। টিনএজারদের জন্য তুমি আশ্চর্যজনকভাবে প্যানপ্যানানিহীন।'

আমার কণ্ঠ আর ভ্রুজোড়া থমকে গেল। 'সিরিয়াসলি? আমি কি স্বাধীন?'

এগুলো কোত্থেকে আসছে? যতক্ষণ পর্যন্ত না আমি সত্যি বাড়ির বার হতে পারছি ততক্ষণ আমি গৃহ বন্দিই তো আছি, আর এ্যাডওয়ার্ডও চিন্তাকে দোলা দিয়ে আমাকে

নিয়ে যাবে না...

বাবা একটা আঙুল তুলে বললেন, 'শর্ত সাপেক্ষে।'

আমার উৎসাহ সম্পূর্ণ উবে গেল। 'চমৎকার।' আমি গুঙিয়ে উঠলাম।

'বেলা, এটা চাওয়ার চাইতে বড়, এটা অনুরোধ, ঠিক আছে? তুমি মুক্ত। কিন্তু আমি আশা করব তুমি এ স্বাধীনতা... ন্যায়গতভাবেই ব্যবহার করবে।'

'এ কথার মানে কী?'

তিনি আবারও দীর্ঘশ্বাস ফেললেন, 'আমি জানি তুমি এ্যাডওয়ার্ডের সাথে সময় কাটাতে পেরে খুবই খুশি হবে—'

'আমি এলিসের সাথেও সময় কাটাব,' আমি বাঁধা দিয়ে বললাম। এ্যাডওয়ার্ডের বোনের দেখা করতে আসার সময় নেই; সে এসেছিল এবং যখন সে খুশি হয়ে সে চলেও গিয়েছে।

'এটা অবশ্য সত্যি।' তিনি বললেন। 'কিন্তু কুলিনদের পাকাঁপাশি তোমার আরকটা বন্ধুও আছে বেলা, আর তুমি তাকে অনেক ব্যবহার করেছো।'

আমরা দীর্ঘক্ষণ এক দৃষ্টিতে একে অন্যের দিকে বেশ কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকলাম।

'এঞ্জেলা ওয়েবারের সাথে তুমি শেষ কখন কথা বলেছিলে?' সাথে সাথে প্রশ্ন ছুড়ে দিলেন।

'শুক্রবার দুপুরের খাওয়ার সময়।' আমিও তাড়াতাড়ি উত্তর দিলাম।

এ্যাডওয়ার্ডের ফিরে আসার আগে আমার স্কুলের বন্ধুরা দুই ভাগে ভাগ হয়ে গিয়েছিল। এক ভাগ ভালো, এক ভাগ মন্দ। আমাদের এবং তাদের এই ব্যাপারগুলোও কাজ করতে শুরু করে দিয়েছিল। এঞ্জেলা ভালো দলের অন্যতম। ওর বয়ফ্রেণ্ড বেন চেননি, আর মাইক নিউটন। এ্যাডওয়ার্ড যখন চলে গেল তখন পাগল হয়ে হওয়ার হাত থেকে এরা তিনজনই আমাকে বাঁচিয়েছিল। লরেন মেল্যরি ছিল খারাপ দলের সদস্য। প্রায় সবাই। এমন কি ফরকসে আমার প্রথম বন্ধু জেসিকা স্টেনলি পর্যন্তও আমার বিরুদ্ধে চলে গিয়েছিল।

এ্যাডওয়ার্ডের স্কুলে ফেরার সাথে সাথে বিভক্ত লাইনটা আরও দূরত্বে গড়াল।

এ্যাডওয়ার্ডের ফিরে আসা মাইকের বন্ধুত্ব দাবী করল। কিন্তু এঞ্জেলা ছিল অটল ভক্ত, বেনও তাকে অনুসরন করল। প্রকৃতিবিমুখ হওয়া স্বত্ত্বেও অনেকেই কুলিনকে পছন্দ করে। দুপুরে খাওয়ার সময় এঞ্জেলা বেশ দায়িত্ব নিয়েই প্রতিদিন এলিসের পাশে বসে থাকে। কয়েক সপ্তাহের মধ্যেই এঞ্জেলাকে সেখানে বেশ উপযোগী বলে মনে হল। কুলিনের মাধ্যমে রোমাঞ্চিত না হওয়াটা বেশ কঠিন ছিল– একবার একজন তাদের পুলকিত হওয়ার সুযোগ করে দিল।

'স্কুলের বাইরে?' বাবা আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করে বললেন।

'আমি ওদের কাউকেই স্কুলের বাইরে দেখিনি বাবা। মনে করতে পার? আর এঞ্জেলারও ছেলেবন্ধু আছে। সে সবসময় বেনের সাথে থাকে। যদি আমি সত্যিই মুক্ত হয়ে থাকি।' আমি যোগ করলাম। 'মনে হয় আমরা দুজনে হতে পারি।'

'ঠিক আছে। কিন্তু তখন...' তিনি দ্বিধাগ্রস্ত হয়ে পড়লেন। 'তুমি আর জ্যাক একে অন্যের কোমরে হাত রেখে চলতে, আর এখন—'

আমি ওকে ছেড়ে দিয়েছি। 'তুমি কী আসল কথায় আসবে বাবা? ঠিক করে বলত তুমি আসলে কী বলতে চাচ্ছ?'

'আমি মনে করি না তোমার বয়ফ্রেন্ডের জন্য তুমি অন্যান্য বন্ধুদের প্রতিও উৎসাহ হারাবে, বেলা।' তিনি দৃঢ় গলায় বললেন। 'এটা ভাল দেখায় না, তাই আমি মনে করি তুমি যদি বাইরের লোকজনের সাথে মেশ তাহলে তোমার জীবনের একটা ভারসাম্য আসবে। গত সেপ্টেম্বরে কী ঘটেছিল...?'

আমি চমকে উঠলাম।

'বেশ,' তিনি আত্মরক্ষার খাতিরে বললেন। 'এ্যাডওয়ার্ড কুলিনের সাথে যদি তোমাকে বাইরের জীবনে অভ্যস্থ হতে না হয় তাহলে সেরকম কিছু মনে হয় ঘটছে না।'

আমি বিড়বিড় করে কিছু বলার চেষ্টায় থাকলাম।

'হতে পারে, নাও হতে পারে।'

'এই তো পয়েন্টে এলে?' আমি তাকে মনে করিয়ে দিলাম।

'অন্যান্য বন্ধুদের সাথে দেখা করার জন্যও তুমি নতুন স্বাধীনতা ব্যবহার কর। ভারসাম্য রেখো।'

আমি ধীরে ধীরে মাথা নাড়লাম। 'ভারসাম্যই ভাল। আমার আবার একটা নির্ধারিত সময়টময়ও থাকবে, নাকি?'

তিনি মুচকি হেসে মাথা নাড়ালেন। 'তুমি ব্যাপারটাকে জটিল করে দেখছ। বলছি শুধু বন্ধুদের ভুলে যেও না...'

আমার বন্ধু। এই উভয় সঙ্কটের সাথে আমাকে আগেও যুদ্ধ করতে হয়েছে। ওরা তারাই, যারা নিজেদের নিরাপত্তা নিয়েই আগে ভাবে, গ্রাজুয়েশনের পরে আমি ওদের সাথে থাকতেও পারব না। এ ছাড়া বেশি কিছু আর কী-ই বা আছে? তাদের সাথে যতদূর সম্ভব সময় কাটাবো? তারপর আরও গ্রাজুয়েশনের জন্য আবার আলাদা হয়ে যেতে হবে। দ্বিতীয়মাত্রার চিন্তাভাবনা।

'... বিশেষত জ্যাকব,' আমি এ বিষয়ে কিছু ভাবার আগেই বাবা বললেন।

এটা আগের চাইতেও দু কুল হারানোর মত সঙ্কটপূর্ণ ব্যাপার। ঠিক শব্দ খুঁজে পেতে বেশ কিছুক্ষণ লাগল। 'জ্যাকব মনে হয়... কঠিন।'

'ব্লাকরা প্রকৃতপক্ষে বাস্তববাদী পরিবার, বেলা।' তিনি পিতৃত্বসুলভ কণ্ঠস্বরে বললেন 'আর জ্যাকব ছিল তোমার অনেক অনেক ভাল বন্ধু।'

'আমি সেটা জানি।'

'তুমি কী ওকে একেবারে মিস কর না?' চার্লি হতাশাভরে জিজ্ঞেস করল।

হঠাৎ মনে হল আমার ভেতর কিছু একটা আটকে গেছে। উত্তর দেবার আগে আমি দুবার গলা খাকারি দিয়ে গলা পরিষ্কার করে নিলাম। 'হ্যাঁ। আমি ওকে মিস করি।' আমি বললাম। মেঝের দিকে তাকিয়ে বললাম, 'আমি ওকে অনেক মিস করি।'

'তাহলে কঠিন কেন?'

সেটা ব্যাখ্যা করে বলার মত স্বাধীনতা আমার সে সময় ছিল না। সেটা ছিল সাধারণ মানুষের বর্হিভুত আইন— আমার আর বাবার মত সাধারণ মানুষেরা— দৈত্য

দানো আর প্রাচীন গাথা যা গোপনে আমাদের চারপাশে বিরাজ করত, তারা সে দুনিয়া সম্পর্কে জানতেই উৎসাহী। আমি সে দুনিয়া সম্পর্কে অনেক কিছুই জানি— ফলাফল হিসেবে আমার কোন ধরনের সমস্যাও হয় নি। বাবাকেও আমি সে ধরনের কোন সমস্যায় ফেলতে চাচ্ছিলাম না।

'জ্যাকব থাকলে সেখানে একটা... সংঘর্ষ।' আমি ধীরে ধীরে বললাম। 'আমি বলতে চাচ্ছি বন্ধুতাকে ঘিরে সংঘর্ষ। জ্যাকের জন্য কেবল বন্ধুতাই সবসময় যথেষ্ট নয়।' সত্যি বলতে আমার কৈফিয়ত ছিল বর্ণনাতীত। সত্যি কিন্তু অস্পষ্ট, তুলনা দিতে গেলেও ভয়ঙ্কর কঠিন। কেননা জ্যাকবদের নেকড়েমানব গোষ্ঠীর সাথে এ্যাডওয়ার্ডদের ভ্যাম্পায়ার ফ্যামিলির ভীষণ তিক্ততা। আমি এমন কেউ নই যে বলার সাথে সাথে ওর সাথে কাজ করতে পারব। তাছাড়া সে আমার ডাকের উত্তরও দিতে পারবে না। কিন্তু নেকড়েমানবের সাথে আমার পরিকল্পনা সুনির্দিষ্টভাবে ভ্যাম্পায়ারের কাছে ভাল কিছু হবে না।

'এ্যাডওয়ার্ড কী ছোটখাট কোন স্বাস্থ্য প্রতিযোগীতায় পেরে উঠবে না?' বাবার কণ্ঠটা এখন উৎফুল্ল।

আমি তার দিকে কঠিন দৃষ্টিতে তাকালাম। 'এখান প্রতিযোগীতার কোন ব্যাপার নেই।'

'তুমি জ্যাককে এভাবে এড়িয়ে গিয়ে ওর অনুভূতিকে আঘাত করছ। সে বন্ধু ছাড়া কিছুই নয়।'

ওহ। আমি এখন তাকে এড়িয়ে যেতে চাচ্ছি?

'আমি নিশ্চত জ্যাক আসলেই বন্ধু হতে চায় না।' শব্দগুলো আমার মুখের কাছে চলে এল প্রায়। 'যাই হোক। এ ধরনের চিন্তাভাবনা তুমি কোথায় পেলে?'

বাবাকে এখন খুব বিব্রত দেখাচ্ছে। 'বিষয়টা বোধহয় আজকে বিলির কাছে থেকেই...'

'তুমি আর বিলি বৃদ্ধ মহিলাদের মত গালগপ্প করতে পছন্দ কর।' ঘন আঠাল স্পার্গেটির ভেতর আক্রোশে কাটা চামচ গেথে দিয়ে আমি নালিশ করলাম।

'বিলি জ্যাকবের ব্যাপারে খুব চিন্তিত।' বাবা বললেন। 'জ্যাকের এখন কঠিন সময় চলছে... সে দমে গেছে।'

আমি চমকে উঠলাম কিন্তু আমার চোখ খাবারের উপরে।

'আর তুমি যখন জ্যাকের সাথে দিনটা কাটাও তখন তুমি খুব খুশি খুশি থাক।' বাবা বললেন।

'আমি এখন সুখী।' আমি চোখ মুখ বিকৃত করে বললাম।

টেনশনের কারণে গলার আওয়াজের সাথে শব্দ উচ্চারণের সামঞ্জস্য নষ্ট হয়ে গেছে। তাতে বাবা জোরে হেসে উঠলেন। আমাকে তাতে যোগ দিতে হল।

'ঠিক আছে, ঠিক আছে।' আমি সম্মতি জানালাম। 'সমান সমান।'

'আর জ্যাকব।' তিনি জোর দিয়ে বললেন।

'আমি চেষ্টা করব।'

'ভাল। এ ব্যাপারটাও সমান কর বেলা। এবং, ও, হ্যাঁ, তোমার কিছু চিঠি

এসেছে।' বাবা কোন ধরনের প্রসঙ্গ উল্লেখ ছাড়াই কথা শেষ করলেন। 'স্টোভের পাশেই।'

আমি নড়াচড়া করতে পারলাম না। জ্যাকবের নামটাকে ঘিরে আমার চিন্তাভাবনা সব প্যাঁচ খেয়ে যেতে লাগল। এটা মনে হয় কোন জাঙ্ক মেইল; গতকাল আমি মা'র কাছ থেকে একটা প্যাকেট পেয়েছি, এরপর থেকে আমি আর কোন কিছু আশাও করিনি।

বাবা পায়ে যতটুকু নাগাল পেল তা দিয়ে এক ঠেলায় টেবিল থেকে চেয়ারটা সরিয়ে দিলেন। তার প্লেটগুলোও সিঙ্কের দিকে নিয়ে গেলেন। পানি ছেড়ে দেয়ার আগে বাবা আমার দিকে একটা মোটা খাম টস ছোড়ার মত করে ছুড়ে দিলেন। টেবিলে উপর সেটা গড়িয়ে এসে আমার কনুইএর কাছে ঠেকল।

'ধন্যবাদ।' আমি বিড়বিড় করে বললাম। তার ছুড়ে দেয়া আমাকে ধাঁধা লাগিয়ে দিল। আমি ফেরত ঠিকানাটা দেখলাম– চিঠিটা এসেছে আলাস্কা সাউথইস্ট ইউনিভার্সিটি থেকে। 'এত জলদি! আমার মনে হয় আমি এটারও শেষসীমা অতিক্রম করেছি।'

বাবা চুক চুক টাইপের শব্দ করলেন।

আমি খামটা বাবার দিকে তুলে দেখালাম। 'এটা খোলা।'

'আমার আসলে একটু কৌতুহল হয়েছিল।'

'আমি শক্‌ড। এটা একটা জাতীয় অপরাধ।'

'ওহ। আমি শুধু একটু পড়েছি কেবল।'

আমি চিঠিটা বের করে আনলাম। শিডিউল ভাঁজ করা আছে অবশ্যই।

'কংগ্রাচ্যুলেশান।' আমি চিঠিটার কোন কিছু পড়ার আগেই বাবা বললেন। 'তোমার প্রথম সম্মতি।'

'ধন্যবাদ বাবা।'

'আমাদের টিউশন ফিএর ব্যাপারে কথা বলা উচিত। আমার কিছু সঞ্চয়ের টাকাও তুলে রাখা আছে–'

'এই, এই, এগুলোর কোনটাই না। আমি তোমার রিটায়ারমেন্টের কোন টাকাই স্পর্শ করব না বাবা। আমার কলেজ ফান্ড আছে।'

বাবা অসন্তোষে ভ্রুকুটি করলেন। 'এ ধরনের বেশ কয়েকটা জায়গায় কম খরচ হয় বেলা। আমি তোমাকে সাহায্য করতে চাই। শুধুমাত্র সস্তা বলে যে কোনভাবে তুমি আলাস্কায় যেতে পার না।'

মোটেও সস্তা নয়, মোটেও না। কিন্তু এটা বহুদূরে।

'আমি সুপ্ত অবস্থায় পেয়েছিলাম। পাশপাশি সেখানে প্রচুর আর্থিক আনুকূল্য। ঋণ নেয়াও সহজ।' আমি আশা করছিলাম আমার ধাপ্পাবাজি বাড়াবাড়ি হয়ে যাচ্ছিল না। আমি আসলে এ বিষয়টা নিয়ে বেশি গবেষণা করিনি।

'তাহলে...' বাবা ঠোঁট কামড়ে অন্যদিকে তাকিয়ে আবার বলতে শুরু করলেন।

'তাহলে কী?'

'কিছু না। আমি শুধু...' তিনি ভ্রু নাচালেন। 'আমি শুধু ভাবছিলাম যে... পরবর্তী

বছরে এ্যাডওয়ার্ডের পরিকল্পনা কী?'

'ওহ্।'

'বেশ তো?'

দরজায় তিনটি করাঘাত আমাকে বাঁচাল। বাবা চোখ বন্ধ করতেই আমি লাফিয়ে উঠলাম।

'আসছি!' আমি বললাম। যখন বাবা সেরকমই কিছু বিড়বিড় করছিলেন। 'চলে যাও।'

আমি সম্পূর্ণ তাকে উপেক্ষা করে এ্যাডওয়ার্ডকে ভেতরে আসতে দিলাম।

আমি সামনে থেকে দরজাটা ঠেলে দিলাম। সে সেখানে দাঁড়িয়ে ছিল। আমার একান্ত আপন অলৌকিক মানুষ।

সময় আমাকে ওর মুখের ওপর থেকে একটুও মায়া কমাতে দেয় নি। আমি নিশ্চিত ওর জন্য এমন কোন পদক্ষেপ থাকবে না যা আমি কবুল করবো না। আমার চোখ ওর চোখে মুখে ঘুরতে লাগল। ওর চৌকোণা শক্ত চোয়াল, কোমল বাকানো ঠোঁট– যা এখন মুচকি হাসছে, ওর খাড়া নাক, সূচালো হনুর হাড়। মার্বেলের মত মসৃণ কপাল– বিশেষত ঘন বাদামী চুল...

সেগুলো ছিল চওড়া, তরল সোনার মত উষ্ণ এবং কালো পাপড়ি দিয়ে বাঁধানো। ওর চোখের দিকে তাকুলিন তা আমাকে অন্যরকম একটা অনুভূতিতে আচ্ছন্ন করে। আমার ভেতরের হাড়গুলোও যেন স্পঞ্জের মত হয়ে যায়। আমার মাথা কিছুটা হালকা হয়ে যেতে লাগল। কিন্তু তা আমার নিঃশ্বাস নিতে ভুলে যাওয়ার কারণে হতে পারে। আবার।

পৃথিবীর যেকোন পুরুষ মডেলের সে একজন আদর্শ উদাহরণ হতে পারে। অবশ্যই, সেটা প্রকৃতপক্ষে হৃদয়ের ব্যাপারে জিজ্ঞাস্য।

না। আমি তা বিশ্বাস করি না। আমি সেটা ভেবেও বিব্রতবোধ করছিলাম। এবং আমি আনন্দিত– যা আমি প্রায়ই থাকি– আমি এমন একটা মেয়ে যার সব চিন্তাভাবনা এক এ্যাডওয়ার্ডকে ঘিরে।

আমি ওর দিকে হাত বাড়িয়ে দিলাম, যখন ও ওর বরফশীতল আঙুল দিয়ে আমাকে ছুঁল আমি লজ্জা পেলাম। তার স্পর্শ আমার শরীরে স্বস্তির পরশ এনে দিল। যদি আমার কোন ব্যথা থেকে থাকত সে ব্যথা তার স্পর্শে চলে যেতো।

'হেই।' আমি রোমাঞ্চপূর্ণভাবে হাসলাম।

সে তার আঙুলগুলো আমার চিবুকে বুলাল। 'কেমন কেটেছে বিকেল বেলা?'

'ভীষণ অলস গতিতে।'

'আমার একই অবস্থা।'

সে আমার হাতের কব্জিটা ধরে ওর মুখে বুলাল, তখনও আমাদের হাত একসাথে জড়িয়ে ধরা। ওর চোখ বন্ধ। নাক ঘষে আমার চামড়ায়। চোখ বন্ধ অবস্থাতেই সে হাসে।

আমি জানতাম সেটা আমার রক্তের গন্ধ– অন্য লোকের রক্তের তুলনায় যা ওর কাছে অনেক মিষ্টি, ঠিক যেমন একজন মদ্যপায়ীর সামনে পানি আর মদ থাকার মত—

যা তাকে তৃষ্ণার্ত করে তোলার মত আসল ব্যথায় বিপাদাপন্ন করেনি। কিন্তু এক সময় তো রক্ত পান করেছিল। সে বিষয়ে তাকে একটুও সচকিত দেখাচ্ছে না। আমি কল্পনা করে নিলাম, হতে পারে হারকিউলিসের মত কোন শক্তি আছে এ সাধারণ ধারণার পেছনে। এটা আমাকে দুঃখ দেয় যখন সে খুব শক্ত করে ধরে। আমি নিজে অন্তত এটা ভেবে আশ্বস্ত হই যে, আমার কারণে ওকে বেশিক্ষণ ধরে কষ্ট পেতে হয় না।

আমি শুনতে পেলাম বাবার থপ থপ করে পা ফেলে এগিয়ে আসার শব্দ। তিনি নিশ্চিত বোঝাতে চান অতিথির আগমনে অসন্তোষ প্রকাশ। এ্যাডওয়ার্ডের চোখ হঠাৎ খুলে গেল। সে ফট করে হাত ছেড়ে দিল কিন্তু পাকাঁপাশি হাতে হাত ঘেষে জোড়া লাগানোর মত দাঁড়িয়ে পড়ল।

'শুভ সন্ধ্যা।' এ্যাডওর্য়াড যথা সম্ভব নম্র।

বাবা তার দিকে সম্মতি সূচক মাথা নাড়লেন এবং সেখানেই বুকের কাছে হাত ভাঁজ করে দাঁড়িয়ে পড়লেন। তিনি বেশ সময় নিয়ে গার্জেনগিরির ভঙ্গিতে কথা আরম্ভ করলেন।

'আমি আবেদনের আরেকটা সেটও এনেছি।' বলতে বলতে তিনি একটা তৈরি খাম দেখালেন। তার কনিষ্ঠ আঙুলে স্ট্যাম্পকে রোল করে পেচিয়ে রেখেছিলেন। আমি গুঙ্গিয়ে উঠলাম। সেগুলো কোন কলেজে পাঠানো হবে, সে তো কখনোও কোথাও আবেদন করতে জোর করেনি? তাছাড়া এই ফাঁকে-ফুকে খোলার ব্যাপারটাও তিনি জানলেন কী করে? এখন তো বছরের অনেকটা পেরিয়ে গেছে।

সে হাসল যেন সে আমার চিন্তাটা বুঝতে পেরেছে। বোধহয় সে রকম কিছু আমার চোখেমুখে ছিল। 'এখানে এখন কটা ডেডলাইন আছে। আর অল্প কিছু জায়গায়ই বিশেষ কাউকে গ্রহণ করতে আগ্রহী।'

আমি সহজে কল্পনা করতে পারছিলাম এই বিশেষ হওয়ার পেছনের অবদানটা। কত টাকা লাগবে কে জানে।

এ্যাডওয়ার্ড আমার অবস্থা দেখে হেসে ফেলল।

'আমরা কী?' সে রান্নাঘরের টেবিলের দিকে আঙুল উচিয়ে বলল। বাবা ফস করে একটা নিঃশ্বাস ছেড়ে আমাদের পেছন পেছন আসতে লাগলেন। যদিও তিনি এখনও পর্যন্ত রাতের কর্মসূচির বিষয়ে কিছু বলেন নি। তিনি ক্রমাগত আমাকে দৈনিক ক্লাস করতে হয় এমন কলেজে পড়ার জন্য উৎসাহী করছেন।

আমি দ্রুত টেবিলটা পরিষ্কার করে ফেললাম। যখন আমি ওয়াদারিং হাইটস বইটা এক কোণায় সরিয়ে রাখছি তখন দেখতে পেলাম এ্যাডওয়ার্ড কিছু একটা নিয়ে চিন্তা করতে করতে ভ্রু কুঁচকাল। কিন্তু সে কিছু বলার আগেই বাবা বললেন,

'কলেজের আবেদনটার ব্যাপারে বল, এ্যাডওয়ার্ড'।' বাবার কণ্ঠ অনেক বেশি অপ্রসন্ন বলে মনে হল– সাধারণত তিনি এ্যাডওয়ার্ড নামটা এড়িয়ে বলার চেষ্টা করেন। আজ বলেছেন যখন– বোঝা যাচ্ছে খুব খারাপ মুডে আছেন।

'বেলা আর আমি একটু আগেও পরবর্তী বছর নিয়ে চিন্তা করছিলাম।'

'তুমি কী চিন্তা করেছ, কোন স্কুলে পড়তে যাচ্ছ?'

এ্যাডওয়ার্ড বাবার দিকে তাকিয়ে হাসল। ওর কণ্ঠটা অনেক কোমল শোনাল,

'এখনও না। আমি বেশ কটা জায়গা থেকে অনুমোদন পত্র পেয়েছি, কিন্তু তারপরও আমি সব কটা বিবেচনা করে দেখছি যে কোনটা ভাল হয়।'

'তুমি কোথায় কোথায় অনুমোদন পেয়েছ?' বাবা বলল।

'সাইরাস... হার্ভার্ড... ডার্টমাউথ... আর আমি আজ ইস্টওয়েস্ট আলাস্কা ইউনিভার্সিটি থেকেও পেয়েছি।' এ্যাডওয়ার্ড তার মুখ ঘোরাল যেন আমার সাথে চোখাচোখি হয়। আমি মৃদু হাসলাম।

'হার্ভার্ড? ডার্টমাউথ?' বাবা বিড়বিড় করলেন। সিদ্ধান্ত নিতে পারছিলেন না। 'তাও ভাল...এটাও একটা ব্যাপার। হ্যাঁ। কিন্তু আলাস্কা ইউনিভার্সিটিতে... তুমি কী আইভি লিগকে আগে আমলে আনছ না। মানে, তোমার বাবা কী চায় না তোমাকে...'

'আমি যা করতে পছন্দ করি বাবা সাধারণত তাতে অমত করেন না।' এ্যাডওয়ার্ড বিনীতভাবে তাকে বলল।

'হুমম।'

'একটা জিনিস ভাব তো এ্যাডওয়ার্ড?' আমি আনন্দ মেশানো উষ্ণ গলায় বললাম।

'কী বেলা?'

আমি কোণার দিকে রাখা খামটার দিকে ইঙ্গিত করলাম।

'আমিও আজকে আলাস্কা ইউনিভার্সিটি থেকে আমার অনুমোদন পেয়েছি!'

'অভিনন্দন!' সে উঁচু গলায় বলল। 'কেমন কাকতালীয় ঘটনা।'

বাবার চোখ সরু হয়ে গেল এবং তিনি আমাদের দিকে ইতি উতি তাকুলিন। 'বেশ তো!' এক মিনিট পরে তিনি বিড়বিড় করলেন। 'আমি খেলা দেখতে যাচ্ছি, বেলা। সাড়ে নয়টা।'

এটা ছিল তার প্রতিদিনের আদেশ জারি।

'কিন্তু বাবা? আমার স্বাধীনতার ব্যাপারে নতুন সিদ্ধান্তটার কথা মনে কর...?'

তিনি লাজুক ভঙ্গিতে হাসলেন। 'ঠিক আছে, সাড়ে দশটা। তুমি এরই মধ্যে স্কুল নাইটের ব্যাপারে কার্ফু পেয়ে গেছো।'

'বেলা, এখন আর বন্দি নয়?' এ্যাডওয়ার্ড জিজ্ঞেস করল। যতদূর জানি ওর এত আশ্চর্য হওয়ার কথা না। আমি ওর উত্তেজনা মেশানো গলার আওয়াজে কোন খাদও পেলাম না।

'অবস্থা বুঝে।' বাবা দাঁত চেপে বললেন 'তোমারও কী তাই?'

আমি বাবার দিকে ভ্রুকটি করলাম যা সে দেখতে পেল না...

'জেনে ভাল লাগল,' এ্যাডওয়ার্ড বলল। 'শপিং পার্টনার হিসেবে এলিসের চুলকানি ছিল, আর আমি নিশ্চিত সিটি লাইটগুলো দেখলে বেলা খুশিই হবে।' সে আমার দিকে তাকিয়ে হাসল।

বাবা যেন খানিকটা তেতে উঠলেন। 'না।' তার চোখমুখ বিস্ফোরিত।

'বাবা! সমস্যাটা কী?'

তিনি সর্বশক্তি দিয়ে দাঁত কামড়ে ধরলেন। 'আমি তোমাদের এখনই সিয়াটলে যেতে দিতে চাই না।'

'হাহ্?'

'পেপারের ছাপানো গল্পটা নিয়ে আমি বলেছিলাম তোমাকে– আসলে সেখানে এক টাইপের গ্যাং আছে যারা সিয়াটলে খুন করছে। আমি নিশ্চিত তুমিও এ ব্যাপারটা সম্পর্কে পরিষ্কার, ঠিক আছে?'

আমি আমার চোখ বন্ধ করলাম। 'বাবা, এটা একটা সুযোগ যে আমি একদিন আমি সিয়াটলে–'

'না। এটাই ঠিক।' আমাকে বাঁধা দিয়ে এ্যাডওয়ার্ড বলল। 'আমি কিন্তু সিয়াটলকে বোঝাচ্ছি না। আমি আসলে ভাবছি পোর্টল্যাণ্ড বিষয়ে। আমিও চাই না বেলা সিয়াটলে যাক। অবশ্যই না।'

আমি অবিশ্বাসের দৃষ্টি নিয়ে ওর দিকে তাকালাম। সে বাবার সংবাদপত্রটা হাতে নিয়ে আছে, আর এরই মধ্যে সে পেছনের পাতার সংবাদটা পড়ে ফেলেছে।

সে সর্বোচ্চ চেষ্টা করবে বাবার মতের সাথে মত মেলাতে। মানুষের জন্য সেটা খুবই বিপজ্জনক এমনকি যদি আমি এলিস বা এ্যাডওয়ার্ডের সাথেও থাকি।

তার কথায় কাজ করল। বাবা এ্যাডওয়ার্ডের দিকে এক মুহূর্ত সময় নিয়ে তাকুলিন। তারপর শ্রাগের ভঙ্গিতে 'ভাল' বলে বাবা দ্রুত পা চালিয়ে বসার ঘরের দিকে গেলেন। হতে পারে তার অনুষ্ঠান এতক্ষণে শুরু হয়ে গেছে। টিভি চালু হওয়া পর্যন্ত আমি অপেক্ষা করলাম, যাতে বাবা আমার কথা শুনতে না পান।

টিভির আওয়াজ শুরু হলে কথা বলা শুরু করলাম,

'কী–' আমি বললাম।

'একটু দেরি কর।' এ্যাডওয়ার্ড পত্রিকা থেকে চোখ না তুলেই বলল। সে দৃষ্টি আকর্ষণ করল প্রথম আবেদনটার দিকে, যেটা টেবিলে পড়ে আছে।

'আমি মনে করি তুমি এটার জন্য প্রবন্ধটা নতুন করে তৈরি করতে পার।' একই প্রশ্ন।'

বাবা মনে হয় এখনও শুনছেন। আমি লজ্জা পেলাম। সেই সাথে নতুন করে নাম ঠিকানা আর অন্যান্য বিষয়ও উল্লেখ করা শুরু করলাম।

কয়েক মিনিট পর আমি চোখ তুলে তাকালাম। কিন্তু এ্যাডওয়ার্ড একদৃষ্টিতে জানালার বাইরে তাকিয়ে আছে। আমি কাজে চোখ নামিয়ে আনতেই এই প্রথমবারের মত স্কুলের নামটা খেয়াল করলাম।

আমি নাকে শব্দ করলাম আর কাগজটা একপাশে ঠেলে সরিয়ে রাখলাম।

'বেলা?'

'এখনও সাবধান হওয়ার সময় আছে এ্যাডওয়ার্ড। ডার্টমাউথ?'

এ্যাডওয়ার্ড আবার সেই অর্ধ সমাপ্ত কাগজটা আমার দিকে এগিয়ে দিল।

'আমি মনে করি নতুন পরিবেশে তোমার ভাল লাগবে।' সে বলল। 'তাছাড়া সেখানকার রাতের পরিবেশও আমার অনুকূলের। বনাঞ্চলটা বেশ কাছাকাছি। বন্যজন্তুতে পরিপূর্ণ।' সে মিচকে হাসি হাসল, যদিও সে জানে আমি কিছুই বুঝতে পারিনি।

আমি গভীরভাবে একটা নিঃশ্বাস নিলাম।

'তুমি আমাকে সব ফেরত দিতে পার, যদি না সেগুলো তোমাকে আনন্দ দেয়।' সে আমাকে আশ্বস্ত করল। 'যদি তুমি চাও তো আমি তোমাকে সুদ যোগাতে পারি।'

'আমি এটা কোন ধরনের বিরাট অঙ্কের ঘুষ ছাড়াই পেতে চাই, অথবা কোন লোনের অংশ। কুলিনদের নতুন লাইব্রেরী উইংয়ের অংশ? তুমি কেন আবার এটা নিয়ে আলোচনা করতে চাইছ?'

'তুমি আবেদনটা তো অন্তত পূরণ কর, প্লিজ বেলা? এ্যাপ্লাই করতে তো দোষ নেই?'

আমার চোয়াল শক্ত হয়ে গেল। 'একটা জিনিস জানো কী? আমার না মোটেও ইচ্ছে করছে না।'

আমি কিছু সময় ধরে তীক্ষ্ম দৃষ্টিতে খালি টেবিলের দিকে তাকালাম, তারপর এ্যাডওয়ার্ডের দিকে। তার মধ্যে নড়চড়ার কোন লক্ষণ দেখা গেল না। কিন্তু তার আগেই আবেদনটা ওর জ্যাকেটের পকেটে চলে গেছে।

'কী করছ তুমি?' আমি জানতে চাইলাম।

'আমি তোমার বদলে তোমার নাম সাইন করে দেব। তুমি তো প্রবন্ধটা লিখেছই।'

'তুমি এভাবে একটা বিরক্তিকর পথে এগোচ্ছ, জানো সেটা?' আমি বাবার পুরোপুরি খেলায় হেরে যাওয়ার আগের সুযোগে ফিসফিসিয়ে বললাম। 'আমার আসলে অন্য কোথাও আবেদন করার দরকার নেই। আমি আলাস্কাতেই তো অনুমোদন পেয়েছিই। আমি প্রথম সেমিস্টারের টাকাও সহজে ম্যানেজ করতে পারব। এটা নিশ্চয় যে কোন জায়গার চেয়েই ভাল হবে। এক গাদা টাকা খরচ করার কোন মানে হয় না।'

ও ব্যথাভরা চোখে তাকাল। 'বেলা–'

'আবার শুরু করো না। বাবার খাতিরে আমাকে রাজি হতে হচ্ছে। কিন্তু আমরা দুজনেই জানি আমি কোনভাবেই পরবর্তী বছরে স্কুলে যাচ্ছি না। লোকজনের কাছাকাছি কোথাও।'

প্রথম কবছরে ভ্যাম্পায়ার সম্পর্কে আমার জ্ঞান অর্জন ছিল লক্ষ করার মত। এ্যাডওয়ার্ড এ নিয়ে কখনো বিস্তারিত কিছুতে যেতে চাইত না– এটা ওর প্রিয় কোন বিষয়ও না। কিন্তু আমি জানি সেটা মোটেও সুখকর ছিল না। আত্মনিয়ন্ত্রণ সে সময় দক্ষভাবে কাজে এসেছিল। স্কুলের নিয়মনীতি বিরুদ্ধ কোন কিছুই তো তখন প্রশ্নের বাইরে।

'ভাবছি সময়ের ব্যাপারে এখনও তো সিদ্ধান্ত নেয়া হল না।' এ্যাডওয়ার্ড কোমল স্বরে আমাকে বলল। 'তুমি দু একটা সেমিসটার কলেজে উপভোগ করবে। সেখানে এমন অনেক মানবীয় অভিজ্ঞতা হবে যা তোমার আগে কখনো হয়নি।'

'আমি পরে পরে সব পেয়ে যাব।'

'সেটা তারপরে তোমার কোন মানবীয় অভিজ্ঞতা হবে না। তুমি মানবীয়তার কোন দ্বিতীয় সুযোগ পাবে না, বেলা।'

আমি দীর্ঘশ্বাস ফেললাম, 'তোমাকে সময় নির্ধারনের ব্যাপারে অনেক বেশি দায়িত্বপূর্ণ হতে হবে এ্যাডওয়ার্ড। চারপাশে অনেক বিপদ।'

'এখনও পর্যন্ত কোন বিপদ নেই।' সে বলল।

আমি আনন্দিত দৃষ্টিতে তাকালাম। কোন বিপদ নেই? সত্যি বলছ তো? একটি ব্যথিত ভ্যাম্পায়ারকে জানি যে তার সাথীর মৃত্যুর প্রতিকোঁধ নিতে চেষ্টা করে। যথাসম্ভব ধীর গতির এবং যন্ত্রণাকর পদ্ধতিতে। ভিক্টোরিয়াকে নিয়ে চিন্তা যেন কিসের জন্য? ও হ্যাঁ। ভলচুরি– অভিজাত ভ্যাম্পায়ার পরিবার এবং তাদের ছোটখাট ভ্যাম্পায়ার যোদ্ধার কারণে– যারা আমার হৃৎপন্দন একভাবে অথবা ভবিষ্যতে অন্যভাবে বন্ধ করে দেবে। কারণ মানুষরা তাদের অস্তিত্ব আছে সে ব্যাপারে জানতে পারবে না। ঠিক। হৃদয়বিদারক কোন কারণ অবশ্য এখনও ঘটেনি। এমনকি এলিসকে চোখে চোখে রাখা স্বত্তেও– এ্যাডওয়ার্ড ভবিষ্যৎ চিন্তা করে আমাদের আগাম সর্তকবাণী দিয়ে রেখেছে– এটার সুযোগ নেয়াও বিকৃত মস্তিষ্কের কাজ হবে।

পাকাঁপাশি, আমি এই বিতর্কেও জিতে গেছি। আমার গন্তব্যের সময়সূচি পরীক্ষামূলকভাবে নির্ধারিত হয়েছে স্কুল থেকে গ্রাজুয়েশান নেবার ঠিক পরপরই। বেশ কিছু সময় এখনও সামনে আছে। কত সময় এই অল্পের মধ্যে কেটে গেছে। তা ভাবতেই আমি আমার পেটের মধ্যে পেরেক ফোটার মত অনুভব করলাম। অবশ্যই সুযোগটা দরকার ছিল। এবং আমি চাবিটাই চাই যাতে করে পুরো বিশ্বটা আমি একত্র করতে পারব। কিন্তু আমি গভীরভাবে অনিশ্চিত ছিলাম যে বাবা সত্যি প্রত্যেকদিনের মত অন্য রুমে বসে তার খেলা উপভোগ করতে পারছেন কিনা? আর আমার মা। রেনি। রৌদ্রোজ্জল ফ্লোরিডায় তার নতুন স্বামীর সাথে সমুদ্র সৈকতে সময় কাটাচ্ছে। আর জ্যাকব, এমনকি আমার বাবা মা, অনেকদিন ধরেও তাদের সন্দেহ হবে না যদি আমি গাড়ি ভাড়া, পড়ার চাপ কিংবা অসুস্থ্যতার কথা বলে তাদের সাথে দেখা করা থেকে বিরত থাকি তাও। জ্যাকব ঠিকই সত্যটা জানবে।

কিছুক্ষণের জন্য জ্যাকব মনকে আছন্ন করে থাকায় অন্য সব ব্যথাকে হালকা করে দিল।

'বেলা,' এ্যাডওয়ার্ড বিড়বিড় করে বলল। ওর চেহারা বদলে যায় যখন সে কারো মনের ভেতরটা পড়তে পারে। 'কোন তাড়াহুড়া নেই। আমি কাউকে তোমাকে আঘাত করতে দেব না। তোমার যত সময় লাগে তুমি নিতে পার।'

'আমি তাড়াতাড়ি করতে চাই।' কৌতুকের ভঙ্গিতে আমি দুর্বলভাবে হেসে ফিসফিসিয়ে বললাম। 'আমিও একটা দানব হতে চাই।'

সে দাঁতমুখ শক্ত করে রাখল এবং সে ভাবেই বলল, 'তোমার কোন ধারণাই নেই তুমি কী বলেছ?' সে বাজে খবরের কাগজটা আমাদের মাঝখানে ছুড়ে মেলে দিল। ওর আঙুল পেছনে পাতার শিরোনামটা ইঙ্গিত করছে।

মৃত্যু সংখ্যা বাড়ছে, পুলিশ ভয় পাচ্ছে এটা গ্যাং এর কাজ।

'কী করা যাবে?'

'দানব হওয়াটা কোন কৌতুকের ব্যাপার নয়, বেলা?'

আমি শিরোনামটার দিকে একবার তাকালাম। তারপর ওর কঠিন মুখের দিকে তাকালাম। সে শুষ্ক হাসি দিল। ওর কণ্ঠটাও ছিল ধীর এবং শান্ত। 'তুমি আশ্চর্য হবে বেলা, আমার প্রজাতির সংবাদ তোমাদের কাগজে কেমন হরর হিসেবে ছাপা হয়। এটা সহজে অনুমান করা যায়, কেমন আচরণ করতে হয় তা তোমার জানা। এখানে তথ্য

আছে যে নিউবর্ণ বা নতুন জন্মানো একটা ভ্যাম্পায়ার সিয়াটলে হারিয়ে গেছে। নিউবর্ণ ভ্যাম্পায়ারটা রক্ত পিয়াসী, হিংস্র আর নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে গেছে। একই কথা আমাদের সবার বেলায় খাটে।'

আমি ওর দৃষ্টি উপেক্ষা করে পত্রিকায় আবার মনোসংযোগ করলাম।

'আমরা বেশ কয়েক সপ্তাহ ধরে ব্যাপারটা পর্যবেক্ষণ করছি। সব তথ্য প্রমাণই বলছে, দুর্ঘটনাগুলো ঘটছে রাতেরবেলা। কোন ধরনের প্রমাণ রেখে যাওয়া ছাড়াই... হ্যাঁ, নতুন কেউ। এবং তেমন কাউকেই এই ব্যাপারটার দায়িত্ব নিতে দেখা যাচ্ছে না...' সে একটা গভীর দীর্ঘশ্বাস নিল। 'বেশ, এটা আমাদের সমস্যা না। আমরা যদি এ ব্যাপারটায় মনোযোগ নাও দিই তাহলেও সেগুলো বাড়ির কাছে ঘটছে না। আমি যেটা বলতে চাচ্ছি, এটা সবসময়ই ঘটছে। দানবের উপস্থিতি মানেই দানবীয় ঘটনা।'

আমি কাগজের নামগুলো পড়তে চাইছিলাম না, কিন্তু সে ছাপার অক্ষরগুলো এমনভাবে লাফিয়ে আমার চোখে পড়তে চাইছে যেন সেগুলো গাঢ় করে লিখা। পাঁচজন লোক যাদের জীবনাবসান হয়েছে তাদের পরিবার এখন শোক করছে। নামগুলো সরাসরি খুনের চাইতেও আলাদা, সেগুলো হচ্ছে, ম্যরেন গার্ডিনার, জেফরি ক্যাম্পব্যাল, গ্রেস রাজি, মাইকেল ও'কনেল, রোনাল্ড অ্যালব্রুক। এই লোকগুলোর বাবা মা ছিল, সন্তান ছিল, বন্ধু-বান্ধব ছিল, পোষাপ্রাণী ছিল, চাকরি ছিল, আশা ছিল, পরিকল্পনা ছিল, আর ছিল স্মৃতি ও ভবিষ্যৎ...'

'আমার ক্ষেত্রেও নিশ্চয় একই ব্যাপার ঘটবে না।' আমি ফিসফিসিয়ে বললাম, কিছুটা নিজেকে শুনিয়ে। 'তুমি আমাকে এভাবে বিপদে পড়তে দেবে না। আমরা তাহলে এন্টার্কটিকায় বাস করব।'

এ্যাডওয়ার্ড টেনশান ভেঙ্গে জেগে উঠল। 'পেঙ্গুইন। চমৎকার।'

আমি প্রচণ্ড হেসে উঠলাম আর পত্রিকাটা উল্টো করে সরিয়ে রাখলাম যেন নামগুলো চোখে না পড়ে; এটা আমাকে কষ্ট দিচ্ছে। অবশ্যই এ্যাডওয়ার্ড শিকারের সমূহ সম্ভাবনাকে বিবেচনা করবে। সে এবং তার 'নিরামিষাসী' পরিবার– তারা সবাই পরিমিত খাবার গ্রহণের পাকাঁপাশি স্বাদের তুষ্টতার ব্যাপারটায় নজর রেখে মানব জীবনকে রক্ষার চেষ্টা করবে।

'আলাস্কা, এটাই তাহলে ঠিক হল। জ্যুনো এর চাইতেও নির্জন হবে বোধ করি। হয়তো কোথাও গ্রিজলী ভালুকও মিলে যেতে পারে।'

'ভালই হবে।' সে সায় দিল। 'সেখানে বরফ ভাল্লুকও আছে। খুব হিংস্র। নেকড়েরাও দশ হাত দূরে থাকে।'

আমার চোয়াল ঝুলে পড়ল।

'কী হল?' আমি হা বন্ধ করে শরীর শক্ত করে ফেলার আগেই সে বলল।

'ওহ। নেকড়েগুলোকে নিয়ে ভয় পেও না। যদি না পুরো ব্যাপারটা তোমার কাছে বিরক্তিকর বলে মনে হয়।' ওর কণ্ঠ ছিল আড়ষ্ট। সাধারণ। সে কাঁধ ঝাঁকাল।

'সে আমার প্রিয় বন্ধু ছিল, এ্যাডওয়ার্ড।' আমি বিড়বিড় করে বললাম। অতীতকাল ব্যবহার করে আমি হতবুদ্ধি হয়ে গেলাম। 'অবশ্যই বুদ্ধিটা আমাকে বিরক্ত করছে।'

'প্লিজ, আমার কল্পনাকে ক্ষমা কর।' সে আরও সাধারণভাবে বলল। 'আমি আসলে নেকড়ে সম্পর্কে ওভাবে বলতে চাইনি।'

'এ নিয়ে বাজে চিন্তা করো না।' আমি ওর দিকে আমার হাত প্রসারিত করে দিলাম।

আমরা কিছুক্ষণ নীরবে কাটালাম। আমার চিবুকের নিচে ওর ঠাণ্ডা আঙুল ছিল যা আমার মুখটাকে প্রায় জমিয়ে ফেলছিল। ওর আচরণ এখন আরও কোমল।

'দুঃখিত। সত্যি দুঃখিত।'

'আমি জানি। আমি জানি এটা আসলে একই ব্যাপার নয়। আমার ওভাবে প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করা উচিত হয়নি। আমি শুধু...যাক গে, তুমি এখানে আসার আগে আমি অবশ্য জ্যাকবকে নিয়ে ভেবেছি।' আমি দ্বিধাগ্রস্ত হলাম। যখন আমি জ্যাকবের নামটা বললাম তখন ওর চোখের তারা নিষ্প্রভ হয়ে যেতে দেখলাম। আমার কণ্ঠ দায়িত্বপূর্ণতায় বদলে গেল। 'বাবা বলছিল, জ্যাকবের নাকি এখন কঠিন সময় চলছে। সে এখন সবাইকে আঘাত করে চলেছে... এর এটা আমারই দোষে।'

'তুমি অন্যায় কিছু তো করনি বেলা?'

আমি গভীর নিঃশ্বাস নিলাম। 'আমাকে এ ব্যাপারটা ভালোর দিকে নিয়ে আসতে হবে এ্যাডওয়ার্ড। সেটা ওর প্রতি ঋণের কারণে। এবং এটা একরকম বাবারও ইচ্ছে–'

আমি কথাগুলো বলার সময় ওর মুখটা পাথরের মত শক্ত হয়ে গেল।

'তুমি জানো নেকড়েমানবদের থেকে সুরক্ষিত থাকার ব্যাপারটা এখন প্রশ্নের বাইরে, বেলা। আর এটা শৃঙ্খলাও নষ্ট করবে যদি তুমি বা আমি যে কেউ ওদের জমিতে যাই। তুমি কী যুদ্ধ বাঁধাতে চাইছ?'

'অবশ্যই না!'

'তাহলে এ ব্যাপারটা নিয়ে আর কোন কথা নয়।' সে হাত আলগা করে দিল এবং বিষয় পরিবর্তনের জন্য অন্যদিকে তাকাল। আমার পেছনের কিছু একটার দিকে তাকিয়ে ওর চোখ হঠাৎ স্থির হয়ে গেল। সে হাসল, যদিও ওর চোখ একই রকম ছিল।

'আমি খুব খুশি হয়েছি যে তোমার বাবা তোমাকে বাইরে বেরুনোর অনুমতি দিয়েছে— তোমার আসলে এখন কোন বইয়ের দোকান প্রয়োজন। আমি বিশ্বাস করতে পারছি না যে তুমি ওয়াদারিং হাইটস্ বইটা এখনও পড়ছ। তুমি এখনও এটা আত্মস্থ করতে পার নি?'

'সবার একইরকম ফটোগ্রাফিক মেমোরি থাকে না।' আমি সরাসরি বললাম।

'ফটোগ্রাফিক মেমোরি না ছাই। আমি বুঝতে পারছি না কেন তুমি এটা এত পছন্দ করলে। বাজে চরিত্র সব যারা একে অন্যের জীবনটাকে বিষিয়ে তুলেছে। আমি জানি না কেন হিথক্লিফ আর ক্যাথি রোমিও জুলিয়েট অথবা এলিজাবেথ বেনেটও মি. ডার্কির মত তাদের সম্পকের্র ইতি ঘটালো। এটা কোন ভালবাসার গল্প নয় বরং ঘৃণার গল্প।'

'ক্লাসিকের ব্যাপারে দেখি তুমি খুব সিরিয়াস?' আমি চোখ মটকে বললাম।

'হতে পারে এ কারণে যে আমি পুরাতন ব্যাপার-স্যাপারে অভিভূত হই না।' সে হাসল। আমাকে বিভ্রান্ত করে ও খানিকটা সন্তুষ্ট হল মনে হয়।

'সত্যি বলছি, কেন তুমি এটা বারবার পড়?' ওর চোখজোড়া প্রবল আগ্রহে

জ্বলজ্বল করছে। চেষ্টা করলাম–আবার–মাথা থেকে এ চিন্তাটা সরিয়ে দেবার। সে টেবিলের কিনারে এগিয়ে এল। দু হাতের তালুতে আমার মুখখানা ধরে জিজ্ঞেস করল, 'কেন এটা তোমাকে এত আনন্দ দেয়?'

ওর অতি কৌতূহল আমাকে বাহুমুক্ত করল। 'আমি ঠিক নিশ্চিত না।' আমি বললাম। 'মনে হয় এটা অপ্রতিরোধ্য এ কারণে। এমন কিছু নেই যা তাদের বিচ্ছিন্ন করতে পারে– না তাদের স্বার্থপরতা, না তাদের শয়তানি, এমন কি মৃত্যুও, সব শেষে...'

আমার কথা শুনে ওকে চিন্তা করতে দেখা গেল। কিছুক্ষণ পর সে টিটকারীর হাসি হাসল। 'আমি আরও ভেবেছিলাম তাদের কেউ একজনের কোন ধরনের পূরণীয় গুণ-টুন আছে।

'আমি মেন করি সেগুলোই আসল পয়েন্ট।' আমি দ্বিমত জানালাম। 'তাদের ভালোবাসার গুণই তাদের তাদের পূরণীয় গুণ।'

'আমার মনে হয় এ বিষয়ে তোমারই ভাল জ্ঞান থাকা উচিত— এমন কারও সাথে তোমার প্রেম করা উচিত যে খুব... বামপন্থী।'

'এটা চিন্তা করা আমার জন্য একটু দেরিই হয়েছে বৈকি বিশেষত যার প্রেমে আমি পড়েছি তার জন্য।' আমি আসল পয়েন্ট বের করলাম। 'কিন্তু কোন ধরনের সাবধানতা ছাড়াই, আমি ব্যাপারগুলো বেশ ভালোভাবেই ম্যানেজ করতে পারছি।'

'সে নীরবে হাসল। 'আমি তা জেনে আনন্দিত।'

'যাক গে, আশা করছি তুমি এ রকম স্বার্থপর কারও ব্যাপারে চমৎকার স্মার্ট থাকবে যেন তাকে এড়িয়ে চলতে পার। ক্যাথরিনই সব সমস্যার মূল, হিথক্লিফ নয়।'

'আমি এ ব্যাপারে খেয়াল রাখব।' সে কথা দিল।

আমি লজ্জা পেলাম। সে বিভ্রান্তিতে ফেরে দেয়ার জন্য যথেষ্ট চালাক।

আমি ওর হাত দুটো আমার মুখের কাছে আনলাম। 'আমি জ্যাকবকে একটু দেখতে চাই।'

সে চোখ বন্ধ করে ফেলল। 'না।'

'এটা তেমন বিপজ্জনক হবে না।' আমি আবার বললাম। 'আমি লা পুশে ওদের সাথে অনেক সময় কাটিয়েছি, কই তেমন কিছুই তো ঘটে নি।'

বলতে গিয়ে আমি একটা ভুল করে ফেলাম। আমার কণ্ঠ এমনভাবে কেঁপে গেল যে সহজেই বোঝা যাবে যে আমি মিথ্যে বলছি। অবশ্য একেবারেই যে কিছু ঘটেনি এটা সত্য নয়। আমার আবছা আবছা মনে পড়ছে— অনেকগুলো নেকড়েমানব আমার দিকে তাদের ধারালো দাঁত খিচিয়ে ধেয়ে আসছিল— ঘটনাগুলো মনে পড়তেই আমার হাতের তালু ভিজে গেল।

এ্যাডওয়ার্ড আমার হৃৎস্পন্দ শুনতে পেল এবং জেনেশুনেই যে মিথ্যে বলছি তা বুঝতে পেরে সে মাথা নাড়ল। 'নেকড়ে মানবেরাও মাঝে মাঝে বেকায়দায় পড়ে। কাছাকাছি লোকেরা তাদের আঘাত করে। তাদের কেউ কেউ মরেও যায়।'

আমি ব্যাপারটাকে এড়িয়ে যেতে চাইলাম। কিন্তু আরেকটা প্রতিচ্ছবি আমাকে স্থবির করে দিল।

আমি মানষচক্ষে দেখতে পেলাম এমেলি ইয়াংএর ডান চোখ, তার আশপাশ এবং ডান হাতের কিছু অংশ কিভাবে ক্ষত বিক্ষত হয়ে গিয়েছিল।

সে গম্ভীর হয়ে আমার গলার আওয়াজ শোনার জন্য অপেক্ষা করল।

'তুমি তাদের চেন না।' আমি ফিসফিসিয়ে বললাম।

'আমি তাদের তোমার চাইতেও ভাল চিনি, বেলা। আমি শেষবার সেখানে ছিলাম।'

'শেষবার?'

'সত্তর বছর আগে আমি নেকড়েদের সাথে পথ চলতাম... হক্যুইয়ারের কাছেই আমরা স্থির হলাম। এলিস আর জেসপারও সে সময় সাথে ছিল না। আমরা অসংখ্য ছিলাম। কিন্তু সেটা আমাদের লড়াইটা থামাতে পারছিল না যদি কার্লিসলে না থাকত। সে ইফ্রাইম ব্লাককে প্রভাবিত করে যেটা সম্ভবত আমরা সত্যটা জেনেছি।'

জ্যাকবের প্র-পিতামহের নাম আমাকে চমকে দিল।

'আমরা ভেবেছিলাম লাইনটাকে এফারিয়ামের সাথে মরতে হবে।' এ্যাডওয়ার্ড বিড়বিড় করে বলল। মনে হচ্ছিল সে যেন নিজের সাথেই কথা বলছে।

'ওই জেনেটিক পরিবর্তন বার্তা প্রবাহকে নষ্ট করেছিল...' সে বিরতি দিল এবং আমার দিকে বিস্ময় নিয়ে তাকাল। 'তোমার মন্দভাগ্য প্রতিনিয়ত আরও শক্তিশালী হচ্ছে। তুমি কী বুঝতে পারছ যে দিনদিন সবকিছু আরও জটিলের দিকে রূপ নিচ্ছে। যদি তুমি তোমার ভাগ্যকে আয়ত্ত করতে পার, তাহলে আমারদের বড় একটা ধ্বংসযজ্ঞ চালানার মত অস্ত্র হবে।'

আমি ওর কথা উপেক্ষা করলাম। ওর প্রতি আমার মনোযোগ আরও সন্নিবদ্ধ হল– সত্যি কী সে সিরিয়াস? 'কিন্তু আমি তো সেগুলো ফিরিয়ে আনতে পারব না? তুমি কী তা জানো না?'

'কী জানব?'

'আমার মন্দ ভাগ্য কোন কিছুতেই কাজ করবে না। ভ্যাম্পায়ারের কৃতকর্মের কারণেই নেকড়েমানবরা ফিরে আসবে।'

এ্যাডওয়ার্ড একরাশ বিস্ময় নিয়ে আমার দিকে তাকাল। ওর শরীরটাই যেন বিস্ময়ে স্থির হয়ে গেল।

'জ্যাকব আমাকে বলেছিল যে তোমার পরিবার এখানে এসেছে প্রস্তাব ঠিক করতে। আমি মনে করি তুমি এটা জানো যে...'

ওর চোখ সরু হয়ে গেল। 'এটাই কী তারা ভাবছে?'

'এ্যাডওয়ার্ড, নিয়তিটা দেখ। সত্তর বছর আগে তুমি এখানে এসেছিলে আর নেকড়েমানবদের দেখা পেয়েছিলে। এখন তুমি আবার ফিরে এসেছ, এখন আবার তাদের দেখা মিলছে। তুমি কী মনে কর এটা কাকতালীয়?'

সে চোখ পিটপিট করল। 'কার্লিসলে এই থিওরিটায় আগ্রহী হবে।'

'থিওরি?' আমি ভ্রুকুটি করলাম।

সে জানালার বাইরে বৃষ্টির দিকে তাকিয়ে কিছু মুহূর্তের জন্য চুপ থাকল।

'ইন্টারেস্টিং, কিন্তু আসল ব্যাপারটার সাথে মিলছে না।' সে এ মুহূর্ত পর বিড়বিড়

করল। 'অবস্থাটা একেবারে একই রকম।'

আমি তা সহজেই বুঝতে পারলাম, কোন নেকড়েমানব বন্ধু নয়।

আমি জানি এ্যাডওয়ার্ডের ব্যাপারে আমকে অনেক ধৈর্য ধরত হবে। এমন না যে অনপুযুক্ত কারণে, এটা এ কারণে যে সে জানে না। ওর কোন ধারণাই নেই যে জ্যাকব ব্লাকে কাছে আমি কী পরিমাণ ঋণী– আমার জীবন বেশ কবার মেস পর্যায়ে চলে গিয়েছিল, এমন কী মস্তিষ্ক বিকৃতিও ঘটার সম্ভাবনা ছিল।

আমি সে বাজে সময়টা নিয়ে কারও সাথে কথা বলতে চাই না। এ্যাডওয়ার্ডের সাথে তো নয়ই। সে যখন আমাকে ছেড়ে যাবে তখন সে আমাকে বাচানোর চেষ্টাতেই থাকবে। আমার আত্মাকে বাঁচাতে চাইবে। ওর অবর্তমানে যে বাজে কাজ আমি করব বা যে আঘাত আমি পাব তার জন্য আমি ওকে দাযী করব না।

সে এমন আগেও করেছিল।

তাই আমাকে এর ব্যাখ্যা খুব সাবধানে করতে হবে। আমি উঠে দাঁড়িয়ে টেবিলের চারপাশে পায়চারি করতে লাগলাম। সে আমার দিকে হাত বাড়িয়ে দিল আর আমিও ওর হিম শীতল কোলের ওপর বসলাম। যখন আমি কথা বলছিলাম ওর হাতের দিকেই তাকাচ্ছিলাম।

'প্লিজ, এক মিনিট অন্তত শোন। এটা সত্যি অনেক গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার যে আমার পুরোনো বন্ধু জ্যাকব এখন অনেক কষ্টে।' কথাগুলো বলতে গিয়ে আমার গলা কেঁপে গেল। 'আমি ওকে সাহায্য করতে পারব না– আমি ওকে ত্যাগও করতে পারব না যে মুহূর্তে আমাকে ওর ভীষণ দরকার। শুধু এ কারণে যে সে সবসময়ই মানুষ নয়... বেশ, সে তখন আমার পাশে ছিল যখন আমি ঠিক... ঠিক মানুষ নয়। তুমি জানো না আসলে ব্যাপারটা কী ছিল...' আমি দ্বিধাবোধ করলাম। এ্যাডওয়ার্ডের বাহু আমাকে ঘিরে ছিল। লক্ষ্য করলাম ওর আঙুলগুলো শক্ত হয়ে গেছে। কোমলভাবটা চলে গেছে। 'যদি জ্যাকব আমাকে সাহায্য না করত... হয়ত আজ এখানে তোমাকে আসতে হত না। আমি ওর কাছে শুধু একারণেই ঋণী, এ্যাডওয়ার্ড।'

আমি ভালভাবে ওর মুখের দিকে তাকালাম। ওর চোখ বন্ধ হয়ে আছে। চোয়ালও শক্ত হয়ে আছে।

'তোমাকে ছেড়ে যাওয়ার জন্য আমি নিজেকে কখনও ক্ষমা করব না।' সে ফিসফিসিয়ে বলল। 'একশ হাজার বছর ধরে যদিও বাঁচি তাও না।'

আমি ওর ঠাণ্ডা মুখখানা আমার দু হাতের তালুর মধ্যে নিলাম যতক্ষণ না লজ্জা পেয়ে ও বন্ধ দু চোখ খোলে।

'তুমি ঠিক কাজই করতে যাচ্ছ। মনে তুমি আমার চাইতেও কম পাগল কারও সাথে কাজ করতে পারবে। পাকাঁপাশি তুমি তো এখানে আছ। ওই বিষয়টার এটাই অংশ।'

'যদি আমি কখনই ছেড়ে না যেতাম, তুমি বিপদে থাকাটার অনুভূতিটা বুঝতে পারতে না।

আমি নাক সিটকালাম। আমি জ্যাকব এবং ওর নিচু স্তরের অনুচরদের ব্যবহার করেছিলাম– রক্তচোষা, জোঁক, পরগাছা...

যে কারণেই হোক এ্যাডওয়ার্ডের ভেলভেটের মত কোমল গলা খুব কর্কশ শোনাল।

'আমি জানি না এটা ঠিক কিভাবে প্রকাশ করব।' এ্যাডওয়ার্ড বলল। ওর কণ্ঠ খুব ফাঁকা শোনাল। 'এটা শুনতে খুব খারাপ শোনাবে বলে আমি মনে করি। অতীতে আমি অনেকবার তোমাকে হারাতে বসেছিলাম, আমি জানি এটা কেমন বাজে একটা অনুভূতি। আমি এমন কিছু সহ্য করব না যা তোমার জন্য বিপজ্জনক।'

'তুমি এ ব্যাপারে আমার উপর ভরসা রাখতে পার। আমি ভাল থাকব।'

ওর মুখটা আবারও ব্যথাতুর দেখাল। 'প্লিজ বেলা।' সে ফিসফিসিয়ে বলল। আমি ওর হঠাৎ জ্বলে ওঠা চোখের দিকে তাকালাম। 'প্লিজ কিসের জন্য?'

'প্লিজ আমার জন্য। প্লিজ তোমার নিজেকে নিরাপদের রাখার সচেতনতার জন্য। যা করার আমি আমার সর্বোচ্চ চেষ্টাতে করব। কিন্তু আমার ছোট একটু সাহায্য লাগবে।'

'আমি সেটুকু করব।' আমি বিড়বিড় করে বললাম।

'তোমার কী কোন ধারণা আছে যে তুমি আমার কাছে কতটা গুরুত্বপূর্ণ? বিন্দুমাত্র কোন ধারণা নেই যে আমি তোমাকে কী পরিমাণ ভালবাসি?' সে আমার মাথাটা ওর থুতনীর সাথে ঠেকিয়ে, আমাকে ওর বুকের মাঝে আরও শক্ত করে জড়িয়ে ধরল।

আমি ওর তুষার শীতল চিবুকে ঠোঁট ছোঁয়ালাম। 'আমি জানি আমি তোমাকে কতটা ভালবাসি,' আমি উত্তর দিলাম।

'তুমি বনের সাথে একটা বিচ্ছিন্ন গাছের তুলনা করছ।'

আমি আমার চোখ বন্ধ করলাম, কিন্তু সে দেখতে পেল না।

'এটা অসম্ভব।' বললাম আমি।

সে আমার কপালে একটা চুমু খেয়ে লজ্জা পেল।

'কোন নেকড়েমানব নয়।'

'সেটার জন্য আমি সেখানে যাচ্ছি না। যাচ্ছি জ্যাকবকে দেখতে।'

'তাহলে তোমাকে আমার থামাতে হবে।'

সে আত্মবিশ্বাসের সাথে কথাগুলো বলল যেন এটা কোন সমস্যাই না হয়। আমি নিশ্চিত সে ঠিক কথাই বলছে।

'আমরা ব্যাপারটাকে দেখব,' আমি ওকে ধাপ্পা দিলাম। 'সে এখনও পর্যন্ত আমার বন্ধু।'

আমি আমার পকেটে রাখা জ্যাকবের চিঠিটা অনুভব করলাম। মনে হল এটার ওজন দশ পাউন্ড বেড়ে গেছে। মনে হচ্ছিল ওর কণ্ঠটাও শুনতে পাচ্ছি, সেও এ্যাডওয়ার্ডের সাথে একমত হচ্ছে— কিন্তু এগুলো তো বাস্তবে ঘটার নয়।

কোনকিছুই বদলে যায় নি। স্যরি।

দুই

স্প্যানিশ ক্লাস ছেড়ে ক্যাফেটেরিয়ার দিকে যাওয়ার সময় অদ্ভুতভাবে নিজেকে হালকা মনে হলো। এটা শুধু এ কারণে না যে আমি আমার এই পৃথিবীতে সবচেয়ে প্রিয় ব্যক্তির হাত ধরে আছি। তার হাত ধরা আমার উৎফুল্লতার একটা অংশমাত্র। এ কারণে হতে পারে যে আজ থেকে আমি মুক্ত মেয়ে। অথবা এমন কিছু যা ঠিক আমার জন্য করা হয়নি। হতে পারে এটা ক্যাম্পাসের আভ্যন্তরীণ স্বাধীন পরিবেশের জন্য।

স্বাধীনতাটা এমন যে তা স্পর্শ করা যায়। স্বাদ গ্রহণ করা যায়। যেখানে খুশি সেখানে পাওয়া যায়। ক্যাফেটেরিয়ার দেয়ালে ঘিঞ্জি পোস্টার মারা, থ্রাশকানরা রঙীন স্কার্ট, জুনিয়ররা ক্লাস অফিস পাওয়ার জন্য আন্দোলন করছে। অশুভ, গোলাপের মালার বিজ্ঞাপনটা এ বছরের উল্লেখযোগ্য ব্যাপার। সবচেয়ে বড় নাচরে আসরটা এ সপ্তাহের আসছে উইকেণ্ডে হবে। কিন্তু আমি এ্যাডওয়ার্ডকে প্রমিজ করেছিলাম যে আমি ওসবের ধারে কাছেও থাকব না। কারণ, আমার এরই মধ্যে যা অভিজ্ঞতা হবার হয়ে গেছে।

না। এটা অবশ্যই আমার ব্যক্তিগত স্বাধীনতা যা আমাকে আলোকিত করেছে। স্কুলের শেষ সময়টা অন্যদের যেভাবে আনন্দ দিয়েছে আমাকে সেরকম দেয়নি। সত্যি কথা বলতে কি, যখনই আমি এটা নিয়ে চিন্তা করছিলাম তখনই আমার এতটাই নার্ভাস লাগছিল যে আমার গা গুলিয়ে বমি বমি ভাব হতে লাগল। খুব করে চেষ্টা করতে লাগলাম এটা নিয়ে না ভাবতে।

গ্রাজুয়েশনের ব্যাপারটা সবখানে এত আলোচিত হতে লাগল যে আমি মোটেও নিস্তার পেলাম না।

'তুমি কী তোমার এনাউন্সমেন্ট পাঠিয়েছ?' আমি আর এ্যাডওয়ার্ড যখন টেবিলে বসছিলাম তখন এ্যাঞ্জেলা বলে উঠল।

ওর পিঠ পর্যন্ত ছড়ানো কালো চুল সবসময় যেমন মসৃণ লেপ্টে রাখা থাকে তার পরিবর্তে আজকে ওর চুল ছোট্ট করে পনিটেইল করা। ওর চোখ জোড়াও মাদকতাপূর্ণ।

এঞ্জেলার পাশে এলিস আর বেনও দেখি আছে। বেন একটি কমিকসে ওর সমস্ত মনোযোগ ঢেলে দিয়েছে। ওর সরু নাক বেয়ে চশমাটা সামান্য নেমে এসেছে। এলিস আমার একঘেঁয়ে জিন্সটাকে খুঁটে খুঁটে দেখতে লাগল যেটা আমাকে বেশ আত্মতৃপ্তি দিল। সম্ভবত আমাকে আরেকটা কিছু দেয়ার পরিকল্পনা আটছে। আমি কিছুটা লজ্জা পেলাম। ফ্যাশনের প্রতি আমার এই অভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি ওর কাছে কাঁটার মত বিধতে থাকে।

আমি যদি এরকম উদাসীনতা চালিয়ে যেতাম, আমি নিশ্চিত সে প্রতিদিন আমাকে নতুন নতুন ড্রেসে দেখতে চাইত। হয়তো সারা দিনে বেশ কয়েকবার। যেমনটা ত্রিমাত্রিক কাগজের পুতুল।

'না,' আমি এঞ্জেলাকে বললাম। 'সত্যি সেরকম কোন পয়েন্ট ছিল না। রেনে জানে আমি কখন গ্রাজুয়েশন শেষ করছি। আর কে আছে সেখানে?'

'তোমার কী খবর এলিস?'

এলিস হাসল, 'সবই করা হয়ে গেছে।'

'তুমি তো বেশ ভাগ্যবতী।' এঞ্জেলা হাসল। 'আমার মায়ের হাজারখানেক কাজিন আছে। আর মায়ের ইচ্ছা আমি যেন তাদের কাছে সামান্য কিছু হলেও লিখি। আমার আঙুলের খবর হয়ে গেছে। কাঁর্পাল টানেল হওয়ার উপক্রম করেছে। আমি তা আর করতে পারছি না। কিন্তু আমার কেন যেন ভয় করছে।'

'আমি তোমাকে সাহায্য করব।' আমি ওকে আশ্বাস দিলাম। 'যদি তুমি আমার বাজে হাতের লেখা সম্পর্কে কিছু মনে না কর।'

বাবা সেটা পছন্দ করতে পারে। চোখের কোণা দিয়ে তাকিয়ে দেখলাম, এ্যাডওয়ার্ড হাসছে। সে অবশ্যই সেটা পছন্দ করেছে। নেকড়েমানবকে জড়ানো ছাড়াই চার্লির শর্তগুলো আমি পুরণ করতে পারছি।

এঞ্জেলাকে অনেক ভারমুক্ত মনে হল। 'তুমি অনেক ভাল, বেলা। পরবর্তীতে তুমি যখন চাইবে আমি ঠিকই তোমার পাশে দাঁড়াব। '

'সত্যি কথা বলতে কী, এখন আমার বোধহয় বাসার দিকে গেলে ভাল হয়। শরীরটা তেমন ভাল লাগছে না। বাবা আমাকে শেষ রাতে জাগিয়ে দিয়েছিল।' আমি মুখটাকে এমন উজ্জ্বল করে রেখেছিলাম যে কেউ বলতে বাধ্য যেন আমি কোন সুসংবাদ পরিবেশন করছি।

'সত্যি?' এঞ্জেলা জিজ্ঞেস করল। ওর বাদামীরঙা সরল চোখের নিচে সবসময়ই একটা প্রচ্ছন্ন চাপা উত্তেজনা খেলা করে। 'আমি ভেবেছিলাম তুমি বলেছিলে তুমি সারাজীবনের জন্য ভেতরে থাকছ।'

'আমি তোমার চেয়েও অনেক বেশি সারপ্রাইজড্। আমি তো ভেবে রেখেছিলাম উচ্চ মাধ্যমিক পাস না করা পর্যন্ত বাবা আমাকে স্বাধীনভাবে চলতে দেবেন না।'

'ওফ, চমৎকার, বেলা! বাইরে গিয়ে আমরা এটা সেলিব্রেট করতে পারি।'

'তুমি কল্পনাও করতে পারবে না শুনতে কত ভাল লাগছিল।'

'তাহলে আমাদের এখন কী করা উচিত?' এলিস আনন্দিতভাবে বলল, হঠাৎ ওর মুখটা সম্ভাব্য কোন কিছুর আশায় খুশি খুশি হয়ে গেল। এলিসের আইডিয়াগুলো আমার কাছে প্রায়ই রসকসহীন মনে হয়। সেটা আমি ওর চোখেই দেখতে পাচ্ছি— কোন কিছুকে দুরে সরিয়ে নিয়ে যাওয়ার প্রবণতা।

'তুমি যাই চিন্তাভাবনা কর না কেন এলিস, কোন সন্দেহ নেই যে আমি এখন সত্যিই মুক্ত।'

'আমি নিশ্চিত আমার এখনও কিছুটা সীমাবদ্ধতা আছে। উদাহরণস্বরূপ মনে কর আমেরিকা মহাদেশ।'

এঞ্জেলা আর বেন হেসে উঠল, কিন্তু এলিস গুম মেরে রইল।

'তাহলে আজ রাত্রে তুমি কী করছ?' সে উল্টো প্রশ্ন করল।

'কিছুই না। দেখ, আরও দু চার দিন আমাদের দেখা উচিত সে সত্যি মজা করছে না। যাই হোক না কেন, এটা স্কুলের রাত।'

'তাহলে আমরা এই উইকেন্ডেই সেলিব্রেট করতে পারি।'এলিসের অত্যুৎসাহ সায়

দেবার মত তেমন কিছু না।

তাও আমি ওকে বলার জন্য বললাম, 'নিশ্চয়।' আমি জানতাম আমি বাইরে কোথাও যাচ্ছি না। চার্লির শর্তের ব্যাপারে ধীর গতিতে যাওয়াটা আরো অনেক বেশি নিরাপদ হবে। তাকে একটা সুযোগ দাও যে আমি কতটা বিশস্ত এবং পরিণত, আমি তার কাছে কোন কিছু বলার আগেই।

এঞ্জেলা আর এলিস সম্ভাব্য বিষয়গুলো নিয়ে কথা বলতে থাকে। কমিকস এক পাশে ফেলে রেখে বেনও ওদের সাথে যোগ দেয়।

আমার মনোযোগ বিচ্ছন্ন হলো। কিছুক্ষণ আগেও আমি স্বাধীন বলে যে ভাবে খুশি হচ্ছিলাম এখন তা মনে হচ্ছে না। যখন ওরা পোর্টএঞ্জেল অথবা হকুয়াম যাওয়ার ব্যাপারে আলোচনা করছিল তখন আমার ভীষণ বিরক্ত লাগছিল।

আমার এই ক্লান্তির উৎস কোথায় তা ধরতে সময় লাগলো না।

যখন থেকে আমি আমার বাড়ির বাইরে জ্যাকব ব্লাককে বিদায় জানিয়েছিলাম তখন থেকে আমার ভীষণ একটা জেদ পেয়ে বসল। আমার মানসিক অবস্থাও ভেঙ্গে পড়ল। প্রতি আধাঘণ্টা পরপর এলার্ম বাজার মত সেটা আমার মনের ভেতর বাজত। যখন আমি মনে মনে জ্যাকবের ছবি আকতাম তখন তীব্র একটা মাথা ব্যথার সৃষ্টি হত। জ্যাকবকে নিয়ে এটাই আমার শেষ স্মৃতি।

আমার আশেপাশে ঘটতে থাকা দৃশ্যগুলো বিরক্তি লাগার আসল কারণও বুঝতে পারলাম। কারণ আমি স্বাধীন ঠিকই, কিন্তু সেটা অসম্পূর্ণ।

নিশ্চয়, আমি স্বাধীন তা যে কোন জায়গায় যাওয়ার ক্ষেত্রে হোক না কেন, বিশেষত লা পুশে। আমি স্বাধীন যে কোন কাজ করতে— বিশেষ করে জ্যাকবকে দেখতে। আমি টেবিলে বসে থেকে ভীষণ বিরক্ত হলাম। মেঝেতে কিছু একটা আছে।

'এলিস? এলিস!'

এঞ্জেলা কণ্ঠস্বরে আমার ঘোর ভাঙ্গাল। এলিস যেখানে ছিল সে জায়গাটা ফাঁকা, আর এঞ্জেলা মুখ বাড়িয়ে সেই ফাঁকা জায়গায় ঝুকে আছে। টেবিলের নিচে এলিসকে দেখে ভীষণ আশ্চর্য হলাম। ওর আচরণ আমাকে বড় একটা ধাক্কা দিল। ওর ফাঁকা ফাঁকা দৃষ্টি বলে দিচ্ছিল সে এই মাডেন লাঞ্চরুমে বসে থেকেও এমন ভিন্ন কিছু দেখতে পেয়েছে যা আমাদের আশেপাশেই ঘটতে পারে। এমন কোনকিছু যেটা যখন তখনই ঘটে যেতে পারে, খুব দ্রুত। আমার মুখ রক্তশূন্য হয়ে গেল।

এ্যাডওয়ার্ড স্বাভাবিকভাবে হেসে উঠল। এঞ্জেলা আর বেন ওর দিকে তাকাল। কিন্তু আমি এলিসের দিক থেকে মোটেও চোখ সরাতে পারছিলাম না। হঠাৎ সে লাফিয়ে উঠল, মনে হল কেউ যেন ওকে লাথি-ঠাথি দিয়েছে।

'ঘুমানের সময় কী হয়ে গেল এলিস?' এ্যাডওয়ার্ড টিটকারী মারল।

এলিস একটু ধাতস্থ হয়ে নিয়ে বলল, 'দুঃখিত। মনে হয় আমি দিবানিদ্রা যাচ্ছিলাম।'

'আরও দু ঘণ্টা বেশি স্কুলে থাকার চেয়ে দিবানিদ্রা ঢের বেশি ভাল।' বেন বলল।

এলিস আবার আগের জায়গায় বসল। এক মুহূর্তের জন্য আমি দেখলাম এলিসের চোখ এ্যাডওয়ার্ডের চোখের দিকে স্থির হল, ঠিক তার পরপরই এলিসের দিকে।

চোখের ভাষায় তারা কী বলল কে জানে, এ্যাডওয়ার্ডকে দেখলাম হঠাৎ নীরব হয়ে গেছে। সে অন্যমনস্কভাবে আমার চুলের দিকে তাকিয়ে আছে।

আমি অপেক্ষা করলাম এ্যাডওয়ার্ডকে সুযোগ দেয়ার জন্য। যাতে করে সে এলিসের দৃষ্টির অর্থ বুঝতে পারে।

এটা আমার কাছে অস্বাভাবিক লাগল। একেবারেই মেনে নেয়ার মত না। লাঞ্চের পরে এ্যাডওয়ার্ড আর বেন গুরুত্বপূর্ণ একটা কাজের কথা বলে দ্রুত পা ফেলে বের হয়ে গেল। কিন্তু আমি জানতাম কাজ ওরা অনেক আগেই সেরে রেখেছিল। যদিও আমাদের হাতে আরও কিছু সময় ছিল তাও দুই ক্লাসের মধ্যে কেউ না কেউ রয়ে গিয়েছিল। যখন শেষ ঘণ্টাটা বাজল, তখন দেখতে পেলাম এ্যাডওয়ার্ড মাইক নিউটনের সাথে কথা বলতে বলতে পার্কিং লটের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। আমি ওদের পিছু নিলাম।

যদিও আমি নিশ্চিত না তাও আমি শুনতে পেলাম মাইক এ্যাডওয়ার্ডের কথার উত্তর দিচেছ বন্ধুত্বপূর্ণভাবে। মনে হচ্ছে মাইক ওর গাড়ি নিয়ে কোন সমস্যায় পড়েছে।

'...কিন্তু আমি তো কেবল ব্যাটারিটাই রিপ্লেস করেছি মাত্র।' মাইক বলছিল। এ্যাডওয়ার্ডের দিকে তাকিয়ে ওর চোখ জোড়া কৌতুহলে জ্বলজ্বল করছিল, ঠিক আমারই মত।

'মনে হয় কোন একটা তারের কারণে এটা হতে পারে।' এ্যাডওয়ার্ড জানাল।

'হলেও হতে পারে। আসলে গাড়ি সম্পর্কে আমার বিন্দুমাত্র ধারণা নেই।' মাইক স্বীকার করল। 'আমার এমন কাউকে দরকার যে এটাকে এখানেই দেখে দিতে পারবে। আমি তো এটা ডাউলিং পর্যন্ত নিয়ে যেতে পারব না।'

আমি আমার মেকানিকের কথা বলার জন্য মুখ খুলে ফেলেছিলাম প্রায়, অনেক কষ্টে নিজেকে সামলালাম। আমার মেকানিকটা এ'কদিন ব্যস্ত– তাকে বিশাল নেকড়ের রূপে দৌড়ে কাটাতে হচ্ছে।

'আমি কিছু কিছু জানি— যদি তোমার আপত্তি না থাকে তাহলে আমি দেখে দিতে পারি।' এ্যাডওয়ার্ড বলল। 'তার আগে আমাকে এলিস আর বেলাকে বাড়ি পর্যন্ত পৌঁছে দিয়ে আসতে দাও।'

মাইক এবং আমি দুজনেই এ্যাডওয়ার্ডের মুখের দিকে হা করে তাকিয়ে ছিলাম।

'আসলে... ধন্যবাদ।' একটু ধাতস্থ হয়ে মাইক বিড়বিড় করে বলল। 'কিন্তু আমাকে তো কাজে যেতে হবে, অন্য আরেকদিন হবে, কেমন।'

'অবশ্যই।'

'দেখা হবে।' অবিশ্বাস্যের ভঙ্গিতে মাথা নেড়ে মাইক ওর গাড়িতে চড়ে বসল।

এ্যাডওয়ার্ড এলিসের সাথে এরই মধ্যে ভলভোতে বসে আছে। আমার সেখানে পৌঁছাতে মাত্র দুটো গাড়ি পার হতে হবে।

'কী হচ্ছিল?' এ্যাডওয়ার্ড যখন প্যাসেঞ্জার দরজা খুলে দিচ্ছিল তখন আস্তে করে প্রশ্নটা করলাম।

'এটা শুধুই সাহায্যের হাত বাড়ানো।' এ্যাডওয়ার্ড উত্তর দিল।

আর তারপর পেছনের সিটে এলিস সমানে বকবক করে যেতে লাগল।

'তুমি মনে হয় যন্ত্রপাতি সম্পর্কে ভাল করে অতটা জানো না, এ্যাডওয়ার্ড। আজরাতে রোসালিরই একবার সেটা দেখা উচিত। শুধু দেখার জন্য। অবশ্য মাইক যদি তোমার সাহায্য চায় সেটা আলাদা কথা। রোসালি যদি সাহায্য করতে পারে সেটা নিশ্চয় হাস্যকর দেখাবে না। কিন্তু যদি না সে কলেজ শেষে শহরের বাইরে চলে যায়। আমার মনে হয় সেটা ভাল হবে না। খুবই খারাপ হবে। মাইকের গাড়ির জন্যে তো বটেই। বোধহয় এটা তোমাকেই করতে হবে। ভাল ইতালিয়ান স্পোর্টস কার তোমার ধারনার বাইরে। ইতালিতে যে স্পোর্টস গাড়িটা আমি চুরি করেছিলাম সেটার কথা বলছি। তুমি এখনও আমার কাছে একটা পোর্শে গাড়ি পাওনা হয়েছে। আমি জানি না যেটা আমি ক্রিসমাস পর্যন্ত অপেক্ষা করতে...

আমি মিনিটখানেক ধরে শোনার পর থামলাম। ওর দ্রুত কথা বলা ধীর গতিতে না আসা পর্যন্ত আমি ধৈর্য নিয়ে বসেছিলাম।

আমার কেন যেন মনে হচ্ছিল এ্যাডওয়ার্ড আমার প্রশ্নগুলো এড়িয়ে যাওয়ার চেষ্টা করছে। বেশ। বেশি দেরি নেই যখন ওকে একা থাকতে হবে। এটা কেবলমাত্র সময়ের ব্যাপার।

এ্যাডওয়ার্ড মনে হয় সেটাও বুঝতে পারল। সে প্রতিবারের মত এলিসকে কুলিনদের বাড়ির মুখে নামিয়ে দিল। আমি ভেবেছিলাম সে ওকে দরজার কাছে নামিয়ে দিয়ে বাসা পর্যন্ত যাবে। যখন সে চলে যাচ্ছিল তার আগে সে একটা তীক্ষ্ম দৃষ্টি ছুড়ে দিল এ্যাডওয়ার্ডের দিকে। এ্যাডওয়ার্ডকে একেবারেই নিরুত্তাপ মনে হচ্ছিল।

'পরে দেখা হবে।' সে বলল, তারপর এলিসের দিকে তাকিয়ে ভীষণ ধীরে মাথা নাড়ল।

এলিস ভীষণ অসন্তোষ নিয়ে গাছগুলোর আড়ালে হারিয়ে গেল।

সে নীরবে গাড়ি ঘুরিয়ে দূর্গের দিকে চলল। আমি অপেক্ষা করছিলাম, হয়তো সে নিজ থেকেই কিছু বলবে। কিন্তু যখন সে বলল না তখন আমি কিছুটা চিন্তিত বোধ করছিলাম। আজ লাঞ্চের সময় এলিস মনের চোখে কী দেখতে পেয়েছিল। এমন কী যা এ্যাডওয়ার্ড আমাকে বলতে চাইছে না। আমি বুঝতে পারলাম না কেন আমার কাছ থেকে এসব গোপন রাখা হচ্ছে। ধুর, প্রশ্ন করে জানার চেয়ে বরং নিজেকে আগে তৈরি করি। নুতন কিছু, সেটা যাই হোক না কেন, শোনার পর আমি ওকে বুঝতে দিতে চাই না যে আমি ভেঙ্গে পড়েছি বা সেরকম কিছু।

তাই আমরা দুজনের বাবার ওখানের পৌছানোর আগ পর্যন্ত চুপ থাকলাম।

'আজরাতের কিছু হোমওয়ার্ক করা বাকি।' সে বলল।

'হুমম।' আমিও সায় দিলাম।

'তুমি কী মনে কর আমার আবার ভেতরে যাওয়া উচিত?'

'চার্লি কোন কিছুই বলবে না যখন তুমি আমাকে স্কুল থেকে তুলে নেবে।'

কিন্তু আমি নিশ্চিত চার্লি প্রথমেই কিচেনে আসবে এবং এখানে এ্যাডওয়ার্ডকে দেখবে। আমার মনে হয় ডিনারের জন্য বিশেষ কিছু রান্না করে রাখা উচিত।

আমি ভেতরে সিঁড়ি বেয়ে যখন উঠছিলাম এ্যাডওয়ার্ড আমাকে অনুসরণ করল। সে আমার বিছানার চারপাশে এলোমেলো পায়ে ঘুরতে লাগল। তারপর জানালার কাছে

গিয়ে একদৃষ্টিতে বাইরের দিকে তাকিয়ে থাকল।

আমি আমার ব্যাগটা একপাশে রাখলাম আর আমার কম্পিউটারটা ওপেন করলাম। মায়ের কাছ থেকে অনেকগুলো ই-মেইল এসেছে যেগুলো চেক করা হয় নি। আর দেরি হচ্ছে দেখে মা ভীষণ কষ্টও পেয়েছে। কম্পিউটার পুরোপুরি চালু হওয়ার আগ পর্যন্ত কী করব না করব ভেবে আমি ডেস্কের উপর আমার অস্থির আঙুলগুলো নাচাচ্ছিলাম।

সে সময় ওর হাত আমার আঙুলগুলো ছুঁলো।

'আমরা কী আজ একটু বেশিই অধৈর্য নই?' সে বিড়বিড় করে বলল।

আমি যে ভীষণ অবাক হয়েছি তা বোঝাতে আমার মুখটা উপরের দিকে তুলতেই দেখতে পেলাম ওর মুখটা আমার অনেক কাছে। যেটা আমার প্রত্যাশা মতই ছিল। ওর সোনালী চোখ জোড়া ছিল আমার কাছ থেকে মাত্র কয়েক ইঞ্চি দূরে। ওর বরফ শীতল নিঃশ্বাস আমার ঠোঁটের ওপর পড়ছিল। আমি কোন সাড়া শব্দ করতে পারছিলাম না। মনে হচ্ছিল আমি আমার নামটাও ভুলে গেছি। সে আমাকে রিলাক্স হওয়ার কোন চান্সই দিল না।

তার ঠোঁটজোড়া আমার তপ্ত ঠোঁটের উপর আছড়ে পড়ল। সে আমাকে চুমুয় চুমুয় ভরিয়ে দিল। আমিও তাকে চুমু খেতে শুরু করলাম।

যদি সম্ভব হত আমি আমার বেশিরভাগ সময় এ্যাডওয়ার্ডকে চুমু খেয়েই কাটিয়ে দিতাম। গভীর আলিঙ্গনে ও যখন আমাকে জড়িয়ে নিচ্ছিল তখন আমার মনে হচ্ছিল এ জীবনে আমার আর চাওয়ার কিছু নেই। বেশ কিছুক্ষণ পর সে আবেশ জড়ানো গলায় কথা বলে উঠল।

'আহ, বেলা,' সে লজ্জা পেল।

'আমার স্যরি বলা উচিত, কিন্তু আমি বলব না।'

'আর তুমি দুঃখিত বোধ করছ না দেখে আমার দুঃখিত হওয়া উচিত, কিন্তু আমি তাও হব না। মনে হয় বিছানায় আমাদের বসা উচিত।'

আমি মোহাচ্ছন্নের মত হয়ে গিয়েছিলাম। 'তুমি যদি সেটাকে জরুরি মনে কর তাহলে...'

সে চোরের মত হাসল আর নিজেকে সরিয়ে নিল।

আমি একটু মাথা ঝাকিয়ে সহজ হওয়ার চেষ্টা করলাম। তারপর কম্পিউটারে গিয়ে বসলাম।

'তোমার মাকে বল যে আমি হ্যালো বলেছি।'

'অবশ্যই।'

আমি মাথা নেড়ে নেড়ে মায়ের ই-মেইলগুলো পড়তে লাগলাম।

আমি মায়ের চেয়ে ভীষণ আলাদা রকমের। কিছুটা গবেষণাধর্মী আর সাবধানী। কিছুটা দায়িত্বপূর্ণ, পূর্ণবয়স্ক। এ্যাডওয়ার্ডের চুমু খাওয়ার কারণে আমার মাথায় তখনও রক্ত নাচছিল যে কারণে ভাবতে থাকা আমার মায়ের কথাগুলো বারবার এলোমেলো হয়ে যাচ্ছিল। বোকাসোকা আর রোমান্টিক একটা মেয়ে, হাইস্কুল থেকে বেরুতে না বেরুতেই এমন একটা লোককে বিয়ে করল যাকে সে খুব কমই জানত। তারপরের

বছর আমার জন্ম হল। সে সবসময় আমার কাছে প্রতিজ্ঞা করতো যে এজন্য তার কোন খেদ বা অনুতাপ নেই। তার কারণ আমি ছিলাম আমার মায়ের শ্রেষ্ঠ উপহার, আজ পর্যন্ত সে যা পেয়ে এসেছে তার সবকিছুর চাইতেও।

আমি দাঁতে দাঁত চেপে ধরে মনোযোগ আনতে চেষ্টা করলাম, চেষ্টা করলাম তা ই-মেইলের উত্তর দিতে।

আমি সংযুক্ত লইনটায় ক্লিক করতে করতে চিন্তা করছিলাম কেন আমি ঠিক সময়ে তার ই-মেইলের উত্তর দিতে পারিনি।

তুমি আমাকে জ্যাকব সম্পর্কে অনেকদিন ধরে কোন সংবাদই জানাওনি, মা লিখেছেন, *এ'কদিন ওর কী হয়েছে?*

আমি নিশ্চিত বাবা তাকে উৎসহিত করেছে।

আমি লজ্জা পেলাম আর দ্রুত টাইপ করতে লাগলাম।

ধারণা করছি, জ্যাকব ভাল আছে। আমি অনেকদিন ধরে ওকে দেখছি না। এ সময়টা ও ওর একগাদা বন্ধুদের সাথে লা পুশে কাটাচেছ।

আমি মৃদু হেসে এ্যাডওয়ার্ডের শুভেচ্ছা জানিয়ে সেন্ড বাটন চাপলাম।

আমি বুঝতে পারছিলাম না, যতক্ষণ না আমি কম্পিউটার পুরোপুরি টার্ণ অফ করে ডেস্ক ছেড়ে উঠে দাঁড়ালাম তার আগ পর্যন্ত এ্যাডওয়ার্ড কেন নীরবে আমার পেছনে দাঁড়িয়ে ছিল। সে আমার কাধের উপর দিয়ে তাকিয়ে ছিল ঠিকই কিন্তু ঠিক আমার ব্যাপারে মনোযোগ দিচ্ছিল না। সে অন্যদিকে তাকিয়ে ছিল। সেকেন্ডের মধ্যেই আমি ব্যাপারটা ধরতে পারলাম। সেটা ছিল একটা কার স্টেরিও যেটা এমেট, রোসালি আর জেসপার আমাকে আমার শেষ জন্মদিনে দিয়েছিল। আমার ক্লোজেটের নিচে ধূলোয় পড়ে থাকতে থাকতে আমি নিজেও এসময় ওটার কথা ভুলে গিয়েছিলাম।

'তুমি এটা কী করেছ?' সে আহত গলায় বলল।

'ড্যাসবোর্ড থেকে এটার বেরিয়ে আসা উচিত হয়নি।'

'তাই এটাকে এমন অবহেলা করতে হবে?'

'তুমি তো জানই যন্ত্রপাতি সম্পর্কে আমার তেমন অভিলাষ নেই। সেগুলো আমার মনে কোন ধরনের প্রভাব ফেলে না।'

সে মাথা নাড়ল। ওর ঠোঁট উল্টে গেল। 'তুমি তো এটা নষ্ট করে ফেলেছ।'

আমি শ্রাগ করলাম, 'বেশ তো।'

'ওরা যদি এটা দেখত তাহলে ভীষণ আঘাত পেত।' সে বলল। 'আমি বুঝতে পারছি তোমার এই গৃহবন্দি থাকাটা আসলেই ভাল হয়েছে। ওরা জানার আগেই আমি এটার বদলে আরেকটা স্টেরিও তোমার গাড়িতে লাগিয়ে দিচ্ছি।'

'ঠিক আছে, কিন্তু কোন দামী স্টেরিও না।'

'তোমার জন্য না যে আমি এটা আমি রিপ্লেস করতে যাচ্ছি।'

আমি লজ্জা পেলাম।

'তুমি গত জন্মদিনে এর চেয়ে আর কোন ভাল উপহার পাওনি।' সে অসন্তোষের গলায় বলল।

হঠাৎ সে আয়তাকার কিছু কাগজ উঠিয়ে নিল।

যদি আমার গলা কেঁপে যায় এই ভেবে আমি কোন উত্তর দিলাম না।

'তুমি কী মনে কর না যে এগুলোর মেয়াদ শেষ হয়ে গেছে?' আমার দিকে কাগজগুলো তুলে ধরে সে জিজ্ঞেস করল। এটা ছিল জন্মদিনের আরেকটা উপহার- প্লেনের টিকিট- যেটা ওর বাবা মা আমাকে দিয়েছিল যাতে করে আমি ফ্লোরিডায় আমার মায়ের সাথে দেখা করতে পারি।

আমি গভীর নিঃশ্বাস নিয়ে শীতল গলায় বললাম। 'না। সত্যি বলতে কী আমি এগুলোর কথা ভুলেই গিয়েছিলাম।'

ওর অভিব্যক্তি ভীষণ দুঃখী দেখাল। 'বেশ তো, আমাদের সময় অল্প, তুমি তো স্বাধীন আছই... প্রমে আমার সাথে যাবে না বলে তো এ সপ্তাহটাতেও আমাদের অন্য কোন পরিকল্পনা নেই।' সে গুঙ্গিয়ে উঠল। 'তুমি এভাবে কেন তোমার স্বাধীনতাকে উপভোগ করতে চাও না?'

আমি অবাক হলাম, 'ফ্লোরিডায় যাওয়ার মাধ্যমে? '

'আমেরিকায় যাওয়া নিয়ে তোমার কাছ থেকে কিছু শুনতে চাচ্ছি।'

আমি অবাক হয়ে ওর দিকে তাকালাম, কোত্থেকে উঠে এসেছে এ? বলে কী!

'ঠিক আছে।' সে বলল, 'আমরা কী তোমার মাকে দেখতে যাচ্ছি. না কী যাচ্ছি না?'

'বাবা কখনোই এ ব্যাপারে অনুমতি দেবে না।'

'তোমার বাবা তোমাকে তোমার মায়ের সাথে দেখা করা থেকে বিরত রাখতে পারবে না। সে তো এখনও তোমার জিম্মাদার।'

'মোটেও না, কেউই আমার জিম্মাদার নয়। আমি এখন প্রাপ্তবয়স্ক।'

এ্যাডওয়ার্ড চোখ বড়বড় করে তাকিয়ে ধূর্তের হাসি হেসে বলল, 'তাই তো।'

আমি কিছুক্ষণ ধরে ব্যাপারটা ভাবলাম। আমি যদি মাকে দেখতে যাই তবে বাবা ভীষণ ক্ষেপে যাবে, এমনও হতে পারে যে তিনি মাসের পর মাস আমার সাথে কথাও হয়তো বলবেন না। সবদিক দিয়ে তিনি আমার উপর নাখোশ হবেন।

আমি যখন এলোপাথাড়ি চিন্তা করছিলাম তখন এ্যাডওয়ার্ড আমার মুখটা তুলে ধরল।

আমি লজ্জা পেলাম, 'এ সপ্তাহে যেতে চাই না।'

'কেন নয়?'

'আমি বাবার সাথে যুদ্ধ করতে চাই না, তিনি আমাকে ক্ষমা করবেন না।'

ওর ভ্রুজোড়া কুঁচকে গেল, 'আমার তো মনে হয় এ সপ্তাহটাই অনেক বেশি উপযুক্ত।' সে বিড়বিড় করে বলল।

আমি ডানে বায়ে মাথা নাড়লাম, 'অন্য সময়।'

'তুমি একা নও যে এ বাড়িটার ফাঁদে পড়েছে, তুমি জানো সেটা?' সে ভ্রুকুটির ভঙ্গিতে আমার দিকে তাকাল।

আমার দ্বিধা আবার ফিরে এসেছে। এ ধরনের আচরণে ওকে খুব অপরিচিত লাগে। আমি জানি ও ভীষণ রকমের স্বার্থহীন। এটা আমাকে বিপর্যস্তও করছে।

'তুমি যেখানে খুশি যেতে পার।' আমি বললাম।

'তুমি ছাড়া এ পৃথিবীর কোন কিছুই আমার কাছে আগ্রহের কিছু মনে হয় না।' আমি চোখ বন্ধ করলাম।

'আমি সিরিয়াস।' সে বলল।

'তাহলে চল বাইরের বিশ্বে যাই, ঠিক আছে। উদাহরণস্বরূপ মনে কর আমরা পোর্ট এঞ্জেলেসে মুভি দেখা দিয়ে শুরু করতে পারি...'

সে গুঙ্গিয়ে উঠল। 'রাগ করোনা, আমরা এটা নিয়ে পরে কথা বলব।'

'কথা বলার বাকি আর কিছুই নেই।'

সে শ্রাগ করল।

'ঠিক আছে, নতুন কোন বিষয়ে কথা বলা যাক।' আমি বললাম। আমি তো শেষ বিকেলে আসল চিন্তাটার কথাই ভুলে গিয়েছিলাম। 'আচ্ছা? এলিস আজ দুপুরে লাঞ্চের সময় কী দেখেছিল?'

কথাগুলো বলার সময় আমার চোখ ওর মুখের ওপর স্থির ছিল যেন ওর প্রতিক্রিয়াটা আমি বুঝতে পারি।

ওর আচরণটা ছিল সাজানো। কেবল ওর স্ফটিকের চোখজোড়া একটু কাঠিন্য লাভ করল।

'এলিস জেসপারকে একটা অদ্ভুত জায়গায় দেখেছে, সেটা বোধহয় উত্তরপশ্চিমের কোন একটা জায়গায়, হতে পারে সেটা আমাদের আগের... পরিবারের। কিন্তু সেখানে যাওয়ার ওর কোন ইচ্ছাই নেই।' বলতে বলতে সে খানিকটা লজ্জা পেল যেন। 'এটা ওকে বেশ চিন্তায় ফেলে দিয়েছে।'

'ওহ!,' ভবিষ্যতে জেসপারের কী হবে তা ভেবে আমি কূল পাচ্ছি না। সে ছিল এলিসের আত্মার আত্মীয়। যেন ওর শরীরেরই একটা অংশ। 'তুমি কেন আগে আমাকে এটা বলো নি?'

'আমি জানতাম না যে তুমি এটা জানো না।' সে বলল। 'আসলে তো এটা তেমন গুরুত্বপূর্ণও নয়।'

আমার দুঃখভরা ভাবনাগুলোকে আমি খুব কষ্ট করেই নিয়ন্ত্রণ করতে পারলাম।

আমরা সিঁড়ি দিয়ে নিচে নেমে আমাদের হোমওয়ার্ক করতে এলাম। ঠিক সে সময় বাবাকে আসতে দেখলাম। আজ বাবা বেশ তাড়াতাড়িই এসেছেন। এ্যাডওয়ার্ড কয়েক মিনিটের মধ্যেই ওগুলো শেষ করে ফেলল। আমি ক্যালকুলাসটা বাদ রাখলাম, কেননা বাবার ডিনারের সময় হয়ে যাচ্ছিল।

এ্যাডওয়ার্ড আমাকে সাহায্য করল। কাঁচা খাবারগুলো এগিয়ে দেয়ার সময় সে মুখ উল্টাল– সে বরাবরই মানুষের খাদ্য সহ্য করতে পারে না। আমি দাদীমার রেসিপি মত একটা রান্না করলাম। আমি একটু চেটে দেখলাম। আর তেমন ভাল না লাগলেও আমি নিশ্চিত এটা বাবার খুব ভাল লাগবে।

বাসায় ফেরার পর বাবার মুড খুব ভাল থাকে। খাওয়ার সময় বরাবরের মতই এ্যাডওয়ার্ড আমাদের সাথে থাকতে আপত্তি করল। পাশের রুমে টিভি থেকে শেষ রাতের সংবাদের শব্দ ভেসে আসছিল। তবে আমি নিশ্চিত ছিলাম না, এ্যাডওয়ার্ড আসলেই সেখানে বসে টিভি দেখছিল কি না।

বাবা পা ঝাড়তে ঝাড়তে চেয়ারে বসে পড়লেন। খুব আগ্রহের সাথে খেতে শুরু করলেন। খাওয়ার পর পেটে তার হাত বুলাতে লাগলেন।

'খাবারটা বেশ মজার ছিল, বেলস।'

'খুব ভাল লাগছে বাবা, তোমার এটা পছন্দ হয়েছে দেখে। কাজ কেমন চলছে তোমার?'

'ধীর গতিতে, বলতে পার বেশ ধীর গতিতে। মার্ক আর আমি শেষ বিকেলটা ধরে তাস খেলে কাটিয়েছি।' তিনি মুখ ভেংচে বললেন। 'আমি জিতেছি। ও হ্যাঁ, আমি বিলির সাথে ফোনে কথা বলেছিলাম।'

আমার উচ্ছ্বাস লুকিয়ে রাখতে রাখতে আমার ক্লান্ত হওয়ার জোগাড় হল। 'কেমন আছেন উনি?'

'ভাল। ভাল। ওর হাড়ের ব্যথা ওকে বেশ কষ্ট দিচ্ছে।'

'ওহ। এটা তো খুব খারাপ।'

'হ্যাঁ। সে এ সপ্তাহে বেড়াতে যেতে আমন্ত্রণ করেছে। ছোটখাট একটা পার্টিমত...'

'হাহ।' এটা ছিল অনেক বেশ সাড়া দেয়ার ব্যাপার। এছাড়া আমি কী-ইবা আর বলল? আমি জানি, কোন নেকড়েমানবদের পার্টিতে আমাকে যেতে দেওয়া হবে না, অভিভাবকের ছায়ায় থাকা স্বত্ত্বেও। সেটা তখন থেকেই যখন থেকে বাবা আর বিলি বন্ধুত্বপূর্ণ সময় কাটাতেন। একমাত্র আমার বাবাই সেখানে মানুষ, তার কী বিপদ হতে পারে না?

আমি বাবার দিকে না তাকিয়েই এতোকাটা প্লেটগুলোতে তুলে নিয়ে সিঙ্কের কাছে গেলাম। আমি ধোয়ার জন্য সেগুলো পানিতে ডুবালাম। পানিও ছেড়ে দিলাম। এ্যাডওয়ার্ড আমার পাশে দাঁড়িয়ে ডিশ টাওয়েল দিয়ে মোছার কাজটা নিল। বাবা প্রতিদিনকার মত টিভি দেখার জন্য ড্রয়িং রুমের দিকে পা বাড়ালেন।

'চার্লি আঙ্কেল,' এ্যাডওয়ার্ড বেশ আলাপি ভঙ্গিতে ডাকল।

বাবা এগোতে গিয়েও ছোট্ট কিচেনটার মাঝখানে থেমে গেল, 'হ্যাঁ, বল?'

'বেলা কী কখনও আপনাকে বলেছিল যে আমার বাবা মা ওকে গত জন্মদিনে প্লেনের টিকিট উপহার দিয়েছিল যাতে করে ও ওর মাকে একবার দেখে আসতে পারে?'

ধুতে গিয়ে প্লেটটা আমার হাত থেকে ছিটকে পড়ল। ভীষণ শব্দ হল। এটা ভাঙল না তবে রুমটা সাবান পানিতে ভিজে ভিজে হয়ে গেল। সেই সাথে আমরা তিনজনও কিছুটা ভিজে গেলাম।

'বেলা?' তিনি পাথর কঠিন গলায় বললেন।

আমি প্লেটটার কিছু হয়েছে কিনা তা দেখার ভান করে মাথা নিচু রেখেই বললাম, 'হ্যাঁ বাবা, তারা দিয়েছিল।'

বাবা চোখ সরু করে এ্যাডওয়ার্ডের দিকে তাকাল, 'না তো, সে আমাকে কখনও এ ব্যাপারে কিছু বলেনি।'

'হুমম।' এ্যাডওয়ার্ড বিড়বিড় করে বলল।

'এ কারণে কী যে তুমি এনে দিয়েছিলে বলে?' বাবা কঠিন গলায় বললেন।

এ্যাডওয়ার্ড শ্রাগ করল। 'এগুলোর প্রায় মেয়াদ ফুরিয়ে যাওয়ার মত অবস্থা। আমি মনে করি মা শুনলে মনে খুব দুঃখ পাবে যে সে তার উপহার ব্যবহার করেনি। অবশ্য সে এ ব্যাপারটা না জানানো পর্যন্ত।'

আমি অবিশ্বাসের চোখে এ্যাডওয়ার্ডের দিকে তাকালাম।

বাবা এক মিনিট চিন্তা করলেন, 'মনে হয় ভাল হবে যে তুমি তোমার মায়ের সাথে দেখা করতে পারবে। তিনি তোমাকে অসম্ভব ভালোবাসেন। কিন্তু বেলা তুমি এটা আমাকে একবারও বললেও না।'

'আমি ভুলে গিয়েছিলাম,' আমি বললাম।

তিনি ভ্রুকুটি করলেন, 'তুমি এটা ভুলে গিয়েছিলে যে কেউ তোমাকে প্লেনের টিকেট দিয়েছে?'

'হুমম।' আমি হালকা স্বরে কথাটা বলে সিঙ্কের দিকে ফিরলাম।

'এ্যাডওয়ার্ড, তুমি কী যেন বলছিলে, মেয়াদ শেষ হওয়ার ব্যাপারে।' বাবা কথা চালিয়ে যেতে লাগলেন, ' তোমার বাবা মা ওকে কয়টা টিকেট দিয়েছে?'

'একটা ওর জন্য... আর একটা আমার জন্য।'

আমি আস্তে করে প্লেটটা সিঙ্কে রাখলাম যাতে করে বেশি শব্দ না হয়। আমি বাবার সূক্ষ্ম দীর্ঘশ্বাসও যেন শুনতে পাচ্ছিলাম। আমার সারা মুখে রক্ত ছোটছুটি আরম্ভ করে দিল। এ্যাডওয়ার্ড কেন এমনটা করতে গেল? আমি সিঙ্কের বুদবুদের দিকে তাকিয়ে রইলাম।

'ব্যাপারটা এখন প্রশ্নের বাইরে!' বাবার কথা আর কথার পর্যায়ে নেই। যেন চিৎকার করছেন।

'কেন?' নিষ্পাপ শিশুর মত কৌতুহলী গলায় বলল সে। 'একটু আগেও তো আপনি বললেন ওর মাকে দেখতে যাওয়াটা ওর জন্য ভাল হবে।'

বাবা ওকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করলেন, 'তুমি ওর সাথে কোথাও যাচ্ছ না, ইয়াং লেডি!' তিনি চড়া গলায় বললেন।

তার গলার স্বর শুনে আমার আপনা আপনিই রাগ চড়ে গেল।

'আমি এখন আর ছোট্ট শিশুটি নই বাবা। আর আমি কারও পরাধীনও নই, ভুলে গেছ?'

'ও হ্যাঁ হ্যাঁ, ঠিক তাই। কিন্তু ব্যাপারটা কী এখনই শুরু করতে চাচ্ছ?'

'কীসের জন্য?!'

'কারণ আমি বলেছি বলে।'

'তোমাকে নিশ্চয় মনে করিয়ে দিতে হবে না যে আমি আইনগতভাবেই প্রাপ্ত বয়স্ক, বাবা?'

'এটা আমার বাড়ি– তোমাকে আমার নিয়ম মতই চলতে হবে!'

আমার গলার স্বর বরফ শীতল হয়ে গেল, 'সেটা নির্ভর করছে তুমি কোনটা বেছে নেবে তার উপর। হয় আমি আজরাতেই বাড়ির বাইরে চলে যাব, না হয় কদিনের জন্য বন্ধুদের সাথে যাব। কোনটা?'

বাবার মুখটা টকটকে লাল হয়ে গেল। আমি খারাপ কিছু ঘটার আশঙ্কা

করছিলাম।

আমার গলাটা আরও দায়িত্বপূর্ন করলাম, 'আমি যদি কোন ভুল করে থাকি তাহলে বাবা তোমার কাছে নালিশ জানাব না। কিন্তু আমি তোমার একগুয়েমিও মানতে পারব না।'

তিনি বিড়বিড় করলেন, মনে হয় খারাপ কিছু ঘটার হাত থেকে রেহাই পেয়েছি।

'তাহলে এখন, আমি যেটা জানি সেটা তুমিও জানো, প্রতি উইকেন্ডে আমি মাকে দেখতে যেতে পারি। তুমি আমাকে সোজাসুজি এটুকু কেবল বলতে পার যে আমি এলিস অথবা এঞ্জেলার সাথে যাব।'

'তোমরা মেয়েরা!' তিনি হ্যাঁ সূচক মাথা নাড়লেন।

'তুমি কী বিরক্ত হবে যদি আমি জ্যাকবকে সাথে নেই?'

আমি নামটা উচ্চারণ করলাম শুধু এ কারণে যে জ্যাকবের প্রতি বাবার আলাদা একটা সম্মতি আছে। কিন্তু এ্যাডওয়ার্ডের কারণে আমি মনে প্রাণে চাইলাম যেন বাবা না করেন। এ্যাডওয়ার্ড দাঁতে দাঁত চেপে মুখ শক্ত করে ফেলল।

বাবা শ্রাগে ভঙ্গি বললেন 'হ্যাঁ,' তিনি অনেক কষ্টে নিজের কণ্ঠস্বর শান্ত রাখলেন, 'আমি আসলেই বিরক্ত হব।'

'তুমি একটা পাকা মিথ্যেবাদী, বাবা।'

'বেলা—'

'তুমি এমন ভেব না যে আমি ভেগাসে যাচ্ছি শো গার্ল বা সে রকম কিছু হিসেবে। আমি যাচ্ছি মাকে দেখতে।' আমি তাকে আবার মনে করিয়ে দিলাম। 'তোমার যেমন অভিভাবকত্ত্বের অধিকার আছে ঠিক তেমনি মায়েরও।'

তিনি আমার দিকে বিষ দৃষ্টিতে তাকুলিন।

'আমাকে দেখাশোনা করার ক্ষেত্রে মায়ের ক্ষমতার ব্যাপারে তোমার কিছু বলার আছে?'

বাবা এমন মুখভঙ্গি করলেন যেন তিনি আমাকে শাসাচ্ছেন।

'তুমি হয়ত আশা করছ আমি এ ব্যাপারটা তাকে বলব না।' আমি বললাম।

'সেটা না করেই তুমি ভাল করবে।' তিনি আমাকে সতর্ক করে দিলেন। 'এ ব্যাপারে আমি মোটেও খুশি নই, বেলা।'

'এখানে তোমার আপসেট হওয়ারও তো কোন কারণ দেখছি না।'

বাবা চোখ বন্ধ করলেন, আমি তাকে বলতে চাইছিলাম যে ঝড় তো সেই কখন শেষ হয়ে গেছে।

আমি আবার সিঙ্কের দিকে ঘুরে দাঁড়ালাম। 'তো ঠিক আছে বাবা, আমার হোমওয়ার্ক শেষ, তোমার ডিনারও শেষ, প্লেটগুলোও ধোয়া শেষ। এখন আমার আর কোন কাজ নেই। আমি বেরুচ্ছি। সাড়ে দশটার আগে করেই ফিরব।'

'কোথায় যাচ্ছ তুমি?' তার মুখটা স্বাভাবিক হয়ে এসেছিল, সেটা আবারও রক্তলাল হয়ে গেল।

'আমি নিজেও ঠিক জানি না।' বললাম আমি। 'দশ মাইলের মত দূরত্বে যেতে পারি। ঠিক আছে?'

তিনি অসন্তোষে ঘোৎ ঘোৎ টাইপের শব্দ করতে করতে নিজের রুমের দিকে চলে গেলেন। সত্যি কথা বলতে কী, বাবার সাথে যুদ্ধে জেতার পর থেকে আমার নিজের ভেতরই কেমন যেন অপরাধবোধ জাগছে।

'আমরা কী বাইরে যাচ্ছি?' ওর গলার স্বর নিচু এবং ভীষণ উৎসাহী।

আমি ওর দিকে ঘুরে দাঁড়ালাম, 'হ্যাঁ। আমি তোমার সাথে একাকী কথা বলতে চাই।'

আমি ভেবেছিলাম ও ব্যাপারটা মর্মে মর্মে উপলব্ধি করবে, কিন্তু গাড়িতে বসার পরও ওর চোখে সেরকম কিছু দেখতে পেলাম না।

'কী হল? আমি জানতে চাইলাম।

'আমি জানি তুমি তোমার মাকে দেখতে চাও। বেলা– তুমি তার সাথে ঘুমের মধ্যেও কথা বল। বেশ দুঃশ্চিন্তার সাথেই।'

'সত্যি তাই করি?'

সে মাথা নাড়ল। 'কিন্তু পরিষ্কার দেখছি, তোমার বাবার সাথে এ ব্যাপারটা নিয়ে কথা বলতে তোমার সাহসে কুলায় না। তাই আমি তোমাদের দুজনের মধ্যে মধ্যস্থতা করতে চাই।'

'মধ্যস্থতা? এর চেয়ে আমাকে আমাকে হাঙ্গরের মুখে ফেলে দিচ্ছ না কেন?'

সে ওর চোখ বন্ধ করল। 'আমি চাই না তুমি এ ধরনের কোন বিপদে পড়।'

'আমি তো তোমাকে বলেছি আমি বাবার সাথে কোন ধরনের দ্বন্দ্বযুদ্ধে যেতে চাই না।'

'কেউ তোমাকে সেটা করতেও বলেনি।'

আমি ওর দিকে তাকালাম, 'কিন্তু আমার উপর এ রকম খবরদারী করলেও তা আমি মানতে পারি না– হয়ত সেটা আমার টিনএজ বয়সের দোষ।'

সে চুক চুক টাইপের শব্দ করল। 'বাবারে, এতে আমার তো কোন দোষ নেই।'

আমি ওর দিকে ভর্ৎসনার দৃষ্টিতে তাকালাম। 'এই যে ফ্লোরিডা যাওয়া নিয়ে বাবার সাথে তর্ক করলাম এটা কী তাকে বিলির বাড়িতে পার্টিতে যাওয়ায় কোন প্রভাব ফেলবে?'

ওর চোয়াল শক্ত হয়ে গেল। 'মনে হয় না। তার আগে তো তুমি কোথাও যাচ্ছ না।'

আমি বাবার সাথে এর আগেও এমন শিশুসুলভ আচরণ করেছিলাম। মনটা খুব খারাপ লাগছে। আমি দাঁতে দাঁত চেপে ধরলাম যাতে করে আমি চিৎকার দিয়ে না বসি। এ্যাডওয়ার্ডের সাথে বিমান ভ্রমণেরও আমার বিন্দু মাত্র ইচ্ছে নেই।

এ্যাডওয়ার্ড ভেলভেটের মত কোমল আর উষ্ণ গলায় বলল, 'তাহলে তুমি আজ রাতে কী করতে চাচ্ছ?'

'তোমার বাড়ি যেতে পারি? অনেকদিন তোমার মাকে দেখি না।'

সে হাসল। 'মা খুবই খুশি হবে। বিশেষ করে তুমি আর আমি এ সপ্তাহে কোথায় যাচ্ছি তা যদি শুনতে পায়।'

পরাজিতের মত নিষ্ফল আক্রোশে গুঙ্গিয়ে উঠলাম।

আমি বেশিক্ষণ সেখানে দেরি করলাম না। সময় মতই বাড়ি ফিরলাম। কারণ জানতাম বাবা জেগে থাকবেন।

'তুমি ভেতরে আসতে পার।' আমি বললাম। 'অবশ্য এতে করে ব্যাপারটা আরও খারাপের দিকে গড়াবে।'

'তোমার বাবার চিন্তভাবনাগুলো কোন কুলিন শান্ত ছিল না।' এ্যাডওয়ার্ড টিটকারী মারল। ও কী ওর কৌতুকের মধ্যে এমন কিছু বোঝাতে চাইছে যা আমি ধরতে পারছি না। আমি ওর ঠোঁটের কোণে সুক্ষ্ম একটা হাসির রেখা দেখতে পেলাম।

'পরে দেখা হবে।' আমি ফিসফিস করে বললাম।

সে হেসে আমার কপালে একটা চুমু খেল। 'চার্লি নাক ডাকলে তখন আমি আসব।'

যখন আমি ভেতরে ঢুকলাম তখন জোরে টিভি চলছিল। আমি পা টিপে টিপে এগিয়ে তাকে এড়িয়ে চলতে চাইলাম।

'এদিকে এসো বেলা?' বাবা ডাক দিলেন।

পাঁচটা পদক্ষেপ নিতেই আমার জান বের হয়ে যাওয়ার উপক্রম হল। মনে হচ্ছিল আমার পা জোড়া বুঝি মাটিতে গেথে গেছে।

'কী হয়েছে বাবা?'

'তুমি কী আজরাতে চমৎকার সময় কাটিয়েছ? তিনি জিজ্ঞেস করলেন। আমি তার কথার মধ্যে লুকানো কিছু একটার আভাস পাচ্ছিলাম।

'হ্যাঁ।' আমি দ্বিধার সাথে বললাম।

'তুমি কী কী করলে?'

আমি শ্রাগের ভঙ্গি করলাম। 'এলিস আর জেসপারের সাথেই মূলত ছিলাম। দাবা নিয়ে এ্যাডওয়ার্ড এলিসের সাথে বাজি ধরেছিল। আর আমি খেলেছিলাম জেসপারের সাথে। সে আমাকে একেবারে লাড্ডুগুড্ডু বানিয়ে ছেড়েছে।'

আমি হেসে ফেললাম। আজ পর্যন্ত মজার কিছু দেখেছি তার মধ্যে এলিস আর এ্যাডওয়ার্ডের দাবার খেলার মত মজার ব্যাপার আর কোথাও দেখিনি। তারা খুব কাছাকাছি বসে ছিল। যখন এলিস দান দিচ্ছিল তখন সে আগপাছ ভাবতে লাগল। ওরা একে অন্যের মনের ভেতরটা জানার কারণে খেলার বেশিরভাগ দানটাই চলছিল মনে মনে। হঠাৎ এলিস ওর কিংটা সরিয়ে নিল এবং হার মানল। পুরো ব্যাপারটা শেষ হতে সময় লাগল মাত্র তিন মিনিট!

বাবা রিমোটের মিউট বাটনে চাপল– আগেও যেমন করত।

'দেখ, তোমাকে আমার কিছু বলার আছে।' তিনি ভ্রু কুঁচকে বললেন। মনে হচ্ছিল তিনি খুব অস্বস্তির মধ্যে আছেন।

বাবা কী বলে তা শোনার জন্য আমি বসে অপেক্ষা করতে লাগলাম। আমার দিকে তাকানোর আগ পর্যন্ত তিনি মেঝের দিকেই তাকিয়ে ছিলেন। কিন্তু তিনি কিছুই বললেন না।

'কিছু বলবে বাবা?'

তিনি লজ্জা পেলেন। 'আমি বুঝতে পারছি না ঠিক কিভাবে শুরু করব...'

আমি আবারও অপেক্ষা করতে লাগলাম।

'ঠিক আছে বেলা, বলছি।' তিনি উঠে দাঁড়িয়ে বেশ কয়েকবার পায়চারি করলেন। পুরোটা সময়ই তিনি তার পায়ের দিকে তাকিয়ে রইলেন। 'তুমি আর এ্যাডওয়ার্ড মনে

হচ্ছে এক অন্যের উপর একটু বেশিই সিরিয়াস। মনে হয় এ ব্যাপারে তোমাদের নিজেদেরই সর্তক থাকা উচিৎ। আমি জানি তুমি এখন প্রাপ্তবয়স্ক কিন্তু তারপরও তুমি অনেক ইয়াং বেলা, এজন্য আরেকটা গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার তোমার জানা উচিত... যাই হোক তোমার শারীরিক সম্পর্ক কী এরই মধ্যে–'

'ওহ। প্লিজ, প্লিজ না!' আমি লাফিয়ে উঠে দাঁড়িয়ে আকুতি জানালাম। 'দয়া করে এটুকু বল যে তুমি আমার সাথে সেক্স সম্পর্কিত আলাপ করছ না।'

তিনি মেঝের দিকে তাকুলিন। 'আমি তোমার বাবা। আমার দায়িত্ব বলেও একটা কথা আছে। মনে রেখ, তুমি যেমন বিব্রত, আমিও ঠিক তাই।'

'আমি মনে করি না মনুষ্যভাবে এটা সম্ভব। যাই হোক, মা তোমাকে দশবছর আগে হলে এ ব্যাপারে মুখে ঘুষি মারতেন। আমার বয়ফ্রেন্ডের ব্যাপারে।'

'দশবছর আগে তোমার কোন বয়ফ্রেন্ড ছিল না।' তিনি অনিচ্ছাকৃতভাবে বিড়বিড় করে বললেন। আমরা দুজনেই দাঁড়িয়েছিলাম। মেঝের দিকে তাকিয়ে। একে অন্যের মুখোমুখি।

'আমি মনে করি না প্রয়োজনীয় ব্যাপারগুলি সেরকম বদলেছে।' আমি ফিসফিসিয়ে বললাম। আমার মুখও বোধহয় বাবার মত লাল হয়ে গেছে।।

'তুমি এটুকু শুধু বলো যে তোমরা দুজনেই এ ব্যাপারে দায়িত্বপূর্ণ থাকবে।'

'তুমি এ ব্যাপারটা নিয়ে যে রকম দুঃশ্চিন্তা করছো আসলে এটা সে রকম কিছু নয়।

'এমন না যে আমি তোমাকে অবিশ্বাস করছি, বেলা। কিন্তু আমি জানি তুমি এ ব্যাপারে আমাকে কিছুই বলতে চাইতে না। এমন কী শুনতেও চাও না। আমি সবসময়ই চেষ্টা করি খোলা মনের থাকতে। আমি জানি, এখন সময়টাই বদলে গেছে।'

আমি অপ্রস্তুতের হাসি হাসলাম। 'হয়তো সময় বদলেছে, কিন্তু এ্যাডওয়ার্ড অনেক পুরোনো আমলের। তুমি ওকে নিয়ে নিশ্চিন্ত থাকতে পার।'

বাবা যেন লজ্জা পেলেন। 'নিশ্চয়ই তা করব।'

'আহ্!' আমি গুঙ্গিয়ে উঠলাম। 'আমি এটাও চাই না যে তুমি এর চেয়ে বেশিকিছু আমার উপর চাপাও। সত্যি বলছি বাবা... আমি... আমি এখনও কুমারী। আর সে অবস্থা পরিবর্তন করার আমার এ মুহূর্তে কোন ইচ্ছা নেই।'

আমরা দু জনেই একটা গভীর নিঃশ্বাস ফেললাম। বাবার মুখে আগের মত কাঠিন্য নেই। মনে হচ্ছে তিনি আমার কথা বিশ্বাস করেছেন।

'আমি কী ঘুমুতে যাব বাবা? প্লিজ।'

'এক মিনিট।' তিনি বললেন।

'আও! প্লিজ বাবা? অনুরোধ করছি।।'

'বিব্রকতর এই পরিস্থিতির এখানেই সমাপ্তি। আমি প্রমিজ করছি।' তিনি আমাকে আশ্বস্ত করলেন। আমি এক মুহূর্তের জন্য তার দিকে তাকালাম। তার মুখে আর কোন বিদ্বেষ নেই দেখে খুব ভাল লাগল। বাবা সোফায় বসে পড়লেন, একটু আগের সেক্স সম্পর্কিত আলাপের জন্য তাকে একটু লজ্জিতও লাগছিল।

'আবার কী বাবা?'

'আমি জানতে চাচ্ছি যাওয়ার ব্যাপারটা কী হবে?'

'বেশ, শোন তাহলে, আমি মূলত আজ এঞ্জেলার সাথে প্ল্যান করেছিলাম যে ওর সাথে ওকে গ্রাজুয়েশানের ব্যাপারে সাহায্য করতে যাব। মেয়ে হিসেবেই।'

'ভালই তো। আর জ্যাক এর কথা বল?'

আমি লজ্জা পেলাম। 'আমি এখনও এ ব্যাপারটা নিয়ে ভাবিনি।'

'চেষ্টা কর বেলা। আমি জানি তুমি শেষ পর্যন্ত ঠিক কাজটাই করবে। তুমি চমৎকার একটা ব্যক্তিত্বসম্পন্ন মেয়ে।'

বাপরে। আমি যদি জ্যাকবের সাথে যাওয়ার সিদ্ধান্ত না নিই তাহলেই বোধহয় খারাপ ব্যক্তিত্বসম্পন্ন হব। চিন্তাই করা যায় না।

'অবশ্যই , অবশ্যই,' আমি মুখে বললাম। আমি হেসে ফেললাম।

বাবা আয়েশ করে কুশনটা মাথার নিচে নিয়ে রাতের কাজ সারার জন্য প্রস্তুত হলেন।

'শুভরাত্রি বেলস।'

'সকালে দেখা হবে বাবা।' আমি সিঁড়ি দিয়ে উপরে উঠে গেলাম।

বাবা পুরোপুরি ঘুমিয়ে যাওয়ার আগ পর্যন্ত এ্যাডওয়ার্ড আসবে না। হয়তো সে সময়টায় শিকার করে কিংবা অন্য কিছু একটা করে সময় কাটিয়ে দেবে। তাই তাড়াহুড়া করে কাপড় বদলানোর তাগাদা অনুভব করলাম না। আমার একা থাকার বিন্দু মাত্র ইচ্ছা ছিল না। আবার সিঁড়ি দিয়ে নামার সময় বাবার সামনে পড়ারও ইচ্ছা নেই।

আমার হোমওয়ার্ক সবশেষ করা ছিল বলে গল্পের বই পড়া কিংবা গান শোনার ক্ষেত্রে আমার তেমন অপরাধবোধ জাগছিল না। ভাবছিলাম মাকে একটা ফোন দেব। কিন্তু ফ্লোরিডায় এখন থেকে তিন ঘন্টা সময় আগানো। মা বোধহয় এতক্ষণে ঘুমিয়ে পড়েছে। তারচেয়ে বরং এঞ্জেলাকে একটা ফোন দেয়া যেতে পার।

কিন্তু হঠাৎ আমি বুঝতে পারলাম এটা এঞ্জেলা নয় আমি যার সাথে কথা বলতে চাই। আমার তার সাথে কথা বলা দরকার।

আমি শুন্য খোলা জানালা দিয়ে তাকিয়ে রইলাম। ঠোঁট কামড়ে ধরলাম। আমি জানি না ব্যাপারটা কিভাবে সম্ভব হবে। আমার সবচেয়ে ভাল বন্ধু জ্যাকব, একজন ভাল মানুষ হতে চলেছে, এদিকে এ্যাডওয়ার্ডকে আমার প্রতি রাগান্বিত হবে। দশ মিনিট হবে হয়তো, একটা বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেয়ার জন্য যথেষ্ট। এ্যাডওয়ার্ড শুধু আমার নিরাপত্তার ব্যাপারে সর্তক। আমি জানতাম সেখানে সে জাতীয় কোন সমস্যা নেই। ফোন কোন সাহায্য করবে না। এ্যাডওয়ার্ডের ফিরে আসার পর থেকে জ্যাকব আমার কোন ফোন কলের উত্তর দেবে না।

পাকাঁপাশি, আমার তাকে দেখারও দরকার। সে যেভাবে হাসে তাকে আবার সেইভাবে দেখা দরকার।

আমার হাতে এক ঘন্টা মত সময় ছিল। এর মধ্যে আমি লা পুশে গিয়ে ফিরেও আসতে পারব। এ্যাডওয়ার্ড বুঝতেও পারবে না। বাবার কারফিউ বোধহয় এখন খাটবে না। উল্টো বাবা নিজেই খুশি হবেন যে এতে এ্যাডওয়ার্ড থাকার কোন সম্ভাবনা নেই বলে। এটাই এখন একমাত্র পথ।

আমি সিঁড়ি দিয়ে নামতে নামতে জ্যাকেটটা পরতে শুরু করলাম। আমার হাত কাটা

জামা মুহূর্তেই ঢেকে গেল।

বাবা খেলা দেখা বাদ দিয়ে আমার দিকে আতঙ্কিত চোখে তাকালেন।

'তুমি নিশ্চয় কিছু মনে করবে না যদি আমি জ্যাকবের বাড়িতে ওকে দেখতে যাই?' আমি নিঃশ্বাস বন্ধ করে বললাম।

'আমি বেশি দেরি করব না।'

যখনই আমি জ্যাকবের নামটা উচ্চারণ করলাম, বাবার ভাবভঙ্গিই দেখি উল্টে গেল। কেমন একটা প্রশান্তির ভাব চোখে পড়ল। হয়ত তিনি এই ভেবে তৃপ্তিবোধ করছেন যে তার লেকচারটা খুব দ্রুত কাজ করছে দেখে। 'নিশ্চয় বাছা, কোন সমস্যা নেই। তোমার যতক্ষণ খুশি সেখানে থাকতে পার।'

'ধন্যবাদ বাবা।' আমি দরজা দিয়ে বেরিয়ে যেতে যেতে বললাম।

পলাতক আসামীর মত আমি পেছন ফিরে তাকানোর ফুরসুরত পেলাম না যতক্ষণ পর্যন্ত না আমি ট্রাকে গিয়ে বসলাম। রাতটা সত্যিই ভীষণ কালো। আমি মনোযোগ দিয়ে ট্রাকটা চালানোর উদ্যোগ নিলাম।

আমি ইগনিশনে চাবিটা ঢুকিয়ে মোচড় দিলাম। শক্ত হাতে মোচড় দিয়েছিলাম কিন্তু বার কয়ক গর্জন করে সেটা থেমে গেল। আবার চাবি ঘোরালাম। আবারও একই রেজাল্ট।

হঠাৎ মৃদু একটা নড়াচড়ার আভাস পেয়ে আমি চমকে লাফিয়ে উঠলাম।

'আ!' আমি ভীষণ আতঙ্কিত হলাম যখন দেখলাম আমি একা নই, গাড়িতে আরও একজন আছে।

এ্যাডওয়ার্ড এক পাশে বসে আছে, যেন কালো অন্ধকারের একটা বিন্দু।

'এলিস জানাল।' সে বিড়বিড় করে বলল।

এলিস! ধ্যাত্তরি। আমি তো ওর কথা প্রায় ভুলেই বসেছিলাম। ওর ব্যাপারটা প্ল্যানে রাখা উচিত ছিল। সে নিশ্চয়ই মনের চোখে আমি কোথায় যাচ্ছি তা দেখতে পেয়ে এ্যাডওয়ার্ডকে দেখিয়েছে।

'পাঁচ মিনিট আগে সে যখন বুঝতে পারল তোমার অদৃষ্ট খারাপের দিকে যাচ্ছে তখন সে সত্যি ভীষণ নার্ভাস হয়ে গিয়েছিল।'

ওর কথা শুনে বিস্ময়ে আমার চোখ বড়বড় হয়ে গেল।

'কারণ সে নেকড়েদের চোখে দেখতে পায় না, সে কথা তুমি তো জানই।' সে একইভাবে বিড়বিড় করে বলল। 'তুমি কী সেটা ভুলে গেছ? কেন তুমি ওদের সাথে নিজের ভাগ্যটা জড়িয়ে ফেলছ, তুমি নিজেও তো বিপদে পড়বে। আমি যে জিনিসটা বুঝছি সেটা তুমি বুঝছ না। কিন্তু তুমি কী আন্দাজ করতে পারছ কেন সেটা আমার মনে কিছুটা... ভয় জাগিয়ে তুলছে? এলিস দেখেছে যে তুমি বিপদে পড়তে যাচ্ছ, সে এটুকুও বলতে পারে নি যে তুমি ঘরে ফিরে আসছ নাকি আসছ না। তোমার ভবিষ্যৎটাই হারিয়ে গেছে, ওদের মতই।'

'আমরা ঠিক নিশ্চিত নই এটা কেন ঘটছে, হতে পরে এটা জন্মের সময় ওরা প্রাকৃতিকভাবে পেয়েছে?' সে এমনভাবে কথা বলছে যেন সে নিজের সাথেই কথা বলছে।

'ওদের মন পড়তে গিয়ে সমস্যা হওয়ার আগ পর্যন্ত আমি এটা বুঝতে পারিনি।

ব্লাকদের প্রত্যেকের ক্ষেত্রেই এ ব্যাপারটা ঘটে। কার্লিসল যেটা বোঝাতে চেয়েছে, এটা এ কারণেই ঘটে কারণ তারা তাদের যোগাযোগ আদান-প্রদানের ক্ষেত্রে ভীষণ শৃঙ্খলা মেনে চলে। যে কোন বড় সিদ্ধান্ত নেয়ার ক্ষেত্রে তো বটেই। মোদ্দা কথা, এটা তাদের সবকিছুই বদলে দেয়। এমন কি তাদের অবস্থান পর্যন্তও। ওদের নিয়তিও ওদের আগলাতে পারে না...'

আমি তন্ময় হয়ে ওর কথা শুনছিলাম।

'স্কুলে যাওয়ার সময় আমি তোমার গাড়ির পেছনে থাকব, যেন তুমি তোমার ইচ্ছে মত গাড়ি চালিয়ে নিয়ে যেতে পার।' প্রায় এক মিনিট পর সে আমাকে আশ্বস্ত করল।

আমি ঠোঁট চেপে রেখে চাবিটা বের করে আনলাম, আর গাড়ি থেকে লাফিয়ে নামলাম।

'আমার আসার দরকার নেই ভাবলে তুমি তোমার জানালা বন্ধ করে রাখতে পার। আমি বুঝে নেব।' আমি গাড়ির দরজা লাগানোর আগে সে বলে উঠল।

আমি সিঁড়ি বেয়ে বাড়ির সদর দরজা খুললাম এবং সেটাও লাগিয়ে দিলাম।

'কী হল?' বাবা চেয়ারে বসে থেকেই বললেন।

'ট্রাক স্টার্ট নিচ্ছে না।' আমি মৃদু স্বরে বললাম।

'আমি কী একটু চেষ্টা-টেষ্টা করে দেখব নাকি?'

'না। আমি কাল সকালে দেখব।'

'চাইলে আমার গাড়িটাও নিতে পার।'

বাবার পুলিশি ভাবওয়ালা গাড়িটা চালিয়ে নেয়ার ব্যাপারে আমার কোন কুলিন ইচ্ছে হয়নি। হয়তো বাবাই নিজের প্রবল ইচ্ছায় এখন আমাকে লা পুশে নিয়ে যেতে চাইবে। যেমন ইচ্ছে আমার নিজেরও একটু আগে হয়েছিল।

'না বাবা। আমার ভীষণ ক্লান্ত লাগছে।' আমি ঠাণ্ডা স্বরে বললাম। 'শুভ রাত্রি।'

সিঁড়ি বেয়ে আমার ঘরে চলে এলাম। তারপর সোজা জানালার দিকে এগিয়ে গেলাম। ধাক্কা দিয়ে আমি জানালার ধাতব পাল্লাটা নামিয়ে দিলাম। এত জোরে যে গ্লাসগুলো পর্যন্ত ভীষণ শব্দে কেঁপে উঠল।

বন্ধ জানালার কালো গ্লাসের দিকে তাকিয়ে আমার ভীষণ লজ্জা হল। আমি সেটা আবার খুলে দিলাম, যতটুকু সম্ভব এটা খোলা যায়।

তিন

সূর্য ঘন মেঘের আড়ালে হারিয়ে গেছে। বোঝাই যাচ্ছে না সেখানে সূর্য আছে কি নেই। দীর্ঘ ফ্লাইট শেষে— পশ্চিম দিকে সূর্যটার কিয়দংশ যখন দেখা যাচ্ছিল তখন মনে হচ্ছিল পুরো আকাশটাই বুঝি সাথে সাথে চলছে। ব্যাপারটা আসলেই গোলমেলে। সময়ও যেন থমকে আছে। আমি খুবই অবাক হলাম যখন বনাঞ্চল ফুড়ে হঠাৎ বড়বড় বিল্ডিং দেখতে পেলাম, এটা নির্দেশ করছে যে আমরা গন্তব্যের কাছাকাছি চলে এসেছি।

'তুমি এত চুপচাপ কেন?' এ্যাডওয়ার্ড আমাকে নিরীক্ষণ করে বলল। 'তুমি কী প্লেনে অসুস্থ বোধ করছ?'

'না। আমি ঠিক আছি।'

'বাড়ি ছেড়ে আসার কারণে মন খারাপ?'

'বরং উল্টো, মন খারাপটাকেই ছেড়ে এসেছি।'

সে আমার দিকে তাকিয়ে ভ্রু নাচাল।

'মা অনেক বেশি... অনেক দিক দিয়ে বাবার চাইতেও বেশি অনুভূতি প্রবণ। যে কারণে আমি এমন নাচুনে বুড়ি হয়ে আছি।'

এ্যাডওয়ার্ড হেসে ফেলল। 'তোমার মায়ের আশ্চর্য একটা মন আছে। অনেকটা শিশুদের মত, কিন্তু অনেক দূরদৃষ্টি সম্পন্ন। তিনি কোন কোন ব্যাপার আর সবার চেয়ে আলাদা করে দেখেন।'

দূরদৃষ্টি সম্পন্ন। হ্যাঁ, এ শব্দটাই আমার মায়ের ক্ষেত্রে অনেক বেশি খাটে– যখন তিনি কোন কাজে একেবারে ডুবে যেতেন। বেশিরভাগ সময়ে তিনি তার নিজের জীবনের প্রতি এতবেশি ঝুঁকেছিলেন যে আর কোন দিকে হুশ ছিল না। কেবল মাত্র উইকেন্ডই তিনি আমাকে সময় দিতেন।

বাস্কেটবল স্কুলের কোচ হিসেবে ব্যস্ত থাকার কারণে ফিল আমাদের নিতে আসতে পারে নি। যে কারণে মা-ই নিতে এসেছেন। আমার সাথে এ্যাডওয়ার্ডকে দেখে তিনি প্রথমে সন্দিহান এবং পরে সতর্ক দৃষ্টিতে চলতে লাগলেন।

আজ সকালে আমরা হাঁটতে হাঁটতে বীচের দিকে গিয়েছিলাম। মা তার নতুন বাড়ির সমস্ত সৌন্দর্য আমাদের দেখাতে চান। মা বোধহয় আমার সাথে একাকী কথা বলতে চাচ্ছিলেন। সেটাও সহজে হয়ে গেল। এ্যাডওয়ার্ড কিছু পেপার ওয়ার্ক করবে বলে বাড়ির ভেতরেই রয়ে গেল।

আমি মাথার ভেতরে আমরা আলাপন চালিয়ে গেলাম...

মা আর আমি একপাশ দিয়ে হাঁটতে লাগলাম যেন পাম গাছের ছায়া আমাদের ওপর থাকে। তখন অনেক সকাল হলেও বেশ গরম পড়ছিল। বাতাসও ছিল ভীষণ আর্দ্র।

'বেলা?' দূরের বালি আর ঢেউয়ের দিকে তাকিয়ে মা আমাকে জিজ্ঞেস করলেন।

'কী মা?'

মনে হল তিনি যেন হঠাৎ লজ্জা পেলেন, 'আমার ভীষণ দুঃশ্চিন্তা হচ্ছে...'

'কী ব্যাপারে ?' আমিও চিন্তাগ্রস্ত হয়ে জিজ্ঞেস করলাম। 'আমি কী করতে পারি?'

'এটা আমার ব্যাপারে নয়।' তিনি মাথা ঝাকুলিন, 'আমি চিন্তা করছি তোমাকে নিয়ে... আর এ্যাডওয়ার্ডকে নিয়ে।'

মা এ্যাডওয়ার্ডের কথা বলার সময় আমার দিকে তাকুলিন, তার মুখটা ভীষণ দুঃখ ভারাক্রান্ত।

'ওহ।' আমাদের পাশ কাটিয়ে যাওয়া ঘর্মাক্ত দুজন জগিং করা লোকের দিকে তাকিয়ে আমি বিড়বিড় করে উঠলাম।

'আমি যা ভাবছি তোমরা দুজন তো তা চেয়েও বেশি সিরিয়াস।' তিনি বলে

চললেন।

আমি নাক মুখ সিটকালাম। দ্রুত আমার বিগত বছরগুলোর কথা মনে পড়ে গেল। মা'র সামনে আমরা কোনদিন হাত পর্যন্ত স্পর্শ করিনি। আমি ধরে নিলাম মা আমার দায়িত্ব ও কর্তব্য নিয়ে এখন বিশাল একটা লেকচার দেবেন। বাবার সাথে এ ব্যাপারটা ঘটতে ঘটতে আমার এক রকম অভ্যাস হয়ে গেছে। এজন্য মায়ের সামনে আমি বিব্রত হচ্ছিলাম না।

'এখানে একটা... যে পথে তোমরা দুজনে এগোচ্ছ সেটা ভীষণ অদ্ভুত একটা পথ।' তিনি বিড়বিড় করে বললেন। তার কপাল কুঁচকে গেছে। 'যে পথে সে তোমার উপর নজর রাখছে— এটা খুবই... প্রতিরক্ষামূলক। যেন কোন বুলেট বা সেরকম কিছু এলে সে তোমার সামনে বুক পেতে দাঁড়াবে।'

আমি হাসলাম।

'এটা কী খারাপ কিছু?'

'না।' তিনি ভ্রুকটি করলেন আর শ্রাগের ভঙ্গিতে বললেন। 'এটা অন্যরকম একটা ব্যাপার। সে তোমার সব ব্যাপারে স্পর্শকাতর... আর খুবই যত্নবান। আসলে আমি তোমাদের সম্পর্কের ব্যাপারটায় পরিষ্কার না। গোপন কিছু কী এমন আছে আ আমি মিস করছি...'

'মনে হচ্ছে তুমি সব কল্পনা করে নিচ্ছ মা।' আমি দ্রুত বললাম। গলাটাকে যথাসম্ভব উৎফুল্ল রাখারও চেষ্টা করলাম। কিন্তু টের পাচ্ছিলাম আমার পেটের ভেতর বুদবুদ উঠছে। আমি ভুলেই গিয়েছিলাম যে আমার মা কতটা দূরদৃষ্টি সম্পন্ন।

তার এক জীবনে এমন কোন ছোটখাট ব্যাপার নেই যা তার চোখে পড়েনি। এ ব্যাপারে আমার ক্ষেত্রে আগে তেমন সমস্যা হয়নি। এখনও নয়। আর আমিও আমার সমস্ত গোপন যা কিছু মাকে খুলে বলতে দ্বিধা করতাম না।

'এটা শুধু ওর ক্ষেত্রেই নয়।' তিনি তার ঠোঁট কামড়ে ধরলেন। 'আমি মনে কর তুমি নিজেও বুঝতে পারছ তুমি ওর পেছনে কেন ঘুরঘুর করছ।'

'কী বোঝাতে চাইছ মা?'

'যেভাবে তুমি চলাফেরা করছ– তাতে মনে হচ্ছে তুমি ওকে ছাড়া কিছু কল্পনাও করতে পার না। যখন সে সামান্য এদিক ওদিকও যায় সাথে সাথে তোমার অবস্থানও বদলে যায়। যেন তুমি আর ও একটা ম্যাগনেট... চুম্বকের আর্কষণের মত অথবা মধ্যকর্ষণের মত। তুমি যেন ওর একটা... স্যাটেলাইট বা সে রকম কিছু। আমি এর আগে এরকম কোথাও দেখিনি।'

মার মুখটা গোলাপি বর্ণ হয়ে গেল। 'পাকাঁপাশি আরেকটা ব্যাপারও আছে।'

'ভাল কোন কিছু?'

'সে যাই হোক আছে একটা– সে কোন ব্যাপার না। আমি এখন তোমার বিষয়টা নিয়ে কথা বলতে চাচ্ছি।'

'রোমান্সের ব্যাপারটা বাদ দিয়ে তুমি কথা বল মা। তুমি জানো কিভাবে তুমি নিজের খেয়ালে সেটা নষ্ট করেছ।'

মা বাঁকা একটা হাসি হাসলেন। 'আমি বোকার মত আচরণ করছি, তাই না?'

কয়েক মুহূর্তের জন্য আমি কোন উত্তর দিতে পারলাম না। মা সবকিছু খুব তাড়াতাড়ি বুঝে ফেলেন।

এটা এক দিয়ে ভাল ছিল যে তার আইডিয়াগুলো সবসময়ই দ্রুত বাস্তবায়িত হয় না।

তিনি আমার দিকে তাকালে আমি নিজেকে সংযত করলাম।

'বোকার মত নয়– মায়ের মত আচরণ কর।'

তিনি হেসে ফেললেন। তারপর ধীর পায়ে বেলাভূমির দিকে পা বাড়ালেন। ছোট ছোট নীল ঢেউ সেখানে আছড়ে পড়ছে।

'তাহলে আমি কী ধরে নিব, তুমি এখন তোমার বোকাসোকা মায়ের সাথেই আসছ?'

আমি নাটকীয় ভঙ্গিতে আমার দু হাত তুলে চুলে আঙুল চালালাম।

'তোমার আর্দ্রতায় অভ্যস্থ হওয়া উচিত।' তিনি বললেন।

'আর মা, তোমার হওয়া উচিত বৃষ্টিতে।' আমি জানিয়ে দিলাম।

তিনি খেলাচ্ছলে আমাকে কনুই দিয়ে গুঁতো দিলেন। তারপর আমরা গাড়ির দিকে এগোলাম।

আমার কারণে চিন্তিত থাকলেও তার মুখখানা এখন বেশ উচ্ছ্বল দেখাচ্ছে। তার ভাসা ভাসা চোখ জোড়া অনেক বেশি প্রাণবন্ত। হতে পারে তার জীবনটা খুব তৃপ্তির সাথে সাথে যাপন করছিলেন বলে। কে জানে, নিশ্চয়ই তিনি আমাকে সেভাবে মিস করেন না, হয়তো এখনও না...

এ্যাডওয়ার্ডের ঠাণ্ডা হাত আমাকে চমকে দিল। আমি চোখ তুলে তাকালাম। সে ঝুঁকে আমার কপালে একটা চুমু খেল।

'আমরা চলে এসেছি ঘুমন্ত সুন্দরী। জেগে ওঠ।'

আমরা এখন বাবার বাড়ির সামনে। পোর্চ লাইট জ্বলছে। সেটার আলো বাবার ক্রুসিয়ার গাড়ির ওপর পড়ছে। গাড়িটা ড্রাইওয়েতে পার্ক করা আছে। আমি ভালভাবে পরীক্ষা করে দেখলাম জানালা দিয়ে একটা হলুদ আলোর আভাস আসছে যা লনের ওপরও আলো ফেলছে।

আমি লজ্জা পেলাম। নিশ্চয় বাবা আমাকে ছোঁ মারার জন্য অপেক্ষা করছেন।

এ্যাডওয়ার্ডও হয়তো এমনটা ভাবছে। সে আমাকে এগিয়ে দেওয়ার জন্য দরজার কাছ পর্যন্ত এল।

'খুব কী খারাপ হল?' আমি জিজ্ঞেস করলাম।

'চার্লি নিশ্চয় এতটা কঠিন হবেন না।' এ্যাডওয়ার্ড বলল। তার গলা খুব আর্দ্র। 'তিনি তোমাকে মিস করেছেন।'

আমি সন্দেহ নিয়ে চোখ সরু করে ফেললাম। আমার ব্যাগটা এমন বড়সড় ছিল না, তবু সে এটা বয়ে আমার বাড়ির ভেতর রাখল। বাবাই দরজাটা খুলে দিলেন।

'ঘরে ফিরে আসার জন্য স্বাগতম, বাছা।' বাবা চিৎকার করে বললেন। 'কেমন কাটল জ্যাকসন ভ্যালিতে?'

'ও জায়গাটা খুব আর্দ্র।'

'তাহলে রেনি তোমাকে ফ্লোরিডা ইউনিভার্সিটিতে ভর্তি করিয়ে দেয় নি?'

'সে ক্লান্ত ছিল।'

এ্যাডওয়ার্ডের দিকে তাকিয়ে বাবার চোখ দপ করে জ্বলে উঠল। 'তুমিও কী সেখানে ভাল সময় কাটিয়েছিলে?'

'হ্যাঁ। রেনি চমৎকার আপ্যায়ন করল। মনে হল এ ব্যাপারে সে ভীষণ অমায়িক আর মিশুক।'

'তাহলে... হুম ঠিক আছে। মজা করেছ জেনে খুশি হলাম।' বাবা এ্যাডওয়ার্ডের কাছ থেকে সরে এসে আমাকে অপ্রত্যাশিতভাবে জড়িয়ে ধরে আলিঙ্গন করলেন।

'অবাক করলে।' আমি তার কানে কানে বললাম।

তিনি হেসে ফেললেন। 'আমি সত্যি তোমাকে অনেক মিস করেছি, বেলা। তুমি চলে যাওয়ার পর আমি একটুও ভালোভাবে খেতে পারিনি।'

'আমি এখনই সেসব নিয়ে আনছি।'

'তার আগে তুমি জ্যাকবকে একটা কল করতে পার? ও সেই সকাল ছয়টা থেকে পাঁচ মিনিট পরপর আমাকে কলের পর কল দিয়ে ব্যস্ত রেখেছে। আমি ওকে বলেছি তুমি ফিরে এলে জানাব।'

আমি এ্যাডওয়ার্ডের দিকে না তাকিয়েও বুঝতে পারলাম, সেও আমার মত ঠাণ্ডা মেরে গেছে। কারণ একটাই— দুঃশ্চিন্তা।

'জ্যাকব আমার সাথে কথা বলতে চায়?'

'কে জানে, খারাপ কিছু হয়ত। সে তো আমাকে কিছু বলল না। শুধু বলল জরুরি।'

ঠিক সেই সময় সারা ঘর আমাদের কাঁপিয়ে দিয়ে হঠাৎ ফোন বেজে উঠল।

'ও-ই হয়ত। আমি আমার পরবর্তী বেতন বাজি রেখে বলতে পারি।' বাবা বললেন।

'আমি ধরছি।' আমি কিচেন থেকে তড়িঘড়ি করে বেরুলাম।

বাবা বসার ঘরের দিকে গেলেও এ্যাডওয়ার্ড আমার পিছে পিছে এল।

আমি ফোনটা ধরলাম আর দেয়ালের দিকে ঘুরে দাঁড়ালাম। 'হ্যাঁলো।'

'ফিরে এসেছ?' জ্যাকব বলল।

ওর খসখসে সেই চিরচেনা কণ্ঠটা যেন আমাকে আমূল নাড়িয়ে দিল। এক হাজারটা স্মৃতি ভিড় করে মাথার ভেতর। রকি বীচ, বুড়ো বট গাছ, গ্যারেজের প্লাস্টিক শেড, উষ্ণ সোডা, আমাকে ঘিরে থাকা ওর বিশাল দুটি হাত, কালো চামড়া ফুড়ে বের হওয়া ওর সাদা দাঁত, ওর সেই বিস্তৃত হাসি সব যেন মনে পড়ে যেতে লাগল।

আমি গলা পরিষ্কার করে বললাম, 'হ্যাঁ।'

'তাহলে তুমি আমাকে কল করনি কেন?' জ্যাকব জানতে চাইল।

ওর গলায় রাগের আভাস।

'কারণ আমি ঘরে ফিরেছি মাত্র কয়েক সেকেন্ড হল। বাবা তোমার ফোনের কথা বলতে বলতেই তুমি ফোন দিলে।'

'ওহ। দুঃখিত।'

'ঠিক আছে। এখন বল। কেন বাবাকে ফোন দিয়ে পাগল বানিয়ে ছেড়েছ?'

'তোমার সাথে আমার কথা ছিল।'

'হ্যাঁ। আমি বুঝলাম। বলতে থাক।'

একটুক্ষণ বিরতি।

'তুমি কী কাল স্কুলে যাচ্ছ?'

আমি শব্দ করলাম, যাচ্ছি কী যাচ্ছি না এটা চিন্তা করতে করতে। 'হ্যাঁ। যাচ্ছি তো।' বললাম।

'এমনি জানতে চেয়েছিলাম।'

আরেকবার নীরবতা।

'তুমি কিসের ব্যাপারে কথা বলতে চাইছিলে জ্যাক?'

সে দ্বিধাবোধ করল মনে হল। 'তেমন কিছু নয়... আসলে আমি... তোমার গলার স্বরটা অনেকদিন শোনা হয়নি তো তাই।'

'হ্যাঁ। আমি খুব খুশি হয়েছি যে তুমি আমাকে ফোন করেছ, জ্যাক আমি...'

আমি ওকে আরও কিছু বলতে চেয়েছিলাম। এটা অন্তত বলতে চেয়েছিলাম যে আমি লা পুশে আসছি ওর সাথে দেখা করার জন্য। সে আমাকে সে সুযোগ দিল না।

'আমাকে যেতে হবে।' সে রুদ্ধশ্বাসে বলল।

'কী?'

'আমি পরে তোমার সাথে কথা বলব। ঠিক আছে?'

'কিন্তু জ্যাক–'

সে ততক্ষণে লাইন কেটে দিয়েছে। ডায়াল টোনের শব্দ ছাড়া আর কিছু শুনতে পাচ্ছিলাম না। ভীষণ অবিশ্বাস্য লাগছিল।

'সবঠিক আছে?' এ্যাডওয়ার্ডের গলা শান্ত আর সতর্ক।

আমি ধীরে ধীরে ওর দিকে ফিরলাম। ওর মুখটা এমন কোমল ছিল যে ওর আচরণ ঠিক বুঝে উঠতে পারলাম না।

'আমি জানি না। সে যে কী বলতে চাচ্ছিল সেটাই বুঝলাম না।' আমি এটা মেনে নিতে পারলাম না যে আমি স্কুলে যাচ্ছি কিনা এটা জানার জন্যই কেবল জ্যাকব সকাল থেকে বাবাকে ফোনের পর ফোন করে যাচ্ছিল। আর আমার গলা শোনার জন্যই যদি সে এত অস্থির ছিল তাহলে এত তাড়াতাড়ি ফোনের লাইন কেটে দিল কেন?

'তুমি যেটা চিন্তা করছ সেটা আমার ধারণার চাইতেও ভাল।' এ্যাডওয়ার্ড বলল। ওর মুখে ক্ষীণ হাসির রেখা।

'হুমমম।' আমি বিড়বিড় করলাম। এটা সত্যি। আমি জ্যাকবের ভেতর বাহির সবটা জানি। এটা ওর আচরণের সাথে খাপ খায় না।

প্রায় পনের মাইল দূরের লা পুশের কথা ভাবতে ভাবতে আমি ফ্রিজের দিকে এগোলাম। বাবার ডিনার বানানোর জিনিসপত্র বের করতে লাগলাম। এ্যাডওয়ার্ড এক কোণায় ঝুকে দাঁড়ানো। ও সরাসরি তাকিয়ে আছে আমার মুখের দিকে।

আমি ভেবে পেলাম না স্কুলে আমার উপস্থিতি ওর কাছে এত জরুরি হল কিসের

জন্য?

আমি নানা ধরনের যুক্তি তর্ক দিয়ে চিন্তা করে ক্লান্ত হয়ে পড়লাম। যদি আমি কাল স্কুলে না যাই তাহলে সমস্যা কোথায়? জ্যাকবের ক্ষেত্রেই বা এর গুরুত্ব কোথায়? আমি আগে থেকে বাবাকে বলে রেখেছিলাম যে আমার ফাইনাল পরীক্ষা খুব কাছে, সব পড়া এবার ঝালাই করতে আমাকে শুক্রবার একদিনের জন্য স্কুল মিস দিতে হবে। হয়ত জ্যাক এ ব্যাপারটা জানে না।

আমি সঠিক কোন সিদ্ধান্ত নিতে পারলাম না।

মনে হয় গুরুত্বপূর্ণ কিছু একটা আমি বুঝতে পারছি না।

গত তিনদিন ধরে জ্যাকব আমার সাথে অনবরত ফোন করে যোগাযোগের চেষ্টা করছে। গত তিনদিন কী এমন বিশেষ ভিন্ন দিন ছিল?

আমি রান্নাঘরের মধ্যেই থমকে গেলাম। বরফ শীতল হ্যাঁমবার্গার আমার হাত গলে পড়ে যাচ্ছিল। এটা বুঝতেও আমার কিছুক্ষণ সময় লাগল।

এ্যাডওয়ার্ড দ্রুত এটা লুফে নিয়ে কাউন্টারে রাখল। আর আমাকেও জড়িয়ে রাখল। ওর ঠোঁট আমার কানের কাছে।

'কী হয়েছে?'

আমি ঘোরে থাকার মত মাথা নাড়লাম।

তিনদিন অনেক কিছুই বদলে দেয়ার ক্ষমতা রাখে।

আমি কি সেটা নিয়ে চিন্তাভাবনা করছি না যে কলেজ আমার পক্ষে কতটা অসম্ভব হবে?

বাবা কী বিলিকে বলেছিলেন আমি তিন দিনের জন্য কোথাও গেছি? বিলি কী তাহলে সরাসরি উপসংহারে চলে যেতে চেয়েছিল। জ্যাকব কী তাহলে আমার মানব জীবন নিয়ে কোন প্রশ্ন তুলতে চাচ্ছিল? যাতে করে নেকড়েদের চুক্তি ভাঙার সুযোগ না আসে। কুলিনদের যে কেউই মানুষকে কামড়ে দিলে চুক্তি ভঙ্গ হবে... কামড়ালে...খুন করলে নয়?

তাহলে সে কী এটা বুঝতে পারছে না, তাই যদি হত তাহলে আমি বাবার কাছে ফিরে আসতাম না।

এ্যাডওয়ার্ড আমার দিকে তাকিয়ে মাথা নাড়ল। 'বেলা?' সে বলল। ওকে খানিকটা দুশ্চিন্তাগ্রস্ত দেখাচ্ছিল।

'আমার মনে হয়... আমার মনে হয় ও পরীক্ষা করছে।' আমি বিড়বিড় করে বললাম। 'মানে আমি বলতে চাচ্ছিলাম, ও এটা পরীক্ষা করে দেখতে চাচ্ছে যে আমি সত্যি মানুষ আছি কি না।'

এ্যাডওয়ার্ড মুখ বাকা করে হিসহিসানির শব্দ করল।

'আমাদের এখনই যেতে হবে।' আমি ফিসফিসিয়ে বললাম। 'সত্যি সত্যি চুক্তি ভাঙার আগেই। তা না হলে আমরা কখনই ফিরে আসতে পারব না।'

ওর হাত আরও শক্ত করে আমাকে জড়িয়ে ধরল। 'আমি জানি।'

হঠাৎ বাবা গলা পরিষ্কার করতে করতে আমাদের পেছনে জোরে কেশে উঠলেন। আমি লাফিয়ে উঠলাম, আমার মুখ কেমন তপ্ত হয়ে উঠল। এ্যাডওয়ার্ড আমাকে ছেড়ে

দিয়ে কাউন্টারের পাশে ঝুকল। ওর চোখজোড়া কঠিন হয়ে আছে। আমি ওতে দুশ্চিন্তা দেখতে পাচ্ছিলাম। সেই সাথে রাগও।

'তুমি যদি ডিনার বানাতে না চাও তো আমি পিজ্জার জন্য ফোন দিতে পারি।' বাবা ইঙ্গিত দিলেন।

'না বাবা। তার দরকার নেই। আমি এরই মধ্যে শুরু করে দিয়েছি।'

'ঠিক আছে।' বাবা বললেন। তিনি বুকের কাছে হাত ভাঁজ করে রেখে আবার দরজা দিয়ে বেরিয়ে গেলেন।

আমি লজ্জা পেয়ে কাজ করা শুরু করলাম।

'আমি যদি তোমাকে একটা কাজ করতে বলি, তাহলে কী তুমি আমার প্রতি বিশ্বাস রেখে সেটা করবে?' এ্যাডওয়ার্ড খুব কোমল গলায় বলে উঠল।

আমরা এখন স্কুলের পথে। এ্যাডওয়ার্ড গাড়ির স্টিয়ারিং হাত রেখে ভীষণ রিলাক্স মুডে আছে। একটু আগে খুব হাসির একটা জোকস বলেছে ও। কিন্তু এখন হঠাৎ করে ওর ভাবভঙ্গি পাল্টে গেল। খুব শক্ত করে ও স্টিয়ারিং হুইল আকড়ে ধরেছে, এত জোরে যে আরেকটু জোরে ধরলে নিশ্চিত সেটা ভেঙে চৌচির হয়ে যেত। আমি অবাক হয়ে ওর দিকে তাকিয়ে থাকলাম। মনে হচ্ছিল ওর চোখগুলো অনেক দূরে... ওর গলা ভেসে আসছে অনেক দূর থেকে।

আমার বুক ধুক ধুক করা শুরু করল। আমি ওর কথা উত্তর খুব সাবধানে দিলাম।

'সেটা তো নির্ভর করছে...'

আমরা প্রায় স্কুলের আঙিনার কাছে চলে এলাম।

'তুমি এটাই বলবে ভেবে আমি ভয় করছিলাম।'

'আমাকে কী করতে বল এ্যাডওয়ার্ড?'

'আমি চাই তুমি গাড়িতে একটু বস।' সে ইঞ্জিন বন্ধ করতে করতে বলল। 'আমি যতক্ষণ না ফিরে আসছি ততক্ষণ তুমি এখানেই অপেক্ষা করবে।'

'কিন্তু... কেন?'

ঠিক তখনই আমি জ্যাকবকে দেখতে পেলাম। সে দেখা করার জন্য এতাই উদগ্রীব যে অনেকগুলো ছাত্রছাত্রীদের প্রায় ধাক্কা দিয়ে এগিয়ে এল। আর মোটর সাইকেলটা দাঁড় করিয়ে রাখল ভুল সাইডে।

'ওহ্।'

ওর মুখটা খুব শান্ত। সাধারণত সে আবেগ লুকানোর জন্য এরকম করে থাকে। এ সময় ওকে স্যামের মত লাগে, যে কিনা নেকড়েদের মধ্যে প্রবীণ, কুইলেট দলের লিডার। অবশ্য জ্যাকব সবসময়ই এমন থাকে না, যেমন স্যাম সবসময়ই থাকে।

আমি ভুলেই গিয়েছিলাম যে স্যামের ওই মুখটা আমাকে কী পরিমাণ বিরক্ত করে তোলে। মাঝে মাঝে জ্যাকবের মুখেও আমি ওই ছায়া দেখতে পাই। তখন জ্যাকবকে অন্যরকম মনে হয়।

'গতরাতে তুমি ভুল উপসংহার টেনেছিলে।' এ্যাডওয়ার্ড বলল। 'সে স্কুল সম্পর্কে জানতে চেয়েছিল কারণ সে জানে তুমি যেখানে থাকবে আমাকেও সেখানেই পাওয়া

যাবে। সে একা নিরাপদ জায়গা খুঁজছিল যেখানে সে আমার সাথে নিরাপদে কথা বলতে পারে।'

তাহলে আমি ওকে ভুল বুঝেছিলাম। যে তথ্যটা জানা ছিল না সেটাই তো এখন আসল সমস্যা। পৃথিবীতে এত লোক থাকতে ও বেছে বেছে কেন এ্যাডওয়ার্ডের সাথে একাকী কথা বলতে চাইবে। রহস্যের গন্ধ পাচ্ছি।

'আমি গাড়িতে থাকছি না।' আমি বললাম।

এ্যাডওয়ার্ড চাপা গলায় গুঙিয়ে উঠল। 'অবশ্যই না। ঠিক আছে। চল।'

জ্যাকবের মুখটা শক্ত হয়ে গেল যখন দেখল আমি আর এ্যাডওয়ার্ড হাতে হাত রেখে ওর পিছে পিছে আসছি।

আমি আরো কিছু মুখও খেয়াল করলাম— ওগুলো আমার ক্লাসমেটদের মুখ। ওরা জ্যাকবের ছয় ফুট সাত ইঞ্চির বিশাল বপু দেখে বিস্ময়ে চোখ বড়বড় করে ফেলল। সাধারণ ষোল বছরের কিংবা সাড়ে ষোল বছরের কারও এমন শরীর ওরা আগে দেখেনি। আমি দেখলাম ওরা জ্যাকবের টাইট টি-শার্টের দিকে এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে। যেটা ছোট হাতা আর এই ঠাণ্ডা জন্যও অনুপযোগী। আমি বুঝতে পারলাম ওরা জ্যাকবকে বিপজ্জনক মনে করছে। কী অদ্ভুত একটা ব্যাপার!

এ্যাডওয়ার্ড আঙিনায় কিছুদূর এগিয়েই জ্যাকবের সাথে একটা দূরত্ব রেখেই থেমে গেল। আমাকেও একটা হাতে ধরে রাখল যেন তাতেও দূরত্বের সৃষ্টি হয়।

'বল কেন তুমি আমাদের ডেকেছ?' এ্যাডওয়ার্ড ইস্পাত কঠিন গলায় বলল।

'স্যরি।' জ্যাকব উত্তর দিল। সে নাকে একটা ঘোৎ ঘোৎ টাইপের শব্দ করল। 'আমি আমার মোবাইলের স্পিড ডায়ালে কোন রক্তচোষা উকুনের নাম্বার রাখিনি।'

'তোমার হয়ত আমাকে বেলার বাড়িতে পৌছে দিতে হতে পারে, অবশ্যই।'

জ্যাকবের চোয়াল শক্ত হয়ে গেল। ভ্রুজোড়া কুঁচকে গেল। সে উত্তর দিতে পারল না।

'এ জায়গাটা তেমন ভাল নয়। আমরা এ ব্যাপারে পরে আলোচনা করব।'

'নিশ্চয় নিশ্চয়। স্কুল ছুটির পরও বলা যায়। কিন্তু এখন বললে সমস্যা কী?'

এ্যাডওয়ার্ড অস্থির চোখে চারপাশ দেখে নিল। কান খাড়া করে যতদূর তার কান শব্দ শুনতে পায় ততদূর শুনে কিছু একটা আঁচ করার চেষ্টা করল। পথে হেঁটে যেতে যেতে কেউ কেউ আমাদের দেখে থেমে পড়ছে। আমি দেখলাম টেইলর, ক্রাউলি, নুজ, অস্টিন আর মার্ককে। ওরা ক্লাসের দিকে যেতে যেতেও থমকে দাঁড়িয়ে ছিল।

'আমি জানি তুমি কী বলতে এসেছ।' এ্যাডওয়ার্ড এত নিচু স্বরে বলছিল যে আমি যেন শুনতে না পাই। 'সবাইকে সংবাদ জানিয়ে দেয়া হয়ে গেছে, সবাই সতর্ক।' বলে এ্যাডওয়ার্ড দুশ্চিন্তা ভরা চোখে আমার দিকে তাকাল।

'সতর্কতা?' আমি ফাঁকা দৃষ্টিতে তাকালাম। 'তোমরা কী নিয়ে কথা বলছ?'

'তুমি ওকে কিছু বলনি?' জ্যাকব বড়বড় অবাক চোখে তাকিয়ে বলল। 'কী, সে আমাদের সাথে সাথে থাকলে আমরা কী ভয় পাব?'

'প্লিজ, এটা ছেড়ে দাও না জ্যাকব।' এ্যাডওয়ার্ড অপ্রস্তুত গলায় বলল।

'কেন?' জ্যাকব যেন চ্যালেঞ্জ করল।

আমি দ্বিধা নিয়ে নাক সিটকালাম। 'আমি কিছু জানি না, এ্যাডওয়ার্ড?'

এ্যাডওয়ার্ড এমনভাবে জ্যাকবের দিকে তাকাল যেন সে আমার কথা শুনতেই পায় নি।

'জ্যাক?'

জ্যাকব ভ্রু তুলে ওর দিকে তাকাল। 'সে তোমাকে বলেনি যে ওর বড়...ভাই শনিবার রাতে আমাদের লাইন ক্রস করেছে?' সে গলার টোন বদলে এ্যাডওয়ার্ডের দিকে তাকাল। 'পলকে এখন সহজেই...'

'এটা নো মানস লাণ্ড ছিল বুঝলে?' এ্যাডওয়ার্ড হিসিয়ে বলল।

'ছিল না!'

জ্যাক এতটাই ক্রুদ্ধ হয়ে উঠেছিল যে বাতাসে সে হাত ছুড়ল।

'এমেট আর পল?' আমি ফিসফিসিয়ে বললাম। পল হচ্ছে ওর ভাইদের মধ্যে এমন একজন যে সহজে সবকিছু উড়িয়ে দেয়। সে এর আগে আমার সামনেই বনের মধ্যে নিয়ন্ত্রণ হারিয়েছিল। আমি আর কিছু চিন্তা করতে পারছিলাম না। 'কী হয়েছিল বল আমাকে? ওরা কী মারামারি করেছিল?' আমার গলা ধরে এল। 'কেন? পল কী কোন ব্যথা পেয়েছে?'

'কেউই মারামারি করেনি।' এ্যাডওয়ার্ড শান্তভাবে বলল। 'কেউ ব্যথাও পায়নি। দুশ্চিন্তা করো না।'

জ্যাকব দূর্বোধ্য চোখে তাকিয়ে ছিল। 'তুমি দেখছি ওকে কিছুই বলোনি। এবার বুঝেছি, তুমি এ কারণেই ওকে অন্য জায়গায় নিয়ে গিয়েছিলে, যাতে সে জানতে না...'

'তুমি দূর হও।' এ্যাডওয়ার্ড ওকে মধ্য পথে থামিয়ে দিল। ওর মুখে ভয়ের ছায়া... সত্যিকারের ভয়। কয়েক সেকেণ্ডের জন্য... ওকে ঠিক রক্তচোষার মত দেখাচ্ছিল। সে হিংস্র চোখে জ্যাকবের দিকে তাকাল।

জ্যাকব ভ্রু নাচাল, আর নিজের জায়গা থেকেও সরল না। 'কেন তুমি ওকে বলনি?'

ওরা একে অন্যের দিকে বেশ কিছু সময় ধরে নীরবে তাকিয়ে রইল। টেইলর আর অস্টিনের পেছনে আরও ছাত্র-ছাত্রীরা একত্র হয়ে গেল। বেনের পাশে আমি মাইককে দেখলাম। বেনের কাঁধে হাত রেখে দাঁড়িয়ে আছে ও। যেন ওকে ওখানেই রাখতে চাইছে।

মৃত্যুপুরীর মত নীরবতা। তখন আমার মনে নানা চিন্তা খেলে গেল।

এমন কিছু এ্যাডওয়ার্ড আমাকে জানতে দিতে চায়নি।

এমন কিছু যা জ্যাকব আমার কাছ থেকে লুকায় নি।

এমন কিছু যা নিয়ে কুলিন আর নেকড়েমানবদের মধ্যে বনে বিপজ্জনকভাবে মুখোমুখি হতে হচ্ছে।

এমন কিছু যার কারণে এ্যাডওয়ার্ড চেয়েছে যেন আমি এদেশ থেকে কিছুদিনের জন্য দূরে থাকি।

এমন কিছু যা গত সপ্তাহে এলিস মানষচক্ষে দেখতে পয়েছে— যে দেখাটা এ্যাডওয়ার্ড আমাকে বানিয়ে বানিয়ে বলেছে।

এমন কিছু যার জন্য আমি অপেক্ষা করছি। সেটা এমনই যা আমি চাই না ঘটুক, কিন্তু সেটা ঘটবেই। সেটার কোন শেষ নেই, আছে কী?

আমি শুনতে পেলাম খুব দ্রুতিগতিতে আমার মুখের ভেতর শ্বাস নেয়ার হাশ হাশ শব্দ। কিন্তু আমি এটা বন্ধ করতে পারলাম না। আমার মনে হচ্ছিল পুরো স্কুলটাই যেন ঝাঁকি খাচ্ছে। যেন ভূমিকম্প শুরু হয়ে গিয়েছে। কিন্তু বুঝতে পারছিলাম এটা আমারই ভেতরকার ইল্যুশান।

'সে কি আমার জন্য চলে এসেছে।' আমি আতঙ্কিত স্বরে বললাম।

আমি মরে না যাওয়া পর্যন্ত ভিক্টোরিয়া হাল ছেড়ে দেবে না। সে প্রতিবারই একই পদ্ধতি অবলম্বন করবে। ধাওয়া, পাল্টা ধাওয়া, ধাওয়া-পাল্টা ধাওয়া। যতক্ষণ পর্যন্ত না সে আমার সাথীদের পরাজিত করতে পারে।

মনে হয় আমি সত্যি ভাগ্যবতী। হতে পারে ভলচুরিতেই ও আমাকে সবার আগে খুন করবে।

এ্যাডওয়ার্ড আমাকে শক্ত করে জড়িয়ে রাখল, এতে করে সে আমার আর জ্যাকবের মধ্যবর্তী স্থানে দাঁড়াল। সে আমার মুখে হাত বুলিয়ে দিল। 'সবঠিক আছে, বেলা।' সে ফিসফিসিয়ে বলল। 'সবঠিক, আমি ওকে তোমার কাছ ঘেষতে দেব না, সবঠিক আছে।'

তারপর সে জ্যাকবের দিকে তাকাল, 'তুমি তোমার প্রশ্নের উত্তর পেয়ে গেছ মংগ্রেল কুত্তা কোথাকার?'

'তুমি কী মনে কর না এটা জানার অধিকার বেলার আছে?' জ্যাকব ওকে চ্যালেঞ্জ করল। 'এটা ওর জীবন।'

এ্যাডওয়ার্ড চুপ করে থাকল।

'সে বিপদে না পড়া স্বত্ত্বেও এমন ভয় পেল কিসের জন্য?'

'মিথ্যে বলার চেয়ে ভয় পাওয়া সহজ।.'

আমি নিজেকে সামলে নিতে চেষ্টা করছিলাম। কিন্তু আমার চোখ এত ঝাঁপসা হয়ে ছিল যে আমি কিছুই দেখতে পাচ্ছিলাম না। আমার চোখের পাতা মুদতেই দেখতে পেলাম ভিক্টোরিয়ার মুখ, ওর ঠোঁট ঠেলে দাঁত বের হয়ে এসেছে, ওর চোখজোড়া যেন অবশ করে দেয়ার মত। সে এ্যাডওয়ার্ডের ওপর ওর প্রিয়জন প্রেমিক হারানোর প্রতিকোঁধ নেবেই... এবং সেটা এ্যাডওয়ার্ডের কাছ থেকে আমাকে কেড়ে নেয়ার মাধ্যমে। এবং ততক্ষণ পর্যন্ত সে মোটেও থামবে না।

এ্যাডওয়ার্ড আমার চিবুক থেকে চোখের জল মুছিয়ে দিল।

'তুমি কী মনে কর ওকে প্রতিরোধ করার চেয়ে ওকে আঘাত করাটা সবচেয়ে ভাল হবে?' সে বিড়বিড় করে বলল।

'তুমি ওকে যা মনে করছ তার চেয়েও ও অনেক বেশি কঠিন।' জ্যাকব বলল। 'সে দিনদিন ভয়ঙ্কর হয়ে উঠছে।'

সত্যি কথা বলতে কি, জ্যাকবের ভাব ভঙ্গি বদলে গেছে, সে এ্যাডওয়ার্ডের মতই অদ্ভুত চিন্তিত মুখভঙ্গি করছে।

সে এমনভাবে তার ভ্রু কুঁচকে আছে যেন সে মাথার ভেতর কোন কঠিন অঙ্ক

কষছে।

আমি অনুভত করলাম এ্যাডওয়ার্ড কেঁপে উঠল। আমি তার দিকে তাকালাম। তার মুখ এমনভাবে নিয়ন্ত্রণ করছে যেমনি সে ব্যথার সময় করে। এক মুহূর্তের, আমি ইতালির সন্ধ্যের কথা মনে করতে পারলাম। ভলচুরির টাওয়ার রুমে যেখানে জেন এ্যাডওয়ার্ডের উপর তার অদ্ভুত শক্তির মাধ্যমে অত্যাচার করে। তাকে প্রায় পুড়িয়ে মেরে ফেলার...

সেই স্মৃতিটা আমাকে হিস্টোরিয়া থেকে রেহাই দিল। সবকিছু আবার আগের অবস্থায় এলো। কারণ ভিক্টোরিয়া আমাকে হাজার বার হত্যা করলেও তার পরিবর্তে আমি এ্যাডওয়ার্ডকে ওরকমভাবে কষ্ট সহ্য করতে দেখতে পারব না।

'এটা বেশ হাস্যকর।' এ্যাডওয়ার্ডের মুখের দিকে তাকিয়ে হাসতে হাসতে জ্যাকব বলল।

মুখ ভেঙচালেও এ্যাডওয়ার্ড আগের মতই শান্ত থাকল।

আমি মাথা তুলে তাকিয়ে এ্যাডওয়ার্ডকে গম্ভীর আর জ্যাকবকে খিকখিক করে হাসতে দেখলাম।

'এই, তুমি ওকে কী করেছ?' আমি জানতে চাইলাম।

'কিছু না বেলা,' এ্যাডওয়ার্ড শান্তভাবেই আমাকে বলল। 'ওর আগেকার কোন ভাল স্মৃতি হয়তো মনে পড়ে গেছে, এই যা।'

জ্যাকব আবারও খেকিয়ে উঠল। সেই সাথে এ্যাডওয়ার্ডও মুখ ভেঙচাল।

'থামো বলছি! দুটো আবার যদি এমন করেছ তো...'

'ঠিক আছে, তুমি যখন চাইছ।' জ্যাকব শ্রাগ করে বলল। 'আমার কিছু স্মরণে আসাটা যদি ও পছন্দ না করে তাহলে সেটা এটা ওর নিজের দোষ, বল ঠিক কী না?'

আমি ওর দিকে ঝট করে তাকালাম। ও ফিক করে হেসে ফেলল। যেন এমন দস্যি ছেলে যে দুষ্টুমি করার পরও জানে যে সে কারও কাছ থেকে শাস্তি পাবে না।

'চল ইংলিশ ক্লাসে যাই বেলা, তুমি এতে অংশগ্রহণ করনি।' এ্যাডওয়ার্ড বলল।

'বেশি মাত্রার খরবদারী, তাই নয় কী?' কথাটা জ্যাকব শুধু আমাকেই বলল।

'ছোটখাট তুচ্ছ সমস্যাও অনেক সময় আনন্দের কারণ হয়। দাঁড়াও, আমাকে একটু ভাবতে দাও, মনে হয় তুমি মজা করা পছন্দ কর না, তাই না?'

এ্যাডওয়ার্ড রাগে ফুসে উঠল। ভীষণ রাগে ধীরে ধীরে ওর ঠোঁট ফাঁক হয়ে গেল। সে দাঁতে দাঁত চেপে তা রুখতে চেষ্টা করল।

'চুপ কর তো জ্যাক!' আমি বললাম।

জ্যাকব হাসতে লাগল। 'সেটা না বলার মতই শোনাচ্ছে। হাই, তোমার যদি কোন কাজ না থাকে তাহলে আমাকে দেখতে এসো। তোমার মোটর সাইকেলটা এখনও আমার গ্যারজে রাখা আছে।'

খবরটা আমাকে হতাশ করল। 'তুমি বলেছিলে সেটা বিক্রি করবে। বাবাকেও তুমি এমনটাই বলেছ যে তুমি ঠিক পারবে।' অবশ্য আমি ওর করুণা ভিক্ষা চায়নি। ও-ই নিজ দায়িত্বে খেটে খুটে ওটা সারিয়ে দিবে বলেছিল। তা না হলে বাবা কখন এটাকে আবর্জনার স্তূপে ফেলে দিত। এমন কী তাতে আগুন ধরিয়ে দিতেও দ্বিধা করত না।

'হ্যাঁ। ঠিক। আমি হলে সেটাই করতাম। কিন্তু এখন এটা তুমি করতে পার, আমি নই। যাই হোক, তুমি যতক্ষণ না পর্যন্ত এটা ফিরিয়ে নিতে চাইবে ততক্ষণ পর্যন্ত সেটা আমার কাছেই তা থাকবে।'

ওর ঠোঁটের কোণে হাসির আভাস দেখে আমার একটু ওর বাঁকা হাসির কথা মনে পড়ে গেল।

'জ্যাক...'

সে সামনের দিকে খানিকটা ঝুকল, ওর মুখটা এখন অনেক উৎসুক্য দেখাচ্ছে। তিক্ততার ভাবটা অনেকটাই কেটে গেছে।

'আমার মনে হয় আমি আগে ভুল করেছি, তুমি হয়ত সেটা ভাল বলতে পারবে। আসলে আমার বন্ধু হওয়ারই কোন যোগ্যতা নেই। হয়ত আমরা পাকাঁপাশি থেকে এটা মানিয়ে নিতে পারি। আমার কথা একটু ভাব।'

আমি সত্যিকার অর্থে এ্যাডওয়ার্ডকে নিয়ে একটু দ্বিধায় ছিলাম। ওর হাত আমাকে জড়িয়ে ছিল ঠিকই, কিন্তু সেটা ঠিক যেন পাথরের মতই নিথর।

'আমি..মানে..ঠিক বুঝলাম না জ্যাক।'

জ্যাকবের মুখ সম্পূর্ণ বদলে গেল। ও যেন একদম ভুলে গেল যে এ্যাডওয়ার্ড আমার পাশে রয়েছে। ও ওর মত করে বলে যেতে লাগল, 'আমি তোমাকে প্রতিদিন মিস করি বেলা, অন্য কারও ক্ষেত্রে এমনটা হয় না।'

'আমি জানি, আর এ জন্য আমি দুঃখিত, জ্যাক, আমি শুধু...'

সে দীর্ঘশ্বাস ফেলে মাথা নাড়ল। 'আমি জানি, এটা কোন ব্যাপারই না, ঠিক না? আমি ধরে নিচ্ছি আমাকে সংগ্রাম করতে হবে বা সেরকম কিছু। কে না বন্ধু চায়?' সে মৃদু হাসার চেষ্টা করে মনের ভাবটা লুকাতে চাইল।

জ্যাকবের কষ্ট সবসময় আমাকে প্রতিরক্ষার দিকে নিয়ে যায়। জ্যাকবের খুব কমই শারীরিক প্রতিরক্ষার দরকার হয়। কিন্তু এ্যাডওয়ার্ড আরও জোরে আমাকে আকড়ে ধরল এবং প্রায় টেনে নিয়ে যাওয়ার উপক্রম করল।

'চল, ক্লাস করতে হবে।' দৃঢ় গলায় বলল এ্যাডওয়ার্ড।

'সামনে আগাও মি. ক্রাউলি।'

'আমাদের স্কুলের দিকে যাওয়া উচিত, জ্যাক।' আমি প্রায় ফিসফিসিয়ে বললাম যখন প্রিন্সিপালের গলা শুনতে পেলাম। জ্যাকব কুইলেট স্কুলের দিকে গেল।

এ্যাডওয়ার্ড আমার হাত ছেড়ে দিলে আমরা আস্তে করে সরে দাঁড়ালাম।

জমে থাকা ভিড়ের পাশ দিয়ে যেতে যেতে মি. গ্রিন থমকে দাঁড়ালেন। ছোট ছোট চোখ মেলে কিছু বোঝার চেষ্টা করলেন।

'আমি যেটা বলতে চাই,' তিনি প্রায় হুমকী দেয়া মত করে বললেন, 'আমি এখান থেকে যাওয়ার আগ মুহূর্তেও যদি দেখি কেউ এখানে দাঁড়িয়ে আছে...'

তিনি বাক্যটা পুরোপুরি শেষ করার আগেই ভীড় পাতলা হয়ে আসতে থাকে।

'ওহ্, মি. কুলিন। তোমাদের কী কোন সমস্যা হয়েছে?'

'না-না। কোন সমস্যা নেই মি. গ্রেন। আমরা তো আমাদের ক্লাসের দিকেই যাচ্ছিলাম।'

'চমৎকার। তোমার বন্ধুটিতে তো ঠিক চিনতে পারলাম না।' মি. গ্রিন জ্যাকবের দিকে ঘুরে দাঁড়ালেন। 'তুমি কী এখানকার নতুন ছাত্র?'

মি. গ্রিন তীক্ষ্ম চোখে জ্যাকবের দিকে তাকিয়ে আছেন। আমি জানতাম আর সবার ক্ষেত্রে তিনি যা করেন এর ক্ষেত্রেও তার ব্যতিক্রম করবেন না। তিনি যে পরিমান বিপজ্জনক আর জটিল সে তো আমরাই জানি।

'না।' ঠোঁট কামড়ে ধরে জ্যাকব উত্তর দিল।

'তাহলে তোমার উচিত আমি পুলিশে খবর দেয়ার আগেই এ স্কুলের আঙিনা ছেড়ে তোমার বের হয়ে যাওয়া।'

পিটপিট করে চোখের পলক ফেলতে ফেলতে ও সম্ভাব্য ঘটনাগুলো আঁচ করে নিল। এ্যারেস্ট করতে আসলে বেলার বাবাই আসবে। এটা আরও খারাপ। ও যে হাসিটা হাসল সেটা আমার ভাল লাগল না।

জ্যাকব বলল, 'জ্বি স্যার।' তারপর মিলিটারী ভঙ্গিতে স্যালুট করতে করতে সে বাইকে উঠল। স্টার্টারে লাথি দিয়ে বাইক স্টার্ট করল। ইঞ্জিন গর্জে উঠল। তীক্ষ্ম শব্দের সৃষ্টি হল। চোখের পলক ফেলার আগেই সে দৃষ্টি সীমার বাইরে চলে গেল।

মি. গ্রিন দাঁতে দাঁত চেপে ওর দক্ষতা খেয়াল করছিলেন।

'মি. কুলিন, তোমার বন্ধুকে বলবে যেন এখানে বিনা অনুমতিতে প্রবেশ না করে।'

'সে আমার বন্ধু নয়। তাও, আমি আপনার কথা ওকে বলব। এটাও বলব যেন সে অনুমতি ছাড়া না ঢোকে।'

মি.গ্রিন ঠোঁট চেপে ধরে মাথা নাড়লেন। এ্যাডওয়ার্ডের চমৎকার রেজাল্ট আর একের পর এক রেকর্ড গড়ে যাওয়ার কারণে ওকে একটু অন্য চোখে দেখেন। 'বেশ, যদি দেখ তোমার কোন সমস্যা হচ্ছে তাহলে আমাকে...'

'না-না। চিন্তার কোন কারণ নেই। সে রকম কিছু ঘটবে বলে মনে হয় না।'

'আমি চাইব এটাই যেন হয়। ঠিক আছে তাহলে, ক্লাসে যাও। মিস সোয়ান তুমিও।'

এ্যাডওয়ার্ড মাথা নাড়ল। 'ক্লাসে যেতে তোমার ভাল লাগে?' সে প্রিন্সিপালকে পাশ কাটিয়েই প্রশ্নটা করল।

'হ্যাঁ।' আমিও ফিসফিস করে জবাব দিলাম। কথাটা সত্যি কিনা সে ব্যাপারে আমি নিজেও নিশ্চিত নই।

এখন আমি ভাল বোধ করছি কি না সেটা খুব গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার নয়। আমার এখনই এ্যাডওয়ার্ডের সাথে কথা বলা দরকার। আর ইংলিশ ক্লাস তার সাথে একান্তে কথা বলার কোন উপযুক্ত জায়গা নয়।

কিন্তু মি. গ্রিন ঠিক আমাদের পেছনে ছিলেন। ক্লাসে যাওয়া ছাড়া দ্বিতীয় কোন উপায় ছিল না।

আমরা দেরি করে ক্লাসে পৌছালাম। আমাদের নির্দিষ্ট সিটে বসলাম। মি. বার্টি রবার্ট ফ্রস্টের কবিতা পড়ে শোনাচ্ছিলেন। তিনি আমাদের প্রবেশকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করে গেলেন যাতে করে কবিতা ছন্দে কোন বিঘ্ন না ঘটে।

আমি আমার নোট বুকের খালি পাতা উল্টালাম আর লিখতে শুরু করলাম।

কী হয়েছে? আমাকে সব খুলে বল।

আমি নোটবুকটা এ্যাডওয়ার্ডের দিকে ঠেলে দিলাম। সে লাজুক মুখে নিজেই তাতে লিখতে শুরু করল। ও লেখার সময় আমার যতটকু সময় লেগেছিল তারও চেয়ে খুব অল্প সময় নিল। অথচ আমি যখন খাতাটা নিলাম তখন দেখি লেখাটা পুরোপুরি বিশাল প্যারাগ্রাফ হয়ে গছে।

সে লিখেছে,

এলিস দেখেছিল যে ভিক্টোরিয়া ফিরে এসেছে। এ কারণে আমি তোমাকে পূর্ব সতর্কতা হিসেবে শহর থেকে দূরে নিয়ে গিয়েছিলাম। এ ব্যাপারে অন্তত ওকে আমি এমন কোন সুযোগ দিতে চাই না, যাতে করে ও তোমার কাছাকাছি আসতে পারে। এমেট আর জেসপার ওর খুব কাছাকাছি হয়েছিল। কিন্তু ভিক্টিরিয়ার মতিগতি দেখে মনে হচ্ছিল ও তাদের এড়িয়ে চলেছে। সে এমনভাবে স্কুলের বাউন্ডারি পার হয়ে গেল যেন সে এটার ম্যাপ আগে থেকেই মুখস্থ করে রেখেছে। এলিস তো স্কুলের নতুন সম্প্রসারণ এর ব্যাপারটা আত্মস্থ করে নি। ভয়ে পাচ্ছি এই ভেবে যে, নতুন ম্যাপটাও সে জানে। সে রকম হলে আমাদের আর কোন পথ থাকবে না।

বিরাট একটা ধূম্রজাল আমার চোখের সামনে থেকে ধীরে ধীরে সরে যেতে শুরু করল। এমেট প্রতিরক্ষামূলক অবস্থানে ছিল। রোসালিও তাই। ওরা একে অন্যের সাথীর পিঠ বাঁচাচ্ছিল। কার্লিসল আর জেসপার যখনই ওকে ধরতে যাবে তখনই সে পালিয়ে যায়। এই হল সব।

আমি ভ্রু কুঁচকে লেখাটার দিকে তাকিয়ে থাকলাম। সবাই এর সাথে জড়িত– এমেট, জেসপার, এলিস, রোসালি আর কার্লিসল। হতে পারে এসমেও, যদিও সে তার নাম উল্লেখ করেনি। হতে পারে পল সে সময় কুইলেটের এর এক প্রান্তে ছিল। আমি মনের চোখে দেখতে পেলাম স্লিম ফিগারের এলিস আর বিশালকার নেকড়েদের একজন ভীষণ মারামারি করছে...

আমি কেঁপে উঠলাম।

খুব সতর্কভাবে আমি ইরেজার দিয়ে লেখাগুলো মুছে ফেললাম। আর একটু উপরের দিকে করে লিখলাম;

বাবার কী হবে? সে কী বাবার পেছনে লাগবে না?

আমি লেখাটা শেষ করার আগেই এ্যাডওয়ার্ড ওর মাথা ওপর নিচ ঝাঁকাল। তার মানে ভিক্টোরিয়া বাবার জন্যও বিপজ্জনক। এ্যাডওয়ার্ড আমার একটা হাত ধরল। আমি ওকে উপেক্ষা করেই আবার লিখতে শুরু করলাম।

তুমি কেন জানতে না সে ওভাবে চিন্তা করেনি, কারণ তুমি সেখানে ছিলে না। ফ্লোরিডা যাওয়ার ব্যাপারটা দেখি এখন বাজে হয়েছে মনে হচ্ছে।

সে আমার কাছ থেকে কাগজটা হাতের নিচ দিয়ে নিজের কাছে নিল।

আমি তোমাকে একা পাঠাতে চাই নি, দূর্ভাগ্যের কাছ থেকে প্লেনের ব্লাক বক্সও যে রক্ষা পাবে তার কী গ্যারন্টি আছে?

আমি ওকে সেটা বোঝাতে চাইনি; ওকে ছাড়া যাওয়ার চিন্তাটাই আমার কাছে অর্থহীন। আমি আসলে ওকে বোঝাতে চেয়েছি, আমাদের এক সাথে এখানেই থাকা

উচিত। কিন্তু ওর দায়িত্বের কারণে আমি কোণ ঠাসা হয়ে পড়েছি। আর কিছুটা আতঙ্কগ্রস্তও। এটা কী করে হয় যে আমরা প্লেনে করে উড়াল দেব অথচ প্লেন নিচে নামবে না? তখনও ভিক্টোরিয়া আমাকে পেয়ে বসতে পারে। ভীষণ হাস্যকর ব্যাপার।

অবশ্য দূভার্গ্য আসলে তা প্লেন ক্রাশের মাধ্যমেও আসতে পারে। তাহলে তখন তুমি কী করবে?

প্লেন কিভাবে ক্রাশ করবে? এ্যাডওয়ার্ড হাসি লুকাল।

পাইলটরা মদ খেয়ে মাতাল হয়ে পড়বে তাই।

সহজ ব্যাখ্যা। আমি প্লেন চালিয়ে নিয়ে যাব।

তাও ঠিক। আমি ঠোঁট ওলটালাম।

প্লেনের দুটো ইঞ্জিনই ধর বন্ধ হয়ে গেল। মাটির দিকে নামতে নামতে তখন তো মৃত্যুর দিকেই এগুবো।

আমি মাটির কাছাকাছি আসা পর্যন্ত অপেক্ষা করব। তুমি থাকবে আমার আলিঙ্গনে। কাছাকাছি কোন দেয়ালে ঠেলা দিয়ে লাফ দেব।

তারপর আমরা হব প্রতিকুলতার মধ্য দিয়ে বেঁচে যাওয়া দুজন ভাগ্যবান নারী পুরুষ।

আমি নিঃশব্দে ওর দিকে তাকালাম।

'কী?' সে ফিসফিসিয়ে বলল।

আমি মাথা ঝাকালাম। 'কিছু না।'

আমি বিরক্ত হয়ে মন থেকে এই অদ্ভুত কাল্পনিক আলাপন ঝেটিয়ে বিদায় করার চেষ্টা করলাম। তারপর নোটবুকে আরেকটা লাইন লিখলাম।

তুমি কিন্তু আমাকে পরের বার সব জানাবে।

আমি জানতাম পরের বার বলে একটা সময় থাকলেও থাকতে পারে। যতক্ষণ পর্যন্ত না আমরা দু জনের একজন হারিয়ে যাই।

এ্যাডওয়ার্ড আমার চোখের দিকে অনেকক্ষণ তাকিয়ে থাকল। আমি ঠাণ্ডায় এতটাই জমে গিয়েছিলাম যে আমার চিবুকের কাছে রক্ত প্রবাহিত হচ্ছিল না। আমার চোখ ভিজে উঠল।

সে লজ্জা পেয়ে মাথা ঝাকাল, থ্যাঙ্কস।

আমি খাতাটা নিচু দিয়ে ওর কাছে দেয়ার সময় হঠাৎ কোন কিছুর নড়াচড়ার আভাস পেয়ে চমকে উঠলাম। আমি অবাক হয়ে দেখলাম মি. বার্টি আমাদের বেঞ্চের কাছে। 'এটাই কী সে জিনিস যেটা তোমরা নিজেদের মধ্যে চালাচালি করছ, মি. কুলিন?'

এ্যাডওয়ার্ড নিষ্পাপ শিশুর মত তাকিয়ে আস্তে করে খাতা উল্টে বন্ধ করল এবং উপরের দিকে লেকচারের খাতাটা রাখল। 'আমার নোট?' সে ওটা মি. বার্টির দিকে বাড়িয়ে দিতে দিতে বলে উঠল। যদিও ওর কণ্ঠে খানিকটা দ্বিধা মেশানো ছিল।

মি. বার্টি নোটগুলোকে তন্ন তন্ন করে পরীক্ষা করলেন। লেকচার ছাড়া আর কিছু না পেয়ে ঠোঁট উল্টে নিজের পথে হাঁটা ধরলেন।

পরবর্তী ক্লাসটা ক্যালকুলাসের।

এই ক্লাসটা আমাকে এ্যাডওয়ার্ডকে ছাড়াই করতে হবে। ক্লাসের শুরুতে এ জাতীয় বাক্যবাণ আমাকে শুনতে হল।

'আমি বিশালাকার ইন্ডিয়ানটার ওপর আমার টাকা বাজী রাখলাম।' কেউ একজন বলে উঠল। আমি মাথা তুলে দেখতে পেলাম সেখানে টেইলর, মাইক, এস্টিন আর বেন নিজেদের মধ্যে উবু হয়ে গভীর আলোচনা করছে।

'হ্যাঁ' মাইক ফিসফিসানির স্বরে বলল, 'তুমি জ্যাকবের সাইজটা দেখেছ? সে চোখের পলকে এ্যাডওয়ার্ডকে ধরাশায়ী করে ফেলার ক্ষমতা রাখে।'

নতুন এ কথাটা বলতে পেরে মাইকে যেন খুব তৃপ্ত দেখাল।

'আমি সেটা মনে করি না।' বেন অমত করল। 'এ্যাডওয়ার্ডে ভেতর অন্যরকম একটা জিনিস আছে। ও কেমন যেন... বেশি আত্মবিশ্বাসী। আমি নিশ্চিত নিজেকে রক্ষা করার ব্যাপারে সে আপোসহীন।'

'আমিও বেনের সাথে একমত।' টেইলর বলল, 'যদি কেউ ওর সাথে গন্ডগোল বাঁধায় তাহলে ওর বড় ভাই যে ওই ছোকড়ার কী কাণ্ড করবে কল্পনাও করতে পারছি না।'

'তুমি কী লা পুশে কখনও গিয়েছিলে?' মাইক জিজ্ঞেস করল।

'লরেন আর আমি একবার বিচের দিকে গিয়েছিলাম। এই তো হবে কয়েক সপ্তাহ আগে। বিশ্বাস কর, জ্যাকবের সাথে ওর যতগুলো বন্ধু দেখেছি তারা সবাই ওর মতই গাট্টাগোট্টা আর বিশালদেহী।'

'হাহ্!' টেইলর বলল। 'খুবই খারাপ, এটা কোন কিছুই পরিবর্তন করছে না। অনুমান করো আমরা কখনও জানব না কিভাবে এটা পরিবর্তিত হয়ে যায়।'

'ও আমাকে খেয়াল করেনি।' অস্টিন বলল, 'চাইলে আমি গিয়ে সব দেখে আসতে পারি।'

মাইক ফুসে উঠল, 'কারও কী বাজি ধরার ইচ্ছে আছে?'

'জ্যাকবের ওপর দশ।' এস্টিন প্রায় সাথে সাথেই বলল।

'কুলিনের ওপর দশ।' টেইলর চি চি করে বলল।

'দশ এ্যাডওয়ার্ডের ওপর।' বেন রাজী হল।

'জ্যাকব।' মাইক বলল।

'হেই, তোমরা যে বাজি ধরছ কী নিয়ে ধরছ তা জানো তো?' অস্টি অবাক স্বরে বলল। 'এটা কী একটু অস্বাভাবিক হয়ে গেল না?'

'আমি ধরে নিচ্ছি,' আমার দিকে এক নজর দেখে নিয়ে মাইক বলে চলল, ওর দেখাদেখি বেন আর টেইলরও আমার দিকে তাকাল।

আমার দিকে ওদের তাকানোর ধরন দেখেই বুঝতে পারছি আমি যে ওদের কথা শুনে ফেলতে পারি এটা ওরা এতক্ষণে খেয়াল করেছে। তারা দ্রুত অন্য জায়গায় গিয়ে কথা বলবে বলে ডেস্ক থেকে যে যার কাগজপত্র নিয়ে সটকে পড়ল।

'আমি কিন্তু জ্যাকবের পক্ষেই।' যেতে যেতে মাইক চাপা স্বরে বলল।

চার

আমার বেশ খারাপ একটা সপ্তাহ গিয়েছে।

আমি জানি সেরকম উল্লেখযোগ্য কিছুই ঘটেনি। ভিক্টোরিয়াও হাল ছেড়ে দেয়নি। কিন্তু আমি জানি একদিন না একদিন সে আমাকে দেখে নিবে। ওর কিছু কিছু বিষয় জানার ব্যাপারে আমি এরই মধ্যে নিশ্চিত। ভয়ের কোন কারণ নেই।

থিওরি মতে, এমন কোন সহজ ভীতিকর কাণ্ড ঘটেনি যা আগে থেকে ভেবে রেখেছিলাম ।

গ্রাজুয়শানের আর মাত্র কয় হপ্তা বাকি, আমার মনে হয় না তারপর এখানে বোকার মত পরবর্তী ঝড়ের জন্য অপেক্ষা করব।

এখানে যারা আছে তারা কেউ আমার মানুষ নয়। আর তাদের ক্ষমতাও কম নয়।

কার্লিসল বলেছিলেন, 'আমরা সাতজন আছি বেলা, আর এলিস তো আমাদের পাশে আছেই। আমি মনে করি না ভিক্টোরিয়া আমাদের ভেদ করে তোমার কোন ক্ষতি করতে পারবে। তবে কিনা তোমার বাবাকে একটু নড়েচড়ে বসতে হবে। যাতে করে আমাদের আসল প্লানটা কাজ করে।'

এ্যাডওয়ার্ডের মা এসমে বলেছিলেন, 'সুইটহার্ট, আমরা তোমার শরীরে একটা আচড়ও পড়তে দেব না। তুমি তো সেটা ভাল করেই জানো। সেজন্য বলছি, অযথা চিন্তা করো না।' তারপর তিনি আমার কপালে একটা চুমু খেলেন।

এমেটও বলেছিল, 'আমি সত্যি আনন্দিত যে এ্যাডওয়ার্ড তোমাকে খুন করেনি। তোমাকে ঘিরে যা ঘটছে তা সত্যি ভীষণ হাস্যকর।'

রোসালি ওর দিকে তাকাল।

এলিস চোখ মুছে বলল; 'কিছু মনে না করলে একটা কথা বলি, তুমি তো সত্যি এ ব্যাপারটা নিয়ে উদ্বিগ্ন নও, তাই নয় কী?'

'সত্যি এটা যদি বড় ধরনের কোন ডিল হয়ে না থাকে তাহলে এ্যাডওয়ার্ড কেন আমাকে ফ্লোরিডার দিকে নিয়ে যেতে বাধ্য করল।' আমি জানতে চাইলাম।

'তুমি সবকিছু ঠিক জানো না বেলা, ওর মধ্যে টিনএজ প্রবণতা মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছিল। এছাড়া আর কিছুই নয়।'

একমাত্র জেসপারই পুরো টেনশান আর ভীতিকর পরিবেশটা নিয়ন্ত্রণে আনতে পেরেছিল। আমি আশ্বস্ত বোধ করলাম।

অবশ্যই, এ্যাডওয়ার্ড আর আমি রুম থেকে বের হতেই শান্ত অবস্থা কেটে গেল।

আমি চেষ্টা করেছিলাম। অবাক করা ব্যাপার যেটা, আমি একা নই আমার মত আরও একজন মানুষও বিপদে আছে।

যে কারণে এ্যাডওয়ার্ডরে আচরণ হয়েছে সবচেয়ে হতাশাজনক।

'আসলে পুরো ব্যাপারটা তোমাকে আর তোমার বাবাকে নিয়ে।' সে বলল। 'আমি অবশ্য চেয়েছিলাম যা ঘটবে সেটা তোমার আর আমার মধ্যে ঘটবে। সেটা যখনই তুমি

তাও। আর তুমি আমার অবস্থা তো জানই।'

হাহ্। আমি ওর অবস্থা ভাল করেই জানি। এ্যাডওয়ার্ড আমাকে কথা দিয়েছিল, যখন ওর সাথে আমার বিয়ে হবে তখন সে আমাকেও ওর মত ভ্যাম্পায়ার বানিয়ে দেবে।

মাঝে মাঝে মনে হয় আমি ওর মন পড়তে পারি না দেখে ও আমাকে উল্টাপাল্টা বলে অভিনয় করে যায়।

সে যাই হোক, এই সপ্তাহটা ভীষণ বাজে। আর আজকের দিনটা হচ্ছে সবচেয়ে বাজে দিন।

এ্যাডওয়ার্ড যখনই আমার কাছ থেকে দূরে চলে যায় তখন এমনিতেই সেটা বাজে দিন হয়। এই সপ্তাহে এলিস অবশ্য তেমন বাজে কিছু দেখতে পায়নি। তাই সে ওর ভাইদের সাথে শিকারে যায়নি। আমি জানি সহজ শিকার ওকে ভীষণ বিরক্ত করে।

'যাও, একটু মজা-টজা করে আস।' আমি ওকে বললাম। 'আমার জন্য কয়েকটা পাহাড়ী সিংহ নিয়ে আস।'

আমি ওকে কখনও বুঝতে দেইনি যে ও চলে গেলে আমার কী পরিমাণ খারাপ লাগে– সময় যে কী কষ্টে কাটে। ক্ষণে ক্ষণে আমি অস্থির হয়ে উঠি। কোন কারণ ছাড়াই ভয়ে চমকে উঠি। এ ব্যাপারগুলো ঘটেছিল যখন সে ইতালিতে গিয়েছিল। সে সময় আমি ওর সোনালী চোখগুলো একটিবার দেখার জন্য ভীষণ তৃষ্ণার্ত হয়েছিলাম।

আমার মনে হয় ওর ক্ষেত্রেও এমনটা হয়। হয়ত কিছুটা। আজ সকালে আমার বালিশের কাছে একটা চিরকুট রেখে গিয়েছিল— *আমি যত তাড়াতাড়ি সম্ভব ফিরে আসব। এত তাড়াতাড়ি যে তুমি আমাকে মিস করারও সময় পাবে না। আমার হৃদয়ের যত্ন নিও— যা আমি তোমার কাছে রেখে যাচ্ছি।*

শনিবার দিন থেকেই আমার সব যেন খালি খালি লাগছিল। অবশ্য এলিস আমাকে খুব সঙ্গ দিয়েছিল।

'আমি শিকার করতে গেলেও অনেক কাছাকাছি থাকব। মনে কর পনের মিনিটের দূরত্বে। সমস্যা যেন না ঘটে সে জন্য আমি চোখ কান খোলা রাখব।'

মূলভাব— *এ্যাডওয়ার্ড চলে গেছে বলে হাস্যকর কিছু করার চেষ্টা করো না।*

আর বাবার তো কথাই নেই, এ্যাডওয়ার্ড চলে যাওয়াতে তার খুশি দেখে কে। এলিসকে বললে সে অবশ্য রাতে আমার সাথে থাকতে পারত, কিন্তু তাকে বলতেও আমার লজ্জা লাগছিল।

হয়ত আগামীকাল এ্যাডওয়ার্ড বাড়ি ফিরবে। আমাকে আবার সংগ্রাম করতে হবে।

কাজের এত তাড়াহুড়া ছিল না। আমি ধীরে সুস্থে আমার সকালের নাস্তা সারলাম। প্লেটগুলো ধুয়ে রাখলাম। ফ্রিজের ম্যাগনেটিক লাইনটাও ঠিক করে দিলাম। হতে পারে আমি শুচিবায়ুগ্রস্ততায় ভুগছি।

'দেখ।' আমি জোরে জোরে বললাম। 'সেটা এতটা ভয়ানক কিছু নয়, তাই নয় কি?'

আমি কয়েক সেকেন্ড ধরে সেখানে ইডিয়টের মতো দাঁড়িয়ে রইলাম। তারপর,

দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে ফ্রিজে ম্যাগনেটটায় সংযোগ দিলাম। এক পা দূরে।

'এতটা কঠোর হওয়ার কোন দরকার নেই।' আমি বিড়বিড় করে বললাম।

আমি এখনও অনেক দ্রুত কিন্তু আমি সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম আমি এ ব্যাপারে কথা বলব।

যখন আমি নিউটনে গেলাম, মাইক কাউন্টার টেবিলের উপরটা মুছছিল। আমি মাইককে তার মায়ের সাথে তর্কের মাঝামাঝি পাকড়াও করলাম।

'কিন্তু এটাই টেইলরের যাওয়ার একমাত্র সময়।' মাইক নালিশ জানানোর ভঙ্গতে বলল। 'তুমি বলছ গ্রাজুয়েশানের পরে—'

'তোমাকে অপেক্ষা করতেই হচ্ছে।' মিসেস নিউটন বাঁধা দিয়ে বললেন। 'তুমি আর টেইলর এটা ছাড়া আর যে কোন কিছু করতে পার। আমি চাই না তোমরা সিয়াটলে যাও আর সেখানে যা ঘটছে তার জন্য পুলিশ তোমাদের ধরুক। আমি জানি বেথ ক্রাউলি টেইলরকে একই কথাই বলেছেন। তাই আমাকে খারাপ মনে করার কোন কারণ নেই— ওহ্, গুড মর্নিং বেলা।'

তিনি আমাকে দেখামাত্রই কথাটা বললেন। দ্রুত তার গলার আওয়াজ বদলে গেল। 'আমি সত্যি দেখছি তো! এত সকালে।'

মিসেস কুলিন নিউটন হচ্ছেন আমার শেষ ভরসা যাকে আমি আমার সাহায্যের কথা বলতে পারি। তার খেলার সরঞ্জামের দোকান আছে। তার উজ্জ্বল সোনালী ঢেউ খেলানো চুল সুন্দর করে বাঁধা থাকে যা কাঁধের কাছে ঝোলে। তার হাতের নখ থেকে পায়ের নখ পর্যন্ত প্রফেশনালদের দিয়ে পলিশ করানো।

'আসলে জ্যাম কম ছিল, তাই। আমি মজা করলাম। আমি ভেবে অবাক হলাম বাবার মত ইনাকেও সিয়াটলের বিষয়ে মাথা ঘামাতে হয়।

'তো...হুম...' মিসেস নিউটন এক মুহূর্তের জন্য যেন দ্বিধা করলেন। তারপর অস্বস্তি নিয়ে রেজিস্টারটারের ওপর ফ্লাইয়ার নিয়ে নাড়াচাড়া কতে লাগলেন।

আমি থমকে দাঁড়ালাম। আমি ওই দৃষ্টিটার মানে জানি।

আমি তাদের জানিয়ে দিয়েছিলাম যে এই সামারে আমি তাদের সাথে কাজ করব না। সামারে তাদের ভীষণ চাপ থাকে। যার কারণে ওরা কাইট মার্শালকে প্রশিক্ষণ দেয়া শুরু করল যেন সে আমার জায়গাটা নিতে পারে। আমাদের দুজনকে একসাথে বেতন দেয়ার তাদের ক্ষমতা নেই।

'আমি তোমাকে খবর দিতে চেয়েছিলাম।' মিসেস নিউটন বললেন। 'আমরা আজ প্রত্যাশা করছি না যে একটন কাজ হয়ে যাবে। মাইক আর আমিই মিলে সেটা সামলে ফেলতে পারতাম। আমি দুঃখিত যে তোমাকে চলে যেতে হচ্ছে।'

অন্যদিন হলে এ ঘটনায় আমি কষ্ট পেতাম, কিন্তু... আজ তেমন লাগছে না।

'ঠিক আছে।' আমি লজ্জা পেলাম। কাঁধ ঝাকালাম। আজ তাহলে আমি কী করব?

'এটা কোন ব্যাপারই না মা।' মাইক বলল। 'যদি বেলা কাজ করতে চায়—'

'না, ঠিক আছে মিসেস নিউটন, সত্যি বলছি মাইক। আমাকে ফাইনাল পরীক্ষার প্রস্তুতি নিতে হবে।' আমি ওদের পারিবারিক তর্কের কারণ হতে চাই না।

'ধন্যবাদ বেলা। মাইক তুমি চার নম্বর গলিতে চলে যাও। উম, বেলা, যদি কিছু

মনে না কর, তুমি কী যাওয়ার পথে এই ফ্লাইয়ারগুলোকে ডাস্টবিনে ফেলে দেবে? আমি কাজের মেয়েদের বলেছিলাম। ওরা তা না করে কাউন্টারেই ফেলে গেছে। কিন্তু আমি চাই না এগুলো রুমে থাকুক।'

'নিশ্চয়। কোন সমস্যা নেই।'

ওদের ওখান থেকে যখন বেরুলাম তখন বাইরে টিপ টিপ করে বৃষ্টি পড়ছে। আবর্জনার ফেলার জায়গাটা নিউটনদের বাড়ির কাছেই। আমিটা ফ্লেয়ার সেখানে ছুড়ে দিলাম। কিন্তু হঠাৎ কী মনে হতেই আমি আবার সেটা তুলে নিলাম।

মোচড়ানো থাকা স্বত্ত্বেও আমি সেটা খুলে নিয়ে পড়তে শুরু করলাম।

অলিম্পিক নেকড়েদের বাঁচাও।

নিচে একটি ছবিও আঁকা। ফির গাছের নিচে একটি নেকড়ে মুখ তুলে চাঁদের দিকে তাকিয়ে আছে। আমি দৌড়ে আমার ট্রাকের দিকে গেলাম।

পনের মিনিট— এটুকু সময়ের মধ্যেই আমাকে লা পুশে পৌঁছাতে হবে। সত্যি সত্যি কয়েক মিনিটের মধ্যে আমি শহরের সীমনা ছাড়িয়ে গেলাম।

আমার ট্রাক জীবন্ত কোন কিছুর মত গোঙ্গাচেছ। অথচ কোন সমস্যা নেই।

আমি যে যাচ্ছি এলিস সেটা বুঝতেই পারবে না। কেননা আমি সেটা পরিকলপনা করে করিনি। হঠাৎ সিদ্ধান্ত নেয়া– আরে এটা তো একটা ভাল বুদ্ধি। আমি আরও দ্রুত গাড়ি চালালাম।

হাইওয়ে ভেঁজা ভেঁজা। উইন্ডশীল্ড উয়াইপার ঘনঘন কাঁচ মুছে চলেছে। ইঞ্জিনও কেমন যেন ভয়ঙ্কর শব্দ করে চলেছে। যেন দুর্ঘটনা ঘটাতে চায়। আমার ট্রাকের গতি ছিল পঞ্চান্ন। এতেই আমি খুশি থাকলাম।

সত্যি কথা বলতে কী, এদিকে সীমানা যে ঠিক কোথা থেকে শুরু হয়েছে সে বিষয়ে আমার তেমন ধারণা নেই। কিন্তু যখনই মনে হল আমি লা পুশের যেতে যে প্রথম বাড়িটা পড়ে সেটা অতিক্রম করছি তখন আমার মনে খুব স্বস্তি এল। এ জায়গায় অন্তত এলিস আমার পিছে পিছে আসতে পারবে না। আজ বিকেলে যখন এঞ্জেলার বাসায় যাব তখন ওকে ডাকতে যাব। তাহলে সে জানবে আমি ঠিকঠাকই আছি।

আমার পরিচিত বাড়িটির সামনে ইঞ্জিনের শব্দ তুলে গাড়ি থামল। অনেকদিন হয়েছে আমি এ বাড়িতে আসিনি।

গাড়ির ইঞ্জিন পুরোপুরি থামতেই আমি কারও চমকে ওঠার শব্দ শুনতে পেলাম।

'বেলা?'

'হাই জ্যাক!'

'বেলা!' সে হেসে মাথা নাড়ল। আমার মনে হল যেন মেঘ ভেঙ্গে এক ঝলক রোদ্দুর বের হল। ওর কালো চামড়ার তুলনায় ওর সাদা দাঁতগুলো ঝকঝক করে উঠল। 'সত্যি আমার বিশ্বাস করতে কষ্ট হচ্ছে।'

ও দৌড়ে গাড়ির কাছে এল। গাড়ি থেকে নামার পর ও আর আমি দুজনেই বাচ্চাদের মত লাফাতে শুরু করলাম।

'তুমি এখানে কী মনে করে?'

'আমি বেরিয়ে এসেছি!'

'অদ্ভুত তো!'

'এই বেলা!' জ্যাকবের বাবা দরজা দিয়ে বেরিয়ে এলেন।

'হাই বি-!'

আমি খাবি খাচ্ছিলাম- ফুসফুসে বাতাসের অভাব বোধ করলাম।

'ওয়াও। তোমাকে এখানে দেখে খুব ভাল লাগছে!'

'ওরে বাবা... শ্বাস নিতে পারছি না।' আমি খাবি খেতে বললাম।

তিনি হেসে ফেললেন। আমাকে ধাতস্ত হওয়ার সময় দিলেন।

তারপর আমরা ঘরের দিকে হাঁটা শুরু করলাম। জ্যাকব যখন হাঁটছিল তখন মনে হচ্ছিল সে লাফিয়ে এগোচ্ছিল। আমি মাঝে মাঝে একটি কথাই ওকে বারবার মনে করিয়ে দেয়ার চেষ্টা করি যে আমার পা নিশ্চয় দশ ফুট লম্বা নয়।

এলোমেলো বেশ কিছু কথাবার্তা হল। কতক্ষণ সময় কাটল বলতে পারব না। কিছুক্ষণ ইতস্তত করার পর শেষ পর্যন্ত আমি বলেই ফেললাম নেকড়ে ফ্লাইয়ারের কথা। ও শুনে হো হো করে হেসে উঠল। ওর হাসি গাছগুলোর সাথে ধাক্কা খেয়ে প্রতিধ্বনির মত শব্দ করল।

'তাহলে আর কোন নতুন কোন গল্প নেই নাকি?' পথের থেকে শুকনো কাঠের টুকরো পা দিয়ে ছুড়ে ফেলে দিতে দিতে জ্যাকব আমাকে জিজ্ঞেস করল। টুকরোটা একটা পাথরের গায়ে আছড়ে পড়ল। 'মানে... আমি বলতে চাচ্ছিলাম আমাদের শেষ দেখা... মানে... বাকিটা তো তুমি জানই...' সে আর কোন কথা খুঁজে পেল না। গভীর ভাবে শ্বাস নিল সে, তারপর আবার বলার চেষ্টা করল। 'আমি আসলে জানতে চাচ্ছি সেদিনের সেই ঘটনার পর তুমি ওকে ক্ষমা করে দিয়েছিলে কী না?'

আমি জোর নিঃশ্বাস ছাড়লাম। 'ক্ষমা করার মত সেখানে এমন কিছুই ঘটে নি।'

আমি ব্যাপারটা এড়িয়ে যেতে চাচ্ছিলাম। কিন্তু আমি জানি প্রসঙ্গ না বদলালে এ কথাগুলো নিয়েই ঘুরে ফিরে বলতে হবে।

জ্যাকবের মুখটা পাকা লেবুর মত হলুদ বর্ণের দেখাল। 'আমি ধারণা করছি গত সেপ্টেম্বরে যখন তুমি বনের ধারে পড়েছিলে আর স্যাম তোমাকে খুঁজে পেয়েছির তখন সে তোমার একটা ছবি তুলে রেখেছিল। এটা এ বিভাগের প্রদর্শনীতে রাখার মত।'

'বিচারের জন্য কে আছে বল।'

'কেউ না কেউ তো থাকবেই।'

'তুমি পর্যন্ত ওর চলে যাওয়ার জন্য ওকে দোষারুপ করছ, যদিও জানো আসল কারণটা কী।'

সে আমার দিকে অবাক হয়ে তাকাল। 'ঠিক আছে।' সে রেগে গিয়ে ঝাঝের সাথে আমাকে বলল। 'আমাকে অবাক করলে।'

ওকে রাগিয়ে দেয়ার জন্য আমারও খুব খারাপ লাগছিল। অনেক দিন আগের একটা বিকালের কথা মনে পড়ে গেল। যখন কেবল স্যামের আদেশের কারণে একদিন সে আমাকে বলেছিল যে সে আমার বন্ধু হতে পারবে না। আমি জোর করে মাথা থেকে ভাবনাটা তাড়িয়ে দিলাম।

'এ্যাডওয়ার্ড আমাকে ছেড়ে গিয়েছিল কারণ সে চায়নি আমি ভ্যাম্পায়ারদের সাথে

থাকি। সে মনে করেছিল ওর চলে যাওয়াটা আমার জন্য ভালই হবে।'

জ্যাকব কয়েক মিনিটের জন্য চুপ করে রইল।

সে হয়ত কিছু বলতে চেয়েছিল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তা বলল না। আমি একটু খুশি যে এ্যাডওয়ার্ডের আমাকে ছেড়ে যাওয়ার আসল কারণটা সে জানে না। যদি সে এটা জানত যে জন্মদিনের পার্টিতে জেসপার আমার জীবননাশের কারণ হয়েছিল তাহলে যে সে কী-ই না মনে করত।

'তারপরও সে ফিরে এসেছে, ঠিক কিনা বল?' জ্যাকব বিড়বিড় করে বলল। 'এটা কী খারাপ নয় যে সে নিজের মতকে প্রতিষ্ঠা করতে পারেনি।'

'তুমি কী ভুলে গেছ, যে আমিই ওকে ধরে নিয়ে এসেছি।'

জ্যাকব কয়েক মুহূর্তের জন্য আমার দিকে তাকিয়ে রইল। ওর মুখটা শান্ত হয়ে এল। যখন কথা বলা শুরু করল তখন ওর কণ্ঠ আরও কোমল শোনাচ্ছিল।

'সেটা অবশ্য সত্যি। আমি আসলে সে গল্প তেমন বিশেষভাবে জানি না। কী হয়েছিল এরপর?

আমি নিচের ঠোঁট কামড়ে ধরে একটু দ্বিধা করলাম।

'এটা কী গোপন কোন বিষয়?' বলার সময় ওর গলার স্বর খাদে নেমে এল। 'তুমি কী আমাকে বলতে চাও না?'

'না। তা কেন?' আমি অপ্রস্তুতের স্বরে বললাম। 'আসলে এটা অনেক বড় গল্প। বলে শেষ করা যাবে না।'

জ্যাকব হাসল, তারপর ঘুরে সৈকতের দিকে রওনা হল। আমিও ওকে অনুসরণ করলাম।

আমি ঠিক নিশ্চিত ছিলাম না যে আমি বাসার দিকে যাব নাকি ওর সাথে যাব।

জ্যাকব আমাদের সেই চিরচেনা গাছের নিচে শিকড়ের ওপর বসল। বলল, 'বড় গল্প হলেও আমার শুনতে কোন আপত্তি নেই। কোন এ্যাকশান-ফ্যাকশান আছে নাকি?'

আমি একবার চোখ মুদে ওর পাশে বসলাম। 'আছে। কিছুটা।'

'একটু আধটু এ্যাকশান না থাকলে ভৌতিকগল্প হয় না।'

'ভৌতিক!' আমি নাক সিটকালাম। 'একটা কথা বলি, তুমি আমার বন্ধুর নামে আজে বাজে মন্তব্য করে আমার বাঁধা দেবে নাকি আমার গল্প শুনবে?'

সে অভিনয়ের মত করে মুখে তালা মারল, এরপর চাবিটা ওর পেছনে ছুড়ে মারল। ভেবেছিলাম হাসব না। কিন্তু না হেসে পারলাম না।

'ঠিক আছে আমি আমার গল্প বলছি।' বলার আগে আমার মাথার ভেতর গল্পটা সাজিয়ে নিতে থাকি।

'বলতে থাক।'

'আসলে সে সময় ঘটনাটাই ঠিক কেমন ঘটেছিল এটা জানারই আমার মূলত ইচ্ছা।'

'উমম... আসলে এটা বেশ জটিল একটা ব্যাপার। সুতরাং মনোযোগ দাও। আর জানো তো বোধহয় এলিস মনের চোখে বর্তমান আর ভবিষ্যৎ দেখতে পারে?'

অবশ্য নেকড়ে মানবেরা এই কিংবদন্তীতে বিশ্বাস করে না যে ভ্যাম্পায়ারদের

অতিপ্রাকৃত ক্ষমতা আছে।

আমি জ্যাকবের প্রতিক্রিয়া বোঝার চেষ্টা করলাম। ওর মুখটা যন্ত্রের মত বোধহীন হয়ে গেল যখন ওকে বললাম আমার এলিসের মুখ থেকে শোনা যে আমি মরে গেছি। শুনে ও নিজেকে শেষ করে দেয়ার চেষ্টা করেছিল। মাঝে মাঝে মনে হল সে গভীর ভাবনায় ডুবে গিয়েছে। আমি নিশ্চিত ছিলাম না যে আমার কথা ঠিকঠাক শুনছে তো? সে যেন বারবার বিচ্ছিন্ন হয়ে যাচেছ।

'ওই রক্তচোষাগুলো আমাদের ভবিষ্যৎ দেখতে পারে না।' ওর মুখে অন্যরকম রঙ খেলা করে। 'সত্যি জানতে চাইছি।'

আমি দাঁতে দাঁত চেপে ধরলাম। নীরবে বেশ কিছু সময় কেটে গেল। ও খুব করে চাচ্ছিল আমি এ ব্যাপারে কিছু অন্তত বলি। আমি ওর দিকে শান্ত চোখে তাকালাম যাতে করে ও ওর ভুলটা শুধরে নিতে পারে।

'ওপস!' সে বলল। 'স্যরি।' সে ঠোঁট কামড়ে ধরল।

'এরপর তুমি গল্পটা জানো।' আমি উপসংহার টেনে দিলাম। 'এবার তুমি বল, আমি শুনি। কী হয়েছিল যখন এ সপ্তাহে আমি মায়ের ওখানে গিয়েছিলাম?' আমি জানতাম এ্যাডওয়ার্ড আমাকে যা বলেছে জ্যাকব তার চেয়ে আরও ব্যাখ্যা করে বলবে।

জ্যাকব সামনের দিকে একটু ঝুকল। 'তাহলে শোন, এমব্রি, কুইল আর আমি শনিবার রাতে পেট্রোলের দিকে যাচ্ছিলাম। আর সবদিন যেমন যায়। ঠিক তখনই...বুম!' সে হাত উড়িয়ে বোমা ওড়ানো মত দেখিয়ে দিল। 'পনের মিনিটও হয়নি আমরা ভিক্টোরিয়ার পরিষ্কার আলামত দেখতে পেলাম। স্যাম চাইল আমরা যেন ওর জন্য অপেক্ষা করি। কিন্তু আমরা জানতাম না তুমি আসলে কোথায়। এটাও জানতাম না তোমার রক্তচোষাটা তোমার উপর নজর রাখছে কি না। তখনই আমরা মেয়েটাকে দেখতে পেলাম। কিন্তু আমরা ধরতে যাওয়ার আগেই সে আমাদের সীমানা ভেদ করে চলে গেল। আমরা সীমানায় ছাড়িয়ে গেলাম এই আশায় যে ও হয়তো ফিরে আসবে। কিন্তু ও আসেনি।' সে হতাশ ভঙ্গিতে মাথা নাড়ল।

ওর চোখ পিটপিট করতে লাগল। 'আমরা আরও উত্তরে সরে ক্ষান্ত দিলাম। কুলিনদের একজন আমাদের কাছ থেকে কয়েক মাইল দক্ষিণে ওর পিছু ধাওয়া করল। আমরা ওকে প্রায় বাগে এনে ফেলেছিলাম। কারণ আমরা জানতাম কোথায় অপেক্ষা করতে হবে।'

সে মুখ গম্ভীর করে মাথা নাড়ল। 'কিন্তু ঘুটির চাল পড়ল অন্যভাবে। আমাদের আগেই স্যাম আর অন্যান্যরা মিলে ওকে প্রায় ধরে ফেলল। সীমানার মধ্যবর্তীতে সে নাচছিল। সীমানার এপাশে আমরা আর ওপাশে আরেকজন। জানো কী লোকটি কে হতে পারে? তার নাম–'

'এমেট।'

'হ্যাঁ। সে। সে দ্রুত গতিতে শরীর বাকিয়ে তার দিকে তেড়ে গেল। কিন্তু লালচুলোই তো আগে। সে ওকে ধরার জন্য এগোলো। হঠাৎ মাঝখানটা শূন্য হয়ে যাওয়ায় হুমড়ি খেয়ে পড়ল এমেটের গায়ে। পলকে তো তুমি চিনই।'

'হ্যাঁ।'

'সে অন্ধের মত একটা কাজ করল। আমি অবশ্য ওকে দোষ দিচ্ছি না- রক্তচোষাটা আমাদের এদিকেই ছিল। সে ধমক দিল- খবরদার। আমার দিকে অমন চোখে তাকাবে না। ভ্যাম্পায়ারটা ছিল তখন আমাদের সীমানায়।'

আমি নিজেকে স্বাভাবিক রাখার চেষ্টা করলাম যাতে করে না থেমে বলে যেতে থাকে। আমার একহাতের নখ অন্যহাতের তালু খামচে ধরল।

'যাই হোক। পল অন্ধের মত আগপাছ না ভেবে ঝাঁপিয়ে পড়েও ধরতে পারল না। তারপর আর কি... এই.. কী যেন নাম...' জ্যাকব অনেক মনে করার চেষ্টা করল কিন্তু এ্যাডওয়ার্ডের বোনের নামটা কিছুতেই মনে করতে পারল না।

'রোজালি।'

'হোক যাই একটা। সে পাথরের মত দাঁড়িয়ে ছিল। তাই আমি আর স্যাম মিলে পলকে ধরে উঠালাম। তারপর তাদের দলপতি আর পুরুষ দুজন... কী যেন..

'কার্লিসল আর জেসপার।'

সে আমার দিকে অপ্রস্তুত একটা দৃষ্টিতে তাকাল। 'নাম মনে রাখার ব্যাপারে আমার কিছু আসে যায় না। যাই হোক, কার্লিসল স্যামকে বলল অবস্থাকে শান্ত করতে। এটা ছিল তাদের নিজস্ব এক ধরনের জাদুমন্ত্রের ব্যাপার। তাই তারা ঠাণ্ডা মাথায় আর দ্রুত কাজ করতে লাগল। একদিন তুমি আমাকে বলেছিলে আমার মাথা গরম টাইপের। কিন্তু সেদিন পল যা করেছিল তা আগে একটু জানতে পারলে সেখানের কেউই শান্ত থাকতে পারত না।'

'হ্যাঁ। আমি তোমার মনের অবস্থাটা বুঝতে পারছি।'

'এটাই বোধ করেছিলাম যে— অসহ্য বিরক্তিকর। একমাত্র তুমিই বোধহয় কখনও এমন বিরক্ত হও না।' সে রাগে মাথা ঝাঁকাল। 'তারপর স্যাম আর ভ্যাম্পায়ারদের দলনেতা একমত হল যে ভিক্টোরিয়াকে আগে ধরতে হবে। আর তখনই তার পিছনে আবার দৌড়াতে লাগলাম।

কার্লিসি আমাদের জায়গা করে দিলেন যাতে করে আমরা গন্ধ শুকে ঠিকমত ট্রেস করতে পারি। ভিক্টোরিয়া দক্ষিণে মাকাহ প্রদেশের দিকে এগোলো। সেখানে সীমানা অনেক বড় আর বেশ কয়েক মাইল জুড়ে উপকূল। সে পানিতে ঝাঁপ দিল। দলপতি জানতে চালি সে সীমানা ক্রস করবে ওর পিছু ধাওয়া করবে কী না। অবশ্য আমরা বললাম— না।'

'ভাল। মানে আমি বলতে চাচ্ছি স্টুপিডের মত একটা কাজ করেছ। আমি খুবই আনন্দিত।'

জ্যাকব নাকে ঘোৎ ঘোৎ টাইপের শব্দ করল। 'তোমার ভ্যাম্পায়ার মহাশয় এ ব্যাপারে তোমাকে কিছু বলেনি? বলেনি যে আমরাই যত নষ্টের মূল আর সে একটা নিষ্পাপ পুতুপুতু-'

'না।' আমি বাঁধা দিলাম। 'তুমি আমাকে এখন যা বলেছ সেও আমাকে একই কথা বলেছিল। আমি এতক্ষণ চুপ করেছিলাম এজন্য যে আমি পুরোটা খোলাসাভাবে শুনতে চাচ্ছিলাম।

'হাহ্।' সে ফোঁস করে একটা নিঃশ্বাস ছাড়ল। 'যাই হোক, সে আবার ফিরে

আসবে। এজন্য আগে থেকেই আমাদের প্রস্তুত থাকা উচিত।'

আমি কেঁপে কেঁপে উঠলাম। অবশ্যই সে ফিরে আসবে। এ্যাডওয়ার্ডকে বললাম পরের বার আমাকে সব বলতে, সে সুযোগ কী কখনও পাব। আমি নিশ্চিত ছিলাম না যে এলিস সেরকম কোন কিছুর পুনরাবৃত্তি দেখতে পাচ্ছে কী না।

আমার আচরণে ওর ভাবান্তর ঘটল না। সে গভীর ভাবনায় ডুবে গেছে। দাঁত দিয়ে ঠোঁটের এক কোণ চেপে ধরেছে।

'তুমি কী নিয়ে চিন্তা করছ?' বেশ কিছুক্ষণ পর আমি জিজ্ঞেস করলাম। হঠাৎ ঘোর ভেঙ্গে যাওয়ায় ওকে একটু অপ্রস্তুত দেখাল।

'তুমি আমাকে যা বলেছ সে সব বিষয় নিয়েই চিন্তা করছি। তুমি উঁচু খাড়ি থেকে লাফ দিচ্ছ আর বিশিষ্ট ভবিষ্যৎদ্রষ্টা মনে করেছিল তুমি আত্মহত্যা করছ। বাদ দাও না এসব ছাই পাশ। তোমার কিচ্ছু হবে না। আবার প্রতি শনিবারের মত আমরা এই গ্যারেজে এই সময় থাকব। ফরক্‌সে, তোমার আর মাঝখানে কোন ভ্যাম্পায়ার থাকবে না...।' বলতে বলতে সে হঠাৎ চুপ হয়ে গেল।

ও যেভাবে বলেছে যে ফরক্‌সে কোন ভ্যাম্পায়ার থাকবে না তাতে করে সত্যি আমি চমকে উঠেছি। এটার কোন দরকার নেই। আমি তাড়াতাড়ি বললাম, 'এ্যাডওয়ার্ড বলেছে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব, যে করেই হোক সে ফিরে আসবেই।'

'তুমি কী এ ব্যাপারে নিশ্চিত?' এ্যাডওয়ার্ডের নাম নিতেই সে আমাকে জিজ্ঞেস করল।

'এভাবে আলাদা থাকা... আমাদের এক সাথে না থাকলে কোন কাজই ঠিকমত করতে পারব না।'

সে কিছু বলতে চাইল। কিন্তু রাগের চোটে কিছু বলতে পারল না। সে নিজেকে অনেক কষ্টে থামাল। তারপর জোরে শ্বাস নিয়ে নিজেকে সামলে নিল। এটা সে বারবারই করল।

'তুমি কী জানো তুমি স্যামের মতই পাগল টাইপের?'

'আমি?' আমি কয়েক মুহূর্ত থমকালাম। 'ওহ। আমি দেখছি। সে মনে করে তারা দুরে থাকবে যদি আমি সেখানে না থাকি।'

'না। সেটা নয়।'

'তাহলে সমস্যাটা কোথায়?'

জ্যাকব মাথা নিচু করে পড়ে থাকা একটা পাথরের দিকে তাকাল। সে পায়ের আঙুল দিয়ে সেটা নিয়ে খেলতে লাগল। সে যখন কথা বলে উঠল তখনও ওর চোখ ওই কালো পাথরে নিবদ্ধ ছিল।

'যখন স্যাম দেখল... শুরুতে তুমি কেমন ছিলে, যখন বিলি তাদের বলেছিল তোমার বাবা কী পরিমাণে দুশ্চিন্তা করেছিল যখন তুমি আর ভাল হওনি। তারপর যখন তুমি খাড়ির উপর থেকে লাফিয়ে পড়েছিলে...'

আমি মুখটা বাংলা পাঁচের মত করে রাখলাম। কেউ আমাকে এ ব্যাপারটা ভুলতে দেয় না কেন।

জ্যাকবের চোখটা হঠাৎ উজ্জ্বল হয়ে উঠল– 'তিনি কী মনে করেছেন জানো? তিনি

মনে করেছেন তিনি যেমন কুলিনদের ঘৃণা করেন তুমি ঠিক তেমনি। স্যাম মনে করে... তুমি তাদের তোমার জীবনে আসতে দিয়েছ এ কারণে যে তারা তোমার কোন ক্ষতি করেনি।'

এক এক মুহূর্তের জন্যও বিশ্বাস করি না যে স্যাম একাই শুধু এ কথা চিন্তা করে। আমার ঝাঝাল গলা আমি ওদের দুজনের জন্যই ব্যবহার করলাম। 'তুমি স্যামকে বলতে পার যে সে যেন সোজা—'

'ওই দিকে দেখ।' জ্যাকব আমাকে বাঁধা দিয়ে বলল। সাগরে দিকে উড়ে আসা একটা অস্বাভাবিক আকারের ঈগল বুড়ো পাম গাছের মাথায় এসে বসেছে। ও আমাকে সেদিকেই নির্দেশ করল। মাত্র কয়েক মুহূর্তের জন্য। তারপর ঈগলটা ডানা মেলে থাবার নিচে ধরে রাখা ছটফট করতে থাকা বড় মাছটাকে সামলাতে লাগল।

'এটা তুমি সবখানেই দেখতে পাবে।' জ্যাকব বলল। 'প্রকৃতিই এই বিভেদটা ঠিক করে দিয়েছে— শিকারী এবং শিকার। জীবন এবং মৃত্যুর এক অবিরাম প্রক্রিয়া।'

প্রকৃতি বিষয়ক বক্তৃতার মানে না বুঝলেও, আমি বুঝতে পারলাম সে প্রসঙ্গ পাল্টাতে চাচ্ছে।

ঠিক তারপরই সে আমার দিকে কালো উজ্জ্বল চোখ মেলে তাকাল। 'খেয়াল করেছ, মাছটা কিন্তু ঈগলকে চুমু খাওয়ার চেষ্টা করেনি। তুমি কখনই সেটা দেখতে পাবে না।' সে খিকখিক করে হেসে উঠল।

আমি মুখ ভেঙচালাম। 'হতে পারে মাছটা চেষ্টা করেছিল।' আমি বিজ্ঞের মত বললাম। 'মাছটা ওর চিন্তা বোঝানোর ক্ষমতা অর্জন করেনি। আর জানই তো, ঈগল দেখতে আসলেই কত সুন্দর।'

'এই তবে আসল ব্যাপার।' ওর গলাটা ধারাল হয়ে উঠল। 'দেখতে সুন্দর?'

'স্টুপিডের মত বলো না জ্যাকব।'

'এটাই তাহলে আসল মূলধন।' সে ভ্রু নাচাল।

'খারাপ কী?' গাছের ওপর থেকে উঠতে উঠতে আমি বিড়বিড় করে বললাম। 'মাঝে মাঝে মনে মনে আমার চাইতেও তুমি আমাকে নিয়ে বেশি ভাব।' আমি ঘুরে সামনের দিকে এগোতে লাগলাম।

'আও, রেগে গেলে নাকি।'

সে আমার ঠিক পেছনেই ছিল। সে আমার কব্জির কাছটা ধরে আমাকে থামাল।

'আমি সিরিয়াস! আমি আসলে ব্যাপারটা বোঝার চেষ্টা করছি, এবং আমি ধোয়াশা ছাড়া কিছুই দেখতে পাচ্ছি না।' রাগে ওর ভ্রুজোড়া কুঁচকে গেল। ওর গভীর কালো চোখে অদ্ভুত একটি ছায়া খেলা করতে লাগল।

'আমি ওকে ভালবাসি। একারণে নয় যে সে দেখতে সুন্দর, শুধু ওর মানবিকতার জন্য!' কথাগুলো যেন আমি জ্যাকবের দিকেই ছুড়ে মারলাম।' সে তেমন একজন নয়। আমি এমনকি দুজনের মধ্যে খুব কমই পার্থক্য আছে। কারণ আমার দেখা মতে সেই একমাত্র ছেলে যে ভালবাসাময়, স্বার্থহীন আর বুদ্ধিমান। সবার চেয়ে আলাদা সে। অবশ্যই আমি ওকে ভালবাসি। এবার কী বুঝতে তোমার অসুবিধা হচ্ছে?'

'এটা বোঝারও বাইরে।'

'তাহলে আমাকে এটা পুরোপুরি বুঝতে দাও, জ্যাকব।' আমি ক্রুদ্ধ হয়ে বললাম। 'একজন আরেকজনকে ভালবাসার পেছনে আর মূলত কী কারণ থাকতে পারে? যদি তার জানা থাকে যে আমি ভুল করছি—'

'আমি মনে করি তারা নিজেরা নিজেদের প্রজাতি সম্পর্কে একটু ধারণা করলেই চলে। এতেই সব ল্যাঠা চুকে যাবে।'

'ঠিক আছে, আমি গোল্লায় যাব।' আমি চোখ মটকালাম। 'আমি মাইক নিউটনকেও পাত্তা দেই নি।'

জ্যাকব চুপচাপ ওর ঠোঁট কামড়ে ধরে থাকল তো থাকলই। বুঝতে পারলাম আমার কথা ওকে আঘাত করেছে। কিন্তু আমার ভালবাসাকে নিচু করায় তো আমারই খারাপ লেগেছে। সে আমার হাত ছেড়ে দিল। তারপর দুহাত বুকের ওপর ভাঁজ করে সমুদ্রের দিকে তাকিয়ে রইল।

'আমি মানুষ।' সে বিড়বিড় করে বলল। এতটাই আস্তে যে ভীষণ অস্পষ্ট শোনাচ্ছিল।

'মানুষ ঠিকই কিন্তু মাইকের মত তো নও।' আমি বিরতিহীন বলে চললাম। 'তুমি কী মনে কর এটাই বড় ব্যাপার?'

'একই ব্যাপার নয়।' জ্যাকব ধূসর সমুদ্রের কাছ থেকে মুখ না সরিয়েই বলল। 'আমি এটা পছন্দ করতে পারছি না।'

আমি অবিশ্বাসের সাথে হেসে উঠলাম। 'তুমি কী মনে কর এ্যাডওয়ার্ড নিজেও করেছে? সে আসলেই এ ব্যাপারে অজ্ঞাত।'

জ্যাকব শুধু একটু মাথা ঝাকাল। এর বাইরে সে আর নড়াচড়াই করল না।

'তুমি তা জ্যাকব, তুমি কেমন আত্মকেন্দ্রিক– তুমি সবসময়ই এটা ভেবে বসে থাক যে তুমি একটা নেকড়েমানব ছাড়া আর কিছুই না।'

'সেটা আর এটা এক কথা নয়।' সে আবার কথাটা উচ্চারণ করল।

'না হওয়ারও তো কোন কারণ দেখছি না। তুমি তো এমনিতেই কুলিনদের সম্পর্কে একটু বেশিই জান। তাও তুমি কল্পনাও করতে পারবে না তারা সত্যিকার অর্থে কেমন ভাল। একবারে হৃদয়ের অন্তঃস্থল থেকে।'

সে আরও ভ্রুকুটির ভঙ্গিতে আমার দিকে তাকাল। 'তারা বেশিদিন থাকবে না। প্রকৃতির নিয়ম লঙ্ঘন করে ওরা বেঁচে থাকছে।'

আমি দীর্ঘক্ষণ ওর দিকে তাকিয়ে থাকলাম। ও আমাকে খেয়াল করার আগ পর্যন্ত। সে দেখে বলল, 'কী?'

'প্রকৃতির কথা কী যেন বললে...' আমি ওকে ধরিয়ে দিলাম।

'বেলা,' সে বলল, ওর গলার স্বরটা অনেক অন্যরকম শোনাল। একজন শিক্ষক বা গার্জিয়ানদের মত ভারিক্কী স্বর। 'আমার ভেতর যখন আমি জন্ম নিলাম তখন আরও কিছু ব্যাপার জন্ম নিল। কে আমি, কী আমার পরিবারের পরিচয়, আমার চারপাশে যারা আছে তারা কে— আমরা এখনও এখানে কী কারণে আছি। শুধু তাই নয়–' সে আমার দিকে তাকাল। ওর চোখের ভাষা আমি পড়তে পারলাম না। 'আমি এখনও মানুষ।'

সে আমার একটা হাত তুলে নিল। হাতটা ওর উষ্ণ বুকের ওপর রাখল। যদিও

সে শার্ট পরে ছিল তারপরও আমার হাতের তালুর নিচে ওর হৃৎস্পন্দন স্পষ্ট টের পেলাম।

'সাধারণ মানুষ তোমার মত পথের উপর মোটর সাইকেল ছুড়ে দিতে পারে না।'

সে মৃদু হাসল। 'সাধারণ মানুষ দানব দেখলে দৌড়ে পালায়, বেলা। আমার সাধারণ হওয়ার দরকার নেই। আমি মানুষ এই যথেষ্ট।'

আজ ওর সাথে অনেক রাগারাগি হয়ে গেছে। আমি মৃদু হেসে ওর বুকের ওপর থেকে আমার হাতটা সরিয়ে নিলাম।

'তুমি আমার কাছে অন্যরকমের প্রাচুর্যপূর্ণ একটা মানুষ।' আমি সায় দিলাম। 'এই সময়ে।'

'আমি মানুষের মতই।' সে ঝট করে মুখ সরিয়ে নিল। দেখলাম ওর নিচের ঠোঁট ভীষণ কাঁপছে। ও দাঁত দিয়ে কামড়ে সেটা সামলাতে চেষ্টা করছে।

'ওহ্। জ্যাক।' আমি ফিসফিসিয়ে বললাম। ওর হাত ধরার চেষ্টা করলাম।

আমি এখানে থাকা স্বত্ত্বেও, ওর রাগ আর অভিমানের নিচে ভীষণ একটা কষ্ট লুকানো ছিল। ওর চোখে আমি সেটা স্পষ্টই দেখতে পাচ্ছি। আমি জানি না ওকে কিভাবে সাহায্য করব? এটুকু জানি আমাকে চেষ্টা কতে হবে। এটা আরও একটা কারণে, কারণ আমি ওর কাছে অনেক ঋণী। এ কারণে যে ওর দুঃখ আমাকেও কষ্ট দিচ্ছে। জ্যাকব আমার জীবনেরই একটা অংশ হয়ে গেছে। আর এটা কখনই বদলাবে না।

পাঁচ

'তুমি কী ঠিক আছ, জ্যাক? বাবা বলছিল তোমার নাকি খুব খারাপ সময় যাচ্ছে... তেমন খারাপ কিছু কি হয়েছে?'

ওর উষ্ণ হাত আমাকে জড়িয়ে রেখেছে। 'না। তেমন খারাপ নয়।' সে বলল ঠিকই কিন্তু সে আমার চোখের দিকে তাকাল না।

কাঠের বেঞ্চ থেকে উঠে দাঁড়িয়ে সে আমাকে ওর একপাশে রেখে ধীরে ধীরে এগোতে লাগল। ছোট ছোট নুড়ি পাথর আমাদের পায়ের কাছে গড়াতে লাগল। আমরা সেই পুরোনো গাছের কাছে এলাম। আমি শিকড়ের ওপর বসলাম। সে তার বদলে ভেজা পাথুরে মাটিতে বসল। আমি ধরে নিলাম এটা এ কারণেই যে সে যেন তার মুখ লুকাতে পারে। সে আমার হাত ধরে রাখল।

আমি নীরবতা ভাঙার চেষ্টা করলাম। 'অনেকদিন পর এখানে এলাম। অনেক কিছু মিস করেছি। স্যাম আর এমিলি কেমন আছে? আর এমব্রি? কুইল কেমন—?'

আমি চমকে উঠে বাক্যের মধ্যখানে থেমে গেলাম। আমার মনে পড়ল জ্যাকবের বন্ধু কুইল ওর জন্য একটা স্পর্শকাতর বিষয়।

'আহ, কুইল। ওর কথা রাখ।' সে যেন লজ্জা পেল।

তাহলে কুইল মনে হয় দলে যোগ দিয়েছে।

'আমি দুঃখিত।' আমি বিড়বিড় করে বললাম।

আমাকে চমকাতে দেখে জ্যাকব ঠোঁট ওল্টাল। 'ওকে আবার এটা বলো না যেন।'

'কী বলতে চাচ্ছ?'

'কুইল তোমার মত সৌন্দর্যপিপাসু নয়। একেবারে উল্টো– বিধ্বংসী টাইপের। ভীষণ মারকুটে।'

এটা আমাকে তেমন প্রভাবিত করল না। নেকড়েদের মধ্যে তাদের নিয়তি ভাগ করে নেয়ারও একটা প্রবণতা আছে।

'হাহ।'

জ্যাকব মাথা ঘুরিয়ে আমাকে দেখল। হেসে ফেলল।

'যে কাণ্ড ঘটে চলেছে তা ওর কাছে পানি ভাত। কুইল মনে করে এটা ও জীবনের একটা শান্তিময় ব্যাপার। ও ওর বন্ধুদের ফিরে পেয়ে মহাখুশি— খুশি একারণে যে আবার সে দলে যোগ দিতে পেরেছে।' জ্যাকব ঘোৎ করে উঠল।

'মনে হয় না অবাক হওয়ার কোন দরকার আছে। সবাই কুইল কুইল করে।'

'সে নিজেও এটা পছন্দ করে।'

'সত্যি কথা বলতে কী, শুধু সে কেন, সবাই পছন্দ করে।' জ্যাকব নিচু স্বরে জানাল।

'এটার এক দিয়ে ভাল দিকও আছে। সে অনেক বেশি গতিময়, স্বাধীন আর শক্তিমান। স্যাম আর আমিই একমাত্র সেখানে বিরক্তবোধ করি। স্যামের তো অনেক কাল গিয়েছে। আর আমি তো ওর কাছে একবারে দুধের শিশু।' জ্যাকব একা একা হাসল।

তখনও অনেক ব্যাপার ছিল যা ছিল আমার একেবারেই অজানা। 'আচ্ছা, তুমি আর স্যাম একই রকম নও কেন? কী হয়েছে ওর? আসলে বলতে চাচ্ছিলাম স্যামের মূল সমস্যাটা কী?' প্রশ্ন শুনে জ্যাকব আবারও হেসে উঠল।

'এটা তো লম্বা একটা গল্প।'

'এর আগে আমি তোমাকে একটা লম্বা গল্প বলেছি। এবার তুমি বলো। সমান সমান হয়ে যাবে। তাছাড়া আমার ফিরে যাওয়ার তেমন তো কোন তাড়া নেই।'

সে ঝট করে আমার দিকে তাকাল। 'এ্যাডওয়ার্ড কী রাগ করবে না?'

'হ্যাঁ।' আমি বললাম। 'আমি যখন ওর দৃষ্টিতে বিপজ্জনক কিছুতে লিপ্ত হই তখন সে সত্যি সেটা ঘৃণা করে।'

'আর সেটা যদি হয় নেকড়েমানবরা সঙ্গে থাকলে।'

'ঠিক।'

'তাহলে এক কাজ কর। আজ বাড়ি ফিরে কাজ নেই। এখানেই থাক। আমি না হয় সোফায় ঘুমাব।'

'এটা একটা ভাল বুদ্ধি।' আমি গম্ভীরভাবে বললাম। 'তাহলে সে খোঁজার জন্য এখানে আসবে।'

জ্যাকব ধূর্তের হাসি হেসে বলল, 'সত্যি সে আসবে তো?'

'সম্ভবত সে ধরে নেবে আমি আঘাত পেয়েছি বা সেরকম কিছু।'

'দেখেছ, আমার সবসময় কেমন বুদ্ধি খোলে।'

'প্লিজ জ্যাকব। সত্যি পরে এটা আমাকে যন্ত্রণা দেয়।'

'কিভাবে?'

'এভাবেই যে– তোমরা দুজন একে অন্যকে খুন করার জন্য সবসময়ই প্রস্তুত!' আমি নালিশ জানানোর মত করে বললাম। 'আমার এতে সত্যি ভীষণ রাগ হয়। তোমরা দুজনে কেন আরেকটু ভদ্র হয়ে চলতে পার না?'

'সে কী আমাকে খুন করার জন্য প্রস্তুত?' জ্যাকবের মুখে মৃদু হাসি।

'মনে হয় তুমিও যেন নও!' আমি তীক্ষ্ম স্বরে বললাম। 'ওর একুটু জ্ঞানবুদ্ধি আছে যে তোমাকে আঘাত করলে আমাকে আঘাত করা হবে— তাই ও এ কাজটা কখনোই করবে না। তোমাকেও যেন কখনও এমন করতে না দেখি!'

'হ্যাঁ। ঠিক বলেছ।' জ্যাকব বিড়বিড় করে বলল। 'আমি নিশ্চিত ও দুঃখবাদী।'

'ওহ্!' আমি ঝট করে হাত নেড়ে হাঁটুতে মাথা গুজলাম।

সে অবস্থাতেই ঘাড় কাত করে আড় চোখে তাকালাম।

জ্যাকব বেশ কয়েক মিনিট নীরব ছিল। ও আমার কাঁধে একটা হাত রাখতেই আমি ঝটকা মেরে সরিয়ে দিলাম।

'স্যরি,' সে নীরবে বলল, 'ঠিক আছে, আমি সংযত হচ্ছি, যাও।'

আমি ওর কথা কোন উত্তর দিলাম না।

'তুমি কী স্যামের ব্যাপারে আর কোন কথা শুনতে চাও?' সে আবার বলল।

আমি কাঁধ ঝাকালাম শুধু।

'আমিও বলতে চাই এটা আসলেই একটা বিশাল কাহিনী। আর ভীষণ... অদ্ভুত। সত্যি, এই এক জীবনে জানার অনেক কিছুই বাকি থেকে যায়। এত বিশাল কাহিনীর অর্ধেকও বলার মত সময় এখন আমার হাতে নেই। তাও আবার স্যাম সম্পর্কে। বেশ, বলছি। জানি না ঠিক মত গুছিয়ে বলতে পারব কি না?'

ওর বলার ভঙ্গি আমার আগ্রহ আরও জাগিয়ে তুলল।

'আমি শুনছি। তুমি বল।' আমি ক্ষীপ্রতার সঙ্গে বললাম।

আড়চোখে দেখলাম ওর মুখে একটা বাঁকা হাসি।

'স্যাম অনেক বেশি কঠিন প্রকৃতির, বাইরের কারও সঙ্গে তো বটেই। কারণ সে ক্ষীপ্র, সে একা আর তার এমন কেউ ছিল না যে সে ঘটতে থাকা ঘটনাগুলো কাউকে বলতে পারে। স্যামের জন্মের আগেই ওর দাদা মারা যায়। তার বাবাও চলে গিয়েছিলেন, আর ফিরে আসেননি।'

'ঘটনাটা তুমি ফরকসে আসার আগে ঘটেছে। হঠাৎ স্যামকে তখন খুঁজে পাওয়া যাচ্ছিল না। স্যামের মা আর লিহ্ ক্লিয়ারওয়াটার তখন বন কর্মকর্তা আর ম্যানেজারের সাহায্য নিলেন। তারা তন্নতন্ন করে খুঁজে বেড়ালেন। পুলিশও খুঁজল। লোকে ভাবল সে কোন দূর্ঘটনার শিকার হয়েছে।'

'লিহ্?' আমি জিজ্ঞাসা করলাম। লিহ্ তো হল হ্যারির মেয়ে। নামটা শুনেই আমার মধ্যে অন্য রকম একটা অনুভূতির জন্ম নিল। হ্যারি ক্লিয়ারওয়াটার। বাবার এক জনমের বন্ধু। গত বসন্তেই সে হার্টএ্যাটাক করে মারা গেছে।'

ওর গলাটা আমূল বদলে গেল। 'হ্যাঁ। লিহ। ও আর স্যাম তখন হাইস্কুলে পড়ত। ওরা যখন ডেটিং শুরু করে তখন সে নির্ভেজাল একটা মানুষ। যখন ওর মধ্যে গণ্ডগোল দেখা গেল তখন মেয়েটা পাগলিনীর মত ক্রুদ্ধ হয়ে উঠল।'

'কিন্তু সে আর এমিলি—'

'সে কথায় পরে আসছি। এটাও গল্পের একটা অংশ।' সে বলল। সে ধীরে ধীরে শ্বাস ছাড়ল।

'আমি যে কী না একটা— স্রেফ বোকা। এমিলির আগে স্যাম কাউকে ভালবাসতে পারবে না এমন কোন কথা আছে? মানুষ এক জীবনে কতজনের প্রেমেই তো পড়ে। কতবারই তো সে প্রেম থেকে বের হয়ে আসে। আমি আসলে প্রথমে স্যাম এর সাথে এমিলিকে দেখেছি বলে মেনে নিতে পারছি না— এই যা। আমি ওদের চোখে যা দেখেছি তেমন এ্যাডওয়ার্ডের চোখেও মাঝে মাঝে দেখি। যখন সে কেবল আমার দিকেই তাকায়।

'স্যাম এক সময় ফিরে আসল। কিন্তু সে কারও সাথেই তেমন কথাবার্তা বলল না। এক বিকেলে যখন কুইলের দাদা ওর মায়ের সাথে দেখা করতে এলেন তখন সে দৌড়ে তার কাছে গেল। স্যাম হ্যাঁন্ড শেক করল। বৃদ্ধ কুইল তখন মাত্র স্ট্রোক সেরে উঠেছিলেন।'

জ্যাকব হাসার জন্য একটু বিরতি নিল।

'কেন?'

সে আমার দিকে ঝুকে আসল। আমার চিবুক ধরে একটু নাড়া দিল। ওর মুখ আমার মুখের চেয়ে মাত্র কয়েক ইঞ্চি দূরে। আমার মুখে ওর হাতের তালুতে। মনে হচ্ছিল যেন ওর গায়ে জ্বর। তাতে আমার মুখটা একেবারে পুড়ে যাচ্ছে।

'ওহ ঠিক বলেছ।' আমি এবার আসল ব্যাপারটা ধরতে পারলাম। 'স্যামের শরীরটা তপ্ত ছিল।'

জ্যাকব আবার হাসল। 'তপ্ত মানে কী, স্যামের হাতটা তখন এতটাই তপ্ত ছিল যে— মনে হবে সে খানিক আগে স্টোভের ওপর হাত রেখেছিল।'

জ্যাকব আমার অনেক কাছে ছিল। এত কাছে যে আমি ওর নিঃশ্বাসের উষ্ণতাও পর্যন্ত টের পাচ্ছিলাম। আমি স্বাভাবিকভাবেই আস্তে করে সরে বসলাম। সে ওর হাতটা আমার মুখের ওপর থেকে তুলে নিল। সে আমার আচরণকে কোন ধর্তব্যের মধ্যেই নিল না। বরং হেসে ফেলে আবার আগের জায়গায় বসল।

'তাই কুইলির দাদা আর সব বৃদ্ধদের কাছে গেলেন।' জ্যাকব বলে যেতে লাগল। 'সেখানে একজনই কেবল আছেন যিনি এ ব্যাপারে জানতেন। যিনি এখনও সব মনে করতে পারেন। মি. আতেরা, বিলি এবং হ্যাঁরি সত্যিকার অর্থে তাদের দাদাকে এই পরিবর্তনে দেখেছেন। যখন বৃদ্ধ কুইল একথাটা ওদের জানালেন তখন তারা স্যামের সাথে গোপনে দেখা করলেন এবং এই বিষয়টা সম্পর্কে জানালেন। সেই সাথে ব্যাখ্যাও করলেন।'

'সবাই মিলে বোঝানোর কারণে সে সহজে বুঝে নিল। ওর একাকীত্বও থাকল না। কুলিনদের ফিরে আসার কারণে সে একাই কেবল ভুক্তভোগী নয়। সে অনিশ্চয়তা আর

তিক্ততায় নামটা প্রকাশ করে দিল। কিন্তু ওর মত বয়সের কেউ সে সময় ছিল না। যতক্ষণ পর্যন্ত না আমরা ওর দলে যোগ দিলাম ততক্ষণ পর্যন্ত সে অপেক্ষা করল ।'

'কুলিনদের কোন বুদ্ধিশুদ্ধি নেই।' আমি ফিসফিসিয়ে বললাম। 'তারা এটাও চিন্তা করেনি যে নেকড়েমানবেরা এখনও এখানে আছে।'

'তো মিস্টার এটেরা সোজাসুজি অন্য বড়দের কাছে চলে গেল।' জ্যাকব বলে চলল, 'তারাই একমাত্র আছে যারা শুধুমাত্র জানে, যারা মনে করতে পারে। মিস্টার এটেরা, বিলি এবং হ্যাঁরি প্রকৃতপক্ষে দেখেছিল তাদের পূর্বপুরুষরা পরিবর্তনটা এনেছিল। যখন বৃদ্ধ কুইল তাদেরকে বলেছিলেন, তারা গোপনে স্যামের সাথে মিলিত হলেন এবং ব্যাপারটা ব্যাখ্যা করলেন।

'এটা খুব সহজ যখন তারা বুঝতে পারলেন— তিনি আর একাকী নন। তারা জানত সেই একজন নয় যিনি কুলিনদের প্রত্যাবর্তনে ক্ষতিগ্রস্ত হবে।' সে অসচেতন তিক্ততার সাথে নাম উচ্চারণ করলেন। 'কিন্তু কেউ তেমন প্রাপ্তবয়স্ক নয়। তো স্যাম আমাদের বাকি সবার যোগদানের জন্য অপেক্ষা করছিল...'

'কুলিনদের কোন ধারণা নেই।' আমি ফিসফিস করে বললাম। 'তারা মনে করে না নেকড়েমানবদের অস্তিত্ব আছে। তারা জানে না তাদের আগমনটা তোমাকে পরিবর্তিত করে দিয়েছে।'

'এটা ঘটনাকে পরিবর্তন করছে না যেভাবে এটা ঘটছে।'

'আমাকে তোমার খারাপ দিকটা মনে করিয়ে দিও না।'

'তুমি কি মনে করো আমি তোমার মত ক্ষমা করে দিতে পারি? আমরা একসাথে শান্ত এবং যোদ্ধা হতে পারি না।'

'বড় হও, জ্যাকব!'

'আমি আশা করছি আমি পারব।' সে শান্তভাবে বিড়বিড় করল।

আমি তার দিকে তাকিয়ে রইলাম। তার উত্তরের ব্যাপারে কিছু ভাবছিলাম, 'কি?'

জ্যাকব শব্দ করে হাসল। 'আমি অনেক অদ্ভুত জিনিস উল্লেখ করেছি।'

'তুমি... পারো না... বড় হয়ে উঠতে?' আমি নিরাসক্ত গলায় বললাম, 'তুমি কি? না... বয়স্ক নও? এটা কি একটা কৌতুক?'

'না।' সে ঠোঁট নাড়ল।

আমি বুঝতে পারলাম আমার মুখ লাল হয়ে যাচ্ছে। রাগের চোটে আমার চোখ পানিতে ভরে যাচ্ছে।

'বেলা? আমি কি বলেছি?'

আমি দাঁড়িয়ে পড়লাম। আমার হাত মুষ্ঠিবদ্ধ হয়ে গেল। আমার গোটা শরীর রাগে কাঁপতে লাগল।

'তুমি। তুমি বয়স্ক হচ্ছো না।' আমি দাঁতে দাঁত চেপে গুঙিয়ে উঠলাম।

জ্যাকব নরমভাবে আমার হাত চেপে ধরল। আমাকে বসানোর চেষ্টা করল। 'আমাদের কেউ নয়। তোমার সমস্যাটা কি?'

'আমিই একমাত্র ব্যক্তি যে বয়স্ক হচ্ছি? আমি প্রতিটিদিনই বড় হচ্ছি!' আমি কেঁপে উঠলাম। হাত শূন্যে ছুড়লাম।

'গোল্লায় যাক সব! এইটা কোন ধরনের দুনিয়া? সুবিচার কোথায়?'

'বেলা এটাকে সহজভাবে নাও।'

'চুপ করো, জ্যাকব। শুধু চুপ করো! এটা খুবই অনৈতিক!'

'তুমি কি সত্যিই এভাবে উঠে পড়ছো? আমি ভেবেছিলাম মেয়েরা শুধুমাত্র টিভি সোতেই এমনটি করে?'

আমি অধৈর্যের সাথে গুঙিয়ে উঠলাম।

'তুমি যতটা খারাপ মনে করছো এটা তত খারাপ কিছু নয়। বসে পড়ো। আমি এটা তোমার কাছে ব্যাখ্যা করব।'

'আমি দাঁড়িয়ে থাকব।'

সে চোখ ঘোরাল, 'ঠিক আছে। তুমি যাই চাও না কেন। কিন্তু শোনো, আমি বয়স্ক হয়ে উঠব...কোন একদিন।'

'ব্যাখ্যা করো।'

সে গাছের গায়ে চাপড় দিল। আমি সেদিকে সেকেন্ডের জন্য তাকালাম। কিন্তু তারপর বসে পড়লাম। হঠাৎ করে আমার রাগ চলে গেল। আমি শান্ত হয়ে বসলাম যখন আমি বুঝতে পারলাম আমি বোকার মত আচরণ করেছি।

'যখন আমরা নিজেদের প্রতি যথেষ্ট নিয়ন্ত্রণ করতে পারব...,' জ্যাকব বলল। 'যখন আমরা সময়ের সাথে সাথে রুপান্তর হওয়া বন্ধ করতে পারি, আমরা আবার বয়স্ক হতে পারি। এটা সহজ কিছু নয়।' সে মাথা নাড়ল। সন্দেহের সাথে। 'অনেক বেশি সময় লাগবে এই প্রকারের জিনিস শিখতে। আমি মনে করি, এখনও স্যামও সেখানে পৌঁছায়নি। বিশাল একটা ভ্যাম্পায়ারের গোত্রকে কোন মতে সাহায্য করতে পারবে না। আমরা এখন পর্যন্ত চলে যাওয়াটা চিন্তাও করতে পারি না যখন গোত্রগুলোর আমাদের জন্য প্রতিরক্ষাটা প্রয়োজন। কিন্ত তুমি এটার ব্যাপারে সবকিছু পেতে পার না। যাইহোক। কারণ আমি তোমার চেয়ে এরই মধ্যে অনেক বড়, শারীরিকভাবে।'

'তুমি আসলে বলতে চাচ্ছটা কী?'

'আমার দিকে তাকাও বেলস। আমাকে কী ষোল বছরের দেখায়।'

আমি বোকা বোকা চোখে ওর দিকে তাকালাম। 'মনে হয় তো তাই।'

'মোটেও না। গত কয়েক মাসের মধ্যেই আমরা পূর্ণবয়স্ক হয়ে গেছি। শারীরিকভাবে আমি সম্ভবত পঁচিশ বছরেরও বেশি হব। সুতরাং আরও সাত বছরের জন্য তুমি তোমার বয়সের সাথে আমার বয়সের উঠানামা নিয়ে নিশ্চিত থাকতে পার।'

আমি অবাক হয়ে ওর দিকে তাকিয়ে থাকলাম।

'কী হল, আমার দিকে এভাবে তাকিয়ে থাকবে নাকি স্যামের ব্যাপারে শুনবে? কোনটা? নাকি চাও সব আমার নিয়ন্ত্রণহীন হয়ে যাক?'

আমি গভীর একটা নিঃশ্বাস নিলাম। 'দুঃখিত, বয়স আসলে আমার জন্য একটা স্পর্শকাতর বিষয়। স্নায়ুকে আঘাত করে উত্তেজিত করে।'

জ্যাকব চোখ মটকাল। যেন কিছু বলার চিন্তা ভাবনা করছে। আমি ওকে উস্কে দিয়ে বলার জন্য আগ্রহী করে তুললাম।

সে বলল, 'একদিন স্যাম বুঝতে পারল কী ঘটে চলেছে। বিলি হ্যাঁরি আর মি.

আতেরার কথাগুলোও তার কঠিন কিছু মনে হল না। তুমিও যেমন বললে, সেখানে অনেকগুলো শীতল বিষয় ছিল।'

আমি কিছুটা ইতস্তত করে বললাম, 'স্যাম কেন তাদের এত ঘৃণা করত? সে কেন মনে করত তাদের ঘৃণা করা উচিত।'

জ্যাকব লজ্জা পেল 'আসলে এটা যাদুমন্ত্রের ব্যাপার স্যাপার।'

'আমি জাদুমন্ত্রের পক্ষে।'

'হ্যাঁ, আমি জানি।' সে বলল। 'ঠিক ধরেছ। স্যাম জানত আসলে কী ঘটে চলেছে। সবকিছু অবশ্য ঠিকঠাক ছিল। কিন্তু ওর জীবনের কথা আলাদা। তিক্ততা ছাড়া ওর মধ্যে বেশি কিছু ছিল না।' বলতে বলতে জ্যাকবের মুখটা হঠাৎ দুঃখী দুঃখী হয়ে উঠল। 'স্যাম লিহকে সেটা বলল না। আমাদের একটা ব্যাপার আছে, যে কিছু জানে না তাকে সে ব্যাপারে বলা যাবে না। ওর সাথে থাকাটাও তার জন্য নিরাপদ ছিল না। তাই সে ওর সাথে ধোঁকাবাজী করল। যেমন এক সময় আমি তোমার সঙ্গে করেছিলাম। হা হা হা। যাই হোক লিহ খুব ক্ষেপে গেল। কেন স্যাম তাকে সব কথা খুলে বলছে না সে জন্যও সে রাগ করত। সবসময় কেবল জানতে চাইত সে কোথায় কোথায় থাকে— রাতে কোথায় যায়। সবসময় সে কেন এত তটস্থ হয়ে থাকে। স্যাম আর ও সে চেষ্টা করছিল সবঠিক করে ফেলতে। কারণ তারা সত্যি একে অন্যকে ভালবাসত।'

'সে কী আসল কারণ বের করতে পেরেছিল? কী হয়েছিল?'

সে মাথা নাড়ল। 'না। সেটা আসল সমস্যা ছিল না। ওর কাজিন এমিলি তখন মাকাহ থেকে সাপ্তাহিক ছুটি উপলক্ষে ওকে দেখত আসল।'

আমি আঁতকে উঠলাম। 'সর্বনাশ! এমিলি লিহ'র কাজিন?'

'দ্বিতীয় নম্বর কাজিন। তারা অনেক ঘনিষ্ঠ ছিল ছেলেবেলায়। একেবারে বোনর মত।'

'এটা তো...রীতিমত ভয়ঙ্কর। স্যাম কীভাবে এটা...?' আমি কথা শেষ করতে পারলাম না।

'ওকে এভাবে বিচার করলে কিভাবে হবে। কেউ কী তোমাকে কখনও বলেছে... মানে তুমি কী কখনও ইমপ্রিন্টিং এর ব্যাপারে বলেছো?'

'ইমপ্রিন্টিং?' আমি অপরিচিত শব্দটা হাতড়ে বেড়ালাম। কিন্তু কোন সঠিক অর্থ খুঁজে পেলাম না। 'না। মানে কী?'

'যা কাউকে কোন কিছু করতে বাধ্য করে, নিজের অজান্তেই। এটা সবার ক্ষেত্রে হয় না। তাছাড়া এটা একটা অপ্রচরিত ধারণা, কোন নিয়ম-টিয়ম নয়। স্যাম সে সময় অনেক প্রেমের গল্প-টল্প জেনে ফেলেছিল যা ছিল প্রায় কিংবদন্তীর পর্যায়ে। সে ইমপ্রিন্টিং এর কথাও জানত। কিন্তু সে এটা নিয়ে স্বপ্ন দেখেনি...'

'সত্যি বুঝতে পারছি না। মূল ব্যাপারটা কী?'

জ্যাকব এক দৃষ্টিতে সাগরের দিকে চেয়ে থাকল। 'স্যাম সত্যিকার অর্থেই লিহকে ভালবাসত। কিন্তু যখন সে এমিলিকে দেখল তখন ওর মাথা খারাপ হওয়া জোগাড় হল। এমিলি ছাড়া সে আর কোন কিছুই ভাবতে পারল না। আমরা কেউই জানি না কী

কারণে... কিন্তু এক সময় আমরা আমাদের বন্ধুকে এ অবস্থাতেই আবিষ্কার করলাম।' বলতে বলতে ওর চোখ জোড়া উজ্জ্বল হয়ে উঠল। 'মানে আমি বলছিলাম— আমাদের আত্মার বন্ধু।'

'কিভাবে সম্ভব? প্রথম দেখায় প্রেম?' আমি নাক সিটকালাম।

জ্যাকব কিন্তু এবার হাসল না। আমার আচরণে ওর চেহারাটা কেমন সিরিয়াস হয়ে গেল। 'এটা ছোট একটা ব্যাপার কিন্তু অনেক শক্তিশালী। অনেক খাঁটি।'

'দুঃখিত।' আমি আস্তে করে বললাম। 'তুমি খুব সিরিয়াস হয়ে গেছ তাই না'

'হ্যাঁ। হবই তো।'

'প্রথম দেখায় প্রেম। আগের চাইতেও শক্তিশালী।' নিজের কণ্ঠ শুনে আমার নিজেরই মনে হচ্ছিল আমার সন্দেহ তখনও ঘোচেনি। সেও বোধহয় ব্যাপারটা ধরতে পারল।

'এটা আসলে ব্যাখ্যা করা সহজ নয়। তাছাড়া এটা কোন ব্যাপারই নয়।' সে কাঁধ ঝাকাল। 'তুমি তো এটাই জানতে তাও যে স্যামের বদলে যাওয়ার পেছনে ভ্যাম্পায়ারদের ঘৃণা করার কী যোগসূত্র থাকতে পারে, ঠিক কী না বল? এটাই তো জানতে চাও যে সে লিহ'র হৃদয় ভেঙেছে, সে যে সব বিষয়ে ওকে কথা দিয়েছিল তা রেখেছিল কী না? প্রতিদিন স্যাম ওর চোখে অভিযোগ দেখতে পেত।'

এটুকু বলার পর হঠাৎ সে চুপ করে যায়।

আমি বললাম, 'এমিলি এর মধ্যে কী করে এল? সে তো লিহ'র খুব কাছের একজন ছিল...?' আমি কথাটা বলতে গিয়ে নিজেও অবাক হয়ে গেলাম। স্যাম আর এমিলি যেন মানিক জোড়। দুটি দেহে একই আত্মা। এখনও পর্যন্ত...। কিন্তু এমিলি কিভাবে ওর অতীত ভুলে যেতে পারল? ওর বোনের সাথে আরেকজনের সম্পর্ক আছে জেনেও সে কীভাবে তার সাথে প্রেমের স্বপ্ন দেখতে পারল?

'প্রথম থেকেই সে ভীষণ রেগে ছিল। কিন্তু স্যামের যুক্তি আর অতিরিক্ত ভালবাসাপ্রবণতাকে সে ফেরাতে পারল না।' জ্যাকব লাজুক হয়ে বলল, 'আর তারপর, স্যাম এমিলিকে সব খুলে বলল। কেউ যদি তার আসল সঙ্গীর খোঁজ একবার পেয়ে যায় সেখানে আর কোন যুক্তিবুদ্ধি খাটে না। আর জানই তো সে কিভাবে আঘাত পেয়েছিল?'

'হ্যাঁ।' ফরকসে এসে শুনেছিলাম ওকে ভালুক আঘাত করেছিল। কিন্তু আসল কাহিনী আমার অজানা।

এ্যাডওয়ার্ড বলত, *নেকড়েমানবেরা অস্থির প্রকৃতির। ওদের কাছের লোকেদেরও আঘাত পেতে হয়।*

'বেশ শোন তাহলে, স্যাম নিজেকে নিয়ে, নিজের কৃতকর্মকে নিয়ে বেশ দুর্ভাবনার মধ্যে ছিল। নিজেকে পারলে সে বাসের চাকার নিচে ফেলে দেয়। এ ধরনের একটা কাজ করে ফেলার জন্য তার খুব ঘৃণা হচ্ছিল... তারপর কিভাবে যেন এক সময় সব... ঠিক হয়ে এল। এমিলিই সবঠিক করে...'

জ্যাকব পুরো বাক্যটা শেষ করল না।

'হায়রে এমিলি।' আমি আস্তে করে বললাম। 'হায়রে স্যাম, হায়রে লিহ...'

'হ্যাঁ। লিহ এর অবস্থা শেষ পর্যন্ত সত্যি খুব খারাপ ছিল।' সে সায় জানাল। 'কিন্তু সে সাহস হারাল না। এক সময় বিয়েও করল।'

আমি সমুদ্রের বুকে জেগে থাকা দূরের পাথরগুলোর দিকে তাকালাম। সেদিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে হঠাৎ খেয়াল করলাম ওর চোখ আমার চোখে। যেন আমাকে সে বলার জন্য কিছু ভাবছে।

'এটা কী তোমার ক্ষেত্রেও হয়েছিল?' শেষ পর্যন্ত আমি প্রশ্ন করেই বসলাম। 'এই... প্রথম দেখায় প্রেমে পরে যাওয়ার ব্যাপার-স্যাপার আর কী?'

'না।' সে তাৎক্ষণিক উত্তর দিল। 'স্যাম আর জারেড এ দুজনই শুধু।'

'হুমম।' আমি গলাকে যথাসম্ভব মধুর করে বললাম। আমি এটুকু ভেবে খুশি হলাম যে আমাদের দুজনের মধ্যে এ জাতীয় কোন রহস্যময় ব্যাপারই ঘটে নি। অবশ্য আজ পর্যন্ত যে অতিপ্রাকৃত ব্যাপার দেখেছি– আমার আর কোন কিছু দেখার সাধ নেই। জ্যাকবও চুপ করে ছিল। এত নীরবতা চারিদিকে। যেন নৈঃশব্দতাই বিকট হয়ে বাজছিল। ও কী ভাবছে সেটার প্রতি আমি আগ্রহ না দেখিয়ে নিজেই বললাম, 'জারেডের কথা বল।'সে আবার এই ফাঁদে কী করে পড়ল?'

'ওর ব্যাপারটায় অবশ্য কোন নাটকীয়তা ছিল না। ও প্রতিদিন ক্লাসে ওই মেয়েটার পাশেই বসত। এভাবে একবছর কেটে যায়। জানো, সে ওর দিকে একবারের বেশি তাকাত না। কিন্তু এক সময় সে এর উল্টো করতে লাগল। সারাক্ষণই ওর দিকে তাকিয়ে থাকত। চোখ ফেরাতে পারত না। কিমেরও খুব শিহরণ বয়ে গিয়েছিল। সেও পুরাদমে জারেডের প্রতি ঝুকল।'

আমি ভ্রু কুঁচকালাম। 'তুমি এসব জান কীভাবে? তোমার তো জানার কথা না।'

জ্যাকব ঠোঁট কামড়ে হাসি থামাবার চেষ্টা করতে করতে বলল, 'মনে হয় আমার সেটা বলা উচিত হবে। সেটা একটা মজার কাণ্ড।'

'তা নয় তো কী? তোমরা হলে হরিহর আত্মা।'

আমার কথায় সে কিছুটা লজ্জা পেল। 'জারেড আমাদের সেভাবে কিছু বলেনি। যেভাবে জেনেছি সে ব্যাপারটা সম্পর্কে আমি কিন্তু তোমাকে একবার বলেছিলাম। মনে করে দেখ।'

'ও হ্যাঁ। তোমরা নেকড়েমানবেরা একে অন্যের চিন্তা পড়তে পার। ঠিক?'

'ঠিক। তোমার ওই রক্তচোষাটার মত।'

'এ্যাডওয়ার্ড।' আমি শুধরে দিলাম।

'নিশ্চয় নিশ্চয়। একইভাবে আমি স্যামের অনুভূতিও জেনেছিলাম। এমন না যে সে ইচ্ছে করেই আমাদের সব বলেছিল। কিন্তু সত্যি করে একটা কথা বলি, এই যে জেনে ফেলার ব্যাপারটা আমরা ভীষণ ঘৃণা করি।' ওর কণ্ঠে একরাশ তিক্ততা ঝরে পড়ল। 'কোন প্রাইভেসি নেই, কোন গোপনীয়তা নেই। যে জিনিস নিয়ে তুমি লজ্জা পেতে পার সে ব্যাপারটা দিনের আলোর মত সবার কাছে পরিষ্কার। সবাই দেখতে পাবে।' সে নড়েচড়ে বসল।

'সত্যি এটা শুনতে ভয়ঙ্কর শোনাচ্ছে।' আমি আস্তে করে বললাম।

'এটা আমাদের সংগঠিত হতেও সাহায্য করে। 'এক অমাবস্যায়, যখন কিছু

রক্তচোষা আমাদের চুক্তি ভেঙ্গে ফেলেছিল তখন আমরা সবাই একসাথে... আর লরেন্টকে তো এক রকম মজা করতে করতেই। আর গত শনিবার কুলিনরা যদি আমাদের পথে ওভাবে ঢুকে না যেত... উহ্ !' সে গুঙ্গিয়ে উঠল। 'আমরা ভিক্টোরিয়াকে ঠিকই ধরতে পারতাম।'

আমি চমকে উঠলাম। আমি কেবল এমেট আর জেসপারের আঘাত পাওয়া নিয়েই চিন্তা করেছিলাম। ভিক্টোরিয়ার পেছনে জ্যাকবের ঝাপিয়ে পড়াটা চিন্তাতেও আনিনি। আমি কল্পনায় দেখলাম জ্যাকব সে মুহূর্তে কীভাবে ভিক্টোরিয়ার মুখোমুখি হয়েছিল। ভিক্টোরিয়ার চুল কিভাবে ওর মুখ ঢেকে রেখেছিল।

জ্যাকব আমার দিকে কৌতুহলী দৃষ্টিতে তাকাল। 'কিন্তু এটা তোমার মত নয় যে মাথায় ভেতর সবসময় এ্যাডওয়ার্ডকে যেমন পাও।'

'ওহ্ না। এ্যাডওয়ার্ড সবসময় আমার মাথার ভেতর থাকে না। মাঝে মাঝে কেবল সুবুদ্ধি দেয়।'

জ্যাকব এবার দ্বিধার চোখে তাকাল।

'শোন, ও আমাকে শুনতে পায় না। এটা কী কারণে সেটা আমাদের কারোই জানা নেই।'

'দুর্ভাগ্য।'

'হ্যাঁ। হতে পারে আমার মাথায় কোন সমস্যা হয়েছে।'

'ব্যাস, ব্যাস। আর বলতে হবে না। আমি আগে থেকেই জানি যে তোমার মাথায় আসলেই সমস্যা আছে।'

'বা-বাহ। মশাইকে এজন্য অনেক ধন্যবাদ।'

হঠাৎ অপ্রত্যাশিতভাবে মেঘের বুক চিরে একই চিলতে রোদ এসে পড়ায় আমি অবাক হয়ে গেলাম। চোখ সরু করে জলের ওপর রোদের খেলা দেখতে লাগলাম। সবকিছুর রঙ যেন মুহূর্তেই বদলে গেল। ঢেউয়ের রঙ ধূসরের বদলে নীলচে দেখাচ্ছিল, গাছের রঙ ধোয়াটে জলপাই সবুজের বদলে উজ্জ্বল সবুজ, আর চারপাশে রঙধনু কেমন ঘিরে আছে। মনে হচ্ছে যেন কোন রত্নভান্ডার।

আমরা বেশ কিছুক্ষণ চুপ করে রইলাম। ঢেউয়ের গর্জন ছাড়া আর কোন শব্দ ছিল না।

জ্যাকব আমার আরও কাছ ঘেষে বসল। এভাবে আরও মিনিট খানেক কেটে গেল।

আমি আমার রেইন কোটটা খুলে ফেলার জন্য হাত ঝাকাতেই ওর গলায় বাড়ি লাগল। ও আও শব্দ করে ঝুঁকে গেলে ওর চিবুক আমার কপাল স্পর্শ করল। গরম ছ্যাকা লাগল। মনে হচ্ছিল সূর্যের তাপে আমার কপালটা ঝলসে যাচ্ছে। হঠাৎ আমার মনে একটা চিন্তা খেলে গেল— ওর শরীর সবসময় তো এত বেশি গরম থাকে না।

'কী ভাবছ তুমি?' সে বিড়বিড় করে বলল।

'সূর্যের কথা।'

'উমমম। সুন্দরই তো।'

'তুমি কী ভাবছিলে?' বললাম আমি।

সে চুক চুক টাইপের শব্দ করল। 'আমি ভাবছিলাম সেদিনের সেই মুভি দেখার কথা। আর মাইক নিউটনটা কেমন সব গুবলেট পাকিয়ে ফেলেছিল।'

আমি হেসে ফেললাম। সময় কত দ্রুত কেটে যায়। শেষবার রাতে যখন জ্যাকবের সাথে দেখা হয়েছিল, তারপর থেকে এখন পর্যন্ত। সব। সব এখন স্মৃতি।

'সেদিনের কথা আমার খুব মনে পড়ছে।' জ্যাকব বলল।

আমাকে হঠাৎ কেঁপে উঠতে দেখে সে নিজেও চমকে উঠল।

'কী হল?'

'তোমাকে নিয়ে পুরোনো স্মৃতিগুলো মনে পড়ছিল...' আমি ওর কাছ থেকে সরে একটু ঘুরে দাঁড়ালাম। যাতে করে ওর চেহারাটা ভালভাবে দেখতে পারি। কিছুই বুঝলাম না।

'আচ্ছা জ্যাকব, তুমি সোমবার দিন সকালে কী নিয়ে চিন্তা করছিলে? তুমি এমন কিছু একটা নিয়ে ভাবছিলে যেটা এ্যাডওয়ার্ডকে বিরক্ত করেছে।' বিরক্ত শব্দটা আমি ব্যবহার করতে চাইনি। সেটা উপযুক্ত কোন শব্দও ছিল না। যাই হোক, ওসব কোন কথা নয়, আমার আসল উত্তরটা চাই।

আমি যা বলতে চাইছি সেটা বুঝতে পেরে ওর মুখটা উজ্জ্বল হয়ে উঠল। হেসে ফেলল সে। 'আমি আসলে সেদিন তোমাকে নিয়ে ভাবছিলাম। সেটা এই পছন্দ করেনি। তাই না?'

'আমাকে? আমাকে নিয়ে কী এমন ভাবছিলে?'

জ্যাকব আবারও হাসতে থাকল। এত হাসি আমি ওকে কখনও হাসতে দেখিনি। 'আমি সেদিন ভাবছিলাম ওই রাতের কথা, যে রাতে স্যাম তোমাকে খুঁজে পেয়েছিল। আমি সেটা ওর মস্তিষ্কের স্মৃতিতেই দেখতে পেয়েছিলাম। আমার মনে হচ্ছিল সে রাতে বোধহয় আমিই সেখানে উপস্থিত ছিলাম। জানো, সে স্মৃতি এখনও স্যামকে তাড়িয়ে বেড়ায়। তাছাড়া সে ঘটনার পর তুমি প্রথম যেদিন আমার এখানে এসেছিলে তখন তুমি ঠিক সুস্থির ছিলে না। আমি বাজী ধরে বলতে পারি, তুমি সে সময় কেমন ছিলে তাও তোমার নিজেরও জানা নেই। বেশ কয়েক সপ্তাহ পর তুমি মানুষের মত আচরণ করেছিলে। আমি দেখতাম তুমি দুহাতে নিজেকে জড়িয়ে চেষ্টা করতে নিজেকে ধরে রাখতে...' জ্যাকব মাথা নাড়াল। 'তুমি ঠিক কেমন ছিলে সেটা আমি সূক্ষ্মভাবে বোঝাতে পারব না। তবে এ্যাডওয়ার্ডের উচিত ছিল যে যা করে গেছে তা দেখার জন্য একবার পেছন ফেরা।'

আমি ওর কাঁধে একটা ঘুষা বসালাম। উল্টো নিজেই আঘাত পেলাম। 'জ্যাকব ব্ল্যাক, দয়া করে এ ধরনের জানাজানির কাজ তুমি দ্বিতীয়বার করার চেষ্টা করবে না! কথা দাও তুমি করবে না।'

'অবশ্যই করব।'

'প্লিজ জ্যাকব—'

'আহ বেলা, তুমি এমন করছ কেন? আমি কী সাধ করে ওকে দেখতে যাচ্ছি নাকি? তুমি এটা নিয়ে কোন চিন্তা করো না।'

আমি উঠে দাঁড়ালাম। চলে যাওয়ার জন্য পা বাড়াতেই ও খপ করে আমার হাত

ধরে ফেলল। আমি ওর হাত ছাড়ানোর জন্য মোচড়াতে লাগলাম।

'আমি চলে যাচ্ছি জ্যাকব।'

'না, এখনই যেও না। সে আরও শক্ত করে ওর দুহাত দিয়ে আমার বাহু আকড়ে ধরল। 'দুঃখিত, ঠিক আছে যাও। আর করব না। প্রমিজ।'

নিজের কাণ্ডে হঠাৎ লজ্জা পেলাম। 'ধন্যবাদ জ্যাক।'

'চল তাহলে, বাসার দিকে যাই।'

'আসলে, আমার বাড়ি ফেরা উচিত। এঞ্জেলা ওয়েবার আমার জন্য অপেক্ষা করে বসে আছে। আর এলিসও খুব চিন্তা করবে। ওকে আপসেট করতে চাই না।'

'কিন্তু তুমি তো মাত্র এলে!'

'মনে করলে সে রকম, না মনে করলে না।' আমি হাসতে হাসতে বললাম। আমি সূর্যের দিকে তাকালাম। ওটা এখন মাথার ওপর। এত তাড়াতাড়ি সময় কখন চলে গেল?

ওর ভ্রু কুঁচকে গেল। 'জানি না আবার কখন দেখা হবে। কখন তোমাকে দেখতে পাব।' ও আহত গলায় বলল।

'পরের বার এ্যাডওয়ার্ড যখন আবার বাইরে কোথাও চলে যাবে তখন আসতে পারি।' আমি অন্যমনস্ক হয়ে বললাম।

'বাইরে কোথাও চলে যাবে?' সে চোখ সরু করে বলল। 'জানি না মনে করেছ। সে কী করতে যায় সেটা সহজ করে বললেই তো মিটে যায়। যত্তসব বাজে পরগাছা কোথাকার!'

'আর তুমি যদি আরেকটু ভদ্র-টদ্র হওয়ার চেষ্টা না কর তাহলে আর কখনই আমি এখানে আসব না!' আমি ওকে হুমকি দিলাম। হাত ছাড়িয়ে নিতে চাইলেও ও ছাড়ল না।

'ওরে বাবা! এমন করে বলো না।' সে গুঙিয়ে উঠল। 'এই দেখ ভয়ে আমার পা কাঁপছে।'

আমি হাসতে হাসতে বললাম, 'চেষ্টা করব আসতে, তুমিও ঠিকঠাক থাকবে, ঠিক আছে?'

'দেখ,' আমি ব্যাখ্যা করার মত করে বললাম। 'কে ভ্যাম্পায়ার আর কে নেকড়েমানব এ নিয়ে আমি কোন পরোয়া করি না। এটা আমার কাছে অপ্রাসঙ্গিক একটা ব্যাপার। আমি শুধু জানি তুমি জ্যাকব, ও এ্যাডওয়ার্ড আর আমি বেলা।'

ওর চোখ হঠাৎ তীক্ষ্ম হয়ে গেল। 'কিন্তু তারপরও তো আমি একটা নেকড়েমানব।' সে প্রায় অনিচ্ছাকৃতভাবে বলল। 'আর ও একটা ভ্যাম্পায়ার।'

'আর আমি একটা ঝগড়ুটে মেয়ে!' আমি চিৎকার করে বললাম।

ও চমকে উঠল। কাঁধ ঝাকিয়ে সহজ হওয়ার চেষ্টা করতে করতে বলল, 'ব্যাপারটাকে তুমি এমন করে দেখলে তো...'

'দেখব। আমি অবশ্যই সেভাবে দেখব।'

'ঠিক আছে যাও। শুধু বেলা আর জ্যাকব। এর মধ্যে আর কোন ঝগড়ার তো সুযোগ নেই। কী বল?' বলেই সে একটা বহু পুরানো পরিচিত একটা হাসি দিল। এ

হাসি আমি অনেক দিন দেখিনি।

'তোমাকে খুব মিস করব জ্যাক।'

'আমিও।' ও হেসে বলল।

'তুমিই ভালো জানো, আবার কখন ফিরে আসবে।'

'যত তাড়াতাড়ি সম্ভব।' আমি কথা দিলাম।

ছয়

যখন আমি বাড়ির দিকে চালিয়ে যাচ্ছিলাম, আমি তেমন কোন মনোযোগ দিলাম না। জ্যাকব যেসব তথ্য আমার সাথে খুলে বলেছে আমি সেসব নিয়ে ভাবতে লাগলাম। চেষ্টা করছিলাম এসব নিয়ে না ভাবতে। এই সমস্ত ভারী জিনিস শোনার পরেও নিজেকে হালকা বোধ করতে লাগলাম। এই সমস্ত গোপন কথা বলতে পেরে জ্যাকব হাসছিল... এটা সবকিছু সঠিক করেনি কিন্তু এটা তাদেরকে ভাল করেছে। আমার যাওয়ার দরকার ছিল। জ্যাকবের আমার দরকার ছিল। সুস্পষ্টত, আমি ভেবেছিলাম সেখানে কোন বিপদ ছিল না।

এক মিনিটে সেখানে কোন কিছুই ছিল না কিন্তু আমার পিছনের আয়না দিয়ে উজ্জ্বল হাইওয়ে দেখতে পাচ্ছিলাম। পরের মিনিটে, সূর্যের আলো রুপালি ভলভোর উপর পড়ে চমকাচ্ছিল।

'আউ, গোল্লায় যাক।' আমি গুঙিয়ে উঠলাম।

আমার মনে হল থামা উচিত। কিন্তু আমি এই মুহূর্তে তার মুখোমুখি হওয়ার ব্যাপারে ভীত ছিলাম। আমার প্রস্তুতির জন্য কিছু সময়ের দরকার। চার্লিকেও কাছে পিঠে দরকার। অন্তত পক্ষে সেটা তার কণ্ঠস্বর নিচুতে রাখতে বাধ্য করবে।

ভলভো ইঞ্জিন খানিক পিছনে অনুসরণ করতে লাগল। আমি রাস্তার সামনের দিকে চোখ রাখলাম।

আমি সরাসরি চালিয়ে এঞ্জেলার সামনে গেলাম। আয়নার ভেতর দিয়ে পেছনে কোন নজর করলাম না।

সে আমাকে অনুসরণ করল যতক্ষণ পর্যন্ত না আমি ওয়েবারদের বাড়ির সামনে গাড়ি না থামালাম। সে থামাল না। আমি তার চলে যাওয়ার দিকে তাকালাম না। আমি তার মুখের অভিব্যক্তি দেখতে চাই না। আমি তাড়াতাড়ি হেঁটে এঞ্জেলার দরজার সামনে চলে গেলাম। সে দৃষ্টিসীমার বাইরে চলে গেল।

আমি দরজার নক শেষ করার আগেই বেন উত্তর দিল। যেন সে দরজার পিছনে দাঁড়িয়ে আছে।

'হেই, বেলা!' সে বিস্মিত গলায় বলল।

'হাই, বেন। এঞ্জেলা কী আছে এখানে?' আমি ধারণা করছিলাম হয় আমিই আগে এসে গেছি, না হয় এঞ্জেলাই পুরো প্লানটা ভুলে বসে আছে।

'নিশ্চয়।' বেন কথাটা বলতেই এঞ্জেলার গলা শুনতে পেলাম, 'বেলা!' মনে হল ও

সিঁড়ি বেয়ে নেমে আসছে। বেন আর আমি দুজনেই রাস্তায় একটা গাড়ির শব্দ শুনতে পেলাম; শব্দটা আমাকে আশ্চর্য করল না– ভলভোর গর্জন।

ওর জন্যই বোধহয় বেন এতক্ষণ অপেক্ষা করে ছিল।

'অস্টেন চলে এসেছে।' বেন বলল।

'তোমাকে খুব মিস করব।' বলতে বলতে ও এঞ্জেলার কাঁধ জড়িয়ে ধরে নিজের দিকে টেনে আনল। নিচু হয়ে চুমু খেল।

'বিদায় আঞ্জু! ভীষণ ভালবাসি তোমাকে!' বলে আমার পাশ কাটাতে কাটাতে একটা গুতো দিল আমাকে।

এঞ্জেলার মুখটা লাজরাঙা হয়ে গেল। বেন আর অস্টিন চলে যেতেই ওর ঘোর ভাঙল। আমার দিকে ঘুরল।

'তোমাকে ধন্যবাদ বেলা।' সে বলল। 'একেবারে হৃদয়ের অন্তঃস্থল থেকে বলছি, তুমি আমার হাতকে চিরস্থায়ী ক্ষত হওয়ার হাত থেকে কেবল রক্ষাই করনি, তুমি শুধু আমাকে ঘণ্টা দুই প্লটলেস অবস্থায় কাটানো থেকে উদ্ধার করেছো, খারাপভাবে করা মার্শাল আর্ট ছবি দেখিয়ে।'

'সেবা করতে পেরে আমি ধন্য।' আমার অনুভূতি হলো আমি আরো কম আতঙ্কিত হবো। এমনকি স্বাভাবিকভাবে শ্বাস নিতে থাকলাম। এখানে সেটা এত সাধারণ লাগছিল, এঞ্জেলার সহজ মানবীয় নাটকও ভাল লাগছিল। এখানে এসে আমার মনে হলো জীবন কোথাও না কোথাও খুব স্বাভাবিকভাবে চলছে।

আমি এঞ্জেলার পিছু পিছু ওর রুমে ঢুকলাম। পথে ওর একটা খেলনা পুতুল পড়ে ছিল, লাথি দিয়ে সেটা পথ থেকে সরিয়ে দিল। বাড়িটা অস্বাভাবিক থমথমে।

'বাসার আর সবাই কোথায়?'

'আমার বাবা মা তাদের জোড়া সন্তানদের বগল দাবা করে পোর্ট এঞ্জেলস্-এ একটা জন্মদিনের দাওয়াতে গেছে। আমি কল্পনাও করতে পারছি না তুমি এখন আমাকে সাহায্য করছ। বেন তো ভান করল ওর অনেক তাড়া আছে।' সে মুখ গোমড়া করে রাখল।

'আরে আমি আছি না।' বলতে বলতে আরেকটু এগুতেই দেখতে পেলাম একটা খাম আধখোলা অবস্থায় আছে।

'ওহ!' আমি চমকে উঠলাম। এঞ্জেলা আমার দিকে ঘুরে দাঁড়াল।

'তুমি এত বিব্রতবোধ করছ কেন?'

'তা করছি। তুমি কী নিশ্চিত যে তুমি এটা করে দিতে পারবে?'

'নয় কেন? আজ সারাটা দিনই তো পড়ে আছে।'

এঞ্জেলা ওর মায়ের ঠিকানা খুঁজে বের করল। আমি ওর অসমাপ্ত খামে মনোযোগ দিলাম। ঠিকানা লিখতে লাগলাম। সে সময় এঞ্জেলা হঠাৎ বলে বসল, 'আজরাতে এ্যাডওয়ার্ড কী করতে যাচ্ছে?'

লিখতে গিয়ে খামের ওপর আমার কলমটা হঠাৎ দেবে গেল। বললাম, 'এমেট এর কাছে ছুটিটা কাটাবে। ওরা হাইকিং-এ যাবে বলেছিল।'

'এমনভাবে বলছ যেন তুমি নিজেও ঠিক জানো না।'

আমি কিছু না বলে কাঁধ ঝাকালাম।

'তুমি খুব লাকি বুঝলে, এ্যাডওয়ার্ডের সব ভায়েরা হাইকিং আর ক্যাম্পিংয়ে কেমন ওস্তাদ। জানি না বেনকে অস্টিন এরকম সাপোর্ট দেবে কী না।'

'বলেছে তোমাকে, আউটডোরের কোন কিছুই আসলে আমার জন্য না। আর সেরকম কিছু করারও আমার ইচ্ছে নেই।'

এঞ্জেলা হেসে ফেলল, 'আমারও বাসার ভেতরে থাকতে ইচ্ছে করে।'

লিখতে লিখতে আমি খেয়াল করলাম সে নীরব থাকতেই বেশি পছন্দ করে। বাবার মত। সবসময় কেমন যেন প্রতিক্ষাটাই বেশি করে।

'কী হল?' আমার দিকে তাকিয়ে সে নিচু স্বরে বলল।

'তুমি শুনলে... দুশ্চিন্তায় ভুগবে।'

সে নীরবে হাসল। 'সত্যি সে রকম কিছু?'

'না। তা না।'

'তুমি যদি না চাও তাহলে এ নিয়ে কিছু বলতে হবে না।' সে বলল, 'অবশ্য তুমি যদি মনে কর আমাকে তোমার কাজে লাগবে আমি শুনতে পারি।'

আমার অবস্থা হয়েছে, ধন্যবাদ বল, ধন্যবাদ না জানিয়েই! কী করে বলি। অনেক গোপন কথাই তো আমার পেটে। মানুষ কারো সাথে এ ধরনের কথা বলা বোধহয় উচিত হবে না। এটা নিয়মের বাইরে।

আর তখনই, হঠাৎ ঐকান্তিক চেষ্টায় আমি বুঝতে পারলাম যে সমস্যায় পড়েছি সেটা থেকে পরিত্রাণের একটাই উপায়। প্রথমত, আমি একটা নরমাল মেয়ের সাথে কথা বলছি যে কিনা মানুষ। কাতর কণ্ঠে ওর কাছে আর সব টিনএজ মেয়েদের মতই সাহায্য প্রার্থনা করব। দ্বিতীয়ত, আমি মনে প্রাণে চাইলাম ওকে যে সমস্যাটার কথা বানিয়ে বলব সেটা যেন সাধারণই হয়। এটা তো আরও ভালো হবে যদি ভ্যাম্পায়ার বা ওয়্যারউলফ এর ঝামেলায় না গিয়ে নিরপেক্ষ কাউকে প্রসঙ্গে টেনে আনা যায়।

'মনে হয় আমার নিজের চরকায় তেল দেয়া উচিত।' বলতে বলতে এঞ্জেলা ঠিকানা নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়ল।

'না।' আমি বললাম। 'তুমি ঠিক ধরেছ। সত্যি আমি দুশ্চিতাগ্রস্ত। এটা... এটা এ্যাডওয়ার্ডকে নিয়ে।'

'কী হয়েছে বল তো?'

যখন সে এভাবে প্রশ্ন করে তখন ওর সাথে কথা বলা বেশ সহজ। আমি বলতে পারি, সে শুধু প্রচণ্ড কৌতুহলের কারণে বা জেসিকার মত গালগল্প রটাবে বলে এমন করে তা নয়, সে সত্যি সত্যি আমার দুঃখে দুঃখিত হয়।

'ওহ, সে আমার উপর ক্ষিপ্ত হয়ে আছে।'

'এটা তো কল্পনাও করা কঠিন।' সে বলল। 'তা ক্ষিপ্ত কী কারণে?'

বলতে গিয়ে আমি খানিকটা লজ্জা পেলাম। 'তোমার কী জ্যাকব ব্ল্যাকের কথা মনে আছে?'

'আহ,' সে মনে করতে পারল।

'হ্যাঁ। তার কথাই বলছি।'

'সে কী ঈর্ষান্বিত?'

'না। ঠিক ঈর্ষান্বিত নয়...' এটুকু বলে আমি বাধ্য হয়ে মুখ বন্ধ করলাম। অনেক বেশি বলে ফেলছি। আমি তো অন্য বিষয়ে কথা বলতে চাচ্ছিলাম। কেন যে ঘুরেফিরে এই প্রসঙ্গে আসছি। কথা ঘোরানোয় আমি আসলে তেমন ওস্তাদ নই। বললাম, 'এ্যাডওয়ার্ড ভাবে জ্যাকব একটা... আসলে ওর সম্বন্ধে খুব খারাপ ধারণা করছে বলে আমার মনে হচ্ছে। ও ভাবে জ্যাকব কিছুটা বিপজ্জনক। তাছাড়া জানোই তো এটা বাদেও গত কয় মাসে আমাকে কত সব অদ্ভুত সমস্যার মোকাবেলা করতে হয়েছে।'

আমি এঞ্জেলাকে হেয়ালি মেশানো কাঁধ ঝাঁকাতে দেখে খুব অবাক হলাম।

'কী?' আমি জিজ্ঞেস করলাম।

'বেলা, আমি অন্তত জানি জ্যাকব তোমাকে কী পরিমাণ দেখাশোনা করে। আমি বাজি ধরে বলতে পারি এখানে মূল ব্যাপারটা কাজ করছে ঈর্ষা।'

'কিন্তু জ্যাকবকে ঈর্ষা করবে কেন?'

'হয়তো তোমার কারণে।'

আমি ভ্রুকুটি করলাম। 'জ্যাকবকে বলেছি আমার কেমন খারাপ লাগছে। ওকে আমি সব খুলে বলেছি।'

'দেখ বেলা, এ্যাডওয়ার্ড তো একটা মানুষ, নাকি? আর দশটা সাধারণ ছেলে হলে যা করত সেও তাই করতে পারে।'

আমি চমকে উঠলাম। ওর কথার কোন উত্তর দিলাম না।

সে আমার হাতে হাত রাখল। 'ভেব না। সে ঠিকই এ ব্যাপারটায় উৎরে যাবে।'

'আমিও সেটা ভাবছি। জ্যাকব একটা কঠিন সময়ের মধ্য দিয়ে যাচ্ছে। আমাকে ওর প্রয়োজন হতে পারে।'

'তুমি আর জ্যাকব অনেক কাছের, তাই না?'

'একেবারে এক পরিবারের সদস্যের মত।'

'এবং এ্যাডওয়ার্ড ওকে পছন্দ করছে না... এটা আসলেই একটা কঠিন ব্যাপার। আমি ভাবছি বেন হলে কী করে যে সামাল দিত?' সে মুচকি হাসল।

আমি মৃদু হাসলাম। 'হতে পারে আর দশটা সাধারণ ছেলের মত।'

সে খিলখিল করে হেসে উঠল। 'হতে পারে।'

সে প্রসঙ্গ পরিবর্তন করল।

'আজকে আমি ডার্ম এসাইনমেন্ট পেয়েছি। ক্যাম্পাস থেকে অনেক দূরে।'

'বেন কী জানে সে কোথায় পড়েছে?'

'ক্যাম্পাস থেকে ওর ডার্মটা কাছেই আছে। ওর ভাগ্য খুবই ভালো। তোমারটার কী অবস্থা? কী সিদ্ধান্ত নিয়েছ, কোথায় যাবে-টাবে?'

আমি এক দৃষ্টিতে খামের দিকে তাকিয়ে রইলাম। আমার লেখা একেবেঁকে যাচ্ছে। এঞ্জেলা আর বেনের ইউনিভার্সিটির চিন্তা আমার সিয়াটলে এসে কয়েক মুহূর্তের জন্য থেমে গেল। তারপরও কী সেটা নিরাপদ থাকবে? সেই বন্য ভ্যাম্পায়ারটা কী আমার রক্ত পান করার জন্য সেখানে আসবে না? সেখানটাও কী যে কোন একদিন কাগজে হরর মুভির হেডলাইন হবে না?

আমি মাথা থেকে পুরো ব্যাপারটা ঝেড়ে ফেলতে গিয়ে বেশ দেরি করে ফেললাম। তারপরও বললাম, 'আলাস্কা? সত্যি কথা বলতে কি আমি আসলে এমন কোন জায়গায় যেতে চাচ্ছিলাম যেটা... উষ্ণ আর আরামদায়ক।'

আমি খামের দিকে তাকিয়ে মৃদু হাসলাম, 'হ্যাঁ। ফরকস আমার জীবনের দৃষ্টিভঙ্গিই পাল্টে দিয়েছে।'

'আর এ্যাডওয়ার্ড?'

ওর নামটা শুনে যদিও আমার পেটের ভেতর বুদবুদ ওঠা শুরু করে দিয়েছে তাও আমি উপেক্ষার দৃষ্টিতে ওর দিকে তাকালাম। 'এ্যাডওয়ার্ডের জন্য এ্যালাস্কা খুব একটা ঠাণ্ডা জায়গা নয়।'

সেও আমাকে পাল্টা ভ্রুকুটি ফিরিয়ে দিল। 'অবশ্যই না।' বলেই সে লজ্জা পেয়ে গেল। 'দূরত্ব এখন অনেক বেশি। তুমি চাইলেও ঘনঘন আসতে পারবে না। ওহ্, তোমাকে তখন খুবই মিস করব। তুমি আমাকে ই-মেইল করবে তো?'

একটা দুঃখের ঢেউ আমার ওপর আছড়ে পড়ল। নাহ্! এঞ্জেলার সাথে দেখা করে ভুল হল মনে হচ্ছে। শেষ মুহূর্তে এমন দুঃখের স্মৃতি কেমন করে সহ্য করি? এলোমেলো চিন্তা আমার মাথা ভেতর ঘুরপাক খেতে লাগল।

যাই হোক, বাদ দিই। আজ চিন্তা করার মত আরও কিছু আছে।

আমি ওকে স্ট্যাম্প লাগাতে সাহায্য করলাম। অবশ্য বেরুনোর চিন্তাটাও মাথায় একবার খেলতে লাগল।

নিচের সিঁড়ি ঘরে দরজা খুলে যাওয়ার শব্দ শুনতে পেলাম, আমরা দুজনেই চোখ তুলে তাকালাম।

'আঞ্জু?' বেনের ডাক ভেসে আসল।

আমি আড়ষ্ট ঠোঁট নিয়ে হাসার চেষ্টা করলাম। 'মনে হয় এবার আমাকে উঠতে হবে।'

'জ্বি না। তোমার কোথাও যাওয়া হবে না। ও যদি আমাকে মুভি দেখতে আসার পুরো ব্যাপারটা বিতং করে বলে তাও।'

'বাবা চিন্তা করবে, ভাবতে কোথায় না কোথায় ঘুরে বেড়াচ্ছি।'

'আমাকে সাহায্য করার জন্য অনেক ধন্যবাদ, বেলা।'

'কী যে বল। এতে আমার সময়টাও ভাল কেটেছে। এরকম কাজ মাঝে মধ্যে করা উচিত। সত্যি কথা বলতে কী, মেয়েদের নিজস্ব কিছু সময় একেবারে নিজের মত করে ব্যয় করা উচিত।'

'একবারে ঠিক কথা বলেছ।'

বেডরুমের দরজা খুলে যাওয়ার শব্দ হল।

'ভেতরে আস বেন।' এঞ্জেলা বলল।

আমি উঠে দাঁড়ালাম।

'হেই বেলা! তুমি দেখি বেশ খাটাখাটনি করেছ।' এঞ্জেলার পাশে বসতে বসতে বেন বলল। অবাক চোখে সে আমাদের করে রাখা কাজ দেখতে থাকল। 'বাহ। চমৎকার করে কাজ সেরে রেখেছ। আমার মনে হয়...' হঠাৎ করে ওর আসল কথা মনে

পড়ে গেল। 'আঞ্জু, তুমি কল্পনাও করতে পারবে না কী অসাধারণ জিনিস তুমি মিস করেছ! অদ্ভুত সুন্দর হয়েছে। শেষের মারপিটের দৃশ্যে কী যে শ্বাসরুদ্ধকর অবস্থা... অসাধারণ কোরিওগ্রাফি, অবিশ্বাস্য! এক লোক– যাই হোক, তোমরা একবার দেখলেই বুঝতে পারবে আমি কীসের কথা বলছি।'

এঞ্জেলা আমার দিকে তাকিয়ে কৌতুকের ভঙ্গিতে চোখ মটকাল।

'ঠিক আছে। স্কুলে দেখা হবে।' নার্ভাস হাসি হেসে আমি বললাম।

সেও লজ্জা পাওয়া কণ্ঠে বলল, 'দেখা হবে।'

আমি ট্রাক নিয়ে প্রায় লাফিয়ে বের হয়ে এলাম। রাস্তা ভীষণ ফাঁকা ছিল। পুরো রাস্তা আমি আতঙ্ক নিয়ে আয়নার দিকে তাকাতে লাগলাম। কিন্তু সিলভার রঙের গাড়িটার কোন নিশানাই দেখতে পেলাম না।

এক সময় আমি বাড়ি পৌঁছে গেলাম। সেখানেও কোন সিলভার রঙের গাড়ি অপেক্ষা করে ছিল না।

'বেলা?' আমি দরজা খুলে ভেতরে ঢোকার সময় বাবা ডেকে উঠলেন।

'হেই বাবা?'

বাবাকে আমি বসার ঘরে টিভির সামনেই দেখতে পেলাম।

'তা দিন কেমন কাটালে?'

'চমৎকার।' আমি বললাম। বিলির কাছ থেকে হয়তো বাবা এতক্ষণে সব শুনেছেন– তাও বোধহয় আমার বলা উচিত। হয়তো এতে বাবা খুশিই হবে। 'তারা চায় না আমি কাজ করি। তাই আমি ঠিক করেছি লা পুশে যাব।'

বাবার মুখে বিস্ময়ের কোন চিহ্ন দেখতে পেলাম না। বাবা বোধহয় এতক্ষণে সব শুনে ফেলেছেন।

'জ্যাকব কেমন আছে?' কথাটা জিজ্ঞেস করার সময় বাবার কণ্ঠস্বরটা কেমন বদলে গেল।

'ভাল।' আমি বেশ সাধারণভাবেই বললাম।

'তুমি কী ওয়েবারদের ওখানে গিয়েছিলে?'

'আর বলো না বাবা। উনার ঠিকানাই তো এতক্ষণ খামে সেটে আসলাম।'

'ভাল করেছ।' বাবা বেশ চওড়া করে হাসলেন। হঠাৎ টিভির দিকে তাকিয়ে সটান হয়ে গেলেন, এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলেন। খেলা শুরু হয়ে গেছে। 'আমি খুব খুশি হয়েছি যে তুমি তোমার বন্ধুর সাথে আজ চমৎকার সময় কাটিয়েছ।'

'আমিও।'

আমি ব্যস্তভাবে রান্নাঘরের দিকে গেলাম। দুঃখজনক হলেও সত্যি আজ বাবা নিজেই লাঞ্চ পরিষ্কার করেছেন। মেঝের উপর পড়া সুর্যের আলোর দিকে তাকিয়ে থেকে আমি কয়েক মিনিট দাঁড়িয়ে রইলাম। আমি সবসময়ই বলি দেরি করব না। তারপরও কেন যে দেরি হয়ে যায়।

'বাবা আমি পড়তে যাচ্ছি।' সিঁড়ি দিয়ে নেমে যেতে যেতে আমি বলে উঠলাম।

'দেখা হবে সোনা।' বাবা পেছন থেকে বলে উঠলেন।

আমি আমার রুমের দিকে না তাকিয়েই সাবধানে বেডরুমের দরজাটা বন্ধ

করলাম।

এ্যাডওয়ার্ড ঘরেই ছিল। আমার সামনের দিকের দেয়ালে হেলান দিয়ে ও দাঁড়িয়ে ছিল। খোলা জানালার পাশে ওর ছায়া পড়েছে। খেয়াল করলাম ওর মুখটা কেমন যেন কঠিন হয়ে আছে। ভাষাহীন হয়ে ও আমার দিকে তাকিয়ে রইল।

আমি ভয়ে এতটুকু হয়ে গেলাম। ভাবলাম নিশ্চয় এখন কথার ফুলঝুরি ছুটবে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত সেটা ঘটল না। সে ফোঁস ফোঁস করে নিঃশ্বাস ফেলতে লাগল। বোধ হয় রাগ কমাবার চেষ্টা।

'হেই!' শেষ পর্যন্ত না বলে পারলাম না।

ওর কঠিন মুখ অপরিবর্তিত থাকল। আমি মনে মনে প্রমোদ গুনলাম।

'আসলে.. আমি... আচ্ছা, আমি জীবিতই তো আছি, তাই না?'

ও বুকের উঠানামাটা সামান্য কমলেও চেহারায় কোন পরিবর্তন আসেনি।

'আমার কোন ক্ষতিই হয়নি।'

সে সামান্য সরে দাঁড়াল। চোখ বন্ধ করে ডান দিয়ে নাকের ডগা ঘষল।

'দেখ, বেলা।' সে ফিসফিসিয়ে বলল। 'তোমার কী কোন ধারণা আছে যে আমি আজ কীভাবে সীমানা অতিক্রম করেছি। শুধু তোমার কারণে চুক্তি ভঙ্গ করার উপক্রম করে কীভাবে এ পর্যন্ত এসেছি। তুমি কী এর মানেটা বুঝতে পারছ?'

আমার নিঃশ্বাস আটকে যাওয়ার উপক্রম হল। ওর ধীরে ধীরে খুলে গেল। সে চোখ রাতের মতই শীতল আর নিশ্চল।

'না, তুমি তা কখনই করতে পার না!' আমি ভীষণ জোরে চিৎকার করে উঠলাম। বাবা যেন শুনতে না পায় সে জন্য গলার স্বরকে যথেষ্ট নিচু রাখার চেষ্টা করছিলাম। কিন্তু চিৎকার করে বলা ছাড়া আমার আর কোন উপায় ছিল না। 'এ্যাডওয়ার্ড, ওরা চাইবে যে কোনভাবে হোক যুদ্ধ করার জন্য কোন একটা ছুতো। ওরা এটাই পছন্দ করে। কিন্তু তাই বলে তুমি নিয়ম তো ভাঙতে পার না!'

'হতে পারে। কেবল একজনই বোধহয় আছে যে এ যুদ্ধ উপভোগ করতে চায় না।'

'এমনভাবে বলছ যেন তুমিই তা চাও না?' আমি ফুসে উঠে বললাম। 'তুমিই এই চুক্তির শুরু করেছ— তুমিই এটা ধরে রাখবে।'

'যদি সে তোমাকে আঘাত—'

'থামো!' আমি ওর মুখ বন্ধ করলাম। 'এ ব্যাপারে চিন্তা না করলেও চলবে। জ্যাকব এতটা বিপজ্জনক নয়।'

'বেলা। কোনটা বিপজ্জনক আর কোনটা বিপজ্জনক নয় সেটা বিচারের ক্ষমতা যে তোমার আছে সে সম্পর্কে তুমি কিভাবে নিশ্চিত হলে?'

'আমি এমনিতেই এটা জানি। তোমাকে নিয়ে আমার যেমন চিন্তার কোন কারণ নেই, ঠিক তেমনি জ্যাকবকে নিয়েও আমার চিন্তার কোন কারণ নেই।'

সে রাগে দাঁত কিড়মিড় করতে লাগল। ওর মুষ্ঠিবদ্ধ হাত অন্যহাতের তালু ঘষতে লাগল। দেয়াল ছেড়ে অস্থিরভাবে পায়চারী করতে লাগল ঘরময়।

আমি একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে ওর দিকে এগিয়ে গেলাম। যখন ওকে দুহাতে

আলিঙ্গন করলাম ও একটু নড়াচড়াও করল না।

শেষ বিকেলের পড়ন্ত রোদ ওর গায়ে এসে পড়েছে। তাও ওর শরীর বরফের মত হিম শীতল। ওর চোখে দৃষ্টিও সে রকম শীতল।

'বলছি তো আমি দুঃখিত... তোমাকে এভাবে দুঃশ্চিন্তায় রাখার জন্য।' আমি বিড়বিড় করে বললাম।

এবার সে খানিকটা লজ্জা পেয়ে গেল। নিজেকে আরেকটু সহজ করার চেষ্টা করতে লাগল। আমার কোমর আলতো করে জড়িয়ে ধরল।

'দুঃশ্চিন্তা হচ্ছে বোধগম্যতার একটা বিষয়, যেটা তোমার ক্ষেত্রে কিঞ্চিত কম।' সে ফিসফিসিয়ে বলল। 'আজ সারাদিন অনেকটা সময় একা কেটেছে।'

'আমার কী দোষ। তুমি তো আমাকে আগে থেকে জানিয়ে রাখনি যে এত তাড়াতাড়ি ফিরবে।' আমি ওকে মনে করিয়ে দিলাম। 'আমি উল্টো ভেবেছিলাম তুমি অনেক সময় ধরে শিকার করবে।'

আমি ওর চোখের দিকে তাকালাম। ওর দৃষ্টিতে আত্মরক্ষার ছায়া। এত গভীর কেন ওই চোখ জোড়া!

সে বলল, 'এলিস তোমাকে দেখল, তুমি জ্যাকবের ওখানে— যাই হোক, আমি তখনই ফিরে আসার সিদ্ধান্ত নিলাম।'

'তুমি এটা কেন করলে? তাহলে তো এখনই তোমার ফিরে যাওয়া উচিত।' আমি রেগে গেলাম।

'না না। একটু অপেক্ষা করলে তেমন বিশেষ কোন ক্ষতি হবে না।'

'এরকম অদ্ভুত একটা কাণ্ড তুমি করতে পারলে? আমি জানি যে এলিস জ্যাকবকে দেখতে পারে না, চায় না যে আমি জ্যাকবের সাথে এক মুহূর্তও সময় কাটাই। কিন্তু তুমি? তুমি তো জানো—'

'না। আমার কোন কিছুই জানার দরকার নেই।' সে আমাকে বাঁধা দিল। 'আর তুমি কিভাবে আশা কর যে আমি তোমাকে যেতে—'

'অবশ্যই যাব।' আমি ওকে বাঁধা দিলাম। 'এটাই আমি চাই।'

'এটা আর কখনই ঘটতে দেব না।'

'এবার ঠিক আছে। আমিও তাই চাই। আর তুমিও পরের বার আর খুব বেশি প্রতিক্রিয়া দেখাবার সুযোগ পাবে না।'

'তাই বুঝি! পরের বার বলে কোন ব্যাপার থাকলে তো?'

'আমি বুঝতে পারি কখন তোমার বেরুনো কিংবা উচিত না। তুমি তো মনে হচ্ছে আমাকে পাত্তাই দাও না।'

'পুরো ব্যাপারটা তুমি গুলিয়ে ফেলছ। আমি কেন আমার নিজের জীবন ঝুকির পথে নিয়ে যাব।'

'আমিও চাই না তুমি তাই কর।'

'ওয়ারউলফ মানে হচ্ছে ঝুকি।'

'আমি এতে একমত হতে পারলাম না।'

'আমি ওয়্যারউলফদের অবহেলা করছি তুমি এটা ভাবছ কেন, বেলা?'

'আমিও তাদের তা করতে চাইনা।'

ওর হাত আবার মুষ্টিবদ্ধ হয়ে গেল। আমার পিঠের ওপর ওর হাত থাকায় আমি তা স্পষ্ট বুঝতে পারলাম।

কয়েকটা কথা আমার অনিচ্ছা স্বত্ত্বেও মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেল। 'তুমি কী এসব কথা বলছ শুধুই আমার নিরাপত্তার স্বার্থে?'

'কী বলতে চাচ্ছ তুমি?'

'তুমি কী আসলে...' যদিও এঞ্জেলার থিওরি এখন পানসে মনে হচ্ছে তাও আমি ওর চিন্তা-ভাবনায় ভর করে বলে ফেললাম, 'আমি আসলে বোঝাতে চাচ্ছি তুমি কী ওর উপর হিংসা বোধ করছ কিনা? বল তো?'

ওর ভ্রু নেচে উঠল। 'আমি কী তাই করি?'

'সিরিয়াসলি জানতে চাচ্ছি।'

'সত্যি বলছি— এমন হাসির কথা আমি জীবনেও শুনিনি।'

আমি সন্দিহান চোখে ভ্রু নাচালাম, 'অথবা... এমন কিছু কী... যে ভ্যাম্পায়াররা আর ওয়্যারউলফরা জন্ম থেকেই এমন ননসেন্স। তাদের শরীরেই আজন্ম টেস্টোরেনে ভর্তি—'

ওর চোখ বিস্ফোরিত হয়ে গেল। 'এই অস্থিরতা শুধু তোমার জন্য। এসব আমি মেনে নিতে পারি শুধু তোমার নিরাপত্তার জন্য।'

ওর চোখের কালো আগুন আমাকে দ্বিধায় ফেলে দিল।

'ঠিক আছে।' আমার কেমন যেন লজ্জা লজ্জা লাগল। 'আমি সেটা বিশ্বাস করলাম। কিন্তু আমাকে আরও কিছু জানতে হবে— এই শত্রুতা কোত্থেকে আসে? আমি বাদ। মনে কর আমার এখানে কোন অস্তিত্বই নেই। আচ্ছা মনে কর আমি নিরপেক্ষ দেশ। আমি সুইজারল্যান্ড। জ্যাকব হচ্ছে পরিবার। আর তুমি.. বেশ, মনে কর তুমি আমার প্রেমিক নও। আমার ভালবাসার অস্বিত্ব। আমি পাত্তাই দিচ্ছি না কে ভ্যাম্পায়ার কে ওয়্যারউলফ। এখন এঞ্জেলা যদি এর কোন একটায় রুপান্তরিত হয় সে সহজেই পার্টিতে অংশগ্রহণ করতে পারে।'

সে আমার দিকে চোখ সরু করে নীরবে তাকিয়ে থাকল।

'সুইজারল্যান্ড।' আমি আবার বললাম।

সে আমার দিকে তাকিয়ে ভ্রুকুটি করল। 'বেলা...' সে কিছু একটা বলতে যেয়েও বলল না।

'তারপর এখন?'

'বেশ... বিরুদ্ধে যেও না। তোমার কেমন যেন ছোক ছোক করা স্বভাব।' সে বলল আমাকে। বলতে বলতেই সে ধূর্তের হাসি হাসল। আমি বুঝে নিলাম ঝগড়াঝাটি এখনকার মত সমাপ্ত।

এ্যাডওয়ার্ডকে ওর অর্ধ সমাপ্ত শিকার পর্বের ইতি টানতে হবে। যে কারণে ওকে জেসপার, এমেট আর কার্লিসলের সাথে শুক্রবার রাতে বেরুতে হবে। দক্ষিণ ক্যালিফোর্নিয়ার পাহাড়ী সিংহের মোকাবেলা করতে।

যদিও ওয়্যারউলফ এর ব্যাপারে ওর আর আমার মধ্যে কোন মিমাংসা হয়নি।

তারপরও জ্যাকবকে ডাকতে আমি কোন ধরনের কুণ্ঠা বোধ করব না।

তাই বুধবারের মধ্যে আমি আমার সমস্ত কাজ শেষ করে ফেললাম। এলিসদের ওখানে গেলাম। এ্যাডওয়ার্ড এর ভলভোতে ও ছিল। আর প্যাসেঞ্জার সিটের দরজাটাও ছিল খোলা।

'হেই এলিস!' ভেতরে ঢুকতে ঢুকতে আমি বললাম। 'তোমার ভাই কোথায়?'

গাড়িতে উচ্চ স্বরে গান বাঁজছিল। সে গানের সুরে সুর মিলিয়ে গাইছিল। মিউজিকের তালে তালে স্বর উঁচু থেকে আরও উচ্চতর হতে লাগল। আমার প্রশ্নটাকে ও পাত্তাই দিল না। বরং আমার দিকে তাকিয়ে মাথা নেড়ে দুলে দুলে গাইতে লাগল।

দরজা বন্ধ করে আমি দু হাতে আমার কান চাপা দিলাম। ও এটা খেয়াল করে সাউন্ড সামান্য কমালো।

'হচ্ছেটা কী?' আমি জিজ্ঞেস করলাম। 'তোমার ভাই কোথায়?'

সে শ্রাগের ভঙ্গি করল। 'অনেক আগেই বেরিয়ে গেছে।'

'ওহ।' আমি যতটুকু সম্ভব আমার দীর্ঘশ্বাসকে লুকোনোর চেষ্টা করলাম। সে আগে আগে বের হয়েছে, তার মানে সে আগেই ফিরে আসবে। আমি বার বার এ কথাটা স্মরণ রাখতে চাইলাম।

'সব ছেলেরা চলে গেছে। এবার আমরা চুটিয়ে পার্টি দিতে পারব।' সে সুরে সুরে জোর গলায় বলে উঠল।

'চুটিয়ে পার্টি?' আমি কথা পুনরুচ্চারণ করতেই সব বুঝতে পারলাম।

'তুমি উত্তেজনা বোধ করছ না?' সে চিৎকার করে বলল।

আমি ওর দিকে দীর্ঘক্ষণ তাকিয়ে থাকলাম।

'তুমি আমাকে কিডন্যাপ করতে চাচ্ছ, তাই না?'

সে মাথা নেড়ে হাসতে লাগল। 'শনিবার পর্যন্ত, এসমে তোমার বাবাকে এ ব্যপারে খুলে বলবে। তুমি আমার সাথে দুরাত থাকবে। আর আমি তোমাকে কালই স্কুল থেকে তুলে নেব।'

আমি জানালার বাইরে মুখ বাড়িয়ে দিলাম। কনকনে শীতের হাওয়ায় আমার দাঁত কপাটি লেগে যাওয়ার উপক্রম হল।

'স্যরি।' এলিস বলল।

'সে এরই মধ্যে আমাকে একটা জিনিস দিয়েছে।'

'কী?'

'একটা পোর্শে। ইতালি থেকে যেটা এনেছিলাম একেবারে সেটার মতন।' লাজরাঙা গলায় জানাল সে। 'আমি অবশ্য ফরকস এর রাস্তায় চালিয়ে দেখিনি। জানি না এখান থেকে লস এ্যাঞ্জেলস পর্যন্ত যেতে কত সময় লাগবে— কিন্তু বাজি ধরে বলতে পারি, মাঝরাতের আগেই আমরা এ জায়গায় ফেরত আসতে পারব।'

আমি একটা গভীর নিঃশ্বাস নিলাম। 'মনে হয় আমি পাস করে যেতে পারব।'

আমরা দ্রুতগতিতে এলিসদের গ্যারেজের দিকে চললাম। অনেকগুলো গাড়িই সেখানে ছিল। এমেটের জীপটা দেখতে পেলাম। তার পাশে একটা ক্যানারি পাখির

গায়ের রঙের মত হলদেটে একটা পোর্শে, এটা রোসালির লাল রঙা কনভার্টাইবল এর পাশেই ছিল।

এলিস ওর চুল আঙুল বুলাতে বুলাতে বলল। 'সুন্দর, তাই না?'

'সবচেয়ে সুন্দর।' আমি বললাম। 'সে এটা তোমাকে দুদিনের জন্য দিয়ে গেছে এ কারণে যে আমার সুবিধার জন্য?'

এলিস এ কথা শুনে মুখ গোমড়া করে রাখল।

এক সেকেন্ডের মাথায় আমি আসল ব্যাপারটা বুঝতে পারলাম। 'সে যতবার যাবে ততবার আমার জন্য এই ব্যবস্থা?'

সে এবারও মাথা নাড়ল।

আমি দরজা ঠেলে ঘরে ঢুকলাম। এলিস আমার সাথে রুমে ঢুকে ঘুরে ঘুরে নাচতে লাগল।

'এলিস, তুমি কী মনে কর না এটা অনেকটা নিয়ন্ত্রণের আর খানিকটা জোর জবরদস্তির একটা ব্যাপার?'

'ঠিক তা না।' সে নাক কুঁচকে বলল। 'তোমার আসলে অভিজ্ঞতা হয়নি তো তাই এমন কথা বলছ। তুমি ধারণায়ও আনতে পারছ না একটা ইয়াং ওয়্যারউলফ কেমন বিপজ্জনক হয়। বিশেষত যখন ওদের চোখে দেখতে পাই না। এ্যাডওয়ার্ডের এটা জানার কোন উপায় থাকে না যে তুমি নিরাপদে আছ নাকি নেই? আর তোমারও এমন ঝুকি নিয়ে চলা উচিত নয়।'

আমার গলার স্বরটা খানিকটা কর্কশ শোনাল। 'হ্যাঁ। কারণ একটা ভ্যাম্পায়ার পার্টি হচ্ছে নিরাপত্তার ডিপো।'

এলিস শব্দ করে হেসে উঠল। 'আমি তোমাকে এ ব্যাপারে সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম নিশ্চয়তা দেব।'

সে কথা দিল।

আমার ইচ্ছার বিরুদ্ধে সব ঘটলেও কোন কিছু মন্দ ঘটছিল না। এসমে সেই পোর্ট এঞ্জলেস থেকে ইতালিয়ান ফুড কিনে আনল। চমৎকার হয়েছিল। এলিস আমার পছন্দের সব ছবি রেডী করতে লাগল। এমনকি রোসালিও সেখানে ছিল। সে চুপচাপ ছবি দেখল।

'তুমি কতক্ষণ পর্যন্ত জেগে থাকবে?'

'জাগব না। জানোই তো। কাল আমাদের স্কুল আছ।'

'আজ তাহলে আমি কোথায় ঘুমাব?' সোফার আয়তন মাপতে মাপতে আমি জিজ্ঞেস করলাম।

'তোমাকে এ্যাডওয়ার্ডের রুমে নিয়ে যাব। তুমি সেখানে ঘুমাবে।' এলিস বলল।

আমি লজ্জা পেলাম। এ্যাডওয়ার্ডের রুমে কালো চামড়ার সোফাটা আমার আয়তন মতই ছিল। সোনালী রঙের কার্পেটটা পুরু আর চমৎকার।

'আমি আমাদের বাসা থেকে আমার কিছু জিনিসপত্র নিয়ে আসতে পারি?'

সে নাকি টাইপের শব্দ করল। 'এখানেই সবকিছু পাবে।'

'আমি কী তাহলে তোমার ফোন ব্যবহার করার অনুমতি পাচ্ছি?'

'তোমার বাবা জানে তুমি কোথায় আছ।'

'আমি আসলে বাবাকে ফোন করব না। কয়েকটা প্লান ছিল সেগুলো ক্যানসেল করব।'

'ওহ।' সে মাথা নাড়ল। 'আমি এটার নিশ্চয়তা দিতে পারছি না।'

'এলিস!' আমি জোরে শব্দ করে বললাম। 'বলছ কী?'

'ঠিক আছে, ঠিক আছে।' রুম ঠিকঠাক করতে করতে সে বলল। এক মুহূর্তের জন্য সে বাইরে গেল, ফিরে এল একটা সেল ফোন হাতে। 'এ্যাডওয়ার্ড কিন্তু এটার অনুমোদন দিত না...' সে আনমনা হয়ে বলল।

এলিস চলে গেল। আমি জ্যাকবের নাম্বারে ডায়াল করলাম। আশা করছি সে বন্ধুবান্ধবদের নিয়ে বাইরে রাত কাটাচ্ছে না। ভাগ্য আমার ভালই বলতে হবে। রিং হওয়া মাত্র সে ধরল।

'হ্যাঁলো?'

'হেই জ্যাক, আমি।' এলিস দূর থেকে আমার দিকে অনুভূতিশূন্যহীন হয়ে তাকিয়ে থাকল। তারপর সে সোফায় বসে থাকা রোসালি আর এমেটের দিকে চলে গেল।

'হেই বেলা।' জ্যাকব বলল। 'কী হল?'

'মন্দ কিছু নয়। আমি শনিবারে আসতে পারব না।'

এক মিনিট নীরবতায় কেটে গেল। 'স্টুপিড রক্তচোষা।' শেষ পর্যন্ত সে বিড়বিড় করে বলে ফেলল। 'আমি ভেবেছিলাম ও চলে গেছে। আচ্ছা, ও চলে গেলে তুমি নিজের মত জীবন যাপন করতে পার না? নাকি সে তোমাকে যাওয়ার সময় কফিনে আটকে রেখে যায়?'

আমি ওর কথা শুনে হেসে ফেললাম।

'আমি মনে করি না আমি কোন হাসির কথা বলছি।'

'শোন শোন, সে শনিবারের মধ্যে এখানে ফিরে আসবে। তখন তো আর কোন বাঁধাই থাকবে না।'

'তারপর সে ফরকস এ ঘোড়ার ঘাস কাটবে তাই তো?'

'তা হবে কেন?' আমি এটাও চাইব না যে সে আমার প্রতি যেন অসন্তুষ্ট হয়। তাছাড়া সে তাড়াতাড়ি বের হয়ে গেছে তার মানে সে তাড়াতাড়িই ফিরে আসবে।'

'ওহ। তাহলে তো ভালই। হেই। তখন তো আসবে নাকি?' সে বেশ উৎসাহ নিয়ে বলল।

বেশ কিছুক্ষণ নীরবতায় কেটে গেল। তারপর সে বলল, 'শোন, আমি তোমাকে নিয়ে আসছি। সত্যি বলছি আমি সিরিয়াস।'

'এমন করছ কেন? এরা তো আমার নিরাপত্তার জন্যই সর্বোচ্চ চেষ্টা করছে।'

ফোনে ঘোৎ ঘোৎ টাইপের একটা শব্দ শুনতে পেলাম।

'আমি জানি এটা বোকামি হচ্ছে। কিন্তু তাদের হৃদয় বলেও তো একটা কথা আছে।'

'তাদের আবার হৃদয়!' আবারও ঘোৎ ঘোৎ।

'শনিবার আসতে না পারার জন্য আমি দুঃখিত।' আমি ক্ষমা চাইলাম। 'কিন্তু আমি কথা দিচ্ছি আমি তোমাকে নিয়মিত ফোন করব।'

'দেখা হবে তাহলে।'

এলিস ততক্ষণে আমার অনেক কাছে এসে পড়েছে। আমি ডায়াল করছিলাম যে নাম্বারটা সে ততক্ষণে সেটা দেখে ফেলেছে।

'আমি মনে করি না এখান থেকে যাওয়া কোন ফোন ও ধরবে।'

'তাহলে আমি ম্যাসেজ দেব।'

ফোন বেজে বেজে থেমে গেল, পরপর চারবার। বিপ বিপ টোন শোনা গেল শুধু। ফোনের ওপার থেকে কোন ধরনের সম্বোধনই আসল না।

একটু পরেই আমি লাফিয়ে উঠলাম। 'আমি পেরেছি। ম্যাসেজ গেছে।'

সে নাক সিটকাল। 'এটা ফোনের সমস্যা।'

'শোন আমি ঘুমাতে যাচ্ছি,' শুয়ে পড়তে পড়তে আমি ঘোষণা করলাম।

এ্যাডওয়ার্ডের রুমটা তৃতীয় তলার হলওয়ে ধরে আরও খানিকটা দূরে। খুব অপরিচিত ছাড়া এ ধরনের বাড়িতে রুমটা খুঁজে বের করা তেমন কষ্টসাধ্য নয়। কিন্তু যখনই আমি লাইট জ্বালালাম, আমি নিজেই দ্বিধায় পড়ে গেলাম। আমি কোন ভুল দরজার কাছে চলে এসেছি?

এলিস খিলখিল করে হেসে উঠল।

এটা এ্যাডওয়ার্ডে আগের রুমই। শুধুমাত্র কিছু জিনিসপত্র এদিক সেদিক করা হয়েছে। সোফাটা দক্ষিণ দিকের দেয়ালে যেখানে স্টেরিওটা আছে। আর তার পাশে বিশাল সিঁড়ির শেলফটা। খাটটাই বরং এখন সবার মাঝখানে।

উত্তরের কালো কাচের জানালায় সেটার প্রতিবিম্ব পড়েছে। সোনালী চাদরে বিছানাটা মোড়ানো। কালো লোহার লতানো কারুকাজে গোলাপ খাটটাকে আরও আকর্ষণীয় করে তুলেছে।

'সর্বনাশ! একি কাণ্ড?'

'কেন তুমি কী মনে করেছিলে আমার ভাই তোমাকে সোফায় ঘুমাতে দেবে?'

এলিস শব্দ করে হেসে উঠল। 'যাই হোক, আমি তোমাকে কিছু প্রাইভেসি দেব। সকালে দেখা হবে।'

দাঁত ব্রাশ করার পর আমি ঘুমানোর প্রস্তুতি নিলাম। আমি পালকের তুলতুলে নরম একটা বালিশ তুলে নিয়ে খাট থেকে সরে সোফার দিকে এলাম।

আমি জানি বোকার মত এ কাজ করছি। কিন্তু আমি কারো পরোয়া করি না। নতুন বর বউদের মত পোর্শে গাড়ি। রাজকীয় খাট এসব আমার সয় না। এতে কেবলই মনে হয় ভাল করে ঘুমাতে পারব না। আমি লাইটটা অফ করে গুটিসুটি মেরে সোফায় শুয়ে পড়লাম। বেশ কিছুক্ষণ কেটে গেল। ঘুম আসল না।

আমি জানালার দিকে উঠে গেলাম। কাচের গায়ে চোখ রাখতেই অদ্ভুত সুন্দর কিছু

দৃশ্য ফুটে উঠল। বাইরের পৃথিবীটা এই মুহূর্তে চাদের আলোয় মাখামাখি। জোছনা মাখা ছোট্ট নদীটাও নজরে এল।

হঠাৎ দরজার গায়ে টুকটুক আওয়াজ শুনতে পেলাম।

'কী হল এলিস?'

'এলিস না আমি।' রোজালি কোমল স্বরে বলল। জানালা ভেদ করে চাদের আলো খানিকটা তার মুখে পড়েছে।

'ভেতরে আসতে পারি?'

সাত

রোজালি প্রথমে দরজার কাছে দ্বিধান্বিত ছিল ।

'অবশ্যই!' বিস্মিত হয়ে আমি বললাম। 'এসো, ভেতরে এসো।'

আমার পেটের ভেতর গুড়গুড় করতে লাগল। আমি মনে মনে কারণ খুঁজে বের করার চেষ্টা করলাম, কেন সে আমার সাথে দেখা করতে আসবে। আমি কিছুই ভেবে পেলাম না।

'আমার সাথে কয়েক মিনিট কথা বললে কী তোমার কোন অসুবিধা হবে?'

'মনে হয় আমি অসময়ে এসে তোমাকে জাগিয়ে দিইনি, নাকি?' ও আমার অবিন্যস্ত সোফার দিকে তাকিয়ে বলল।

'না না। আমি জেগেই ছিলাম। আচ্ছা বল। আমরা কী যেন বলছিলাম?' আমি গলা পরিষ্কার করে নিলাম।

সে মৃদু হাসল।

'এ্যাডওয়ার্ড তোমাকে সাধারণত একা রাখতে চায় না।' সে বলল। 'আমি ভেবে দেখলাম এখনই তোমার সাথে দেখা করার সময়।'

আমি কী বলব ভেবে পাচ্ছিলাম না।

'প্লিজ, এটা ভেব না যে আমার খারাপ কোন উদ্দেশ্য আছে।' রোজালির কণ্ঠস্বরে লজ্জা। সে মাথা নিচু হয়ে কোমড়ে হাত রাখল। নিচের দিকে তাকিয়েই বলল, 'আমি জানি অতীতে তোমাকে একবার ভয়ানক রকমের কষ্ট দিয়েছিলাম। আমি নিশ্চয়ই সেরকম দ্বিতীয়বার করব না।'

'এগুলো নিয়ে অযথা চিন্তা করো না, রোজালি। আমি ঐদিনের ব্যাপারটা মনে রাখিনি। তাছাড়া অনুভূতিগুলো এত দুর্বল নয়। তুমি বলে ফেল কী বলবে। আমি অবশ্যই শুনবো।'

সে আবারও বিব্রতের হাসি হেসে ফেলল। 'আমি আসলে তোমাকে যেটা খুব করে বলতে চাই সেটা হচ্ছে তোমার অবশ্যই নমুনা হয়ে থাকা উচিত— তোমার জায়গায় আমি হলে আমিও তাই চাইতাম।'

'ওহ।'

আমার গলা শুনে ওহ একটু আহত হলো মনে হয়।

'এ্যাডওয়ার্ড কী তোমাকে এসবকিছু বলেছিল?' সে জিজ্ঞেস করল।

আমি আলতো করে মাথা নাড়লাম। 'সে আমাকে বরং বলেছিল এ ব্যাপারটা তখনই ঘটবে যখন আমাকে বাঁচানোর আর কেউ থাকবে না। সে নিজেও চায় আমি ভ্যাম্পায়ার হই।' আমি স্মৃতি থেকে কথাগুলো বলছিলাম।

'সত্যিই কী এসব কথা তোমাকে বলেছিল?'

'হ্যাঁ।' আমি বললাম, যদি সন্দেহের দোলায় আমার কণ্ঠস্বর ফাঁকা ফাঁকা শোনাচ্ছিল। 'কেন আরও কিছু কি বাকি রয়ে গেছে শোনার?'

সে আমার দিকে তাকিয়ে হেসে ফেলল। বেশ কর্কশ এবং দীর্ঘস্থায়ী হাসি যা শুনে সত্যি আমি ভয় পেয়ে গিয়েছিলাম।

'হ্যাঁ।' সে বলল। 'আর কিছু আছে শোনার।'

আমি জানালার দিকে তাকিয়ে কিছুক্ষণ আর ওকে শান্ত হয়ে আসার সময় দিলাম।

'তুমি কী আমার গল্প শুনতে চাও বেলা? এ গল্পের কিন্তু কোন মধুর সমাপ্তি নেই— যেটা আমাদের ঘিরেই ঘটেছিল। যদি সত্যি মধুর সমাপ্তি থাকত তাহলে আমরা এতক্ষণ কবরে শায়িত থাকতাম।'

আমি ধীরে ধীরে মাথা নাড়লাম। ওর তীক্ষ্ন গলা শুনে আমি ভয় পেয়ে গেলাম।

'আমি তোমার চাইতেও ভিন্ন একটা জগতে বাস করি বেলা। আমি পৃথিবীর জগৎটা ছিল বেশ সাধাসিধে। সময়টা ছিল উনিশশো তেত্রিশ সাল। আমার বয়স তখন আঠার। আর আমি ছিলামও বেশ সুন্দরী। আমার... আমার জীবনটা ছিল একবারে আমার নিজের মত।'

সে জানালার কাঁচের মধ্য দিয়ে রুপালী মেঘের দিকে তাকাল। তার দৃষ্টি যেন বহুদূর হারিয়ে গেছে।

'আমার বাবা মা তেমন ধণী ছিলেন না। মধ্যবিত্ত। বাবার স্থায়ী একটা ব্যাংকের চাকরি ছিল। তিনি চাইতেন তার যত প্রতিপত্তি আসবে সব কঠিন পরিশ্রমের মাধ্যমে। কোন উপরি অর্জন নয়। ভাগ্যবলেও নয়। যদিও তার এই নীতির কারণে সংসারে অভাব অনটন লেগেই থাকত। আমিও যার শিকার।

'আমার মা ঘর দুয়ার দেখে রাখার কাজে ব্যস্ত ছিলেন। আর আমি আর আমার দুই ছোট ভাই ছিলাম ভবঘুরে টাইপের।

'আমি ছিলাম আমার মায়ের ভীষণ প্রিয়। সে বয়সেই আমি তা বুঝে গিয়েছিলাম। আমি সে জন্য সবসময় সচেষ্ট ছিলাম যেন আমার কৃতকর্মে তারা তৃপ্ত থাকে। আমাকে নিয়ে তাদের অনেক আশা ছিল যা ক্রমেই বাড়তে লাগল। তাদের সামাজিক আকাঙ্খা ছিল। কিছু সামাজিক চাহিদা ছিল। তাছাড়া আমার রূপ ছিল তাদের কাছে স্রষ্টা প্রদত্ত একটা উপহারের মতন। আমার কাজের চাইতে তারা আমার রূপেই বেশি কৃতিত্ব খুঁজে পেত।

'তারা হয়ত আমার কাজে তুষ্ট ছিলেন না, কিন্তু আমি ছিলাম। আমি এক ধরনের উত্তেজনা অনুভব করতাম যখন রাস্তায় বের হলে লোকে আমার দিকে মোহময়ী দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকত। আমি যখন বারো বছর বয়সে পড়লাম তখন আমার সমবয়সী বান্ধবীদের ঈর্ষার পাত্রে পরিণত হলাম। ওরা যখন আমার সুন্দর চুলে হাত রাখত

তখনও তারা হিংসেয় জ্বলে যেত। আমার মা কিন্তু এগুলো উপভোগ করতেন। গর্ব করতেন আমাকে নিয়ে। বাবা আমাকে আকর্ষণীয় সব পোষাক বানিয়ে দিতেন।

'আমি কিন্তু বুঝতে পারছিলাম এভাবে আমি ধীরে ধীরে জীবনের একদিকে সরে যাচ্ছিলাম। আমি যে আসলে কী চাচ্ছিলাম তাই আসলে বুঝতে পারছিলাম না। আমি চাইতাম ভালবাসতে, কারো ভালোবাসার পাত্রী হতে। আমি কল্পনায় ভাবতাম আমার বিয়ে হচ্ছে মঞ্চ সাজানো হয়েছে ফুলের প্রাচুর্যে। শহর ভেঙে লোক আমাকে দেখতে এসেছে। আমি বাবার হাত ধরে বিয়ের মঞ্চের দিকে এগিয়ে যাচ্ছি– লোকজন এত অবাক হয়ে আমার দিকে তাকিয়ে আছে যে এমন অপরূপ দৃশ্য তারা আগে কখনও দেখেনি। আমি যেন স্বপ্নের ভেলায় ভেসে বেড়াচ্ছিলাম, বেলা। আমি ছিলাম আসলেই একটা বোকা আর এলোমেলো– কিন্তু ছিলাম সন্তুষ্ট।' সে হেসে ফেলল, কল্পনার মেঘের ফুড়ে এইমাত্র বাস্তবে নেমে এল যেন।

"আমার বাবা মা" আমি যা যা জিনিস পেতে চাইতাম তা কখনও দিতে কার্পণ্য করতেন না। যে কারণে আমার আশা আরও উচ্চাশায় পরিণত হলো। আমি চাইতাম আমার বিশাল একটা বাড়ি থাকবে, চমৎকার সব আসবাবে সজ্জিত থাকবে, পুরো ঘর পরিষ্কার করার জন্য একজন আলাদা ক্লিনার থাকবে, চকচকে ঝকঝকে বিশাল রান্নাঘর– সেখানে রান্নার দ্বায়িত্বে থাকবে বিশেষ কুক। ওই যে বললাম না, আমি ছিলাম খানিকটা এলোমেলো। কচি বয়স আর অগভীর বুদ্ধিবৃত্তি। আমি এটাও বুঝতে পারতাম না কেন আমার এতসব দরকার।

'অবশ্য আমার কিছু কিছু চাওয়া ছিল যেগুলো আসলেই ছিল অর্থবহ। বিশেষত একটা ব্যাপার। আমি খুব কাছের একটা মেয়ে বান্ধবী ছিল- নাম ভেরা। সতের বছর বয়সেই ওর বিয়ে হয়ে গিয়েছিল। সে এমন একটা লোককে বিয়ে করেছিল যে সেটা হলে আমার মা বাবা তো আমার জন্য কল্পনাও করতে পারেনি। লোকটা ছিল একটা কার্পেন্টার। একবছর পর ভেরার একটা ছেলেও হল– চমৎকার কোকড়া চুলের পুতুলের মত দেখতে একটা পুতুল। সেই প্রথম আমি আমার জীবনে কাউকে হিংসে করলাম।'

সে আমার দিকে আচ্ছন্ন চোখে তাকাল। 'সেটা ছিল ভিন্ন একটা সময়। আমি ঠিক তোমার বয়সীই ছিলাম, কিন্তু আমি প্রস্তুত ছিলাম। আমি নিজের একটা ছোট বাচ্চার জন্য লালায়িত ছিলাম, আমার নিজস্ব একটা ঘরের চাহিদা অনুভব করছিলাম– মনে প্রাণে চাইতাম ভেরার হাসবেন্ডের মতই কেউ একজন আমাকে কাজ থেকে ফিরে এসে চুমু খাবে। আমার মনের ভিতরে ছিল সম্পূর্ণ অন্যরকম একটা সংসার।

আমার পক্ষে রোজালির নিজস্ব জগৎটা কল্পনা করা খুব কষ্টের ছিল। ওর মুখের গল্পটা আমার কাছে ইতিহাস শোনার মতই মনে হচ্ছিল। হঠাৎ আমি একটু শকড হলাম, এই ভেবে যে তুলনাটা কেন যেন এ্যাডওয়ার্ডের উঠতি বয়সের সাথে মিলে যাচ্ছে। আমি চমকে উঠে খানিকক্ষণ চুপ করে থাকলাম, রোজালিও কিছুক্ষণ নীরবতায় কাটাল।

রোজালি আমার দিকে তাকিয়ে লজ্জা পেয়ে হাসল। আমি শুনতে পেলাম যখন সে কথা বলে উঠল সে সময় ওর কণ্ঠটা সম্পূর্ণ অন্যরকম ছিল।

'সে সময় রোচেস্টারে একটাই মাত্র রাজকীয় পরিবার ছিল– রাজা, যথেষ্ট কঠিন

মনের অধিকারী। রচি রাজার ব্যাংকেই আমার বাবা চাকরি করত। উনার আরও অনেক ব্যবসাপাতি শহরময় ছড়িয়ে ছিল। তার ছেলে দ্বিতীয় রাজা রয়েস'— কথাটা উচ্চারণ করার সময় যেন তার ঠোঁট কেঁপে গেল— 'সেই প্রথমবারের মত আমাকে দেখল। সে বার আমাকে ব্যাংকে যেতে হয়েছিল। আমার মা ব্যাংকে বাবার খাবার দিতে ভুলে গিয়েছিলেন। আমি আমার সাদা জামাটি পড়ে আর চুলগুলো কোনমতে রোল করে বেধে খাবার নিয়ে ছুটে চললাম বাবার কাছে।' রোজালি বোকার মত হেসে উঠল।

'আমি তখনও জানতাম না রয়েস আমাকে অন্য চোখে দেখে। তখন সবাই আমাকে দেখত। কিন্তু সে রাতে প্রথম গোলাপ ফুল আমার কাছে এল। রাজসভার শেষে প্রতিরাতেই আমার জন্য বাকেট ভর্তি ফুল উপহার আসত। আমার রুম ভেসে যেন ফুলের বন্যায়। যে কারণে আমি রুম ছেড়ে বের হলেও আমার গায়ে ফুলের গন্ধ লেগে থাকত।

'রয়েস অনেক সুপুরুষ ছিল। সে বলত আমার চোখজোড়া নাকি ছিল ভায়োলেট ফুলের মত, আর চোখের পলক যেন গোলাপের পাঁপড়ি।

'আমার বাবা-মা ব্যাপারটা মেনে নিলেন— এটাই ছিল তাদের চাওয়া। আর আমার চাওয়াও ছিল রয়েসকে ঘিরে। যেন সে রূপকথার রাজপুত্র আমাকে রাজকুমারী বানাতে এসেছে। এটাই ছিল আমার একমাত্র চাওয়া। দুমাস ধরে আমাদের জানাশোনার আগেই আমরা আঙটি বদল করলাম।

'আমরা কেউই একা একা সময় কাটাই নি। রয়েস প্রায় আমাকে বলত ওর অনেক দায়িত্বপূর্ণ কাজ সারতে হয়। সে চাইত আমরা যখন একসাথে হাঁটব তখন লোকেরা আমাদের দিকে চেয়ে থাকবে, আমি ওর বাহু ধরে থাকব। অনেক পার্টি হবে, নাচগান হবে, চমৎকার পোষাকে সবাই সজ্জিত থাকবে। রাজাকে সম্মান দেয়ার জন্য সকল দরজা খোলা থাকবে। প্রত্যেকটি লাল গালিচা সম্মান দেয়ার জন্য মুখিয়ে থাকবে।

'এনগেজডমেন্ট হওয়ার পর বিয়ের জন্য তাড়া পড়ল। রাজকীয় বিয়ের জন্য পরিকল্পনা মাফিক সব এগোতে লাগল। আর সবই হতে লাগল আমারই পছন্দ মত। আমি ছিলাম পুরোপুরি সুখী একটা মেয়ে। এরপর আমি যখনই ভেরার দিকে তাকালাম তখন আমার আর হিংসে হত না। আমি কল্পনায় আমার সুখী জীবনের প্রতিচ্ছবি দেখতে পেতাম। রাজপ্রাসাদের লেনে আমার বাচ্চারা খেলা করছে। আমি ওদের আদর করছি।

রোজালি হঠাৎ থেমে গেল। দাঁতে দাঁত চাপল। আমিও যেন বড় রকমের একটা ধাক্কা খেলাম। এর পরের কাহিনী নিশ্চয় ভয়ঙ্কর কিছু। নিশ্চয় এর কোন মধুর সমাপ্তি নেই– যা সম্পর্কে রোজালি একটু আগেও বলছিল। কে জানে মানুষের জীবনে কখন কী ঘটে যায়?

'আমি সে সময় ভেরাদের ওখানে ছিলাম।' রোজালি ফিসফিসিয়ে বলল। ওর মুখ দেখাচ্ছিল মার্বেলের মত মসৃণ এবং কঠিন। 'ওর ছোট্ট ছেলে হেনরী ভীষণ আদরের হয়েছিল। সবে মাত্র বসতে শিখেছিল। আমি যখন ওদের বাসা থেকে বের হয়ে যাচ্ছিলাম, তখন ওর কোলে ওর ছেলে আর ওর পাশে ওর হাসবেন্ড। ওর হাসবেন্ডের একহাত ওর কোমড় জড়িয়ে ছিল।

'সে ভেরার চিবুকে একটা চুমু খেল যখন আমি তাকিয়ে ছিলাম না। কিন্তু ব্যাপারটা আমি খেয়াল করলাম। আমার ভীষণ মন খারাপ হল। যখন রয়েস আমাকে চুমু খায় সে চুমু তো এমন নয়– এমন মিষ্টি নয়...যাই হোক আমি কেন যেন বড়সড় একটা ধাক্কা খেলাম। রয়েস আমার প্রিন্স, আর কিছুদিন পর আমিও প্রিন্সেস হব।'

'তখন রাস্তায় অন্ধকার নেমে পড়েছিলাম। বাতিগুলোও জ্বলে উঠেছিল। আমি অবশ্য বুঝতে পারছিলাম না রাত কত?' রোজালি এতটাই ফিসফিসিয়ে বলছিল যে মাঝে মাঝে বেশ কিছু কথাই আমি শুনতে পাচ্ছিলাম না। 'তখন বেশ ঠাণ্ডাও পড়ছিল। এপ্রিলের শেষের দিকে তখন জাকিয়ে শীত পড়েছে। আবহাওয়ার অবস্থা দেখে সত্যি আমি ভয় পেয়ে গিয়েছিলাম, তাড়াতাড়ি বাসায় যাওয়ার তাড়া বোধ করলাম। সে রাতের কথা আমার স্পষ্ট মনে আছে। সে রাতের প্রত্যেকটি মুহূর্তের কথা আমার স্পষ্ট মনে আছে।

'সব আমি মনে করতে পারি কারণ সে সব স্মৃতি মনে করার সময় আমার সব সুখের স্মৃতি সম্পূর্ণ উবে যায়...

'আর মাত্র কয়েকটা বাড়ি পার হলেই আমার বাসায় পৌঁছে যেতাম। তখনই আমি তাদের আওয়াজ শুনতে পেলাম। একদল লোক ভাঙা স্ট্রিট ল্যাম্পের নিচে আড্ডা গেড়েছিল। উচ্চ স্বরে হাসছিল ওরা। মাতাল একেকটা। আমি মনে মনে আশা করছিলাম বাবা আমাকে উদ্ধার করে নিয়ে যাবে। কিন্তু সে আশা ছিল ক্ষীণ। হঠাৎ আমি শুনতে পেলাম কেউ আমার নাম ধরে ডেকে উঠল।

'রোজ!' লোকটা ডাকতেই বাকিরা সব বেয়াদপের মত হোঁ হোঁ করে হেসে উঠল।

'আমি প্রথমে বুঝতে পারিনি মাতালগুলো এমন দামী পোষাক পড়ে আছে কেন– পরে খেয়াল করলাম সে রয়েস, আর বাকিরা সব ওর বন্ধু এবং ধনী টাইপের লোক।

'এই যে এ আমার রোজ!' রয়েস চিৎকার করে ওদের সাথে হাসতে হাসতে বলল। 'তুমি বেশ দেরি করে ফেলেছ। ওফ! তুমি আজ আমাদের অনেক দেরি করিয়ে রেখেছ।'

'আমি এর আগে ওকে কখনও মাতাল হতে দেখিনি, কখনও না। কোন পার্টিতেও না্ সে আমাকে বলেছিল সে শ্যাম্পেনও পছন্দ করে না। আমি তখনও বুঝতে পারিনি সে শ্যাম্পেনের চেয়েও আরও কড়া কিছু পছন্দ করে।

'ওর তখন একটা বন্ধু ছিল– বন্ধুর বন্ধু। আটলান্টা থেকে এসেছিল।

'আমি তোমাকে কী বলেছিলাম জন' রয়েস চিৎকার করে আমার বাহু খামচে নিজের দিকে নিয়ে আসতে আসতে বলল। 'তোমাদের যত প্রেয়সী আছে তাদের চেয়ে কী এ সবচেয়ে সুন্দরী নয়?'

'জন নামের মাতালটা ওর কাল চুল পেছনে গুছাল। আমার দিকে তীক্ষ্ম দৃষ্টিতে তাকাল যেন সে কোন একটা ঘোড়া কেনার জন্য পছন্দ করছে।

'সুন্দরী কিনা তা তো বলা মুশকিল,' বলল সে 'ও তো পুরোপুরি পোশাকে আবৃত।'

'সবাই একথা শুনে হো হো করে হেসে উঠল।

'হঠাৎ রয়েস আমার কাঁধের ওপর থেকে আমার জ্যাকেটটা কেড়ে নিল। ওটা ছিল

তারই উপহার। সেটা সে রাস্তার উপর ছুড়ে দিল।

'রোজ! দেখাও তাকে তুমি দেখতে কেমন!' বলতে বলতে রয়েস আবারও হেসে উঠল। তারপর সে আমার টুপিটা খুলে ছুড়ে ফেলল। মাথার চুল খামচে ধরল। আমি ব্যথায় গুঙ্গিয়ে উঠলাম। ব্যথা... আর ব্যথা। আমি অবাক হয়ে গেলাম আমার ব্যথার শব্দও যেন সে উপভোগ করছে...'

রোজালি ঝট করে আমার দিকে তাকাল। সে বুঝি ভুলেই গিয়েছিল আমি এখানে আছি। কে জানে! আমার মুখও বোধহয় ওর মতই সাদা হয়ে গিয়েছিল। যে কারণে সে আমার হতবিহবল মুখের দিকে তাকিয়ে থাকল।

'ঠিক আছে। থামছি না। আমি বলছি।

'তারা আমাকে রাস্তার মধ্যেই ফেলে হাসতে হাসতে চলে গেল। তারা ভেবেছিল আমি মরে গেছি। তারা যেতে যেতে রয়েসকে টিজ করছিল যে তাকে আবার আরেকটা বিয়ে করার জন্য বউ খুঁজতে হবে। সে হাসতে হাসতে বলল, এজন্য আগে ধৈর্যের পরিচয় দিতে শিখেছে।

'আমি রাস্তায় শুয়ে শুয়ে মৃত্যুর জন্য অপেক্ষা করছিলাম। নিম্নাঙ্গে ভীষণ ব্যথা হচ্ছিল। আর ভীষণ ঠাণ্ডাও পড়ছিল। দেখলাম তুষারপাত শুরু হয়েছে। আমি অবাক হয়ে গেলাম— এখনও কেন আমি মরে যাচ্ছি না। আমি অধৈর্য হয়ে মৃত্যুর জন্য ছটফট করছিলাম যাতে করে ব্যথারও অবসান হয়। সময় কেটে যাচ্ছিল...

'কার্লিসল তখন আমাকে খুঁজে পেলেন। রক্তের গন্ধ পেয়ে তিনি আমাকে ভালভারে পরখ করলেন। তিনি আমাকে বাচানোর প্রাণপণ চেষ্টা করতে লাগলেন। আমি কখনোই ডা. কুলিন কিংবা তার স্ত্রীকে পছন্দ করতাম না। একে তো তাদের পরিবার সামাজিকভাবে স্বীকৃত ছিল না, আমি তাদের একবার কী দুইবার মাত্র দেখেছিলাম।

'আমি ভেবেছিলাম যখন সে আমাকে মাটি থেকে টেনে তুলল আমি মারা যাব। তিনি আমার সাথে দৌড়াতে লাগলেন। কারণ গতির কারণে। আমার মনে হলো আমরা উড়ছিলাম। আমি সেই ভয়ংকর ব্যথার কথা মনে করতে পারছিলাম যেটা বন্ধ হচ্ছিল না...

'তারপর আমি একটা উজ্জল রুমে গেলাম। সেটা বেশ উষ্ণ ছিল। আমি সেখানে পড়ে যাচ্ছিলাম কিন্তু আমি কৃতজ্ঞ যে ব্যথাটা কমে আসছিল। কিন্তু হঠাৎ করে তীক্ষ্ম ব্যথা আমাকে কেটে ফেলতে লাগল। আমার গলা, আমার কবজি, আমার পায়ের গোড়ালী। আমি চিৎকার দিয়ে উঠলাম। মনে করলাম সে আমাকে আরো বেশি ব্যথা দেয়ার জন্য নিয়ে যাচ্ছে। তারপর আগুন আমাকে পুড়িয়ে দিতে শুরু করল। আমি এখন আর কোন কিছুরই পরোয়া করি না। আমি তার কাছে অনুনয় করলাম আমাকে হত্যা করার জন্য। যখন এসমে এবং এ্যাডওয়ার্ড বাড়িতে ফিরে এলো, আমি তাদের কাছে অনুনয় করলাম আমাকে হত্যা করার জন্য। কার্লিসল আমার পাশে বসে ছিলেন। তিনি আমার হাত ধরেছিলেন এবং বললেন তিনি খুবই দুঃখিত। প্রতিজ্ঞা করলেন এটা শেষ হবে। তিনি আমাকে সবকিছু বললেন এবং আমি কিছুটা শুনেছিলাম। আমি তাকে বললাম সে কি এবং আমি হতে যাচ্ছি। আমি তাকে বিশ্বাস করলাম না। আমি প্রতিবার

চিৎকার করে উঠার পরে তিনি ক্ষমা চাচ্ছিলেন।

'এ্যাডওয়ার্ড সুখী ছিল না। আমি শুনতে পেলাম আমাকে নিয়ে তারা আলোচনা করছে। আমি মাঝে মাঝে চিৎকার দেয়া বন্ধ করে দিলাম। চিৎকার দিয়ে কোন লাভ নেই।

'তুমি কি চিন্তা করছ কার্লিসল?' এ্যাডওয়ার্ড বলল। 'রোসালি হল?' রোসালি এ্যাডওয়ার্ডের কণ্ঠস্বর নকল করল। 'সে যেভাবে আমার নাম বলছে তেমনটি আমি পছন্দ করি না। যেন আমার মধ্যে খারাপ কিছু ঘটেছে।

'আমি তাকে মরতে দিতে চাই না।' কার্লিসল শান্তস্বরে বললেন। 'এটা অনেক বেশি। অনেক ভয়ানক। অনেক বেশি অপচয়ের ব্যাপার।'

'আমি জানি।' এ্যাডওয়ার্ড বলল। আমি ভাবলাম সে সবকিছু এলোমেলো করে ফেলছে। তা আমাকে রাগিয়ে তুলল। আমি জানি না সে কি ঠিক তাই দেখছে যেটা কার্লিসল দেখতে পাচ্ছে।

'এটা অনেক বেশি অপচয়ের ব্যাপার। আমি তাকে যেতে দিতে পারি না।' কার্লিসল ফিসফিস করে বললেন।

'অবশ্যই তুমি তা পারো না।' এসমে সম্মত হলো।

'মানুষজন সবসময়েই মারা যায়।' এ্যাডওয়ার্ড কঠোর স্বরে তাকে মনে করিয়ে দিলেন। 'তুমি কি মনে করো না সে শুধু কিছুটা পরিচিতি যোগ্য যদিও? রাজা তার উপরের অনেক বেশি খোঁজাখুঁজি করবে। যদিও কেউ কোন বন্ধুকে সন্দেহ করবে না।' সে গুঙিয়ে উঠল।

'এটা আমাকে আনন্দিত করেছে যে তারা মনে হয় জানে রয়েস দোষী।

'আমি বুঝতে পারছিলাম না যে এটা পুরোপুরি চলে গেছে। আমি আরো শক্তিশালী হয়ে উঠছিলাম। আমি সে কারণে কথা বলার জন্য মনোযোগ সৃষ্টি করতে পারলাম। আমার আঙুলের ডগা থেকে ব্যথা চলে যেতে শুরু করেছে।

'আমরা তার সাথে কি করতে যাচ্ছি?' এ্যাডওয়ার্ড জিজ্ঞেস করল। বা আমার কাছে তেমনটি মনে হলো।

'কার্লিসল দীর্ঘশ্বাস নিল, 'সেটা তার বিষয় অবশ্যই। সে তার নিজের পথে চলে যেতে চাইতে পারে।'

'আমি বিশ্বাস করি সে সেটা বলেছিল সেটা আমাকে ভীত করার জন্য যথেষ্ট। আমি জানতাম আমার জীবন শেষ হতে চলেছে। আমার জন্য সেখানে কোন পিছুটান নেই। আমি একাকী এই চিন্তার উপর দাঁড়িয়ে থাকতে পারছিলাম না।

'ব্যথা শেষ পর্যন্ত শেষ হলো এবং তারা আমার কাছে আবার ব্যাখ্যা করা শুরু করল আমি কি ছিলাম। এইবার আমি বিশ্বাস করলাম। আমি তৃষ্ণার্ত হয়ে পড়লাম। আমার ত্বক কঠোর হয়ে গেল। আমি আমার লাল চোখ দেখতে পেলাম।

'প্রথমবার আমি যখন আয়নায় আমার প্রতিবিম্ব দেখতে পেলাম আমি অনেকটা ভাল বোধ করলাম। সেই রকম চোখ সত্বেও, আমি সবচেয়ে সুন্দরী মেয়ে আমি এর আগে যেমনটি দেখেনি।' সে নিজে নিজে কিছুক্ষণ হাসল। 'কিছু সময় লাগল আমি সৌন্দর্যের দোষ দেয়ার আগে। যা আমার নিকটে ঘটেছে। আমার জন্য অভিশাপটা

কি। আশা করছিলাম আমি করব... বেশ, খুব কুৎসিৎ নয়। কিন্তু স্বাভাবিক। ভেরার মতন। তো আমি এমন কাউকে বিয়ে করার অনুমিত পেতে পারি যে আমাকে ভালবাসে। সুন্দর সুন্দর বাচ্চা হবে। যেটা আমি সত্যিই চাইছি। এটা এখনও জিজ্ঞেস করার মত তেমন কিছু মনে হচ্ছে না।'

সে এক মুহূর্তের জন্য চিন্তিত হয়ে পড়ল। আমি বিস্মিত যদি সে আমার উপস্থিতি আবার ভুলে যায়। কিন্তু তারপর সে আমার দিকে তাকিয়ে হাসল। তার অভিব্যক্তি হঠাৎ করে বেশ জয়ের ভঙ্গি দেখা গেল।

'তুমি জানো, আমার রেকর্ড প্রায় কার্লিসলের মতই পরিষ্কার।' সে আমাকে বলল, 'এসমের চেয়ে ভাল। এ্যাডওয়ার্ডের চেয়ে হাজারগুণ ভাল। আমি কখনও মানুষের রক্তের স্বাদ নেইনি।'

আমার বিস্মিত দৃষ্টির দিকে তাকিয়ে সে আবার কথা শুরু করল।

'আমি পাঁচজন মানুষকে হত্যা করেছি।' সে আমাকে বলল, 'যদি তুমি সত্যিই তাদেরকে মানুষ বলে ডাক। কিন্তু আমি খুবই সতর্ক ছিলাম তাদের রক্ত যাতে বেরিয়ে না আসে। আমি জানতাম আমি সেটার লোভ সামলাতে পারব না। আমি তাদের কাউকে নিজের জন্য হত্যা করিনি, তুমি দেখেছো।

'আমি শেষে রয়েসকে রক্ষা করেছি। আমি আশা করি সে তার বন্ধুদের মৃত্যু সম্বন্ধে শুনেছে। বুঝতে পেরেছে, তার দিকে কি আসছে বুঝতে পেরেছে। আমি আশা করছি তার ভয় তার জন্য আরো খারাপ অবস্থা করেছে। আমি মনে করি এটা কাজ করেছে। সে একটা ব্যাংক ভল্টের মধ্যে লুকিয়ে ছিল। যার বাইরে সশস্ত্র মানুষ দাঁড়িয়ে ছিল। আমি যখন তার সাথে ধরা পড়লাম। ওহ- সাতটা খুন।' সে নিজেকে সংশোধন করল। 'আমি তার গার্ডদের কথা ভুলে গিয়েছিলাম। তারা মাত্র সেকেন্ডখানি সময় নিয়েছিল।'

'আমি অনেক বেশি অন্যরকম হয়ে পড়েছিলাম। কিছুটা নাটকীয়, কিছুটা শিশুসুলভ। আমি একটা বিবাহের পোশাক পরেছিলাম। আমি সেটা অনুষ্ঠানের জন্য চুরি করে নিয়ে এসেছিলাম। সে চেচিয়ে উঠেছিল যখন সে আমাকে দেখেছিল। সেই রাতে সে অনেকবার চেচিয়েছিল। শেষ পর্যন্ত তাকে রক্ষা করাটা ভাল আইডিয়া ছিল। নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করার জন্য এটা আমার কাছে অনেক সহজ ছিল। এটাকে ধীরগতির করার...'

সে হঠাৎ ভেঙে পড়ল। সে আমার দিকে তাকাল। 'আমি দুঃখিত।' সে ভয়ার্ত গলায় বলল 'আমি তোমাকে ভয় পাইয়ে দিয়েছি। তাই নয় কি?'

'আমি ঠিক আছি। ভাল আছি।' আমি মিথ্যে বললাম।

'আমি চলে যাচ্ছি।'

'এটা নিয়ে দুঃশ্চিন্তা করো না।'

'আমি বিস্মিত যে এ্যাডওয়ার্ড তোমাকে এটা সম্বন্ধে অনেক কিছু বলে নাই।'

'সে অন্য মানুষের গল্প করাটা পছন্দ করে না। সে মনে করে সে তাদের আত্মবিশ্বাসের সাথে প্রতারণা করছে। কারণ সে অনেক বেশি কিছু শুনেছে।

সে হাসল এবং তার মাথা নাড়ল। 'আমি সম্ভবত তাকে অনেক বেশি ক্রেডিট

দিতে যাচ্ছি। সে সত্যিই অনেক বেশি শান্ত ভদ্র, তাই নয় কি?'

'আমিও তাই মনে করি।'

'আমি তোমাকে বলতে পারি।' তারপর সে দীর্ঘশ্বাস ফেলল। 'আমি তোমার প্রতি খুব ভাল ছিলাম না, বেলা। সে কি বলেছে কেন সেটা? অথবা সেটাও কি খুবই কনফিডেন্সিয়াল?'

'সে বলেছিল এটা এই কারণে যে আমি মানুষ। সে বলেছিল এটা তোমার জন্য অনেক বেশি কঠিন ব্যাপার হবে যে বাইরের কেউ এসব জানুক।'

রোসালির অপূর্ব হাসি আমাকে বাঁধা দিল। 'এখন আমি সত্যিই দোষী অনুভব করছি। সে আমার প্রতি অনেক বেশি দয়ালু যেরকমটি আমি মনে করেছিলাম তার চেয়ে।' তাকে দেখে বেশ আনন্দিত মনে হলো যখন সে হাসল। 'ওই ছেলেটা কি রকম মিথ্যেবাদী।' সে আবার হাসল।

'সে মিথ্যে বলেছিল?' আমি জিজ্ঞেস করলাম।

'বেশ, সেটা সম্ভবত অনেক বেশি কঠোরভাবে ছিল। সে তোমাকে গোটা গল্পটা বলেনি। তোমাকে সে যেটুকু বলেছে সেটা সত্য। এমনকি এটা আগের চেয়ে অনেক বেশি সত্য। যাই হোক, সেই সময়ে...' সে থেমে গেল। শব্দ করে হাসল।

'এটা বিব্রতকর। তুমি দেখ, প্রথমে, আমি খুবই ঈর্ষান্বিত কারণ সে তোমাকে চায়, আমাকে নয়।'

তার শব্দগুলো আমার কাছে ভয়ের গোলা হয়ে বিধল। সেই রুপালি আলোর ভেতরে বসে তাকে আমি যতটা কল্পনা করতে পারি তার চেয়ে সুন্দরী লাগছিল। আমি রোজালির সাথে কোনভাবেই প্রতিযোগিতা করতে পারি না।'

'কিন্তু তুমি এমেটকে ভালবাস...' আমি বিড়বিড় করে বললাম।

সে সামনে পিছনে মাথা নাড়ল। 'আমি এ্যাডওয়ার্ডকে সেইভাবে চাইনি, বেলা। আমি কখনও তা চায়নি— আমি তাকে আমার ভাইয়ের মত ভালবাসি। কিন্তু সে প্রথম থেকেই আমাকে উত্তেজিত করে আসছে যখন আমি তাকে বলতে শুনলাম। তুমি বুঝতে পেরেছো, যদিও...। আমি এত ব্যবহৃত হয়েছি যে লোকজন আমাকে চাইত। এবং এ্যাডওয়ার্ড আমার প্রতি কোনরকম আগ্রহী ছিল না।

এটা আমাকে হতাশায় নিমজ্জিত করল। এমনকি শুরুতে আক্রমণাত্মক করে তুলল। কিন্তু সে কখনও কাউকে চাইনি। সে কারণে এটা আমকে খুব বেশি বিরক্ত করেনি। এমনকি আমরা যখন ডেনালীতে তানিয়ার ওখানে মিলিত হয়েছিলাম। এই সব মেয়েরা! এ্যাডওয়ার্ড সামান্যতম উৎসক্য দেখায়নি। তারপর তার তোমার সাথে দেখা হলো।' সে আমার দিকে দ্বিধার চোখে তাকাল। আমি খুব বেশি মনোযোগ দিচ্ছিলাম না। আমি এ্যাডওয়ার্ড তানিয়া আর সেই সব মেয়েদের কথা ভাবছিলাম। আমার ঠোঁট শক্ত হয়ে চেপে বসল।

'তুমি যে সুন্দরী নও সেটা নয় বেলা।' সে বলল। 'কিন্তু সে তোমাকে আমার চেয়ে অনেক বেশি আর্কষণীয় মনে করেছিল। আমি অনেক চেষ্টা করেও ব্যর্থ হয়েছি।'

'কিন্তু তুমি বলেছিলে প্রথমে। সেটা এখনও তোমাকে... বিরক্ত করে, তাই নয় কি? আমি বোঝাতে চাইছি, আমরা উভয়েই জানি তুমি এই গ্রহের সবচেয়ে সুন্দরী

মেয়ে।'

আমি এই কথাগুলো বলতে পেরে একটু হাসলাম। এটা সুস্পষ্ট যে রোসালি কত বেশি এই জাতীয় কথা শুনতে চায়।

রোসালিও হাসল। 'ধন্যবাদ বেলা। এবং না। এটা এখন আর সত্যিই আমাকে বিরক্ত করে না। এ্যাডওয়ার্ড সবসময়েই কিছুটা অদ্ভুত প্রকৃতির।' সে আবার হাসল।

'কিন্তু তুমি এখনও আমাকে পছন্দ করো না।' আমি ফিসফিস করে বললাম।

তার হাসি ঝুলে গেল। 'আমি সে ব্যাপারে দুঃখিত।'

আমরা কিছুটা সময় নিরবে বসে রইলাম।

'তুমি কি আমাকে বলবে কেন? আমি কি কিছু করেছি...?' সে কি তার পরিবার নিয়ে আমার কারণে রাগান্বিত— তার এমেট— কি বিপদের মধ্যে আছে? সময় আবার সময়. জেমস এবং এখন ভিক্টোরিয়া।

'না, তুমি কোন কিছু করোনি।' সে বিড়বিড় করে বলল, 'এখনও না।'

আমি তার দিকে তাকালাম। সে হতবুদ্ধ।

'তুমি কি দেখ না বেলা?' তার কণ্ঠস্বর আগের চেয়ে অনেক বেশি আবেগী হয়ে উঠল। এমনকি সে যখন তার সেই অসুখী গল্প করল। 'তোমার এর ভিতরে সবকিছুই আছে। তোমার সামনে গোটা জীবন পড়ে আছে। যা কিছু আমি চাই।

তুমি কি দেখ নাই আমি সবকিছুই তোমার জন্য করেছি? তোমার নিজস্ব পছন্দ আছে যেটা আমার ছিল না। তুমি ভুল বিষয় পছন্দ করেছো!

আমি তার ভয়ানক অভিব্যক্তি থেকে পিছিয়ে এলাম। আমি বুঝতে পারলাম আমার মুখ খুলে গেল এবং আমি বন্ধ করলাম।

সে আমার দিকে অনেক সময় ধরে তাকিয়ে রইল। ধীরে ধীরে তার চোখের দৃষ্টি ছোট হয়ে এল।

'এবং আমি এতটাই নিশ্চিত ছিলাম আমি এটা শান্তভাবে করতে পারব?' সে তার মাথা নাড়ল। 'এটা শুধু এতটাই কঠিন এটা আগের চেয়ে বেশি। যখন এর কোন পবিত্রতা নেই।'

সে নিরবে চাঁদের দিকে তাকাল।

'তুমি কি সেটা পছন্দ করবে যদি আমি এর চেয়ে মানুষ হিসাবেই থাকি?'

সে আমার দিকে ঘুরল। তার ঠোঁট কোন কিছুর ধারণা দেয়ার জন্য বেকে গেল। 'হতে পারে।'

'তুমি শেষ পর্যন্ত তোমার ব্যাপারে ভালভাবে সুখীভাবে শেষ করতে পেরেছো, যদিও।' আমি তাকে মনে করিয়ে দিলাম। 'তুমি এমেটকে পেয়েছো।'

'আমি অর্ধেকটা পেয়েছি।' সে দাঁতমুখ খিচাল। 'তুমি জানো যে আমি এমেটকে একটা ভালুক থেকে রক্ষা করেছিলাম এবং তাকে বাড়িতে কার্লিসলের কাছে বয়ে এনেছিলাম। কিন্তু তুমি কি অনুমান করতে পারো কেন আমি ভালুকটাকে তাকে খাওয়া থেকে বিরত রেখেছিলাম?'

আমি দুদিকে মাথা নাড়লাম।

'সে যখন ব্যথায় চিৎকার করছিল...তার মুখের ভাব পরিবর্তিত হয়ে

গিয়েছিল...অদ্ভুত একটা নিষ্পাপ তার বেড়ে ওঠা মুখে খেলা করছিল...সে আমাকে ভেরার সেই ছোট্ট হেনরীর কথা মনে করিয়ে দিয়েছিল।

আমি তাকে মারা যেতে দিতে চাইনি— তার চেয়েও বেশি, এমন কি যদিও আমি এই জীবন ঘৃণা করি। আমি এতটাই স্বার্থপর ছিলাম যে কার্লিসলকে আমার জন্য দিতে বলতে লজ্জিত হয় নাই।

আমি যেরকমটি আশা করেছিলাম তার চেয়ে অনেক বেশি সৌভাগ্যবতী ছিলাম। এমেটের সবকিছু ছিল যা আমার প্রয়োজন ছিল। যদিও আমি খুব কমই জানতাম আমার নিজের প্রয়োজনটা কি। সে হলো সেই জাতীয় ব্যক্তিত্ব আমার মত মানুষের জন্য যার প্রয়োজন। তারও আমার দরকার। আমি যেমনটি আশা করেছিলাম ব্যাপারটা তার চেয়ে দ্রুত ঘটে গিয়েছিল। কিন্তু সেটা আমাদের দুজনের মধ্যের চেয়ে বেশি কিছু ছিল না। আমি কখনও পোর্চের কোথাও বসি নাই।'

তার হাসি এখন বেশ দয়ালু দেখাচ্ছে। 'সেটা তোমার ক্ষেত্রে কিছুটা বিভ্রান্তির মত শোনাচ্ছে, তাই নয় কি? একদিক দিয়ে, আমি যখন আঠারোয় ছিলাম তার চেয়ে তুমি এখন অনেক বেশি প্রাপ্তবয়স্কা। কিন্তু অন্যদিক দিয়ে... সেখানে এমন অনেক জিনিস আছে যেটা নিয়ে তুমি কখনও সম্ভবত সিরিয়াসলি ভাবোনি। তুমি এখনও অনেক বেশি তরুণী। এসব জানার ব্যাপারে। এসব ছেড়ে দেয়ার ব্যাপারেও কোনরকম চিন্তাভাবনা করার মতও হওনি। তুমি কোন বিষয় নিয়ে স্থায়ীভাবে কিছু চিন্তা করার মত হওনি, বেলা।' সে আমার মাথার উপর আস্তে আস্তে চাপড় দিতে লাগল। কিন্তু তার ভাবভঙ্গিতে ততটা স্বস্তিদায়ক মনে হলো না।

আমি দীর্ঘশ্বাস ফেললাম।

'শুধু এটা নিয়ে কিছুটা চিন্তা করো। একবার এটা হয়ে গেছে। এটা কখনও না হয়ে পারে না। এসমে আমাদের জন্য একটা বিকল্প... এবং এলিস মানবীয় কোন কিছুর কথা স্মরণ করতে পারে না। সে এটা মিস করতে পারে না... তুমি স্মরণ করবে যদিও। এটা ছেড়ে দেয়া অনেক বড় ব্যাপার।'

কিন্তু ফিরে আসার চেয়ে বেশি কিছু আমি মনে মনে বললাম। 'ধন্যবাদ, রোসালি। ব্যাপারটা বুঝতে পারা খুব সুন্দর...তোমাকে আরো ভালভাবে জানা।'

'আমি এরকম ভয়ংকর দানবে পরিণত হওয়ার জন্য ক্ষমা চাচ্ছি।' সে মুখ খিচাল। 'আমি এখন থেকে খুব ভাল আচরণ করতে চেষ্টা করব।'

আমি তার দিকে মুখ ভেংচি দিলাম।

আমরা এখনও বন্ধু নই। কিন্তু আমি কিছুটা নিশ্চিত সে সবসময়ে আমাকে আর অতটা ঘৃণা করতে পারবে না।

'আমি এখন তোমাকে ঘুমাতে দেব।' রোসালি বলল, 'আমি জানি তুমি হতাশায় ডুবে আছ। সে তোমাকে এখানে এভাবে বন্দির মত রেখেছে। কিন্তু সে ফিরে এলে তার প্রতি খুব বেশি খারাপ ভাব দেখিও না।

তুমি যেরকমটি জানো সে তোমাকে তার চেয়ে অনেক বেশি ভালবাসে। তোমার কাছ থেকে দুরে সরে যাওয়া তাকে সবসময় আতংকিত করে।' সে নিঃশব্দে উঠে দাঁড়াল এবং দরজার দিকে এগিয়ে গেল।

'শুভরাত্রি, বেলা।' সে তার পিছনে দরজা বন্ধ করে দিতে দিতে ফিসফিস করে বলল।

তার পরে ঘুমিয়ে পড়তে আমার বেশ সময় লাগল।

যখন আমি ঘুমিয়ে পড়ি, আমি দুঃস্বপ্ন দেখলাম। আমি অন্ধকারের মধ্যে হামাগুড়ি দিয়ে চলেছি। অপরিচিত রাস্তার উপর ঠাণ্ডা শীতল পাথর। কিছুটা তুষারপাত হয়েছে। আমার পিছনে রক্তের একধারা ট্রেইল করে আসছে। লম্বা সাদা পোশাক পরা একজন দেবী আগ্রহ নিয়ে আমার চলন দেখছে।

পরের দিন সকালে, এলিস আমাকে স্কুলে নিয়ে গেল। যাওয়ার পথে আমি জানালা দিয়ে তাকিয়ে থাকলাম। আমার ঘুম ঘুম পাচ্ছিল।

'আজরাতে আমরা অলিম্পিয়া বা এই জাতীয় জায়গায় যাব।' সে প্রতিজ্ঞা করল। 'সেটা খুবই মজার ব্যাপার হবে, ঠিক?'

'কেন তুমি আমাকে শুধু বেসমেন্টে বন্দি করে রেখেছিলে।' আমি উপদেশ দিলাম। 'এবং সেই সুগার কোটিংয়ের ব্যাপারটা ভুলে গেছে?'

এলিস ভুরু কুঁচকাল। 'সে তার পোর্শেটা ফিরিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। আমি খুব ভাল একটা কাজ করছি না। তোমার মজা করার দরকার।'

'এটা তোমার দোষ নয়।' আমি বিড়বিড় করে বললাম। আমি বিশ্বাস করি না আমি প্রকৃতপক্ষে দোষী অনুভব করছি। 'আমি তোমাকে লাঞ্চের সময় দেখা করব।'

আমি ইংলিশ ক্লাস বাদ দিলাম। এ্যাডওয়ার্ড ছাড়া দিনটা আমার কাছে অসহ্য লাগবে।

ঘণ্টা পড়লো, আমি অনেক প্রাণশক্তি নিয়ে উঠে দাঁড়ালাম।

মাইক দরজার কাছে দাঁড়িয়ে ছিল। আমার জন্য দরজা খুলে ধরেছে।

'এ্যাডওয়ার্ড এই উইকান্ডে হাইকিং করছে?' সে জিজ্ঞেস করল।

'হ্যাঁ।'

'তুমি কি আজ রাতে কোন কিছু করতে চাও?'

এখনও সে কিভাবে এই জাতীয় আশা করতে পারে?

'চাই না। আমি একটা স্লামবার পার্টি পেয়ে গেছি।' আমি বিড়বিড় করে বললাম। সে আমার দিকে অদ্ভুত দৃষ্টিতে তাকাল।

'তুমি কার সাথে—'

মাইককে প্রশ্নটা শেষ করতে পারল না পার্কিংলটের দিক থেকে আসা হট্টগোলের জন্য।

প্রত্যেকেই ঘুরে তাকাল। সবাই অবিশ্বাসে কালো মোটরসাইকেলের দিকে তাকাল। মোটরসাইকেলের ইঞ্জিন এখনও গর্জন করছে।

জ্যাকব আমার দিকে গুরুত্বের সাথে চলে এল।

'দৌড়াও, বেলা!' সে ইঞ্জিনের গর্জনের পাকাঁপাশি চেচিয়ে বলল।

আমি কিছু বুঝে উঠার আগে সেকেন্ডখানিক ধরে থ মেরে দাঁড়িয়ে থাকলাম।

আমি তাড়াতাড়ি মাইকের দিকে তাকালাম। আমি জানতাম আমার হাতে মাত্র কয়েক সেকেন্ড আছে।

জনগনের মধ্যে এলিস আমাকে কতদুর যেতে পারবে?

'আমি সত্যিই অসুস্থ হয়ে পড়েছি এবং বাড়ি যেতে চাই, ঠিক আছে?' আমি মাইকের দিকে তাকিয়ে বললাম। আমার কণ্ঠস্বর হঠাৎ উত্তেজনায় ফেটে পড়ল।

'সুন্দর।' সে বিড়বিড় করে বলল।

'ধন্যবাদ মাইক। আমি তোমার কাছে ঋণী!' আমি দৌড়াতে দৌড়াতে বললাম।

জ্যাকব গাড়ির ইঞ্জিন বাড়িয়ে দিল। আমি তার গাড়ির পেছনের সিটে লাফ দিয়ে উঠলাম। আমার দুহাত দিয়ে শক্ত করে তার কোমর জড়িয়ে ধরলাম।

আমি এলিসকে দেখতে পেলাম। ক্যাফেটেরিয়ার কাছে সে থ মেরে গেছে। তার চোখে রাগে বিস্ফোরিত হয়ে উঠছে। তার ঠোঁট রাগে বেকে গেছে।

আমি তার দিকে একবার অনুনয়ের দৃষ্টিতে তাকালাম।

তারপর আমরা তার কালো মোটরসাইলে এতজোরে যেতে থাকলাম যে আমার পেটের মধ্যে মোচড় দিতে লাগল।

'ধরে থাক।' জ্যাকব চেচিয়ে উঠল।

সে আরো জোর বাড়ালে আমি তার পিঠে মুখ লুকালাম। আমি জানতাম সে গাড়ির গতি ধীর করবে যখন সে কুইলেটদের সীমানা অতিক্রম করবে। আমার সেই পর্যন্ত তাকে জোর করে ধরে রাখতে হবে। আমি দোয়া করতে লাগলাম যেন এলিস আমাদেরকে অনুসরণ না করে, এবং চার্লি আমাদের দেখতে না পায়...

আমরা নিরাপদেই নিরাপদ অঞ্চলে পৌছে গেলাম। সে মোটরগাড়ি ধীরগতির করল। জ্যাকব সোজা হয়ে উঠল। জোরে হেসে উঠল।

আমি চোখ খুললাম।

'আমরা এটা করেছি।' সে চেচিয়ে উঠল। 'জেলখানা ভেঙে পালানোর চেয়ে খারাপ কিছু না, হাহ?'

'ভাল চিন্তাভাবনা, জ্যাক।'

'আমি মনে করতে পারি তুমি ওইসব রক্তচোষা জোকের ব্যাপারে কতটা অন্যরকম হয়ে আছো। আমি কি করতে যাচ্ছি সেটা ওরা বুঝতে পারবে না। আমি খুশি যে তুমি সেটা নিয়ে চিন্তা করছ না। সে তোমাকে স্কুল ছেড়ে খুঁজতে আসতে পারবে না।'

'সে কারণেই আমি এই আসাটার ব্যাপারে চিন্তাভাবনা করেছি।'

সে বিজয়ীর হাসি হাসল। 'তুমি আজকে সারাদিনে কি করতে চাও?'

'যে কোন কিছু!' আমিও প্রতি উত্তরে হাসলাম। মুক্ত হওয়ার অনুভূতি সত্যিই অন্যরকম!

আট

আমরা আবারও সেই সমুদ্রের পাড়ে এলাম। লক্ষহীনভাবে এগুতে থাকলাম। জ্যাকবেরও একই তাল।

'তুমি কী মনে কর ওরা তোমাকে এখানে খুঁজতে আসবে?' সে আমার কাছ থেকে

আশাভরা কিছু শোনার জন্য অপেক্ষা করছিল।

'না।' আমি বললাম। 'বোধহয় আজরাতে ওরা আমার ওপর ক্ষুব্ধ হবে।'

সে বালিয়াড়িতে পড়ে থাকা একটা নুড়ি কুড়িয়ে নিয়ে ঢেউ এর দিকে ছুড়ে মারে।

'ওখানে ফিরে যাবে না, নাকি?' সে বলল।

'বাবা অবশ্য এটা পছন্দ করবে।' আমি বললাম।

'আমি বাজি ধরে বলতে পারি তিনি কোন কিছুই মনে করবেন না।'

আমি কোন উত্তর দিলাম না। মনে হয় জ্যাকবের কথাই ঠিক। আমি বরং অন্য কথা বললাম, 'তোমাদের দলাদলির আর কোন ন্যাক্কারজনক ঘটনা ঘটেনি?

জ্যাকব থমকে দাঁড়াল। চোখ বড়বড় করে একরাশ বিস্ময় নিয়ে আমার দিকে তাকিয়ে থাকল।

'কী হল? মজা করছিলাম।'

'ওহ।' সে অন্য দিকে চোখ ফেরাল।

আমি এক সাথে হাঁটার জন্য অপেক্ষা করছিলাম। কিন্তু ওকে দেখে মনে হচ্ছিল সে অন্য কোথাও হারিয়ে গেছে।

'সত্যি কী এমন কোন ঘটনা ঘটেছে?'

জ্যাকব চুকচুক টাইপের শব্দ করল। 'আসলে আমি মাঝে মাঝে ভুলে যাই সবাই সবকিছু সবসময় জানতে পারে না। তথ্যগুলো আমার মাথার ভল্টে রক্ষিত থাকে।'

আমরা সমুদ্রের ধার ধরে বেশ কয়েক মিনিট হেঁটে চললাম।

'বল, তাহলে কী সেটা?' শেষ পর্যন্ত আমি বলেই বসলাম। 'তোমার দলের যারা মস্তিষ্ক থেকে তথ্য জানতে পারে তারা সবাই কী এই খবর জানে?'

সে এক মুহূর্ত দ্বিধা করলো। যেন সে বুঝতে পারছিল না ঠিক কী বলবে? তারপর যেন হঠাৎ লজ্জা পেয়ে বলল, 'কুইল প্রথমে প্রেমে পড়েছিল। আর আমর বাকিরা ছিলাম চিন্তিত। হতে পারে আসল গল্পটা...' সে ভ্রু কুঁচকাল। সে আমার দিকে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকল।

'এভাবে তাকিয়ে আছ কেন?' আমি জিজ্ঞেস করলাম।

সে লজ্জা পেয়ে বলল। 'কিছুই না।'

জ্যাকব আবারও হাঁটতে শুরু করল। এগিয়ে এসে সে আমার হাত ধরল। আমরা পাথুরে বেলাভূমি ধরে নীরবে হাঁটতে লাগলাম।

আমি চিন্তা করলাম এটা কেমন হচ্ছে... এই যে আমরা দম্পতিদের মত হাতে হাত রেখে চলছি। অবশ্য সবসময়ই আমি জ্যাকবের কাছ থেকে এমনটা পাচ্ছি।

'কুইলের প্রেম কেমন করে স্ক্যান্ডালে রূপ নিল?' আমি ওর দিকে তাকিয়ে বললাম, 'এটা এ কারণেই কী যে সে সবচেয়ে নবীন বলে?'

'এটা ছাড়া আর কিছু করার উপায় কী ছিল না?'

'তাহলে সমস্যাটা কী?'

'এই কিংবদন্তীতে আরও একজন আছে।' সে বিড়বিড় করে বলল।

'তুমি আমাকে বলবে নাকি আমি ধারণা করে নেব?'

'তুমি কখনই এটা ধারণা করতে পারবে না। দেখ, কুইল এখন আমাদের সাথে

নেই, তুমি তো জানোই। এখনও পর্যন্ত। সে এমিলির ধারে কাছেও যেতে পারে নি।'

'তার মানে বলতে চাচ্ছ সে এমিলির উপরও প্রভাব ফেলতে চেয়েছিল?'

'না! আমি তো তোমাকে বলেছিই উল্টা-পাল্টা ধারণা করে নিও না। এমিলির দুই ভাগ্নে ভোরবেলা ওর সাথে দেখা করতে এসেছিল। কুইল ক্লেয়ারের সাথে দেখা করেছিল।'

'ক্লেয়ার!'

সে আর কিছু বলল না। আমি ব্যাপারটা নিয়ে কয়েক মুহূর্ত ভাবলাম।

'এমিলি চায় না ওর ভাগ্নেরা ওয়্যারউলফদের সাথে মিশুক? এটা তো এক ধরনের হঠকারিতা!' আমি বললাম।

আমি বুঝতে পারলাম না ওর মত সবাই কেন এরকম চিন্তাভাবনা করে। আমি ওর মুখখানা একবার ভাবার চেষ্টা করলাম। ওর ক্ষত ভরা সুন্দর মুখ। সেই একপাশটা চুল দিয়ে ঢেকে রাখার ব্যর্থ চেষ্টা। স্যাম এমিলির অনেক কাছে... এত কাছে যে এক সময় সে নিজের উপর নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলল। পরে পুরো ব্যাপারটাই ঘটে গেল... আমি স্যামের চোখে একটা বেদনা দেখতে পাচ্ছি, এমিলির প্রতি যা করেছে তা নিয়ে সে অনুতপ্ত। আমি বুঝতে পারছি এমিলি কেন তার ভাগ্নেদের নিরাপদে রাখতে চাচ্ছে।

'তুমি দেখি আবারও উল্টাপাল্টা ভাবতে শুরু করেছ। তুমি দেখি আসল ট্র্যাকই ছেড়ে যাচ্ছ। বলেছিই তো যতই ভাব না কেন কিছুই আন্দাজ করতে পারবে না। এমিলি ওই ব্যাপারটায় তেমন কিছুই মনে করেনি। ব্যাপারটা এমনি ঘটেছে, কেবল একটু তাড়াতাড়িই ঘটে গেছে।'

'তাড়াতাড়ি বলতে তুমি কী বোঝাতে চাচ্ছ?'

জ্যাকব আমার দিকে সরু চোখে তাকাল, 'বিচারপতির মত ভাব নেবে না, ঠিক আছে?'

আমি আলতো করে মাথা নাড়লাম।

'ক্লেয়ারের বয়স দুই।' জ্যাকব আমাকে বলল।

বৃষ্টি পড়া আরম্ভ করল। আমি এমনিতেই চোখ পিটপিট করছিলাম। বৃষ্টির ফোঁটার কারণে পিট-পিটানি আরও বেড়ে গেল।

জ্যাকব নীরব হয়ে রইল। সে বরাবরের মত কোন জ্যাকেট পড়ে নি। ওর কালো টি-শার্টে বিন্দু বিন্দু ফোঁটা জমতে শুরু করেছে। সে আমার দিকে যখন তাকাল তখন ওর চোখ ছিল অনুভূতিহীন।

'কুইল... একটা দুই বছর বয়স্ক?' আমি শেষ পর্যন্ত জিজ্ঞেস করে ফেললাম।

'হ্যাঁ, এটাই ঘটেছে।' জ্যাকব শ্রাগ করে বলল। সে আরেকটা পাথর তুলে নিয়ে সমুদ্রের দিকে ছুড়ে মারল। সেটা উড়ে গিয়ে ঢেউয়ের গায়ে পড়ল।

'কিন্তু সে একটা বাচ্চা।' আমি ওকে থামিয়ে দিয়ে বললাম।

সে আমার দিকে শান্ত দৃষ্টিতে তাকাল। 'কুইলেরও এমন কোন বয়স হয় নি।' সে আমাকে মনে করিয়ে দিল। ওর গলায় কিছুটা ঝাঝ মেশানো। 'ওকে আরও কয়েক দশক ধরে ধৈর্য ধরে থাকতে হবে।'

'আমি... বুঝতে পারছি না কী বলব?'

আমি চেষ্টা করছিলাম ব্যাপারটাকে তেমন বেশি জটিল করে না তুলতে। সত্যি কথা বলতে কী, ব্যাপারটা সত্যি হলেও ভয়ঙ্কর। আজ পর্যন্ত ওদের এমন কোন মারামারি খুনের পর্যায়ে পর্যন্ত যায় নি যেটা এ ব্যাপারটার মত জঘন্য।

'তুমি আবারও বিচার বিবেচনা করছ।' সে আমার কাছ থেকে কৈফিয়ত চাইল। 'আমি তোমার মুখেই এটা দেখতে পাচ্ছি।'

'স্যরি।' আমি বললাম। 'কিন্তু দেখ, এটা শুনতেও যেন কেমন শোনাচ্ছে।'

'সে রকম তো নয়। তুমি পুরো ব্যাপারটাকে গুলিয়ে ফেলছ।' জ্যাকব তক্ষণাৎ বলল। 'আমি ওর চোখেই দেখতে পেয়েছি পুরো ব্যাপারটা আসলে কী রকম? এখানে রোমান্টিক ব্যাপার স্যাপার কিছু নেই।' সে গভীরভাবে শ্বাস নিল। ওর চোখে মুখে হতাশা। 'আসলে এটা বলা কঠিন। প্রথমে এটা ঠিক ভালবাসা ছিল না, সত্যিই না। এটা ছিল অনেকটা... বয়সের দোষ। তুমি যখন প্রথম মেয়েটাকে দেখবে তোমার মনে হবে হয় তুমি এই পৃথিবী ছেড়ে যাবে, নয় এই পৃথিবী তোমাকে ছেড়ে যাবে। সে এমনই। তুমি যদি ওর জন্য কিছু একটা কর তবে তুমি তার কাছে অনেক কিছু...

...সে যা চায় তোমাকে তাই হতে হবে। কখনও তুমি হবে রক্ষাকারী, অথবা একজন প্রেমিক, অথবা একজন বন্ধু, কখনওবা ভাই।

'কুইল হচ্ছে ওর শিশু জগতে সবচেয় বড় বন্ধু, বড় ভাই। সে যখন টডলার বাচ্চা ছিল তখন সাবধানতা ছিল ওর মুখ্য বিষয়, কিন্তু যখন সে আরেকটু বয়স্ক হয়েছে এখন ওর একটা বন্ধুর দরকার হয়ে পড়েছিল। তার কাছে কুইলকেই মনে হয়ে হয়েছে সবচেয়ে বিশ্বাসযোগ্য, সবচেয়ে বন্ধু বাৎসল। সে যখন আরও বড় হবে, আমি নিশ্চিত সে স্যাম আর এমিলির মতই সুখী হবে।' স্যামের কথা বলার সময় ওর গলাটা কেমন যেন তীব্র বেদনায় চেয়ে গেল।

আমরা নীরবে আরও কিছুক্ষণ সমুদ্রের পাড় ধরে হাঁটতে লাগলাম।

'তুমি কী মনে কর এমনটা তোমার ক্ষেত্রে ঘটতে পারত?' শেষ পর্যন্ত আমি বলে বসলাম।

সে ভারী গলায় বলল, 'কখনই না।'

'এটা নিয়ন্ত্রণের মত এমন কোন ব্যাপার না, তাই না?'

সে কয়েক মুহূর্ত চুপ করে রইল। আমাদের হাঁটার গতি আপনা আপনিই শ্লথ হয়ে এল।

'এটা আসলে ঠিক বোঝা যাচ্ছে না,' সে বলল, 'কিন্তু তুমি যদি ওকে দেখতে তাহলে বুঝতে— আসল ব্যাপারটা কী।'

আমি একটা নিঃশ্বাস ফেলে বললাম, 'দেখ জ্যাকব, তুমি আমার চাইতেও এই পৃথিবীটাকে অনেক বেশি দেখেছ। তুমি ভাল বলতে পারবে–'

'না, তা দেখার সুযোগ পেলাম কই,' সে নিচু স্বরে বলল, তারপর পলকহীন চোখে আমার দিকে তাকাল। 'আমি আর কিছুই... আর কাউকেই দেখতে চাই না বেলা, শুধু তোমাকে ছাড়া। চোখ বন্ধ করে আমি আর কিছু দেখার চেষ্টা করলেও পারি না। কুইল অথবা এমব্রিকে জিজ্ঞেস করে দেখ, তারাও একই পথের যাত্রী।'

আমি পাথরের দিকে তাকিয়ে থাকলাম।

আমরা দাঁড়িয়ে থাকলাম। শুধু ঢেউয়ের শব্দ ছাড়া আমি আর কিছুই শুনতে পাচ্ছিলাম না।

'মনে হয় আমার বাসায় যাওয়া উচিত।' আমি ফিসফিস করে বললাম।

'না!' সে আমাকে বাঁধা দিল।

আমি ওর চোখের দিকে তাকালাম। ওর চোখে একরাশ সংশয়।

'এখনও সারাটা দিন পড়ে আছে। শালার রক্তচোষাটার বাচ্চা এখনও ঘরে ফেরেনি বুঝলে?'

'হ্যাঁ। সারাটা দিন পড়ে আছে কিন্তু জ্যাক...'

সে দু হাত কড়জোড়ে করে আমার দিকে তাকিয়ে বলল, 'স্যরি।' সে ক্ষমা চাইল। 'আমি আর অন্যরকম হয়ে যাব না। আমি কেবলই জ্যাকব থাকব।'

আমি লজ্জা পেয়ে হাসলাম, 'আর যদি তুমি এমন চিন্তা করেছ তো...'

'আমাকে নিয়ে চিন্তা করো না,' সে উজ্জ্বল হাসি হেসে বলল। 'আমি জানি আমি কী করছি। শুধু এটুকু বল আমি তোমাকে দুঃখ দিচ্ছি কী না।'

'আমি জানি না...'

'ওহ.. বেলা। চল বাড়ি যাই আর আমাদের বাইকটা নিয়ে আসি। তোমার সবসময় বাইক চালানোটা প্রাকটিসে রাখতে হবে, তা না হলে কখন যে ভুলে টুলে বসবে।'

'কিন্তু আমার তো নিষেধ আছে।'

'কে নিষেধ করেছে? তোমার বাবা নাকি সেই শালার রক্তচো... মানে ও?

'দুজনেই।'

জ্যাকবের মুখটা হঠাৎ কালো হয়ে গেল।

বৃষ্টি ধরে আসল। চারপাশটা তবুও কেমন যেন ধোয়াশায় ছেয়ে আছে।

'আমি কখনই কাউকে কিছু বলব না।' সে কথা দিল।

'তোমার বন্ধুদের তো নয়ই।'

সে মাথা ঝাকাল 'কথা দিচ্ছি তোমাকে এনিয়ে চিন্তা না করলেও চলবে।'

আমি হেসে ফেললাম।

আমরা বাইকে চড়ে লা পুশের দিকে যেতে লাগলাম। বৃষ্টিতে পথঘাটা কাঁদা কাঁদা হয়ে আছে। বাড়িতে পৌছালে ওর বাবা আমাদের অভ্যর্থনা জানাল। জ্যাকব আমাদের স্যান্ডউইচ বানিয়ে খাওয়াল।

খাওয়াদাওয়া শেষে আমরা সেই গ্যারেজে গেলাম। দুজনে মিলে বাইকটা পরিষ্কার করলাম। আমি কয়েক মাসেও সেখানে যাই নি।

'দেখ, এখন কেমন চমৎকার লাগছে।' আমি চারপাশটায় তাকালাম। 'আসলে এই জায়গাটা খুব মিস করেছি এতদিন।'

সে হেসে আমার দিকে তাকাল। 'হ্যাঁ, আমিও সেটা বুঝতে পেরেছি।'

তারপর সে বলল, 'আচ্ছা, তোমার গত ভ্যালেন্টাইনের কথা মনে আছে? মনে হয় সেটাই শেষ বার এখানে আসা হয়েছিল— সে বার সবকিছু... মানে...'

আমি হেসে ফেললাম, 'হ্যাঁ, হ্যাঁ। আমার মনে তো আছেই।'

সেও হেসে ফেলল, 'চমৎকার স্মৃতি।'

কুয়াশাচ্ছন্ন দূরের বনের দিকে তাকিয়ে রইলাম। আবারও টিপটিপ বৃষ্টি পড়তে শুরু করেছে। বাইরে বেশ ঠাণ্ডা পড়লেও ভেতরে দিকটা বেশ গরম। আর আমি তো বসেই আছি জ্যাকবের পাশে। সে নিজেই একটা চুল্লীর মত গরম।

ওর আঙুল আমার হাতের ওপর পরশ বুলাল। 'সত্যি অনেক কিছু বদলে গেছে।'

'হ্যাঁ,' আমি বলতে বলতে উঠে গিয়ে আমার বাইকের টায়ারে হাত বুলালাম।

'আচ্ছা, তোমার মনে আছে, যখন এই বাইকটা নিয়ে এলাম... আমি তোমাকে কিছু একটা জিজ্ঞেস করতে চাচ্ছিলাম,' সে ধীরে ধীরে বলল।

'কিন্তু আবার... পারছিলেও না।'

'তুমি খুব রেগে গিয়েছিলে, জেদ করছিলে আমার সঙ্গে। খুব সিরিয়াস হয়ে গিয়েছিলে সে সময়।' সে ফিসফিসিয়ে বলল।

'কী নিয়ে?' আমি পাল্টা ফিসফিসিয়ে বললাম। যদিও আমি জানতাম সে কি বলতে চাচ্ছিল।

সে আমার দিকে তাকাল। 'তুমি জানো না বুঝি, তুমি সে সময় বলেছিলে এটা নিয়ে আমার কোন মাথা ব্যথা নেই... যদি— যদি সে তোমাকে মার দেয়।'

'জ্যাক...' আমার কথা আটকে গেল। শেষ করতে পারলাম না।

সে চোখ বন্ধ করে একটা গভীর নিঃশ্বাস নিল। 'তুমি কী সত্যি সিরিয়াস ছিলে?' কথা বলার সময় তখনও ওর চোখ বন্ধ ছিল।

'হ্যাঁ।' আমি ফিসফিসিয়ে বললাম।

জ্যাকব গভীরভাবে শ্বাস নিল, তারপর ফোঁস করে ছেড়ে দিতে দিতে বলল, 'আমার মনে হয় আমি ব্যাপারটা জানি।'

আমি ওর দিকে তাকালাম, অপেক্ষা করছিলাম কখন ও চোখ খুলবে।

'তুমি কী জানো এর মানে কী হতে পারে?' সে হঠাৎ জানতে চাইল। 'মনে হয় তুমি সেটা বুঝতে পারছ, তাই না। কেমন হত যদি কোন চুক্তি ভঙ্গ করতে হত?'

'আমরা প্রথমে এ জায়গা ছেড়ে চলে যেতাম।' আমি নিচু স্বরে বললাম।

ঝট করে ওর চোখ খুলে গেল। সেখানে ভর করল দুঃখ আর বেদনা। 'চুক্তির ক্ষেত্রে কোন ভৌগোলিক সীমারেখা থাকে না, বেলা। আমার দাদার দাদারা কুলিনদের সাথে এই চুক্তিতে একমত হয়েছিল, তারা শপথ করে বলেছিল যে তারা ভিন্ন রকম। কোন মানুষ তাদের কারণে ক্ষতিগ্রস্ত হবে না। তারা এটাও ওয়াদা করেছে যে তারা কোন মানুষকে খুন করবে না। অথবা কোন মানুষকে ভ্যাম্পায়ারে বদলে দেবে না। তারা যদি কথা না রাখে তাহলে সে চুক্তি অর্থহীন। কিন্তু তারা তো আর সব ভ্যাম্পায়ারের মতই। একবার সেটা প্রতিষ্ঠিত হয়ে যাওয়ার পর আমরা আবার দেখতে পেলাম—'

'কিন্তু, জ্যাক, তুমিও কী এরই মধ্যে এই চুক্তি ভঙ্গ করনি?' আমি হালকা গলায় জিজ্ঞেস করলাম। 'তুমি তোমার লোকজনদের ভ্যাম্পায়াররা এখন কী রকম এ সম্পর্কে বিস্তারিত বলনি, এটা কী কোন না কোনভাবে চুক্তি ভঙ্গ নয়? আর তুমি সেটা আমাকে বলেছ— এটাও তো এক ধরনের চুক্তি ভঙ্গের অপরাধ।'

জ্যাকব কিছু বলল না। ওর চোখ ভেসে থাকা বেদনার চিহ্ন আরও গাঢ় হল। 'হ্যাঁ। আমি চুক্তি ভঙ্গ করেছি– আর আমি এটাও নিশ্চিত যে তারা এই ব্যাপারে জানে।' সে আমার কপালের দিকে তাকাল। জানি চোখের দিকে তাকালে দেখতে পেত তাতে একরাশ লজ্জা। 'তার মানে এটা এই না যে আমি তাদের কোন সুযোগ নিতে দেব। এটা ভুল করে ভুল হয় নি। তাছাড়া আমাদের কাছে তাদেরও দুর্বলতা আছে। বেশি তেড়িবেড়ি করলে তাদের আক্রমণ করব। যুদ্ধ শুরু করব।'

এরপর সে কোন কথা বলতে পারল না। আমি হা করে নিঃশ্বাস ফেললাম।

'জ্যাক, তোমার কী মনে হয় এই পথে এগুলো খুব বেশি লাভ হবে?'

সে দাঁতে দাঁত চেপে বলল। 'এটাই একমাত্র পথ!'

বেশকিছু সময় নীরবে কেটে গেল। এক সময় মনে হল নীরবতাই সবচেয়ে জোরালো শব্দ।

'তুমি কী আমাকে ক্ষমা করবে না, জ্যাকব?' আমি ফিসফিসিয়ে বললাম। কথাগুলো বলার সময় আমি মনে প্রাণে চাইছিলাম যেন কোন উত্তর না আসে।

'তুমি তখন বেলা থাকবে না।' সে বলল। 'আমার কোন বন্ধু থাকবে না। তাই কাউকে ক্ষমা করার প্রশ্নই আসে না।'

আমরা একে অন্যের দিকে নীরবে তাকিয়ে থাকলাম।

'এভাবেই বিদায় জানাচ্ছ তাহলে, জ্যাক?'

সে চোখ পিট পিট করে তাকাল। বিস্ময়ে ভর করেছে সেখানে। 'কেন? আমাদের হাতে এখনও বেশ কয়েক বছর সময় আছে। সে সময়ের আগ পর্যন্ত কী আমরা বন্ধু থাকতে পারি না?'

'কয়েক বছর? না জ্যাক, কোন বছর না।' আমি মাথা ঝাকালাম আর বিদ্রুপের হাসি হাসলাম। 'সপ্তাহ বলাটাই বরং ভাল শোনাচ্ছে।'

এ কথাটা বলার পর ওর যে প্রতিক্রিয়া হল আমি তার জন্য প্রস্তুত ছিলাম না।

সে হঠাৎ পায়ের ওপর ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল। পট করে শব্দ হয়ে সোজা ছড়িয়ে পড়ল চারপাশে। যেন হোস পাইপ দিয়ে পানি ছিটিয়ে পড়ল। সেগুলো আমাকে পর্যন্ত ভিজিয়ে দিল।

'জ্যাক!' আমি ওকে সাবধান করে দিলাম। রাগে ওর সমস্ত দেহ ঝাকি খাচ্ছে। যেন ওর দেহ জুড়ে ভূমিকম্প হচ্ছে। ওর বুক চিড়ে গরগর টাইপের শব্দও বের হচ্ছে। সে আমার দিকে বন্য দৃষ্টিতে তাকাল। আমি সে জায়গায় বরফ জমার মত জমে গেলাম। কিভাবে নড়াচড়া করতে হয় তাও যেন ভুলে গেলাম।

সে নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করার চেষ্টা করল। নিজের ঘোর লাগা চোখকে একদিকে মনোযোগী করার চেষ্টা করল। এতে শরীরে কাঁপুনি কমে এলেও হাতের কাঁপুনি থামল না।

'সপ্তাহ।' জ্যাকব আস্তে গলায় বলল।

আমি কোন সাড়া দিতে পারলাম না। আমি তখনও বরফের মত জমে আছি।

সে তার চোখ খুলল। সেগুলোয় এখন আগের মত রাগ নেই।

'সে তোমাকে ভ্যাম্পায়ারে রূপ দেবে মাত্র কয়েক সপ্তাহের মধ্যে!' সে দাঁতে দাঁত

ঘষল।

আমি ধীরে মাথা নেড়ে ওর কথায় সায় জানালাম।

ওর মুখের রঙ যেন বদলে গেল।

'অবশ্যই জ্যাক।' আমি ফিসফিসিয়ে বললাম। তারপর কিছুক্ষণ বিরতি। 'সে এখন সতের বছর বয়স্ক, জ্যাকব। আর যতদিন যাচ্ছে আমি উনিশের দিকে যাচ্ছি। তার উপর আরেকটা ব্যাপার কী জানো? সে আমার সর্বস্ব। ওর জন্য যা কিছু সম্ভব আমি করতে পারি।'

'যেকোন কিছু? এর চেয়ে বরং তোমার মরে যাওয়া উচিত।' সে আমার দিকে রাগী দৃষ্টি নিয়ে তাকাল।

'মনে হয় তুমি ভাগ্যবানই হবে।' আমি ফাঁকা গলায় বললাম। 'হতে পারে ফেরার পথে আমি একটা ট্রাকের সাথে ধাক্কা খেতে পারি।'

আমি মটর সাইকেল ঠেলে বাইরে নিয়ে এলাম। এবং বৃষ্টির মধ্যেই বেরিয়ে পড়লাম। আমি ওকে পাশ কাটিয়ে যাওয়ার সময় ও নড়লও পর্যন্ত না।

কাঁদামাখা পথে এসেই আমি মোটর সাইকেলে চড়ে বসলাম এবং স্টার্ট নিলাম। কুলিনদের বাড়ি পর্যন্ত যাওয়ার আগেই আমি ভিজে চুপসে গেলাম। মনে হচ্ছিল ভেজা পানি বরফ হয়ে জমে যাচ্ছে। দাঁতে দাঁত কপাটি লেগে যাওয়ার মত অবস্থা।

মোটর সাইকেল ঠেলে আমি যখন কুলিনদের বাসায় ঢুকছিলাম তখন এলিসকে আমার অপেক্ষায় গ্যারেজে দেখতে পেলাম। সেই হলুদ রঙা পোর্শে গাড়ির হুডের ওপর সে বসে আছে।

'এটা চালানোর সময়টুকু পর্যন্ত আমার হয়নি।' সে আহত গলায় বলল।

'স্যরি।' দুপাটি দাঁতের ঠকাঠক সামলে নিয়ে বললাম।

'মনে হয় তোমার এখনই একটা হট শাওয়ার নিতে হবে।' সে গাড়ি থেকে নেমে দাঁড়াতে দাঁড়াতে বলল।

'হ্যাঁ।'

সে ঠোঁট কামড়ে ধরে কিছুক্ষণ আমার দিকে তাকিয়ে থাকল।

'তুমি কী এ ব্যাপারে কিছু বলতে চাও?'

'না।' সে আলতোভাবে মাথা নাড়ল। 'তুমি কী আজরাতে অলিম্পিয়া যেতে চাও?'

'না। আমি কী বাসার দিকে একটু যেতে পারি?'

সে লজ্জা পেয়ে মাথা নিচু করল।

'কিছু মনে করো না এলিস।' আমি বললাম। 'এতে যদি উপকৃত হও তাহলে আমি অবশ্যই থাকব।'

'ধন্যবাদ।' সে যেন হাফ ছেড়ে বাঁচল।

আমি সে রাতে তাড়াতাড়ি ঘুমাতে গেলাম। এ্যাডওয়ার্ডের সেই সোফায়।

আমি যখন জেগে উঠলাম তখনও রাতের আঁধার ছিল। কিসের জন্য ঘুমটা ভাঙল বুঝতে পারলাম। তবে এটা বুঝতে পারছিলাম ভোর হতে বেশি বাকি নেই। আমি আবারও ঘুমাবার চেষ্টা করলাম। আবারও ঘুমটা চটে গেল। হঠাৎ মনে হল কিসের যেন শব্দ শুনতে পাচ্ছি. শব্দটা আসছে মেঝে থেকে। আধো অন্ধকারে আমি দেখার চেষ্টা

করলাম। যদিও মেঘের ফাঁক দিয়ে চাঁদের আলো আসছিল। সেই স্বল্প আলোতে আমি কিছু একটার নড়াচড়ার টের পেলাম।

'স্যরি।' অন্ধকারে এ্যাডওয়ার্ডের গলা শুনতে পেলাম। 'আমি আসলে তোমাকে জাগাত চাই নি।'

আমি টেনশান নিয়ে অপেক্ষা করতে লাগলাম। সবকিছু নিরব ছিল। ওর আমার মধ্যে ব্যবধান শুধু এ রুমের আধার। মনে হচ্ছিল এ রুমের পুরো আবহাওয়াটাই বদলে গেছে। রুমের বাতাসটাও পর্যন্ত পরিবর্তিত হয়ে গেছে। যেন অনেক বেশি সুবাসিত।

আমি হাতড়ে হাতড়ে ওর কাছে পৌঁছে গেলাম, ওর হাত ধরার চেষ্টা করলাম। ও আমাকে ওর বাহুবন্দি করল। বুকের কাছে জাপটে ধরল। আমার ঠোঁট ওর গলা চিবুক ছুয়ে ছুয়ে এক সময় ওর ঠোঁট খুঁজে পেল।

এ্যাডওয়ার্ড আমাকে চুমোয় চুমোয় ভরিয়ে দিতে লাগল।

'আমি গ্রিজলির পেছনে ধাওয়া করতে যেয়ে এটুক মিস করেছিলাম খুব...'

'প্লিজ, থামো।' আমি ওকে থামিয়ে দিলাম। 'আমাকে আমার কাজ করতে দাও।' বলেই আমি আবারও ওকে চুমু খেলাম।

'তুমি যতক্ষণ পর্যন্ত চাও আমি রাজী।' সে ওর ঠোঁটে আমার ঠোঁট নিয়েই ফিসফিস করে বলল। ও আমার চুল খামচে ধরল।

আমার বুক ধড়ফড় করে উঠল। 'হয়তো সকাল পর্যন্ত।'

'যেমন তুমি চাও।'

'ফিরে আসার জন্য স্বাগতম।' ওর ঠাণ্ডা ঠোঁট যখন আমার ঘাড় ছুল তখন আমি বললাম। 'আমি খুব খুশি হয়েছি যে তুমি ফিরে এসেছো।'

'আনন্দের ব্যাপার। কী বল?'

'উমম।' আমিও সায় দিলাম। আমার হাত দিয়ে তার গলা জড়িয়ে ধরলাম।

তার হাত আমার কনুইয়ের কাছে ভাঁজ হয়ে আছে। ধীরে ধীরে আমার হাতের দিকে নামছে। আমার বুকের উপর ঘুরে কোমরের কাছে চলে এলো। তারপর আমার পশ্চাদদেশ ছুয়ে পায়ের দিকে নামতে লাগল। হাটুর চারিদিকে ঘুরতে লাগল। সেখানে থেমে গেল। তার হাত আমার পায়ের গোড়ালীর উপরের কাফ মাসলের উপর। সে হঠাৎ করে আমার পা ধরে টান দিল। তার কোমরের দিকে টেনে নিল।

আমি শ্বাস প্রশ্বাস প্রায় বন্ধ করে ফেললাম। এটা সেই প্রকারের জিনিস নয় সাধারণত সে সেটা অনুমোদন করে।

তার ঠোঁট আমার গলার ভাজের কাছে ঘুরতে লাগল।

'অপ্রাপ্তবয়স্কতার এখানে কোন ব্যাপার নেই।' সে ফিসফিস করে বলল। 'কিন্তু তুমি কি কিছু মনে করবে যদি আমি বলি, বিছানার উপরে উঠলে কেমন হয়?'

আমি উত্তর দেয়ার আগে, এমনকি আমি তার কথার মর্মার্থ ভালভাবে বুঝে উঠার আগে, সে তার দিকে ঘুরে গেল। আমাকে তার উপরে টেনে নিল। সে তার হাত দিয়ে আমার মুখ তুলে ধরল। ঘুরিয়ে দিল যাতে তার মুখ আমার গলার কাছে পৌঁছাতে পারে। আমার শ্বাসের শব্দ খুব জোরে হচ্ছিল। এটা প্রায় বিব্রতকর অবস্থার মত। কিন্তু আমি লজ্জিত হওয়ার মত তেমন কিছুই দেখলাম না।

'বিছানায়?' সে আবার জিজ্ঞেস করল। 'আমি মনে করি বিছানাটা সুন্দর।'

'এটা অপ্রয়োজনীয়।' আমি কোনমতে শ্বাস নিলাম।

সে আমার মুখ তার মুখের উপর টেনে নিল। আমার ঠোঁট তার ঠোঁটের উপরে। এইবার খুব ধীরে ধীরে সে ঘুরে নিজেকে আমার উপরে তুলে দিল। সে আমাকে এতই সর্তকতার সাথে ধরে রাখল যাতে তার কোন ওজন আমার উপরে চাপ না পড়ে। কিন্তু আমি তার শরীরের বরফ শীতলতা আমার শরীরে অনুভব করতে পারলাম। আমার হৃৎপিণ্ড এতজোরে স্পন্দিত হচ্ছিল যে আমার পক্ষে তার হালকা হাসির শব্দ শোনা বেশ কঠিন ছিল।

'সেটা বির্তকিত বিষয়।' সে অসম্মত হলো। 'কোচের ওপর এটা করা খুব কঠিন হবে।'

বরফের মত ঠাণ্ডা জিহ্বা দিয়ে সে আমার ঠোঁট খুঁজে পেল। আমার মাথা ঘুরছিল। বাতাসটা আমার কাছে খুব দ্রুতগতিতে আসছিল।

'তুমি কি তোমার মন পরিবর্তন করেছো?' আমি শ্বাস চেপে ধরে জিজ্ঞেস করলাম। হতে পারে সে তার সর্তকতার নিয়মকানুনগুলো আবার ভেবে দেখবে। হতে পারে বিছানার উপর তার জন্য এটা আরো উল্লেখযোগ্য কিছু হবে। আমার হৃদয় তার উত্তরের জন্য খুব আকুলি বিকুলি করে অপেক্ষা করতে লাগল।

এ্যাডওয়ার্ড দীর্ঘশ্বাস ফেলল। ঘুরে গেল যাতে আমরা আবার পাকাঁপাশি শুতে পারি।

'হাস্যকর হয়ো না, বেলা।' সে বলল, তার কণ্ঠস্বরে অননুমোদনের স্বর। পরিষ্কারভাবে, আমি কি বোঝাতে চেয়েছি সেটা সে বুঝতে পেরেছে। 'আমি শুধু বিছানার সুবিধার কথা বলতে চেয়েছিলাম। তোমার দিকে চিন্তা করে। এটাকে অন্য দিকে নিয়ে যেয়ো না।'

'অনেক দেরি।' আমি বিড়বিড় করে বললাম। 'আর আমি বিছানাই পছন্দ করছি।' আমি বললাম।

'গুড।' ওর ঠোঁট আমার কপাল ছুলেও ওতে হাসির রেশ টের পেলাম। 'আমিও তাই চাই।'

'আমি এখনও ভাবছি এটার দরকার আছে।' আমি বলে চললাম।

আমার কথা শুনে ও যেন লজ্জা পেল। 'একশবার। বেলা– এটা কিন্তু খুব বিপজ্জনক।'

'আমি বিপদ পছন্দ করি।' আমিও পাল্টা বলাম।

'আমি সেটা জানি।' ওর গলা ধারাল শোনাল। মনে হয় গ্যারেজে সে বাইকটা দেখতে পেয়েছে।

'আমি তোমাকে বলব বিপজ্জনক জিনিসটা আসলে কী।' আমি তাড়াতাড়ি বললাম। আমি নতুন আলোচনায় মোড় ঘুরালাম। 'আমি তোমাকে এখন বলব এ'কদিন কেমন জ্বলা জ্বলেছি– নিজেকে তোমার দোষ দিতে ইচ্ছে করবে।'

সে আমাকে ঠেলা দিয়ে সরিয়ে দিল।

'কী করছ?' আমি জিজ্ঞেস করলাম।

'তোমাকে আরও দহন থেকে রক্ষা করছি। এতক্ষণ যা করলাম এটা যদি আবার তোমার জন্য বেশি হয়ে যায়...'

'আমি সামলাতে পারব।' আমিও পাল্টা বললাম।

সে আমাকে ওর বাহুবন্দি করে উষ্ণ রাখল।

'আমি দুঃখিত যে আমি তোমাকে ভুল আবেগ দেখিয়েছি।' সে বলল, 'আমি আসলে তোমাকে অসুখী করতে চাই না। এটা ঠিক হবে না।'

'কী বলছ না বলছ। চমৎকার... খুবই চমৎকার।'

সে একটা গভীর শ্বাস নিল। 'এই? তুমি কী ক্লান্তবোধ করছ না? আমার উচিত তোমাকে ঘুমোতে দেয়া।'

'না আমি মোটেও টায়ার্ড ফিল করছি না। শোন, আমি কিছুই মনে করব না যদি তুমি আবারও ভুল আবেগ দেখাও।'

'সেটা খুব খারাপ বুদ্ধি। তুমি সহ্য করতে পারবে না।'

'হ্যাঁ, আমি পারব।' আমি উঠে বললাম।

সে চুকচুক টাইপের শব্দ করল। 'তোমার কোন ধারণাই নেই, বেলা। এর মানে এই না যে তুমি আমার আত্মনিয়ন্ত্রণে প্রভাব ফেলতে পারবে।'

'আমি সেটা নিয়ে দুঃখিত নই।'

'তাহলে কী আমি দুঃখিত হতে পারি?'

'কিসের জন্য?'

'তুমি আমার সাথে রাগারাগি করেছিলে, মনে আছে?'

'ওহ। সেটা।'

'আমি দুঃখিত। আমি ভুল করেছিলাম।'

ওর হাত আরও শক্ত করে আমাকে জড়িয়ে ধরল। 'তোমাকে একা রেখে যখন যাই তখন সত্যি আমার ভীষণ কষ্ট হয়। চিন্তা হয়। বেশি দূরেও যেতে পারি না।'

আমি হাসলাম। 'তুমি কোন পাহাড়ী সিংহ খুঁজে পেয়েছিলে?'

'হ্যাঁ। পেয়েছিলাম। তখনও আমার টেনশান কাজ করছিল। আমি এলিসের কাছে তোমাকে রেখে এসেছি। এটা আসলে খুব খারাপ হয়েছে।'

'হ্যাঁ।' আমিও সায় দিলাম।

'আমি এটা আর করব না।'

'ঠিক আছে।' আমি সহজভাবে বললাম। আমি অনেক আগেই ওকে ক্ষমা করে দিয়েছি। 'আচ্ছা তোমাদের কী যেন পার্টি আছে... ওতে কী হয়?'

সে ঠোঁট কামড়ে ধরে বলল 'ঠিক আছে, আমি সেখানে তোমাকে নিয়ে যাব।'

'তাহলে এবার আমার দুঃখিত হওয়ার পালা।'

'তোমার পালা?' ওর গলা কিছুটা সন্দেহ মেশানো।

'দুঃখিত হওয়ার পালা।'

'তুমি কেন দুঃখিত হবে?'

'তুমি কী আমার ওপর রেগে নেই?' আমি ফাঁকা গলায় জিজ্ঞেস করলাম।

'না।'

মনে হল সে সত্যিই বলছে।

আমি টের পেলাম আমার ভ্রুজোড়া কুঁচকে গেছে। 'আচ্ছা, তুমি যখন ঘরে ঢুকেছ তখন কী এলিসকে দেখতে পেয়েছ?'

'হ্যাঁ। কেন?'

'তুমি কী ওর পোর্শে ফিরিয়ে নেবে?'

'অবশ্যই না। এটা ওর জন্য উপহার।'

মনে হল ওর মুখটা একবার দেখতে পারলে ভাল হত। ওর গলা শুনে মনে হল আমি ওকে ইনসাল্ট করেছি।

'আমি কী করেছি তুমি সেটা জানতে চাও?' আমি আলো আধারিতে ওর দিকে তাকানোর ব্যর্থ চেষ্টা করলাম।

আমি টের পেলাম ও শ্রাগের ভঙ্গিতে কাঁধ ঝাকাল। 'তুমি যা কর তাতে আমি বরাবরই আগ্রহী– অবশ্য তুমি জানাতে না চাইলে বলার কোন দরকার নেই।'

'আমি লা পুশে গিয়েছিাম।'

'আমি জানি।'

'আমি স্কুলও ফাঁকি দিয়েছি।'

'আমিও তাই করতাম।'

আমি ওর মুড বোঝার চেষ্টা করলাম। 'সবকিছু সহ্য করে নেয়ার এই বোধটা কোত্থেকে এল?' আমি জানতে চাইলাম।

সে লজ্জা পেয়ে হাসল।

'আমি চিন্তা করে দেখলাম তুমি ঠিক পথে এগোচ্ছ। আগে আমার একগুয়েমি ছিল... কুসংস্কার ছিল নেকড়েমানব বা এসব নিয়ে। কিন্তু আমি ভাবছি তোমার যুক্তিগুলোকে মূল্য দেব। তুমি বলেছ জ্যাকবের সাথে মিশলে তোমার ক্ষতির কোন কারণ নেই— একথাটা বিশ্বাস করে নিলাম। এটাই আমার বোধ।'

'ওয়াও!'

'আর... সবচেয়ে প্রয়োজনীয় যে জিনিসটা... এটা আমাদের মধ্যে চলতে থাকুক আমি সেটা চাই না।'

আমি ওর বুকে মাথাটা রেখে ঘষলাম। চমৎকার আবেশে চোখ মুছলাম।

'তাহলে।' সে বরাবরের মত স্বাভাবিক গলায় বলল। 'তুমি কী কাছাকাছি সময়ে লা পুশে যাওয়ার চিন্তাভাবনা করছ?'

আমি এ কথার কোন উত্তর দিলাম না। ওর প্রশ্নটা আমাকে জ্যাকবের কথা মনে করিয়ে দিল। আমার কণ্ঠ রুদ্ধ হয়ে এল।

সে আমার নীবরতাকে সম্মতি হিসেবে নিল।

'একারণে জানতে চাচ্ছি যে আমার নিজস্ব কিছু প্ল্যান ছিল।' সে ব্যাখ্যা করে বলল। 'আমি তোমাকে এটা বলছি না যে তোমাকে শীঘ্রই যেতে হবে।'

'না। আমার লা পুশে যাওয়ার কোন প্লান নেই।'

'ওহ। তুমি আমার কথা চিন্তা করে এটা বলছ। এটা ঠিক না।'

আমার মনে হয় সেখানে কেউ আমাকে স্বাগতম জানাবে।'

'কেন? তুমি কারও পাকা ধানে মই দিয়ে এসেছ নাকি?' সে হালকা গলায় বলল। সে সরাসরি জানার জন্য আগ্রহ না দেখলেও ওর কণ্ঠস্বর শুনে বুঝতে পারছি জানার জন্য ওর খুব কৌতূহল হচ্ছে।

'না, সেরকম কিছু না।' আমি গভীরভাবে শ্বাস নিলাম। তারপর ব্যাখ্যাটা বুঝিয়ে বলার একটা মানসিক প্রস্তুতি নিলাম। 'আমি জ্যাকবকে সব বুঝতে পারার একটা শিক্ষা দিয়েছি... আমি মনে করি না এটা ওকে আশ্চর্য করবে।'

আমি যখন দ্বিধান্বিত হয়ে পড়লাম তখন ও অপেক্ষা করল।

'সে কল্পনাও করতে পারেনি... আমরা এত তাড়াতাড়ি...'

'ওহ্!' সে আস্তে করে বলল।

'সে বলেছে তার চাইতে সে আমাকে মৃত দেখতেও রাজী।' শেষ কথাগুলো বলার সময় আমার গলা ভেঙে গেল।

এ্যাডওয়ার্ড বেশ কিছুক্ষণ পাথরের মত বসে রইল। হয়তো সে তার প্রতিক্রিয়া লুকাতে চাচ্ছে।

সে আমাকে বুকের মধ্যে জাপটে ধরল। 'আমি খুবই দুঃখিত।'

'আমি ভেবেছিলাম তুমি শুনে খুশি হবে।' আমি ফিসফিস করে বললাম।

'যে জিনিস তোমাকে দুঃখ দেবে তা নিয়ে আমি খুশি হব?' সে আমার চুলে মুখ ডুবিয়ে বলল, 'আমি মোটেও সেটা মনে করি না, বেলা।'

আমি লজ্জা পেলাম। ওর নিটোল শরীরে নিজেকে সেধিয়ে ফেলতে চাইলাম। সে বরাবরের মতই নড়াচড়া করছে না। মনে হয় কিছু নিয়ে চিন্তা করছে।

'কী হল?' আমি জিজ্ঞেস করলাম।

'কিছু না।'

'তুমি আমাকে বলতে পার।'

সে কিছুটা সময় নিল। 'তুমি শুনলে রেগে যেতে পার।'

'তাও আমি জানতে চাই।'

সে লজ্জা পেল। 'এ কথা বলার জন্য আমি বেশ ধীরে সুস্থে ওকে খুন করব। এটা আমি অবশ্যই চাই।'

ওর কথা শুনে হেসে উঠলাম। 'আমি ধরে নিয়েছিলাম তুমি সত্যি সত্যি বুঝি নিজের ওপর নিয়ন্ত্রণ ফিরে পেয়েছ।'

'আমি সবার অগোচরেই করব।' ওর গলার স্বরটাও চিন্তাযুক্ত।

'যদি না তোমার নিজের ওপর আবার কন্ট্রোল ফিরে আসে।' আমি নিজেকে সামান্য উঁচু করে ওকে চুমু খেলাম। ওর হাত আরও শক্ত করে আমাকে জড়িয়ে ধরল।

সে লজ্জা পেল, 'আমার কী সবসময় দায়ী হওয়া উচিত?'

আমি অন্ধকারে গুঙিয়ে উঠলাম। 'না। এখন কয়েক মিনিটের জন্য আমাকে তোমার দায়-দ্বায়িত্বের গ্রাহক হতে দাও.. অথবা কয়েক ঘন্টার জন্য।'

'উহু। শুভরাত্রি. বেলা।'

'একটু দাঁড়াও– তোমাকে আমার আরও কিছু জিজ্ঞেস করার আছে।'

'কী সেটা?'

'গতরাতে আমি রোজালির সাথে কথা বলেছিলাম...'

ওকে আবারও চিন্তিত মনে হল। 'হ্যাঁ। সে খুব চিন্তা করছিল আমি কখন ফিরে আসব সেটা নিয়ে। সে তোমাকে অনেক উপদেশের বাণী শুনিয়েছে, তাই না?'

ওর গলার স্বরে কেমন যেন রাগ মেশানো। আমি বুঝতে পারলাম ও বুঝে নিয়েছে, ভ্যাম্পায়ার না হয়ে মানুষ থাকার জন্য রোজালি আমাকে যা যা উপদেশ দিয়েছে সে সব। কিন্তু আমি আরও একটা ব্যাপার নিয়ে জানতে আগ্রহী।

'সে আমাকে কিছু কিছু বলেছে... ডেনালিতে তোমাদের বসবাসের সময়টা নিয়ে।

একটু থেমেই সে আবারও বলে বসল, 'কী বললে?'

'সে একদল তরুণী ভ্যাম্পায়ার কথা বলল... সেই সাথে তোমার কথাও।'

সে আর কোন উত্তর দিতে পারল না।

'চিন্তা করো না।' আমি বললাম। 'সে আমাকে এটাও বলেছে যে তুমি... পক্ষপাতিত্ব দেখাও নি। আমি অবাক হয়েছি জেনে তুমি কল্পনাও করতে পারবে না।'

এবারও সে কিছুই বলল না।

কোন উত্তর নেই। ওর মুখটা যদি একবার দেখতে পারতাম তাহলে সেটা দেখেও কিছু আচ করতে পারতাম, ওর এই নীরবতার মানে কী?'

'এলিস আমাকে সব বলবে।' আমি বললাম। 'আমি এখনই ওকে জিজ্ঞেস করতে যাচ্ছি।'

ওর হাত আরও শক্ত করে চেপে বসল। আমি এক ইঞ্চিও নড়তে পারলাম না।

'দেরি করে ফেলেছ।' সে বলল। ওর গলার মধ্যে নতুন ধরনের কিছু একটা ছিল। কিছুটা নার্ভাসনেস আর কিছুটা বিব্রতভাব। 'তার উপর আমার মনে হয় এলিস চলে গেছে...'

'এটা কিন্তু খারাপ হচ্ছে।' আমি বললাম। 'সত্যি কিন্তু খারাপ হচ্ছে, তাই নয় কী?' হাত ছাড়াতে গিয়ে আমি ব্যথা পাচ্ছিলাম।

'শান্ত হও, বেলা।' আমার নাকের ডগায় চুমু দিয়ে সে বলল। 'তুমি অযৌক্তিক আচরণ করছ।'

'আমি? তাহলে তুমি কেন আমাকে সব খুলে বল নি?'

'কারণ বলার মত তেমন কিছুই ছিল না। তুমি বরং সীমা অতিক্রম করছ।'

'কীসে?' আমিও পাল্টা জিজ্ঞেস করলাম।

সে যেন লজ্জা পেল। 'তানিয়া আমার উপর খানিকটা আগ্রহী ছিল। আমি ওকে ধীরে সুস্থে বুঝিয়ে দিয়েছিলাম যে আমি ওর উপর ইন্টারেস্টেড নই। গল্পের এখানেই শেষ।'

আমি আমার গলার স্বর যথা সম্ভব শান্ত রাখার চেষ্টা করলাম। 'এটুকু অন্তত বল যে সে দেখতে কেমন ছিল?'

'খানিকটা আমাদের মতই– সাদা ত্বক। সোনালী চোখ।' সে খুব দ্রুত বলে চলল। 'আর অবশ্যই অসাধারণ সুন্দরী।'

আমি ওকে মুখ ভেঙচালাম।

'আমার মানুষের চোখ পছন্দ। বুঝতে পারছ আমি কী বলছি?'

'কী?' আমি খিচিয়ে উঠলাম।

সে ওর মুখটা আমার কানের কাছে রেখে ফিসফিস করে বলল, 'ওর সুন্দর সোনালী চুল। চমৎকার ফিগার।'

'আমার মত স্ট্রবেরী সোনালী নিশ্চয় নয়?'

আমাকে ও চিন্তা করার সময় দিল না। ততক্ষণে ওর আবেগী ঠোঁট আমার চিবুক ছুঁয়েছে। সেখান থেকে গলা। ওর ঠোঁট জোড়া উঠানামা করতে করতে যেন আমাকে অস্থির করে তুলতে চাইল।

'মনে হয় সবঠিকই আছে।' আমি বললাম।

'হুমম,' আমার ত্বকে মুখ রেখেই সে বলল। 'যখন তুমি খুব ঈর্ষান্বিত হয়ে যাও তখন তোমাকে খুব আদর করতে ইচ্ছে করে। আমি সত্যি ভীষণ মজা পাই।'

মনে হচ্ছিল আমি যেন আধারেই মিশে যাচ্ছি।

এক সময় সে বলল, 'অনেক সময় পার হয়ে গেছে, বেলা। এবার তুমি একটু ঘুমাতে চেষ্টা কর। ড্রিম হ্যাঁপী ড্রিমস। আমি শুধুই তোমার। আর কেই আমার হৃদয় ছুতে পারে নি। ঘুমাও লক্ষী সোনা, আমার ভালবাসা।'

আমি আলতো করে ওকে চুমু খেয়ে ওর বুকের কাছে গুটিয়ে শুয়ে পড়লাম।

নয়

এলিসের সাথে আমি স্লাম্বার পার্টিতে চুটিয়ে মজা করলাম। ফেরার পথে বাবা আমাদের হৈ চৈ শুনে গাড়ি চালিয়ে দরজার কাছে এলেন। আমাদের ওঠার জন্য দরজা খুলে দিলেন।

'কেমন মজা করলে?' বাবা জিজ্ঞেস করলেন।

'চমৎকার বাবা! খুব মজা হয়েছে।'

ঘরে ফিরে একটু ফ্রেশ হয়ে নিলাম। তারপর সিঁড়ি দিয়ে নেমে রান্নাঘরের দিকে এগোলাম।

'তোমার একটা ম্যাসেজ এসেছে।' বাবা পেছন থেকে আমাকে বললেন।

রান্নাঘরের কোণার ফোনটায় ম্যাসেজ প্যাডে কিছু লেখা ছিল। আমি আড়চোখে সেটার দিকে তাকিয়ে সসপ্যান খুঁজতে লাগলাম। বাবা লিখেছে, *জ্যাকব কল করেছিল।*

সে বলেছে সে ওভাবে কথাটা বলতে চায়নি, এবং এজন্য সে দুঃখিত। সে চায় তুমি ওকে একটু ফোন কর। ওকে একবার সুযোগ দিয়ে দেখতে পার।

ওর গলা খুবই আহত শুনিয়েছে।

আমি ঠোঁট উল্টালাম। বাবা আমার জন্য ম্যাসেজ লিখলে বেশ বিতং করে লেখেন। আর ও আপসেট হলে হোক। আমি ওকে কল করব না। আমার মরে যাওয়াটা যদি সহ্য করতে পারে তাহলে আমার চুপ করে থাকাটাও ও বেশ সহ্য করে নিতে পারবে।

ম্যাসেজটা নিয়ে আমি মাথা ঘামালাম না। আমি আমার মত কাজ করে যেতে লাগলাম।

'তুমি কী জ্যাকবকে ফোন করবে না?' বাবা জিজ্ঞেস করলেন। বাবা বসার ঘরের দেয়ালে হেলান দিয়ে আমার কাণ্ড দেখছিলেন।

'না।'

আমি সিঁড়ি দিয়ে উঠে যেতে লাগলাম।

'এটা কোন ভাল ব্যবহার হলো না, বেলা।' তিনি বললেন। 'ক্ষমা স্বর্গীয়।'

'নিজের চরকায় তেল দাও।' আমি বিড়বিড় করে বললাম যাতে বাবা শুনতে না পায়।

আমার ময়লা কাপড়ের সংখ্যা বাড়ছিল, তাই আমি দাঁত ব্রাশ করেই ময়লা কাপড়গুলো ওয়াশিং মেশিনে ধুতে দিলাম। তারপর আমার রুমে গেলাম। বালিশের কাপড় ধুতে হবে।

রুমে ঢুকেই আমি থ। আরে! কোথায় সে সব। আর রুমটাও অস্বাভাবিক পরিষ্কার মনে হচ্ছে। আমার স্পষ্ট মনে আছে বেডের পাশে আমার ঘামের দুর্গন্ধওয়ালা ধূসর রঙা শার্ট ছিল, রকিং চেয়ারের পাশে একজোড়া নোংরা মোজা। দুদিন আগে যখন স্কুল থেকে ফিরেছিলাম— তখন ক্লান্ত থাকার কারণে ধুতে ইচ্ছে করেনি।

তাহলে কী বাবা ধুয়েছে? এটা তার ক্যারেক্টারের মধ্যে পড়ে না।

আমি বাবার কাছে গেলাম।

'বাবা, তুমি কী কাপড় ধুয়েছ?' আমি চিৎকার করে বললাম।

'উম, না তো।' তিনিও পাল্টা চিৎকার করে বললেন। 'আমি তা করি তুমি সেটাই চাও নাকি?'

'না। কিন্তু আমি ধরে ফেলেছি। তুমি আমার রুমে কিছু খুঁজতে গিয়েছিলে?'

'না। কেন?'

'আমি আমার শার্টটা খুঁজে পাচ্ছি না।'

'আমি তো বাপু সেখানে যাইনি...'

তখন আমার মনে পড়ল, এলিস এখানে এসেছিল আমার পাজামা নিয়ে যেতে। কিন্তু সে তো আমাকে বলেনি যে সে আমার কুশন নিয়ে গেছে— তার এটাও মাথায় আছে যে আমি বেডে ঘুমাইনি। অথবা এটাও হতে পারে যে, সে লে যাওয়ার আগে আমার রুমটা গুছিয়ে দিয়ে গেছে।

আমি ওয়শিং মেশিনের কাছে গেলাম। লাল শার্টটা তেমন ময়লা হয়নি। তাই ওটা ধোয়ার ঝামেলায় যেতে চাইলাম না। তাই ওটা হ্যাম্পার থেকে তুলে নিতে গেলাম।

ভেবেছিলাম ওটা উপরের দিকেই থাকবে। কিন্তু সেখানে সেটা ছিল না। আমি তন্ন তন্ন করে খুঁজলাম। পেলাম না।

আমার কেমন যেন লাগছিল।

আরও কিছু হারিয়ে যাচ্ছে। হয়তো বা একের অধিক।

আমি আমার পরনের শার্টে ভাল করে গিট্টু দিয়ে ক্লজেটে খুঁজে দেখলাম। বাবাকে সে সময় আসতে দেখা গেল। ওয়াশিং মেশিনের ভেতরটাও খালি। আমি ড্রয়ারও চেক

করলাম। এলিসের ডয়ায় সেখানের কাপড়ও অর্ধেক।

'তুমি যা খুজছিলে সেটা কী খুঁজে পেয়েছ?' বাবা বললেন।

'এখনও পর্যন্ত না।'

আমি সিঁড়ি দিয়ে উঠে আমার ঘরের দিকে গেলাম। খাটের নিচে খুঁজে দেখি। ধুলোর আস্তরন ছাড়া কিছুই পেলাম না। ড্রেসারেও তন্নতন্ন করে খুঁজলাম। পেলাম না। ভেবেছিলাম মনের ভুলে সেখানে রেখেছি হয়তো।

হাল যখন প্রায় ছেড়ে দিলাম তখনই শুনতে পেলাম বেল বাজছে। এ্যাডওয়ার্ড হতে পারে।

'দরজা।' চেয়ারে বসেই বাবা বললেন।

'তোমাকে উঠতে হবে না বাবা। আমি দেখছি।'

আমি দরজা খুলে দিলাম।

ওর সোনালী চোখ খুশিতে উদ্ভাসিত হয়ে গেল। হাসিতে দাঁত বেরিয়ে পড়ল।

'এ্যাডওয়ার্ড?' আমি আশ্চর্য হয়ে বললাম। 'কী–?'

সে আমার ঠোঁটের ওপর আঙুল দিল। 'আমাকে দুটো সেকেণ্ড সময় দাও।' সে ফিসফিসিয়ে বলল। 'নড়াচড়া করো না।'

আমি দরজার কাছেই চুপচাপ দাঁড়িয়ে পড়লাম। সে দ্রুত পাশ কাটিয়ে ঘরের ভেতরের দিকে চলে গেল যাতে করে বাবা ওকে দেখতে না পায়।

আমি মনে মনে দুই গুণে শেষ করার আগেই ও আবার ফিরে এল। এসে আমার কোমরে হাত দিল। আর আমাকেও রান্নাঘরের দিকে নিয়ে যেতে লাগল। যাওয়ার সময় আমি বাবার রুমের দিকে এক পলক দেখে নিলাম। তিনি আমাদের বুঝে শুনেই এড়ালেন। তেমন পাত্তা দিলেন না।

'কেউ একজন এখানে আছে। তোমাকে সরে পড়তে হবে।'

রান্নাঘরের কাছেই ওয়াশিং মেশিন। ওটার আওয়াজের কারণে ওর কথা শুনতে কষ্ট হচ্ছিল।

'আমি বাজি ধরে বলতে পারি— প্রথমত কোন নেকড়েমানব নয়।' শুরুতে আমি বললাম।

'তাদের একজনও নয়,' সে মাথা ঝাকিয়ে বলল। 'সে আমাদেরই একজন।'

ওর গলার স্বর শুনে মনে হচ্ছিল ওদের পরিবারের কেউ নয়। একথা মনে হতেই আমার শরীর রক্ত শূন্য হয়ে গেল।

'ভিক্টোরিয়া?' আমি চমকে উঠে বললাম।

'এমনটা আমি কখনই সহ্য করব না।'

'ভলচুরির কেউ,' আমি ধারণা করে বললাম।

'হয়তো বা।'

'কখন এসেছে?'

'অনেক আগে। তোমার বাবা যখন ঘুমিয়ে ছিল তখন।'

'আমাকে খোঁজার জন্য।'

সে কোন উত্তর দিল না। ও হঠাৎ পাথরের মত শক্ত হয়ে গেল।

'এই? তোমরা দুজনে কী নিয়ে এত গুজুর গুজুর ফুসুর ফুসুর করছ?' বাবা পেছন থেকে জিজ্ঞেস করলেন। হাতের পপকর্ণের বোলটা খালি।

লজ্জায় আমরা লাল নীল বেগুনি হয়ে যাওয়ার মত অবস্থা। কোন উত্তরও দিতে পারলাম না। আমি এটা বলব যে একটা ভ্যাম্পায়ার আমাকে খুঁজতে এসেছিল যখন বাবা ঘুমিয়েছিল। আমার গলায় কথা আটকে গেল।

'তোমাদের অবস্থা দেখে মনে হচ্ছে তোমরা এখনই মারামারি শুরু করবে... তা কর। আমাকে এর মধ্যে টেন না যেন।' ফোঁস ফোঁস করে বিরক্তির শ্বাস ফেসে বোলটা সিঙ্কে রাখলেন। তারপর টিভি রুমের দিকে চলে গেলেন।

'চল যাই।' এ্যাডওয়ার্ড নিচু গলায় বলল।

'কিন্তু বাবা!' ভয়টা যেন একেবারে আমার বুকের ভেতর থেকে উঠে এল।

সে এক মুহূর্ত থমকাল, তারপর ওর হাতে ফোন দেখতে পেলাম।

'এমেট' সে বিড়বিড় করে বলল। ফোনটা রিসিভ করে সে এত দ্রুত কথা বলতে শুরু করল যে আমি কিছুই বুঝতে পারলাম না।

আধ মিনিটের মধ্যে কথা শেষ করে সে আমাকে ঠেলে দরজার কাছে নিয়ে চলল।

'এমেট আর জেসপার পথে আছে।' সে আমাকে বাইরের দিকে নিয়ে চলল।

বেরুনোর সময় বাবার সামনে পড়লাম। বাবার চোখে প্রথমে রাগ পরে সেটা সন্দেহে রূপ নিল। বাবা আমাকে কিছু বলার আগেই সে আমাকে নিয়ে বাইরে বেরিয়ে পড়ল।

গাড়িতে উঠে যখন কথা বলা শুরু করলাম তখনও আমি ফিসফিস করছিলাম, 'আমরা কোথায় যাচ্ছি?'

'আমরা এলিসের সাথে কথা বলার জন্য যাচ্ছি।' সে আমাকে বলল। ওর গলার স্বর স্বাভাবিক কিন্তু ভাঙা ভাঙা শোনাল।

'তুমি কী ভেবেছিলে কিছু দেখবে?'

সে রাস্তার দিকে সরু চোখে তাকাল। 'হতে পারে।'

এ্যাডওয়ার্ডের ফোনের পর তারা সবাই সতর্ক ছিল। মনে হচ্ছিল আমি মিউজিয়ামের মধ্য হেঁটে চলেছি। তারা বিভিন্ন পজিশনে মূর্তির মত দাঁড়িয়ে ছিল।

'কী হয়েছে?' এ্যাডওয়ার্ড দরজা দিয়ে ঢুকতে ঢুকতে জিজ্ঞেস করল। আমি শকড হলাম সে এলিসের দিকে রাগী চোখে তাকাচ্ছে। রাগে ওর হাতের আঙুল শক্ত হয়ে গেল।

এলিস বুকের ওপর হাত ভাঁজ করে দাঁড়াল। ওর মুখটাই নড়ল কেবল। 'আমার কোন ধারণা নেই। আমি কিছুই দেখতে পাই নি।'

'এটা কিভাবে সম্ভব?' সে হিসিয়ে উঠল।

'এ্যাডওয়ার্ড,' আমি ওকে সাবধান করলাম। এলিসের সাথে ওর এভাবে কথা বলাটা আমার পছন্দ হলো না।

এ্যাডওয়ার্ডের বাবা কার্লিসল শান্ত স্বরে বললেন, 'এটা আসল বিজ্ঞান সম্মত পথ নয়, এ্যাডওয়ার্ড।'

'সে ওর রুমে ছিল, এলিস। সে ওর জন্য অপেক্ষা করেছিল।'

'আমি সেটা দেখতে পেয়েছিলাম।'

এ্যাডওয়ার্ড হতাশায় বাতাসে হাত ছুড়লো। 'সত্যি বলছ? তুমি নিশ্চিত?'

কথা বলার সময় এলিসের গলা শীতল শোনাল। 'তুমি এরই মধ্যে দেখেছ আমি ভলচুরির ব্যাপারটা দেখার চেষ্টা করছিলাম। বেলার প্রতিটা পদক্ষেপ দেখার চেষ্টা করছিলাম। তুমি কী চেয়েছিলে আমি আরও কিছু দেখি? ওর বাবা, বেলার রুম অথবা ওদের ঘর কিংবা পুরো রাস্তাও? এ্যাডওয়ার্ড, আমি যদি এসব বেশি বাড়াবাড়ি করি তাহলে ঘুমের কবলে ঢলে পড়াটা বিচিত্র নয়।'

'তোমাকে দেখে তো সে রকমই মনে হচ্ছে।'

'সে কোন বিপদের মধ্যে ছিল না। দেখব কী?'

'তুমি যদি ইতালি দেখতে পেতে, তাহলে দেখতে তারা পাঠাচ্ছে–'

'আমি মনে করি না তারা।' এলিস পাল্টা বলল। 'সে রকম হলে আমি দেখতে পেতাম।

'কে চার্লিকে জীবিত ছেড়ে দিল।'

আমি কেঁপে উঠলাম।

'আমি জানি না।' এলিস বলল।

'থামো, এ্যাডওয়ার্ড।' আমি ফিসফিসিয়ে বললাম।

সে আমার দিকে ফিরল। ওর তখনও দাঁত কিড়মিড় করছে। সে আমার দিকে কয়েক সেকেণ্ড তাকিয়ে থাকল। তারপর ফোঁস করে একটা নিঃশ্বাস ফেলল। ওর চোখ বড়বড় হয়ে গেল। শক্ত হয়ে যাওয়া চোয়ালও এক সময় শান্ত হয়ে এল।

'স্যরি, বেলা।' সে এলিসের দিকে তাকাল।

'আমাকে ক্ষমা কর, এলিস। আমি তোমার সাথে যে ব্যবহার করেছি সে বেশি বাড়াবাড়ি হেয় গেছে।'

'আমি বুঝতে পারছি।' এলিস ওকে শান্তনা দিল। 'এটা নিয়ে আমারও মন ভাল নেই।'

এ্যাডওয়ার্ড গভীরভাবে শ্বাস নিল। 'ঠিক আছে, ব্যাপারটা যৌক্তিকভাবে চিন্তা করে দেখি। সম্ভাবনাগুলো কী?'

সবাই থ হয়ে তাকিয়ে রইল। এলিস রিলাক্স হয়ে চেয়ারে হেলান দিল। কার্লিসল ওর পাশে ধীর পায়ে হাঁটছে। তার দৃষ্টি দেখে মনে হচ্ছিল তিনি দূরে কোথাও হারিয়ে গিয়েছেন। এসমে এলিসের পাশেই পা গুটিয়ে বসা।

এ্যাডওয়ার্ড আমাকে সোফার দিকে ঠেলে দিল। আমি এসমের পাশে বসলাম। তিনি হাত বাড়িয়ে আমাকে কাছে টেনে নিলেন।

'ভিক্টোরিয়া?' কার্লিসল জিজ্ঞেস।

এ্যাডওয়ার্ড ওর মাথা ঝাকাল। 'না। আমি সে রকম কোন গন্ধ পাচ্ছি না। ভলচুরির কেউ একজন, যার সাথে আমার দেখাই হয় নি...'

এলিস মাথা ঝাকাল। 'আরো কাউকে বলেনি দেখে রাখতে। আমি সেটা দেখতে পেতাম। আমি সেটার জন্য অপেক্ষা করছি।'

এ্যাডওয়ার্ড মাথা তুলে তাকাল। 'তুমি কী অফিসিয়াল কমান্ডের জন্য অপেক্ষা

করছ?'

'তুমি কী তাহলে মনে করছ কেউ নিজেরা নিজেরাই অভিনয় করছে? কেন?'

'কাইয়াসের আইডিয়া,' এ্যাডওয়ার্ড মতামত জানাল। ওর মুখটা আবারও শক্ত হয়ে গেল।

'অথবা জনের...' এলিস বলল। 'তাদের দুজনেরই লোক বল আছে, যারা অচেনা মুখ পাঠাতে পারে...'

এ্যাডওয়ার্ড সায় জানাল। 'সে রকমই তো মনে হচ্ছে।'

'এটা আসলে একটা বিষয় পরিষ্কার করে দিচ্ছে।' এসমে বললেন। বেলার জন্য অপেক্ষা করছে সে যেই হোক, এলিস অন্তত তাকে দেখতে পাবে। ছেলে অথবা মেয়ে– যেই হোক, চার্লি অথবা বেলাকে মারার নিশ্চয় কোন সংকল্প নেই।'

বাবার নাম শুনে আমি কেঁদে উঠলাম।

'সবঠিক হয়ে যাবে বেলা। কেদো না।' মাথার চুলে হাত বুলতে বুলাতে এসমে আমাকে শান্তনা জানালেন।

'এরপর আসল বিষয়টা বল দেখি।' কার্লিসল বললেন।

'আমাকে চেক করবেন আমিই ভ্যাম্পায়ার হয়ে গেছি নাকি মানুষ আছি?' আমি অনুমান করে বললাম

'সম্ভবত।' কার্লিসল বললেন।

রোজালি বড় করে একটা শ্বাস নিল, নিয়ে লজ্জাই পেয়ে গেল। এতজোরে শব্দ হলো যে আমিও শুনতে শুনতে পেলাম। তারপর তার চোখ আপনা আপনিই চলে গেল রান্নাঘরের দিকে। এ্যাডওয়ার্ডও সে দিকে হতাশার দৃষ্টিতে তাকাল।

এমেট কিচেনের দরজা দিয়ে দৌড়ে আসল। তার পেছন পেছন জেসপারও।

'অনেক দূর চলে গেছে, এক ঘণ্টা আগে।' এমেট হতাশা নিয়ে বলল। 'পশ্চিমে ট্রেইল পাওয়া গিয়েছিল, আর উত্তরেও। এরপরে রাস্তার একপাশে। একটা গাড়ি অপেক্ষা করছে।'

'কপাল আসলে খারাপ।' এ্যাডওয়ার্ড বিড়বিড় করে বলল। 'যদি সে পশ্চিমে যায়... বেশ...'

জেসপার কার্লিসলের দিকে তাকাল, 'আমাদের কেউ ওকে চিনতে পারছি না। কিন্তু এখানে-' সে কার্লিসলের দিকে তাকাল। কার্লিসল তাকুলিন তার দিকে।

'হয়তো আপনি গন্ধটা চিনতে পারবেন।'

'না।' কার্লিসল বললেন। 'পরিচিত না। আমি এরকম কারো সাথে দেখা করিনি।'

'হয়তোবা আমরা এটা ভুলভাবে বিচার করছি। হয়তোবা এটা কাকতালীয়...' এসমে আরও বলতেন। বাকিদের সবার মুখের ভাবসাব দেখে আর কিছু বললেন না। 'আমি আসলে বলতে চাচ্ছি না যে এটা কাকতালীয়– একজন আগন্তুক বেলার ঘরে যখন তখন ঢুকেছে। আমি আসলে বলতে চাচ্ছি কেউ একজন কেবলমাত্র কৌতুহলের বশে সেখানে গিয়েছিল। আমাদের গন্ধ ওর সারাশরীর জুড়ে।'

'সেরকম কৌতুহলী যদি হয়ে থাকে তাহলে সে এখানে আসছে না কেন?' এমেট জানতে চাইলেন।

'তুমি আসলেও আসতে পার,' এসমে হাসতে হাসতে বললেন। 'আমাদের কেউ সবসময় এত ডিরেক্ট না। আমাদের পরিবার অনেক বড়— ছেলে অথবা মেয়ে ভীত হওয়ার সম্ভাবনা বেশি। কিন্তু যেহেতু চার্লি আঘাতপ্রাপ্ত হননি সেহেতু আন্দাজ করা যায় শত্রুর কোন ব্যাপার-স্যাপার নেই।'

শুধু কৌতুহল। জেমস আর ভিক্টোরিয়ার মত শুরুতে শুধু কৌতুহলের বশে। কিন্তু ভিক্টোরিযার তো কৌতুহল নয় বরং আছে প্রতিহিংসা। এটা আর কেউ। অন্য কোন এক আগন্তুক।

আমি ধীরে ধীরে বুঝতে পারলাম, এ পৃথিবীতে ভ্যাম্পায়ারদের আধিক্য অনেক বেশি, আমি যা কল্পনা করে রেখেছিলাম তার চাইতেও।

কত সময় আমরা সাধারণ মানুষের মত তাদের সাথে এক সাথে উঠাবসা করি, এক সাথে যাতায়াত করি। কত মৃত্যুই তো খুনের চক্রান্ত অথবা দুর্ঘটনার ওপর চাপনো হয়, কিন্তু আসলে তাদের রক্ত পিয়াসার জন্য? আমিও যখন শেষ পর্যন্ত ওদের দলে যোগ দেব তখন না জানি কতজন সংখ্যায় রূপ নেবে?

আমার মেরুদণ্ড দিয়ে শীতল একটা স্রোত নেমে গেল।

এলিস ঠোঁট চেপে ধরল, 'আমি সেরকম মনে করি না। সময়টা এতটাই সঠিক... এই আগন্তুক এতটাই সচেতন কোন সংযোগ নেই। প্রায় তাদের কেউ একজন জানে যে আমি দেখতে পাই...

'তার অন্য কোন কারণ থাকতে পারে আমাদের সাথে কন্টাক্ট না করার।' এসমে তাকে মনে করিয়ে দিলেন।

'এটা কি সত্যিই কোন ব্যাপার যে এটা কে?' আমি জিজ্ঞেস করলাম। 'শুধু ব্যাপারটা হলো কেউ আমাকে খোঁজার সুযোগটা নিয়েছিল...সেটাই কি যথেষ্ট কারণ নয়? আমরা গ্রাজুয়েশনের জন্য অপেক্ষা করতে পারব না।'

'না, বেলা।' এ্যাডওয়ার্ড শান্ত স্বরে বলল, 'এটা খারাপ নয়। তুমি যদি সত্যিই বিপদের মধ্যে থাকো, আমরা জানতে পারব।"

'চার্লির কথা চিন্তা করো।' কার্লিসলে মনে করিয়ে দিল। 'চিন্তা করো এটা তাকে কতটা আঘাত করবে যদি তুমি হারিয়ে যাও'

'আমি চার্লির ব্যাপারে ভেবেছি! সেই একজন যার ব্যাপারে আমি দুশ্চিন্তায় আছি। কি হতো যদি আমার সেই ছোট্ট অতিথিটি গতরাতে তৃষ্ণার্ত হয়ে পড়ত? আমি যতক্ষণ চার্লির আশেপাশে থাকব, সেও ওদের টার্গেটে পরিণত হবে। যদি তার কিছু ঘটে যায়, এটা সবকিছু আমার দোষেই ঘটবে!'

'অল্পই বেলা।' এসমে বললেন। আমার চুলের উপর আবার চাপড় দিলেন। 'এবং চার্লির উপর কিছুই ঘটবে না। আমরা আরো অনেক বেশি সর্তক হয়ে যাব।'

'আরো বেশি সতর্ক?' আমি অবিশ্বাসে পুনরাবৃত্তি করলাম।

'সবকিছুই ঠিকঠাকভাবে চলছে, বেলা।' এলিস প্রতিজ্ঞা করল।

এ্যাডওয়ার্ড আমার হাতে চাপ দিল।

এবং আমি দেখতে পেলাম, তাদের সবার সুন্দর মুখের দিকে একের পর এক তাকিয়ে দেখলাম, তাদের মনের মধ্যে কোন কিছুই পরিবর্তন হয়নি।

বাড়ি যাওয়ার পথে নিরব যাত্রা। আমি হতাশ হলাম। এখনও আমার ভাল বিচার্যে আমি এখনও মানুষই আছি।

'তুমি সেকেন্ডের জন্যও একাকী হবে না।' এ্যাডওয়ার্ড প্রতিজ্ঞা করল যখন সে আমাকে চার্লির ওখানে নিয়ে গেল। 'কেউ একজন সবসময় সেখানে থাকবে। এমেট, এলিস, জোসপার...'

আমি দীর্ঘশ্বাস ফেললাম। 'এটা হাস্যকর। তারা খুবই বিরক্ত হয়ে পড়বে। তারা কিছু একটা করার জন্য এ্যাডওয়া হয়ে উঠবে।'

এ্যাডওয়ার্ড আমার দিকে তিক্ত চোখে তাকাল। 'হাস্যকর, বেলা।'

আমরা যখন ফিরে এলাম চার্লি বেশ ভাল মেজাজেই ছিলেন। তিনি আমাদের দুজনের মধ্যে টেনশন দেখতে পারেন। সেজন্য আমাদের দুজনকে ডিনারে ডাকলেন।

এ্যাডওয়ার্ড এক মুহূর্তের জন্য ক্ষমা চাইল। কিন্তু চার্লি অপেক্ষা করতে লাগলেন।

'জ্যাকব আবার ফোন করেছিলো।' চার্লি বললেন যখন এ্যাডওয়ার্ড অন্য রুমে গেল। আমি মুখের ভাবের কোন পরিবর্তন করলাম না।

'সেটা কি একটা ঘটনা?'

চার্লি ভুরু কুঁচকালেন। 'অতটা করুনা করো না। তাকে সত্যিই খুব দুঃখিত শোনচ্ছিল, বেলা।'

'জ্যাকব কি তোমার কাছে কোন টাকা পরিকোঁধ করেছে অথবা তুমি কি তার কোন ভলান্টিয়ার হিসাবে কাজ করছ?"

আমার জীবনটা এখন খেলার উপকরণ মনে হচ্ছে। কি হবে যদি কিছু একটা আমার উপর ঘটে থাকে? জ্যাকবের এই নিজেকে দোষী ভাবাতেও কি এসে যাচ্ছে।

কিন্তু আমি চার্লি আশেপাশে থাকা অবস্থায় তার সাথে কথা বলতে চাইলাম না। যাতে তিনি আমার প্রতিটি শব্দ শুনতে না পারেন। চিন্তাভাবনা করলাম তিনি আমাকে জ্যাকব আর বিলির সম্পর্ক নিয়ে উৎসুক্য করে তুলছেন।

তো আমি সকালের জন্য অপেক্ষা করতে পারি। আমি আজরাতে কোনক্রমেই মারা যাচ্ছি না। আর বারো ঘণ্টার জন্য এটা তাকে আহত করছে না। এমনকি এটা তার জন্য ভালও হতে পারে।

আজ সন্ধ্যার জন্য এ্যাডওয়ার্ড চলে গেল, আমি বিস্মিত সে আমার আর চার্লির দিকে নজর রাখতে লাগল। আমি এলিস অথবা আর যেই হোক তার জন্য ভয়ানক অনুভব করলাম। কিন্তু এখনও অনেক স্বস্তিতে আছি। আর এ্যাডওয়ার্ডও স্বল্প সময়ের মধ্যে ফিরে এলো।

সে আমাকে ঘুমানোর সুযোগ দিল। নিজেকে সর্তক থাকল। আমি দুঃস্বপ্ন মুক্ত হিসাবে ঘুমালাম।

সকালে, চার্লি মাছ ধরতে চলে গেলেন ডেপুটি মার্কের সাথে আমি ঘুম থেকে ওঠার আগে।

'আমি জ্যাকবের সাথে কথা বলতে যাচ্ছি।' আমি এ্যাডওয়ার্ডকে সতর্ক করে দিলাম। আমার নাস্তা খাওয়া শেষ।

'আমি জানি তুমি তাকে ক্ষমা করে দিয়েছো।' সে খুব সহজভাবে হেসে বলল,

'প্রতিহিংসা পরায়ণ হয়ে না থাকা তোমার অনেক প্রতিভার একটি।'

আমি চোখ ঘুরালাম। আমি বুঝতে পারলাম এ্যাডওয়ার্ড সমস্ত নেকড়েমানবের ব্যাপারে বিরুপ ধারণা পোষণ করে।

ফোন ডায়াল করার সময় ঘড়িতে কত বেজেছে সেটা দেখলাম না। ফোন করার জন্য কিছুটা আগেই হয়ে গেছে। আমি চিন্তিত হলাম আমি বিলি আর জ্যাকবকে ঘুম থেকে জাগিয়ে তুলি কিনা। কিন্তু দ্বিতীয় রিং হওয়ার আগেই কেউ একজন ফোন তুলে নিল।

'হ্যাঁলো?' একটা মোটা স্বর বলল।

'জ্যাকব?'

'বেলা!' সে লাফিয়ে উঠল। 'ওহ্, বেলা। আমি খুবই দুঃখিত!' সে তাড়াতাড়ি বলল, ' আমি প্রতিজ্ঞা করছি আমি এটা বোঝাতে চাইনি। আমি শুধু বোকার মত কাজ করেছি। আমি রেগে ছিলাম— কিন্তু সেটা কোন অজুহাত নয়। আমি আমার জীবনে যা কিছু বলেছি এটাই সবচেয়ে বোকার মত হয়ে গেছে। আমি দুঃখিত। আমার উপর রাগ করো না, প্লিজ? দয়া করো। সারাজীবনের জন্য তুমি আমাকে ক্ষমা করে দাও।'

'আমি উন্মত্ত নই। তোমাকে ক্ষমা করে দিয়েছি।'

'ধন্যবাদ।' সে শ্বাস নিল। 'আমি বিশ্বাসই করতে পারছি না যে আমি এমন বোকা।'

'সেটা নিয়ে দুশ্চিন্তা করো না। আমি সেটা ব্যবহার করেছি।'

সে হাসল। স্বস্তি পেয়েছে। 'আমাকে দেখতে চলে এসো।' সে কাতর কণ্ঠে বলল। 'আমি তোমার সামনেই তোমাকে নিয়ে যা কিছু তাই করতে চাই।'

আমি ভুরু কুঁচকালাম। 'কিভাবে?'

'তুমি যা কিছু চাও। ক্লিফ ডাইভিং।' সে উপদেশ দিল। আবার হাসতে লাগল।

'ওহ, সেটা একটা ব্রিলিয়ান্ট আইডিয়া।'

'আমি তোমাকে নিরাপদে রাখব।' সে প্রতিজ্ঞা করল। 'সেটা কোন ব্যাপার নয় তুমি কি করতে চাও।'

আমি এ্যাডওয়ার্ডের দিকে চকিতে তাকালাম। তার মুখ খুব শান্ত। কিন্তু আমি নিশ্চিত সেটা এখন সময় নয়।

'ঠিক এই মুহূর্তে নয়।'

'সেও আমার সাথে মজা করতে যাচ্ছে না, তাই কি?' জ্যাকবের গলার স্বর লজ্জিত শোনাল।

'সেটা কোন সমস্যা নয়। সেটা একটা টিনেজ ওয়্যারওলফের জন্য কিছুটা চিন্তার ব্যাপার হতে পারে।' আমি কণ্ঠস্বর কৌতুককর রাখতে চাইলাম। কিন্তু আমি তাকে বোকা বানাতে পারলাম না।

'কি সমস্যা?' সে জানতে চাইল।

'উম।' আমি নিশ্চিত সে কি বলতে চাইছে।

এ্যাডওয়ার্ড ফোন থেকে সরে আসার জন্য হাত বাড়াল। আমি তার মুখের দিকে সর্তকতার সাথে তাকালাম। তাকে অনেক শান্ত দেখাচ্ছে...

'বেলা?' জ্যাকব বলল।

এ্যাডওয়ার্ড দীর্ঘশ্বাস ফেলল। তার হাত আরো কাছাকাছি নিয়ে এল।

'তুমি কি এ্যাডওয়ার্ডের সাথে কথা বলতে কিছু মনে করবে?' আমি জিজ্ঞেস করলাম। 'সে তোমার সাথে কথা বলতে চায়।'

ওপাশে কিছুক্ষণের জন্য নিরবতা।

'ঠিক আছে।' জ্যাকব শেষ পর্যন্ত সম্মত হলো। 'সেটা মজার ব্যাপার হবে।'

আমি ফোন এ্যাডওয়ার্ডের কাছে দিলাম। আমি আশা করছি সে আমার মুখের সর্তকতা ধরতে পারবে।

'হ্যালো, জ্যাকব।' এ্যাডওয়ার্ড পুরোপুরি ভদ্রভাবে বলল।

সেখানে একটু নিরবতা।'আমি ঠোঁট কামড়ে ধরলাম।

'কেউ একজন এখানে এসেছিলো— কোন গন্ধ নেই, আমি জানি।' এ্যাডওয়ার্ড ব্যাখ্যা করল। 'তোমার দলে কি নতুন কেউ যোগ দিয়েছে?'

আবার নিরবতা। এ্যাডওয়ার্ড মাথা নাড়ল। বিস্ময় নেই।

'এখানেই সেই সমস্যা। জ্যাকব। আমি বেলাকে আমার দৃষ্টিসীমার বাইরে যেতে দিতে পারছি না, যতক্ষণ না ব্যাপারটার সমাধান হচ্ছে। এটা কোন ব্যক্তিগত ব্যাপার নয়—'

জ্যাকব তার কথার মাঝখানে বাঁধা দিল।

'তুমি হয়তো ঠিক—' এ্যাডওয়ার্ড শুরু করল কিন্তু জ্যাকব আবার তর্ক শুরু করল। তাদের কাউকে অনন্তপক্ষে রাগান্বিত মনে হচ্ছিল না।

'সেটা একটা খুব ইন্টারেস্টিং উপদেশ। আমরা এখন কিছুটা ইচ্ছাকৃতভাবে পুনারোচলনা করতে পারি। যদি স্যামকে এই ব্যাপারে পাওয়া যায়।'

জ্যাকবের কণ্ঠস্বর এখন আরো শান্ত। আমি এ্যাডওয়ার্ডের মুখের ভাব ধরতে চেষ্টা করলাম।

'ধন্যবাদ।' এ্যাডওয়ার্ড উত্তর দিল।

তারপর জ্যাকব এমন কিছু বলল যেটাতে এ্যাডওয়ার্ডের মুখের ভাবে বিস্ময় খেলা করল।

'আমি একাকী যাওয়ার পরিকল্পনা করেছি, প্রকৃতপক্ষে।' এ্যাডওয়ার্ড বলল। 'এবং তাকে অন্যদের কাছে রেখে যাচ্ছি।'

জ্যাকবের কণ্ঠস্বর কিছু উঁচুলয়ে উঠল।

'আমি এটার ব্যাপারে বিবেচনা করে দেখছি।' এ্যাডওয়ার্ড প্রতিজ্ঞা করল। 'আমি যতটা সমর্থ হই ততটা করব।'

এবারে ওপাশের নিরবতা অনেক কম।

'সেটা খুব একটা খারাপ আইডিয়া নয়। কখন?...না, সেটাই ভাল। আমি ব্যক্তিগতভাবে সেই ট্রেইলটা অনুসরণ করতে চাই। যাই হোক। দশ মিনিট...হতে পারে।' এ্যাডওয়ার্ড বলল।

সে এবারে ফোনটা আমার হাতে দিয়ে দিল।

আমি ধীর ধীরে হাতে নিলাম। কিছুটা দ্বিধান্বিত।

'কি ব্যাপারে এত কথা হলো?' আমি জ্যাকবকে জিজ্ঞেস করলাম। আমি জানি এটা

কিশোরীদের মত কিন্তু আমি সেটা জানতে চাই।

'একটা সত্য, আমি মনে করি। হেই, আমার পক্ষে একটা কাজ করবে।' জ্যাকব উপদেশ দিল। 'তোমার রক্তচোষাকে বোঝাতে চেষ্টা করো তোমার জন্য সবচেয়ে নিরাপদ জায়গা— বিশেষত যখন সে চলে যাচ্ছে— এটা রিজার্রভেশনে। আমরা সেখানে সবকিছু নিয়ন্ত্রণে রাখতে পারি।'

'এটাই কি তাই যেটা তুমি তার কাছে বিক্রি করার চেষ্টা করছো?'

'হ্যাঁ। এটার একটা যুক্তি আছে। চার্লিও সম্ভবত এখান থেকে চলে আসবে। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব।

'বিলিকে এখানে দাও।' আমি সম্মত হলাম। 'আর কি?"

'শুধু কিছুটা সামীনার আয়োজন করতে হবে। যাতে যে কেউ ফর্কের কাছাকাছি আসলেই আমরা তাকে ধরতে পারি। আমি নিশ্চিত নই স্যাম এর জন্য যাবে কিনা। আমি সবকিছুর উপর আমার নজর রাখব।'

'তুমি সবকিছুর উপর নজর রাখা বলতে কি বোঝাতে চাইছো?'

'আমি বোঝাতে চাইছি যদি তুমি দেখো কোন নেকড়ে তোমার বাড়ির পাশ দিয়ে ঘোরাঘুরি করছে, এটাকে গুলি করে হত্যা করো না।'

'অবশ্যই না। তুমিও বিপজ্জনক কোন কিছু করতে যাবে না।'

সে নাক টানল। 'বোকার মত কথা বলো না। আমি নিজের ব্যাপারে সচেতন।'

আমি দীর্ঘশ্বাস ফেললাম।

'আমি আরো তাকে কনভিন্স করার চেষ্টা করব তোমাকে দেখতে আসার জন্য। সে কুসংস্কারাছন্ন। সে জানে আমি যেমনভাবে তোমাকে নিরাপদে রাখার চেষ্টা করব তেমনটি।

'আমি সেটা মনে রাখব।'

'তোমার সাথে কিছু সময় পরে দেখা হবে।' জ্যাকব বলল।

'তুমি কি আসছ নাকি?'

'হ্যাঁ। আমি তোমার সেই আগন্তুকের গন্ধ শুকে নিতে যাচ্ছি। যাতে আমরা তাকে ধরে ফেলতে পারি যদি সে ফিরে আসে।'

'জ্যাক, আমি তোমার এই ট্রাকিং করার ব্যাপারটা সত্যিই পছন্দ করি না...'

'ওহ্ দয়া করে, বেলা।' সে বাঁধা দিল।

জ্যাকব হাসতে লাগল। তারপর ফোন রেখে দিল।

দশ

ব্যাপারটা খুব শিশুসুলভ হয়ে গেছে। জ্যাকব কেন, আমরাও কী এক সময় এ ধরনের বালকসুলভ ব্যাপার করে আসিনি?

'এটা এ কারণে না যে আমি ওর প্রতি ব্যক্তিগত প্রতিহিংসা চরিতার্থ করতে চাচ্ছি, বেলা। এটা আমাদের দুজনের জন্যই ভালো হবে।,' দরজা খুলতে খুলতে এ্যাডওয়ার্ড

আমাকে বলল। আমরা বেশিদূর যাব না। আর তুমি নিরাপদেই থাকবে।'

'আমার এ বিষয়ে কোন চিন্তা নেই।'

সে হাসল। তারপর একটা দুষ্ট দুষ্ট ভাব নিয়ে আমাকে কাছে টেনে নিল। আমার এলোমেলো চুলগুলো সরিয়ে দিল। ওর নিঃশ্বাস আমার ত্বকে লাগছিল।

'আমি ফিরে আসব।' সে বলল, তারপর সে হেসে উঠল। এমনভাবে যে সে মজার কোন কথা বলেছে।

'হাসছ কেন? কী হয়েছে?'

শুনেও সে হাসি থামাল না। খিক খিক করে হাসতেই লাগল।

আমি ওকে দ্বিতীয়বার প্রশ্ন করতে গিয়ে পেছন ফিরে দেখি ও নেই। এত দ্রুত চলে গেল দেখে অবাক হলাম। রান্নাঘরের কাজে মনোযোগ দিতে লাগলাম। সিঙ্ক পানিতে ভরে উঠছে এমন সময় দরজার বেল বাজল। জ্যাক এত তাড়াতড়ি চলে এল। এরা সব কটাই দেখি দ্রুত আসে যায়।

'আসছি জ্যাক!' আমি চিৎকার করে বললাম।

আমি মাঝে মাঝে ভুলে যাই যে সে প্রায়ই ভূতের মত আচরণ করে। কখন যে চুপি চুপি পেছনে এসে দাঁড়ায় টেরও পাই না। এবারও তাই করল। ফেনাভরা প্লেটগুলো আরেকটু হলে হাত থেকে পিছলে পড়ে যাচ্ছিল।

'তোমার কী এরকমভাবে দরজা খোলা রাখা উচিত? ওহ দুঃখিত, ভয় পেয়েছিলে নাকি?'

আমি এতটাই আতকে উঠেছিলাম যে জোরে জোরে নিঃশ্বাস নিয়ে নিজেকে শান্ত করলাম।

'আমি এটাও মনে করি না যে দরজা বন্ধ থাকলেও কেউ একজন আমাকে ছেড়ে দেবে।' প্লেট টাওয়েলে মুছতে মুছতে আমি বললাম।

'যুক্তি সঙ্গত কথা।' সে জানাল।

আমি সমালোচনার দৃষ্টিতে ওর দিকে তাকালাম। আজও ওর গায়ে পাতলা কাপড় এবং বুক খোলা। এত তীব্র শীত ও সহ্য করে কী করে মাঝে মাঝে বুঝে উঠতে পারি না।

'আচ্ছা, তুমি কী জীবনেও কখনও ভালো করে জামা-কাপড় পরবে না, জ্যাকব?'

এই হাতাকাটা বুক খোলা জামা পরে সে কী মাংসপেশী দেখাতে চায় কিনা কে জানে, করুক সে তার পেশীবহুল শরীর নিয়ে গর্ব। কিন্তু স্বাচ্ছন্দতার একটা ব্যাপার-স্যাপারও তো আছে। ও যা করছে সেটা সত্যিই অবিশ্বাস্য... এই প্রবল ঠাণ্ডার মধ্যে...

সে ওর ভেঁজা চুলের মধ্যে আঙুল চালিয়ে বলল, 'আসলে আমি এটাতেই বেশি স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করি।'

'কেন?'

সে রহস্যের হাসি হাসল। 'জনাবা, তুমি সবসময়ই কী মনে কর আমি এমন ভদ্র নম্র থাকি। আমি যখন ওয়্যারউলফ হয়ে যাই তখন আমাকে এই বাড়তি কাপড় নিয়েই ছুটতে হয়।' তারপর খুকখুক করে কেশে বলল, 'এ ধরনের কথা বলার জন্য ক্ষমা চাচ্ছি।'

আমার মুখের রঙ বদলে গেল। 'আমি আসলে এভাবে ভাবিনি।' আমি বিড়বিড় করে বললাম।

আমরা দুজনেই হেসে উঠলাম।

'ভালো কথা, আমাদের কাজগুলো সেরে ফেলা উচিত। তোমার ইয়েকে এটা অন্তত বলতে দেব না যে আমি তোমার কাজের কোন ব্যাঘাত ঘটাই।'

'জ্যাকব, এটা তোমার কাজ নয়–'

সে বাতাসে হাত দিয়ে কিছু কাটার ভান করল। 'আমি তোমার ব্যাপারটাতে ভলান্টিয়ারের মত কাজ করব। এবার বল, গন্ধের উৎস কোথায়?'

'মনে হয়, আমার বেড রুমে।'

ওর চোখ সরু হয়ে গেল. অবশ্য এ্যাডওয়ার্ড যেভাবে করে সেভাবে নয়।

'এক মিনিটের মধ্যে আসছি।'

ও চলে যেতেই আমি আর কোন শব্দ শুনতে পেলাম না। আমি আলতো হাতে প্লেটের ওপর ব্রাশ বুলাতে লাগলাম। হঠাৎ ও ঘর থেকে মেঝের ওপর কিছু ঘষার শব্দ শোনার আশা করছিলাম। নিদেনপক্ষে দরজার ঠুকঠাক শব্দ। কোন কিছুই শুনতে পেলাম না। অপেক্ষা করতে করতে আমার এক সময় বিরক্ত লেগে উঠল।

'ইয়াও!' আমার প্রায় এক ইঞ্চি পেছন থেকে ভয় পাইয়ে দিয়ে জ্যাকব আবারও বলে উঠল।

'ওফ জ্যাক, আবার এমনটা করেছ তো!'

'ও–স্যরি– ঠিক আছে–' বলতে বলতে সে আমার কাছ থেকে টাওয়েলটা নিয়ে নিল। 'আমি তোমাকে সাহায্য করছি। তুমি ধুয়ে দাও, আর আমি মুছে শুকাই।'

'বেশ।' আমি ওকে মুছার জন্য হাতে ধরে রাখা প্লেটটা দিলাম।

'শোন, গন্ধটা বেশ সহজে ধরা যাচ্ছে। যাই হোক, তোমার রুমটায় বেশ বদ্ধ হাওয়া।'

'আমি কিছু এয়ার ফ্রেশনার কিনে আনব।'

সে হেসে উঠল।

আমি ধুতে ধুতে বেশ কিছু সময় নীরবে কাটালাম।

'আমি কী একটা প্রশ্ন করতে পারি?'

আমি ওর দিকে আরেকটা প্লেট এগিয়ে দিলাম। 'সেটা নির্ভর করছে তুমি কী জানতে চাচ্ছ সেটার উপর।'

'আমি তোমার সাথে দুষ্টুমি করছি না, আমি সত্যি সত্যি কৌতুহলী।' জ্যাকব আমাকে জানাল।

'বেশ, বলতে থাক।'

সে এক মুহূর্ত থামল। 'এটা কেমন শোনাচ্ছে বলতো– একটা ভ্যাম্পায়ারকে বয়ফ্রেন্ড হিসেবে পাওয়া।'

আমি চোখ মুদলাম। 'এটাই সবচেয়ে ভাল।'

'আমি সিরিয়াস। ব্যাপারটা কী তোমাকে বিরক্ত করে না– তোমার মনে কখনওই কী ব্যাপারটা উকি দেয় নি?'

'কখনই না।'

সে নীরবে আমার দিকে বোলটা নেয়ার জন্য হাত বাড়াল।

'আর কিছু জানতে চাও?' আমি জিজ্ঞেস করলাম।

সে নাক কুঁচকাল। 'বেশ... আমি যেটা ধারনা করছি... মানে... তুমি কী ওকে কখনও চুমু খেয়েছ?'

আমি হেসে উঠলাম। 'হ্যাঁ।'

সে কেঁপে উঠল। 'কী!'

'একেবারে নিবিড় করে।'

'তুমি কী ওর বিষ দাঁত নিয়ে একেবারেই ভয় পাও না?'

আমি ওকে কনুই এর একটা গুঁতো দিলাম। ডিশের পানি ছিটিয়ে ওকে ভিজিয়ে দিলাম।

'এত কাছে!' সে বিড়বিড় করে বলল।

'আমি কী আরেকটা প্রশ্ন জিজ্ঞেস করতে পারি? ধরে নাও এটা কেবল কৌতুহল।'

'বেশ।'

সে পায়চারী করতে লাগল। 'তুমি বলেছিলে মাত্র কয়েক সপ্তাহ আগে... যখন, আসলে...?' সে শেষ করতে পারল না।

'গ্রাজুয়েশানের সময়।' আমি ফিসফিসিয়ে বললাম।

'তারও আগে।' সে শ্বাস নিল। ঠিক প্রশ্ন করল না। ঘুরে দাঁড়াতে গিয়ে আমার হাতের ছুরির ডগা ওকে স্পর্শ করল।

'আও!' সে চিৎকার করে উঠল। আমার মনে হল আমার পায়ের নিচে মাটি সরে যাচ্ছে। একি করলাম আমি। ওর আঙুলের রক্ত মেঝেতে পড়ল।

'ধেত্তেরি!' সে অভিযোগের সুরে বলল।

আমার পেট মোচড় দিয়ে উঠল। ঠোঁট কামড়ে ধরে ছুটে গেলাম ওকে দেখভাল করার জন্য।

'ওহ না, জ্যাকব। কীভাবে যে এটা ঘটে গেল।'

'তেমন কিছু হয় নি, বেলা। চিন্তার কোন কারণ নেই।'

'চিন্তা করব না?! বলছ কী তুমি? তোমার হাত দুই ভাগ হয়ে গেছে!' হাতের কাছে কিছু খুঁজে না পেয়ে আমি ওর দিকে ডিশ টাওয়েলটা এগিয়ে দিতে দিতে বললাম।

সে ডিশ টাওয়েলটাকে পাত্তাই দিল না। সরিয়ে দিল। সে আহত জায়গাটা পানিতে চুবিয়ে ধরল। মুহূর্তেই পানির রং লালে বদলে গেল। আমার মাথাটা ঘুরে উঠল।

'বেলা।' সে বলল।

আমি ওর কাটা জায়গার দিকে না তাকিয়ে ওর মুখের দিকে তাকালাম। ও ভ্রু কুঁচকে আছে কিন্তু মুখের ভাব শান্ত।

'কী?'

'তোমাকে দেখে মনে হচ্ছে তুমি এখনই জ্ঞান হারাবে। যেভাবে ঠোঁট কামড়ে ধরেছে তাতে তো আরেকটু পর ঠোঁটই খুলে চলে আসবে। থামাও তো। জোরে জোরে

নিঃশ্বাস নাও। আমি ঠিক আছি।'

আমি নিচের ঠোঁট দাঁতের সারি থেকে ছাড়িয়ে নিলাম। মুখে জোরে শ্বাস নিলাম। 'এত সাহস ভাল না।'

সে চোখ মটকাল।

'চল যাই। আমি তোমাকে ইর্মাজেন্সি রুম পর্যন্ত ড্রাইভ করে নিয়ে যাব।'

'দরকার নেই।' জ্যাকব বলল। ও পানির ধারাবন্ধ করে টাওয়েলটা আমার হাতে দিল।

'একটু দাঁড়াও।' আমি ওকে থামালাম। 'আমাকে কাটার জায়গাটা একটু দেখতে দাও।'

নিজেকে শক্ত করে আমি ভাল করে জায়গাটা একবার দেখে নিলাম।

'তোমার মনে হচ্ছে মেডিকেল ডিগ্রি আছে? আগে বল নি কেন?'

'চুপ কর। আমাকে একবার দেখতে দাও ভাল করে। অবস্থা খারাপ মনে হলে হাসপাতাল নিয়ে যাব।'

সে আমার দিকে ভয়ংকর দৃষ্টিতে তাকাল, 'বোকার মত কথা বলোনা।'

'তুমি কিন্তু আমাকে দেখতে দিচ্ছ না।'

সে লাজ রাঙা মুখে হাতটা আমার দিকে বাড়িয়ে দিল। আমি সেটা উল্টে পাল্টে দেখে ভীষণ অবাক হলাম। তালুর চেরা জায়গায় একটা লালচে গোলাপী দাগ। ওটা ছাড়া সে হতে আর কোন কাটার চিহ্নও পর্যন্ত নেই।

'কিন্তু... তোমার তো অনেকখানি রক্ত ঝরছিল... অনেক বেশি।'

সে হাতটা ওর কাছে নিয়ে নিল। 'আমি অনেক তাড়াতাড়ি সেরে উঠি।'

'তাই বল।' আমি বললাম। 'তোমার মনে হয় স্টিচ নেয়া লাগবে।'

সে আমার দিকে তাকাল। 'ওয়্যারউলফদের এমনই হয়। মনে নেই তোমার?'

'হুম ঠিক বলেছ।' শেষ পর্যন্ত আমি বললাম।

আমার অবস্থা দেখে ও হেসে ফেলল। 'আমি তোমাকে একবার বলেছিলাম, পলকেও তো একবার এমনই হতে দেখেছিলে।'

'আমি বোধ হয় তোমার মেঝে নষ্ট করে ফেললাম। আমি পরিষ্কার করে দিচ্ছি।' সে বলল।

'কোন দরকার নেই। আমি করছি।' বলেই আমি রক্ত পরে থাকা জায়গাসহ সবটা পরিষ্কার করে নিলাম।

'চারদিকটায় খেয়াল রেখ, বেলস।'

'তুমি কী চলে যাচ্ছ নাকি?'

'তোমার জন্য একজন বাইরে অপেক্ষা করছে। আমি চলে গেলেই সে আসবে। আমি বুঝতে পারছি সে বাইরে কোথাও আছে।'

'ওহ।'

'আমি চলে যাচ্ছি।' সে বলল্ 'এক সেকেন্ড দাঁড়াও– হেই, কী মনে হয়, লা পুশে আসতে পারবে আজ রাতে? আজ আমাদের বোনফায়ার বা অগ্নিউৎসব পার্টি। এমিলিও সেখানে থাকবে। তুমি তাহলে ওর সাথে দেখা করতে পারবে। আর... কুইলও বোধহয়

তোমার সাথে দেখা করতে চায়।'

আমি ওর দিকে তাকিয়ে মুখ ভেঙচালাম। 'সবই তো ঠিক আছে, কিন্তু জানোই তো আমি সামান্য টেনশানের মধ্যে আছি।'

'ওহ। কী যে বল না তুমি।'

সে একটু মুখ ফিরিয়ে নিয়ে বলল, 'বাই বেলা, পার্টিতে আসার অনুমতি নিয়ে নিও।'

সে চলে যাওয়ার কয়েক সেকেন্ডের মধ্যে সর্ন্তপণে এ্যাডওয়ার্ড এসে ঢুকল ঘরে। ওর চোখে জিজ্ঞাসু দৃষ্টি।

'তোমরা কী মারামারি করেছিলে নাকি?'

'এ্যাডওয়ার্ড!' আমি ওর কাছে নিজেকে সপে দিলাম।

'লক্ষী আমার।' ও আমাকে দুহাতের বাধনে আবদ্ধ করল।

'তুমি কী আমাকে বিহ্বল করে দিতে চেয়েছিলে নাকি? কাজ হয়েছে।'

'না। আমি জ্যাকবের সাথে লড়াই করিনি। কেন করব?'

'না, মনে হচ্ছিল আর কী?'

'কচু মনে হচ্ছিল তোমার।'

সে একটা বড় খাম ওর জ্যাকেটের পকেট থেকে বের করে কাউন্টারের উপর রাখল।

'আমি তোমার একটা চিঠি নিয়ে এসেছি।'

'ভাল কিছু হয়েছে?'

'সেটাই তো মনে হচ্ছে।'

আমি সরু চোখে ওর দিকে তাকালাম।

সে সেটার ভাঁজ খুলল। চমৎকারভাবে খুলে গেল। আর দামী কাগজগুলোর ওজন দেখেও বিস্মিত হলাম। আমি ফেরত ঠিকানাটা পড়লাম।

'ডার্টমাউথ? এটা কী একটা কৌতুককর ব্যাপার!'

'আমার অন্তত সেটা মনে হচ্ছে না।'

'চমৎকার বলছ। এ্যাডওয়ার্ড— সত্যি করে বলতো তুমি কী করেছ?'

'কিছু না, এই তোমার এপ্লিকেশান সেন্ট করেছি কেবল।'

'ডার্টমাউথ থেকে কিভাবে... না এটা বিশ্বাস করার মত এত বোকা আমি না।'

আমি গভীরভাবে একটা শ্বাস নিলাম এবং দশ থেকে এক পর্যন্ত ধীরে ধীরে গুনলাম। বললাম, 'ব্যাপারটা খুব বেশি সাধারণ। তুমি একসেপ্ট করছ কী করছ না সেটা বল। এখানে এখনও টুইশানের ব্যাপারটা বড় ব্যাপার হিসেবে কাজ করছে। আমি এটা এফোর্ড করছি না। তোমাকে আরেকটা স্পোর্টস কার কিনে দেয়ার জন্যও একগাদা টাকা খরচ করছি না। আমি বরং ভান করতে পারি পরবর্তী বছর ডার্টমাউথে যাওয়া হচ্ছে।'

'আমার আরেকটা কারের দরকারও নেই। আর ডার্টমাউথে যাওয়ার ভানেরও প্রয়োজন দেখছি না।' সে বিড়বিড় করে বলল। 'কলেজের আর একটা বছর তোমাকে খুন করে ফেলবে না। কে জানে হয়তো তুমি এটাই পছন্দ কর। একটিবার ভাব বেলা,

ভাব চার্লি আর রেনি কী পরিমাণ খুশি হবে...'

ওর ভেলভেটের মত কোমল গলা আমার মানস চক্ষে একটা ছবি একে দিল। সেখানে আমি স্পষ্ট দেখতে পেলাম বাবা বেশ গর্ববোধ করছেন। মাও খুশিতে উচ্ছসিত।

তারপরও আমি মাথা থেকে ঝাকিয়ে ব্যাপারটা মুছে দিতে চাইলাম। 'এ্যাডওয়ার্ড, গ্রাজুয়েশান ছেড়ে যেতে আমার বেশ দুশ্চিন্তা হচ্ছে। এই সামার অথবা বর্ষা পর্যন্ত বাদ দেই। এটুকু সময় চাচ্ছি।'

ও আরও নীবিড়ভাবে আমাবে জড়িয়ে ধরল। 'কেউ তোমাকে জোর করে তোমার মনে ব্যথা দেবে না, বেলা। পৃথিবীতে যত সময় আছে সবটুকু সময় তোমাকে দেয়া হল।'

এ্যাডওয়ার্ড হাসল। 'তবে আর কী। সমস্যা সমাধান।'

আমি কথা বলতে বলতে ওয়াশিং মেশিনে কাপড় ধুতে দিলাম। ঘড়ঘড় বিজবিজ টাইপের শব্দ হতে থাকল।

'স্টুপিড ময়লার দল।' তখনই হঠাৎ আমার আরেকটা কথা মনে পড়ে গেল। 'আচ্ছা এ্যাডওয়ার্ড, তুমি এলিসকে একটু জিজ্ঞেস করে দেখো তো সে আমার একটা জিনিস কোথাও রেখেছে কী না? ও বোধ হয় আমার রুম পরিষ্কারের সময় সেটা কোথাও সরিয়ে রেখেছিল।'

সে সন্দেহের দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকাল। 'এলিস, তোমার রুম পরিষ্কার করেছে?'

'হ্যাঁ। সেটাই ধারণা করছি। আমি যখন তোমাদের ওখানে ছিলাম তখন সে আমার পাজামা পিলো এসব নেয়ার জন্য এখানে একবার এসেছিল। আমার রুম এলোমেলো ছিল বলে হয়তো গুছিয়ে দিয়েছিল।'

আমি সংক্ষেপে বলে যেতে লাগলাম। 'মেঝেতে যা পড়েছিল সবই দেখলাম ওঠানো, আমার শার্টগুলো, আমার মোজা, সব। আমি জানি না সে সব কোথায় রেখেছে।'

ভীষণ অদ্ভুত দৃষ্টি নিয়ে সে আমার দিকে তাকিয়ে থাকল। এক সময় জিজ্ঞেস করল, 'কখন তুমি বুঝলে যে তোমার জিনিসপত্র হারিয়েছে?'

'স্নাম্বার পার্টি থেকে আসার পর। কেন বলতো?'

'আমি নিশ্চিত এলিস এটা নেয় নি। তোমার কাপড় তো নয়ই, পিলোও না। যে জিনিসগুলো হারিয়ে গেছে সেগুলো তুমি গায়ে পড়তে, বিছানায় নিয়ে ঘুমাতে অথবা স্পর্শ করতে?'

'হ্যাঁ। তাই তো, কেন এ্যাডওয়ার্ড?'

সে সরাসরি আমার দিকে তাকিয়ে বলল, 'কারণ এসব জিনিসে তোমার শরীরের গন্ধ আছে।'

'ওহ্ না।'

আমরা দীর্ঘক্ষণ একে অন্যের দিকে তাকিয়ে থাকলাম।

'আমাকে দেখতে এসেছিল কে?' আমি বিড়বিড় করে বললাম।

'সে এমনভাবে ট্রেস সাজিয়ে রেখেছিল যেন প্রমাণিত হয় সে তোমাকেই খুঁজতে এসেছিল।'

'কেন?' আমি ফিসফিসিয়ে বললাম।

'আমি জানি না। কিন্তু বেলা আমি শপথ করে বলছি। তাকে আমি খুঁজে বের করবই। করবই।'

'আমি জানি, তুমি পারবে।' আমি ওর বুকে মাথা এলিয়ে বললাম। হঠাৎ অনুভব করলাম ওর পকেটে ফোন ভাইব্রেট করছে। সে ফোনটা নিয়ে রিসিভ করার সময় আমি নম্বরটা দেখে নিলাম।

'ঠিক এই একজনের সাথেই এখন কথা বলতে চাচ্ছিলাম।' সে বিড়বিড় করে বলল। ফোন রিসিভ করে সে কথা বলার সময় হঠাৎ থেমে গেল— 'কার্লিসল, আমি–'

সে চুপ করে শুনতে লাগল।

'হ্যাঁ, আমি চেক করছি, শুনুন...'

ফোনের এ পাশে ও কথা শুনে আমি মোটামুটি সব কথা ধারণা করে নিচ্ছি।

'সম্ভবত আমি যাব...' এ্যাডওয়ার্ড বলে যেতে লাগল।

'বোধ হয় না। এমেটকে একা কোথাও যেতে দেবেন না। আর এলিসকে বলুন নজর রাখতে। আমরা এটা দেখছি।'

সে ফোন বন্ধ করে আমার দিকে তাকাল। 'আজকের পত্রিকা কোথায়?' সে আমাকে জিজ্ঞেস করল।

'উমমম। আমি ঠিক নিশ্চিত না। কেন?'

'আমার একটা জিনিস দেখতে হবে। কী মনে হয়, তোমার বাবা কী এটা এতক্ষণে ফেলে দিয়েছেন?'

'হতে পারে...'

এ্যাডওয়ার্ড হতাশ হল।

সে বাইরে চলে গিয়েছিল। এবং আধা সেকেন্ডের মাথায় আবার ফিরে এল। হাতে একটা ভেজা খবরের কাগজ। সে সেটা টেবিলের ওপর মেলে দিল। ওর চোখ দ্রুত খুঁজে যেতে লাগল। একটা আঙুল বুলাতে লাগল।

'কার্লিসল ঠিক বলেছে.. হ্যাঁ... খুবই এলোমেলো। তরুণ আর মাথা খারাপ। কিংবা একটা স্বেচ্ছা মৃত্যু?' সে বিড়বিড় করে বলল।

আমি ওর কাঁধ আকড়ে ধরলাম।

দ্য সিয়াটল টাইমস-এর সংবাদের শিরোনাম ছেপেছে; 'অস্বাভাবিক মৃত্যুর ঘটনা চলছেই— পুলিশরা এর কোন গতি করতে পারছে না।'

চার্লি গত সপ্তাহ যা বলেছিল প্রায় সে রকমই ঘটেছে। বড় শহরে নৃশংসতা ঘটছিল। বড়বড় হত্যাকাণ্ড। সিয়াটলে জাতীয় খুনের সংখ্যা অনেক বেড়ে গিয়েছিল। সংখ্যাও অনেক বেড়ে যাচ্ছিল।

'এটা তো দিনদিন খারাপের দিকে যাচ্ছে।' আমি বিড়বিড় করে বললাম।

সে নাক কুঁচকাল। 'পুরোটাই নিয়ন্ত্রণের বাইরে। এটা যে কেবলমাত্র নতুন জন্ম নেয়া ভ্যাম্পায়ার করেছে তা কিন্তু নয়। তাহলে করছেটা কে? এমন কথা তো কখনও

আগে ভলচুরিতেও শোনা যায় নি। ধরেই নেব কী তাও তো বুঝতে পারছি না। নিয়ম যেটা আছে সেটার কথা তো কারও অজানা নয়... তাহলে কে অঘটনগুলো ঘটাচ্ছে?'

'ভলচুরিরা?' আমি কেঁপে উঠে বললাম।

'ঠিক বলেছ। তারা আসলে আমাদের হুমকি দিতে চায়। এ ধরনেরই কাণ্ড ঘটেছিল বেশ কয়েক বছর আগে, আটলান্টায়। এবং ব্যাপারটা বেশ খারাপের দিকে গিয়েছিল। তারা এখানকার নীতিগুলো জানে না। এবং খুব তাড়াতাড়িই তারা আমাদের এখানে হস্তক্ষেপ করবে... খুব দ্রুত। যতক্ষণ পর্যন্ত পরিস্থিতি শান্ত করার জন্য আমরা অন্যকোন রাস্তা বের করতে পারছি। তারা যতই কাছে আসবে, ততই তোমাকে দেখে রাখা শুরু করবে।'

আমি আবারও কেঁপে উঠলাম। 'আমরা এখন কী করব?'

'কোন কিছু করার আগে আমাদের আরও জানতে হবে। যদি আমরা ওদের তরুণ কয়েকটার সাথে কথা বলতে পারি, আর আমাদের নিয়মগুলো ব্যাখ্যা করে বোঝাতে পারি তাহলেও হয়তো একটা শান্তিপূর্ণ সমাধানে আসা যাবে।' সে ভ্রু কুঁচকাল। যেন এই মাত্র যে সিদ্ধান্ত নিল সেটা কোন কাজের না।

'যা ঘটে চলেছে সেটার জন্য এলিসের মতামতটাও নেয়া জরুরি, সেও যদি কিছু দেখে থাকে... খুব বেশি প্রয়োজন না হলে আমরা এখনই কোন পদক্ষেপ নিতে চাচ্ছি না। আসলে, এটুকু আমাদের দায়িত্ব না। ভাগ্য ভালো, জেসপার আমাদের সাথে আছে।' সে যেন নিজেকেই নিজে আশ্বস্ত করত চাইল। 'যদি আমরা কোন চুক্তিতে আসতে চাই সে ক্ষেত্রে ওই তরুণ ভ্যাম্পায়ারদের সাথে বোঝাপড়া করতে পারবে।'

'জেসপার কেন?' আমি আতকে উঠলাম।

এ্যাডওয়ার্ড মুচকি হেসে উঠল। 'জেসপার নতুন জন্ম নেয়া ভ্যাম্পায়ারের ওপর অনেক দক্ষ।'

'দক্ষ বলতে তুমি কী বোঝাতে চাচ্ছ?'

'তোমারই উচিত তাকে এটা জিজ্ঞেস করা– গল্পটা এখনও বলা হয় নি।'

'কী কাণ্ড!' আমি আস্তে করে বললাম।

'কাণ্ড তো অনেকভাবে ঘটে। মনে কর আমার সাথে তোমার ভালবাসা এটাও একটা কাণ্ড।' সে লাজুক হাসল. 'তুমি কী কখনই মনে কর নি, আমার সাথে তোমার ভালোবাসা না হলে তোমার জীবন আরও স্বাচ্ছন্দ্যময় হত?'

'হতে পারে। কিন্তু এটাই কী এক জীবনে সবার চাওয়া?'

সে আমার দিকে তাকাল। 'বেশ তো, আমি তোমাকে আর কিছু জিজ্ঞেস করব না।' সে ওর দু'হাতে আমার চিবুক আকড়ে ধরল। যেন সে আমার দু'চোখ পড়তে পারছে। 'তুমি কী যেতে চাও?'

'এটা তেমন কোন বড় ব্যাপার নয়। এটা নিয়ে চিন্তা করো না।'

'কোথাও যেতে আমার অনুমতি নেয়া লাগবে না, বেলা। আমি তোমার বাবা বা অভিভাবক নই– বড় জোর তুমি তোমার বাবাকে জিজ্ঞেস করে দেখতে পার।'

'কিন্তু তুমি তো জানোই বাবা বলবে হ্যাঁ।'

'অন্য সবার আগে তোমার বাবা কী বলবেন সেটা আমি ভাল করেই জানি।'

আমি ওর দিকে তাকালাম। বুঝতে চাইলাম ও কী বলতে চাচ্ছে। কিন্তু ভেতরে ভেতরে আমার সত্যিই লা পুশে যেতে ইচ্ছে করছে। কিন্তু আমার যে মৃত্যু পরোয়ানা রয়েছে সেটাও উপেক্ষা করি কিভাবে?

'বেলা,' এ্যাডওয়ার্ড বলল, 'আমি বলেছিলাম আমি তোমার যে কোন সিদ্ধান্তের ওপর আস্থা রাখি। আমি সেদিন সত্যিই বলেছি। তুমি যদি ওয়্যারউলফকেও বিশ্বাস কর তাহলে আমিও কোন চিন্তা করব না।'

'ওয়াও।' আমি বললাম।

'আর জ্যাকবের কথাই ঠিক– একটা বিষয়ে তো বটেই। নেকড়েমানবের এক একটা ঝাক তোমার প্রতিরক্ষার জন্য যথেষ্ট।'

'তুমি নিশ্চিত হয়ে এ কথা বলছ তো?'

'অবশ্যই। কেবল...'

আমি নড়ে চড়ে বসলাম।

'আমি আশা করব তুমি যদি আগে থেকে কিছু ব্যবস্থা নিয়ে রাখ তাহলে তোমার জন্য ভালই হবে। প্রথমত, সীমান্ত পর্যন্ত আমি গাড়ি চালিয়ে তোমাকে দিয়ে আসব। সেলফোনটা রাখ। তাহলে শুনে নিয়ে পারব কোত্থেকে আমি তোমাকে তুলে নেব?'

'এটা যুক্তিযুক্ত কারণ।'

'চমৎকার।'

সে হেসে আমার দিকে তাকাল। ওর চোখের তারাকে মনে হচ্ছিল যেন রত্ন খচিত।

ব্যাপারটা কোন বিস্ময়ের না। বাবারও কোন সমস্যা নেই যদি সে আমার সাথে লা পুশে আসে। জ্যাকবকে বললেই সে খুশিতে আত্মহারা হয়ে যাবে। সে বলেছে চুক্তির সীমানার ওই জায়গাটায় ও ছয়টা বাজে দেখা করবে।

আর সিদ্ধান্ত নিলাম বাইকটা বিক্রি করে দেব না। ওটা জ্যাকবের গ্যারেজে ফিরিয়ে দেব।

এ্যাডওয়ার্ডকে পুরো ব্যাপারটা খুলে বললে ও কেবল মাথাটা নাড়ল। কিন্তু ওর দুচোখে কিছুটা সংশয়।

আমরা হাঁটতে হাঁটতে গ্যারেজের দিকে গেলাম। বাবার মত সেও মোটর সাইকেলের সাথে আমার সম্পর্ক পছন্দ করে না। আমার নিরাপত্তা নিয়ে এরা দুজনেই শংকিত। কিন্তু সত্যি কথা বলতে কি মোটর সাইকেল চালাতে আমার সত্যিই অনেক ভাল লাগে।

আমার এন্টিক মোটরসাইকেলটা অন্যান্য মোটর সাইকেলের তুলনায় অনেক বড় সড়। বিশাল রুপালি রঙের বাহ্যিক। চমৎকার গতি।

'ওটা কী?'

'কিছুই না।' এ্যাডওয়ার্ড বিড়বিড় করে বলল।

'কিছু বলে তো আমার মনে হচ্ছে না।'

এ্যাডওয়ার্ডের অনুভূতি ছিল সাধারণ। 'শোন, আমার কোন মাথাব্যথা নেই যদি তুমি ওর কাছে ক্ষমা চাইতে যাও বা সে তোমার কাছে ক্ষমা চাইতে আসে। আমার

যেটা মাথাব্যথা সেটা হচ্ছে তুমি এখনও তোমার মোটরসাইকেলটা চালাতে চাচ্ছ। মনে হচ্ছে, তুমি এটাতে মজা পাচ্ছ।'

'আমি চাই যেন আমি তোমাকে মূল্য দিতে পারি।' আমি ফিসফিসিয়ে বললাম।

এ্যাডওয়ার্ড ওর হাত আমার চিবুকের নিচে রাখল আর আমার মুখ উপরে তুলে ধরল।

'আমি তোমার সাথে থাকব, বেলা।'

'সেটা তোমার জন্য তেমন মজার হবে না।'

'অবশ্যই হবে, যদি আমরা একসাথে থাকি।'

আমি ঠোঁট কামড়ে ধরে এক মুহূর্ত ভেবে নিলাম। 'এ্যাডওয়ার্ড, যদি তুমি জানতে পার আমি জোরে মোটরসাইকেল চালাচ্ছি এবং নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলেছি কিংবা সেরকম কিছু তখন তুমি কী করবে?'

ওকে খানিকটা দ্বিধাগ্রস্ত দেখাল। মনে হয় সে সঠিক কোন শব্দ খুঁজছে। আমি আসল সত্যটা জানি। সে রকম কোন বিপদ হওয়ার আগেই সে আমাকে বাঁচাবেই।

সে হেসে ফেলল।

আমি রুপালি রঙের মোটরসাইকেলটার দিকে তাকালাম।

'এটা নিয়ে চিন্তা করো না।' এ্যাডওয়ার্ড বলল।

'এ্যাডওয়ার্ড, আমি—'

আমচমকা এগিয়ে এসে চুমু খেয়ে সে আমার কথাই বন্ধ করে দিল। 'আমি বলেছি দুশ্চিন্তা না করতে, আচ্ছা তুমি কী আমার জন্য একটা কাজ করতে পারবে।?'

'তুমি যা বলবে।' আমি তাড়াতাড়ি কথা দিলাম।

সে মোটর সাইকেলের সাথে ঝোলানো কিছু একটা টান দিয়ে খুলে আনল। গোলাকার এবং লাল রঙা জিনিসটা আমি সহজেই চিনতে পারলাম। ওটা একটা হেলমেট।

'কিন্তু, ওটাতে আমাকে স্টুপিডের মত দেখাবে।'

'না। বরং তোমাকে স্মার্ট দেখাবে। আর ব্যথাও পাবে না।'

ওটা হাতে নিয়ে আমি জিজ্ঞেস করলাম, 'ঠিক আছে, এবার বল বাকি জিনিসটা কী?'

সে মোড়ক থেকে একটা জ্যাকেট বের করে আনল। প্যাড ভরা এই রাইডিং জ্যাকেট পথের সব দুর্ঘটনা থেকে রক্ষা করবে।

'আমি হেলমেটটা মাথায় পরলাম। ওর ধরে রাখা জ্যাকেটের দিকে হাত বাড়িয়ে দিলাম। সে আমাকে সেটা পরিয়ে দিল। ওর ঠোঁটের কোণে একটা সূক্ষ্ম হাসি খেলা করছিল।

আমাকে বেশ মোটাসোটা মনে হচ্ছিল।

'সত্যি করে বলবে, আমাকে কেমন ফালতু দেখাচ্ছে?'

সে এক পা পিছিয়ে গেল। আমার দিকে তাকিয়ে ঠোঁট কামড়ে ধরল।

'খুব খারাপ দেখাচ্ছে, তাই না?' আমি নীরস সুরে বললাম।

'না না বেলা। সত্যি কথা বলতে কী...' সে সত্যি কথা বলছে এমন ভাব ধরে

রাখার চেষ্টা করল। 'তোমাকে খুব সেক্সি দেখাচ্ছে।'

আমি শব্দ করে হেসে উঠলাম। 'সত্যি বলছ?'

'খুব সেক্সি...সত্যি।'

'তুমি এ কথা একারণেই বলছ যে আমি যেন এটা পরি। বল?' আমি বললাম। 'তবে এ কথা ঠিক এটা পরে নিজেকে আরও স্মার্ট মনে হচ্ছে।'

সে আমাকে দুহাতে জড়িয়ে ধরে নিজের দিকে নিয়ে এল। 'বোকা মেয়ে।'

কিছুক্ষণের মধ্যে এ্যাডওয়ার্ড আমাকে লা পুশের কাছে নিয়ে আসল।

'তুমি জানো, বারবার আমার একটা ব্যাপার মনে পড়ে যাচ্ছে।' আমি বললাম। 'আমার মনে হচ্ছে আমি সেই সাত বছরের মেয়ে। মা আমাকে গ্রীষ্মের ছুটিতে বাবার কাছে হস্তান্তর করছে।'

এ্যাডওয়ার্ড হেসে উঠল।

লা পুশের দিকে কিছুটা পথ পেরোতেই এক কোণায় জ্যাকবকে দেখতে পেলাম।

এ্যাডওয়ার্ড গাড়িটাকে খানিক দূরত্বে পার্ক করল।

'বাসায় আসার জন্য রেডী হলে তুমি আমাকে ফোন দিও।' সে বলল। 'তুমি যেখানে বলবে সেখানেই আমি থাকব।'

'আমি বেশি দেরি করব না।' আমি ওকে কথা দিলাম।

এ্যাডওয়ার্ড ওর গাড়ির ট্রাঙ্ক থেকে আমার বাইকটা বের করে দিল। জ্যাকব দূর থেকে দেখল শুধু। কোন মন্তব্য করল না।

আমি হেলমেটটা আমার হাতের নিচে নিয়ে জ্যাকেকটটা ওর গাড়ির সিটে ছুড়ে দিলাম।

'এটাই শুধু নিয়ে যাবে?' এ্যাডওয়ার্ড জিজ্ঞেস করল।

'কোন সমস্যা নেই।' আমি ওকে আশ্বস্ত করলাম।

সে লাজুক মুখে বিদায় দেয়ার জন্য ঘুরে দাঁড়াল। হঠাৎ কোন কিছু বুঝে ওঠার আগেই সে আমাকে জড়িয়ে ধরল। এক টানে কাছে নিয়ে এল। জড়িয়ে ধরল আরও নিবিড় আলিঙ্গনে। গ্যারেজে যেমনটি করে ধরেছিল তারও চেয়ে আবেগঘনভাবে। শক্ত বাহুবন্ধনে ও আমাকে চুমু খেল। এতটাই দীর্ঘস্থায়ী যে শেষের দিকে আমি শ্বাস নেয়ার জন্য হাসফাস করে উঠছিলাম।

এ্যাডওয়ার্ড মৃদু হাসল, আর আমাকে যেতে দিল।

'বিদায়,' সে বলল। 'আমি সত্যি তোমার জ্যাকেট পরাটা পছন্দ করেছিলাম।'

আমি যখন ওর কাছ থেকে ঘুরে দাঁড়াচ্ছিলাম তখন ওর চোখে কিছু একটা জ্বলে উঠতে দেখলাম। কী সেটা ঠিক বুঝে উঠতে পারলাম না। হয়তো সেটা ছেড়ে যাওয়ার বেদনা বা সে রকম কিছু। হয়তো বা দুশ্চিন্তা।

যখন আমি বাইকটা নিয়ে ভ্যাম্পায়ার-নেকড়েমানবদের চুক্তি সীমানার দিকে এগিয়ে যাচ্ছিলাম তখনও আমি ওর সেই চোখ দুটো অনুভব করছিলাম।

'এসব কী?' জ্যাকবের গলায় হালকা উষ্ণতা। মোটরসাইকেল এখানে নিয়ে

আসার মাজেজাটা কী সেটাই সে বুঝতে পারছে না।

'আমি ভাবলাম এটা যেখানে ছিল সেখানেই রেখে দিই।' আমি তাকে বললাম।

সে আমার দিকে খানিক্ষণ ভ্যাবাচেকা খাওয়া দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল।

এগারো

'তুমি কী এই হটডগটা খাবে?' পল জ্যাকবকে জিজ্ঞেস করল। ওর চোখটা শেষ হটডগটার দিকে নিবদ্ধ।

নেকড়েমানবদের ক্ষুধার পরিমাণ বোধ হয় বেশি হয়। ওরা একাই এতখানি খাবার খেয়ে হজম করে ফেলতে পারে যে মাঝে মাঝে অবাক হয়ে যেতে হয়। এই যে এতক্ষণ ধরে বসে আছি এরই মধ্যে জ্যাকব একাই বেশ কটি হটডগ সাবাড় করে ফেলেছে। আর সেগুলোর সাইজও কী বিশাল বিশাল। আর রাতের খাবারের পর বিশালাকার বোতলের দু বোতল করে বিয়ারের কথাতো বাদই দিলাম।

'হুম, চিন্তা করছি।' জ্যাকব ধীরে ধীরে বলল। 'আমার পেটে অবশ্য জায়গা নেই, থাকলে এটুকুও চালান করে দিতাম।' খেতে না পারার কষ্ট তাকে মনে হয় বেশিই কাবু করল।

তার চেয়ে বড় কথা পল জ্যাকবের চেয়ে অনেক বেশি খায়, এবং আজও খেয়েছে।

খাওয়া শেষে হাঁটতে হাঁটতে আমরা গ্যারেজের দিকে এলাম, যেখানে মোটর সাইকেলটা রেখেছি। কথা বলতে বলতে সে জানাল, হেলমেটের আইডিয়া দারুণ। এক সময় সে নিজেই একথা জানাত। কিন্তু আমার মনে খেলছিল অন্য চিন্তা। ওরা সবাই কী জ্যাকবের ওপর রেগে যাবে যে কেন সে আমাকে ওদের পার্টিতে ডেকে আনল? আমি কী ওদের সুন্দর পার্টিটা নষ্ট করে দেব?'

কিন্তু যখন জ্যাকব আমাকে বনের মিটিং এর জায়গায় নিয়ে এল– তখন সেখানে এরই মধ্যে আগুন জ্বলে উঠেছে। দাউ দাউ করা আগুনের কুন্ডুলী থেকে সৃষ্ট ধোয়া যেন নিজেই আরেকটা মেঘের বাসা।

'হেই, ভ্যাম্পায়ার গার্ল!' এমব্রি আমাকে বেশ জোরেই সম্বোধন করল। কুইল পাঁচ য়টা ডিগবাজি খেয়ে লাফিয়ে এসে আমার চিবুকে একটা চুমু খেল। এমিলি আমার .ত নিয়ে খেলল যখন ওর আর স্যামের পাশে বসছিলাম।

আরও দু একটা ফালতু কথা শুনতে পেলাম রক্তচোষাকে নিয়ে।

যাই হোক, আমরা কেবল ছেলেমেয়েরাই নই, জ্যাকবের বাবা বিলিও আছেন। কুইলের বৃদ্ধ দাদাও আছেন সাথে। স্যুই ক্লিয়ারওয়াটার, বাবার বন্ধু হ্যারির বিধবা বউ, সেও আছে। আর তার দুই সন্তান। লিহ আর সেথ, ওরাও আছে। আমাদের মত তারাও মাটিতে বসেছে। ব্যাপারটা গোপন রাখা হয়েছিল। তারা যখন বড় হয় তখন তারা গোপন সমাজে ঢোকার সুযোগ পায়।

আমি ভেবে অবাক হলাম লিহ এর মত একজন একসময় স্যাম আর এমিলির মত

হয়ে যাবে।

সেথ ক্লিয়ারওয়াটারও অনেক ছোট বয়সে। ওর শান্ত আদুরে মুখখানা দেখে আমার অল্প বয়স্ক জ্যাকবের কথা মনে পড়ে গেল।

গোটা দলের সব কটা ওখানে ছিল; স্যাম আর এমিলি, পল, এমব্রি, কুইল, জারেড আর কিম, যারা দুজনেই একজন আরেকজনের ওপর অনুরক্ত।

প্রথম দেখায় কিমকে যেমন দেখলাম সেটা হল, ওর চওড়া মুখ, বিশেষ করে চিবুক, লজ্জারাঙা মুখ, খাড়া নাক আর মানানসই মুখে ট্র্যাডিশনাল একটা ভাব। ওর পেছনে ছেড়ে দেওয়া চুল কোকড়া এবং পলকা। বাতাসে ওর চুল উড়ছিল।

জারেড যখন এক ঘন্টা পরে এসে ওর দিকে তাকাল তখন মনে হল একজন জন্মান্ধ জীবনে প্রথমবারের মত সূর্য দেখছে। ওর মুখ ছিল নিষ্পাপ শিশুর মত।

কিম ওকে একহাতে জড়িয়ে ধরল এবং পাশে বসা জারেডের বুকে মাথা রাখল। আমার মনে হল ওর বুকের উষ্ণতা সে খুবই অনুভব করছে।

'দেরি হয়ে যাচ্ছে,' আমি বিড়বিড় করে জ্যাকবকে বললাম।

'এখনই এরকম শুরু করো না।' জ্যাকবও পাল্টা ফিসফিস করে বলল। 'আসল জিনিস এখনো বাকি।'

'আসল জিনিস মানে কী?'

জ্যাকব নিচু স্বরে বলল, 'এটা ফিনালে। এটা শুধু খাবার-দাবারের অনুষ্ঠান নয়। এটা এক ধরনের কাউন্সিল মিটিংও। এটা কুইলের প্রথমবারের মত আসা। সেও এখনও পর্যন্ত গল্পটা শোনেনি। খুব মনোযোগ দিয়ে শুনতে হবে। কিম, সেথ আর লিহ এরও প্রথমবারের মত শুনতে আসা।'

'গল্প?'

আমার পেছনে একটা নিচু পাথর থাকায় আমি সেটাতে হেলান দিলাম। জ্যাকব আমার কাধে ওপর হাত দিয়ে কানের কাছে মুখ এনে ফিসফিস করে বলল, 'গল্পগুলো আসলে গল্প নয়, কিংবদন্তী।' সে বলে যেতে লাগল। আমরা এখানে কিভাবে এলাম। প্রথম গল্পটা হচ্ছে প্রাচীন বীর যোদ্ধাদের বীরত্বগাথা।'

জ্যাকবের ফিসফিসানি নিচু আওয়াজে পুড়তে থাকা কাঠের আগুনের সাথে মিশে এক হয়ে গেল।

এমিলি একটা বাঁধানো খাতা আর কলম নিয়ে এসেছে। ওকে দেখে মনে হচ্ছে সে কোন পড়ুয়া ছাত্রী আর গুরুত্বপূর্ণ লেকচারের নোট নেয়ার জন্য বসে আছে। সেও সোজা বৃদ্ধ কুইলের দিকে তাকিয়ে আছে। আমি বুঝতে পারলাম। বড়দের কাউন্সিলে তিনজন নয়, বরং চারজন।

লিহ ক্লিয়ারওয়াটার চোখ মুদে আছে। সে ক্লান্ত বলে নয়, বরং সে মনোয়োগ দিতে চাচ্ছে বলে।

আগুনের ফটফট আওয়াজ ছাপিয়ে বিলির গলা পরিষ্কার করার আওয়াজ শোনা গেল। তার ছেলের মত ফিসফিস করে নয়, বরং উচ্চস্বরে। গভীরতম আওয়াজে। যেন লেখক নিজেই নিজের সাহিত্য পড়ে শোনাচ্ছে।

'কুইলেটরা প্রথম থেকেই স্বল্প সংখ্যক ছিল।' বিলি বলে চললেন, 'স্বল্প সংখ্যক

লোক হয়েও আমরা কখনও কোন কাজে হাত দিতাম না। এটা এ কারণে যে আমরা উত্তরাধিকার সূত্রেই জন্মগতভাবেই ম্যাজিক জানি। এই ম্যাজিক আকার পরিবর্তনের নয়— সেটা এসেছে আরও পরে। প্রথমে আমরা ছিলাম তেজদীপ্ত যোদ্ধা।'

আমি কল্পনাও করতে পারিনি বিলির এমন চমৎকার ভরাট গলায় দেয়া ভাষণ আমি কখনও শুনতে পাব।

এদিকে এমিলির কলম বিলির কথার সঙ্গে তাল মিলিয়ে লিখতে গিয়ে ক্লান্ত হয়ে পড়ল।

'শুরুতে গোত্রে গোত্রে দক্ষতা ভাগ হয়ে যায়। কেউ জাহাজ নির্মাণকারী, কেউ জেলে। কেউ কেউ জাহাজে থাকত। কিন্তু গোত্রগুলো ছিল ছোট। জলাশয়ে ছিল মাছের প্রাচুর্য। আরও কেউ কেউ ছিল যারা জমি চাষ করত। কিন্তু সে জমি পরিমাণে এতই বেশি ছিল যে আমরা হিমসিম খেয়ে যেতাম। আমাদের আগে একটা বিশাল গোত্র ছিল।

'কাহেলেহা কেবল প্রথম শক্তিশালী যোদ্ধা ছিল না। তার আগেও কেউ ছিল। কিন্তু সে গল্প আমাদের জানা নেই। আমরা এটাও জানি না, আমরা কিভাবে এই শক্তি পেয়েছি অথবা বিপদের সময় কিভাবে এ শক্তি ব্যবহার করতে হয়।

'আমাদের ইতিহাসে কাহেলেহাই ছিল প্রথম শক্তিশালী বীর। চরম বিপদের সময় সেই আমাদের ভূমি বাঁচাতে ম্যাজিক চর্চা শুরু করে।

'সে আর তার সব যোদ্ধারা জাহাজ ছেড়ে চলে আসে। তাদের শরীর নিয়ে নয়। কিন্তু তাদের আত্মা নিয়ে। তাদের মেয়েমানুষেরা শরীরগুলো আর সমুদ্রের স্রোত দেখতে থাকে। সে তখন সেই আত্মাগুলোকে জলাশয়ের দিকে নিয়ে যায়।

'তারা শারীরিকভাবে তাদের শত্রু গোত্রকে স্পর্শও করতে পারেনি। কিন্তু তারা পথ পেয়ে গিয়েছিল। গল্পগুলো আমাদের বলে দেয়, তাদের রাগ আর হিংস্রতার সাথে শত্রুর ক্যাম্পের দিকে ঝড় প্রবাহিত করে। তারা বাতাসের সাথে সাথে প্রচন্ড জোরে শব্দ করতে থাকে যেটাতে তাদের শত্রুরা ভীতু হয়ে পড়ল। গল্পগুলো আরো বলে দেয় প্রাণীগুলো সেই আত্মা যোদ্ধাদের দেখতে পেত। তাদেরকে বুঝতে পারত।

'কাহেলহা তার আত্মা যোদ্ধাদের নিয়ে গেল। আগন্তুকদের তাড়িয়ে নিয়ে গেল। সেই গোত্রের বিশাল দল ছিল। দক্ষিণের বরফের দিকে যাওয়ার জন্য তারা লোমশ কুত্তাদের ব্যবহার করত। আত্মার যোদ্ধারা কুত্তাগুলোর দিকে তেড়ে গেল। তারপর খাড়ির দিককার বাদুরের দিকে গেল। কুত্তাদের চিৎকারে মানুষদের বিভ্রান্ত করতে চাইল। মানুষেরা বিভ্রান্ত হয়ে পড়ল। কুত্তারা আর বাদুরেরা জিতে গেল। যারা বেঁচে ছিল তারাও ভয়ে কাঁপতে লাগল। তারা জলাশয়টাকে একটা অভিশপ্ত জায়গা হিসাবে দেখতে লাগল। কুইলেটেরা তাদের শরীরের কাছে ফিরে গেল। ফিরে গেল তাদের মেয়েমানুষ আর বিজয়ীদের কাছে।

'কাছাকাছি অন্য গোত্ররা, হোহরা আর মাকাহরা, কুইলেটদের সাথে চুক্তি করল। তাদের আমাদের ম্যাজিকের ব্যাপারে কিছুই করতে চাইল না। তারা তাদের সাথে শান্তিতে বসবাস করতে লাগল। যখন শত্রুরা আমাদের বিরুদ্ধে এলো, আত্মার যোদ্ধারা তাদের তাড়িয়ে দিল।

'প্রজন্মের পর প্রজন্ম চলে যায়। তারপর শেষ সবচেয়ে মহান আত্মার প্রধান এলো, তাহা আকাই। সে তার প্রজ্ঞার জন্য সুপরিচিত ছিল। আর ছিল শান্তি প্রতিষ্ঠার চেষ্টায় রত ছিলেন। মানুষজন তার তত্ত্বাবধানে বেশ শান্তিতেই ছিল।

'কিন্তু সেখানে একজন ছিল। উতালপা। যে এসবে স্বস্তিতে ছিল না।'

আগুনের চারিদিকে হিসহিসানির নিচু শব্দ হলো। আমি ধীরে ধীরে শব্দটা কোথেকে আসছে দেখতে তাকালাম। বিলি এটা উপেক্ষা করলেন। তারপর আবার গল্প চালিয়ে গেলেন।

'টাহা আকাইএর সবচেয়ে শক্তিশালী আত্মা যোদ্ধা ছিল উতালপা। একজন শক্তিশালী মানুষ। কিন্তু একটু উচ্চাকাঙ্ক্ষীও ছিল। সে ভাবল মানুষজন তাদের যাদুবিদ্যা দিয়ে তাদের জমাজমি বাড়িয়ে নিতে পারে। মাকাহ আর হোহ উপজাতিকে দাসত্ব করে রাখতে পারে। তারপর একটা সাম্রাজ্য গড়তে পারে।

'এখন, যখন যোদ্ধারা তাদের নিজেদের আত্মার ব্যাপারটা বুঝতে পারল, তারা একে অন্যের চিন্তাভাবনাও বুঝতে পারল। তাহা আকাই উতালপার চিন্তাভাবনা ধরে ফেলল। উতালপার উপর রেগে গেল। উতালপা মানুষদের নিয়ে চলে যাওয়ার জন্য আদেশ দিল। তার নিজের আত্মাকে কখনও আর ব্যবহার করতে পারবে না। উতালপা একজন শক্তিশালী মানুষ ছিল। কিন্তু প্রধান যোদ্ধা তাকে অবাঞ্ছিত ঘোষণা করল। তার চলে যাওয়া ছাড়া কোন উপায় ছিল না। তার মনের ভেতরে তখন প্রধানের বিরুদ্ধে প্রতিশোধের আগুন জ্বলছিল।

'এমনকি শান্তির সময়েও, প্রধান যোদ্ধা মানুষজনকে রক্ষা করতে লাগল। প্রায়ই সে পাহাড়ের পবিত্র গোপন জায়গায় যেতে লাগল। সে তার শরীরকে পেছনে ফেলে গেল এবং তারপর বনের মধ্য দিয়ে সমুদ্র সৈকতের দিকে গেল। নিশ্চিত হতে গেল সেখানে তাদের জন্য কোন হুমকি নেই।

'একদিন যখন টাহা আকাই তার কাজ করছিল, আগের মতই, উতালপা তাকে অনুসরণ করল। প্রথমে, উতালপা সাধারণভাবে প্রধানকে হত্যা করার জন্য পরিকল্পনা করল। কিন্তু সে তার পরিকল্পনা পরিবর্তন করল। নিশ্চিতভাবে সে যখন দেখল তার প্রধানের পরিকল্পনা অন্য, তখন সে নিজেও পরিকল্পনা পরিত্যাগ করল। প্রধান পলায়ন করার আগেই সে তাকে ধরে ফেলার চিন্তা করল। সে পাথরের পেছনে লুকিয়ে দেখতে লাগল লাগল। দেখতে পেল প্রধান তার শরীর পরিত্যাগ করার জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছে। সে তখন অন্য আরেকটা পরিকল্পনা করল।

'টাহা আকাই তার দেহ গোপন জায়গায় ফেলে গেল আর বাতাসে উড়ে চলল লোকেদের দিকে নজর রাখার জন্য।

উতলপা অপেক্ষা করল যতক্ষণ পর্যন্ত না প্রধান ভ্রমণ করে দূরত্বে যায়।

'টাহা আকাই জানত আত্মার বিশ্বে উতলপাও অংশগ্রহণ করেছে। সে এটাও জানত উতলপার খুনের মতলব। সে দৌড়ে সেই গোপন জায়গার দিকে আসতে লাগল্ কিন্তু বাতাস অনুকূলে এসে ওকে সাহায্য করল না। সে এসে দেখল তার দেহ ততক্ষণে চলে গেছে। সে টাহা আকাইকে ছাড় দিয়ে যায় নি। যাওয়ার আগে টাহা

আকাই এর হাতে উতলপার দেহের গলা কেটে দিয়ে যায়।'

'টাহা আকাই'র আত্মা তার দেহের পিছু পিছু পাহাড়ের দিকে যায়। সে উতলপার সম্মুখে পড়ে। কিন্তু উতলপা উপেক্ষা করে। দেখেও না দেখার ভান করে, যেন কেবলই একটা পলকা বাতাস।

টাহাআকাই হতাশা নিয়ে দেখল উতলপা ওর বদলে কুইলেটদের প্রধানের পদটা নিতে যাচ্ছে। এক সপ্তাহ ধরে উতলপা কিছুই করল না যাতে করে লোকেদের বিশ্বাস করানো যায় সে আসলেই টাহা আকাই। তারপর সে ধীরে ধীরে পরিবর্তন শুরু করল, প্রথমেই যোদ্ধাদের আত্মার বিশ্বে যাওয়া নিষিদ্ধ করল। সে বললো, সেখানে সে বিপদ দেখতে পেয়েছে। এ কারণে সত্যিই সে ভীত। সে জানত টাহা আকাই নতুন যারা আত্মার বিশ্বে ভ্রমণ করতে আসবে তাদের সে তার জীবনের বৃত্তান্ত বলতে চাইবে। সে নিজেও সে আত্মার বিশ্বে যেতে চাইত না, এ কারণে যে টাহা আকাইএর আত্মা তার নিজের দেহটা নিয়ে নেবে বলে। তাহলে তার স্বপ্ন ধূলিসাৎ হয়ে যাবে। সে নানান লোকদের বউদের ধরে এনে নিজের বউ বানালো। এবং আসল যে বউ তাকে বের করে দিল। সে তার ইচ্ছেমতই সব করতে লাগল।

'এদিকে পর্যায়ক্রমে, টাহা আকাই তার দেহটাকে নষ্ট করে ফেলার চেষ্টা করল, যাতে করে উতলপা বেশি বাড়াবাড়ি করতে না পারে। সে পাহাড় থেকে বিশাল একটা নেকড়ে নিয়ে আসে। এই ফাঁকে উতলপা যোদ্ধাদের পেছনে গিয়ে লুকায়। নেকড়েটা একটা তরুণ যুবককে খুন করে যে কিনা নকল চিফ অর্থাৎ উতলাকে রক্ষার চেষ্টা করেছিল। টাহা আকাই এতে বিমর্ষ হয়ে পড়ে। সে নেকড়েটাকে চলে যেতে বলে।

'সব গল্পই আমাদের এই শিক্ষা দেয় যে আত্মিক যোদ্ধা হওয়া কোন সহজ ব্যাপার না। এটার ক্ষেত্রে সবচেয়ে ভয়ঙ্কর ব্যাপার হলো আরেকজনের শরীরের বসবাস করতে পারার ক্ষমতা। যে কারণে এ ক্ষমতা তখনই ব্যবহার করা হত, যখন খুব দরকার হত, তাছাড়া নয়। চিফের সৈন্যরা খুব প্রয়োজনের সময়েই আত্মা হওয়ার অনুমতি পেত। যাতে করে ঝামেলাহীনভাবে কাজ সারতে পারে। কিন্তু পুরো ব্যাপারটা ছিল অতিমাত্রার ভৌতিক এবং স্বাচ্ছন্দ্যহীন একটা ব্যাপার।

'যাই হোক, টাহা আকাইকে বেশ অনেকদিন ধরে শরীরহীনভাবে থাকতে হয়েছিল। ভীষণ যন্ত্রণার মধ্যে থাকতে থাকতে তার মনে হত আজই বোধহয় তার জীবনের শেষ দিন।

'মহান নেকড়ে টাহা আকাই এর আত্মাকে অনুসরণ করে বনে চলে আসে, তখন সে মৃত্যু যন্ত্রণায় ছটফট করছিল। সে নেকড়েটা আয়তনে অনেক বড় আর সুন্দর। টাহা আকাই সেই নির্বোধ জন্তুটার উপর খুব হিংসাত্মক দৃষ্টিতে তাকালো। এটারও একটা শরীর আছে, অথচ সে মানুষ হয়েও তার শরীর নেই।

'হঠাৎ টাহা আকাই এর মাথায় একটা বুদ্ধি খেলে গেল যেটা তার সবকিছু বদলে দিল। সে নেকড়েটাকে বলল যে তার শরীরে একটু জায়গা করে নিতে চায়। নেকড়ে সায় দিল। এবং ভীষণ কৃতজ্ঞচিত্তে সে নেকড়ের শরীরে ঠায় নিল। মানুষ এবং নেকড়ের একটা সংকলন হলো। যদিও সেটা তার মনুষ্য শরীর ছিল না, কিন্তু তবুও তো একা শরীর।

'একই সাথে একজন মানুষ এবং নেকড়ে গ্রামে ফিরে এল। লোকজন ভয়ে দৌড়াদৌড়ি শুরু করল। চিৎকার করে তাদের যোদ্ধাদের ডাকাডাকি শুরু করল। বীর বিক্রমে যোদ্ধারা নেকড়ের মুখোমুখি হলো। আর উতলপা বরাবরের মতই আড়ালে লুকালো।

'টাহা আকাই তার যোদ্ধাদের আক্রমণ করল না। সে ধীরে ধীরে তাদের পাশ কাটাল। চোখের ভাষায় কিছু বলতে চেষ্টা করল। লোকদের গানও গাওয়ার চেষ্টা করল। যোদ্ধারা বুঝে গেল এটা যে সে নেকড়ে নয়। কোন একটা আত্মা এটাকে নিয়ন্ত্রণ করছে। সবচেয়ে প্রাচীন যে যোদ্ধা, নাম ইয়াট, সে ঠিক করল চিফের আদেশ অমান্য করবে, সে নেকড়েটার সাথে যোগাযোগের চেষ্টা করবে।

'যখনই ইয়াট আত্মার বিশ্বে প্রবেশ করল তখনই টাহা আকাই নেকড়ের দেহ ছেড়ে গেলেন— জন্তুটা অপেক্ষা করতে লাগল তার ফিরে আসার জন্য। আত্মার বিশ্বে টাহা আকাই এর সাথে দেখা হলো এবং আসল সত্যটা জানতে পারল। ইয়াট প্রভুকে ফিরে আসার জন্য স্বাগতম জানাল।

'ঠিক সে সময়ে উতলপা দেখতে এল যোদ্ধারা নেকড়েটাকে মেরে ফেলেছে কিনা? কিন্তু যখনই সে দেখল ইয়াট মরার মত শুয়ে আছে আর যোদ্ধারা তাকে পরিবেষ্টিত করে আছে তখনই সে বুঝে গেল আসল ব্যাপার কী। সে ছুরি বের করে দৌড়ে এসে ইয়াটের দেহটাকে খুন করল যাতে করে সে আবার নিজের দেহে ফিরে আসতে না পারে।

'বিশ্বাসঘাতক।' সে খিচিয়ে উঠে বলল। যোদ্ধারা বুঝে উঠতে পারল না কী করবে। চিফ আত্মার ভ্রমণকে নিষিদ্ধ করেছিলেন কিন্তু ইয়াট সেটা মানে নি। তাই এই শাস্তি।

'ইয়াট লাফিয়ে তার শরীরে প্রবেশ করতেই দেখতে পেল গলায় ছুরি বসে যাচ্ছে এবং একহাতে চিফ তার মুখ চেপে আছে। বয়সে বৃদ্ধ হওয়ার কারণে সে শক্তি খাটাতে পারল না। একটা শব্দও উচ্চারণ করে সবাইকে নকল চিফ সম্পর্কে সাবধান করে দিতে পারল না। উতলপা তাকে চিরদিনের মত নিঃস্তব্ধ করে দিল।

'টাহা আকাই দেখল ইয়াটের আত্মা বিশ্বের শেষ ভূমিটা পেরিয়ে ইহলোকের দিকে রওনা দিয়েছে, সেও হৃষ্টচিত্তে নেকড়ের শরীরে ফিরে আসল। এটা মনে করতে করতে যে সে আবারও আগের মত পরাক্রমশালী হয়ে যাবে। সে এই পণ করতে করতে বিশাল নেকড়েটার দেহ ঠায় নিল যে উতলপার টুটি ছিড়বে। কিন্তু যখনই সে নেকড়েটার শরীরে আসন নিল তখনই আশ্চর্যের জাদুময় ঘটনাটা ঘটে গেল।

'টাহা আকাই এর রাগ ছিল মানুষের রাগ, মনে যে ভালোবাসা ছিল সেটাও মানুষের জন্য। কিন্তু সেটা সামান্য একটা নেকড়ের শরীরের কুলিয়ে উঠতে পারল না। নেকড়েটা কেঁপে উঠল এবং যোদ্ধা আর উতলপাকে হতভম্ব করে দিয়ে সে একটা মনুষ্য রূপ নিল।

'নতুন মানুষটা দেখতে ঠিক টাহা আকাই এর মত ছিল না, কিন্তু তার চেয়ে অনেক চমৎকার। টাহা আকাইএর আত্মাতে ধারণ করেছে বলে এর চলন বলনও অনেকটা টাহা আকাই এর মত। যোদ্ধারা তৎক্ষণাৎ তাকে চিনে ফেলল এবং টাহা আকাই এর

আত্মার প্রতি নত হলো।

'উতলপা টাহা আকাই এর মূল দেহ ছেড়ে দৌড়ে পালাচ্ছিল, কিন্তু সম্মুখে থাকা টাহা আকাইয়ের দেহে তখন নেকড়েরও শক্তি। দেহ ছেড়ে পালানোর আগেই সে চোরটাকে ধরে ফেলল। লোকজনও তার সাথে যোগ দিল। এতক্ষণে তারা বুঝতে পারল আসল ঘটনা কী ঘটে চলেছে।

'অবশেষে টাহা আকাই সবঠিকঠাক করে ফেলল। লোকেদের কাছে কাজ বন্টন করে দিলো। ধরে আনা স্ত্রীদের যার যার পরিবারের কাছে ফেরত পাঠালো। একটা ব্যাপারই সে করলো না, সেটা হচ্ছে আত্মার বিশ্বে ভ্রমণ। সেটা এমনিতেই তার জন্য বিপজ্জনক ছিল।

'এরপর থেকে টাহা আকাই কে সবাই 'টাহা আকাই দ্য গ্রেট ওলফ' বলত। এটাও বলত যে 'টাহা আকাই দ্য স্পিরিট ম্যান।' তিনি বছরের পর বছর ধরে গোত্র সামলে আসছিলেন। যখনই কোন বিপদ আসতো তিনি নেকড়েতে রূপ নিতেন।

পরবর্তীতে তিনি বেশ কটি সন্তানের জনক হন। তা পুত্রগুলোও একটা নির্দিষ্ট বয়সে এসে নেকড়েতে রূপ নিতে পারত। সে নেকড়েগুলো একেকটা এক এক রকমের হতো। আত্মার ধরন অনুযায়ী। যে আত্মায় যেমন সেই নেকড়েটাও তেমন হতো।

'এ কারণেই কী স্যাম এমন কালো রূপ ধারণ করে।' কুইল শ্বাস চেপে বিড়বিড় করে বলল। 'কালো হৃদয়, কালো পশম।'

আমি এত মাত্রায় গল্পের ভেতরে ঢুকে গিয়েছিলাম যে বাস্তবে ফিরে আসতেই আমি চমকে উঠলাম। আরেকটা ব্যাপার মনে হতেই দ্বিগুণ চমকে উঠলাম। এই আমার আশে পাশে এত নেকড়েমানব, এরা সবাই টাহা আকাই এর বংশধর।

আগুন লাফিয়ে লাফিয়ে আকাশ ছুতে চায় যেন। একে বেকে নেচে নেচে।

কুইলের কথা শুনে স্যামও পাল্টা খোচা দেয় ওকে। 'আর তুমি? তোমার পশম ওরকম চকোলেট রং ধারণ করে কেন? এর মানে কী তুমি খুব মিষ্টি?'

বিলি ওদের খুনসুটিকে পাত্তা দিলেন না। 'টাহা আকাইএর বেশ কিছু সন্তানদের বয়স বাড়েনি, এবং তারা টাহা আকাই এর সাথে যুদ্ধ করত। অন্যরা যারা এই পরিবর্তন পছন্দ করত না তারা নেকড়ে মানব হতে অস্বীকৃতি জানাত। তারা পরবর্তীতে বৃদ্ধ হতো।

'এদিকে তিন পুরুষ বেছে থাকার মধ্যে তার দুটো স্ত্রী মারা গেল। এবং তৃতীয় নম্বর স্ত্রীকে তিনি একটাই ভালোবেসেছিলেন যে তিনি নেকড়ের আত্মাটাকে মুক্ত করে দেবেন বলে ঠিক করলেন। তাহলে তার স্ত্রী তখন মারা যাবে তখন তিনি মারা যেতে পারবেন।

'এভাবেই মূল ম্যাজিকটা আমাদের ভেতর আসে। কিন্তু এটাই গল্পের শেষ নয়...'

তিনি প্রাচীন কুইলের দিকে তাকুলিন, যার নাম আটেরা। 'এটা হচ্ছে আত্মিক যোদ্ধাদের গল্প,' তিনি বলে চললেন। 'আর এবারের গল্পটা তৃতীয় স্ত্রীর ত্যাগের গল্প।' বৃদ্ধ কুইল কাঁপা কাঁপা গলায় বলতে লাগলেন।

'অনেক বছর পর টাহা আকাই নেকড়ের আত্মা ছেড়ে দিলেন। পরবর্তীতে তিনি যখন বৃদ্ধ হলেন তখন উত্তরে মাকাহদের সমস্যা দেখা দিল। বেশ কয়েকজন অল্প

বয়স্ক তরুণী হারিয়ে গিয়েছে। গ্রামের লোকেরা তাদের প্রতিবেশী নেকড়েদের অবিশ্বাস করতে লাগলো। সেই সাথে ভয়ও। নেকড়েমানবেরা একে অন্যের চিন্তা পড়তে পারে, যখন তারা নেকড়ে রূপ ধারণ করে। ঠিক যেমন তাদের পূর্বপুরুষ আত্মার পর্যায়ে চলে যেত।

'টাহা আকাই মাকাহ্ প্রধানকে শান্ত করার চেষ্টা করতে লাগলেন। কিন্তু তখনও ছিল ভীষণ ভয়ের ব্যাপার। তিনি চাননি তার হাত দিয়ে আর কোন যুদ্ধ হোক। লোকজনকে যুদ্ধে চালিত করা অনেক আগেই ছেড়ে দিয়েছিলেন। তিনি এ কাজে অভিজ্ঞ এবং অপেক্ষাকৃত বয়স্ক ছেলেদের তিনি যুদ্ধে পাঠালেন। টাহা উই, আরও পাঁচজনকে দলে নিয়ে পাহাড়ের দিকে চলল, হারিয়ে যাওয়া মাকাহ্ গোত্রের ওই কয়েকজনকে ট্রেস করতে। যেতে যেতে এক পর্যায়ে তারা আবিষ্কার করল, একটা অদ্ভুত সুন্দর গন্ধ তাদের নাকে এসে লাগছে।'

আমি কেঁপে উঠে জ্যাকবের কাছ ঘেষলাম। ওর মুখ হা হয়ে গেছে। সে আমাকে শক্ত করে জড়িয়ে ধরল।

'তারা বুঝে উঠতে পারলো না কি ধরনের জিনিস এ গন্ধ ছড়াচ্ছে, কিন্তু তাও তারা গন্ধের উৎসের পিছু পিছু যেতে লাগল।' বৃদ্ধ কুইল বলে যেতে লাগলেন।

তার কাঁপা কাঁপা গলা বিলির কণ্ঠের মত এত জোরালো নয়। কিন্তু শুনতে অদ্ভুত লাগছিল। তার কথা দ্রুত হওয়ার সাথে সাথে আমার হৃৎপিণ্ডের গতি বেড়ে যেতে লাগল।

'তারা মানুষের শরীরের গন্ধ পেল, পেল মানুষের রক্ত। তারা নিশ্চিত হলো এটাই সেই শত্রু যাকে তারা খুঁজছে।'

'তারা এতটাই দূরে চলে এসেছিল যে টাহা উই একেবারে বড় ধরনের ঝুকি নিল না। বয়সে নবীনদের পাঠিয়ে দিল, টাহা আকাই এর কাছে খবর জানাতে।

'টাহা উই আর দুজনকে নিয়ে শত্রুর খোঁজে থেকে গেল।

'পরবর্তীতে তারা আর ফিরে এল না। ছোট ভাইয়েরা সে জায়গায় গিয়ে বড় ভাইদের খুঁজতে লাগলো। কিন্তু নীরবতা ছাড়া আর কিছু পেল না। টাহা আকাই তার সন্তানদের ব্যথায় মুষড়ে পড়ল।

'তিনি শপথ করলেন, সন্তানের মৃত্যুর প্রতিকোঁধ নেবেন। তিনি সত্যিকার অর্থেই বুড়ো ছিলেন। তিনি শোকবস্ত্র পড়ে মাকাহ্ প্রধানের কাছে গেলেন, এবং তাকে সবকিছু খুলে বললেন। মাকাহ প্রধান এই সত্য বিশ্বাস করলেন। এবং স্বল্প সময়েই সবখানে দুশ্চিন্তা ছড়িয়ে পড়ল।

'এক বছর পর, দু'জন মাকাহ্ গোত্রের দুজন তরুণী একই রাতে আবার নিখোঁজ হয়। মাকাহ প্রধান তৎক্ষণাৎ কুইলেট নেকড়েমানবদের ডেকে পাঠালেন। ওরা গ্রামে এসে একই রকম গন্ধ পেল, ঠিক যেমনটা পাহাড়ে পেয়েছিল। নেকড়ে মানবরা আবারও খুঁজতে বের হল।

'এবার শুধু একজন ফিরে আসতে পেরেছিল। সে ছিল ইয়াহা উতাহ এর তৃতীয় স্ত্রীর বড় সন্তান। যে দল অভিযানে গিয়েছিল সে দলের সবচেয়ে কনিষ্ঠজন। সে ফিরে এল ঠিকই কিন্তু সাথে করে নিয়ে এল একটা অদ্ভুত ঠাণ্ডা পাথরের মত লাশ। যেটা ছিল

কয়েকভাগে বিভক্ত। যাদের দেহে টাহা আকাই এর রক্ত বইছে এবং যারা এখনও পর্যন্ত নেকড়ে হয়নি তারাও পর্যন্ত সে গন্ধ পেল। এটা মাকাহএর শত্রুর লাশের গন্ধ।

'ইয়াহা উতাহ বলল কী ঘটেছিল। সে এবং তার ভাইয়েরা এই পাথরের মত হয়ে যাওয়া লাশটা পেয়েছিল, এবং সেখানে হারিয়ে যাওয়া দুই মাকাহ তরুণীও ছিল। একজন ছিল একেবারেই মৃত। ফ্যাকাশে হয়ে গিয়েছিল, একেবারে রক্তহীন। আরেকজন এই জীবটার হাতে ধরা। ওর মুখ মেয়েটার গলার কাছে। মনে হয় মেয়েটা তখনও জীবিত ছিল, যখন আমরা গিয়ে পৌছালাম। আমাদের দেখতে পেয়ে সে মেয়েটাকে ছুড়ে ফেলে দেয়। আমরা দেখতে পেলাম মেয়েটা রক্তে ওর ঠোঁট লাল। ঠিক তেমন লাল ওর চোখজোড়াও।

'ইয়াহা উতাহ সে জীবটার শক্তি আর দ্রুতগামীতার কথাও বিবৃত করল। ওর ভাইয়েরা একে একে ওর শিকার হতে লাগল। ওর অস্বাভাবিক শক্তি। এক মোচড়ে সে ওর ভাইদের এমনভাবে ছিন্ন বিছিন্ন করতে লাগল যেন ওরা কোন পুতুল। ইয়াহা উতাহ আর বাকি ভাইয়েরা মিলে রুখে দাঁড়াল। ওরা এক একভাবে একেক দিকে থেকে প্রতিরোধ করতে চাইল। কিন্তু ওদের নেকড়ের শক্তি এবং গতির একটা সীমাবদ্ধতা ছিল। আর তারা এধরনের শক্তির সাথে আগে লড়েনি কখনোও। তারা অনুভব করল সে জীবটার দেহ পাথরের মত শক্ত আর বরফের মত শীতল। কামড় দিতে গেলে এতে তাদের দাঁতেরই ক্ষতি হবে। তাই তারা লড়ার ফাঁকে ফাঁকে ছোট ছোট কর চিড়ে দিতে লাগল।

'কিন্তু জীবটা ধীরে ধীরে বুঝে গেল কিভাবে তাদের কৌশলের ক্ষেত্রে পাল্টা কৌশল খাটাতে হয়। সে ইয়াহা উতাহ এর ভাইকে বাগে পেল। ইয়াহা উতাহ নিজে ওই জীবটা ঘাড় দাঁত বসাতে গেল। কিন্তু ততক্ষণে সেটা ওর ভাইকে দুমড়ে মুচড়ে ফেলেছে।

'ভাইকে রক্ষা করার জন্য সে প্রাণপণে আচড়াতে কামড়াতে লাগল। এক সময় জীবটাকে ধ্বংস করতে পারল ঠিকই কিন্তু ততক্ষণে অনেক দেরি হয়ে গেছে। ওর ভাইকে আর বাঁচাতে পারল না।

'এরপর সেই গ্রানাইটের মত শক্ত দেহটাতে আগুনে পোড়নো হল। কালো ধোয়া আকাশটাকে ছেয়ে ফেলল। ভক ভক করে ধোয়া বেরুতেই লাগল। যতক্ষণ না পর্যন্ত দেহটা পুড়ে ছাই হয়ে যায় ততক্ষণ পুড়ে যেতেই লাগল। শেষ পর্যন্ত যখন পুড়ে ছাই হয়ে গেল তখন ওটার ছাইগুলোকে বিভিন্ন ছোট ছোট পুটলিতে ভাগ করা হল। সেগুলোকে অরন্যে, কোন কোনটা সমুদ্রে, কোনটা দূরের পাহাড়ে বেলাভূমিতে ছড়িয়ে ছিটিয়ে দেয়া হল। যেন এক সাথে সংগঠিত হয়ে আবার পুর্নজ্জীবন পেতে না পারে। টাহা আকাই আরেকটা পুটলি নিজের কাছে রাখলেন। যদি কখনো সেটা জীবন লাভের চেষ্টা করে তাহলে যেন সবার আগে টের পান।

বৃদ্ধ কুইল থামলেন এবং বিলির দিকে তাকুলিন। বিলির দিকে ইশারা করতেই তিনি একটা ছোট থলে এগিয়ে দিলেন। উপস্থিত সবাই চমকে উঠলো। তাদের শ্বাসরূদ্ধকর অবস্থা। সেই সাথে আমারও।

'তারা এটাকে বলে শীতলতম, রক্তপানকারী। সেটার আবার আরেকটা প্রেমিকা

ছিল। সেটাও রক্তপানকারী। সেটা এসেছিল কুইলেটদের কাছে এর বদলা নিতে। সেটা দেখতে এত সুন্দর ছিল যে এক জীবনে কুইলেটদের কেউ এমন সুন্দর দেখেনি। ওর চেহারা ছিল ভোরের সূর্যের মত দীপ্তিময়। দুধের মত সাদা চামড়ার রং। সোনালী চুল, যা হাঁটু পর্যন্ত লম্বা ছিল। সাদা মুখে ওর কালো চোখ এক ধরনের জাদুর বিস্তার করত।

'সে এমন একটা আজব ভাষায় চিৎকার করে লোকজনদের কিছু প্রশ্ন জিজ্ঞেস করল যে, গ্রামের লোকেরা কেউই তার কথার কোন উত্তর দিতে পারল না। সেখানে গ্রামের কেউই কিছু বলল না, শুধুমাত্র গণ্ডগোল পাকালো মায়ের কোলে থাকা একটি ছেলে। সে বলল তার নাকে একটা গন্ধ খুব ধাক্কা দিচ্ছে। রক্তপানকারীটা তৎক্ষণাৎ বুঝে গেল এটা তাদের রক্তবহনকারী যাদের সে খুঁজতে এসেছে। সে তখনই ছেলেটাকে মেরে ফেলল। বাকিদেরও মারা শুরু করল।

'বিশজন তখন ওর সামনে ছিল। মাত্র দুজন বেঁচে যেতে পেরেছিল। কারণ ওই সময় রক্তপান করে সে রক্তের তৃষ্ণা মেটাচ্ছিল।

'তারা দৌড়ে এসে টাহা আকাইকে খবর দেয়। সে সময় কাউন্সিলে বসে ছিলেন তিনি, সঙ্গে তার ছেলে ইয়াহা উতাহ, আর বয়স্ক লোকজন আর তার তৃতীয় স্ত্রী।

'সব শুনে ইয়াহা উতাহ তখনই নেকড়েতে রূপ নিল। আর রক্তপানকারীকে বধ করার জন্য ছুটল। টাহা আকাই আর তার স্ত্রীসহ সবাই চলল ওর পেছনে পেছন।

'প্রথম দিকে তারা ওই জীবটার কোন অস্তিত্ব খুঁজে পেল না। শুধু আক্রমণ করার চিহ্ন খুঁজে পেল। খণ্ড-বিখণ্ড দেহ সব রক্তে ভেসে যাচ্ছে। রক্তের ছাপ চলে গেছে বহুদূর পর্যন্ত। তারপর জলাশয়ের দিক থেকে চিৎকার ভেসে আসলে তারা ওদিকে ছুট লাগালো।

'বেশ কয়েকজন লোক বাঁচার জন্য জাহাজে উঠে পড়েছিল। সে সেখানে হাঙরের মত ক্ষীপ্র গতিতে সাঁতার কেটে গেল। এবং জাহাজটাতে আচ্ছামত দুলুনি দিতে লাগলো। সবাই ছিটকে পড়লো পানিতে। জাহাজ ডুবে গেলে সে পানিতে পড়া সবাইকেই দু টুকরো করে ছাড়ল।

'কিন্তু যখন সে বেলাভূমিতে নেকড়েমানবকে দেখতে পেল তখনে সে ছুটে আসতে লাগলো তীরের দিকে। ইয়াহা উতাহ ওর জন্য অপেক্ষা করল। সে অবশ্য ওর প্রেমিকের মত এত দক্ষ যোদ্ধা ছিল না।

'বেশ কাছাকাছি একটা ফাইট হল। এদিকে উতাহ ও ছিল একা। সে ওটার সাথে পেরে উঠল না।

'যখন ইয়াহা উতাহ হেরে গেল তখন টাহা আকাই এগিয়ে এল। সে প্রাচীন রূপ ধারণ করল। বিশাল একটা নেকড়েতে রূপান্তরিত হলো। সে নেকড়েটাও বুড়ো নেকড়ে ছিল। কিন্তু এক সময় তো টাহা আকাইর আত্মা মানব ছিল, সেই উত্তেজনায় তিনি আর ও শক্তিশালী রূপ ধারণ করলেন। যুদ্ধ আবাবও শুরু হলো।

'টাহা আকাইর তৃতীয় স্ত্রী তার চোখের সামনে তার পুত্রকে মরতে দেখেছেন। এখন তার স্বামীও বুড়ো হয়ে গেছে। তার বদ্ধমূল ধারণা হলো সে জিততে পারবে না। তাছাড়া কাউন্সিলে যারা ছুটে এসে সব বলতে এসেছিল তাদের মুখে এটার সম্বন্ধে তো শুনেছেই।

সে ইয়াহা উতাহ এর প্রথম জয়ের কথাও শুনেছিল। সে জানত কিভাবে সে গলা কামড়ে ধরে দু' টুকরো করেছিল।

সে একটা বুদ্ধি আটে। তার মৃত ছেলের কোমড়ের বেল্ট থেকে একটা ছুরি নিয়ে এগোতে থাকে সেই দানবীর দিকে।

সে ছুরি উঁচিয়ে সেই শীতল দেহের মহিলার দিকে এগোতে লাগল। মহিলা হেসে উঠল। এই দুর্বল মেয়ে মানুষের হাতে ছুরি দেখে। সে কীই বা করতে পারবে? ভালো করে জানাই আছে ওর ছুরি তার নিজের দেহে একটুকুও আচড় ফেলতে পারবে না। টাহা আকাইর স্ত্রী ছুরি হাতে এগিয়ে আসতে থাকে ওর দিকে।

'তারপর এমন একটা কাজ করে ফেলল যা সেই দানবীটা কল্পনাও করতে পারে নি। সে রক্তপানকারীটার একেবারে কাছে গিয়ে হাঁটু গেড়ে বসল আর নিজের বুকেই নিজে ছুরি বসিয়ে দিল। রক্ত ছিটকে জীবটা গায়ে পড়ল। টাটকা রক্ত খাওয়ার লোভ সে সংবরণ করতে পারল না। নিচু হয়ে সে মুমূর্ষ মহিলার রক্ত পান করার জন্য মাথা নোয়াল।

'সেই সুযোগে টাহা আকাই দানবীটার ঘাড় কামড়ে ধরল।

যুদ্ধের এখানেই শেষ নয়। নিজের চোখের সামনে সন্তানদের মরতে দেখে, নিজের স্ত্রীকে মরতে দেখে যে যুদ্ধ বিগ্রহের প্রতি নেশা হারিয়ে ফেলল। এবং পরবর্তীতে গোত্রেও আর ফিরে গেল না। নিজেও আর মানুষ রূপে ফিরল না। সে বনেই চলে গেল। আর কখনও লোকালয়ে তাকে দেখা গেল না।

'শীতল মানুষদের সাথে ঝামেলা আর কখনো হয় নি। টাহা আকাই এর বাকি ছেলেরা গোত্রের প্রতিনিধিত্ব করতে লাগল। তারা যখন বুড়ো হলো তার বংশধরেরা সে পদে আসীন হলো। সে সময় তিনটার বেশি নেকড়ে ছিল না। একদিন হঠাৎ করে এক রক্তখেকো সে জায়গায় এসে পড়ল। তারা ভীষণ অবাক হলো, বিশেষত নেকড়ে তারা আশা করে নি। আত্মিক ব্যাপার স্যাপার এর কারণে নেকড়েমানবেরা আগে থেকেই জানত কিভাবে শীতলদেহী রক্তপানকারীদের মোকাবেলা করতে হবে।

'তারা আসত কখনও একটা দুইটা আবার একজোট, এক পাল। তোমাদের পরদাদা একটা যুদ্ধের প্রস্তুতি নিলেন।

'সময় পেরুতে লাগল। শীতলদেহীরা অনুভব করল কুইলেটরা তেমন ক্ষতিকর নয়। তাই তারা একটা চুক্তিতে আসতে চাইল। তারা গোত্র প্রধান ইফরাইম ব্লাককে সেটা জানাল। যে চুক্তি করতে চাচ্ছিল তার অদ্ভুত হলুদ চোখই প্রমাণ করছিল যে তারা মিথ্যে বলছে না। তারা অন্যান্য রক্তচোষাদের মত নয়।

'তারা চুক্তিটা ভেবে দেখল। কারণ নেকড়েমানবদের সংখ্যা কম। তার উপর যুদ্ধ জয়ের বদলে এ ধরনের চুক্তির প্রস্তাবও তাদের মাথায় ঢুকছে না।

কিন্তু ইফরাইম ব্লাক সে চুক্তি গ্রহণ করল না। তারা তাদের চুক্তিতে অটল থাকল। যে কারণে রক্তচোষারাও চুক্তি ভঙ্গ করার কোন উপায় পেল না।

'ধীরে ধীরে গোত্রের লোকসংখ্যা অনেক বেড়ে গেল।' বৃদ্ধ কুইল এ পর্যন্ত বলে থামলেন।

সবাই বেশ কিছুক্ষণ চুপ থাকল। কিংবদন্তির ছোয়া সবাইকে ছুয়ে গেছে। একে

অন্যের দিকে তাকিয়ে চোখে চোখে সে রেশটুকু বিনিময় করছিল।

'বোঝো,' তিনি নিচু স্বরে বললেন। 'শান্ত থাক সবাই।'

আগুন প্রায় নিভে নিভে আসছিল। সেথ ক্লিয়ারওয়াটার চোখ বুজেই রইল। যেন সে কিছুতে আচ্ছন্ন।

ধীরে ধীরে পরিস্থিতি স্বাভাবিক হয়ে আসল। আবার বন্ধুত্বপূর্ণ একটা আমেজ ছড়িয়ে গেল। জারেড একটা ছোট পাথর কুইলের দিকে ছুড়ে মারল। কুইল ভয় পেয়ে লাফিয়ে উঠল। মৃদু হাসির হররা বয়ে গেল। গুজগাজ-ফিসফাস সব মিলিয়ে আগের সেই ফূর্তির পরিবেশ, তবু সেথ ক্লিয়াটার ওয়াটার তার চোখ খুলল না। আমার মনে হল ওর মুখে কি যেন একটা চিক করে উঠল। অশ্রু বিন্দু মনে হল। কিন্তু যখনই আমি ভাল করে দেখতে গেলাম তখন সেটা চলে গেল।

জ্যাকব বা আমি কেউই কথা বললাম না। ওর শ্বাস খুব গভীরভাবে পড়ছিল। আমার ঠিক পেছনে ছিল ও। আমি ধরে নিলাম তাকুলিন দেখতে পাব ও ঘুমাচ্ছে।

আমার মনটা হঠাৎ চলে গেল হাজার হাজার বছর আগে। আমি ইয়াহা উতাহ অথবা তার নেকড়েদের কথা ভাবছিলাম না। শীতলদেহী রূপসী মহিলাটির কথাও না। আমি ভাবছিলাম টাহা আকাই এর তৃতীয় স্ত্রীর কথা। আমি যেন তাকে স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছিলাম। সেই অচেনা, নাম না মুখটা কল্পনায় আমার কাছে বেশ আপন মনে হল।

সে সাধারণ একটা মেয়ে মানুষ ছিল, কোন নেকড়ের শক্তি বা অন্য কোন জাদুর ক্ষমতাও তার ছিল না। তাছাড়া বিশালদেহী সেই দানবদের তুলনায় ভীষণ দুর্বল। কিন্তু সমাধানের চাবি ঠিকই তার হাতে ছিল। সে স্বামীকে যেমন বাঁচিয়েছে, তেমনি বাঁচিয়েছে ছোট ছোট বাকি সন্তান আর গোত্রের সকল লোকদের।

তাদের এই মহিলার নামটা মনে রাখা উচিত। জিজ্ঞেস করে দেখা যায়...

কেউ একজন আমার হাত ধরে নাড়া দিল।

'চল, বেলা।' জ্যাকব আমার কানে কানে বলল। 'আমরা এখানে।'

আমি চমকে উঠলাম। কিছুটা দ্বিধাগ্রস্তও হলাম। এ কোথায় এলাম আমি। চোখের সামনে আগুনের আলো তো নেই। বরং আজব এক ধরনের অন্ধকার। পুরো ব্যাপারটা বুঝতে সময় লাগল। আমি সেই জায়গায় নেই।

জ্যাকব আর আমি এখানে একা। ওর হাত আগের মতই আমাকে জড়িয়ে ধরা। কিন্তু ওই অবস্থায় তো আমি মাটিতে বসে ছিলাম। এখন জ্যাকবের গাড়িতে কিভাবে এলাম?

'সর্বনাশ,' আমি ফোঁস করে একটা নিঃশ্বাস ফেললাম। আমি কী ঘুমিয়ে পড়েছিলাম?

'কত দেরি হয়েছে কে জানে?' যাক গে, সেই স্টুপিড ফোনটা কোথায়?' আমি তড়িঘড়ি করে আমার পকেট হাতড়াতে লাগলাম। শূন্য পকেট ছাড়া আর কিছু বের হলো না।

'সহজ। এখনো মধ্যরাত হয়নি। আর আমি ওকে ফোন করে দিয়েছি। ও অপেক্ষা করছে। ওই যে দেখ।'

'মধ্যরাত?' আমি আতঙ্কিত চোখে রাতে আধারে চোখ বুলালাম। ভলভোটা চোখে

পড়তেই আমার হার্টবিট দ্বিগুণ বেড়ে গেল। আমি গাড়ির দরজা খুলে নামতে যাচ্ছিলাম, তখনই ছোট কিছু একটার স্পর্শ পেলাম। ফোন।

'এটা নাও।'

আমি ফোনটা হাতে নিলাম।

'ধন্যবাদ, জ্যাক।'আমি বললাম। 'আজ রাতে আমন্ত্রণ জানানোর জন্য।'

'আমি খুশি হয়েছি যে তুমি পার্টিটা পছন্দ করেছ। এটা আসলে... আজ তোমাকে পেয়েছি বলে সময়টা বেশ ভালোই কাটল।'

অন্ধকারে আমি কিছু একটা নড়াচড়া করতে দেখলাম। গাছের আড়ালে।

'হ্যাঁ। সে তেমন ধৈর্যশীল নয়। তাই নয় কী?' জ্যাকব হেসে বলল। 'যাও। আবার এসো। ঠিক আছে?'

'অবশ্যই জ্যাক।' আমি প্রতিজ্ঞা করে বললাম। গাড়ি থেকে নামার পর একরাশ ঠাণ্ডা হাওয়া এসে আমাকে কাপিয়ে দিয়ে গেল।

'নিশ্চিন্তে ঘুমিও বেলা। কোন কিছু নিয়ে চিন্তা করো না। আমি রাতের বেলা বাইরে তোমাকে পাহারা দেব।

যেতে গিয়েও আমি থেমে গেলাম। 'না জ্যাক। আজ তুমি রেস্ট নাও। আমি ভালই থাকব।'

'নিশ্চয় নিশ্চয়।' সে বলল।

'শুভ রাত্রি জ্যাক। ভালো থেক।'

'শুভ রাত্রি বেলা।' আমি দ্রুত পায়ে অন্ধকারের মধ্যে হারিয়ে যেতে যেতে শুনতে পেলাম।

সীমারেখা বরাবর আসতেই এ্যাডওয়ার্ড আমাকে ধরে ফেলল।

'বেলা।' সে দুহাতের বাধনে আমাকে জড়িয়ে ধরল।

'হেই স্যরি। দেরি করে ফেলেছি। আমি ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। আর—'

'আমি শুনেছি। জ্যাকব বলেছে।' সে আমাকে নিয়ে গাড়ির দিকে চলল। 'তুমি কী ক্লান্ত? তাহলে কোলে নিই?'

'না। আমি ঠিক আছি।'

'চল। তোমাকে বাড়ি নিয়ে যাই। তোমার একটা ঘুম দরকার। সময়টা খুব ভালো কাটিয়েছ, তাই না?'

'হ্যাঁ। আশ্চর্য, এ্যাডওয়ার্ড। তুমিও যদি আসতে তাহলে খুব মজা পেতে। আমি আসলে ব্যাখ্যা করে কিছু বোঝাতে পারব না। জ্যাকের বাবা কী অসাধারণ কিংবদন্তিই না শুনিয়েছেন। জাদুময়... ঠিক যেন...'

'শুনব, শুনব। সব শুনব। আগে তুমি ঘুমিয়ে নাও। তারপর।'

এ্যাডওয়ার্ড আমাকে গাড়িতে বসিয়ে সিট বেল্ট বাধিয়ে দিল। সেও এসে বসল।

সে রাতে বাবা আমাকে কিছুই বললেন না। বোধহয় জ্যাকব ফোন করে দিয়েছিল বলে।

আমি জানালা খোলা রাখলাম। যাতে করে এ্যাডওয়ার্ড ভেতরে আসতে পারে। কিন্তু সে রাতে মনে হচ্ছিল শীত বেশি পড়েছিল। যেন শীতকাল চলে এসেছে।

আমি জানালার কাছে এগিয়ে গেলাম। বরফ কণার মত ঠাণ্ডা বৃষ্টির পানি আমার মুখের ওপর পড়ল। ঝড়ো বাতাস শুরু হয়ে গেল। তার মধ্যে আমি একজনকে চোখের দেখা দেখার জন্য আধারে চোখ বুলালাম। কেমন যেন একটা অবয়ব আধারে ঘুরে বেড়াতে দেখলাম। যেন বড়সড় কোন নেকড়ে। আমি শত চেষ্টাতে ভাল করে ঠাহর কতে পারলাম না।

জানালার পাল্লা নামিয়ে দিয়েছিলাম। এ্যাডওয়ার্ডকে জানালার পাল্লা নামিয়ে দিয়েছিলাম। এ্যাডওয়ার্ড পাল্লা ঠেলে ভেতরে ঢুকলো। ওর হাত বৃষ্টির পানির চেয়েও ঠাণ্ডা।

'বাইরে কী জ্যাকব আছে?' আমি জিজ্ঞেস করলাম। এ্যাডওয়ার্ড আমাকে ওর হাতের বাধনে জড়িয়ে নিল।

'হ্যাঁ। আছে কোথাও। আর এসমে তার বাড়ির পথে।'

আমি লজ্জা পেলাম। 'তুমি ভীষণ ভিজে গেছ। উহ। ঠাণ্ডা লাগছে। এভাবে থাকছ কেন বোকার মত?'

'সে চুক চুক করে উঠল। 'এটুকু ঠাণ্ডা কেবল তোমার কাছেই বেলা।'

আমি স্বপ্নেও ঠাণ্ডার মধ্যে ছিলাম। কে জানে, হয়তো আমি এ্যাডওয়ার্ডের বাহুর উপর ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। আমি স্বপ্নে দেখলাম, আমি ঝড় বৃষ্টির রাতে বাইরে দাঁড়িয়ে আছি, এলোমেলো বাতাস আমার চেখে মুখে ঝাপটা মারছে। আমি বেলাভূমির একটা অংশ দেখতে পেলাম। একটা সাদা আর কালো আবছায়া চোখের সামনে দুলে গেল । ফ্লাশলাইটের মত। তারপর হঠাৎ করে মেঘের বুকে চিড়ে চাঁদ বেরিয়ে পড়ল। আমি সবকিছু দেখতে পেলাম।

রোজালি, ওর ভেঁজা চুল কোমড় পর্যন্ত ছড়ানো। সে একটা বিশালাকার নকড়েকে খোচাচ্ছে। আমার কেন যেন মনে হলো সেটা বিলি ব্ল্যাক।

আমি ভেঙে দৌড় লাগালাম। স্বপ্নে যেমন হয়। মনে হচ্ছিল আমি স্লো-মোশানে দৌড়াচ্ছি। শত চেষ্টাতেও জোরে দৌড়াতে পারছি না। আমি ওদের থামতে বলতে চাচ্ছিলাম। কিন্তু আমার মুখে কোন কথা সরছিল না। মনে হচ্ছিল বাতাস আমার গলার স্বর কেড়ে নিয়েছে। আমি একটা শব্দও করতে পারছিলাম না। শেষে না পেরে আমি হাত উচিয়ে ওদের দৃষ্টি আকর্ষণের চেষ্টা করি। এবং তখনই আমার খেয়াল হয়— আমার হাত খালি নয়।

আমার হাতে প্রাচীন টাইপের একটা ছোরা। রক্ত শুকিয়ে কালচে হয়ে আছে।

ঝট করে আমার ঘুম ভেঙ্গে গেল। অন্ধকার চোখে ধাক্কা মারল। অনুভব করলাম আমার বেডরুমে আমি একা নই। আমি ওর বুকের কাছে মুখ ডুবালাম। ওর গায়ের গন্ধ আমার একেবারে মুখস্থ।

'আমি কী তোমাকে জাগিয়ে দিলাম?' সে ফিসফিস করে বলল। কাগজের শব্দ হচ্ছিল। বোধহয় মেঝেতে কাগজের তোড়া পড়ে আছে।

'না।' আমি বিড়বিড় করে বললাম। ওর হাতে নিজেকে আরও সপে দিয়ে বললাম। 'আমি একটা খারাপ স্বপ্ন দেখেছি।'

'তুমি কী আমাকে সেটা বলবে?'

আমি না সূচক মাথা নাড়লাম। 'এখন ক্লান্ত লাগছে। আমি কালকে সকালে বলি? অবশ্য যদি তখন পর্যন্ত আমার মনে থাকে।'

আমি খিক খিক হাসির শব্দ শুনতে পেলাম।

'ঠিক আছে সকালে।' সে রাজি হল।

'তুমি কী পড়ছিলে?' আমি আধো ঘুমে জিজ্ঞেস করলাম।

'ওয়াদারিং হাইটস।'

আমি ঘুমের মধ্যে নাক সিটকালাম। 'আমি এতদিন ভাবতাম তুমি ওটা পছন্দ কর না।'

'তুমি তো এটা বাইরেই ফেলে রেখেছিলে।' সে আস্তে করে বলল। 'আসলে, যতটা সময় আমি তোমার সাথে কাটাই ততটা সময় আমি মানুষের আবেগগুলো বোঝার চেষ্টা করি। নিজের ভেতর সেগুলোর জন্ম দেয়ার চেষ্টা করি। আমি এখন হিথক্লিফ এর দুঃখে দুঃখী হতে পারছি। আগে এটা সম্ভব ছিল না।'

'উমমম।'

সে বোধহয় আরও কিছু বলছিল। আমি কিছু শুনতে পেলাম না। কারণ ততক্ষণে আমি অতল ঘুমে তলিয়ে গেছি।

পরদিন ভোরে যখন আমার ঘুম ভাঙলো তখনও আকাশ ধূসর রুপালী রঙ ছড়াচ্ছে। এ্যাডওয়ার্ড আমাকে জিজ্ঞেস করল রাতে দেখা স্বপ্নটার কথা। কিন্তু আমি কোন নাগাল পেলাম না। আমি শত হাতড়েও কিছু বলতে পরলাম না। শুধু এটুকু মনে আছে খুব ঠাণ্ডা আর ঝড়ো বাতাস। আর যখন জেগে উঠলাম তখন ওকে দেখলাম। দেখে খুব খুশি হলাম। ব্যস এটুকুই শুধু মনে পড়ল। সে আমাকে চুমু খেল। যতক্ষণ না আমার হৃৎপিন্ডের গতি বেড়ে যায়। তারপর সে বাসার দিকে রওনা দিল।

আমি ওয়ার্ডরোব খুলে আমার পোশাক বের করে পোশাক পাল্টে নিলাম।

আমি নাশতা করার জন্য নিচে যাব এমন সময় মেঝেতে 'ওয়াদারিং হাইটস' এর বই পড়ে থাকতে দেখলাম। এ্যাডওয়ার্ড কাল রাতে সেটা পড়ছিল। আমি বেশ কৌতুহল ভরেই সেটা তুলে নিলাম। মনে করার চেষ্টা করলাম এ্যাডওয়ার্ড কাল রাতে কী বলেছিল? হিথক্লিফের দুঃখে সমব্যথী না কী যেন। না। তা কী করে হবে। ও তো এসব পছন্দ করে না। তবে কী এটাও স্বপ্ন দেখছিলাম।

তিনটা শব্দ বইটার প্রতি আমার মনোযোগ কেড়ে নিল। আমি চোখের সামনে এন বইটা ভালো করে পড়তে লাগলাম।

হিথক্লিফ তখন বলছিল। এই প্যাসেজটা আমার বেশ ভালো করেই জানা।

And there you see...........a single hair of his head.

তিনটা শব্দে আমার চোখ আটকে গেল, 'ওর রক্তপান কর।'

আমি কেঁপে উঠলাম।

হ্যাঁ, নিশ্চয় আমি ঘুমাচ্ছিলাম। তা না হলে হিথক্লিফ প্রসঙ্গে ও সায় জানাবে কেন? আর নিশ্চয় এই পাতাটাই বেছে বেছে সে পড়ছিল না? হয়তো এমনিতেই পড়ে গিয়ে এই পাতাটা খুলে গেছে।

বারো

'আমি ভবিষ্যৎ দেখেছি...' এলিস প্রাচীন জাদুকরদের মত গম্ভীর স্বরে বলল।

এ্যাডওয়ার্ড ওর কনুই দিয়ে এলিসকে একটা খোচা দিল।

'বেশ।' সে মুখ ভেঙচাল। 'এ্যাডওয়ার্ড তুমি আমাকে এই খোচা দিলে তাই তো। কিন্তু যখন ঠিক ঠিক ফলে যাবে তখন কিন্তু নিস্তার পাবে না।'

আমরা স্কুল শেষে হাঁটতে হাঁটতে আর কথা বলতে বলতে যার যার গাড়ির দিকে যাচ্ছিলাম। আর আমি বোকার মত ওর কথা কেবল শুনেই যাচ্ছিলাম। সে যে আসলে কী বলতে চাচ্ছে কিছুই বলতে পারলাম না।

'দয়া করে ইংরেজিতে বল।' আমি ওকে অনুরোধ করলাম।

'এ ব্যাপারে পুতুপুতু হলে চলবে না। শক্ত হতে হবে।'

'এই। আমি কিন্তু ভয় পাচ্ছি।'

'এই তো, বলেছিলাম না– তুমি না একটা... শোন, আমাদের গ্রাজুয়েশান পার্টি সামনে। এটা বড় কোন ব্যাপার নয়, আবার অবহেলারও নয়। কিন্তু আমি দেখেছি আমি সারপ্রাইজ পার্টির চেষ্টা করতেই তুমি পাগলের মত আচরণ করছ।' সে এ্যাডওয়ার্ডের কাছে আসতেই ওর চুল এলোমেলো করে দিল। 'আর এ্যাডওয়ার্ড বলেছে আমাকে এটা বলতে। এটুকুই যা। কথা দিচ্ছি।'

আমি লজ্জা পেয়ে হাসলাম। 'তর্ক করার কী আর কোন অবকাশ আছে?'

'না। মোটেও না।'

'ঠিক আছে এলিস, আমি থাকব। যদিও এসব পার্টি আমি ঘৃণা করি। কিন্তু তাও কথা দিচ্ছি, থাকব।'

'এই না হলে কথা! যাই হোক তুমি কিন্তু এটা ব্যাপার ভুলে গেছ।'

আমি মনে করার চেষ্টা করলাম কী হতে পারে? আমার মাথার ভেতরে কষ্ট হতে লাগল। গ্রাজুয়েশান শেষ করার সাথে কিসের কী সম্পর্ক? কী দেখেছে সে?

'আশ্চর্য!' এ্যাডওয়ার্ড মৃদু বিড়বিড় করে এলিসকে ঝেড়ে দিল, 'এত পাতলা-পুতলা একজন মানুষ কিভাবে এত বিরক্তিকর হতে পারে?'

এলিস হেসে উঠল। 'এটাও এক ধরনের ট্যালেন্ট।'

'তোমরা কি আমাকে ব্যাপারটা খুলে বলার জন্য এক সপ্তাহ দেরি করবে? না কী বলেই ফেলবে?' আমি অনুনয়ের সুরে বললাম। 'ততদিন পর্যন্ত আমি এক ধরনের মানসিক চাপের মধ্যে থাকব।'

এলিস আমার কথা শুনে ভ্রু কুঁচকে আমার দিকে তাকাল।

'বেলা।' সে আস্তে করে বলল। 'তুমি কী জানো আজ কত তারিখ?

'সোমবার?'

সে চোখ মুদল। 'হ্যাঁ। আজ সোমবার। চতুর্থ সোমবার।'

সে আমার কনুই ধরে নাড়া দিল। সামনের দরজায় আটকে থাকা একটা হলুদ রঙা কলেজের পোস্টারের দিকে দৃষ্টিপাত করাল। সেখানো কালো অক্ষরে বড়বড় করে

লেখা। গ্রাজুয়েশানের ডেট আজ থেকে ঠিক এক সপ্তাহ পর।

'এটা জুন মাসের চতুর্থ সোমবার। তুমি ঠিক জানো তো?'

কেউই কোন উত্তর দিল না। এলিস কেবল ব্যথা ভরা মুখে মাথা নাড়ল। এ্যাডওয়ার্ড ভ্রু নাচাল।

'এটা হতেই পারে না! কিভাবে এতখানি ঘটে গেল?' আমি দিনগুলোর পেছনের দিকে এগোতে লাগলাম। কিভাবে এ কটা দিন হারিয়ে গেল।

আমার মনে হল কেউ আমাকে দুটো লাথি কষাল। কিভাবে এতখানি সময় কেটে গেল টেরও পেলাম না।

আর আমি এখন এ ব্যাপারে প্রস্তুতও না।

আমি জানি না কিভাবে সেটা করব। কিভাবে বাবাকে মাকে আর জ্যাকবকে বিদায় জানাব... অন্তত মানুষের বেশে।

আমি ঠিক জানি আমি কী চাই, কিন্তু আমি ঠিক...

আমি জানি, মরনশীল হওয়ার চাইতে অমরত্ব পাওয়ার জন্য আমি উত্তেজিত ছিলাম। এবং সেটা এ্যাডওয়ার্ডকে পাওয়ার জন্যই। আর এটাই হল সারাজীবন এ্যাডওয়ার্ডের সাথে থাকার একমাত্র পথ।

আমি একইসাথে জানা অজনার একটা পথ অতিক্রম করছি। ঠিক বুঝে উঠতে পারছি না কী করব?

একেবারেই সাধারণ কথা হচ্ছে, আজকের দিনটা হচ্ছে সেই দিন, যে দিনের জন্য আমার অবচেতন মনও পর্যন্ত অপেক্ষা করে এসেছে। কিন্তু তারপর আমার কেমন যেন লাগছে। মনে হচ্ছে আমাকে আর কদিন পরই ফায়ারিং স্কোয়াডের দিকে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে।

পথে যেতে যেতে আমি চুপ করে রইলাম। যেন ধ্যানস্থ। এ্যাডওয়ার্ডও আমাকে ঘাঁটাল না। পেছনের সিট থেকে এলিস বকবক করেই চলেছে। উইন্ডশীল্ডএর উপর বৃষ্টির শব্দ হচ্ছে। কোন কারণে হয়তো এ্যাডওয়ার্ড বুঝে গেছে আমি স্বশরীরেই আছি, শুধু মনটা আছে অন্য কোথাও। সে আমাকে বাঁধা দিল না।

গাড়ি আমার ঘরের সামনে এসে থামলে এ্যাডওয়ার্ড নিজেই আমাকে রুমের দিকে নিয়ে চলল। সোফায় বসিয়ে সে নিজেও বসল। আমি বাইরের দিকে এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকলাম। আমি বুঝতে পরলাম না আমার নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতাই বা কোথায় গেল? নিজের উপর এভাবে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলছি কেন? সহজ হতে পারছি না কেন?

এ্যাডওয়ার্ড ওর ঠাণ্ডা দুহাত আমার গালের দু পাশে রেখে ওর সোনালী দুচোখ আমার চোখে রেখে বল্ল, 'প্লিজ বেলা, বল তোমার কী হয়েছে? কী নিয়ে এত ভাবছ তুমি? প্লিজ বল। তুমি কী চাও আমি পাগল হয়ে যাই?'

আমি বুঝতে পারলাম না আমি ওকে কী বলব? এটা কী বলব যে আমি একটা কাপুরুষ? আমি কথা হাতড়াতে লাগলাম।

'তোমার ঠোঁট সাদা হয়ে গেছে বেলা।'

আমি জোরে জোরে শ্বাস নিলাম। আমি কতক্ষণ আমার নিঃশ্বাস বন্ধ করে ছিলাম কে জানে?

'আসলে তারিখটাই আমাকে ভোগাচ্ছে।' আমি ফিসফিসিয়ে বললাম, 'এটুকুই যা।'

সে বেশ দুশ্চিন্তা নিয়ে আমার দিকে তাকিয়ে থাকল।

আমি কী বলব না বলব বুঝে উঠতে না পেরে শেষ পর্যন্ত বলেই বসলাম। 'আমি আসলে ঠিক নিশ্চত না কী করব...বাবাকে কী বলব... কী বলব...' আমার গলা ধরে আসল।

'এটা কী পার্টি সম্পর্কে কিছু?'

আমি ভ্রু কুঁচকে তাকালাম। 'না। কিন্তু মনে করিয়ে দেয়ার জন্য ধন্যবাদ। বাবাকে বলতে আমার মনেই ছিল না।'

সে আমার মুখের দিকে তাকিয়ে আমার মন পড়ার চেষ্টা করছিল। সে সময় বাইরে বৃষ্টি আরও জোরে পড়তে শুরু করল।

'তুমি প্রস্তুত নও।' সে ফিসফিস করে বলল।

'আমি, অবশ্যই আছি।' আমি মিথ্যে বললাম। আমি একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস নিয়ে ঝেড়ে ফেললাম। অবশেষে আসল কথাটা বললাম। 'আমাকে প্রস্তুত হতে হবে।'

'তোমাকে কিছুই হতে হবে না।'

আমি অনুভব করলাম একটা অব্যক্ত বেদনায় আমার মনটা ছেয়ে যাচ্ছে। 'দেখ, ভিক্টোরিয়া, জন, কাইয়াস যে কেউ যেকোন মুহূর্তে আমার এ রুমে...!'

'আরও অনেক কারণ আছে।'

'সেগুলো কোন বিষয় না, এ্যাডওয়ার্ড!'

সে আরও শক্ত করে আমার মুখটা চেপে ধরল। ধীর শান্ত গলায় বলতে শুরু করল।

'বেলা, আমাদের কারোরই কোন সুযোগ নেই। তুমি দেখেছই রোজালির কী ঘটেছিল। আমাদের সবাইকেই সংগ্রাম করতে হয়। এমন কিছুর সাথে লড়তে হয় যেটার উপর আমাদের নিজেদেরই কোন নিয়ন্ত্রণ নেই। কিন্তু তোমাকে সেদিকে যেতে দিতে চাই না। তুমি অবশ্যই সুযোগ পাবে।'

'আমি এরই মধ্যে আমার সুযোগ বা পছন্দ যেটাই বল না কেন, ঠিক করে রেখেছি।'

'তুমি মোটেও এই দূঃসময়ের মধ্যদিয়ে যেতে পারবে না। তোমার মাথার উপর খড়গ ঝুলছে। তোমাকে সমস্যার মোকাবেলা করতে হবে।' সে জোর গলায় বলল। 'তুমি আমার হাতে হাত রেখেছ, আমি নিশ্চয়ই কোন কাজে তোমাকে জোর করব না। এ বিষয়ে তুমি নিশ্চিত থাকতে পার। তুমি চিন্তা ভাবনা কর। ভেবে দেখ কী করতে চাও? আর ভয় পেও না।'

'কার্লিসল কথা দিয়েছেন,' আমি বিড়বিড় করে বললাম। 'গ্রাজুয়েশানের পরে।'

'যতক্ষণ না পর্যন্ত তুমি প্রস্তুত হও।' সে নিশ্চিত গলায় বলল। 'এবং অবশ্যই যদি না তুমি ভয় পাও।'

আমি কোন উত্তর দিতে পারলাম না। আমি কোন তর্কেও গেলাম না।

'এই নাও।' সে আমার কপালে চুমু খেল। 'কোন কিছু নিয়ে চিন্তা করো না।'

আমি শুষ্ক গলায় হাসলাম।

'আমার উপর বিশ্বাস রাখতে পার বেলা।'

'আমি তো রাখিই।'

সে তখনও আমার মুখের দিকে তাকিয়ে ছিল। হয়তো বুঝতে চাচ্ছিল সত্যি আমি রিলাক্স হয়েছি কি না?

'আমি তোমাকে একটা কথা জিজ্ঞেস করতে পারি?' আমি বললাম।

'যে কোন কিছু?'

আমি একটু দ্বিধাগ্রস্ত হলাম। ঠোঁট কামড়ে ধরলাম। শেষ পর্যন্ত বলেই ফেললাম, 'আমি এলিসের গ্রাজুয়েশানের পর কী পেতে যাচ্ছি?'

সে ভ্রু কুঁচকে তাকাল। 'এর মানে হচ্ছে তুমি আর আমি দুটো কনসার্টের টিকেট পেতে যাচ্ছি।'

'আরে তাই তো!' আমিও চিৎকার করে উঠলাম। হেসে ফেললাম। 'টাকোমার কনসার্ট। গত সপ্তাহে তো পত্রিকায় দেখলাম।' আমি হাফ ছাড়লাম।

'বেলা?' ওর কণ্ঠস্বর ওর দেহের মতই শীতল।

'কী?'

'তুমি অন্য কিছু জানতে চাচ্ছিলে আমার কাছ থেকে।'

আমি নাক সিটকালাম। 'উফ, তুমি কীভাবে এত বুঝতে পার?'

'তোমার মুখ দেখে মন পড়ে ফেলাটা আমার অনেক দিনের প্রাকসিটের হয়ে গেছে। প্রশ্ন কর।'

আমি চোখ বন্ধ করে ওর বুকে মাথাটা এলিয়ে দিলাম। 'তুমি চাও না আমি ভ্যাম্পায়ার হই।'

'না, আমি চাই না।' সে কোমল গলায় বলল। সে থামল। আমি কিছু বলার জন্য অপেক্ষা করল।

'কিন্তু এটা তো কোন প্রশ্ন হলো না।' সে বলল।

'বেশ... আমি আসলে দুঃশ্চিন্তা করছিলাম... তুমি কী ভাবছ?'

'দুঃশ্চিন্তা?' সে শব্দটা লুফে নিল।

'বলতে পার কেন? পুরোটা সত্য, আমার আবেগ নয়?'

সে খানিকটা দ্বিধাগ্রস্তবোধ করল। 'আমি তোমার প্রশ্নে উত্তর দিচ্ছি, কিন্তু প্রশ্নটা আরেকটু পরিষ্কার কর।'

আমি মাথা নাড়লাম, কিন্তু ওর বুকের মধ্য থেকে মাথা তুললাম না।

সে একটা গভীর নিঃশ্বাস নিয়ে বলল। 'তুমি আরও বেশি ভাল বলতে পারতে, যাই হোক, বেলা। তুমি ভালো করেই জানো, হয়তো বিশ্বাস কর যে, আমার একটা আত্মা আছে। কিন্তু তাতে আমি নিয়ন্ত্রিত। আমি চাই না তুমি এই ঝুকির মধ্য দিয়ে যাও...' সে ধীরে ধীরে মাথা নাড়ল। 'আসলে... আমি যা তা তোমাকে হতে দেয়ার পেছনে একটাই কারণ, আমি তোমাকে কখনও হারাতে চাই না। যদিও স্বার্থপরের মত চিন্তা ভাবনা, তবুও কী করব বল। তোমার জন্য আমি যা কিছু সম্ভব করতে পারি। একটা কথা বিশ্বাস করবে বেলা, যদি এমন হত, ভ্যাম্পায়ার থেকে মানুষ হওয়ার যদি

কোন রাস্তা থাকত তাহলে যে কোন মূল্যে হোক আমি মানুষই হতাম।'

আমি চুপ করে রইলাম। মুচকি হাসলাম।

'তাহলে... কী দাঁড়াল... তুমি ভয় পাচ্ছ না, তুমি চাও না যে আমি ভিন্নরূপ ধারণ করি, আর করলে তুমি আমাকে আগের মত ভালবাসবে না।'

সে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকাল। 'তুমি তাহলে এই নিয়ে চিন্তা করছ যে তুমি ভ্যাম্পায়ার হতে গেলে আমি তোমাকে আগের মত ভালোবাসব না?' সে জানতে চাইল। আমি কোন উত্তর দেয়ার আগেই সে হেসে উঠল। হাসি থামিয়ে সে আমার দিকে স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকল।

'হ্যাঁ, আমি তোমার মনুষ্য দেহের সবটুকু অনুভব করি, যেটা আমার নেই।' সে ভীষণ গভীর দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকিয়ে থাকল। আমার ধমনীতে এমনভাবে রক্তের ফোয়ারা ছুটলো যে বলার নয়। সে মৃদু হাসল। 'এই এখন তোমার যেমন বুক ধুকপুক করছে, হৃৎপিণ্ডের এই সাউন্ডটা আমি মিস করি।' সে আবার মুচকি হাসল।

'সারা পৃথিবীতে যদি কোন মধুর শব্দ থেকে থাকে তাহলে এটাই সে শব্দ। আমি শপথ করে বলছি, অনেক মাইল দূর থেকে আমি এই শব্দ শুনতে পাই। শুধু এইটুকুই ব্যাপার না।' বলতে বলতে সে দুহাত আমার মুখের ওপর রাখল। 'তুমি। যাকে আমি আগলে রাখি। তুমি সারাজীবনই আমার বেলা থাকবে। তা তুমি যাই হও না কেন।'

আমার ভীষণ লজ্জা লাগল। ওর হাতের মধ্যে আমি মুখ ঢেকে ফেললাম।

'এবার তুমি আমার একটা প্রশ্নের উত্তর দেবে। কোন ছল চাতুরি নয়। একেবারে খাটি সত্য।'

'অবশ্যই।' আমি চোখ বড়বড় করে বললাম। যদিও বুঝতে পারলাম না সে কী বলতে চাচ্ছে।

সে ধীরে ধীরে বলল, 'তুমি আমার স্ত্রী হতে চাও না?'

আমার হৃৎপিণ্ড যেন হঠাৎ থেমে গেল। কোন কথা খুঁজে পেলাম না। একটা শীতল স্রোত যেন মেরুদণ্ড বেয়ে নেমে গেল। সে চুপ করে থেকে আমার রিয়েকশান দেখতে লাগল।

'এটা কোন প্রশ্ন হলো না।' শেষ পর্যন্ত আমি বলে বসলাম।

সে নিচের দিকে তাকাল। ওর চোখের পাপড়ি হনুর হাড়ের ওপর ছায়া ফেলল। সে আমার মুখের ওপর থেকে হাত তুলে নিয়ে আমার ডান হাতটা ওর হাতে নিল। আমার আঙুলগুলো খেলতে লাগল।

'তুমি এটা নিয়ে কী ভাব না ভাব তা নিয়ে আমার চিন্তা হয়।'

আমি মাথা নাড়লাম, 'এটাও কিন্তু কোন প্রশ্ন হলো না।' আমি ফিসফিসিয়ে বললাম।

'প্লিজ বেলা।'

'সত্যি কথা বলব?' আমি বললাম।

'অবশ্যই। সেটা যাই হোক না কেন।'

আমি একটা গভীর নিঃশ্বাস নিলাম। 'তুমি কিন্তু আমাকে হাসালে।'

ওর চোখজোড়া জ্বলে উঠল, শক খেল যেন। 'হাসি? আমি তো কল্পনাও করতে

পারছি না।'

'দেখ।' আমি বললাম। 'তোমার কথা শুনে মনে হচ্ছে তুমি বড় একটা কৌতুক করছ... কিন্তু বুঝতে পারছ না। আমি বিব্রতবোধ করছি!' আমি ওর বুকে আবার মুখ লুকালাম।'

একটুক্ষণপর সে বলল, 'আমি তোমাকে ফলো করছি না।' আমি ওর দিকে তাকালাম। লজ্জা কিংবা জড়তা যাই থাকুক না কেন সেটা ঝেড়ে ফেলতে চাইলাম।

'আমি সে ধরনের মেয়ে নই এ্যাডওয়ার্ড, যে স্কুলে পড়ার সময়ের সংসার চিন্তায় বিভোর থাকে। কখন তার মনের দোরগোড়ায় একটা ছেলে এসে খটখট করে বলবে আমি তোমাকে ভালোবাসি আমাকে বিয়ে কর। সাথে সাথে মেয়েটি ওর ঘাড়ে ঝুলে পড়বে। তুমি ভাবতে পার এ্যাডওয়ার্ড এটা কত শতাব্দী? এ সময় কী কোন মেয়ে মাত্র উনিশ বছর বয়সে বিয়ে করে! স্মার্ট লোকরা তো নয়, দ্বায়িত্বপূর্ণ লোকেরাও না। আসলে আমি...' আমি কথা শেষ করতে পারলাম না। খেই হারিয়ে ফেললাম।

'এটুকুই সব। এটাই বলতে চাচ্ছিলে?' সে বলল।

আমি চোখ পিটপিট করে তাকালাম। 'আসলে এটুকু যথেষ্ট না।'

'তুমি যা বলতে চাচ্ছ ঠিক গুছিয়ে বলতে পারছ না।'

'এ্যাডওয়ার্ড!' আমি জোরে জোরে নিঃশ্বাস নিলাম, অনেক কষ্টে হাসি থামিয়ে 'আসলে... আমি সবসময়... চিন্তা করি যে... তুমি... সবসময় আমার চাইতেও এত স্মার্ট থাক কী করে?'

সে আমাকে দু হাতের বাধনে জড়ালো। সেও আমার মাথায় ওর চিবুক ঠেকিয়ে হেসে উঠল।

'এ্যাডওয়ার্ড।' আমি কোনমতে হাসি থামিয়ে বললাম, 'যদিও তোমার সাথে সারাজীবন থাকার কোন পথ দেখতে পাচ্ছি না, কিন্তু তারপরও একটা দিনও একা থাকার কোন ইচ্ছে নেই।'

'চমৎকার বলেছ।'

'বুঝতে পেরেছ বলে ধন্যবাদ। শোন, কোনকিছু বদলায় নি।'

সে আমার দিকে তরল চোখে তাকাল।

'দেখ বেলা, আমি এক সময় ছোট্ট একটা ছেলে ছিলাম। এখন আমি পুরোপুরি একটা পুরুষ। আমি ভালোবাসার জন্য লালায়িত ছিলাম না। আমি জানি সেটা আপনিতেই আসে, বাসা বাধে মনের গোপন জায়গায়, মনের অজান্তে। কিন্তু আমি যদি এমনটা পেতাম...' সে থেমে গেল, ডানে বায়ে অস্থিরভাবে মাথা নাড়ল, 'আমি আসলে বলতে চাচ্ছি আমি কাউকে না কাউকে তো পেতাম, কিন্তু আমি তা পাই নি। পেয়েছি তোমাকে। তোমাকে দেখে আমার মনে হয়েছে তুমিই সেই জন যে আমার জন্যই কেবল সৃষ্টি। আর আমি, নিজেকে তোমার জন্য নিবেদিত করেছি, তোমারই সুরক্ষায়।'

সে হেসে আমার দিকে তাকাল।

আমি স্থির চোখে ওর দিকে তাকালাম।

'নিঃশ্বাস নাও, বেলা।' সে আমাকে মনে করিয়ে দিল।

আমি জোরে জোরে নিঃশ্বাস নিলাম।

'তুমি কী কিছু দেখতে পাচ্ছ বেলা? সামান্য কিছু?'

এক মুহূর্তের জন্য আমার চোখে একটা দৃশ্য ভেসে উঠল। আমি দেখতে পাচ্ছি। আমি নিজেকে পেলাম লম্বা একটা স্কার্ট পরে আছি। উঁচু গলার লেইসওয়ালা টপস। আমার চুল সুন্দর করে বাঁধা। ফুল গোজা। এ্যাডওয়ার্ডকে দেখতে পেলাম মারাত্মক সুন্দর একটা হালকা রঙের স্যুট পরে আছে, ওর হাতে ছোট্ট একটা ফুলের ঝুড়ি। আমরা একটা পোর্শে গাড়িতে উঠছি।

আমি মাথা ঝাকালাম।

'এটা আসলেই একটা বিশেষ ব্যাপার, এ্যাডওয়ার্ড।' আমি কাঁপা কাঁপা গলায় বললাম। 'আমার মনের ভেতরে বিয়ে আর চিরন্তন হওয়া এক ব্যাপার নয়। আর ব্যাপার দুটো একই সাথে চলতে পারে না। কয়েক মুহূর্ত আমি কল্পনায় ভেসে বেড়ালেও আমাকে বাস্তবে তো এক সংশয় ফিরতেই হবে। আমাদের আসলে সময়ের সাথে তাল মিলিয়ে চলতে হবে। তুমি কী বুঝতে পারছ আমি কী বলতে চাচ্ছি?'

'কিন্তু আরেকটা কথাও থেকে যায়।' সেও পাল্টা বলল। 'তোমার সবাইকে নিয়েই সময়ের সাথে চলতে হবে। একা তো পারবে না।'

সে হেসে আমার দিকে তাকাল, 'অতসব বুঝি না বেলা, তোমাকে দুদিক থেকেই বুঝতে হবে। তোমার কী তাই মনে হয় না?'

'তোমার মতামত কী?'

'আমি বলেছি। আমি তোমার দিকটা আগে দেখব। যদি তুমি চাও তুমি পরিবর্তিত হয়ে আমার মত...'

'ডাম ডাম ডাডাডা...' আমি জিভের ডগা দিয়ে শব্দ করলাম। তার মানে কী দাঁড়াচ্ছে, আমাকে বিয়ের পিড়িতে বসতে হচ্ছে, আমার পেটের ভেতরটা পাক দিয়ে উঠল।

সময় মনে হচ্ছিল ঘোড়ার মত টগবগিয়ে পার হচ্ছিল।

সে রাতটা স্বপ্নহীনভাবেই কাটল। সকালে ঘুম থেকে উঠলাম।

এবং গ্রাজুয়েশানের সময় ক্রমশই এগিয়ে আসছিল।

যখন আমি নাশতা করতে বসলাম তখন দেখলাম বাবা এরই মধ্যে বেরিয়ে পড়েছেন। যাওয়ার সময় টেবিলে পত্রিকাটা ফেলে গেছেন। সেটাই আমাকে মনে করিয়ে দিল আজ আমার কিছু কেনাকাটা করতে হবে। আর কে জানে, কনসার্টের টিকেটটা পাওয়া যাবে কি না? পেলে এলিসকেও একটু চমকে দেয়া যেত।

আমি পত্রিকার পাতা উল্টে পরের পাতায় যাচ্ছিলাম। কিন্তু একটা বড় করে ছাপানো হেডলাইন আমার নজর কাড়ল।

সিয়াটল হত্যা সন্ত্রাস বাড়ছে

আমেরিকা ইতিহাসে এই সিয়াটলেই মনে হচ্ছে হত্যার সংখ্যা একবারে পরিমাণে বেড়ে গেছে। এক সিরিয়াল কিলার ছিল, গ্যারি রিগওয়ে দ্য গ্রিন রিভার কিলার নামে, সে আটচল্লিশটা মহিলাকে খুন করেছিল।

সিয়াটলের অবস্থা তো খুব খারাপের দিকে যাচ্ছে। সেই কিংবদন্তিটার কথা মনে

পড়ে যাচ্ছে। দানবটা কিভাবে একে একে মানুষ খুন করা শুরু করেছিল।

পুলিশরা আত্মহত্যা বা নিজেদের মধ্যে গন্ডগোলের দ্বারা খুন হচ্ছে বোঝাচ্ছে না। তারা বলতে চাচ্ছে এটা কোন সিরিয়াল কিলারের কাজ।

এই কিলার অবশ্যই একজন এবং গত তিন মাসে যত আত্মহত্যা বা এই জাতীয় ঘটনা ঘটেছে সব কটার জন্য সেই দায়ী। ৩৯টা খুনের সাথেই সে জড়িত। তাছাড়া রিগওয়ে নিজেই তো গুনে গুনে ৪৮টা খুন করেছে। যদি এই খুনগুলো বিচ্ছিন্নভাবে হয়ে না থাকে এবং হত্যাকারী একজনই হয়ে থাকে তাহলে আমেরিকার ইতিহাসে এটাই হবে আরেকটা ভয়ঙ্কর সিরিয়াল কিলার।

পুলিশরা আবার গ্যাং এর দলের লোকেদেরও দোষ চাপাচ্ছে। দলীয় স্বার্থের কারণেও এমন খুনগুলো হয়ে থাকতে পারে বলে তাদের ধারণা।

জ্যাক দ্য রিপার থেকে টেড বানডি, সবাই প্রায় বয়সের দিক থেকে সমান। আর ভিকটিমদের বয়সগুলো হচ্ছে একেক রকম। পনের বছর বয়সী মেধাবী ছাত্র আমান্ডা রিড হতে শুরু করে সাতষট্টি বছর বয়স্ক রিটায়ার্ড পোস্টম্যান ওমর জেকঙ্কস। আঠার বছর বয়সী তরুণী আর একুশ বছর বয়সী পুরুষ। ভিকটিমদের রকম সকমও আলাদা। ককেশিয়ান, আফ্রিকান, আমেরিকান, হিসপ্যানিকস, এশিয়ান।

খুনের পর্যাপ্ত কোন কারণও নেই, একবারে সংগতিহীন।

তাহলে সিরিয়াল কিলারের আইডিয়াটা কার মাথায় এল। এ ধরনের খুনের জন্য তো কারণ বা মোটিভ থাকে।

উল্লেখযোগ্য যে কিছু কিছু মৃত দেহের হাড় ভাঙা, মেডিক্যাল এক্সামিনাররা পরীক্ষা করে দেখেছেন, মৃত্যুর আগেই হাড়গুলো ভেঙেছে। তারপরও সেগুলো তো তেমন মোক্ষম কিছু প্রমাণ নয়।

আরেকটা ব্যাপারে অবশ্য মিল আছে যেগুলোর কারণে ব্যাপারটাকে সিরিয়াল কিলার হিসেবে ধরা যায়: প্রতিটা খুনেই কোন ক্লু নেই। একেবারে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। এমনকি আঙুলের ছাপ পর্যন্ত না, মাটিতে টায়ারের দাগ কারো চুল কিছুই না।

ভিকটিমেরা ভ্যানিশ হয়েছে তাদের ঘর থেকে, পাঁচতলা এপার্টমেন্ট থেকে, হেল্থ ক্লাব থেকে। একজন আবার বিয়ের অনুষ্ঠান থেকেও। সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য যেটা, ত্রিশ বছর বয়স্ক নবীন বক্সার একটা থিয়েটারে গিয়েছিল, প্রেমিকার সাথে মুভি দেখতে। কয়েক মিনিট পর সে দেখল সে আর সিটে নেই।

মাত্র তিন ঘণ্টা পরেই তাকে পাওয়া গেল বিশ মাইল দূরে ময়লা আবর্জনা ফেলার জায়গায়।

আরেকটা ব্যাপার বিশেষভাবে লক্ষণীয়: সবগুলো ঘটনাই কিন্তু ঘটেছে রাতের বেলা।

আর সবচেয়ে ভয়ঙ্কর ব্যাপারটা কী দাঁড়াচ্ছে? হত্যাকাণ্ডের সংখ্যা বৃদ্ধি। প্রথম মাসে খুন হয়েছে ছয়জন, পরের মাসে খুন হয়েছে এগার জন। আর শেষ দশ দিনে খুন হয় বাইশজন।

পুরো ব্যাপারটাই ধোয়াটে। খুন তাহলে কে করছে? একটা গ্যাং? নাকি একটা বন্য প্রকৃতির লোক? অথবা অন্য কিছু যেটা পুলিশেরা বিশ্বাস করতে চায় না।

শেষ লাইনগুলো আমাকে ভীষণ নাড়া দিল।

'বেলা?'

পত্রিকায় আমি এতটাই বেশি নিমগ্ন ছিলাম যে এডয়ার্ডের গলা শুনে আমি চমকে উঠলাম। এতটাই নীরব ছিল চারপাশ যে ওটুকু শব্দে আমার খাবি খাওয়ার জোগাড় হলো।

সে দরজার কাছে দাঁড়িয়ে ছিল। ভ্রুজোড়া কুঁচকে গেল ওর। তারপর ওঠাৎ করে আমার পাশ এসে গেল। আমার হাত ওর হাতের ওপর নিল।

'আমি কী তোমাকে ভয় পাইয়ে দিলাম। আমি দুঃখিত। আমার আসলে নক করে আসার দরকার ছিল...'

'না না।' আমি তাড়াতাড়ি বললাম। 'তুমি এটা দেখেছ?' আমি পেপারের প্রতি ইঙ্গিত করে বললাম।

সে কপাল কুঁচকাল।

'আমি আজকের খবর এখনো পর্যন্ত পড়িনি। কিন্তু শুনেছি। শুনে যা মনে হচ্ছে সেটা হলো অবস্থা বেশি সুবিধার না। খারাপের দিকে যাচ্ছে। আমাদের এখনই কিছু করতে হবে... খুব দ্রুত।'

ব্যাপারটা আমার পছন্দ হলো না। যা কিছু, যে কোন কিছু সিয়াটলে এসেছে আমাকে ভয় দেখাতে। কিন্তু ভলচুরিদের এখানে আসাটা আসলেই ভয়ের ব্যাপার।

'এলিস কী বলেছে?' ভয় পাওয়া গলায় বলাম আমি।

'সেটাই তো আসল সমস্যা।' সে ভ্রু কুঁচকে মাথা নাড়ল। 'সে কিছুই দেখতে পাচ্ছে না। আমরাও বেশ কয়েকবার চেষ্টা করে দেখেছি, ও জানাতে পারে নি। সে নিজের ওপর আস্থা হারিয়ে ফেলছে। ওর কেবল মনে হচ্ছে এ কদিন সে বড় কোন কিছু মিস করে ফেলছে। এটা একটা খারাপ বিষয়। ওর দেখার ক্ষমতা কোন কারণে থমকে গেছে।'

আমি চোখ বড়বড় করে বললাম, 'সে রকম কী হতে পারে?'

'কে জানে? এটা নিয়ে কেউ গবেষণা করেনি। কিন্তু আমার এটা নিয়ে সন্দেহ হচ্ছে। পুরোটাই একটা ঘোরের মধ্যে থাকা। এ্যারো আর জনের কথা একবার ভাব।'

'কেন? কী হয়েছে?'

'নিজ স্বার্থ চরিতার্থ করা, আমার মনে হয়, আমাদের কোন কিছু করার আগে অপেক্ষা করতে হবে, যেন এলিস কিছু দেখতে পায়। আর সে দেখতে পাচ্ছে না, তার কারণ আমরাই সেখানে নেই। তা না হলে সে দেখতে পেত। আমাদের মনে হয় আন্দাজেই কাজটা করতে হবে।'

আমি শিউরে উঠলাম, 'না।'

'তোমার কী খুব ইচ্ছা যে আজ ক্লাস করবে?'

'মনে হয় একদিন ক্লাস করতে না পারলে আমি মরে যাব না। কিন্তু আমরা করবটা কী?'

'আমি জেসপারের সাথে কথা বলতে চাচ্ছি।'

আবার জেসপার। ব্যাপারটা অদ্ভুত। কুলিনদের সব বিষয়েই একটা অংশ হিসেবে

জেসপারকে সবসময়ই পাওয়া যাবে। কিন্তু কেন্দ্র হিসেবে নয়। আর তার উপর ভরসা করতে এ্যাডওয়ার্ডকে তো অন্তত কখনই দেখিনি। জেসপার সম্পর্কে ওর এত আগ্রহটা আমাকে বেশ অবাকই করল।

আমি আসলে জেসপার সম্পর্কে তেমন বেশি কিছু জানি না। জানি না এলিস ওকে খুঁজে পাওয়ার আগে উত্তরের ঠিক কোন জায়গা থেকে ও এসেছে। একই কারণে এ্যাডওয়ার্ড সবসময় ওর নতুন ভাইটার সম্পর্কে তেমন কিছু পারত পক্ষে বলতে চাই না।

আমরা যখন এ্যাডওয়ার্ডদের বাড়িতে গিয়েছিলাম, তখন দেখলাম কার্লিসল, এসমে, আর জেসপার খবর দেখছিল। শব্দ নিচু আওয়াজে চলার কারণে যদিও শুনতে পাচ্ছিলাম না। সিঁড়ির উপরের ধাপে এলিসকে দেখলাম। ওর চেহারায় হতাশার ভাব স্পষ্ট। রান্নাঘরের দরজার কাছে এমেটকেই বরং দেখলাম বেশ হাসি খুশি। ও সবসময়ই এমন। কোন কিছু ওকে বিরক্ত করে না।

'হেই, এ্যাডওয়ার্ড, বেলা?'

আমি হেসে মাথা নাড়ালাম। এ্যাডওয়ার্ড ওর হাতের পেপারটা কার্লিসলের দিকে ছুড়ে দিল।

'দেখেছেন? পুলিশরা বলছে এগুলো নাকি সিরিয়াল কিলারের কাজ?'

তিনি একটা নিঃশ্বাস ফেললেন। 'সিএনএনএর দুজন গবেষক আজ সারা সকাল ধরে বকবক করছে।'

'আমরা তা এভাবে চলতে দিতে পারি না।'

'তাহলে চল।' এমেট অতি আগ্রহের সাথে বলল। 'আমি সত্যি অনেক বিরক্ত হয়েই আছি।'

সিঁড়ির ওপর থেকে একটা হিসহিসানির শব্দ ভেসে এল।

'ওকে দেখে বেশ দুঃখিনী মনে হচ্ছে।' এলিসের প্রতি ইঙ্গিত করে এমেট বলল।

এ্যাডওয়ার্ড এমেটের সাথে মত মেলাল। 'আমাদের সময় সুযোগ বুঝে বেরুতে হবে।'

রোজালি সিঁড়ি বেয়ে উপরের দিকে উঠতে গিয়েও উঠল না। ওর মুখটা ছিল অনুভূতিহীন।

কার্লিসল ডানে বায়ে মাথা নাড়লেন। 'আমার জানা মতে, আমরা আগে এ ধরনের কোন অবস্থা সামলাইনি। এটাতে আমাদের মাথা ঘামানোর কোন কারণ দেখছি না। আর আমরা তো ভলচুরির লোক নই। আমাদের কেন দায়দায়িত্ব বর্তাবে?'

'আমি চাই না ভলচুরিরা এখানে আসুক।' এ্যাডওয়ার্ড বলল।

'আহারে, সিয়াটলের সাধারণ লোকেরা,' এসমে আফসোসের স্বরে বললেন, 'তাদের এভাবে মরতে দেয়া উচিত হবে না।'

'আমি জানি।' কার্লিসল একটা নিঃশ্বাস ফেললেন।

'ওহ। এ্যাডওয়ার্ড জেসপারের দিকে তাকিয়ে তীক্ষ্ম স্বরে বলল, 'আমি ব্যাপারটা কল্পনাও করতে পারছিনা। তুমি ঠিকই বলেছিলে, বেশ, এটা সব বদলে দিচ্ছে দেখি।'

শুধু আমি নই, সে ঘরে যতজন ছিল সবাই দ্বিধা নিয়ে এ্যাডওয়ার্ডের দিকে

তাকাল। এবং কেবল আমিই বোধহয় ওর দিকে বিরক্ত নিয়ে তাকিয়ে ছিলাম।

'আমার মনে হয় ব্যাপারটা তুমি আর সবার চেয়ে ভাল ব্যাখ্যা করতে পারবে।' এ্যাডওয়ার্ড জেসপারকে বলল। 'এটার পেছনে মূল কারণটা কী হতে পারে?'

এ্যাডওয়ার্ড এক দৃষ্টিতে মেঝের দিকে তাকিয়ে থাকল। ওকে দেখে মনে হচ্ছিল ও কোথায় যেন হারিয়ে গেছে।

'সে কী বোঝাতে বলতো?' এলিস জেসপারকে জিজ্ঞেস করল।

'এই তুমি কী ভাবছ? কথা বলছ না কেন?'

সবার চেহারার অবস্থা দেখে জেসপারের ভাল লাগছিল না। সবাই উৎকর্ণ হয়ে আছে ওর দিকে, ও কী বলে তা শোনার জন্য। সে সবার মুখের দিকে তাকাল। শেষ পর্যন্ত ওর দৃষ্টি আমার দিকে স্থির হল।

'তুমি দ্বিধান্বিত।' সে আমাকে গভীর স্বরে বলল।

'সে না, আমরা সবাই দ্বিধান্বিত।' এমেট রেগে বললেন।

'আগে সবাইকে ধৈর্য ধরে শুনতে হবে।' জেসপার তাকে বলল।

'বেলাকেও এটা বুঝতে হবে। সে তো এখন আমাদেরই একজন।'

ওর কথা শুনে আমার আশ্চর্য লাগল। গত জন্মদিনের সময় সে আমাকে খুন করতে চেয়েছিল, ওর মুখে এমন কথা শুনে অবাক হওয়া ছাড়া উপায় কী?

'তুমি আমার কতটুকু জানো বেলা?' জেসপার প্রশ্ন করল।

এমেট একটা নিঃশ্বাস ফেলল।

জেসপার চিন্তামগ্নভাবে মাথা নাড়ল। তারপর মাথা তুলে ওর সোয়েটারের হাতা গুটালো।

আমি আগ্রহ আর সন্দেহের মিশ্রণে তাকালাম। বুঝতে চাইলাম আসলে সে করতে চাচ্ছে কী। টেবিলল্যাম্পের ছায়ার নিচে ও ওর একটা হাত রাখল। তারপর সেটা আলোর সামনে এনে রাখল। ওর হাতের ওপর পিঠে কব্জির নিচে মাঝামাঝি বরাবর কুঁচকানো চামড়া।

আমার এক মিনিট সময় লাগল আকারটা এত পরিচিত লাগছে কেন তা বুঝতে।

'ওহ,' আমি নিঃশ্বাস নিলাম। 'জেসপার, তোমার দেখছি আমার মতই একটা ক্ষত আছে।'

আমি আমার হাতের দিকে তাকালাম, রুপালী অর্ধচন্দ্রাকৃতির দাগ আমার কোমল চামড়ায় যে রকম, ওর চামড়ায় কিছুটা অন্য রকম।

জেসপার রহস্যের হাসি হাসল। 'এ রকম ক্ষত আমার আরও আছে বেলা।'

জেসপারের মুখ দেখে আমি কিছুই বুঝতে পারলাম না। আর ওর হাতের ওপর পুরু আস্তরণের মত দাগটা আমি আগেও কখনো খেয়াল করিনি। আর্ধেক চাঁদের আকৃতির দুটো দাগ উল্টো পালকের মত একে অন্যকে ক্রস করে গেছে। সাদার ওপর সাদা দাগ ছিল বলে কখনও বুঝিনি। কিন্তু আলোর সামনে ধরতেই আলোছায়ার খেলার কারণেই কেবল আকারটা বোঝা গিয়েছিল। আর সবচেয়ে আশ্চর্যের যে বিষয় সেটা হচ্ছে অর্ধচন্দ্রাকৃতির চাঁদের একটা ওর হাতে...

আরেকটা আমার হাতে।

আমি আপনিতেই আমার ছোট ক্ষতটার দিকে তাকালাম। আর মনে করার চেষ্টা করলাম কিভাবে এটা আমার হাতে এল। আমার চোখে জেমসের দাঁত ভেসে উঠল।

আমি জোরে শ্বাস নিয়ে বললাম, 'জেসপার, তোমার কী হয়েছিল বল তো?'

তেরো

'একই ব্যাপার, যেটা তোমার হাতে হয়েছিল।' জেসপার শান্ত গলায় বলল।

'এক হাজারবার ধরে পুনরাবৃত্তি।' সে হেসে ওই জায়গায় হাত বুলাল। 'আমাদের শিরাই হচ্ছে এক মাত্র ব্যাপার যেগুলো ওই ক্ষতগুলোর জন্ম দিয়েছে।'

'কেন?' ভয়ে আমার দম বন্ধ হয়ে এল। অনিচ্ছাস্বত্ত্বেও ক্ষতের দিকে তাকানো বন্ধ করতে পারলাম না।

'আমি অবশ্য একইরকমভাবে পাইনি... অন্যভাবে।' সে কঠিনভাবে কথা শেষ করল। তারপর আমার দিকে তাকাল। 'তোমাকে আমার গল্প বলার আগে তোমাকে আমাদের জগৎটা সম্পর্কে জানতে হবে, বেলা। জানোই তো বোধহয়, আমাদের জীবন কোন সপ্তাহ দিয়ে মাপা হয় না। শতাব্দী দিয়েও নয়।'

অন্যরা এই গল্প আগে থেকে জানে যে কারণে কার্লিসল আর এসমে টিভির দিকেই মনোযোগ দিল। এলিস বসল এসমের পায়ের কাছে। এ্যাডওয়ার্ডের অবস্থা আমার মতই।

'আসলে জানতে হবে কী জন্যে, তোমাকে বিশ্বটা একটু ভিন্ন দিক থেকে বিবেচনা করতে হবে। কল্পনা করতে হবে এ জগতটা ক্ষমতাময়, লোভে ভরা...আর ভীষণ তৃষ্ণার্ত।

'দেখ, পৃথিবীতে এমনও অনেক জায়গা আছে সেগুলো অনেক বেশি উচ্চাকাঙ্খা সম্পন্ন, অনেকের কাছেই। জায়গাগুলোতে আমরা অনেক আইনী জটিলতামুক্ত আর জেরা থেকেও।

'ছবি, উদাহরণস্বরূপ ম্যাপে পাশ্চাত্য এলাকায় একটা ছোট লাল বিন্দু ফেল। ঘন লাল। আরও সহজভাবে বলতে গেলে- বেশ, ধরে নাও লাল বিন্দুগুলো একেকটা জীবন- এমন হলে কোন ধরনের ঝামেলা ছাড়াই খাওয়া সোজা। কারণ তাদের সহজেই বোঝা যায়।

আমার মাথার ভেতর খাওয়া শব্দটা ঢুকতেই কেমন কেঁপে উঠলাম। জেসপারকে কিন্তু আমার চমকে ওঠা নিয়ে তেমন মাথা ঘামাতে দেখলাম না। এ্যাডওয়ার্ড যেমন এ বিষয়ে সবসময় সচেতন থাকে। জেসপার কোন রকমের বিরতি ছাড়াই বলে চলল।

'এমন না যে দক্ষিণের কোভেন গোত্রের লোকেরাও সভ্য মানুষদের পাত্তা দেয়, অথবা দেয় না। শুধুমাত্র ভলচুরিরাই তাদের নিয়ন্ত্রণে রাখে। তারা তাদের মতই রইল।'

'এদিকে উত্তরের লোকেরা তুলনামূলকভাবে অনেক বেশি উন্নত। এখন আমরা রাতটাকেও বিভিন্ন উপায়ে উপভোগ করি, মানুষদের সাথেও চমৎকার চলাফেরা করি–

এটা আমাদের জন্য অনেক বেশি দরকারী।'

'কিন্তু দক্ষিণের ব্যাপার-স্যাপারই আলাদা। সেখানকার অমর লোকেরা বের হয় রাতে। পরের দিন কোথায় যাবে সেটা ঠিক করে, শত্রুর সাথে গণ্ডগোল করে। যে কারণে দক্ষিণে যুদ্ধ প্রায় সবসময়ই লেগে থাকে। শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে চিরস্থায়ী। সেই সব কোভেনরা মানুষের দেখা খুব কমই পেত। কখনো সখনো, এই পথের পাশে গরুর পাল নিয়ে চলা সৈন্য– কখনো বা খাবার নিতে এলে।

'কিন্তু তারা কিসের জন্য মারামারি করত?'

জেসপার হাসল, 'লাল বিন্দুওয়ালা ম্যাপটা কল্পনা কর তো?'

আমি হ্যাঁ সূচক মাথা না নাড়া পর্যন্ত সে অপেক্ষা করল।

'তারা যুদ্ধ করত ঘন লালের উপর নিয়ন্ত্রণ রাখার জন্য।'

'তুমি একটা ব্যাপার দেখ, যারা নতুন ভ্যাম্পায়ার হয়, তারা প্রতিরাতে খেতে চাইলেও কোন সমস্যা নেই, এই যেমন ধরো মেক্সিকো শহরে। প্রতিরাতে দুই তিন বার করে খেলেও সেখানে কেউ জানতেও পারবে না।

'কারো বিশেষ বুদ্ধি থাকে। ব্যক্তি ভেদে কৌশলের তারতম্য ঘটে।'

'কিন্তু সবচেয়ে কার্যকরী কৌশলী তরুণ ভ্যাম্পায়ার ছিল বেনিটো। এর নাম প্রায় কেউই শোনেনি। ডালাস এর কোন এক জায়গা থেকে এসেছিল। সে হোস্টন এর কাছের গোত্রে ছোট দুটি সন্তানকে খুন করে। দুরাত পর সে উত্তর মেক্সিকোর একটি এলাকায় অভিযান চালায়, এবং তাতেও সফল হয়।'

'কিভাবে সে সফল হলো?' আমি ভয় এবং কৌতুহলের সংমিশ্রণে জিজ্ঞেস করলাম।

'বেনিটো নতুন জন্মগ্রহণ করা নিউবর্ণ ভ্যাম্পায়ারদের একটা দল করল। সেই প্রথম এটা নিয়ে চিন্তা করেছিল, আর এমনভাবে শুরু করেছিল যে অপ্রতিরোধ্য। খুব নবীন যে সব ভ্যাম্পায়ার তারা সহিংসধর্মী, বন্য আর প্রায় সময়ই নিয়ন্ত্রণহীন।

'নিউবর্ণরা ভীষণ ভয়ঙ্কর হয়। শারীরিকভাবে ভীষণ শক্তিশালী, প্রথম বছরে তো বটেই। এবং তাদের যদি বলা হয় তারা পলকেই বয়স্ক ভ্যাম্পায়ারকে শেষ করে দেয়া ক্ষমতা রাখে। কিন্তু তারা তাদের প্রবণতার দাস। এবং সেটা আগে থেকে জানা যায়। প্রকৃতপক্ষে, তাদের মারামারি কোন দক্ষতা থাকে না, শরীরের মাসল আর হিংস্রতাই ওদের পুঁজি। এ কারণে এদের সংখ্যাও অনেক।'

'দক্ষিণ মেক্সিকোর ভ্যাম্পায়াররা বুঝে গিয়েছিল যে তাদের জন্য কী আসছে, তারা একটা জিনিসই চিন্তা করত কীভাবে বেনিটোকে প্রতিরোধ করা যায়। তারা নিজেরাও একটা বাহিনী গঠন করল।

'সকল দুষ্কর্ম শুরু হয়ে গেল– আমি আসলে কি বলতে চাচ্ছি, সেটা নিশ্চয় তুমি বুঝতে পারছ। আমরা যারা অমর আমাদেরও ইতিহাস আছে। এই বিশেষ যুদ্ধ আমরা কখনই ভুলতে পারব না। অবশ্যই, এটা মানুষদের জন্য কোন ভাল সময় ছিল না।'

আমি কেঁপে উঠলাম।

'ভলচুরিরা একদিকে গঠিত হতে লাগল। অন্যদিকে নর্থ আমেরিকায় বেনিটোর বাহনীরাও সুগঠিত হয়ে উঠতে লাগল। মেক্সিকো সিটিতে সে ওর প্রভাব বিস্তার করতে

লাগল।

'সেখানে যে কেউ নিউবর্ণ ভ্যাম্পায়ার হলেই তাদের রক্ষা করার চেষ্টা হতে থাকল যাতে করে তাদের বেনিটো কব্জা করতে না পারে।'

'ভলচুরিরা এক বছরের মধ্যে ঘর গুটিয়ে ফেলল। এটা তাদের আরেকটা ইতিহাস। স্মরণ করার মত ইতিহাস। আমি একবার এমন একজনকে জিজ্ঞেস করে জেনেছিলাম যারা দূরত্বে থেকে জানতে পেরেছিল ওরা যখন কালিয়াকানে ভ্রমণ করতে এসেছিল তখন কী ঘটনাইটা না ঘটেছিল।

জেসপার কেঁপে উঠল। আমি ওকে এই প্রথম দেখলাম কখনও ভেয়ে কেঁপে উঠতে।

'দক্ষিণে তখনও যুদ্ধ দানা বেধে ওঠেনি। পরিবেশ তখনও নিয়ন্ত্রণে।'

'কিন্তু যখন ভলচুরিরা ইতালিতে ফিরে এল, তখন সংগ্রামীরা দ্রুত দক্ষিণে চলে এল।

'কভেনরা আবারও বিতর্কে জড়াল। ওদের ওখানে অনেক খারাপ প্রকৃতির লোক ছিল। প্রতিকোঁধপরায়নতা প্রবল হয়ে উঠল। নিউবর্ণের আইডিয়াটা তখনও সেখানে বিস্তার লাভ করেছিল। আর অনেকেই প্রতিরোধ গড়তে পারেনি। যাই হোক, ভলচুরিরাও আগের ঘটনা ভুলতে পারে নি। তাই কভেনরা এবার অনেক সাবধান ছিল। এবার ওখানকার নিউবর্ণ যারা ছিল তাদের আরও ট্রেনিং দিয়ে প্রশিক্ষিত করা হল।'

'আবার শুরু হলো যুদ্ধ, ছোট পরিসরেই হলো...' কথা বলতে বলতে সে হঠাৎ থেমে গেল।

'কিন্তু কিভাবে পরিবর্তিত হলে সেটা তো বললে না?' আমি ফিসফিস করে বললাম।

'হ্যাঁ।' সে বলল। 'যখন আমি মানুষ ছিলাম, তখন আমি টেক্সাসে হোস্টনেই ছিলাম। তখন আমার বয়স ছিল সতের, যখন আমি ১৮৬১ সালে সেনা বাহিনীতে যোগ দিলাম। আমি দলের লোকেদের মিথ্যে করে বলেছিলাম যে আমার বয়স বিশ। আমি অবশ্য সে রকম লম্বাও ছিলাম সে সময়।

'সেনাবাহিনীর লোকের কাছে আমি স্বল্প সময়েই আমি জনপ্রিয়তা পেয়ে যাই। অবস্থা এমন দাঁড়ায়, যে আমি কিছু করতে বললে তারা তেমন আপত্তি করত না। আমার বাবা অবশ্য এ ব্যাপারটাকে বলেন কারিশমা। আমি নিজে জানতাম ব্যাপারটা তারও চেয়ে বেশি কিছু। কী কারণ তখনও তা জানতাম না।

যাইহোক, আমি অল্প সময়েই প্রমোশান লাভ করলাম। আমার র‍্যাঙ্ক বেড়ে গেল। যত অভিজ্ঞ লোক ছিল তাদের চাইতেও। আমি সুযোগের সদ্ব্যবহার করতে লাগলাম। আমি টেক্সাসের সবচেয়ে নবীন মেজর ছিলাম , কেবল আমার অভিজ্ঞতার দিক দিয়ে নয়। বয়সের দিক থেকেও।

'আমার দ্বায়িত্ব পড়ল ইউনিয়ন মর্টার বোট হারবরে পৌছানোর আগেই মহিলা এবং শিশুদের শহর থেকে বের করে নিয়ে আসা। একদিন লাগল তাদের প্রস্তুত করতে।

'আমি সেদিনের একটা রাত স্পষ্ট মনে কতে পারছি।

'আমরা শহরে পৌছাতে পৌছাতে বেশ রাত করে ফেললাম। আমি একাই দাঁড়িয়ে রইলাম যতক্ষণ পর্যন্ত না দলের নিরাপত্তা সম্পর্কে নিশ্চিত হই। ওরা ঠিকঠাক পৌছাতে পারলে আমি হাফ ছেড়ে বাঁচলাম। আমি একটা স্বাস্থ্যময় ঘোড়া নিয়ে গালভেস্টনের দিকে রওনা হই। এক মুহূর্তও সময় নষ্ট করার কোন উপায় ছিল না।

'শহরের কয়েক মাইল দূরে গিয়েছি মাত্র, তখন তিনটা মহিলাকে দেখতে পেলাম দাঁড়িয়ে আছে, আমি ভাবলাম তারা বোধহয় আমার সাহায্য চাইছে। কিন্তু যখনই আমি চাদের আলোয় ওদের মুখ দেখলাম তখন আমার নিস্পন্দ হওয়ার যোগাড়। তারা কোন প্রশ্ন ছাড়াই দাঁড়িয়ে ছিল। ওই তিন মহিলার মত এত আশ্চর্য রূপসী মহিলা আমি আমার জীবনেও দেখিনি।

'তাদের চামড়াটা কেমন যেন ফ্যাকাশে ছিল, মনে আছে, কেমন যেন মার্বেলের মত মসৃণ ত্বক। এমনি সেই ছোট মেয়েটারও যার চেহারাটা কিনা মেক্সিকান আদলের। তাদের তিনজনের বয়স এতটাই কম দেখাচ্ছিল যে তাদের মহিলা না বলে মেয়ে বললেই চলে। আমি ভাল করেই জানতাম তারা আমাদের পার্টির হারিয়ে যাওয়া সদস্য নয়।

'"সে কথা বলছে না।" সবচেয়ে লম্বা মেয়েটা কোমল আর আদুরে গলায় বলল, তার চামড়ার রং তুষারের মত সাদা।

'আরেকজন যে ছিল তার চেহারাটা ছিল ফেরেশতার মত। সে আমার দিকে আধ বোঝা চোখে একটু ঝুকল। তারপর জোরে একটা নিঃশ্বাস নিল।

'"উমম।' সে নিঃশ্বাস ফেলল। 'চমৎকার।'

'সবচেয়ে ছোট যে জন সে পাশের মেয়েটার হাতে হাত রাখল। সে খুব তাড়াতাড়ি কথা বলছিল। ওর গলার স্বর কোমল কিন্তু জোরালো।

'মনোযোগ দাও, নেটি,' সে বলল।

আমার ভেতরে এমনিইে এতটা সেন্স কাজ করত কিভাবে মানুষ একে অন্যের সাথে আলাপচারিতা করে। কিভাবে একে অন্যের সাথে তথ্য বিনিময় করে।

'ওকে দেখে বেশ ভালই মনে হচ্ছে– তরুণ, শক্তিশালী, আর অফিসারও...' বার্নেটি নামের মেয়েটা থেমে গেল। আমি কিছু বলতে যাব এমন সময় আবার বলে উঠল– 'আরও কিছু ব্যাপার আছে...তুমি কী বুঝতে পারছ?' সে বাকি দুজনকে জিজ্ঞেস করর। 'সে... বাধ্য করছে।'

'ওহ হ্যাঁ।' নেটি দ্রুত রাজী হয়ে গেল। সে আমার দিকে তাকাল।

'ধৈর্য ধর।' বার্নেটি ওকে সাবধান করে দিল।

'নেটি ভ্রু কুঁচকাল। ওকে বেশ বিরক্তই দেখাল।

'মারিয়া, তোমারই বরং এটা করলে বেশি ভাল দেখায়।' লম্বা মেয়েটি এবার বলে উঠল।

'যদি সে তোমার কাছে প্রয়োজনীয় হয়। দু চারটে খুন আমার কাছে কোন বিষয়ই না।' লম্বা মেয়েটা আবার বলল।

'হ্যাঁ। আমি তাই করব।' মারিয়া রাজী হল। 'আমার এমন করতেই ভাল লাগে।' বলতে বলতে সে আমার পেছন দিকে চলে এল। আমি আমার পেছন দিকটা সুরক্ষিত

রাখতে চাইলাম যে কারণে আমি পেছনে ঘুরে তাকিয়ে লক্ষ্য রাখছিলাম। আমি ঘোড়া থেকে নামলাম।

'আমার লোম খাড়া হয়ে গেল। আমার সহজাত প্রবৃত্তি আমাকে স্মরণ করিয়ে দিল যে আমি এ মুহূর্তে বিপদে আছি। ভীষণ বিপদে। যাকে এতক্ষণ বেশি ফেরেশতা বলে মনে হয়েছিল সে কিনা আমাকে খুন করার কথা বলছে। আবার আমার বিচারবুদ্ধি আমার প্রবৃত্তিকে বাঁধা দিল। আমার মহিলাগুলোকে ভয় লাগল না। বরং তারা যেন কোন বিপদে না পড়ে সেই চিন্তাই আগে আসল।

'চল শিকার করতে যাই।' নেটি লম্বা মেয়েটির কাছে গিয়ে অতি আগ্রহের সাথে বলল। তারা ঘুরে দাঁড়াল। তাদের বেশ উৎফুল্ল মনে হল। তারপর তারা শহরের দিকে চলল। এত দ্রুত গতিতে যে মনে হল তারা উড়ে চলেছে। তাদের গায়ের সাদা জামা বাতাসে ডানা ঝাপটানোর মত ভাসল। আমি অবাক চোখে ওদের চলে যাওয়ার দিকে তাকিয়ে থাকলাম।

'আমি মারিয়ার দিকে তাকালাম, সে আমার দিকে আগ্রহ নিয়ে তাকিয়ে ছিল।

'''ওহে সৈনিক, তোমার নাম কী?' মারিয়া আমাকে জিজ্ঞেস করল।

'''মেজর জেসপার হুইটলক, ম্যাম,' আমি বিনয় না জানিয়ে পারলাম না, যদিও সে হয়তো একটা ভূত।

'আমি চাইব তুমি যেন লড়াই করে টিকে থাকতে পার, জেসপার।' সে বলল, 'তোমার ওপর আমার কেমন যেন একটা অন্য রকম অনুভূতি জন্মেছে।'

'সে এক পা সামনে এগিয়ে এল, এমনভাবে সে মাথা উঁচু করল যেন সে আমাকে চুমু খেতে যাচ্ছিল। আমি বরফ জমার মত জমে গেলাম। আমার মনের ভেতরে কে যেন বলল, পালাও... দৌড়াও...

জেসপার হঠাৎ থেমে গেল। ওর চেহারাটা কেমন চিন্তিত দেখাল। 'কয়েকদিন পর,' সে শেষ পর্যন্ত বলল। আমি ঠিক নিশ্চিত ছিলাম না সে আমার কারণেই ওর গল্পটা সংকলিত করল কি না। হয়তো আমি ভয় পাব বলে।

'আমি আমার নতুন জগতের সাথে পরিচিত হলাম।'

'ওই তিনজনের নাম ছিল, মারিয়া, নেটি আর লুসি। কোন কারণে বাকি দুজনের সাথে ওর বিচ্ছিন্নতা হয়ে গিয়েছিল।

মারিয়া প্রতিশোধ নিতে চেয়েছিল, সে তার নিজ রাজ্য ফিরে পেতে চায়। সে একটা দক্ষ বাহিনী চেয়েছিল। আর সেটা মানুষদের মধ্যেই যে আসলেই দক্ষ। সে আমাদের আরও বেশি ট্রেনিং দিতে লাগল। এত বেশি যে অন্য কেউ হলে বিরক্ত হয়ে যেত। সে আমারদের শেখাল কী করে মানুষের কাছ থেকে অদৃশ্য থাকতে হয়। আর আমরা কাজে ভাল ফল দেখাতে পারলে সে আমাদের পুরষ্কার দিত বেশ কয়েকটা...

'সে আবার থেমে গেল। সম্ভবত গল্পের অতি ভয়ঙ্কর ব্যাপার-স্যাপারগুলো সে বাদ দিয়েই বলছে।

'আমি যখন মারিয়ার দলে যোগ দিয়েছিলাম তখন অলরেডি ওর দলে ছয়জন ছিল। চাররাতে সে আরও চারজনকে জোগাড় করল। আমরা সবাই পুরুষ। মারিয়া

চায় সৈন্য– যারা ওর বিরুদ্ধেই যেন লড়তে না পারে। আমি দলের মধ্যে কমান্ডারসহ বেশ কয়েকজন পরিচিতকেও পেলাম। মারিয়া আমার কাজে অনেক সন্তুষ্ট ছিল বলে প্রায়ই আমি পুরস্কৃত হতে লাগলাম। আর এতে আমি আরও অনেক শক্তিশালীও হতে লাগলাম।

'মারিয়ার বিচারে আমাকে সবার ইনচার্জ হিসেবে নিয়োগ করা হলো। যেন আমার প্রমোশান হয়ে গেছে। আমাদের দলের সংখ্যা পৌছাল বিশে।

'আমাদের খুব সাবধানে এগোতে হচ্ছিল। আর পুরো পরিবেশটাই মোটামুটি আমাদর নিয়ন্ত্রণে ছিল। আর আমরা যেভাবে কাজ শুরু করছিলাম আর নিউবর্ণ ভ্যাম্পায়ারদের যেভাবে কাজে লাগাচ্ছিলাম সেটা অবিশ্বাস্য। এমনকি পরবর্তীতে মারিয়া, নেটি আর লুসিও আমাদের কাজে সাহায্য করতে শুরু করল।

মারিয়া আমার খুব ভক্ত ছিল– সে আমার উপর খুব নির্ভরশীল হয়ে পড়ল।

সে আমাকে জিজ্ঞেস করল, কখন আমি আর আমার সব ভাইয়েরা মিলে আক্রমণ করব, আমি অবশ্য নিজেকে জাহির করার জন্য আগ্রহী ছিলাম।

আমি আমার তেইশজন নিউবর্ণ ভ্যাম্পায়ারকে একত্রিত করলাম। তারা এতটাই দক্ষ আর এতটাই শক্তিশালী যে এর আগে কোন দল হয়তো এমন গঠিত হতে পারিনি।

'আমরা মনটেরির দিকে রওনা হলাম, ওর বাড়ি ছিল সেখানে, আমাদের সে ওর শত্রুদের দিকেই নিয়ে যাচ্ছিল। তাদের মাত্র নয়জন নিউবর্ণ ভ্যাম্পায়ার ছিল আর দুজন প্রবীণ ভ্যাম্পায়ার তাদের পরিচালিত করছিল। আমরা তাদের সাথে যুদ্ধে লিপ্ত হলাম। আর আমরা আমাদের দলের মাত্র চারজনকে হারিয়ে সহজেই জিতে যাই।

'একে তো আমরা প্রচুর প্রশিক্ষিত ছিলামই, তার উপর আমরা ওদের কোন ধরনের পূর্ব সতর্কতা করে দেওয়া ছাড়াই আক্রমণ করি। শহরের মানুষেরা একটু জানতেও পারে নি।

'এই বিজয় মারিয়াকে অনেক অহংকারী করে তুলল। যে কারণে সে অন্য শহরের দিকে নজর দিল।

'সে দুআঙুলে ক্ষীণ হয়ে আসা ক্ষতে আঙুল বুলাল। অনেকে দুশ্চিন্তা করতে লাগল ভলচুরিরাই আবার ফিরে এল কিনা। একেবারে তেইশজন হয়ে।

'এদিকে মারিয়া আর আমি যত নিউবর্ণ আছে সবাইকে প্রশিক্ষিত করতে লাগলাম। বছরের পর বছর ধরে এ কাজ করে যেতে লাগলাম।

'কয়েক দশক পরে, আমি একটা নিউবর্ণ এর সাথে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক স্থাপন করতে পারলাম। ওটা নাম ছিল পিটার। পিটারকে আমার পছন্দ হলো। সে... সামাজিক ছিল–সে মারামারি পছন্দ করত না। যদিও সে মারামারিতে দক্ষ ছিল।

'সে নিউবর্ণদের সাথে খাতির জমাত, তাদের লালন করত। এটাই ছিল সার্বক্ষণিক কাজ।

'চাঙা হওয়ার সময় এসেছিল। নিউবর্ণরা শক্তি সঞ্চয় করতে বাইরে গেল। পিটার চিন্তা করল ওদের প্রবৃত্ত করার কাজে সে আমাকে সাহায্য করবে। আমরা অদৃশ্যভাবে ওদের পাশে পাশে চললাম। অর্ধেক পথ পেরুনোর পর মনে হলো ও ওর সিদ্ধান্ত

বদলেছে। আর আমাকেও পরবর্তী ভিকটিমের কাজে লাগতে হবে।

'আরেকটা নিউবর্ণ ছিল যাকে আমি চিনতাম। সে ছিল মেয়ে, নাম শার্লোট। সে সামনে আসার পর পিটারে মুড চেঞ্জ হয়ে যেত। আমার এটা সহ্য হতো না। আমার মনে হত... ওকে শেষ করে দেই।

'মারিয়া এ ব্যাপারটা নিয়ে আমার ওপর রেগে ছিল।

'পাঁচ বছর পরে, পিটার ফিরে এল। সে একটা সুন্দর দিন বেছে নিল পৌছানোর।

'মারিয়া আমার আচার আচরণে খুব অবাক হয়। আর আমি খেয়াল করলাম ওর আবেগে কিছুটা পরিবর্তন এসেছে। আর ও আমার কাছে থাকলে ওর আচরণও পরিবর্তিত হয়। কখনও সেখানে ভয়...কখনও বিদ্বেষ। আমার কেবল মনে হচ্ছিল আমি বুঝি ভেতরে ভেতরে প্রস্তুতি নিচ্ছি নিজেই দূরে কোথাও চলে যাব। এমন সময় পিটার চলে এল।

'পিটার আমাকে বলল শার্লেটিকে নিয়ে ওর দিন কাটানোর কথা। এ ক'বছরে তাদের একবারও লড়াই করা লাগেনি। এছাড়া তারা আরো অনেকের সাথে দেখাও করেছে।

ওর কথা শুনে আমি সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেললাম যে আমি চলে যাব। কিন্তু মারিয়াকে হত্যা করতে আমার ইচ্ছে হলো না। কার্লিসল আর এ্যাডওয়ার্ডের সাথে আমি যেমন অনেক সময় ধরে আছি তেমন ওর সাথেও ছিলাম। আমি পিছুটান ছাড়াই চলে আসলাম।

'আমি, পিটার আর শার্লেট পরের কয়েক বছর ধরে ঘুরে বেড়ালাম। আর খুঁজে পেলাম শান্তিময় একটা জগৎ।

'কিন্তু হতাশা পুরোপুরি মুছে গেল না। আমি বুঝতে পারলাম না আমার কী হয়েছে যতক্ষণ পর্যন্ত না পিটার আমাকে জানাল যত আমি নতুন নতুন শিকারে যাব। আমার অবস্থা দিনদিন আরও খারাপের দিকে যাবে।

'আমি সেটা বুঝতে পারলাম। বিগত ক'বছরের গ্লানির কারণে আমার মনুষত্ব্য বলে যা কিছু ছিল না। সব নষ্ট হয়ে গিয়েছিল। আমি ছিলাম পুরোপুরি একটা দুঃস্বপ্নের ভেতর। নিজেকে একটা দানব ছাড়া আর কিছুই মনে হচ্ছিল না।

সে সময় আমি একটা শিকার পেলাম যে আমার দিকে বিস্ময় নিয়ে আমার রুপময় চেহারার দিকে তাকিয়ে ছিল। যেমন করে একসময় আমি তাকিয়েছিলাম মারিয়া আর তার সাথীদের দিকে। সে স্মৃতি মনে হতেই নিজেকে আরও বেশি শক্তিশালী মনে হল...

'এরপর অনেক ঘাত প্রতিঘাত গিয়েছে। আমার এক সময় জেদ চেপে গেল, কেন আমি পিটার আর শার্লোট এর মতো সামাজিক হতে পারি না? কেন আমাকে এত রক্ত পিপাসা পেয়ে বসে? কেন আমি একের পর এক খুন করেই যাচ্ছি?

'তবে আমি দমে গেলাম না। আমি ভীষণ নিয়মতান্ত্রিক উপায়ে নিজেকে নিজে চ্যালেঞ্জ করে ধীরে ধীরে নিজেকে নিয়ন্ত্রিত করে ফেললাম।'

জেসপার যেন গল্পের মধ্যে হারিয়ে গিয়েছিল। সেই সাথে আমিও। আমি একটু স্বস্তি ফিরে পেলাম যখন সে ভীতিকর চেহারা থেকে শান্ত একটা হাসি উপহার দিল।

'আমি তখন ফিলাডেফিয়ায় চলে আসলাম।

'সেদিন খুব ঝড় হচ্ছিল, আর সেদিন আমি ঘরের বাইরে ছিলাম। কিছু কিছু বিষয় ছিল যেগুলোর সাথে আমি তখনও মানিয়ে নিতে পারিনি। তখন এলিসের সাথে আমার দেখা হয়েছিল। স্কুলের আঙ্গিনায়। আমি ভেবেছিলাম সে হয়তো রেগে ছিল। কিন্তু দেখলাম সে হাসছিল। এবার ওর চোখে যে আবেগ দেখলাম সেটা আগে কখনও দেখিনি।

'তুমি আমাকে অপেক্ষা করিয়ে রেখেছিলে।' এলিস কখন যে আমার পেছন এসে দাঁড়িয়েছে খেয়ালও করিনি।

জেসপার ওর দিকে হাসি নিয়ে তাকাল। সে প্রাচ্যদেশীয় ভদ্রলোকের মত মাথা নেড়ে অভিবাদন জানিয়ে এলিসকে বলল, 'স্যরি ম্যা'ম,' এলিস হেসে ফেলল।

জেসপার হেসে ওর দিকে তাকিয়ে বলল, 'আমি তখন আশার আলো দেখতে পেলাম।'

এলিস মুখ ভেঙচাল, 'আর আমি তো ভেবেছিলাম তুমি ঠিক চলে যাবে, আর আসবে না।'

ওরা হাসিমুখে একে অন্যের দিকে দীর্ঘক্ষণ তাকিয়ে থাকল। এরপর জেসপার আমার দিকে কোমল দৃষ্টি নিয়ে তাকাল।

'এলিস আমাকে বলেছিল কার্লিসল আর তার পরিবারের বর্ণনা। কিন্তু এ রকম যে পরিবার থাকতে পারে তাই আমি কখনও ভাবিনি। কিন্তু এলিস আমাকে আশাবাদী করল। তাই আমরা তাদের খুঁজতে চললাম।

'তাদের বারোটা বাজাতেও।' এ্যাডওয়ার্ড জেসপারের দিকে তাকিয়ে তারপর আমার দিকে তাকাল। তারপর এ্যাডওয়ার্ড আমার দিকে তাকিয়ে বলল। 'আমি আর এমেট শিকার করতে গিয়েছিলাম। জেসপারের সাথে দেখা হলো, আর তার পাশেরজন তখন কার্লিসল পরিবারের সব জানত, কার কী নামধাম, এবং তাদের সবকিছু সম্পর্কে। কোন রুমে সে থাকবে সেটাও জেনে নিল।'

জেসপার আর এলিস খিলখিল করে হেসে উঠল।

'যখন আমি বাড়ি ফিরে আসলাম, তখন দেখলাম আমার যত জিনিস ছিল সব গ্যারেজে তোলা।' এ্যাডওয়ার্ড বলল।

এলিস শ্রাগের ভঙ্গিতে বলল, 'কী করব বল, তোমার ঘরটা তো দেখতে ভীষণ সুন্দর ছিল।'

এবার সবাই মিলে এক সাথে হেসে উঠল।

'গল্পটা সুন্দর।' আমি বললাম।

আমার কথা শুনে তিন জোড়া চোখ আমার দিকে বিস্ময় তাকাল।

'না মানে আমি বলতে চাচ্ছিলাম শেষ অংশটা।' আমি শুধরে দিলাম। 'এই যে, এলিসের সাথে দেখা হয়ে সুখী সমাপনী হল।'

'এলিস সবকিছুই বদলে দিয়েছে।' জেসপার মাথা নেড়ে সম্মতি জানাল। 'এখানকার পরিবেশ আমি চমৎকার উপভোগ করি।'

একটা স্বল্প বিরতি। কিন্তু বিরতির শেষটা ছিল অন্য রকম।

'সৈন্য ছিলে।' এলিস ফিসফিস করে বলল। 'আগে কখনও বল নি কেন?'

বাকিদেরও এ কথায় সায় ছিল, তারাও জেসপারের মুখের দিকে তাকাল।

'আমি ভেবেছিলাম ব্যাপারটাকে আমি এড়িয়ে যেতে পারব। সিয়াটলে সৈন্যের দরকার ছিল। কিন্তু এখানে তো তার দরকার ছিল না।

'কিন্তু এখানে যেটা দেখছি সেটা ব্যাখ্যা করার আর কোন অবকাশ দেখছি না। আমার যেটা মনে হচ্ছে সিয়াটলে নতুন একটা বাহিনী হয়েছে, সংখ্যায় বিশজনেরও কম। আর সবচেয়ে সমস্যা, যে জায়গায় সেটা হচ্ছে ওরা প্রশিক্ষিত নয়। জানি না কারা ওদের এভাবে তৈরি করছে। জানি না এর সাথে ভলচুরিদের হাত আছে কিনা? আসলে আমি বিস্মিত, ওরা এভাবে হতে দেবেও বা কেন?'

'এখন আমরা কী করতে পারি?' কার্লিসল জিজ্ঞেস করলেন।

'আমরা যদি ওদের সাথে ভলচুরিদের হাত মেলানো বন্ধ করতে চাই তাহলে একটাই রাস্তা খোলা আছে, সেটা হচ্ছে নিউবর্ণদের ধ্বংস করে দেয়া। আর এটা আমাদের খুব দ্রুতই করতে হবে।' জেসপারের মুখটা খুব কঠিন হয়ে গেল। এ গল্পটা শুনে আমার মনে হল আমি ধীরে ধীরে বুঝতে পারছি এই পরিবর্তন কিভাবে তাকেও ভুগিয়েছে।

'আমি তোমাকে সব শিখিয়ে দেব। আর এটা শহরে করা তেমন সহজ হবে না। যারা নবীন তারা গোপনীয়তা ধরতে পারবে না। কিন্তু আমাদেরই সাবধান থাকতে হবে। যদিও আমাদের গতিপথ সীমিত হয়ে যাবে। যেখানে ওরা থাকবে না সেখানেই আমরা থাকব। তাহলে বোধহয় আমরা প্রলুব্ধ করে ব্যাপারটার মোড় ঘুরাতে পারব।'

'হয়তো বা পারব না।' এ্যাডওয়ার্ডের গলা ফাঁকা শোনাল। 'তুমি কী এটা ভাবছ না যে আমরাই আবার কোন বাহিনী টাহিনীর ফাঁদে জড়াতে পারি কি না?'

জেসপারের চোখ সরু হয়ে গেল। কার্লিসলের চোখ বড় হয়ে গেল।

'তানিয়ার পরিবারও কাছাকাছি কোথাও আছে।' এসমে এ্যাডওয়ার্ডের কথায় সায় না দিয়ে বললেন।

'এসমে, নিউবর্ণেরা এতটা বোকা নয়। বরং আমাদেরই এটা ভাবা উচিত যে আমরাই উল্টো টার্গেট হয়ে যাচ্ছি কিনা?'

'মনে হয় না তারা আমাদের পেছনে লাগতে আসবে।' এলিস পাল্টা বলল। 'আর... যতক্ষণ পর্যন্ত না তারা সেটা জানতে পারছে।'

'সেটা-টা কী?' এ্যাডওয়ার্ড কৌতুহল নিয়ে জিজ্ঞেস করল। 'তুমি কী মনে করছ বলতো?'

'কচুটা।' এলিস বলল। 'আমি কোন পরিষ্কার ছবি দেখতে পাচ্ছি না। যখন আমি নিজ থেকে কিছু দেখতে চাই তখন কোনভাবেই মনোসংযোগ করতে পারি না। তবে আমি কিছু অদ্ভুত আলো দেখতে পাই। কিছু বুঝতে অবশ্য পারি না। যেন কেউ দ্রুত তাদের মন বদল করছে। খুব দ্রুত। এত দ্রুত যে আমি ভাল করে কিছু দেখতে পাই না...'

'সিদ্ধান্তহীনতা?' জেসপার আবিশ্বাসভরা গলায় বলল।

'আমি ঠিক জানি না...'

'সিদ্ধান্তহীনতা নয়,' এ্যাডওয়ার্ড ফুসে উঠল। 'জ্ঞান। কেউ জানে সিদ্ধান্ত পাকা না করলেই কেবল তুমি কিছু দেখতে পাবে না। তাই তারা ক্রমাগত সিদ্ধান্ত নিয়েই চলেছে এবং সেগুলো বদলাচ্ছে। এমন কেউ আছে সে এভাবে আমাদের কাছ থেকে নিজেকে লুকাচ্ছে। তোমার দেখতে পাওয়ার ক্ষমতাকে নিয়ে পাশা খেলছে।'

'কে জানবে সেটা?' এলিস ফিসফিস করে বলল।

এ্যাডওয়ার্ড বরফশীতল গলায় বলল। 'এ্যারো সেটা ভাল করে জানে আর জানো তুমি নিজে।'

'কিন্তু তারা আসার সিদ্ধান্ত নিলেই তো আমি দেখতে পাব...'

'যতক্ষণ পর্যন্ত না তারা তাদের হাত ময়লা করতে চাচ্ছে।'

'একটা উপায় করা যায়।' রোজালি উপদেশ দিল। এই প্রথমবারের মত সে কথা বলে উঠল।

'দক্ষিণের কেউ... যাদের নিয়মনীতি নিয়ে ভীষণ সমস্যা– তাদের এই প্রস্তাব দিলে তারা সঙ্গে সঙ্গে লুফে নেবে। এটাই ভলচুরিদের আগমনের রহস্য বের করতে পারে।'

'কেন?' সে অবাক গলায় বলল। 'এখানে আবার ভলচুরিরা আসছে কোত্থেকে?'

'আসছে।' এ্যাডওয়ার্ড শান্ত থেকে কার্লিসলের কথার বিরোধিতা করল। 'এরা এত তাড়াতাড়ি আসল কিভাবে সেটা ভেবেই আমি আশ্চর্য হচ্ছি। আরেকটা ব্যাপার অবশ্য বোঝা যাচ্ছে। এ্যারো ওর মাথায় কোনভাবে দেখতে পেয়েছে একপাশে আমি আর একপাশে এলিস। বর্তমান এবং ভবিষ্যৎ সে দুটোই এক সাথে দেখছে। ক্ষমতার এই আইডিয়া ওকে প্রলুব্ধ করে। আমার মনে হয় এটা নিয়েই সে বেশ কিছু ফন্দি আটছে। সে ফন্দিগুলো আবার মাথা থেকে ঝেড়েও ফেলছে। আমাদের ধোঁকা দিচ্ছে সে। সে চেষ্টা করে এটা নিয়ে চিন্তা না করার। কিন্তু সে এটা পুরোপুরি লুকাতে পারে নি। সে আমাদের সবাইকে হাত করতে চায়। আমাদের মত এতবড় ফ্যামিলির মত গোত্র তারা আর কোথায় পাবে?'

আমি ভীষণ ভয় নিয়ে ওর মুখের দিকে তাকালাম। সে আমাকে আগে কখনও এসব বলেনি, আর কেন বলেনি সেটা এখন হাড়ে হাড়ে টের পাচ্ছি। আমার কল্পনায় ভয়াবহ একটা দৃশ্য ভেসে উঠতে দেখলাম। এ্যাডওয়ার্ড আর এলিস কালো পোশাক পরে এ্যারোর পাশে দাঁড়িয়ে আছে। তাদের চোখ বরফের মত শীতল। চোখ রক্তজবার মত টকটকে লাল...

কার্লিসলের কথা শুনে আমি ঘোর ভেঙে তাকালাম। 'তারা এ ধরনের কাজ কিভাবে করবে? তারা নিশ্চয় তাদেরই নিয়ম ভঙ্গ করতে চাইবে না? তারা এতদিন এটার জন্যই তো এত সব করে এসছে। এখন এটাই বিপক্ষে যাবে?'

'তারা পরে আবার সবঠিক করে নেবে, দ্বিতীয় দফা ধান্ধাবাজি।' এ্যাডওয়ার্ড গম্ভীর স্বরে বলল। 'কোন ক্ষতি হতে দেবে না।'

জেসপার সামনের দিকে ঝুকে মাথা নাড়ল। 'নাহ। কার্লিসলই ঠিক বলেছেন। ভলচুরিরা তাদের নিয়ম ভঙ্গ করবে না। এটা বেশি বাড়াবাড়ি হয়ে যাবে। আমি শপথ করে বলছি, আমি বিশ্বাসই করতে পারছি না ভলচুরিরা এতে জড়িত। কিন্ত তারা

আসলেই জড়িত হতে চাচ্ছে।'

ওরা সবাই একে অন্যের মুখের দিকে তাকাল।

'তাহলে চল যাই।' এমেট প্রায় গর্জন করে উঠল। 'আমরা আর কিসের জন্য অপেক্ষা করছি?'

কার্লিসল আর এ্যাডওয়ার্ড দীর্ঘ সময় ধরে একে অন্যের মুখের দিকে তাকিয়ে থাকল। তারপর কার্লিসল বললেন–

'আমি চাই যে তুমি আমাদের শিক্ষা দেবে জেসপার।' তিনি চোয়াল শক্ত করে বললেন। 'কিভাবে ওদের ধ্বংস করতে হয়।' আমি তার চোখে গভীর একটা বেদনা ফুটে উঠতে দেখলাম। উনার মত বিবাদ ঘৃণাকারী আর দ্বিতীয়টি নেই..আজ তাকেই...

'আমার যে জিনিসটা বিরক্ত লাগছিল সেটা হচ্ছে আমি ওদের সাথে তাল মেলাতে পারছি না। সে ক্ষমতা আমার নেই। এ জন্য আমার প্রায় মনে হচ্ছে আমি সত্যি কিছু মিস করছি। এই হৈ চৈএর বাইরে। কিন্তু কী সেটা আমি নিজেও বুঝতে পারছি না।

'আমাদের সাহায্য লাগবে।' জেসপার বলল। 'কী মনে হয়, তানিয়াদের পরিবার রাজী হবে...? আরও পাঁচজন পরিপূর্ণ ভ্যাম্পায়ার যোগ দিলে ব্যাপারটা আরও চমৎকার হবে। আর কেইট ও ইল্যাজার থাকলে তো আমরা উপকৃত হবই, আর কাজও সহজ হবে।'

'আমি জিজ্ঞেস করে দেখব।' কার্লিসল বললেন।

জেসপার ফোন নিল। 'আমাদের খুব তাড়াতাড়িই এটা করতে হবে।'

এর আগে আমি কার্লিসলকে এমন অশান্ত হয়ে কাঁপতে দেখিনি। তিনি জানালার দিকে গেলেন। একটা নম্বরে ডায়াল করলেন। এ্যাডওয়ার্ড আমার একটা হাত ধরে পাশের একটা সোফায় বসাল। সে নিজেও বসল।

কার্লিসলের গলার স্বর ছিল নিচ এবং ভীষণ দ্রুত গতিতে কথা বলে চলছিলেন। আমি শুধু শুরুতে তানিয়া নাম ধরে সম্বোধনটা করতে শুনলাম। এরপর বুলেটের মত দ্রুত গতিতে তিনি কী বললেন আমি কিছুই বুঝতে পারলাম না। আমি ধরে নিলাম, সিয়াটলে যা ঘটছে সেটা শুনলে আলাস্কান ভ্যাম্পায়াররাও ক্ষেপে যাবে।

হঠাৎ কার্লিসলের গলায় অন্য সুর শুনলাম।

'ওহ।' তিনি তীক্ষ্ম স্বরে বললেন। 'আমরা বুঝতে পারি নি...আইরিনরা এই পথে এগোলো..'

এ্যাডওয়ার্ড আমার পাশে চাপা স্বরে গর্জে উঠল। 'গোল্লায় যাক। গোল্লায় যাক শালা লরেন্টের বাচ্চা। জাহান্নামে যা তুই।'

'লরেন্ট?' আমি ফিসফিস করে বললাম। আমার মুখ রক্তশূন্য হয়ে গেল। এ্যাডওয়ার্ড সেটা দেখতে পেল না। সে কার্লিসলের দিকে তাকিয়ে আছে।

সেদিন জ্যাকব আর ওর পালের সবাই লরেন্টকে আক্রমণ করার আগে আমার সাথে ওর যে সংক্ষিপ্ত কথা হয়েছিল তা হঠাৎ করে মনে পড়ে গেল। ফ্লাশলাইটের মত জ্বলে উঠল প্রত্যেকটা শব্দ।

আমি আসলে ওকে সাহায্য করার জন্যই এসেছি... ভিক্টোরিয়া।

ভিক্টোরিয়া ওকে পাঠিয়েছিল সব অবলোকন করতে। কিন্তু জ্যাকবদের কারণে

দেখে শুনে সে ফিরে গিয়ে রিপোর্ট করতে পারে নি বটে, তারপরও জেমস এর মৃত্যুর প্রতিশোধ নেয়ার পুরোনো বাঁধনে সে আমাদের আবারও জড়িয়ে ফেলেছে।

লরেন্ট আলাস্কায় তানিয়াদের পরিবারের সাথে থাকতে গিয়েছিল। তানিয়া, স্ট্রবেরি রঙের চুলে এই মেয়েটার মত ভাল বন্ধু কুলিনদের পরিবারে আর হয় না। মৃত্যুর আগে লরেন্ট এই পরিবারের সাথে ছিল।

কার্লিসল তখনও কথা বলছিলেন। এবারের কথাগুলো আমি শুনতে পেলাম কারণ তিনি ধীরেই বলছিলেন।

'না এটার জন্য তো আর কোন প্রশ্নই থাকা চলে না।' কার্লিসল টনটনে গলায় বললেন। 'আমাদের যুদ্ধ বিরতির চুক্তি আছে। তারা সেটা না ভাঙলে আমাদেরও ভাঙার প্রশ্ন আসে না। খবরটা শুনে খারাপ লাগছে...অবশ্যই। দেখি আমরা একাই এর কী করতে পারি?'

কার্লিসল আর কোন কথা শোনার অপেক্ষা না করেই ফোনটা বন্ধ করলেন। এরপর তিনি দূরের কুয়াশার দিকে তাকিয়ে রইলেন।

'কী সমস্যা হয়েছে?' এমেট এ্যাডওয়ার্ডের দিকে তাকিয়ে আশংকা মাখা গলায় বলল।

'আইরিনা লরেন্টের সাথে প্রেমের স্পর্কে জড়িয়ে পড়েছিল। যে সব নেকড়ে বেলাকে বাঁচানোর জন্য লরেন্টকে খুন করেছে সে তাদের সবাইকে দেখে নেবে। সে চায়–' তিনি আমার মুখের দিকে তাকিয়ে থেমে গেলেন।

'আপনি বলুন,' আমি কোন বিরতি না দিয়েই জিজ্ঞেস করলাম।

'সে চায় প্রতিশোধ। সে পালের সবকটাকে ধ্বংস করবে। এ জন্য সে আমাদের অনুমতি চায়।'

'না!' আমার নিঃশ্বাস আটকে এল।

'চিন্তা করো না সোনা।' তিনি তরল গলায় বললেন। 'আমি কখনই সেটা অনুমোদন দেব না।' তিনি একটা নিঃশ্বাস ফেললেন।

'এটা ভাল হলো না।' জেসপার বলল। 'এটা দেখি সত্যি মারামারির পর্যায়ে যাচ্ছে। এবার আমাদের দেখে নিতে হবে। সংখ্যা দিয়ে নয়। বুদ্ধি দিয়ে। আমরা জিতব। কিন্তু একটা কিছুর মূল্যের বিনিময়ে। কিন্তু কী সেটা জানো কী?'

জেসপার কী বলেছে সেটা বুঝতে পেরে আরেকটু হলে আমি আতঙ্কে চিৎকার করে উঠছিলাম।

'আমরা জিতব ঠিকই, কিন্তু আমাদের কিছু হারাতে হবে। যারা এ যুদ্ধে টিকে থাকতে পারবে না।'

আমি রুমের সবার মুখের দিকে তাকালাম– জেসপার, এলিস, এমেট, রোজালি, এসমে, কার্লিসল...এ্যাডওয়ার্ড– আমার পরিবারের মুখ।

চৌদ্দ

'তুমি সিরিয়াস হতে পারলে না।' বুধবার দিন বিকেলে বললাম। 'তুমি তোমার মূল চেতনাটাই হারিয়ে ফেলেছ!'

'ঠিক করে বল দেখি কী বলতে চাচ্ছ?' এলিস বলল। 'পার্টি সামনে।'

আমি ওর দিকে অবিশ্বাসের চোখে তাকিয়ে থাকলাম।

'ওহ। শান্ত হও তো বেলা! এটা ছেড়ে যাওয়ার তো কারণ দেখতে পাচ্ছি না। তাছাড়া, দাওয়াতও সবাইকে দিয়ে দেয়া হয়েছে।'

'কিন্তু...আমি...মানে তুমি...!' আমি তোতলাতে লাগলাম।

'আমি জানি, তুমি এরই মধ্যে আমার উপহার কিনেছ।' সে আমাকে মনে করিয়ে দিল।

'ওটা দেখানোর আগে তুমি কিছু করবে না।'

এ্যাডওয়ার্ড আমাদের তর্ক-বিতর্ক শুনছিল, কিছুই বলছিল না। ও একবার এলিসের দিকে কঠিন দৃষ্টিতে তাকাল। এলিস জ্বিভ বের করে ওকে মুখ ভেঙচি দিল।

আমি এ্যাডওয়ার্ডের দিকে তাকালাম। বিষয় পরিবর্তন করার জন্য বললাম, 'আমাদের আর কী কী করা বাকি?'

এ্যাডওয়ার্ড নিচু স্বরে বলল, 'জেসপার বলছিল আমরা বেশ কয়েকজনের সাহায্য নিতে পারি। শুধু তানিয়ার পরিবারই নয়। কার্লিসল চেষ্টা করছে তার কয়েকজন পুরোনো বন্ধুদের সাহায্য নিতে। আর জেসপার পিটার আর চার্লোটিকে খোঁজ করছে। সে আবার মারিয়ার সাথেও কথা বলবে বলে ভাবছে...কিন্তু কেউ চায় না দক্ষিণেরা আমাদের কোন বিষয়ে সংযুক্ত হোক।'

'আমার কী মনে হয়... তাদের তো প্রলুব্ধ করা তেমন কঠিন বিষয় হবে না।'

'কিন্তু ওই বন্ধুরাতো– তারা তো কেউ ভেজিটেরিয়ান নয়, ঠিক কি না?' আমি বললাম।

'না।' এ্যাডওয়ার্ড অনুভূতিশূন্য গলায় বলল।

'এখানে? এই ফরকসএ?'

'তারা সব বন্ধু।' এলিস আমাকে আশ্বস্ত করল। 'সবঠিক হয়ে যাবে। চিন্তা করোনা। আর জেসপার আমাদের শিক্ষা দেবে কিভাবে নিউবর্ণ ভ্যাম্পাযারদের হ্যাঁন্ডেল করতে হবে।'

এ্যাডওয়ার্ডের মুখে বাকা হাসি দেখা গেল। তা দেখে আমার মনে হল পেটের মধ্যে বেশ কিছু বরফের ছুরি খোচা দিচ্ছে।

'তুমি কোথায় যাচ্ছ?' আমি হালকা স্বরে বললাম। কেউ গেলে ফিরে আসবে না এ তথ্য গতদিনে পাওয়ার পর আমার কেবল শূণ্যতা বোধ হয়। এমেট, যাকে এতদিন ঝামেলাহীন হাসিখুশি দেখে এসেছি সে কিভাবে পুরো ব্যাপারটা হ্যান্ডেল করবে।

অথবা এসমে। অমন মাতৃসুলভ চমৎকার একটা মানুষ যুদ্ধ করবে এ দৃশ্য আমি কল্পনাও করতে পারছি না। আর এলিস? হালকা পাতলা এত সুন্দর দেখতে। আর...

নাহ। ওই নাম উচ্চারণ করতেই আমার বুক ভেঙ্গে যচ্ছে।

'এক সপ্তাহ।' এ্যাডওয়ার্ড সাধারণভাবে বলল। 'এটুকু সময় আমাদের জন্য যথেষ্ট।'

আমার বুকের ভেতরটা মোচড় দিয়ে উঠল।

'তোমার চেহারা এমন ফ্যাকাশে—সবুজ দেখাচ্ছে কেন বেলা?' এলিস জানতে চাইল।

এ্যাডওয়ার্ড আমাকে ওর কাছে টেনে নিল। শক্ত করে জড়িয়ে ধরল। 'সবঠিক হয়ে যাবে, বেলা। আমাকে বিশ্বাস কর।'

অবশ্যই। আমিও তাই চাই। করিও। ওকে বিশ্বাস করি। মনে প্রাণে বিশ্বাস করি। কিন্তু এই এক সপ্তাহ আমার কাছে অনেক বড় বলে মনে হবে। কেননা সে আমার পাশে থাকবে না।

'তুমি কী সাহায্য চাইতে যাবে?' আমি জানতে চাইলাম।

'হ্যাঁ।' এলিস মাথা নাড়ল।

আমি এবার যে কথাটা বললাম সেটা ওর দিকে তাকিয়েই বললাম। আমার গলার স্বর ফিসফিসানির পর্যায়ে নেমে এল। 'আমি সাহায্য করতে পারব।'

এ্যাডওয়ার্ডের হাত আমাকে ধরে ছিল। সেটা আরও শক্ত হয়ে গেল। এত জোরে নিঃশ্বাস ফেলল যে মনে হল হিসহিসিয়ে উঠেছে।

এলিসই কেবল শান্ত থাকল। সে বলল, 'সেটা সম্ভব নয় বেলা।'

'কেন না?' আমি তর্ক করা শুরু করলাম। 'আট তো সাতের চেয়েই ভাল, তাই না? এখনও অনেক সময় আছে।'

'তোমার উপকার পেতে যে সময়ের দরকার সে সময় আমাদের হাতে নেই।' সে ঠাণ্ডা স্বরে বলল। 'তুমি কী ভুলে গেছ, জেসপার কী বলেছিল, নিউবর্ণ ভ্যাম্পায়াররা কেমন বিধ্বংসী? আর তুমি তো লড়াই করতে পারবে না। উল্টো তুমিই ওদের টার্গেট হবে। আর তোমাকে বাঁচাতে গিয়ে এ্যাডওয়ার্ডই উল্টো আঘাত পাবে।' সে বুকের কাছে দুহাত ভাঁজ করে বলল।

আমি জানতাম সে ঠিক কথাই বলছে। আমি সিটে হেলান দিলাম। আমার শেষ আশাও নষ্ট হয়ে গেল।

এ্যাডওয়ার্ড আমার কানের কাছে মুখ এনে বলল। 'তুমি ভয় পাচ্ছ না দেখে আমার ভাল লাগছে।'

'ওহ।' এলিস ওর হাতে রাখা একটা কাগজের দিকে তাকিয়ে বলল। 'এত কাটাকুটির পরও এই অবস্থা। পার্টির আমন্ত্রিতদের সংখ্যা কত হল দেখেছ.. পয়ষট্টি...'

'পয়ষট্টি!' আমার চোখ বিস্ফোরিত হওয়ার জোগাড়। এত বন্ধু তো আমার নেই। চিনিও না কাউকে।

'কে কাটাকুটি করেছে?' এ্যাডওয়ার্ড জানতে চাইল।

'রেনি।'

'কী?' আমার খাবি খাওয়ার মত অবস্থা হল।

'তিনি তোমাকে গ্রাজুয়েশান উপলক্ষ্যে একটা সারপ্রাইজ দিতে চেয়েছিলেন, কিন্তু

কিছু একটা গণ্ডগোল হয়েছে। তুমি বাড়িতে ফিরলেই একটা মেসেজ পাবে।'

যাই হোক, যাই ঘটুক সে বিষয়ে আমার কোন মাথা ব্যথা নেই। মা ফরকসে আসবে সেটা ভাবতেই আমার হৃদয় আনন্দে উদ্বেলিত হয়ে উঠল। না বাপু আর ভাবব না। বেশি ভাবলে আমার মাথায় ছোটখাট একটা বিস্ফোরণ ঘটে যাওয়ার সম্ভাবনা আছে।

আমি যখন বাড়িতে ফিরলাম তখন ম্যাসেজ লাইটটা জ্বলছিল নিভছিল। অন করে শুনতে পেলাম ফিল খেলার মাঠে আঘাত পেয়েছে। এ জন্য মা তাকে ছেড়ে কোথাও যেতে পারছেন না। ম্যাসেজ শেষ হওয়ার আগ মুহূর্ত পর্যন্ত তিনি কেবল আসতে না পারার জন্য ক্ষমাই চেয়ে যাচ্ছিলেন।

'বেশ, এটাই ছিল তাহলে।'

'কোনটা?' এ্যাডওয়ার্ড জানতে চাইল।

'একটা লোক এ সপ্তাহে খুন হয়ে গেলেও আমার তাকে নিয়ে চিন্তার কোন কারণ ছিল না।'

সে চোখ বন্ধ করে ফেলল।

'তুমি আর এলিস ব্যাপারটাকে কেন সিরিয়াসলি নিচ্ছ না?' আমি জানতে চাইলাম। 'এটা আসলেই একটা সিরিয়াস বিষয়।'

সে হেসে ফেলল, 'আত্মবিশ্বাসী তো?'

আমরা একে অন্যের চোখের দিকে তাকিয়ে থাকলাম। সে এগিয়ে এসে আমাকে চুমু খেতে এল। আমি ওর কাঁধ আকড়ে ধরলাম। আর ওর ঠাণ্ডা বুকের সাথে ধীরে ধীরে গলে যেতে লাগলাম।

আমি যেন আচ্ছন্নের ভেতরে চলে গিয়েছিলাম। সে আমাকে বাস্তবে ফিরিয়ে আনল। সে আলতো করে আমার কাঁধে হাত রাখল।

'আমি জানি, তুমি বেশ ভাল করেই জানো যে আমার নিজের ওপর একটা নিয়ন্ত্রণ আছে। কিন্তু এই একটা ব্যাপারে নয়।'

'আমিও সেটা চাই।' আমি ছোট্ট করে একটা নিঃশ্বাস ফেললাম।

'কাল স্কুলের শেষে,' সে বিষয় পরিবর্তনের চেষ্টা করল। 'কার্লিসল, এসমে আর রোজালিকে নিয়ে আমি শিকার করতে যাব। কয়েক ঘণ্টার জন্য। আমরা কাছাকাছিই থাকব। এলিস, জেসপার আর এমেট তোমাকে নিরাপদে রাখবে।

'আহ,' আমি গুঙিয়ে উঠলাম। আগামিকাল ফাইনাল পরীক্ষার প্রথম দিন। আর দিনের অর্ধেক সময়ই তো কেবল লাগত। আমার ক্যালকুলাস আর ইতিহাস– এই দুইটা কঠিন বিষয় কেটে গেলেই... আমি সারাদিন ওর সাথে কাটিয়ে দিতে পারতাম।

'ছোট বাচ্চার মত লালিত পালিত হতে আমার ঘেন্না করে।'

'আরে এটা তো সাময়িক।' সে কথা দিল।

'জেসপার বিরক্ত জোগায়। এমেটই বরং আমাকে হাসাতে পারে।'

'তারা সবাই তোমার সাথে প্রাণখুলে মিশবে।'

'ঠিক।'

হঠাৎ আমার মনে হল এভাবে থাকার চেয়ে আরেকটা কাজও করা যায়। 'তুমি তো

জানো, অগ্নিউৎসবের পর আমার এখনও পর্যন্ত লা পুশে যাওয়া হয়নি।'

আমি সাবধানে ওর দিকে তাকিয়ে বোঝার চেষ্টা করলাম ওর চেহারার ভাবভঙ্গি বদলে যায় কি না? ওর চোখ কেবল কিছুটা সরু হয়ে গেল।

'আমি সেখানে অনেক নিরাপদে থাকব।' আমি ওকে মনে করিয়ে দিলাম।

সে কয়েক সেকেন্ড এটা নিয়ে চিন্তা করল। 'মনে হয় তোমার কথাই ঠিক।,'

আমি কথার প্রসঙ্গ পরিবর্তন করলাম। 'একি, তুমি এরই মধ্যে তৃষ্ণার্ত হয়ে পড়লে নাকি?' ওর চোখের দিকে তাকিয়ে আমি জিজ্ঞেস করলাম। ওর চোখ এখন অনেক গাঢ় সোনালী।

'না, তেমন নয়।' ওর আধেক উত্তর শুনে আমি পরবর্তী উত্তর শোনার অপেক্ষা করলাম।

'আমরা চাইলে অনেক সময় পর্যন্ত শক্তিশালী থাকতে পারি।' সে বলল। 'এটুকু নিয়েও আমরা চমৎকার শিকার করতে পারি।'

'যেটা তোমাদের শক্তিশালী করে?'

সে আমার মুখের দিকে তাকিয়ে কিছু খুঁজল যেন। খুঁজে পেল একরাশ কৌতূহল।

'হ্যাঁ।' শেষ পর্যন্ত সে বলল। 'মানুষের রক্ত আমাদের শক্তিশালী করে। জেসপার সবসময় বেশি বেশিই বলে। সে জানে কার্লিসল কী বলবে।'

'সেটা কাজ করবে?' আমি আস্তে করে জিজ্ঞেস করলাম।

'সেটা কোন ব্যাপার না। আমরা যা তা তো আর পবির্তন করতে পারব না।'

আমি ভ্রু কুঁচকালাম। তারপর হঠাৎ কেঁপে উঠলাম। এটা ভেবে যে ওদের পুষ্টির জন্য সাধারণ মানুষকে মরতে হয়। আমি ভয়ে কুঁকড়ে উঠলাম।

সে বিষয় পরিবর্তন করল। 'এ কারণে নিউবর্ণেরা ভীষণ শক্তিশালী হয়। ওদের শরীর রক্তে টইটম্বুর। যেটা তাদের ক্রমাগত শক্তি জোগায়। তাদের শরীর এটাকে ধীরে ধীরে ব্যবহার করে। সর্বোচ্চ একবছর পর্যন্ত ওরা এটার ব্যবহার করতে পারে।'

'কতটা শক্তিশালী হতে পারে?'

সে ঠোঁট ওল্টাল। 'আমার চেয়েও শক্তিশালী।'

'এমেটের চেয়ে শক্তিশালী?'

'এক কাজ করি। ওকে ডাকি, আর দু জনে পাঞ্জা লড়ি। তাহলে বোঝা যাবে।'

আমি হেসে উঠলাম। আওয়াজটা ভীষণ অদ্ভুত শোনালো।

আমি রান্নাঘরের কোণায় দাঁড়িয়ে একটা ছোট্ট নিঃশ্বাস ফেললাম। যাক গে ভালই হলো ও থাকাতে। ফাইনাল পরীক্ষার প্রস্তুতি নেয়া যাবে। এ্যাডওয়ার্ড আমার উপযুক্ত শিক্ষক। টেস্ট পরীক্ষার সময় বড়বড় সমস্যাগুলো আমি ওর কাছ থেকেই সমাধান করে নিয়েছিলাম।

ওর কাছে পড়ার ফাঁকে আমি ছোট্ট একটা বিরতি নিলাম। এ ফাঁকে জ্যাকবকে কল করলাম। কল করার সময় এ্যাডওয়ার্ড বেশ স্বাভাবিক থাকল। যেন আমি মায়ের সাথেই কথা বলছি। সে আমার চুল নিয়ে খেলা করতে লাগল।

শেষ দুপুরের সময় ফোন করেছি বলে জ্যাকবের ঘুমটা ভাঙিয়ে দিলাম। ওর গলা প্রথম দিকে বেশ জড়ানো শোনাচ্ছিল। পরে যখন বললাম আমি কাল লা পুশে আসতে

পারি তখন ওর চিৎকার শোনে কে।

কুইলেট স্কুল গরমের ছুটি দিয়ে দিয়েছে। সে আমাকে বলল যত সকালে সম্ভব আসতে। বাচচা-কাচ্চার মত চোখে চোখে থাকার চাইতে এই ব্যাপারটাই বরং·আমার জন্য বেশি ভাল হয়েছে। জ্যাকবের সাথে চমৎকার সময় কাটানো যাবে। নিজেকে বেশ স্বাধীন স্বাধীন মনে হচ্ছিল।

এই স্বাধীনভাবটা থাকল না যখন বর্ডারের কাছে সে আমাকে জ্যাকবের কাছে হস্তান্তর করছিল। যেন সেপারেশন নেয়া বাবা মা একজনের পালার পর মেয়াদ শেষে দ্বিতীয় জনের কাছে দিতে এসেছে।

'তাহলে, তোমার পরীক্ষা কেমন হল?' পথে আসতে আসতে এ্যাডওয়ার্ড জানতে চাইল।

'ইতিহাসটা মোটামুটি অনেক সোজা হয়েছে। কিন্তু ক্যালকুলাসেরটা বলতে পারি না। মনে হচ্ছে ফেল করব।'

সে হেসে ফেলল। 'আমি নিশ্চিত তুমি পাশ করবে। আর তুমি বেশি টেনশান করলে আমি মি. ভারনারকে বলে দেব যেন তিনি তোমাকে এ দিয়ে দেন।'

'ধন্যবাদ।'

ও আবারও হেসে ফেলল। হঠাৎ ও হাসি থামিয়ে ফেলল। শেষ সীমানায় একটা লাল রঙের গাড়ি দেখতে পেল সে। ভ্রু কুঁচকে সেদিকে তাকাল।

'কী হল?' আমি গাড়ির দরজায় হাত দিয়ে জিজ্ঞেস করলাম।

সে মাথা ঝাকাল। 'না।' কিন্তু তারপরও ওর চোখ অপর পাশের গাড়ির উইণ্ডশীল্ড এর দিকে সরু হয়ে তাকিয়ে থাকল। আমি ওকে আগেও এভাবে একবার তাকাতে দেখেছিলাম।

'তুমি কী ওর কথা শুনতে পাচ্ছ?' আমি জানতে চাইলাম।

'কেউ যখন চিৎকার করে তার চিৎকার তো না শোনার কথা না।'

'ওহ।' আমি এক সেকেন্ড চিন্তা করলাম। 'সে কী বলে চিৎকার করছে?'

'আমি শতভাগ নিশ্চিত সে এটা তোমাকে ঠিক বলবে।' এ্যাডওয়ার্ড নিস্তরঙ্গ গলায় বলল। আমি দরজা খুলে বের হয়ে আসার সময় জ্যাকবের দুবার হর্ণ শুনতে পেলাম।

'ছেলেটা এমন অধৈর্য কেন?'

'ছেলেটা জ্যাকব বলে।'

আমি চলে আসার সময় একটা জিনিস মনে প্রাণে চাচ্ছিলাম যে তারা গাড়ি থেকে বের হয়ে বন্ধুত্বপূর্ণভাবে এক অন্যের দিকে হাত নেড়ে অভিবাদন জানাবে। কিন্তু তেমন কিছু ঘটল না।

আমি ছোট্ট একটা নিঃশ্বাস ফেলে জ্যাকবের গাড়িতে উঠে বসলাম।

'হেই বেলস,' জ্যাকবের গলা অনেক প্রফুল্ল। ওর গলাটা কেঁপে গেল। গাড়ির গতির কারণে। আমি যেমন গাড়ি চালাই তারও চেয়ে সে জোরে চালাচ্ছে। অবশ্য এ্যাডওয়ার্ড যেমন চালায় তার চেয়ে আস্তে। আমরা লা পুশের দিকে চললাম।

জ্যাকবকে কেমন যেন অন্যরকম মনে হল। বোধহয় অসুস্থ। ওর স্বাস্থ্যজ্বল

চুলগুলো কেমন ফ্যাকাশে, এলোমেলো, কিছু কিছু চিবুকের কাছাকাছি।

'তুমি কী ঠিক আছ, জ্যাক?'

'এই একটু ক্লান্ত।' সে ডান দিকে টার্ণ নিল। 'আজ কী করতে চাও?'

আমি ওর দিকে তাকালাম। 'চল আগে তোমার ওখানে আস্তানা গাড়ি।' আমি ওকে বললাম। 'পরে না হয় আমরা আমাদের বাইক নিয়ে বের হব।'

'অবশ্যই। অবশ্যই।' সে মাথা নেড়ে বলল।

জ্যাকবের বাসা খালি, যেটা আমার ভীষণ অবাক লাগল। ভাবলাম বিলি আশেপাশে কোথাও আছে।

'তোমার বাবা কোথায়?'

'ক্লিয়ারওয়াটারের ওখানে।' বলতে বলতে জ্যাকব বসে পড়ল। 'হ্যাঁরি মারা যাওয়ার পর থেকে স্যু ক্লিয়ারওয়াটার বড়ই একা হয়ে গেছে।'

'আহারে বেচারী স্যু।'

'হ্যাঁ... ওর কিছু সমস্যা হচ্ছে।' সে একটু দ্বিধা করল। 'ওর বাচ্চাদের নিয়ে।'

'কেন নয়। ওদের বাবাকে হারিয়ে সেথ আর লিহ্ কত কষ্টই না পেয়েছে মনে।'

'হু হু।' সেও সায় জানাল। কথা বলতে বলতে সে কোথায় যেন হারিয়ে গেল। টিভির সুইচ না দিয়েই রিমোট চাপতে লাগল। পরে হুশ হতেই ঠিকঠাক করল। টিভি ছাড়ল।

'কী ব্যাপার জ্যাক? তোমাকে দেখে কী মনে হচ্ছে জানো, মনে হচ্ছে তুমি একটা জম্বি!'

'গতরাতে আমি মাত্র দু ঘণ্টা ঘুমিয়েছি, আর তার আগের রাতে ঘুমিয়েছি চার ঘণ্টা।' আড়মোড়া ভাঙতে মত করে হাত উঁচিয়ে সে বলল। মটমট করে হাড়ের আওয়াজ উঠল। চেয়ারের পেছনে দেয়াল থাকায় সে সেখানে মাথা ঠেকাল। 'আমি বিধ্বস্ত।'

'তুমি কেন ঘুমাওনি?' আমি জিজ্ঞেস করলাম।

সে ঠোঁট ওল্টাল। 'স্যামের আচরণ এখন অসহ্য লাগছে। আয়ত্তের বাইরে চলে যাচ্ছে ও। সে তোমার রক্তচোষাকে বিশ্বাস করতে পারছে না। দু সপ্তাহ ধরে ডাবল শিফটে দৌড়ের মধ্যে আছি। কেউ আমার পাশে নেই আমি একা ছাড়া।'

'ডাবল শিফট? এ কারণে যে এভাবে তুমি আমাকে চোখে চোখে রাখছ? জ্যাক এটা কী ঠিক হচ্ছে! তোমার ঘুমানো দরকার। আমি ভালই থাকব।'

'এটা বড় কোন চুক্তি নয়।' ওর চোখ যেন আরেকটু সতর্ক হয়ে গেল। 'হেই, তুমি কী খেয়াল করেছিলে তোমার রুমে কে এসেছিল? এ ব্যাপারে নতুন সংবাদ কী?'

আমি ওর প্রশ্ন উপেক্ষা করলাম। 'না, আমি আমার রুমে কে এসেছিল সেটা... বুঝতে পারিনি।'

'তাহলে এখন থেকে আমি পাহারা দেব।'

'জ্যাক...' আমি কাতর অনুনয় জানালাম।

'শোন,' সে চোখ বন্ধ করে রেখে বলল। 'এটুকু কী আমি করতে পারি না? আমি তো তোমাকে বলেইছি– আমি চিরদিন তোমার দাস হয়ে থাকতে চাই।'

'আমার কোন দাসের প্রয়োজন নেই।'

সে তখনও চোখ খুলল না। 'তুমি তাহলে কী চাও বেলা?'

'আমি আমার বন্ধু জ্যাকবকে চাই। আর এটাও চাই যে সে যেন আমার কারণে অর্ধমৃত হয়ে না যায়। আরও চাই কেউ যেন ভুল বুঝে ওকে আঘাত না...'

সে আমার কথায় বাঁধা দিল। 'একটা ব্যাপার দেখ– আমি এটা আশা করব না যে আমাকে নিজ হাতে একটা ভ্যাম্পায়ারকে খুন করতে হতে পারে।'

আমি কোন উত্তর দিলাম না। সে আমার দিকে তাকিয়ে থাকল। তারপর আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করল।

'মজা করছি বেলা।'

আমি টিভির দিকে তাকিয়ে থাকলাম।

'তাহলে পরের সপ্তাহে কোন বিশেষ অনুষ্ঠান আছে? তুমি গ্রাজুয়েটিং করছ তাই তো? ওয়াও। বিশাল ব্যাপার।' ওর গলার স্বর নিচু তালে হল। আমি দেখলাম ওর মাথাও নিচু হয়ে গেছে। ওর চোখ যেন বন্ধ হয়ে আসছে। মনে হচ্ছে ঝিমুনির মত হচ্ছে। আমি জানি গ্রাজুয়েশানের পর যা হবে সেটা ও কোনভাবেই সহ্য করতে পারবে না।

'না, সেরকম কোন প্লান নেই।' আমি সাবধানে বললাম। কথা শেষ করেই আমি মনে প্রাণে চাইলাম সে যেন বিস্তারিত জানতে না চায়। তারপর আমি নিজেই বললাম। 'ভাবছি, গ্রাজুয়েশান উপলক্ষ্যে একটা পার্টি দেব।' আমি অস্বস্তিতে একটা শব্দ করলাম। 'এলিস একটু পার্টি টার্টি পছন্দ করে। আর সে এরই মধ্যে ওর বাড়িতে পুরো শহরশুদ্ধ লোক দাওয়াত দিয়ে বসে আছ। কল্পনা করতে পার?'

সে চোখ মেলে হাসল। তখন ওকে একটু প্রাণোজ্জ্বল মনে হল। 'আমিই কেবল কোন দাওয়াত পেলাম না। বড় কষ্ট পেলাম।' সে টিটকারী মারল।

'ধরে নাও তুমি অনেক আগে থেকেই দাওয়াত পেয়ে বসে আছ। কারণ পার্টি হচ্ছে আমার। আমি যাকে খুশি আসতে বলতে পারি।'

'ধন্যবাদ।' সে আড়ষ্ট গলায় বলল। ওর চোখ আবার ঢুলুঢুলু চোখে বলল।

'আমি খুব চাইব তুমি আসবে,' আমি আশাহীন গলায় বললাম। 'মানে আমি বলতে চাচ্ছিলাম তুমি আসলে আনন্দ করা যাবে।'

'নিশ্চয় নিশ্চয়।' সে বিড়বিড় করে বলল। 'তাহলে তো খুব... ভাল...' ওর গলা জড়িয়ে আসল।

কয়েক সেকেন্ডের মধ্যে দেখলাম ও নাক ডাকছে।

বেচারা জ্যাকব। আমি ওর ঘুমন্ত মুখটা ভাল করে পরখ করলাম। ওর নিষ্পাপ মুখ আমাকে মনে করিয়ে দিল ও আমার সেই জ্যাকব, যখন যে কোন ওয়্যারউলফ ছিল না। ওকে অনেক ছোট্ট মনে হচ্ছে।

আমি চেয়ারে গুটিয়ে গেলাম। এতটুকু আওয়াজ করলাম না যাতে করে ও একটু ঘুমিয়ে ওর ক্লান্তিটুকু পুষিয়ে নিক। আমি টিভির চ্যানেল চেঞ্জ করতে লাগলাম। কিন্তু

দেখার মত তেমন কিছু পেলাম না। শেষ পর্যন্ত আমি একটা রান্নার অনুষ্ঠানে স্থির হলাম। জ্যাকবের নাক ডাকা ক্রমশ বাড়তে লাগল। শব্দ আরও জোরালো। আমি টিভিটা বন্ধ করে দিলাম।

আমার নিজেকে কেমন যেন রিলাক্স মনে হচ্ছিল। আর একটু ঘুম ঘুমও পাচ্ছিল। আমার নিজের বাসার চাইতে এ বাসাটা আরও বেশি নিরাপদ মনে হচ্ছে। হয়তো এ কারণে যে এখানে আমাকে খোঁজার জন্য কেউ আসবে না। আমি গুটিসুটি মেরে সোফায় শুয়ে পড়লাম।

হয়তো চেষ্টা করলে ঘুমাতে পারতাম কিন্তু জ্যাকবের নাক ডাকানোর চোটে সেটা সম্ভব হবে বলে মনে হচ্ছে না। ঘুমের বদলে একরাশ চিন্তা আমার মাথায় খেলতে লাগল।

ফাইনাল পরীক্ষা তো হয়েই গেল। ক্যালকুলাসটা বাদ দিলে সবগুলো মোটামুটি ভালই হয়েছে, পাশ ফেলের একটা খড়গ মাথার উপর ঝুলে আছে। আমার কেমন বোধ হওয়া উচিত বুঝতে পারছি না। কোন বোধ বোঝার আগে আমার যে জিনিসটা মনে হচ্ছে সেটা হচ্ছে আমার মনুষ্য জীবন শেষ হতে চলেছে।

আমি প্রাকটিক্যালি চিন্তা করলাম। বাবাকে আমি এই বলে হয়তো বোঝাতে পারি যে ফরকস এখন দিনদিন যুদ্ধের নগরীতে পৌঁছাচ্ছে। বিপজ্জনক হয়ে উঠছে। নিজের চিন্তা ভাবনার দৌড় দেখে আমি নিজেই হেসে উঠলাম। কী বোকামীর চিন্তা!

কিন্তু এ্যাডওয়ার্ডের কথাই ঠিক। আমি এখনও প্রস্তুত হই নি।

আর আমি প্রাকটিক্যালও হতে চাই না। আমি এ্যাডওয়ার্ডকেই চাই। এটাই আমার মনের ভেতরের একান্ত ইচ্ছা। আমি নিশ্চিত যে– ঠিক দু'সেকেন্ডর মাথায় আমি বুঝতে পারলাম কেউ আমাকে সত্যি কামড়ে দিয়েছে।

আমার মনে হচ্ছিল আমার শিরা দিয়ে তরল আগুন গড়াতে গড়াতে নিচে চলে যাচ্ছে। আমি পাত্তা দিলাম না কে এ কাজটা করল।

আমি বুঝতে খুব কষ্ট হচ্ছিল কিভাবে এ কাজটা ঘটে গেল।

আমার মাথার ভেতর সব এলোমেলো লাগতে লাগলো। আমি কল্পনা করার চেষ্টা করতে লাগলাম আমি কিভাবে আমার মা বাবাকে বলব এই সামারেই আমি এ্যাডওয়ার্ডকে বিয়ে করতে যাচ্ছি। এঞ্জেলা, মাইক আর বেনকে আমি কিভাবে বলব যে আমি একটা ভ্যাম্পায়ারে রূপ নিতে যাচ্ছি। আমি একটু নিশ্চিত যে আমি আমার মাকে হয়তো এই ব্যাপারে সত্যি কথাই খুলে বলতে পারব। কিন্তু তিনি এতটাই চটে যাবেন যে সেটা আমি এখন কল্পনায় দেখতে পাচ্ছি।

তারপর কয়েক মুহূর্তের জন্য আমি কিছু অদ্ভুত দৃশ্য দেখতে পেলাম। এ্যাডওয়ার্ড আর আমি একটা পোর্শ গাড়িতে চড়ে যাচ্ছি। আমাদের পড়নে বিয়ের পোশাক। সে এক অন্য রকম জগত। যে জগতে কেবল আমিই ওর রিং হাতে পরে আছি। সাধারণ একটা জায়গায় আমাদের ভালবাসাও বিন্যস্ত হলো সাধারণভাবে। এক যোগ এক দুই...

জ্যাকব নাক ডাকতে ডাকতে পাশ ফিরল। ওর একটা হাত এসে আমার গায়ের ওপর পড়ল। বাপরে বাপ! ওর ওজন যা! আর কী গরম। কয়েক মুহূর্তের মধ্যে আমি

ঘেমে গেলাম। আমি চেষ্টা করলাম আমার গায়ের ওপর থেকে ওর হাতটা সরিয়ে দিতে। যে কারণে ও একটু নাড়া খেল। হঠাৎ লাফিয়ে উঠল সে। আতঙ্কিত চোখে চারপাশ তাকাল।

'কী? কী?'

'আমি, জ্যাক। স্যরি। আমি তোমার ঘুম ভাঙিয়ে দিলাম।'

সে আমার দিকে ফাঁকা ফাঁকা বোকা বোকা চোখে তাকাল। 'বেলা?'

'কী ঘুমকুমার?'

'কী বল! আমি ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। সত্যি আমি দুঃখিত! কতক্ষণ এভাবে ছিলাম?'

'হবে কিছুক্ষণ। আমি সময় গুনিনি।'

সে সোজা হয়ে উঠে বসল। 'ওয়াও। যা ঘটে গেল তার জন্য ক্ষমা চাচ্ছি।'

আমি হাত দিয়ে ওর দোমড়ানো মোচড়ানো চুল ঠিক করে দিতে দিতে বললাম, 'এভাবে বলছ কেন? আমি আরও খুশি হয়েছি যে তুমি কিছুক্ষণ ঘুমাতে পেরেছ।'

সে ভ্রু কুটি করল। 'এছাড়া আমার আর উপায়ও ছিল না। বাবা বাসায় নেই। ভীষণ বোরিং লাগছিল।'

'এখন ভাল লাগছে?'

'হ্যাঁ। চল বাইরে যাই।'

'জ্যাক, তুমি এখন ঘুমাবে। আমি ভালই আছি। আমি এ্যাডওয়ার্ডকে ফোন করে বলে দিচ্ছি যেন সে আমাকে এসে নিয়ে যায়।' আমি ফোন বের করার জন্য পকেট হাতড়িয়ে দেখি ফোন নেই।

'হায় খোদা, আমি বোধহয় সেটা ওর গাড়িতেই ফেলে এসেছি। তোমার ফোনটা দাও দেখি।' বলতে বলতে আমি উঠে দাঁড়ালাম।

'না!' সে আমার হাত ধরে কাতর অনুনয় করল। 'না যাবে না। থাক। তুমি এমনিতেই খুব অল্প সময়ের জন্য এখানে আস। আমি মোটেও বিশ্বাস করত পারছি না যে তুমি এখানে থাকার সময়টুকু আমি ঘুমিয়ে কাটাব।'

এ কথা বলতে বলতে সে আমার হাত ধরে সোফায় বসিয়ে দিল। তারপর মাথা দুলিয়ে সে একটু বাইরে গেল। জ্যাকব যখন ঘুমিয়ে পড়েছিল তখন অনেক শীত শীত করছিল। মনে হচ্ছিল এটা মে মাস না, ফেব্রুয়ারি মাস।

. শীতের হাওয়ার কারণে কী না কে জানে, এখন জ্যাকবকে অনেক সতর্ক মনে হল। সে মাথা নেড়ে বলল,

'আমি আসলে একটা অপদার্থ,' বিড়বিড় করল সে।

'কেন জ্যাক? তুমি ঘুমিয়ে গিয়েছিলে বলে।'

'আমি আসলে কথাটা তোমাকে বলতে চেয়েছিলাম। আমি বিশ্বাসই করতে পারছি না...'

'এখন আমাকে বল।'

জ্যাকব আমার চোখের দিকে কয়েক সেকেন্ড তাকিয়ে থাকল। তারপর গাছের দিকে তাকাল। এমন কঠিন কী কথা সে বলতে চাচ্ছে যে ওর গায়ের রং এমন কালো

বর্ণের দেখাচ্ছে।

তখনই আমার হঠাৎ মনে পড়ে গেল, এ্যাডওয়ার্ড আমাকে নামিয়ে দেয়ার সময় বলছিল- জ্যাকব কিছু একটা বিষয় নিয়ে মনে মনে চিৎকার করছে। আমি ঠোঁট কামড়ে ধরলাম।

পনেরো

আমি তার দিকে এক দৃষ্টিতে অনেক সময় ধরে তাকিয়ে রইলাম। কথা বললাম না। আমি তাকে একটা জিনিস বলার কথা ভাবতে পারলাম না।

সে আমার বোবার মত ভাবসাব দেখল। তার মুখের থেকে সিরিয়াস ভাবটা চলে গেল।

'ঠিক আছে।' সে মুখ ভেঙচি দিয়ে বলল, 'সেটাই সব।'

'জ্যাক... 'আমার মনে হলো আমার গলার কাছে বড় কিছু একটা বেধে আছে। আমি সেই বাঁধাটা গলা খাকারি দিয়ে ছুটাতে চাইলাম। 'আমি পারছি না... আমি বোঝাতে চাইছি আমি করি না... আমার যেতে হবে।'

আমি ঘুরলাম কিন্তু সে আমার কাঁধ আকড়ে ধরে আমাকে তার দিকে ঘুরিয়ে দিল।

'না, অপেক্ষা করো। আমি সেটা জানি, বেলা। কিন্তু, দেখ, আমাকে এটার উত্তর দাও। ঠিক আছে? তুমি কি চাও আমি চলে যাই, আর কখনও তোমাকে না দেখি? সত্য করে বল।'

তার প্রশ্নে মনোযোগ দেয়া কঠিন। সে কারণে উত্তর দিতে আমার মিনিটখানিক সময় লেগে গেল। 'না, আমি সেটা চাই না।' আমি শেষ পর্যন্ত স্বীকার করলাম।

জ্যাকব আবার গুঙিয়ে উঠল, 'দেখেছো।'

'কিন্তু আমি তোমাকে আমার পাশে সেই কারণে চাই না যে কারণে তুমি আমাকে তোমার পাশে চাও।' আমি প্রতিবাদ করলাম।

'আমাকে বলো কেন তুমি প্রকৃতপক্ষে আমাকে তোমার আশেপাশে চাও, তারপর?'

আমি সর্তকতার সাথে ভাবলাম। 'আমি তোমাকে মিস করি যখন তুমি সেখানে থাক না। যখন তুমি সুখী থাক।' আমি সর্তকতার সাথে সেটা এড়ালাম। 'এটা আমাকে সুখী করে। কিন্তু আমি চার্লির সম্বন্ধে একই কথা বলতে পারি, জ্যাকব। তুমি পরিবারের মত। আমি তোমাকে ভালবাসি। কিন্তু আমি তোমার ভালবাসার মধ্যে নেই।'

সে মাথা নোয়াল। 'কিন্তু তুমি আমাকে তোমার আশেপাশে চাও।'

'হ্যাঁ।' আমি শ্বাস নিলাম।

'তাহলে আমি তোমার সাথে লেগে থাকব।'

'তোমার শাস্তি হওয়া উচিত।' আমি হেসে বললাম।

'হ্যাঁ।' সে তার আঙুলের ডগা দিয়ে আমার ডান ডালে টোকা দিল। আমি তার হাতে ছোট করে চাপড় দিলাম।

'তুমি কি মনে করো তুমি আরেকটা ভাল আচরণ করতে পারো, অনন্তপক্ষে?'

আমি জিজ্ঞেস করলাম। বিরক্ত।

'না, আমি পারি না। তুমি সিদ্ধান্ত নিয়েছিলে, বেলা। তুমি আমাকে আমি যেরকম সেরকম মেনে নিয়েছিলে— খারাপ আচরণও তার সাথে ছিল— অথবা সবকিছু নয়।'

আমি তার দিকে তাকিয়ে রইলাম। হতাশাগ্রস্ত। 'তার মানে।'

'তুমি তাই।'

আমি নিজেকে টেনে নিলাম এবং সামনের দিকে এক পা এগিয়ে গেলাম। সে ঠিক। যদি আমি সেটা না বোঝায় এবং আমি লোভীও। আমি তাকে বলতে পারলাম না আমি বন্ধু হিসাবে থাকতে চাই না। এটা ভুল যে তাকে আমার বন্ধু হিসাবে রাখা যখন সেটা তাকে আহত করছে। আমি জানি না এখানে আমি কি করছি। কিন্তু হঠাৎ করে আমি নিশ্চিত হলাম যে এটা ভাল কিছু নয়।

'তুমি ঠিক।' আমি ফিসফিস করে বললাম।

সে হাসল। 'আমি তোমাকে ক্ষমা করেছি। শুধু চেষ্টা করো যাতে আমার প্রতি ততটা উন্মত্ত হয়ো না। কারণ আমি সম্প্রতি আমি সিদ্ধান্ত নিয়েছি আমি ছেড়ে দিচ্ছি না। হারানোর মধ্যে কিছু একটা অপ্রতিরোধ্য বিষয় আছে।'

'জ্যাকব।' আমি তার গাঢ় কালো চোখের দিকে তাকালাম। চেষ্টা করলাম সে যাতে আমাকে সিরিয়াসভাবে নেয়। 'আমি তাকে ভালবাসি, জ্যাকব। সে আমার সারা জীবন।'

'তুমি আমাকেও ভালবাস।' সে আমাকে মনে করিয়ে দিল। সে তার হাত উঁচু করে থামিয়ে দিল যখন আমি সেটা প্রতিবাদ করতে গেলাম।

'একই রকমভাবে নয়। আমি জানি। কিন্তু সে তোমার গোটা জীবন নয়। যাইহোক। কোনভাবেই নয়। হতে পারে এক সময়ের জন্য। কিন্ত সে চলে গেছে। এবং এখন সে শুধু তোমাকে তোমার ফলাফলের উপর ছেড়ে দিয়েছে তোমার পছন্দের উপর আমাকে।'

আমি মাথা নাড়লাম। 'তুমি অসম্ভব।'

হঠাৎ, সে সিরিয়াস হয়ে গেল। সে আমার চিবুক তার হাতে তুলে নিল। জোরে করে ধরে রাখল যাতে আমি তার দিক থেকে মুখ সরিয়ে না নিতে পারি।

'যতক্ষণ পর্যন্ত তোমার হৃদয় স্পন্দন বন্ধ না করবে, বেলা।' সে বলল, 'আমি এখানে থাকব। লড়াই করব। কোন মতেই ভুলে যেও না যে তোমার অপশন আছে।'

'আমি কোন অপশন চাই না।' আমি সম্মত হলাম না। 'এবং আমার হৃদয় নির্দিষ্ট সংখ্যায় স্পন্দিত হয়। সে সময় এরই মধ্যে চলে গেছে।'

তার চোখ সরু হয়ে গেল। 'আরো অনেক কারণ আছে লড়াইয়ের। লড়াইটা এখন আরো কঠিন। যতক্ষণ আমি পারি।' সে ফিসফিস করে বলল।

সে এখনও আমার চিবুক ধরে আছে। তার আঙুল বেশ শক্তভাবে চেপে আছে। আমি এখনও ব্যথা পাচ্ছি।

'আমি প্রতিবাদ করতে চেষ্টা করলাম। কিন্তু দেরি হয়ে গেল।

তার ঠোঁট আমার ঠোঁটের উপর আছড়ে পড়ল। আমাকে প্রতিবাদ করতে দিল না। সে রাগিভাবে আমাকে চুমু খেল। বেপরোয়াভাবে। তার অন্যহাত আমার ঘাড়ের পিছন

দিকটা শক্তভাবে ধরে রেখেছিল। যাতে আমি পিছিয়ে না যেতে পারি। আমি তার বুকের উপর হাত দিয়ে সর্বশক্তি দিয়ে ধাক্কা দেয়ার চেষ্টা করলাম। কিন্তু সে সেটা কোনরকম খেয়াল করল না। তার মুখ নরম হয়ে এসেছে রাগের পরিবর্তে। তার ঠোঁট আমার ঠোঁটের উপর উষ্ণ করে তুলল। অপরিচিতভাবে।

আমি তার মুখ ধরলাম। চেষ্টা করলাম ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে দিতে। আবার ব্যর্থ হলাম। সে এবার খেয়াল করল। এটা তাকে আরো রাগিয়ে দিল। তার ঠোঁট জোর করে আমার ঠোঁটের উপর বসে গেল। আমি তার তপ্ত নিঃশ্বাস আমার মুখের উপর বুঝতে পারলাম।

সহজাতভাবে, আমার হাত ছেড়ে দিলাম। আমি চোখ খুললাম। আর কোনরকম লড়াই করলাম না। কোন অনুভূতি পাচ্ছিলাম না...শুধু থামাবে এটার জন্য অপেক্ষা করছিলাম।

এটাতে কাজ হলো। রাগ মনে হলো উবে গেল। সে আমাকে সরিয়ে আমার দিকে তাকাল। আবার তার ঠোঁট নরমভাবে আমার ঠোঁটের উপর পড়ল। আবার। একবার, দুইবার...তিনবার। আমি এমন ভান করতে লাগলাম যেন আমি একটা মূর্তি। আমি অপেক্ষা করতে লাগলাম।

শেষ পর্যন্ত, সে আমার মুখ ছেড়ে দিল এবং ঝুকে পড়ল।

'তোমার কি শেষ হয়েছে?' আমি অভিব্যক্তিহীন গলায় জিজ্ঞেস করলাম।

'হ্যা।' সে শ্বাস নিল।

সে হাসার চেষ্টা করল। চোখ বন্ধ করে ফেলল।

আমি হাত টেনে নিলাম এবং তার মুখে সজোরে চড় কষালাম। যতটা শক্তি আমার গায়ে আছে তাই দিয়ে তার মুখে মারলাম।

সেখানে কুড়মুড়ে একটা শব্দ হলো।

'আউ! আউ!' আমি চিৎকার দিয়ে উঠলাম। উন্মত্তর মত উপর নিচ তাকাতে লাগলাম যন্ত্রণায় যখন আমি আমার হাত বুকের উপর আড় করে রাখলাম।

এটা ভেঙে গেছে। আমি এটা অনুভব করতে পারছি।

জ্যাকব শক পাওয়া ভাবে আমার দিকে তাকিয়ে রইল। 'তুমি ঠিক আছো তো?'

'না। গোল্লায় যাও! তুমি আমার হাত ভেঙে দিয়েছো!'

'বেলা, তুমিই তোমার হাত ভেঙেছো। এখন নাচন কুর্দন বন্ধ করো। আমাকে দেখতে দাও।'

'আমাকে স্পর্শ করো না! আমি এই মুহূর্তে বাড়িতে চলে যাচ্ছি!'

'আমি আমার গাড়ি নিয়ে আসব।' সে শান্তস্বরে বলল। সে এমনকি তার চোয়াল ঘষল পর্যন্ত না যেমনটি সিনেমায় করে। কতটা ব্যথাদায়ক।

'না, ধন্যবাদ।' আমি হিসহিসিয়ে উঠলাম। 'আমি তার পরিবর্তে হাঁটব।' আমি রাস্তার দিকে ঘুরলাম। এটা সীমানা থেকে মাত্র কয়েক মাইল। যত তাড়াতাড়ি আমি তার কাছ থেকে ছাড়া পাব, এলিস আমাকে দেখতে পাবে। সে কাউকে না কাউকে আমাকে তুলে নিতে পাঠাবে।

'শুধু আমাকে তোমাকে বাড়িতে নিয়ে যেতে দাও।' জ্যাকব জোর দিয়ে বলল।

অবিশ্বাস্যভাবে, তার সেইরকম মনের জোর আছে যে আমার কোমর আবার জড়িয়ে ধরল।

আমি তাকে ঝাকি দিয়ে ছাড়িয়ে দিলাম।

'সুন্দর!' আমি গুঙিয়ে উঠলাম। 'করো! এ্যাডওয়ার্ড তোমাকে কি করবে সেটা দেখার জন্য অপেক্ষা করতে পারছি না! আমি আশা করছি সে তোমার ঘাড় ভেঙে দেবে। তুমি জংলী, শরীর প্রর্দশনকারী, বেয়াক্কেল কুকুর!'

জ্যাকব তার চোখ ঘোরাল। সে আমার পাকাঁপাশি তার গাড়ির প্যাসেঞ্জার পাশের দরজার পাশে এলো এবং আমাকে ভেতরে ঢুকতে সাহায্য করল।

'আমি কি তোমাকে মোটেই আহত করি নাই?' আমি জিজ্ঞেস করলাম। বিরক্ত।

'তুমি কি মজা করছ? যদি তুমি চিৎকার দেয়া শুরু না করতে, আমি হয়তো বুঝতেই পারতাম না যে তুমি আমাকে ঘুষি মারার চেষ্টা করছো। আমি হয়তো পাথরের তৈরি নই, কিন্তু আমি ততটা নরম সরোম কেউ নই।'

'আমি তোমাকে ঘৃণা করি, জ্যাকব ব্লাক।'

'সেটাই ভাল। ঘৃণা করা একটা চরম আবেগ।'

'আমি তোমাকে আবেগী হতে দেব।' আমি বিড়বিড় করে বললাম।

'খুন। প্যাসনের চরমতম ক্রাইম খুন।'

'ওহ, এদিকে এসো।' সে বলল। সে এমনভাবে তাকাল যেন সে এক্ষুণি শিষ দেবে। 'সেটা একটা পাথরকে চুমু খাওয়ার চেয়ে অনেক ভাল ছিল।'

'এমনকি দুর থেকেও কাছে না আসা।' আমি তাকে শান্তভাবে বললাম।

সে তার ঠোঁট চাটল। 'তুমি শুধু সেটাই বলতে পারো।'

'কিন্তু আমি তা নই।'

তাকে দেখে মনে হলো সেকেন্ডের জন্য একটা বিরক্ত হলো। কিন্তু তারপর সামলে নিল, 'তুমি শুধু পাগল হয়ে গেছো। আমার এই প্রকারের জিনিসের ব্যাপারে কোনরকম অভিজ্ঞতা নেই। কিন্তু আমি ভেবেছিলাম এটা আমার জন্য কিছুটা অবিশ্বাস্য কাজ হবে।'

'আহ।' আমি গুঙিয়ে উঠলাম।

'তুমি আজকে রাতের ব্যাপারে চিন্তা করতে যাচ্ছ। যখন সে চিন্তা করে তুমি ঘুমিয়ে আছো, তুমি তোমার অপশন নিয়ে চিন্তাভাবনা করতে পারবে।'

'যদি আমি আজ রাতে তোমাকে নিয়ে চিন্তা করি, এটা এই কারণে হবে যে আমি দুঃস্বপ্নে তোমাকে দেখব।'

সে গাড়ি ধীরগতির করল। আমার দিকে গাঢ় চোখে তাকাল। 'শুধু এটুকু ভাব যে এটা কি রকম হতে পারে, বেলা।' সে শান্ত উৎসুক্য স্বরে বলল, 'তুমি আমার জন্য কোন কিছু পরিবর্তন করতে পারবে না। তুমি জানো চার্লি সুখী হবে যদি তুমি আমাকে গ্রহণ করো। আমি তোমাকে রক্ষা করতে পারবো, যেমনভাবে তোমার ভ্যাম্পায়ার পারে— হতে পারে পরে। এবং আমি তোমাকে সুখী করবো, বেলা। সেখানে এত বেশি কিছু আছে যেটা সে তোমাকে দিতে পারবে না। আমি বাজি ধরে বলতে পারি সে আমার মত করে তোমাকে চুমুও খেতে পারবে না। কারণ সে তোমাকে আহত করবে।

ব্যথা দেবে। আমি কখনও সেটা করব না। কখনও তোমাকে আঘাত দেবো না, বেলা।'

আমি আমার আহত হাত তুললাম।

সে শ্বাস নিল। 'সেটা আমার দোষ নয়। তুমি সেটা আমার চেয়ে ভাল জানো।'

'জ্যাকব, আমি তাকে ছাড়া সুখী হতে পারব না।'

'তুমি কখনো ক্লান্ত হও না।' সে বিরক্ত হলো। 'যখন সে চলে যাবে, তুমি তোমার সমস্ত শক্তি তাকে ধরে রাখার জন্য ব্যয় করবে। তুমি সুখী হবে যদি তুমি তাকে যেতে দাও। তুমি আমার সাথে সুখী হবে।'

'আমি তাকে ছাড়া অন্য কাউকে নিয়ে সুখী হতে চাই না।' আমি জোর দিয়ে বললাম।

'তুমি কখনো এতটাই নিশ্চিত হতে পারবে না তার ব্যাপারে যতটা নিশ্চিত হতে পারবে আমার ব্যাপারে। সে একবার তোমাকে ছেড়ে চলে গেছে, সে আবার এটা করবে।'

'না। সে এটা করবে না।' আমি দাঁত চেপে বললাম। 'তুমি একবার আমাকে ছেড়ে চলে গিয়েছিলে।' আমি শীতল স্বরে তাকে মনে করিয়ে দিলাম। মনে করিয়ে দিলাম যে সপ্তাহে সে আমাকে ছেড়ে চলে গিয়েছিলে আমাকে ছেড়ে, সে যে কথাগুলো জঙ্গলের পাশে দাঁড়িয়ে বলেছিলে...

'আমি সেটা কখনো করিনি।' সে উত্তপ্তভাবে তর্ক করল। 'তারা আমাকে বলেছিল আমি তোমাকে বলতে পারিনি, এটা তোমার জন্য নিরাপদ ছিল না যদি আমরা এক সাথে থাকতাম। কিন্তু আমি কখনো ছেড়ে যাইনি, কখনো না! আমি রাতে তোমার বাড়ির আশেপাশে চক্কর দিতাম— যেমনটি এখন আমি করছি। শুধু নিশ্চিত হতে যে তুমি ঠিক আছো।'

আমি তাকে আমার উপর খারাপ ধারণা করতে দিলাম না।

'আমাকে বাড়িতে নিয়ে চলো। আমার হাত ব্যথা করছে।'

সে শ্বাস নিল। স্বাভাবিক গতিতে গাড়ি চালাতে লাগল। রাস্তার দিকে লক্ষ্য রাখতে লাগল।

'শুধু এটা নিয়ে ভাব, বেলা।'

'না।' আমি একগুয়ে স্বরে বললাম।

'তুমি করবে। আজ রাতে। এবং আমি তোমাকে নিয়ে ভাবব আর তুমি আমাকে নিয়ে ভাববে।'

'যেমনটি আমি বলেছি, দুঃস্বপ্নের মত।'

সে আমার দিকে তাকিয়ে মুখ খিচিয়ে উঠল, 'তুমি আমাকেও চুমু খেয়েছিলে।'

আমি শ্বাস নিলাম। হাত মুঠো করে রাখলাম। আমার ভাঙা হাত ব্যথা দেয়ায় হিসহিসিয়ে উঠলাম।

'তুমি কি ঠিক আছো?' সে জিজ্ঞেস করল।

'আমি ঠিক নেই।'

'আমি মনে করি আমি পার্থক্যটা বলে দিতে পারি।'

'সুস্পষ্টত তুমি তা পারো না— সেটা চুমু ফিরিয়ে দেয়া বা খাওয়া নও। সেটা আমার উপর থেকে তোমাকে সরিয়ে দেয়ার চেষ্টা করা। তুমি একটা ইডিয়েট।'

সে নিচু গলায় বলল, 'স্পর্শকাতর। পুরোপুরি আত্মরক্ষামূলক। আমি সেটা বলতে পারি।'

আমি গভীরভাবে শ্বাস নিলাম। সেখানে তর্ক করার কোন পয়েন্ট খুঁজে পেলাম না। আমি যা কিছু বলি না কেন সে সেটা এড়াবে।

আমি হাতের উপর মনোযোগ দিতে চেষ্টা করলাম। চেষ্টা করলাম আঙুলগুলো মেলে ধরতে, কোথায় ভেঙেছে সেটা বুঝতে। তীক্ষ্ম ব্যথা আমার আঙুলের গাটের উপর দিয়ে চলে গেল। আমি গুঙিয়ে উঠলাম।

'আমি সত্যিই দুঃখিত তোমার হাতের ব্যাপারে।' জ্যাকব বলল, 'পরবর্তীবারে তুমি যদি আমাকে আঘাত করতে চাও, একটা বেসবলের ব্যাট অথবা ক্রোবার দিয়ে করো, বুঝেছো?'

'মনে করো না আমি সেটা ভুলে যাব।' আমি বিড়বিড় করে বললাম।

আমি বুঝতে পারলাম না আমরা কোথায় যাচ্ছি। রাস্তায় উঠার পর আমি বুঝতে পারলাম।

'কেন তুমি আমাকে এখানে নিয়ে আসছ?' আমি জানতে চাইলাম।

সে আমার দিকে শূন্য দৃষ্টিতে তাকাল। 'আমি ভেবেছিলাম তুমি বলেছিলে তুমি বাড়িতে যেতে চাচ্ছ?'

'আহ। আমি অনুমান করছি তুমি আমাকে এ্যাডওয়ার্ডের বাড়িতে নিয়ে যাচ্ছ না, তাই কি?' আমি হতাশায় দাঁত কিড়মিড় করলাম।

তার মুখে ব্যথা ছড়িয়ে পড়ল। আমি দেখতে পেলাম অন্য যে কোন কিছুর চেয়ে সেটাই তাকে বেশি প্রভাবিত করছে।

'এটাই তোমার বাড়ি বেলা।' সে শান্ত স্বরে বলল।

'হ্যাঁ। কিন্তু এখানে কি কোন ডাক্তার বাস করে?' আমি জিজ্ঞেস করলাম। আমার হাত এখনও ধরে আছি।

'ওহ।' সে সেটার বিষয়ে মিনিট খানিক ধরে ভাবল। 'আমি তোমাকে হাসপাতালে নিয়ে যেতে পারব। অথবা চার্লি পারবে।'

'আমি হাসপাতালে যেতে চাই না। এটা বিব্রতকর এবং অপ্রয়োজনীয়।'

সে অলসভাবে তার র‍্যাবিট গাড়ি আমদের বাড়ির সামনে রাখল। চার্লির ক্রুসার ড্রাইভওয়েতে রাখা ছিল।

আমি শ্বাস নিলাম। 'বাড়ি যাও, জ্যাকব।'

আমি গাড়ি থেকে ভয়ানকভাবে নেমে এলাম। বাড়ির দিকে এগিয়ে যেতে লাগলাম। আমার পিছনে গাড়ির ইঞ্জিন থেমে গেল। আমি কম বিস্ময়ের সাথে বিরক্তি নিয়ে দেখলাম জ্যাকব আমার পাশে পাশে আসছে।

'তুমি এখন কি করতে যাচ্ছ?' সে জিজ্ঞেস করল।

'আমি এখন আমার হাতের উপর কিছু বরফ চেপে ধরতে যাচ্ছি। তারপর আমি এ্যাডওয়ার্ডকে ডাকছি এবং তাকে আসতে বলছি। আমাকে নিয়ে কার্লিসলের কাছে

নিয়ে যেতে বলছি যাতে তিনি আমার হাত ঠিক করে দিতে পারেন। তারপর, তুমি যদি তখনও এখানে থাক, তাহলে আমি একটা ক্রসবার খুঁজে নিতে যাচ্ছি।'

সে কোন উত্তর দিল না। সে সামনের দরজা খুলে ধরল এবং আমার জন্য ধরে রইল।

আমরা নিঃশব্দে সামনের দরজা দিয়ে সামনের রুমে চলে এলাম। সেখানে চার্লি তার সোফায় শুয়ে ছিল।

'হেই, বাচ্চারা,' তিনি বললেন, উঠে বসলেন, 'তোমাকে এখানে দেখে খুশি হলাম, জ্যাক।'

'হেই, চার্লি।' জ্যাকব সাধারণভাবে উত্তর দিল। একটু থামল। আমি কিচেনের দিকে এগিয়ে গেলাম।

'তার কি সমস্যা হয়েছে?' চার্লি বিস্মিত হলেন।

'সে মনে করে সে তার হাত ভেঙে ফেলেছে।' আমি শুনতে পেলাম জ্যাকব তাকে বলল। আমি ফ্রিজের কাছে গেলাম এবং বরফের টুকরো টেনে বের করলাম।

'সে কিভাবে এটা করেছে?' আমি বুঝতে পারলাম চার্লি অনেক কম বিস্মিত হয়েছে এবং কিছুটা বেশি সর্তক হয়েছে।

জ্যাকব হাসল। 'সে আমাকে আঘাত করেছিল।'

চার্লিও হেসে উঠলেন। আমি বরফ বের করে আমার ব্যথার জায়গায় চেপে ধরলাম।

'কেন সে তোমাকে আঘাত করেছিল?'

'কারণ আমি তাকে চুমু খেয়েছিলাম।' জ্যাকব একটুও লজ্জিত না হয়ে বলল।

'তোমার জন্য ভাল, বাচ্চু।' চার্লি তাকে অভিনন্দিত করল।

আমি দাঁতে দাঁত চেপে ফোনের কাছে গেলাম। আমি এ্যাডওয়ার্ডের মোবাইলে কল করলাম।

'বেলা?' প্রথমবার রিং হওয়ার সাথে সাথেই সে উত্তর দিল। তার কণ্ঠ শুনে বেশ স্বস্তিতে আছে মনে হলো। সে আনন্দিত। আমি বাইরে ভলভোর ইঞ্জিনের শব্দ শুনতে পেলাম। সে এরই মধ্যে গাড়ির ভেতরে উঠে গেছে। সেটা খুবই ভাল। 'তুমি ফোনটা রেখে গিয়েছিলে...। আমি দুঃখিত। জ্যাকব কি তোমাকে বাড়িতে পৌছে দিয়েছে?'

'হ্যাঁ।' আমি বিড়বিড় করে বললাম। 'তুমি কি আসবে এবং আমাকে নিয়ে যাবে দয়া করে?'

'আমি আসার পথে আছি।' সে তৎক্ষণাৎ বলল। 'সমস্যাটা কি?'

'আমি কার্লিসলকে আমার হাত দেখাতে চাই। আমার মনে হয় হাত ভেঙে গেছে।'

সামনের রুম থেকে কোন শব্দ ভেসে আসছে না। আমি বিস্মিত কখন জ্যাকব চলে যেতে পারে। আমি স্বস্তির সাথে হাসলাম। কল্পনা করি তার অস্বস্তির ব্যাপারটা।

'কি ঘটেছিল?' এ্যাডওয়ার্ড জানতে চাইল।

'আমি জ্যাকবকে ঘুষি মেরেছিলাম।' আমি স্বীকার করলাম।

'ভাল।' এ্যাডওয়ার্ড নিরাসক্ত গলায় বলল। 'যদিও আমি দুঃখিত তুমি ব্যথা পেয়েছো...'

আমি হাসলাম, কারণ তার গলা শুনে মনে হলো সেও চার্লির মত খুশি হয়েছে।

'আমি আশা করেছিলাম আমি তাকে আহত করতে পারব।' আমি হতাশভাবে শ্বাস নিলাম। 'আমি তার আদৌ কোন ক্ষতি করতে পারিনি।'

'আমি সেটা ঠিক করে দিতে পারি।' সে অফার করল।

'আমি আশা করেছিলাম তুমি সেটা বলতে পারো।'

একটুখানির জন্য নিরবতা। 'সেটা তোমার কথার মতো মনে হচ্ছে না।' সে বলল, এখন চিন্তিত। 'সে কি করেছিল?'

'সে আমাকে চুমু খেয়েছিল।' আমি গুঙিয়ে উঠলাম।

অন্যপাশে আমি ইঞ্জিনের গর্জন ছাড়া আর কিছু শুনতে পেলাম না।

অন্যরুমে, চার্লি আবার কথা বললেন, 'তোমার হয়তো চলে যাওয়াই ভাল, জ্যাক।' তিনি উপদেশ দিলেন।

'আমি মনে করি, আমি এখানেই থাকব, যদি আপনি কিছু মনে না করেন।'

'তোমার শেষকৃত্য!' চার্লি বিড়বিড় করে বললেন।

'এখনও কুত্তাটা কি তোমাদের ওখানে আছে?' এ্যাডওয়ার্ড শেষ পর্যন্ত আবার কথা বলল।

'হ্যাঁ।'

'আমি কাছাকাছি চলে এসেছি।' সে গাঢ় স্বরে বলল। তারপর লাইন কেটে গেল।

আমি ফোন ছেড়ে দিয়ে হাসলাম। আমি রাস্তা দিয়ে তার গাড়ির আসার শব্দ শুনতে পাচ্ছি। আমাদের বাড়ির সামনে এসে সে সজোরে ব্রেক কষল। আমি দরজার কাছে ছুটে গেলাম।

'তোমার হাতের অবস্থা কি?' চার্লি জিজ্ঞেস করলেন যখন আমি তার পাশ দিয়ে হেঁটে গেলাম। চার্লিকে অস্বস্তিকর অবস্থায় মনে হলো। জ্যাকব তার পাশে সোফায় বসে আছে। বেশ সহজভাবেই বসে আছে।

আমি বরফের প্যাকটা তুলে দেখালাম। 'ফুলে গেছে।'

'তুমি তারচেয়ে তোমার সাইজের লোকজনের সাথে লাগতে যেয়ো।' চার্লি উপদেশ দিলেন।

'হতে পারে।' আমি একমত হলাম। আমি দরজা খুলে দেয়ার জন্য হেঁটে গেলাম।

এ্যাডওয়ার্ড অপেক্ষা করছিল।

'আমাকে দেখতে দাও।' সে বিড়বিড় করে বলল।

সে খুব সচেতনভাবে আমার হাত পরীক্ষা করে দেখতে লাগল। এত সর্তকতার সাথে যে এটা আমাকে কোন ব্যথা দিলো না। তার হাত বরফের মত ঠাণ্ডা। বরফের মত ঠাণ্ডা হাত আমার ফোলা জায়গায় বেশ আরাম দিচ্ছিল।

'আমার মনে হয় ভাঙার ব্যাপারে তুমি ঠিক বলেছো।' সে বলল, 'আমি তোমাকে নিয়ে গর্বিত। তুমি অবশ্যই এটা করার জন্য খুব শক্তি ব্যয় করেছো।'

'আমার পক্ষে যতটা সম্ভব।' আমি শ্বাস নিলাম। 'আপাত দৃষ্টিতে যথেষ্ট নয়।'

সে আমার হাতে নরম করে চুমু খেল। 'আমি এটার যত্ন নেবো।' সে প্রতিজ্ঞা করল। এবং তারপর সে ডাকল। 'জ্যাকব।' তার কণ্ঠস্বর এখনও শান্ত এবং একই

লয়ের।

'এখন, এখন।' চার্লি সতর্ক করলেন।

আমি শুনতে পেলাম চার্লি নিজেই সোফা থেকে নামলেন। জ্যাকব প্রথমে হলঘরে এসে পড়ল। অনেক বেশি শান্তভাবে কিন্তু চার্লি তার থেকে খুব পেছনে নয়। জ্যাকবের অভিব্যক্তি সর্তক, সচেতন এবং উৎসুক্য।

'আমি এখানে কোন লড়াই দেখতে চাই না। তুমি কি সেটা বুঝতে পেরেছো?" চার্লি কথা বলার সময় শুধুমাত্র এ্যাডওয়ার্ডের দিকে তাকুলিন। 'আমি এখন আমার পুলিশের ব্যাজ ধারণ করতে বাধ্য হবো যদি এই আদেশটা আমাকে অফিসিয়ালভাবে দিতে হয়।'

'সেটার কোন প্রয়োজন হবে না।' এ্যাডওয়ার্ড শান্ত স্বরে বলল।

'কেন তুমি আমাকে অ্যারেস্ট করছো না, বাবা?' আমি উপদেশ দিলাম। 'আমিই তাকে আঘাত করেছি।'

চার্লি তার ভুরু উঁচু করলেন। 'তুমি কি তার বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ দাখিল করতে চাও, জ্যাক?'

'না।' জ্যাকব মুখ ভেঙচি দিল। 'আমি সেই ব্যাপারটা যে কোন দিন মিটিয়ে নিতে পারব।'

এ্যাডওয়ার্ড মুখভঙ্গি করল।

'বাবা, তোমার রুমের কোথাও কি কোন বাস্কেটবল ব্যাট নেই? আমি এটা এক মিনিটের জন্য ধার নিতে চাই।'

চার্লি আমার দিকে অন্যরকমভাবে তাকুলিন। 'যথেষ্ট হয়েছে, বেলা।'

'এখন চলো কার্লিসলকে তোমার হাতটা দেখাও, তুমি জেলের কোন কক্ষে বন্দি হওয়ার আগে।' এ্যাডওয়ার্ড বলল। সে তার হাত আমার উপর রাখল এবং আমাকে দরজা থেকে টেনে নিল।

'সুন্দর।' আমি বললাম। তার দিকে ঝুকে গেলাম। আমি মোটেই রাগান্বিত নই। কারণ এখন এ্যাডওয়ার্ড আমার সাথে। আমি স্বস্তিবোধ করলাম। আমার হাত এখন আর আমাকে খুব একটা বিরক্ত করছে না।

আমরা নেমে হাঁটতে শুরু করলাম তখন আমাদের পিছন থেকে চার্লির উদ্বিগ্ন স্বরে ফিসফিসানি ভেসে এলো।

'তুমি কি করতে যাচ্ছ? তুমি কি উন্মত্ত হয়ে গেছো?'

'আমাকে এক মিনিট সময় দিন।' জ্যাকব উত্তর দিল। 'দুশ্চিন্তা করবেন না। আমি এখুনি ফিরে আসব।'

আমি পিছনের দিকে তাকালাম। জ্যাকব আমাদেরকে অনুসরণ করছে। চার্লি দরজার কাছে বিস্মিত এবং অস্বস্তি নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে।

এ্যাডওয়ার্ড প্রথমে তাকে উপেক্ষা করল। আমাকে গাড়ির দিকে নিয়ে গেল। সে আমাকে ভিতরে ঢুকতে সাহায্য করল। দরজা বন্ধ করে দিল। তারপর ঘুরে জ্যাকবের মুখোমুখি হলো।

আমি খোলা জানালা দিয়ে উদ্বিগ্ন মুখে দেখতে লাগলাম। চার্লিকে বাড়ির সামনে

দেখা যাচ্ছিল। সামনের রুম দিয়ে দেখার চেষ্টা করছে।

জ্যাকবের হাঁটার গতি স্বাভাবিক। তার হাত বুকের উপর ভাঁজ করে রাখা। কিন্তু তার মুখের চোয়াল শক্ত হয়ে আছে।

এ্যাডওয়ার্ড এত শান্ত এবং ভদ্রভাবে কথা বলতে শুরু করল যে এটা হুমকির চেয়ে অনেক বেশি শক্তিশালী মনে হলো। 'আমি তোমাকে এখন হত্যা করতে যাচ্ছি না। কারণ তাতে বেলা অনেক বেশি আপসেট হয়ে পড়বে।'

'হুম।' আমি গুঙিয়ে উঠলাম।

এ্যাডওয়ার্ড ঘুরে দাঁড়িয়ে তাড়াতাড়ি আমার দিকে হাসি ছুড়ে দিল। তার মুখ এখনও শান্ত। 'আজ সকালের ব্যাপারটা আমাকে বিরক্ত করেছে।' সে বলল।

তারপর সে জ্যাকবের দিকে ফিরে গেল। 'কিন্তু যদি তুমি তাকে আর কখনও এরকম আহত অবস্থায় নিয়ে আসো এবং আমি এটার পরোয়া করব না যে এটা কার দোষ। আমি এটার পরোয়া করব না যদি সে কোনভাবে আহত হয়, অথবা একটা উল্কাপিন্ড আকাশ থেকে পড়ে এবং তার মাথায় আঘাত করে— যদি তুমি তাকে আমার কাছে স্বাভাবিক অবস্থার চেয়ে একটু কম নিয়ে আসো যেমনটি আমি তাকে দিয়েছিলাম, তোমাকে তিন পায়ে দৌড়াতে হবে, তুমি কি সেটা বুঝতে পেরেছো, মনগ্রিল কুত্তা?'

জ্যাকব তার চোখ ঘোরাল।

'কে ফিরে যাচ্ছে?' আমি বিড়বিড় করে বললাম।

এ্যাডওয়ার্ড বলে চলল যেন সে আমার কথা শুনতে পায়নি। 'এবং যদি তুমি তাকে আর কখনও আবার চুমু খেয়েছো, আমি তার পক্ষ থেকে তোমার চোয়াল ভেঙে দেবো।' সে প্রতিজ্ঞা করল। তার কণ্ঠস্বর এখনও শান্ত ভেলভেটের মত। কিন্তু ভয়ংকর।

'কি হবে যদি সে আমাকে চায়?' জ্যাকব অবাধ্যের মত বলল।

'হাহ!' আমি নাক টানলাম।

'যদি সে সেটাই চায়, তাহলে আমি কোন কিছু বলব না।' এ্যাডওয়ার্ড কাঁধ ঝাকাল। কোন সমস্যা নেই। 'তুমি এটা বলার জন্য হয়তো অপেক্ষা করতে পার। তোমার বিশ্বাস করার পরিবর্তে। কিন্তু এটা তোমার মুখে।'

'তুমি আশা করতে পার।' আমি ব্যঙ্গাত্মক স্বরে বললাম।

'হ্যাঁ। সে তা পারে।' এ্যাডওয়ার্ড বিড়বিড় করে বলল।

'বেশ। যদি তুমি আমার মাথা নিয়ে এত মাথা ঘামাও।' জ্যাকব বিরক্তির স্বরে বলল, 'তাহলে কেন তুমি তার হাতের যত্ন নিচ্ছ না?'

'আরেকটা বিষয়।' এ্যাডওয়ার্ড ধীরে ধীরে বলল, 'আমি তার জন্য লড়াইও করব। তুমি সেটা জেনে রাখতে পার। আমি কোন কিছু গ্রান্টির জন্য নিচ্ছি না। আমি দ্বিতীয়বার লড়াই করব যতটা কঠিন লড়াই আমার পক্ষে করা সম্ভব।'

'ভাল।' জ্যাকব গর্জন করল। 'কারোর ভাগ্য নিয়ে মজা করার কিছু নেই।'

'সে আমার।' এ্যাডওয়ার্ডের নিচুলয়ের স্বর হঠাৎ করে গাঢ় হয়ে গেল। 'আমি কখনো বলিনি আমি ভালভাবে লড়াই করব।'

'আমিও করব না।'

'বেস্ট অব লাক।'

জ্যাকব মাথা নোয়াল। 'হ্যাঁ। হয়তো সবচেয়ে শ্রেষ্ট মানুষটি জিততে পারে।'

'সেটা তো বেশ ভালই শোনাচ্ছে...পপ...'

জ্যাকব মুখ ভেঙচি দিল, তারপর আবার মুখের ভাব স্বাভাবিক করে এ্যাডওয়ার্ডের দিকে ঝুঁকে হাসি দিল। আমি পেছনের দিকে তাকালাম।

'আমি আশা করি তোমার হাত তাড়াতাড়ি ভাল হয়ে যাবে। আমি সত্যিই তোমার এই আঘাত পাওয়ার জন্য দুঃখিত।'

শিশুসুলভভাবে আমি তার থেকে আমার মুখ ফিরিয়ে নিলাম।

এ্যাডওয়ার্ড গাড়ির দিকে হেঁটে এসে গাড়ির ড্রাইভারের পাশে বসল সেটা আমি দেখতে পেলাম না। তেমনি দেখলাম না জ্যাকব আবার বাড়ির দিকে ফিরে গেছি নাকি সেখানে দাঁড়িয়ে তখনও আমাকে দেখে যাচ্ছে।

'তুমি কেমন বোধ করছ?' এ্যাডওয়ার্ড জিজ্ঞেস করল।

'বিরক্ত। উত্তেজিত।'

সে শব্দ করে হাসল। 'আমি তোমার হাতের কথা জানতে চেয়েছি।'

আমি শ্রাগ করলাম। 'আগের চেয়ে খারাপ।'

'সত্যি।'

এ্যাডওয়ার্ড গাড়ি চালিয়ে তাদের গ্যারেজে রাখল। এমেট আর রোসালি সেখানে ছিল। তারা গাড়ির ভেতরে বসে ছিল।

এমেট রোসালির পাশে বসে ছিল।

এমেট কৌতুহলের সাথে আমাকে দেখতে লাগল যখন এ্যাডওয়ার্ড সাবধানের সাথে আমাকে ধরে ধরে নামাল। তার চোখ আমার বুকের উপর ভাঁজ করে রাখা হাতের দিকে।

এমেট হাসল। 'আবার পড়ে গেছো, বেলা?'

আমি তার দিকে আগুন দৃষ্টিতে তাকালাম। 'না, এমেট। আমি একটা নেকড়েমানবের মুখে ঘুষি মেরেছি।'

এমেট চোখ পিটপিট করল। তারপর হাসিতে ফেটে পড়ল।

যখন এ্যাডওয়ার্ড আমাকে নিয়ে তাদের পাশ দিয়ে যাচ্ছিল রোসালি ফিসফিস করে এমেটকে বলছিল, 'জেসপার বাজিটাতে জিতে যেতে চলেছে।' সে হেসে বলল।

এমেটের হাসি হঠাৎ করে বন্ধ হয়ে গেল। সে আমাকে ভালভাবে দেখতে লাগল।

'কি বাজি?' আমি থেমে জানতে চাইলাম।

'আগে তুমি কার্লিসলেকে দেখাও।' এ্যাডওয়ার্ড তাড়া দিল। সে এমেটের দিকে তাকিয়ে আছে। তার হাত কাঁপছে।

'কি বাজি?" আমি তার দিকে ঘুরে জোর গলায় বললাম।

'ধন্যবাদ, রোসালি।' সে বিড়বিড় করে বলল যখন সে তার হাত দিয়ে আমার কোমর জড়িয়ে ধরে আমাকে টেনে বাড়ির দিকে নিয়ে গেল।

'এ্যাডওয়ার্ড...' আমি রেগে উঠলাম।

'এটা অসীম।' সে কাঁধ ঝাকাল, 'এমেট আর জেসপার জুয়াবাজি পছন্দ করে।'

‘এমেট আমাকে বলবে।’ আমি ঘুরতে চেষ্টা করলাম। কিন্তু তার হাত আমাকে লোহার বারের মত আকড়ে রইল।

সে শ্বাস নিল, ‘তারা বাজি ধরেছিল কতবার তুমি...প্রথম বছরে পড়ে যাও।’

‘ওহ।’ আমি বুঝতে পারলাম, আমার ভয়ের ব্যাপারটা লুকানোর চেষ্টা করলাম, ‘তারা একটা বাজি ধরেছিল আমার ব্যাপারে কত মানুষ আমি হত্যা করতে পারব?’

‘হ্যাঁ।’ সে অনিচ্ছুকভাবে স্বীকার করল। ‘রোসালি মনে করে তোমার রাগ অদ্ভুতভাবে জেসপারের পক্ষে চলে যাবে।’

আমি কিছুটা উচ্চস্বরে বললাম, ‘জেসপারের বাজি বেশি।’

‘এটা তাকে তোমাকে ভাল অনুভব করতে দেবে যদি তুমি মেনে নেয়ার একটা কঠিন সময় কাটাও। সে চেষ্টা করছে সবচেয়ে দুর্বল ব্যাপারটা ধরতে।’

‘নিশ্চয় অবশ্যই আমি চেষ্টা করব। আমি অনুমান করছি আমি কয়েকটা অতিরিক্ত মানুষ হত্যা করতে পারি। এটা জেসপারকে সুখী করবে। কেন নয়?’ আমি বিড়বিড় করলাম। আমার গলার স্বর একঘেয়ে হয়ে গেল। আমি কল্পনায় পত্রিকার হেডলাইন দেখতে পেলাম, নামের তালিকা...

সে আমাকে চাপ দিল। ‘তোমার এখনই এটা নিয়ে চিন্তিত হওয়ার কিছু নেই। প্রকৃতপক্ষে, তোমার এটা নিয়ে কখনও চিন্তিত হওয়ার কিছু নেই। যদি তুমি সেটা না চাও।’

আমি গুঙিয়ে উঠলাম। এ্যাডওয়ার্ড ভাবল এটা আমার হাতের ব্যাথার কারণে। সে আমাকে তাড়াতাড়ি বাড়ির ভেতরে টেনে নিয়ে গেল।

আমার হাত ভেঙে গেছে কিন্তু সেখানে তেমন কোন ক্ষতি হয়নি। আমি সেখানে কাস্ট দিতে চাই না। কার্লিসলে বললেন আমি ব্রেস পরেও ভাল থাকব যদি আমি সেটা যত্ন করে রাখতে পারি। আমি সেটার ব্যাপারে প্রতিজ্ঞা করলাম।

এ্যাডওয়ার্ড বলল কার্লিসল আমার হাতে একটা ব্রেস বেশ সাবধানে ফিট করে দিতে পারবে। সে চিন্তিত ছিল আমি ব্যথা পাব কিনা। কিন্তু আমি তাকে আশ্বস্ত করলাম সে ব্যাপারে।

জেসপারের গল্পটা হলো নতুন সৃষ্টি করা ভ্যাম্পায়ারদের ব্যাপারে। সেগুলো আমার মাথার ভেতরে ঘুরপাক খেতে লাগল। এখন সেই গল্পগুলো তার কাছে খবরের মত এবং এমেটের আগ্রহ।

আমি বিস্মিত যে তারা এখন কি নিয়ে বাজি ধরতে পারে। কি তোমার মোটিভ বাড়ানোর পুরষ্কার হতে পারে যখন তোমার সবকিছুই আছে?

আমি সবসময়েই জানি যে আমি ভিন্ন কিছু হব। আমি আশা করি আমি এ্যাডওয়ার্ডের মত শক্তিশালী হব। এ্যাডওয়ার্ড বলেছিল আমি তেমন হতে পার... শক্তিশালী এবং দ্রুতগামী। সবার উপরে, সুন্দরী। এমন সুন্দরী যে এ্যাডওয়ার্ডের মত রুপবান পুরুষের পাশে দাঁড়াতে পারবে।

আমি বাকি অন্য জিনিসগুলো নিয়ে খুব একটা ভাবতে চাইলাম না যেটাও আমি একই সাথে হব। বুনো, রক্তপিপাসু। হতে পারে আমি হয়তো মানুষকে হত্যা করা থেকে বিরত হতে পারব না। অদ্ভুত আগন্তুক অপরিচিত মানুষ, যারা কখনো আমাকে

কোন ক্ষতি করেনি।

সিয়াটলের মত আমার হাতে আক্রান্তের সংখ্যা বাড়তে থাকবে। যাদের পরিবার আছে। আছে বন্ধুবান্ধব। আছে ভবিষ্যৎ। মানুষ যাদের জীবন আছে। আর আমি সেই দৈত্য হবো যে তাদের জীবন নেবে।

কিন্তু, সত্যটা হলো, আমি সেই অংশটা নিয়ন্ত্রণ করতে পারব। কারণ আমি এ্যাডওয়ার্ডকে বিশ্বাস করি। তারা পুরোপুরি বিশ্বাস করে। আমাকে যা দুঃখ দেয় এমন কিছু করা থেকে আমাকে বিরত রাখবে।

আমি জানি সে আমাকে এন্টার্টিকা মহাদেশে নিয়ে যাবে এবং পেঙ্গুইন শিকার করতে দেবে যদি আমি তাকে সেটা বলি। এবং একজন ভাল মানুষ হওয়ার জন্য যা কিছু করা দরকার সে তাই করবে। না ভাল মানুষ নয়! একটা ভাল ভ্যাম্পায়ার! সেই চিন্তা আমার ভেতরটা অন্যরকম হয়ে গেল। যদি নতুন দুশ্চিন্তাটা আমার মাথায় না আসে।

কারণ, আমি যদি সেইরকম কোন মানুষ হই— যেটা জেসপার আমার মাথার মধ্যে গেথে দিয়েছে— নতুন জন্মগ্রহণকারী ভ্যাম্পায়ারদের প্রতিকৃতি। তাহলে কি আমি নিজে সেরকম হতে পারব? এবং যদি আমি শুধু মানুষকে হত্যা করতে চাই, তাহলে এখন আমি যেসব কিছু করতে চাই তার কি হবে?

এ্যাডওয়ার্ড আমার প্রতি এতটাই অনুরক্ত যে আমি যখন মানুষ আছে তখন কোন কিছুই মিস করে না। সাধারণত দেখে এটা খুব বোকামো মনে হয়। সেখানে আমার তেমন কোন মানবীয় অভিজ্ঞতা নেই যেটা আমি মিস করেছি। আমি যতক্ষণ এ্যাডওয়ার্ডের সাথে আছি, আমি আর কি জিজ্ঞেস করতে পারি?

আমি তার মুখের দিকে তাকিয়ে রইলাম যখন কার্ললিসলে আমার হাত ঠিক করে দিতে লাগলেন। এই জগতে এ্যাডওয়ার্ডের চেয়ে আর বেশি কিছুই আমি চাই না।

সেটাই কি তখন পরিবর্তিত হয়ে যাবে?

সেখানে কি মানবীয় অভিজ্ঞতা থাকবে যেটা আমি ইচ্ছাকৃতভাবে ছেড়ে দিতে চাই না?

ষোল

'আমার পরার মত কিছুই নেই!' আমি নিজে নিজে গুঙিয়ে উঠলাম। আমার মাত্র কয়েকটা ময়লা জামাকাপড় বিছানার উপর দলামচা হয়ে আছে। আমার ড্রয়ার আর ক্লজেট শূন্য। আমি দলামচা করার কাপড়ের দিকে তাকিয়ে রইলাম। খুব ইচ্ছে ওখান থেকেই কিছু পরার।

আমার খাকি শার্টটা রকিং চেয়ারের উপরে। সেটাই এই মুহূর্তে উপযুক্ত পোশাক বলে মনে হচ্ছে, যাতে আমাকে সুন্দরী এবং বড়সড় দেখাবে। সেটা এমন কিছু যা বিশেষ উপলক্ষ্যে পরা যায়।

অনেক সময় চলে গেছে। আমি এখনও আমার প্রিয় পুরোনো সোয়েটার পরে

আছি। অদ্ভুত পোশাকটা এই ক্ষেত্রে খুব একটা ভাল দেখাচ্ছে না। অন্তত আমি এর চেয়ে ভাল কিছু পাওয়ার আগ পর্যন্ত।

আমি এগুলো পরে গ্রাজুয়েট হতে যাচ্ছি!

আমি বেডের উপর কাপড়ের মধ্যে ঘাঁটতে লাগলাম।

আমি জানতাম প্রকৃতপক্ষে আমি কি পরতে পারি– খুঁজে দেখব নাকি। অবশ্য যদি এটা এখনও পাওয়া যায়। আমার সেই অপূর্ব সুন্দর লালরঙা ব্লাউজ।

আমি দেয়ালে ঘুষি দিলাম।

'বোকা, চোর, বিরক্তিকর ভ্যাম্পায়ার!' আমি গুঙিয়ে উঠলাম।

'আমি কি করেছি?' এলিস জানতে চাইল।

সে খোলা জানালার উপর দিয়ে ভেতরে তাকাল যেন সে সারাক্ষণ ধরেই সেখানে ছিল।

'নক করো, নক করো।'

সে মুখ ভেঙচি দিয়ে যোগ করল। 'এটা কি আমার জন্য খুব কঠিন কিছু অপেক্ষা করা?'

সে একটা সাদা রঙের চারকোণা পাতলা বক্স আমার বিছানার উপর ছুড়ে দিল। 'আমি শুধু এই পাশ দিয়ে যাচ্ছিলাম। আমি ভেবেছিলাম তোমার পরার জন্য কোন কিছুর প্রয়োজন হতে পারে।'

আমি ওয়ার্ডরোব আর খাটের উপর আমার কাপড়ের উপর তাকালাম।

'স্বীকার করো,' এলিস বলল, 'আমি একজন জীবন বাঁচানেওয়ালী।'

'তুমি আমার লাইফসেভার।' আমি বিড়বিড় করে বললাম, 'ধন্যবাদ।'

'বেশ, তোমার পরিবর্তনের জন্য এটা সুন্দর কিছু। তুমি জানো না এটা কতটা বিরক্তিকর— কোন কিছু হারানো যেভাবে আমি বোধ করি। আমি এতটাই অকর্মণ্য বোধ করি। এতটাই...স্বাভাবিক।' সে শব্দগুলোর ভয়াবহতায় কেঁপে উঠল।

'আমি কল্পনাও করতে পারি না কতটা ভয়ানক সেই অনুভূতি। সাধারণের মত? হাহ।'

সে হেসে ফেলল। 'বেশ, অনন্তপক্ষে, এটা তোমার সেই বিরক্তিকর চোরকে নিয়ে ঝামেলা পোহাতে হবে না। এখন আমি শুধু এটা দেখতে চাইছি যে আমি সিয়াটলে দেখতে চাই না।'

সে যখন ওভাবে কথা বলে— একই বাক্যে দুটো পরিস্থিতি— সেটা অন্যরকম হয়ে যায়।

কিছু একটা আমাকে সারাটাদিন ধরে বিরক্ত করে চলেছে। কোন গুরুত্বপূর্ণ সংযোগ যেটা আমি একত্রে বাদ দিতে পারছি না। হঠাৎ এটা আমার কাছে পরিষ্কার হয়ে গেল। আমি তার দিকে তাকিয়ে রইলাম। আমার মুখ বরফের মত জমে গেল।

'তুমি কি এটা খুলতে যাচ্ছ না?' সে জিজ্ঞেস করল। সে শ্বাস নিল যখন আমি কোন নড়াচড়া করছিলাম না। তারপর সে বক্সটা নিয়ে উপরের অংশ খুলে ফেলল। সে কিছু একটা টেনে বের করল। এবং এটা উঁচু করে ধরল। কিন্তু এটা যে কি তার উপরে আমি মনোযোগ দিতে পারলাম না। 'সুন্দর, তুমি কি তাই মনে করো না? আমি

নীলরঙেরটা নিয়ে এসেছি। কারণ আমি জানি এ রঙটা এ্যাডওয়ার্ডের প্রিয়।'

আমি কিছুই শুনছিলাম না।

'এটা একই রকম।' আমি ফিসফিস করে বললাম।

'কি?' সে জানতে চাইল। 'এর মত কোন কিছুই তোমার নেই। জোরে চিৎকার করে বললেও, তোমার শুধুমাত্র একটা মাত্র স্কার্ট আছে।'

'না, এলিস! পোশাকের কথা ভুলে যাও। শোনো!'

'তুমি কি এটা পছন্দ করো নি?' এলিসের মুখ অপমানে কালো হয়ে গেল।

'শোনো, এলিস, তুমি কি দেখতে পাচ্ছ না? এটা একই! সেই একজন যে এটা ভেঙে ফেলেছিল চুরি করে নিয়েছিল এবং সেই নতুন সিয়াটলের নতুন ভ্যাম্পায়ার। তারা একসাথে!'

পোশাকটা তার হাত থেকে বক্সের উপর পড়ে গেল।

এলিস এবার তাকালাম, তার কণ্ঠস্বর হঠাৎ তীক্ষ্ম হয়ে গেল, 'কেন তুমি সেটা ভাবছ?"

'মনে করো এ্যাডওয়ার্ড কি বলেছিল? তোমার দেখার দৃষ্টি কেউ ব্যবহার করেছে তোমাকে নিউবর্নের দেখা থেকে বিরত রাখার জন্য? তারপর তুমি আগে কি বলেছিলে, সময়ের ব্যাপারে— আমার সেই চোর কতটাই সর্তক কোন রকম সংযোগ রাখার জন্য, যেন সে জানে তুমি সেটা দেখতে পারো। আমি মনে করি তুমি ঠিক, এলিস। আমি মনে করি সে সেটা জানে। আমি এটাও মনে করি, সেই সুযোগটার সদ্ব্যবহার করেছে। সবচেয়ে অদ্ভুত ব্যাপার হলো দুটো ভিন্ন মানুষ শুধু তোমার ব্যাপারে যথেষ্ট জানে তাই না কিন্তু আরো এটা একই সময়ে প্রকৃতপক্ষে একই সময়ে? কোন উপায় নেই। এটা একজন। একই ব্যক্তি। সেই একজন যে এই নতুন সেনাবাহিনী তৈরি করেছে, যে আমার গন্ধ চুরি করেছে।'

এলিস তেমন বিস্মিত হলো না। সে জমে গেছে এবং এত সময় ধরে .য আমি অপেক্ষা করতে লাগলাম। সে দুই মিনিটের মধ্যে কোন ধরনের নড়াচড়া করল না। তারপর তার চোখ আবার আমার দিকে তাকিয়ে রইল।

'তুমি ঠিক।' সে ফাঁকা স্বরে বলল। 'অবশ্যই তুমি ঠিক। আর যখন তুমি এটা সেইভাবে দেখবে...'

'এ্যাডওয়ার্ড ভুল করেছে।' আমি ফিসফিস করে বললাম। 'এটা একটা পরীক্ষা...দেখার জন্য যে এটাতে কাজ হয় কিনা। যদি সে এরকমভাবে ভেতরে প্রবেশ করে আবার বেরিয়ে যেতে পারে যেটা তুমি দেখতে পারবে না। যেমন আমাকে হত্যা করার চেষ্টা...এবং সে আমার জিনিসপত্র নেয়নি এজন্য যে প্রমাণ হয় সে আমাকে পেয়ে গেছে। সে আমার গন্ধ চুরি করেছে... যাতে অন্যরা আমাকে পেয়ে যেতে পারে।'

তার চোখ শকে বড়বড় হয়ে গেল। ঠিক ধরেছি। আমি দেখতে পেলাম সে এটাও জানে।

'ওহ, না।' সে বলল।

আমার আবেগ কোন নিয়ন্ত্রণে আনতে পারলাম না। আমি বুঝতে পারছিলাম কেউ একজন একদল সৈন্য সৃষ্টি করেছে— সেই সৈন্যরা ভয়ংকরভাবে সিয়াটলে ডজনখানিক

মানুষকে হত্যা করেছে... তাদের মুল উদ্দেশ্য আমাকে ধ্বংস করা। আমি স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললাম।

'বেশ,' আমি ফিসফিস করে বললাম, 'প্রত্যেকেই রিলাক্স থাকতে পারে। কেউ কুলিনদেরকে লক্ষ্য করার চেষ্টা করবে না।'

'যদি তুমি মনে করো একটা ব্যাপার পরিবর্তিত হয়ে গেছে, তুমি পুরোপুরি ভুল।' এলিস দাঁতে দাঁত চেপে বলল। 'যদি কেউ একজন আমাদের একজনকে চায়, তাহলে তাদেরকে আমাদের বাকি সবার সাথে যেতে হবে।'

'ধন্যবাদ, এলিস। কিন্তু অনন্তপক্ষে, আমরা জানি তারা কি জন্য সত্যিই ধাওয়া করছে। সেটা আমাদেরকে সাহায্য করবে।'

'হতে পারে।' সে বিড়বিড় করে বলল। সে আমার রুমের চারিদিকে তাকাতে লাগল।

ধপ, ধপ... আমার দরজার উপর হাতুড়ির বাড়ির মত পড়তে লাগল।

আমি লাফিয়ে উঠলাম।

এলিস যেন লক্ষ্যই করল না।

'তুমি কি এখনও রেডি হও নাই? আমাদের দেরি হয়ে যাচ্ছে!' চার্লি অভিযোগ করলেন। চার্লিও এইসব উৎসব অপছন্দ করে, যেমনটি আমি করি। তার কাছে, পোশাক পরিধান করতেই নানা রকম সমস্যা শুরু হয়।

'প্রায় হয়ে এসেছে। আমাকে আরেক মিনিট সময় দাও।' আমি কর্কশ স্বরে বললাম।

তিনি একটুখানির জন্য নিরব হলেন। 'তুমি কি কাঁদছ নাকি?'

'না। আমি নার্ভাস। চলে যাও।'

আমি শুনতে পেলাম তিনি সিঁড়ি দিয়ে নামছেন।

'আমার যেতে হবে।' এলিস ফিসফিস করে বলল।

'কেন?'

'এ্যাডওয়ার্ড আসছে। যদি সে এইসব শোনে...'

'যাও, যাও!' আমি তাড়াতাড়ি বললাম। এ্যাডওয়ার্ড ক্ষেপে যাবে যখন সে জানবে। আমি তার কাছ থেকে এটা দীর্ঘ সময়ের জন্য আড়াল করে রাখতে পারব না। কিন্তু এই গ্রাজুয়েশেনর সময়টা তার প্রতিক্রিয়ার জন্য ঠিক সময় নয়।

'এটা রাখো।' এলিস আদেশ করল জানালা দিয়ে বেরিয়ে যেতে যেতে।

সে যা বলল, আমি তাই করলাম। পোশাক পরে ফেললাম।

আমি পরিকল্পনা করলাম আমার চুলে আরো সুন্দর কিছু করার। কিন্তু সময় শেষ। তাই চুল সোজাভাবেই রাখলাম। আর অন্যদিনের মত বিরক্ত হলাম। এটা কোন ব্যাপার নয়। আমি আয়নার মধ্যে তাকাতে বিরক্তবোধ করি না। তো আমার কোন ধারণাই নেই কিভাবে এলিসের সোয়েটার আর স্কার্ট কেমন দেখাবে। সেটা কোন ব্যাপার নয়। আমি কুৎসিৎ হলুদ রঙের পলেস্টারের গ্রাজুয়েশনের আলখাল্লা আমার হাতে তুলে নিলাম এবং তাড়াতাড়ি সিঁড়ি দিয়ে নামতে লাগলাম।

'তোমাকে সুন্দর দেখাচ্ছে।' চার্লি বললেন, 'এটা কি নতুন?'

'হ্যাঁ।' আমি বিড়বিড় করে বললাম। মনোযোগ দেয়ার চেষ্টা করছি। 'এলিস এটা আমাকে দিয়েছে। ধন্যবাদ।'

তার বোন চলে যাওয়ার ঠিক কয়েক মিনিট পরে এ্যাডওয়ার্ড এলো। একত্রে আসার জন্য এটা ঠিক সময় নয়। কিন্তু যখন আমরা চার্লির ক্রুজারে চড়লাম, সে আমার কি সমস্যা হয়েছে সেটা প্রশ্ন করার কোন সুযোগ পেল না।

গত সপ্তাহে চার্লি বেশ জিদ্দী হয়ে উঠেছিলেন যখন জানতে পারলেন আমি গ্রাজুয়েশন অনুষ্ঠানে এ্যাডওয়ার্ডের গাড়িতে চড়ে যাচ্ছি। আর আমি তার ব্যাপারটাও ধরতে পারলাম। পিতামাতার গ্রাজুয়েশন অনুষ্ঠানে আসার অধিকার আছে। আমি সবার সাথে যোগাযোগ করলাম। এ্যাডওয়ার্ডকে ব্যাপারটা বললাম। এ্যাডওয়ার্ড আনন্দের সাথেই উপদেশ দিল আমরা সবাই একত্রে যেতে পারি। এমনকি কার্লিসল আর এসমের যাওয়ার ব্যাপারে কোন সমস্যা নেই। চার্লি কোন অভিযোগ করতে পারবে না। তিনি আনন্দের সাথে রাজি হলেন। এবং এখন এ্যাডওয়ার্ড আমার বাবার পুলিশের গাড়িতে পেছনের সিটে বসে আছে।

'তুমি কি ঠিক আছো?' এ্যাডওয়ার্ড ফিসফিস করে বলল যখন সে আমাকে সামনের সিট থেকে স্কুলের পার্কিং লটে নিয়ে এল।

'নার্ভাস।' আমি উত্তর দিলাম। এটা কোন মিথ্যে নয়।

'তোমাকে খুব সুন্দর দেখাচ্ছে।'

তাকে দেখে মনে হলো আমি কিছু বলি। কিন্তু চার্লি আমাদের মাঝে এসে পড়লেন এবং তার হাত আমার কাঁধে রাখলেন।

'তুমি কি উত্তেজিত?' তিনি প্রশ্ন করলেন।

' না। ততটা না।' আমি স্বীকার করলাম।

'বেলা, এটা অনেক বড় ব্যাপার। তুমি হাইস্কুল থেকে গ্রাজুয়েশন করছ। এখন তোমার কাছে প্রকৃত পৃথিবীর দ্বার খুলে যাবে। কলেজ। নিজের মত করে বড় হবে...তুমি এখন আর আমার সেই ছোট্ট মেয়েটি নও।' চার্লি ঢোক চিপে কথা শেষ করলেন।

'বাবা।' আমি গুঙিয়ে উঠলাম। 'দয়া করে আমাকে এখন কাঁদিয়ে দিও না। নিজেও কেঁদো না।'

'কে কাঁদছে?' তিনি গর্জে উঠলেন। 'এখন, কেন তুমি উত্তেজিত নও?'

'আমি জানি না। বাবা। আমি অনুমান করছি এটা আমাকে উত্তেজিত করছে না অথবা এই জাতীয় কিছু একটা।'

'এটা ভাল যে এলিস তোমার জন্য এই পার্টির আয়োজন করেছে। তোমার এমন কিছু একটা জিনিসের দরকার ছিল।'

'নিশ্চয়। একটা পার্টি আমার জন্য আসলেই দরকার ছিল।'

চার্লি আমার কণ্ঠস্বর শুনে হেসে ফেলল এবং আমার কাঁধ ধরে চাপ দিল।

এ্যাডওয়ার্ড মেঘের দিকে তাকিয়ে ছিল। তার মুখ চিন্তিত।

বাবা আমাদেরকে জিমনেসিয়ামের কাছে রেখে পিছনের দরজা দিয়ে প্রধান ঘরে প্রবেশ করল যেখানে অন্য পিতামাতারা ছিল।

এটা একটা গ্যাঞ্জামের ব্যাপার যে মিসেস কুপ সামনের অফিসের আর আমাদের ম্যাথ টিচার মিস্টার ভার্নার সবাইকে এলফেবিটিক্যালি লাইনে দাঁড় করানোর চেষ্টা করছে।

'সামনের দিকে, মিস্টার কুলিন।' মিস্টার ভার্নার এ্যাডওয়ার্ডের দিকে গর্জে উঠলেন।

'হেই, বেলা!'

আমি তাকিয়ে দেখলাম জেসিকা আমার দিকে লাইনের পিছন থেকে এগিয়ে আসছে। তার মুখে হাসি লেগে আছে।

এ্যাডওয়ার্ড তাড়াতাড়ি আমাকে চুমু খেল। শ্বাস নিল। তারপর সি লাইনের দিকে চলে গেল। এলিস সেখানে ছিল না। সে কি করতে যাচ্ছে? গ্রাজুয়েশন এড়াচ্ছে?

'এখানে এসো, বেলা।' জেসিকা আবার ডাকল।

জেসিকার পেছনে দাঁড়ানোর জন্য আমি হেঁটে লাইনের পেছনের দিকে গেলাম। কিছুটা কৌতুহলী হয়ে উঠেছি কেন সে হঠাৎ করে এতটা বন্ধুসুলভ হয়ে উঠেছে। যখন আমি তার কাছাকাছি গেলাম, এঞ্জেলা পাঁচজনের পিছনে। জেসিকাকে একই কৌতুহলের সাথে লক্ষ্য করছে।

আমি তার কাছাকাছি পৌছাতেই জেসিকা বিড়বিড় করে বলা শুরু করল।

'... এতটাই আশ্চর্যজনক। আমি বোঝাতে চাইছি, দেখে মনে হচ্ছে আমাদের এই মাত্র দেখা হয়েছে, এবং এখন আমাদের একত্রে গ্রাজুয়েশন হয়ে যাচ্ছে।' সে বলল।

'তুমি কি বিশ্বাস করো এটা শেষ হয়ে গেছে? আমি মনে করছি আমি চিৎকার দেব!'

'আমিও তাই।' আমি বিড়বিড় করে বললাম।

'সবকিছুই এতটাই অবিশ্বাস্য। তুমি কি এখন প্রথমদিনের কথা মনে করতে পারো? আমরা বন্ধু, ঠিক এইভাবে। সেই প্রথমবার আমাদের যখন দেখা হয়েছিল তখন থেকে। আশ্চর্য! আর এখন আমি ক্যার্লিফোর্নিয়ায় চলে যাচ্ছি। তুমি আলাস্কায় যাবে। আমি তোমাকে খুব বেশি মিস করব! তুমি আমাকে প্রতিজ্ঞা করো আমরা মাঝে মধ্যে একত্রিত হবো! আমি এতটাই খুশি যে তুমি একটা পার্টি দিয়েছো। এটা উপযুক্ত হয়েছে। কারণ আমরা সত্যিই একত্রে খুব বেশি একটা সময় কাটাইনি এবং আমরা সবাই এখন চলে যাচ্ছি...'

সে বকে যেতে লাগল। আর আমি বুঝতে পারলাম তার হঠাৎ করে ফিরে আসা এই বন্ধুত্ব আমাদের গ্রাজুয়েশনের নষ্টালজিয়ার কারণে হয়েছে। এই গ্রাজুয়েশনের পার্টির আমন্ত্রণের কারণে। আমি মনোযোগ দিলাম, শ্রাগ করলাম। আমি দেখতে পেলাম আমি খুশি যে আমাদের এই শেষটা জেসিকার সাথে বেশ ভালভাবে শেষ হবে।

কারণ এটা শেষ হতে যাচ্ছে। সেটা কোন ব্যাপার নয় এলিস শুরুর সময়ে যতই বলুক না কেন।

আমি তাড়াতাড়ি চলে গেলাম। আমার মনে হলো আমি ফাস্টফরওয়ার্ড বাটনে চাপ দিয়েছি।

তারপর এলিস তার কথা শুরু করল।

প্রিন্সিপাল গ্রিন নাম ডাকা শুরু করলেন। বেশ খানিকটা করে সময় নিয়ে একের পর এক নাম ডেকে চললেন।

আমি এলিসকে লক্ষ্য করছিলাম। সে হঠাৎ করে নাচের ভঙ্গিমায় উদিত হয়েছে। এ্যাডওয়ার্ড তার পেছনে। তার অভিব্যক্তি দ্বিধান্বিত। কিন্তু আপসেট নয়। তারা দুজনে পুরো ভিড় থেকে আলাদা হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। আমি বিস্মিত হলাম যে আমি তাদের মানবীয় রুপটা দেখতে পাচ্ছি। তারা যেন এমন দুজন স্বর্গীয় দেবদুত, তাদের পাখা ছাড়া সেখানে দাঁড়িয়ে আছে।

আমি শুনতে পেলাম মিস্টার গ্রিন আমার নাম ধরে ডাকলেন। আমি চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালাম। আমার সামনের লাইন এগোনোর জন্য অপেক্ষা করছিলাম। আমি সর্তক ছিলাম। আমি দেখতে পেলাম জ্যাকব চার্লির সাথে আছে। আমি জ্যাকবের কনুইয়ের নিচে বিলির মাথা দেখতে পেলাম।

মিস্টার গ্রিন নাম ডাকা শেষ করলেন। তারপর তিনি ডিপ্লোমাধারীদের সার্টিফিকেট দিতে শুরু করলেন।

'কনগ্রাচুলেশন। মিস স্টানলি।' তিনি বিড়বিড় করে বললেন যখন জেসিকা তারটা নিল।

'কনগ্রাচুলেশন। মিস সোয়ান।' তিনি আমার দিকে তাকিয়ে বিড়বিড় করলেন। আমার হাতে সার্টিফিকেট তুলে দিলেন।

'ধন্যবাদ।' আমিও বিড়বিড় করলাম।

আমি জেসিকার পাশে গিয়ে গ্রাজুয়েটদের লাইনে দাঁড়ালাম। জেসিকার চোখ লাল। সে তার গাউনের প্রান্ত দিয়ে মুখের উপর মুছছে। আমার কয়েক সেকেন্ড সময় লাগল বুঝতে যে জেসিকা কাঁদছে।

মিস্টার গ্রিন কিছু একটা বলছিলেন যেটা আমি শুনতে পাচ্ছিলাম না। আমার চারপাশের সবাই চিৎকার করছিল এবং হৈচৈ করছিল। হলুদ হ্যাঁটগুলো বৃষ্টির মত নিচে পড়তে লাগল। আমি আমারটা ফেলে দিলাম। একটু দেরি হলো। তারপর এটা মাটিতে পড়লো।

'ওহ, বেলা!' জেসিকা হঠাৎ বিড়বিড় করে আমার দিকে তাকিয়ে বলল। 'আমি এখনও বিশ্বাস করতে পারছি না, আমরা এটা করেছি।'

সে তার হাত দিয়ে আমার গলা জড়িয়ে ধরল। 'তুমি আমার সাথে প্রতিজ্ঞা করো আমরা কখনো আলাদা হবো না।'

আমিও তাকে জড়িয়ে ধরলাম। তার অনুরোধের ব্যাপারে আমি কিছুটা সচেতন হলাম। 'আমি খুবই খুশি যে আমি তোমাকে পেয়েছিলাম, জেসিকা। আমাদের জন্য খুব ভাল দুটো বছর ছিল।'

'অবশ্যই ছিল।' সে শ্বাস নিল। তারপর ফুঁপাতে লাগল। তারপর সে আমার গলা ছেড়ে দিল। 'লরেন!' সে চেঁচিয়ে উঠল। তাড়াতাড়ি দৌড়ে হলুদ গাউনের দিকে এগিয়ে গেল।

পরিবারগুলো একত্রিত হতে শুরু করেছে। তারা নিজেরা নিজেরা গুছিয়ে নিয়েছে।

আমার চোখে এঞ্জেলা আর বেন ধরা পড়ল। কিন্তু তারা তাদের পরিবার দ্বারা

ঘিরে আছে। আমি তাদের পরে কনগ্রাচুলেশন করতে পারব।

আমি মাথা ঘুরলাম। এলিসকে খুঁজছিলাম।

'কনগ্রাচুলেশন।' এ্যাডওয়ার্ড আমার কানের কাছে ফিসফিস করল। তার হাত আমার কোমর ধরে আছে। তার কণ্ঠস্বর অনেক শান্ত। তার কোন রকম তাড়া নেই।

'উম, ধন্যবাদ।'

'তোমাকে দেখেই মোটেই মনে হচ্ছে না যে তোমার স্নায়ুর উপর দিয়ে কোন চাপ গেছে।' সে লক্ষ্য করল।

'না, সে রকম কিছু নয়।'

'তোমাকে কি চিন্তিত করে তুলেছে? পার্টি? এটা তেমন ভয়ানক কোন কিছু হবে না।'

'তুমি সম্ভবত ঠিক বলেছ।'

'তুমি কাকে খুঁজছ?'

'এলিস— সে কোথায়?'

'সে বাইরে বেরিয়ে গেছে, যখনই তার সার্টিফিকেট নেয়া হয়ে গেছে।'

তার কণ্ঠস্বরে নতুন সুর। আমি তার দ্বিধান্বিত অভিব্যক্তি দেখার জন্য মুখের দিকে তাকালাম। সে জিমনেসিয়ামের পেছনের দরজার দিকে এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে। আমি একটা অদ্ভুত সিদ্ধান্ত নিলাম। সে প্রকারের যেটা আমি দুইবার চিন্তা করি। কিন্তু খুব কমই করি।

'এলিসকে নিয়ে দুশ্চিন্তা করছো?' আমি জিজ্ঞেস করলাম।

'ইয়ে...' সে উত্তর দিতে চাইল না।

'সে এ ব্যাপারে কি ভাবছে, যাই হোক? তোমাকে আলাদা করে বাইরে রাখা, আমি তাই বোঝাতে চাইছি।'

তার চোখ আমার মুখের উপর চমকাল। সন্দেহে চোখ সরু হয়ে গেল। 'সে লড়াইটার গুঞ্জন আরবী ভাষায় অনুবাদ করছে প্রকৃতপক্ষে। যখন সে সেটা শেষ করবে, সে তারপর কোরিয়ান সাইন লাঙ্গুয়েজে চলে যাবে।'

আমি হেসে উঠলাম। 'আমার মনে হয় সেটা তাকে অনেক বেশি ব্যস্ত রাখবে।'

'তুমি জানো সে নিজেকে আমার কাছ থেকে লুকিয়ে রাখছে।' সে দোষ দিল।

'নিশ্চয়।' আমি দুর্বলভাবে হাসলাম। 'আমিই সেই একজন যে এটার সাথে সাথে এসেছি।'

সে অপেক্ষা করতে লাগল। দ্বিধান্বিত।

আমি চারিদিকে তাকালাম। চার্লি এই ভীড়ের মধ্যে তার জায়গা করে নিয়েছে।

'এলিসকে তো জানি।' আমি তাড়াতাড়ি ফিসফিস করে বললাম, 'সে সম্ভবত সেটা তোমার কাছ থেকে পার্টির পরের জন্য দূরে রাখতে চেষ্টা করছে। কিন্তু যতক্ষণ পর্যন্ত আমি এখানে পার্টি শেষ হওয়ার আগ পর্যন্ত- বেশ, ইতস্তত করো না। ঠিক আছে? এটা সবসময় ভাল যতটুকু সম্ভব জানা। এটা যেভাবে হোক সাহায্য করবে।'

'তুমি কোন বিষয়ে কথা বলছ?'

আমি দেখতে পেলাম চার্লির মাথা অন্য সবার মাথা ছাড়িয়ে উকি দিল। তিনি

আমাকে খুঁজে ফিরছেন। তিনি আমাকে দেখতে পেলেন। এগিয়ে আসতে শুরু করলেন।

'শুধু শান্ত হয়ে থাকো, ঠিক আছে?'

এ্যাডওয়ার্ড একবার মাথা নোয়াল।

আমি তাড়াতাড়ি ফিসফিস করে আমার কারণটা তার কাছে ব্যাখ্যা করলাম। 'আমি মনে করি, আমাদের চারপাশ থেকে যেসব জিনিস আসছে তার ব্যাপারে তুমি ভুল ধারণা কর। আমি মনে করি এর প্রায়টুকু আমাদের নিকটে একপাশ থেকে আসছে... এবং আমি মনে করি এটা আমার কাছে আসছে, সত্যিই। এর সবকিছুই সম্পর্কযুক্ত। এটা হতে বাধ্য। এটা শুধু মাত্র একজন ব্যক্তি যে এলিসের দৃষ্টিক্ষমতাকে এলোমেলো করে দিয়েছে। আমার রুমে সেই আগন্তুকের চোরের মত আগমনটা শুধুই একটা পরীক্ষা। দেখা যে তার চারপাশে আর কেউ আছে কিনা। এটা সেই একজন যে তার মন পরিবর্তন করেছে এবং সেই নতুন জন্মগ্রহণকারীরা এবং আমার পোশাক চুরি করেছিল— সবকিছুই একসাথে ঘটেছে। আমার গন্ধ তাদের জন্য।'

তার মুখ এতটাই সাদা হয়ে গেল যে আমার কাছে কথা শেষ করা খুব কঠিন হয়ে গেল।

'কিন্তু কেউ তোমার জন্য আসছে না, তুমি কি সেটা দেখোনি? এটা খুবই ভাল -- এসমে আর এলিস এবং কার্লিসলে, কেউ তাদেরকে আহত করতে চায় না!'

তার চোখ বড়বড় হয়ে গেল। ভয়ে আতঙ্কে প্রসারিত। আতঙ্কিত। সে দেখতে পারে যে আমি ঠিক। যেমনটি এলিস পারে।

আমার হাত তার চিবুকে রাখলাম। 'শান্ত হও।' আমি অনুনয় করলাম।

'বেলা!' চার্লি ডাক দিলেন। তার আশেপাশের পরিবারের জটলা ঠেলে ঠেলে আমার কাছে এগিয়ে এসেছেন।

'কনগ্রাচুলেশন, সোনা!' তিনি এখন চেচিয়ে চলেছেন। যদিও তিনি এখন আমার কানের কাছেই। তিনি আমাকে জড়িয়ে ধরলেন। এ্যাডওয়ার্ডকে বাধ্য হয়েই সরে যেতে হলো।

'ধন্যবাদ।' আমি বিড়বিড় করে বললাম। এখনও এ্যাডওয়ার্ডের মুখের দিকে তাকিয়ে আছি। সে এখনও নিজেকে নিয়ন্ত্রণে নিয়ে আসতে পারেনি।

তার হাত আমার দিকে কিছুটা প্রসারিত করা। যেন সে আমাকে ধরতে চাইছে এবং আমাকে নিয়ে ছুটে পালিয়ে যেতে চাইছে। তারপর সে কিছুটা নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারল।

'জ্যাকব আর বিলি এখনই চলে যাবে, তুমি কি দেখেছো তারা কোথায়?' চার্লি জিজ্ঞেস করলেন। একটু পিছিয়ে গেলেন। কিন্তু তার হাত তখনও আমার কাধে। তার পিছনে এ্যাডওয়ার্ড সম্ভবত তাকে দেখতে পেয়েছে। কিন্তু সেটা মাত্র এক মুহূর্তের জন্য। এ্যাডওয়ার্ডের মুখ হা হয়ে গেল। তার চোখ এখনও ভয়ে আগের মতই প্রসারিত।

'হ্যাঁ।' আমি বাবাকে আশস্ত করলাম। অনেক বেশি মনোযোগ দেয়ার চেষ্টা করলাম। 'তাদের কথাও শুনলাম।'

'ব্যাপারটা খুবই ভাল যে তারা দেখা দিয়েছে।' চার্লি বললেন।

'উমম।'

ঠিক আছে। এ্যাডওয়ার্ডকে বলা সত্যিই একটা খারাপ ধারণা। এলিস ঠিক যে তার চিন্তাভাবনা মেঘাচ্ছন্ন হয়ে আছে। আমার অপেক্ষা করা উচিত ছিল যতক্ষণ না আমার দুজনে কোথায় একা হতাম। হতে পারে সেটা পরিবারের বাকি সবাই বাদে। তার কাছাকাছি ভাঙার মত কিছুই নেই— যেমন জানালা...গাড়ি... স্কুল বিল্ডিং। তার মুখের ভাব দেখে ভয় পেয়ে গেলাম।

'তো তুমি কোথায় তোমার ডিনারের জন্য যেতে চাও?' চার্লি জিজ্ঞেস করলেন।

'আমি নিজে রান্না করতে পারি।'

'বোকার মত কথা বলো না। তুমি কি লজে যেতে চাও?' সে উৎসুক্যের সাথে জিজ্ঞেস করল।

আমি চার্লির প্রিয় বিশেষ রেস্টুরেন্টের খাওয়া খুব একটা উপভোগ করি না। কিন্তু এইক্ষেত্রে, কি আর পার্থক্য থাকবে? আমি কোন মতেই এখন কিছু খেতে পারব না।

'নিশ্চয়, লজে। ঠিক।' আমি বললাম।

চার্লি বড় করে হাসলেন। তারপর শ্বাস নিলেন। তিনি তার মাথা কিছুটা এ্যাডওয়ার্ডের দিকে ঝুকিয়ে দিলেন। সত্যিই তার দিকে তেমনভাবে তাকুলিন না।

'তুমিও আসছ, এ্যাডওয়ার্ড?'

আমি তার দিকে তাকিয়ে রইলাম।

'না, ধন্যবাদ।' এ্যাডওয়ার্ড শক্তভাবে বলল। তার মুখ কঠোর কঠিন এবং বরফ শীতল।

'তুমি কি তোমার পিতামাতার সাথে যাওয়ার পরিকল্পনা করেছো?' চার্লি বিস্মিত গলায় প্রশ্ন করলেন। চার্লি যেমন আশা করেন এ্যাডওয়ার্ড তার সাথে তার চেয়ে অনেক ভদ্র ব্যবহার করে। হঠাৎ করে এই একগুয়েমী তাকে বিস্মিত করল।

'হ্যাঁ। যদি আপনি আমাকে ক্ষমা করেন...' এ্যাডওয়ার্ড বেপরোয়াভাবে ঘুরে গেল এবং ভিড়ের দিকে মিশে গেল।

'আমি তাকে কি বলেছি?' চার্লি দোষী ভাব নিয়ে জিজ্ঞেস করলেন।

'এটা নিয়ে চিন্তা করো না, বাবা।' আমি তাকে আশ্বস্ত করলাম। 'আমি মনে করি না সে তোমার উপর নাখোশ হয়েছে।'

'তোমরা দুজনে আবার ঝগড়া করেছো?'

'কেউ ঝগড়া করেনি। তোমার নিজে কাজে যাও বাবা।'

'তুমিই আমার কাজ।'

আমি চোখ ঘোরালাম। 'চলো তাহলে খেতে যাই।'

লজটা ভিড়ে ভর্তি। এই জায়গাটা আমার মতে খাবারের দাম অনেক বেশি। কিন্তু এটাই এই শহরের সবচেয়ে ভাল রেস্টুরেন্ট। কাজেই সবসময়েই ভিড়ে ভর্তি। সেখানে প্রায় প্রত্যেকেই গ্রাজুয়েশন শেষে এসেছে। বেশিরভাগই তাদের ভবিষ্যত পরিকল্পনা নিয়ে কথা বলছে।

আমি সামনের জানালার কাছে বসলাম। আমি জানি কোন কিছু দেখতে সমর্থ

হবো না। শুধু আমি জানি সেখানে কোন সুযোগ নেই সে আমাকে এভাবে গার্ডহীন অবস্থায় রেখে যাবে। এই ঘটনার পরে তো নয়ই।

ডিনার দেয়া হলো। চার্লি সেটা সার্ভ করার জন্য ব্যস্ত হয়ে পড়লেন। আমি আমার বার্গার তুলে নিলাম। তিনি খুব ধীরে ধীরে ন্যাপকিন বাধতে লাগলেন। আমি নিশ্চিত তার মনোযোগ অন্য কোথাও। তাকে দেখে মনে হলো তিনি অনেক সময় নিয়ে খাওয়ার কাজ শেষ করতে চান। কিন্তু যখন আমি ঘড়ির দিকে তাকালাম— যেটা আমি খুব প্রয়োজন না হলে দেখি না। আমার হাত দ্রুত চলতে লাগল।

শেষ পর্যন্ত চার্লিও তাড়াতাড়ি কাজ শেষ করলেন এবং টেবিলের উপর টিপস রাখলেন। আমি উঠে দাঁড়ালাম।

'তোমার কি ব্যস্ততা আছে?' তিনি জিজ্ঞেস করলেন।

'আমি এলিসকে জিনিস গোছানোর ব্যাপারে সাহায্য করতে চাই।'

'ঠিক আছে।' তিনি আমার দিক থেকে অন্য সবার দিকে ঘুরলেন। তারপর সবাইকে গুড নাইট জানালেন। আমি বাইরে বেরিয়ে তার ক্রুজারের পাশে অপেক্ষা করতে লাগলাম।

আমি প্যাসেঞ্জার দরজার কাছে ঝুঁকে দাঁড়ালাম। অপেক্ষা করছিলাম তিনি কখন সবাইকে বিদায় জানিয়ে এখানে আসেন।

পার্কিংলটে এরই মধ্যে অন্ধকার নেমে গেছে। আকাশ এতটাই গাঢ় মেঘে ঢাকা যে বোঝা যাচ্ছে সূর্য এর মধ্যে ডুবে গেছে কিনা।

বাতাসও ভারী হয়ে আছে। যেন এখুনি বৃষ্টি নামবে।

অন্ধকার ছায়ার মধ্যে কিছু একটা নড়াচড়া করছে।

আমার আটকে রাখা নিঃশ্বাস ছেড়ে দিলাম যখন এ্যাডওয়ার্ড অন্ধকারের মধ্য থেকে বেরিয়ে এলো।

কোন কথা না বলে সে আমাকে তার বুকের উপর টেনে নিয়ে জোরে চেপে ধরল। তার বরফ শীতল হাত আমার চিবুক উঁচু করে ধরল। আমার মুখ টেনে ধরল যাতে সে তার কঠোর ঠোঁট আমার ঠোঁটের উপর চেপে ধরতে পারে। আমি তার চোয়ালের কাঠিন্য থেকে তার টেনশন বুঝতে পারলাম।

'তুমি কেমন আছো?' সে আমাকে শ্বাস নিতে দিলে আমি জিজ্ঞেস করলাম।

'খুব একটা ভাল নয়।' সে বিড়বিড় করে বলল। 'কিন্তু আমি এটা নিজের হাতে নেয়ার সুযোগ পেয়েছি। দুঃখিত যে আমি এটা হারিয়ে ফেলেছিলাম।'

'আমার দোষ। আমার তোমাকে এটা বলার জন্য অপেক্ষা করা উচিত ছিল।'

'না।' সে অসম্মত হলো। 'এই জিনিসটা আমার জানার দরকার ছিল। আমি বিশ্বাস করতে পারি না আমি এটা দেখতে পাইনি।'

'তোমার মনের মধ্যে অনেক কিছুই আছে এজন্য।'

'এবং তুমি বলো নাই?'

সে হঠাৎ করে আমাকে চুমু খেল। আমাকে উত্তর দিতে দিল না। সে সেকেন্ডের মধ্যে আমাকে ঠেলে দিল। 'চার্লি এই পথে আসছে।'

'আমি তাকে তোমার বাড়ির সামনে নামিয়ে দিতে বলব।'

'আমি সেখানে তোমাকে অনুসরণ করব।'

'সেটা সত্যিই খুব প্রয়োজনীয় নয়।' আমি বলার চেষ্টা করলাম। কিন্তু সে এরই মধ্যে চলে গেছে।

'বেলা?' চার্লি রেস্টুরেন্টের দরজাপথ থেকে ডাক দিল। অন্ধকারের মধ্যে আমাকে খুঁজে ফিরছে।

'আমি এখানে।'

চার্লি গাড়ির কাছে চলে এলেন। অধের্যের জন্য বিড়বিড় করতে লাগলেন।

'তো, তুমি কেমন বোধ করছ?' সে আমাকে জিজ্ঞেস করল। সে উত্তর দিকে গাড়ি চালাতে লাগল। 'অনেক বড় একটা দিন গেল।'

'আমি ভাল বোধ করছি।' আমি মিথ্যে বললাম।

তিনি হাসলেন। আমাকে সহজ দেখে সহজ হলেন। 'পার্টি নিয়ে চিন্তিত ছিলে?' তিনি অনুমান করলেন।

'হ্যাঁ।' আমি আবার মিথ্যে বললাম।

এইবার তিনি আর লক্ষ্য করলেন না। 'তুমি কখনোই পার্টির জন্য উপযুক্ত নও।'

'আমি বিস্মিত— কোত্থেকে আমি এমনটি হয়েছি।' আমি বিড়বিড় করে বললাম।

চার্লি শব্দ করে হাসলেন। 'বেশ, তোমাকে খুব ভাল দেখাচ্ছে। আমি আশা করছি আমি তোমার জন্য কিছু একটা পেয়েছি। দুঃখিত।'

'বোকামো করো না বাবা।'

'ব্যাপারটা বোকামো নয়। আমি অনুভব করি আমি সবসময় তোমার জন্য সবকিছু করতে পারি না।'

'সেটা হাস্যকর। তুমি একটা অসাধারণ চাকরি করো। তুমি পৃথিবীর শ্রেষ্ট পিতা। এবং...' চার্লির সাথে এসব ব্যাপারে কথা বলা সহজ নয়। কিন্তু আমি গলা খাকারি দিয়ে গলা পরিষ্কার করলাম। 'এবং আমি সত্যিই আনন্দিত আমি তোমার সাথে বাস করতে এসেছি, বাবা। এটা আমার জীবনের সর্বোত্তম আইডিয়া এ পর্যন্ত আমি যা করেছি। তো চিন্তিত হয়ো না... তুমি এখন গ্রাজুয়েশন উত্তর হতাশার দিকটা দেখতে পাচ্ছ।'

তিনি নাক টানলেন। 'হতে পারে। কিন্তু আমি নিশ্চিত আমি কয়েকটা জায়গায় ভুল করেছি। আমি বোঝাতে চাইছি, তোমার হাতের দিকে তাকাও!'

আমি নিজের হাতের দিকে তাকিয়ে রইলাম। আমার বাম হাতটা সিটের উপর রাখা যেটা ব্রেস দিয়ে আটকানো।

আমার ভাঙা আঙুলের গাট আমাকে খুব বেশি আহত করছে না।

'আমি কখনও ভাবিনি কিভাবে পাঞ্চ ছুড়তে হয় সেটা আমি কখনও তোমাকে শেখানি। অনুমান করছি সেই ব্যাপারে আমি ভুল করেছিলাম।'

'আমার মনে হয় তুমি জ্যাকবের দিকে?'

'আমি কোন পক্ষে সেটা কোন ব্যাপার নয়। যদি কেউ তোমার অনুমতি ব্যতীত তোমাকে চুমু দেয়, তুমি তোমার অনূভুতিটা নিজেকে আহত না করে পরিষ্কারভাবে বুঝিয়ে দেবে। তুমি তোমার আঙুলগুলো হাতের মুঠোর মধ্যে লুকিয়ে রাখবে না, তাই কি?'

'না বাবা। তোমার কথা আমি বুঝতে পেরেছি। কিন্তু আমি মনে করি না সেই জাতীয় শিক্ষা কোন সাহায্য করবে। জ্যাকবের মাথা সত্যিই অনেক শক্ত।'

চার্লি হাসলেন। 'পরেরবার তার পশ্চাৎদিকে আঘাত করো।'

'পরের বার?' আমি অবিশ্বাসে জিজ্ঞেস করলাম।

'আউ, ওই ছেলেটার প্রতি অতটা নিষ্ঠুর হয়ো না। সে একটা বাচ্চা ছেলে।'

'সে অত্যন্ত আপত্তিকর।'

'সে এখনও তোমার বন্ধু।'

'আমি জানি।' আমি শ্বাস নিলাম। 'আমি এখনও সত্যিই জানিনা এখানে আমার সঠিক কোন কাজটা করা উচিত, বাবা।'

চার্লি ধীরে ধীরে মাথা নোয়ালেন। 'হ্যাঁ। সঠিক জিনিসটা সবসময় তেমন সুস্পষ্ট কিছু হয় না। কোন কোন সময় সঠিক জিনিসটা একজনের জন্য সঠিক হলেও অন্যজনের জন্য ভুল হয়ে যায়। তো...এসব ব্যাপারে সৌভাগ্যের উপর ছেড়ে দিতে হয়।'

'ধন্যবাদ।' আমি বিড়বিড় করে বললাম।

চার্লি আবার হাসলেন। তারপর ভুরু কুঁচকালেন। 'যদি এই পার্টিটা ততটাই বন্য হয়ে যায়...' তিনি শুরু করলেন।

'এটা নিয়ে চিন্তিত হয়ো না, বাবা। কার্লিসলে আর এসমে সেখানে থাকতে যাচ্ছে। আমি নিশ্চিত তুমিও সেখানে আসতে পারো। যদি তুমি আসতে চাও।'

চার্লি অন্ধকারের দিকে তাকিয়ে মুখভঙ্গি করলেন। চার্লি আমার মতই পার্টির উপভোগের ব্যাপারে তেমন আগ্রহী নয়।

'কোথায় থামব, আবার?' তিনি জিজ্ঞেস করলেন। 'মনে হয় তাদের ড্রাইভের পথটা পরিষ্কার করে রেখেছে। অন্ধকারে এটা খুঁজে বের করা অসম্ভব।'

'ঠিক পরের মোড়ের কাছে রাখো, আমি মনে করি।' আমি ঠোঁট চেপে ধরলাম। 'তুমি জানো, তুমিই ঠিক। এটা খুঁজে পাওয়া অসম্ভব। এলিস বলেছিল সে নিমন্ত্রণের কার্ডে একটা ম্যাপ একে দেবে। কিন্তু আমার মনে হয় সেটাতেও কাজ হবে না। প্রত্যেকেই হারিয়ে যাবে।' আমি এই ধারণায় আনন্দে হেসে উঠলাম।

'হতে পারে।' চার্লি রাস্তার মোড়ের দিকে যেতে যেতে বললেন, 'আবার নাও হতে পারে।'

জমাট অন্ধকারের মধ্যে কুলিনদের ড্রাইভওয়ে কোন দিকে হতে পারে ধারণা করলাম। মোড় ঘুরতেই সেটা পেয়ে গেলাম। কেউ একজন গাছের গায়ে হাজার হাজার মরিচ বাতি জ্বালিয়ে দিয়েছে। সেগুলো জোনাকির মত জ্বলছে। এটা মিস করা অসম্ভব।

'এলিস।' আমি তিক্তস্বরে বললাম।

'ওয়াও।' চার্লি ড্রাইভে ঘুরতে ঘুরতে বললেন। প্রবেশ মুখের দুটো গাছে শুধুমাত্র কোন আলো সংযোজন করা হয়নি।

বিশ ফুট দুরে বিশাল সাদা বাড়িটা দেখা যাচ্ছে।

'সে অর্ধেকটা পথ এমনটি করেনি, তাই করেছে কি?' চার্লি বিড়বিড় করে বললেন।

'নিশ্চয় তুমি ভেতরে আসতে চাও না?'

'একশভাগ নিশ্চিত। মজা করো, বাচ্চারা।'

'অনেক ধন্যবাদ, বাবা।'

তিনি নিজের মনেই হাসলেন। আমি বেরিয়ে গেলাম এবং গাড়ির দরজা বন্ধ করে দিলাম। আমি তাকে ড্রাইভওয়েতে লক্ষ্য করলাম, এখনও মুখভেঙচি দিয়ে আছে। একটা শ্বাস নিয়ে, আমি সিঁড়ি দিয়ে মার্চের মত করে পার্টিতে প্রবেশ করলাম।

সতের

'বেলা?'

এ্যাডওয়ার্ডের নরম স্বর পিছন থেকে আমার কাছে এলো। তাকে দেখার জন্য আমি দ্রুততার সাথে ঘুরে গেলাম। সে পোর্চের দিক থেকে আসছিল। দৌড়ানোর কারণে তার চুল বাতাসে উড়ছিলো। সেই মুহূর্তে সে দুহাতে আমাকে তার দিকে টেনে নিল। যেমনটি সে পার্কিংলটে করেছিঁলো। সে আবার আমাকে চুমু খেল। তার ঠোঁট আছড়ে পড়ল আমার নিস্প্রাণ ঠোঁটের উপর।

তার চুমু আমাকে ভীত করে তুলল। সেখানে অনেক বেশি টেনশন ছিল। খুব শক্তভাবে তার ঠোঁট আমার ঠোঁটের উপর চেপে বসেছিল। যেন সে খুবই ভয় পেয়েছে যে আমরা শুধুমাত্র আমাদের ছেড়ে যাওয়ার মত অবস্থা হয়েছে।

আমি নিজেকে সে রকম কিছু ভাবতে দিলাম না। যদিও আমি পরবর্তী কয়েক ঘণ্টার জন্য মানুষের মত আচরণ করতে যাচ্ছি। তবুও না।

আমি তার কাছ থেকে নিজেকে সরাতে চাইলাম।

'এখন চলো, এই জঘন্য পার্টিটা শেষ করা যাক।' আমি তার চোখের দিকে না তাকিয়ে বিড়বিড় করে বললাম।

সে তার একহাত আমার মুখের একপাশে রাখল। আমার মুখ তুলে তাকানোর জন্য অপেক্ষা করছিল।

'আমি তোমার উপরে কোন কিছুই ঘটতে দেবো না।'

আমার ভাল হাতের আঙুল দিয়ে তার ঠোঁট স্পর্শ করলাম। 'আমি আমার নিজেকে নিয়ে এতটা চিন্তিত নই।'

'তাহলে আমি কেন তাতে বিস্মিত হবো না?' সে বিড়বিড় করে নিজেকে বলল।

সে বড় করে শ্বাস নিল, তারপর ছোট্ট করে হাসল। 'সেলিব্রেটের জন্য প্রস্তুত?' সে জিজ্ঞেস করল।

আমি গুঙিয়ে উঠলাম।

সে আমার জন্য দরজা ধরে রইল। সে তার হাত আমার কোমরে খুব নিরাপত্তার সাথে দিয়ে রাখল। আমি সেখানে এক মুহূর্তের জন্য জমে দাঁড়িয়ে রইলাম। তারপর খুব ধীরে ধীরে মাথা নাড়ালাম।

'অবিশ্বাস্য?'

এ্যাডওয়ার্ড শ্রাগ করল, 'এলিস এলিসই থাকবে। বদলবে না কোনদিন।'

কুলিনদের বাড়ির ভেতরটা একটা নাইটক্লাবে রুপান্তরিত হয়েছে। এটা এই প্রকারের যেন সেটার অস্তিত্ব বাস্তবে থাকে না। শুধুমাত্র টিভিতে দেখা যায়।

'এ্যাডওয়ার্ড!' এলিস পাশ থেকে বিশাল একটা স্পিকারের ভেতর দিয়ে বলল। 'তোমার উপদেশ আমার দরকার।' অনুমান করছি সিডির কোন টাওয়ারের দিকে আছে। 'আমরা কি তাদেরকে পরিচিত এবং স্বস্তিদায়ক অবস্থা দেব? অথবা'— সে এবারে ভিন্ন একটা স্তুপের দিকে অনুমান করল— 'সংগীতের ব্যাপারে তাদের স্বাদ পরখ করাবো?'

'এটা শুধু স্বস্তিদায়ক অবস্থায় রাখো।' এ্যাডওয়ার্ড আদেশ দিল। 'তুমি শুধু ঘোড়াকে পানির কাছেই নিয়ে যেতে পারো।'

এলিস গুরুত্বের সাথে মাথা উপর নিচ করল। তারপর বক্সের শিক্ষামূলক সিডির দিকে তাকিয়ে রইল। আমি লক্ষ্য করলাম সে তার টপস এবং লালরঙা লেদার প্যান্ট পরিবর্তন করেছে। তার নগ্ন ত্বকের উপর লাল এবং পার্পল লাইট খেলা করছে।

'আমার মনে হয় আমি নগ্ন অবস্থায় আছি।'

'তুমি ঠিক আছো।' এ্যাডওয়ার্ড একমত হলো না।

'আমি সেটা করব।' এলিস জানালো।

'ধন্যবাদ।' আমি শ্বাস নিলাম। 'তুমি কি সত্যিই মনে করো লোকজন আসবে?' যে কেউ আমার কণ্ঠস্বরে আশাবাদের ব্যাপারটা বুঝতে পারবে।

এলিস আমার দিকে তাকিয়ে রইল।

'প্রত্যেকেই আসবে।' এ্যাডওয়ার্ড উত্তর দিল। 'তারা সবাই কুলিনদের রহস্যময় বাড়ির ভেতরটা দেখার জন্য মরমে মরে যাচ্ছে।'

'অবিশ্বাস্য, ফাবুলাস।' আমি গুঙিয়ে উঠলাম।

সেখানে আমার সাহায্য করার মত কিছুই ছিল না। আমার সন্দেহ আছে— এমনকি যদি আমার ঘুমের প্রয়োজন না হয় এবং এত দ্রুত যেতে না পারি— তাহলে যেভাবে এলিস কাজ করে যায় সেভাবে হয়তো কাজ করতে পারব।

এ্যাডওয়ার্ড সেকেন্ডের জন্য আমাকে যেতে অস্বীকার করল। আমাকে তার সাথে টেনে নিয়ে গেল যাতে আমি জেসপার এবং কার্লিসলেকে আমার ব্যাপারে বলতে পারি। আমি নিঃশব্দে ভয়ের সাথে সিয়াটলে সেনাবাহিনীর উপর তাদের আক্রমণের আলোচনা শুনছিলাম। আমি বলতে পারি যেভাবে তারা দাঁড়িয়েছিল জেসপার তাতে সন্তুষ্ট ছিল না। কিন্তু তারা তানিয়ার অনিচ্ছুক পরিবারের কারোর সাথে যোগাযোগ করতে পারছিল না। এ্যাডওয়ার্ড যেভাবে তার ডেসপারেশন লুকানোর চেষ্টা করে জেসপার সেটা করছিল না। এটা খুব সহজেই দেখা যাচ্ছিল সে এরকম ভাবে জুয়া খেলতে অভ্যস্ত নয়।

আমি এরকমভাবে পিছনে দাঁড়িয়ে থাকতে পারছিলাম না। তাদের বাড়িতে আসার জন্য আশা নিয়ে অপেক্ষা করতে পারছিলাম না। আমি পারছিলাম না। আমি পাগল হয়ে যাব।

দরজার বেল বেজে উঠল।

সেই মুহূর্তে, সবকিছুই সুরিয়ালিস্টেকের মত স্বাভাবিক হয়ে গেল। উষ্ণ, ভদ্র এবং পরিমিত হাসি কার্লিসলের মুখে খেলা করছিল। এলিস মিউজিকের ভলিয়্যুম বাড়িয়ে দিল এবং তারপর নেচে নেচে দরজার দিকে গেল।

একটা সাবারবান গাড়িতে ভর্তি হয়ে আমার বন্ধুরা এসেছে। কেউ কেউ খুবই ভীত অথবা খুব ভয়ে ভয়ে আছে তাদের এখানে পৌছানোর জন্য।

জেসিকাই প্রথমে দরজার কাছে এলো, মাইক ঠিক তার পিছনে। টেইলার, কনার, অস্টিন, লি, স্যামান্থা...এমনকি লরেনও শেষ পর্যন্ত এসেছে। তার সন্দিগ্ধ চোখে কৌতূহল ঘোরাফেরা করছে। তারা সবাই কৌতূহলী। তারপর তারা বিশাল রুমের ভেতরটা দেখে কিছুটা চমকিত হলো। রুমটা খালি ছিল না। সব কুলিনরাই তাদের জায়গা দখল করে বসে আছে। তারা সবাই মানুষের চরিত্রে অভিনয় করার জন্য প্রস্তুত। আজ রাতে আমি এমনটি অনুভব করলাম যেন আমি তারা যা করছে তার প্রতিটিতে অভিনয় করে যাচ্ছি।

আমি জেসিকা আর মাইককে অভ্যর্থনা করে এগিয়ে আনতে গেলাম। আশা করছি আমার কণ্ঠস্বরে সত্যিকারের উত্তেজনা ফুটে উঠবে।

আমি কারোর সাথে দেখা করার আগে আবার দরজার বেল বেজে উঠল। আমি এঞ্জেলা আর বেনকে ভেতরে আসতে দিলাম। দরজা ছেড়ে দিয়ে দাঁড়ালাম। কারণ এরিক আর কেইটি ঠিক সেই মুহূর্তে হাজির হয়েছে।

আমি আতংকিত হওয়ার আর কোন সুযোগ পেলাম না। আমি সবার সাথে কথা বলতে লাগলাম। একজন অতিথি আপ্যায়নকারীর মত সব বিষয়ে মনোযোগ দিতে লাগলাম।

যদিও এই পার্টিটা এলিস এ্যাডওয়ার্ড আর আমার জন্য একটা একত্রিত হওয়ার উপলক্ষ্যে, কিন্তু সেখানে অস্বীকার করার কোন উপায় নেই অভিবাদন এবং ধন্যবাদ জানানোর জন্য আমিই সবচেয়ে জনপ্রিয় বিষয়। হতে পারে কুলিনদের এলিসের পার্টির আলোয় কিছুটা অন্যরকম দেখাচ্ছে। হতে পারে এই আলোয় রুমের ভেতরে রহস্যময় পরিবেশ তৈরি করেছে।

এমেটের মত কারোর পাশে দাঁড়িয়ে মানবীয় অনুভূতিতে স্বস্তিবোধ করার কিছু নেই। আমি দেখতে পেলাম খাবার টেবিলে এমেট মাইকের দিকে তাকিয়ে মুখ ভেংচি দিল। লাল আলো তার দাঁত ভয়ংকর দেখাচ্ছিল। আর সেই সাথে লক্ষ্য করলাম মাইক অটোমেটিকভাবে এক ধাপ পিছিয়ে গেল।

সম্ভবত এলিস উদ্দেশ্যমূলকভাবে এটা করেছে। আমাকে জোর করে আর্কষণের কেন্দ্রবিন্দুতে নিয়ে এসেছে। সে ভেবেছে এমনটি হলে আমি আরো বেশি উপভোগ করতে পারব। সে সবসময়ের জন্য চেষ্টা করে আমাকে মানবীয় অনুভূতি ক্রিয়াকাণ্ডে রাখতে যে পদ্ধতিতে সে ভাবে মানুষ কাজ করে।

পার্টি সফলভাবে হতে থাকে, শুধুমাত্র কুলিনদের উপস্থিতির ব্যাপার ছাড়া। অথবা হতে পারে সেটা শুধুমাত্র এই পরিবেশে একটা উত্তেজনা যোগ করেছে। সংগীতও সংক্রামক ধাচের, আলোর ধারা সম্মোহিতের মত।

যেভাবে খাবার শেষ হয়ে যাচ্ছিল, সেটা অবশ্যই খুব ভাল ব্যাপার। রুমটা খুব

শীগগিরই জনবহুল হয়ে গেলো। যদিও সেখানে দম আটকানো অবস্থা ছিল না। গোটা সিনিয়র ক্লাস সেখানে উপস্থিত হয়েছে মনে হচ্ছিল, যদিও তারা অধিকাংশই জুনিয়র ক্লাসের।

ধীরে ধীরে তারা সংগীতের তালে তালে নড়তে শুরু করল। গোটা পার্টি ক্রমান্বয়ে নাচের জগতে ডুবে গেল।

ব্যাপারটা যত কঠিন মনে হবে বলে ভেবেছিলাম তত কঠিন কিছু হলো না। আমি এলিসকে অনুসরণ করলাম। সবার সাথে একটু একটু কথাবার্তা বলতে লাগলাম। তাদের সবাইকে বেশ সন্তুষ্ট দেখাচ্ছিল। আমি নিশ্চিত এই পার্টিটা ফরকস শহরের অন্য যেকোন পার্টির তুলনায় অনেক বেশি ঠাণ্ডা মেজাজের। ফরকসের লোকের এর আগে এমন অভিজ্ঞতা হয়নি। এলিস প্রায় অন্যরকম হয়ে গিয়েছিলো— কেউ এই রাতের কথা কখনো ভুলবে না।

আমি গোটা রুমে একবারের জন্য ঘুরে এলাম। তারপর জেসিকার কাছে গেলাম। সে উত্তেজিতভাবে বকে চলেছিল। তার দিকে মনোযোগ দেয়ার মত কোন দরকার ছিল না। কারণ সে যা বকে চলেছিল আমার কাছ থেকে তার কোন প্রত্যুত্তর সে আশা করছিল না।

এ্যাডওয়ার্ড আমার পাশে ছিল। এখনও আমাকে যেতে দিতে অস্বীকৃতি জানাচ্ছিল। সে তার এক হাত দিয়ে আমার কোমর আকড়ে ধরে ছিল। আমাকে তার কাছে টেনে নিয়ে এলো।

আমি তাড়াতাড়ি সন্দেহগ্রস্ত হয়ে পড়লাম কখন সে হাত সরিয়ে নেবে।

'এখানে থাকো।' সে ফিসফিস করে আমার কানের কাছে বলল। 'আমি এক্ষুণি ফিরে আসব।'

সে আনন্দিতভাবে এমনভাবে সবার পাশ দিয়ে যেতে লাগল কারোর সাথে তার কোন ধাক্কা লাগল না। আমার কাছ থেকে খুব তাড়াতাড়ি সে চলে গেল যাতে সে কোথায় যাচ্ছে সেটা আমি জিজ্ঞেস করতে না পারি। আমি তার দিক থেকে দৃষ্টি ফিরে নিলাম, যখন জেসিকা মিউজিকের সাথে সাথে আগ্রহভরে চিৎকার জুড়ে দিচ্ছিল, আমার কাঁধ ধরে ঝুলে পড়ছিল, আমার মনোযোগ বিচ্ছিন্ন করে দিল।

কিচেনের দরজা পথ দিয়ে অন্ধকার ছায়ার মধ্যে তার চলে যাওয়া আমি লক্ষ্য করলাম। সেখানে আলো মাঝে মাঝে জ্বলছিল। সে কারোর প্রতি ঝুকে ছিল। কিন্তু আমার সামনের মাথাগুলোর জন্য তা দেখতে পাচ্ছিলাম না।

আমি পায়ের আঙুলের উপর ভর দিয়ে উঁচু হয়ে দাঁড়ালাম। গলা উঁচু করে দিল। ঠিক তখনই, একটা লাল আলো তার পিঠের উপর পড়ল এবং আমি এলিসের লাল শার্ট চিনতে পারলাম। আলোটা আধা সেকেন্ডের জন্য তার মুখের উপর পড়েছিল কিন্তু সেটাই আমার জন্য যথেষ্ট।

'আমাকে এক মিনিটের জন্য যেতে দাও, জেস।' আমি বিড়বিড় করে বললাম। আমার হাত কোনমতে টেনে নিলাম। আমি তার মনোযোগের জন্য থামলাম না। যদি এটা তাকে আহতও করে থাকে তাহলেও কিছু করার নেই।

আমি সবার মধ্য দিয়ে আমার পথ করে নিলাম। কয়েকজন এখন নাচের তালে

ব্যস্ত। আমি তাড়াতাড়ি কিচেনের দরজার দিকে গেলাম।

এ্যাডওয়ার্ড চলে গেছে। কিন্তু এলিস এখনও সেই অন্ধকারের মধ্যে দাঁড়িয়ে আছে। তার মুখ অভিব্যক্তি শূন্য। তার মুখে সেই ভাব খেলা করছে যখন কেউ সেই মুহূর্তে কোন ভয়ানক ঘটনার মুখোমুখি হলে যেমন ভাব হয়। তার একহাত দরজা ধরে আছে, যেন তার সাপোর্টের দরকার।

'কি, এলিস, কি হয়েছে? তুমি কি দেখেছো?' আমার হাত তার সামনে এমনভাবে জোড় করলাম যেন আমি ভিক্ষা চাইছি।

সে আমার দিকে তাকাল না। সে দুরে এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে ছিল। আমি তার দৃষ্টি অনুসরণ করলাম এবং দেখলাম সে রুমের বিপরীত দিকে এ্যাডওয়ার্ডের দিকে তাকিয়ে আছে। এ্যাডওয়ার্ডের মুখের দৃষ্টি পাথরের মত শূন্য। সে ঘুরে দাঁড়াল এবং সিঁড়ির দিকে অন্ধকারে মিশে গেল।

ঠিক তখনই দরজার বেল বেজে উঠল। একঘণ্টা পরে শেষবারের মত এবং এলিস ধাঁধায় পড়া দৃষ্টিতে তাড়াতাড়ি সেদিকে তাকাল। তার চোখে মুহূর্তে অবিশ্বাসে পরিবর্তিত হয়ে গেল।

'এই ওয়্যারউলফকে কে আমন্ত্রণ করেছে?' সে আমার দিকে তাকাল।

আমি অপরাধ স্বীকার করলাম, 'আমিই দোষী।'

আমি ভেবেছিলাম এই আমন্ত্রণকে এড়াতে পারব। আমি স্বপ্নেও চিন্তা করিনি জ্যাকব এখানে আসতে পারে। অসম্ভব।

'বেশ, তুমি যেয়ে তার দেখভাল করো, তারপর। আমার বাবার সাথে কথা বলা দরকার।'

'না, এলিস, অপেক্ষা করো!' আমি তার হাত ধরার চেষ্টা করলাম। কিন্তু সে চলে গেল এবং আমার হাত শূন্য বাতাসে ফিরে এল।

'গোল্লায় যাক!' আমি রাগে গোঙালাম।

আমি জানতাম এটা হবে। এলিস যেটার জন্য অপেক্ষা করছিল সেটা দেখতে পেয়েছে। আমি সততার সাথে খুব ভাল বোধ করছিলাম না দরজার শব্দে প্রতি উত্তর না দেয়ার জন্য। দরজার বেল আবার বেজে উঠল। অনেক লম্বা সময় ধরে। কেউ একজন বাটন চেপে ধরে আছে। আমি দরজার দিকে এগিয়ে গেলাম। অন্ধকার রুমে এলিসকে খোঁজার চেষ্টা করলাম।

আমি কিছুই দেখতে পেলাম না। আমি সিঁড়ি দিয়ে নামতে শুরু করলাম।

'হাই, বেলা!'

সংগীতের মুর্ছনার মধ্যে জ্যাকবের গাঢ় গভীর কণ্ঠস্বর ভেসে এলো। আমি নিজের দিকে দেখার পরিবর্তে উপরের দিকে তাকালাম।

আমার মুখ ফ্যাকাশে হয়ে গেল।

শুধু একজন নেকড়েমানব নয়, তারা তিনজন। জ্যাকব ভিতরে প্রবেশ করল এবং দুপাশে তাকিয়ে কুইল আর এমব্রিকে ভেতরে ঢুকতে ইশারা করল। তাদের দুজনকে ভয়ানকভাবে টেনশনগ্রস্ত মনে হলো। তাদের চোখ গোটা রুমের ভেতরে এমনভাবে ঘুরে এলো যেন তারা কোন পোড়াবাড়িতে এসে পড়েছে। এমব্রির কাঁপতে থাকা হাত

তখনও দরজা ধরে আছে। তার শরীর অর্ধেকটা দরজার বাইরে দৌড়ে পালানোর জন্য।

জ্যাকব আমার দিকে এগিয়ে এলো। অন্যদের তুলনায় অনেক বেশি শান্ত। যদিও তার নাকের ডগা অবিশ্বাসে কুঁচকে আছে। আমি পিছিয়ে গেলাম। পিছিয়ে ঘুরে এলিসকে খুঁজতে লাগলাম। আমি কনার ও লরেনের পিছনদিকের ফাঁকে নিজেকে গুজে দেয়ার চেষ্টা করলাম।

সে আমার দিকে আসল। তার হাত আমার কাঁধের উপর দিয়ে আমাকে পেছন দিক থেকে কিচেনের অন্ধকার থেকে বের করে নিয়ে এলো। সে আমাকে তার দিকে টেনে আনল কিন্তু সে আমার ভাল হাতের কব্জিটা ধরেছিল এবং আমাকে ভীড় থেকে সরিয়ে নিয়ে এলো।

'বন্ধু, অভিবাদন।' সে বলল।

আমি হাত টেনে মুক্ত করলাম। তার দিকে বিরক্তিকর দৃষ্টিতে তাকালাম। 'তুমি এখানে কি করছ?

'তুমি আমাকে নিমন্ত্রণ করেছো, মনে পড়ে?'

'যদিও আমার শুনতে কোন সমস্যা না হয়ে থাকে, আমাকে ব্যাখ্যা করতে দাও; তার মানে দাঁড়ায় তোমাকে নিমন্ত্রণ করা।'

'আমার সাথে খেলতে এসো না। আমি তোমার জন্য একটা গ্রাজুয়েশন উপহার নিয়ে এসেছি এবং সবকিছু।'

আমি বুকের কাছে হাত ভাঁজ করে রাখলাম। আমি এখন এই মুহূর্তে জ্যাকবের সাথে লড়াই করতে চাচ্ছি না। আমি এখন জানতে চাচ্ছি এলিস কি দেখেছিল এবং এ্যাডওয়ার্ড আর কার্লিসল এই সমন্ধে কি বলেছিল। আমি জ্যাকবের দিক থেকে আমার মাথা ঘুরালাম, তাদেরকে খুঁজছিলাম।

'উপহারটা দোকানে ফিরিয়ে নিয়ে যাও, জ্যাক। আমার কিছু করার আছে।'

সে আমার চোখের দৃষ্টি অনুসরণ করে সেদিকে পদক্ষেপ নিল। আমার মনোযোগ আর্কষণ করতে চাইল। 'আমি এটা ফিরিয়ে নিয়ে যেতে পারি না। আমি এটা কোন দোকান থেকে পাই নি— আমি নিজেই এটা তৈরি করেছি। এটা সত্যিই দীর্ঘ সময়ও নিয়েছে।'

আমি আবার তার দিকে ঝুকে এলাম। কিন্তু আমি কুলিনদের কোন একজনকেও দেখতে পেলাম না। তারা কোথায় চলে গেছে? আমার চোখজোড়া অন্ধকার রুমে খুঁজে ফিরতে লাগল।

'ওহ, এদিকে এসো, বেলা। এরকম ভান করো না যে আমি এখানে নেই!'

'আমি পারি না।' আমি তাদেরকে কোথাও দেখতে পাচ্ছিলাম না। 'দেখ, জ্যাক, আমার মনে এই মুহূর্তে নানান বিষয়ে পরিপূর্ণ।'

সে তার হাত আমার থুতুনির নিচে রাখল এবং আমার মুখ উঁচু করে ধরল। 'আমি কি কিছু সময়ের জন্য আপনার অখণ্ড মনোযোগ পেতে পারি, মিস সোয়ান?'

আমি ঝাকি দিয়ে তার স্পর্শ এড়াতে চাইলাম 'তোমার হাত সামলাও, জ্যাকব।' আমি হিসহিসিয়ে উঠলাম।

'দুঃখিত!' সে তৎক্ষণাৎ বলল। তার হাত আত্মসমর্পনের ভঙ্গিতে উঁচু করে ধরল। 'সত্যিই আমি খুবই দুঃখিত। অন্যান্য দিনের মত আমি সত্যিই এটা বোঝাতে চাইছি। আমি তোমাকে আগের মত চুমু খেতে পারব না। এটা ভুল। আমি অনুমান করছি...বেশ, আমি অনুমান করছি আমি নিজেকে এই চিন্তায় বিভ্রান্ত ছিলাম যে তুমি আমাকে চাও।'

'বিভ্রান্ত কি সুন্দর একটা বর্ণনা!'

'সুস্থির হও। তুমি আমার ক্ষমাপ্রার্থনাকে গ্রহণ করেছিলে। এখন, যদি তুমি এক মুহূর্তের জন্য আমাকে ক্ষমা করতে...'

'ঠিক আছে।' সে বিড়বিড় করে বলল। তার কণ্ঠস্বর আগের অন্যান্য সময়ের তুলনায় এতটাই ভিন্নরকম শোনাল যে আমি এলিসকে খোঁজা বন্ধ করে দিয়ে তার মুখের দিকে তাকিয়ে রইলাম। সে মেঝের দিকে এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে। তার চোখ নামিয়ে রেখেছে যেন লুকাতে চাচ্ছে। সে তার নিচের ঠোঁট কামড়ে ধরে রেখেছে।

'আমি অনুমান করছি, তার চেয়ে তুমি তোমার প্রকৃত বন্ধুদের সাথে ভাল থাকবে।' সে আগের মতই একইরকম প্রতারণাপূর্ণ স্বরে বলল। 'আমি সেটা বুঝে গেছি।'

আমি গুডিয়ে উঠলাম। 'আউ, জ্যাক, তুমি জানো সেটা ঠিক নয়।'

'তাই কি?'

'তুমি জানবে।' আমি সামনের দিকে ঝুকে এলাম। তার চোখের দিকে তাকানোর চেষ্টা করলাম। সে তারপর উপরের দিকে তাকাল। আমার মাথার উপর দিয়ে। আমার দৃষ্টিকে উপেক্ষা করে।

'জ্যাক?'

সে আমার দিকে তাকাতে অস্বীকৃতি জানাল।

'হেই, তুমি বলেছো, তুমি আমার জন্য কিছু একটা তৈরি করেছো, ঠিক?' আমি জিজ্ঞেস করলাম।

'এটা কি শুধুমাত্র কথার কথা? আমার উপহার কোথায়?' আমার সেই ভান করা প্রাণশক্তি কিছুটা দুঃখে ভরা। কিন্তু এটাতে কাজ দিল। সে চোখ ঘোরাল এবং আমার দিকে তাকিয়ে রইল।

আমি বাজেভাবে ভান করে রইলাম। আমার হাত সামনে বাড়িয়ে রাখলাম 'আমি অপেক্ষা করছি।'

'ঠিক।' সে ব্যঙ্গত্বকভাবে গুডিয়ে উঠল। কিন্তু সে তবুও তার জিন্সের পেছনের পকেটে হাত ঢুকিয়ে দিল এবং ছোট্ট উলের কিছু অংশ টেনে বের করে নিয়ে এলো, যেটা হরেকরকমের ফ্রেবিকের তৈরি। এটা একটা চামড়ার অংশ দিয়ে শক্ত করে আটকানো। সে এটা আমার হাতের কব্জিতে পরিয়ে দিল।

'হেই, এটা খুবই সুন্দর। জ্যাক, ধন্যবাদ।'

সে শ্বাস নিল। 'উপহারটা এর ভেতরে, বেলা।'

'ওহ।'

আমার সুতা নিয়ে কিছু সমস্যা আছে। সে আবার শ্বাস নিল এবং এটা আমার হাত

থেকে নিয়ে নিল। সে সঠিক সুতাটা ধরে আস্তে টান দিতেই সুতার গিট্টু খুলে গেল। আমি হাতটা বাড়িয়ে ধরে রাখলাম। কিন্তু সে ব্যাগটা টান মেরে নিচে ফেলে দিল এবং রুপার তৈরি কিছু একটা আমার হাতে ঝাকি দিল। ধাতব কিছু একটা একে অন্যের সাথে ধাক্কা খেল।

'আমি ব্রেসলেটটা তৈরি করিনি।' সে স্বীকার করল, 'শুধু এর জৌলুস বাড়িয়ে দিয়েছি।'

রূপালী ব্রেসলেটটা এখন আমার হাতের মধ্যে। আমি এটা আঙুলে ধরে তুলে নিলাম খুব কাছ থেকে দেখার জন্য। এটা আশ্চর্যজনক খুব ছোট কিছুর মধ্যে এভাবে ডিটেলইসের কাজ— নেকড়ের ক্ষুদ্র সংস্করণ গেথে দেয়া সত্যিকারের বাস্তবধর্মী। এটা এমনকি লাল-বাদামী কাঠের কাজ দিয়ে ম্যাচ করা যাতে ত্বকের রঙের সাথে মিশে যায়।

'এটা সত্যিই সুন্দর।' আমি ফিসফিস করে বললাম, 'তুমি এটা তৈরি করেছো? কিভাবে?'

সে শ্রাগ করল। 'এটা এমন কিছু যা বাবা আমাকে শিখিয়েছেন। তিনি এই বিষয়ে আমার চেয়ে অনেক বেশি দক্ষ।'

'সেটা বিশ্বাস করা সত্যিই কঠিন।' আমি বিড়বিড় করে বললাম, ছোট্ট সেই নেকড়েটা আমার আঙুল থেকে আঙুলে ঘোরাতে লাগলাম।

'তুমি কি সত্যিই এটা পছন্দ করেছো?'

'হ্যাঁ। এটা সত্যিই অবিশ্বাস্য, জ্যাক।'

সে হাসল। প্রথমে বেশ সুখী মনে হলো। কিন্তু তার অভিব্যক্তি তিক্ততায় পর্যবেসিত হলো। 'বেশ, আমি এটা তৈরি করেছি এজন্য যে এটা তোমাকে মনে করিয়ে দেবে আমাকে যে একদা আমিও ছিলাম। তুমি জানো সেটা কেমনভাবে। দৃষ্টি অগোচরে তো মনের অগোচরে।'

আমি তার সেই ভাবভঙ্গিতে উপেক্ষা করলাম। 'এখানে, আমাকে এটা পরতে সাহায্য করো।'

আমি আমার বাম হাত বাড়িয়ে দিলাম। যদিও ডান হাতটাই ব্রেসলেট পরার জন্য উপযুক্ত। সে খুব দ্রততার সাথে হাত ধরে ফেলল এবং তার বড়ো বড়ো আঙুল দিয়ে কিভাবে সবঠিকঠাক করে ফেলল।

'তুমি এটা পরতে চাও?' সে জিজ্ঞেস করল।

'অবশ্যই, আমি এটা পরতে চাই।'

সে আমার দিকে ভেংচি দিল। এটা বেশ খুশির হাসি। যে হাসি আমি সবচেয়ে ভালবাসি।

আমি এক মুহূর্তের জন্য এটা ফিরিয়ে দিলাম। কিন্তু তারপর আমার চোখ দ্রুততার সাথে গোটা রুমে ঘুরে এল। উদ্বিগ্নতার সাথে এলিস বা এ্যাডওয়ার্ড কারো চিহ্ন খুঁজে ফিরছিল।

'কেন তুমি এতটা বিছিন্ন হয়ে আছো?' জ্যাকব বিস্মিত হলো।

'এটা কিছুই না।' আমি মিথ্যে বললাম। চেষ্টা করছিলাম তার দিকে মনোযোগ

দিতে। 'উপহারের জন্য ধন্যবাদ, সত্যিই। আমি এটা পছন্দ করেছি।'

'বেলা?' তার ভুরু কুচকে গেল, সে ভুরু কুঁচকে অন্ধকার ছায়ার মধ্যে তাকিয়ে রইল, 'কিছু একটা ওখানে ঘটে চলেছে. তাই নয় কি?'

'জ্যাক, আমি... না, সেখানে কিছুই নেই।'

'আমাকে মিথ্যে বলো না, তুমি মিথ্যে বলতে পারো না। তুমি অবশ্যই আমাকে বলবে সেখানে কি ঘটে চলেছে। আমাদের সেই ব্যাপারগুলো জানা দরকার।' সে শেষে আমাদের দিকে বাক্য শেষ করল।

সে সম্ভবত ঠিক। নেকড়েরা কি ঘটে চলেছে সেই ব্যাপারে আগ্রহী হয়ে উঠতে পারে। শুধুমাত্র আমি এখনও নিশ্চিত নই। আমি তখনও পর্যন্ত নিশ্চিত হবো না যতক্ষণ না আমি এলিসকে পাই।

'জ্যাকব, আমি তোমাকে বলব। শুধু আমাকে বুঝে উঠতে দাও কি ঘটে চলেছে, ঠিক আছে? আমার এলিসের সাথে কথা বলা প্রয়োজন।'

তার অভিব্যক্তিতে বুঝদারের ভাব চলে এল,' ওই সাইকিক কিছু একটা দেখেছে।'

'হ্যাঁ। ঠিক তখনই যখন তুমি দেখা দিয়েছো।'

'এটা কি রক্তচোষাটা তোমার রুমে আছে সেই ধরনের কিছু?' সে দাঁত কিড়মিড় করে বলল, সংগীতের মুর্ছনার নিচে তার কণ্ঠস্বরে চাপা গোঙানীর মত শোনাল।

'এটা সেই সম্পর্কিত।' আমি স্বীকার করলাম।

সে মিনিট খানেক ধরে সেটা হজম করল। তার মাথা একপাশে কাত করে দিল যখন সে আমার মুখের ভাব পড়ার চেষ্টা করছিল। 'তুমি এমন কিছু জানো যা তুমি আমাকে বলছো না...কিছু একটা যা বড় ধরনের কিছু?'

আবার মিথ্যে বলার তাহলে আর কি কারণ থাকতে পারে? সে আমাকে অনেক ভালভাবেই জানে। 'হ্যাঁ।'

জ্যাকব এক মুহূর্তের জন্য আমার দিকে তাকিয়ে রইল। তারপর সে তার দলের ভাইদের দিকে তাকালো যারা তখনও প্রবেশ পথে দাঁড়িয়ে ছিল। তার ভীতুকর এবং অস্বস্তিকরভাবে দাঁড়িয়ে ছিল। যখন তারা তার অভিবক্তি বুঝতে পারল তারা নড়তে শুরু করল।

তারা দ্বিধাগ্রস্তভাবে পার্টিতে যোগ দেয়ার জন্য এগুতে লাগল, যেন তারাও নাচতে নাচতে আসছে। আধ মিনিটের মত, তারা জ্যাকবের অন্য পাশে দাঁড়িয়ে রইল, আমার দিকে তাকিয়ে রইল।

'এখন, ব্যাখ্যা করো।' জ্যাকব আদেশ দিল।

এমব্রি আর কুইল আমাদের দুজনের মুখের দিকে, একবার এদিকে আরেকবার ওদিকে তাকাতে লাগাল। তারা দ্বিধান্বিত এবং চিন্তিত।

'জ্যাকব, আমি এসবকিছু জানি না।' আমি তখনও রুমের ভেতরে খোঁজা চালিয়ে গেলাম। এখন উদ্ধার পাওয়ার জন্য। তারা আমাকে প্রায় কোণঠাসা করে ফেলেছে।

'তুমি তাহলে কি জানো?'

তারা একই সাথে তাদের হাত বুকের উপর ভাঁজ করে রাখল। ব্যাপারটা কিছুটা হাস্যকর দেখাল। কিন্তু পুরোটাই অভিনব। তারপর আমি দেখতে পেলাম এলিস সিঁড়ি

দিয়ে নিচে নামছে। তার সাদা ত্বক পার্পল রঙে উজ্জল দেখাচ্ছে।

'এলিস!' আমি স্বস্তির নিঃশ্বাস নিলাম।

আমি তার নাম ধরে ডাকতেই সে আমার দিকে তাকাল। আমি আগ্রহ সহকারে এগিয়ে গেলাম এবং তার মুখের দিকে তাকিয়ে রইলাম। যা সে তিনটি নেকড়েমানবকে আমার সামনে ঝুকে থাকতে দেখল। তার চোখ সরু হয়ে গেল।

কিন্তু, সেই প্রতিক্রিয়ার আগে, তার চোখ পুরোপুরি দুশ্চিন্তা এবং ভয়ে সতর্ক হয়ে গেল। সে যখন লাফ দিয়ে আমার কাছে এলো আমি আমার ঠোঁট কামড়ে ধরলাম।

জ্যাকব, কুইল এবং এমব্রি অস্বস্তিজনক অভিব্যক্তিতে তার সামনে মাথা নিচু করে থাকল। সে তার হাত আমার কোমরে রাখল।

'আমার তোমার সাথে কথা বলা প্রয়োজন।' সে আমার কানের কাছে বিড়বিড় করে বলল।

'অর, জ্যাক, আমি তোমার সাথে পরে দেখা করব...,' আমি বিড়বিড় করে বললাম যেন আমরা তাদের উপস্থিতি খুব সহজভাবে নিয়েছি।

জ্যাকব তার দীর্ঘ বাহু আমাদের পথরোধ করার জন্য বাড়িয়ে ধরল। তার হাত দেয়ালের সাথে লাগিয়ে দিল। 'হেই, এতটা দ্রুত নয়।'

এলিস তার দিকে তাকিয়ে রইল, অবিশ্বাসে তার চোখ বড়বড় হয়ে গেছে। 'এক্সিকিউজ মি?'

'আমাদেরকে বলো এখানে কি হচ্ছে?' সে গরগরানির সাথে জানতে চাইল।

জেসপার নিঃশব্দে উদিত হলো। এক সেকেন্ডের মধ্যে যখন এলিস আর আমি দেয়ালের গায়ে দাঁড়িয়ে, জ্যাকব আমাদের বেরুনোর পথ বন্ধ করে দিয়েছে। তখন জেসপার জ্যাকবের অন্য হাতের পাশে এসে দাঁড়াল। তার অভিব্যক্তি ভয়ার্ত।

জ্যাকব ধীরে ধীরে তার হাত সরিয়ে নিল। দেখে মনে হচ্ছিল এটাই সবচেয়ে ভালভাবে সরানো যেন ধারণা করা যায় সে এমনিতে হাতটা ওভাবে রেখেছিল।

'আমাদের জানার অধিকার আছে।' জ্যাকব বিড়বিড় করে বলল। এখনও এলিসের দিকে তাকিয়ে আছে।

জেসপার তাদের দুজনের মধ্যে এগিয়ে গেল এবং তিনটি নেকড়ে মানব তাদেরকে ঘিরে ধরল।

'হেই, হেই,' আমি বললাম। কিছুটা হিস্টোরিয়াগ্রস্তভাবে। 'এটা একটা পার্টি, মনে আছে?'

কেউ আমার কথায় কোন গুরুত্ব দিল না। জ্যাকব এলিসের দিকে তাকিয়ে ছিল যখন জেসপার তাকিয়ে ছিল জ্যাকবের দিকে। এলিসের মুখ হঠাৎ করে গভীর ভাবনায় পুর্ণ হয়ে গেল।

'এটা ঠিক আছে জেসপার, তার কথার প্রকৃতপক্ষে একটা পয়েন্ট আছে।'

জেসপার তার অবস্থান থেকে একবিন্দু সরে এলো না।

আমি নিশ্চিত ছিলাম এই উত্তেজনা আমার মাথার ভেতরে সেকেন্ডের মধ্যে বিস্ফোরণ ঘটাতে যাচ্ছে। 'তুমি কি দেখেছিলে, এলিস?'

এলিস জ্যাকবের দিকে এক সেকেন্ডের জন্য তাকাল এবং তারপর আমার দিকে

ঘুরল। এমনকি তাদের শোনার মত করেই বলল।

'সিদ্ধান্ত নেয়া হয়ে গেছে।'

'তুমি সিয়াটলে চলে যাচ্ছ?'

'না।'

আমি বুঝতে পারলাম আমার মুখের রঙ পরিবর্তন হচ্ছে। আমার পাকস্থলী মোচড় দিল।

'তারা এখানে আসছে।' আমি ঢোক গিললাম।

কুইলেটের ছেলেরা নিঃশব্দে দেখছিল। আমার মুখের প্রতিটি অভিব্যক্তি বোঝার চেষ্টা করছিল। তারা যেন সেখানে শিকড় গেড়ে দাঁড়িয়ে গেছে। কিন্তু তারা ঠিক স্থির ছিল না। তিনজনেরই হাত কাঁপছিল।

'হ্যাঁ।'

'ফরকসের দিকে।' আমি ফিসফিস করে বললাম।

'হ্যাঁ।'

'কি জন্য?'

এলিস মাথা নোয়াল, আমার প্রশ্ন বুঝতে পেরেছে, 'একজন তোমার লাল শার্ট বহন করে নিয়ে আসছে।'

আমি ঢোক গিলতে চেষ্টা করলাম।

জেসপারের অভিব্যক্তিতে অননুমোদন। আমি বলতে পারি সে এই বিষয়গুলো নেকড়েমানবদের সামনে আলোচনা করাটা পছন্দ করছে না। কিন্তু তার নিজের কিছু বলার আছে। 'আমরা তাদেরকে এতদুরে আসতে দিতে পারি না। তারা এই শহরে আমাদেরকে রক্ষা করার জন্য যথেষ্ট নয়।'

'আমি জানি।' এলিস বলল। তার মুখ হঠাৎ করে অন্যরকম হয়ে গেল। 'কিন্তু এটা কোন বিষয় নয় আমরা তাদেরকে কোথায় থামিয়ে দেব। তারা এখনও আমাদের জন্য যথেষ্ট নয়। এবং তাদের কেউ কেউ এখানে খুঁজতে আসছে।

'না!' আমি ফিসফিস করে বললাম।

আমার অস্বীকারের শব্দ উপচে পার্টির শব্দ ছড়িয়ে পড়ল। সবাই আমাদের পাশে। আমার বন্ধুরা, আমার প্রতিবেশি এবং আমার শত্রুরাও। তারা খেয়েছিল এবং হাসছিল এবং সংগীতের তালে তাল মেলাচ্ছিল। তাদের কাছে সেই ঘটনা অস্পষ্ট যে তারা ভয়ংকর ঘটনার মুখোমুখি হতে যাচ্ছে। ভয়ংকর বিপদের, এমনকি মৃত্যুর। আমার কারণেই।

'এলিস,' আমি তার নাম ধরে ডাকলাম। 'আমাকে যেতে হবে। আমাকে এখান থেকে চলে যেতে হবে।'

'সেটা কোন কাজে আসবে না। এটা এমন নয় যে আমরা কোন ট্রাকার নিয়ে কাজ করছি। তারা এখানেই প্রথম আমাদেরকে খুঁজতে আসবে।'

'তাহলে আমাকে তাদের সাথে সাক্ষাৎ করতে যেতে হবে!' যদি আমার কণ্ঠস্বর অতটা কর্কশ না হয়ে থাকে এবং অতটা টান টান, এটা তাহলে একটা কাপুনির মত গেছে।

'যদি তারা যেটা খুঁজছে সেটা পেয়ে যায়, তাহলে হতে পারে তারা চলে যাবে এবং অন্য কাউকে আঘাত করবে না।!'

'বেলা!' এলিস প্রতিবাদ করল।

'ধরে থাক।' জ্যাকব নিচু কিন্তু গম্ভীর স্বরে আদেশ দিল, 'কি আসছে?'

এলিস বরফ শীতল চোখে জ্যাকবের দিকে তাকাল, 'আমাদের প্রকারের ভ্যাম্পায়ার। তারা সংখ্যায় অনেক।

'কেন?'

'বেলার জন্য। এটাই সব যেটুকু আমরা জানি।'

'তোমার জন্য তারা এত বেশি উন্মুখ কেন?' জ্যাকব জিজ্ঞেস করল।

জেসপার কথা বলল, 'আমাদের কিছু সুবিধা আছে, কুত্তা। এটা এমনি সেই রাত।'

'না।' জ্যাকব বলল। তার মুখের উপর দিয়ে অদ্ভুত ভয়ংকর হাসি খেলে গেল।

'অপুর্ব!' এলিস হিসহিস করে বলল।

আমি তাকিয়ে রইলাম, এখনও ভয়ে জমে আছি, বিশেষত এলিসের নতুন ভাবভঙ্গি দেখে। তার মুখে এখন অন্যরকম অভিব্যক্তি, আগের সেই ভাবধারা সব যেন মুছে গেছে।

সে জ্যাকবের দিকে তাকিয়ে মুখভঙ্গি করল। জ্যাকবও মুখভঙ্গি করে ফেরত দিল।

'সবকিছুই অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছে, অবশ্যই।' সে তাকে অন্যরকম স্বরে বলল, 'সেটা অসুবিধেজনক। কিন্তু সবকিছুই বিবেচনার যোগ্য। আমি এটা নেবো।'

'আমাদের সবাইকে একত্রিত হতে হবে।' জ্যাকব বলল, 'এটা আমাদের জন্য সহজ হবে না। এখনও, এটা তোমার চেয়ে অনেক বেশি আমাদের কাজ।'

'আমি ততদুরে যাব না। কিন্তু আমাদের সাহায্যের প্রয়োজন। আমরা সেই রকম হতে যাচ্ছি না।'

'থামো থামো। অপেক্ষা করো।' আমি তাদেরকে বাঁধা দিলাম।

এলিস তার পায়ের আঙুলের উপর দাঁড়িয়ে, জ্যাকব তার দিকে ঝুকে আছে, তাদের দুজনেরই চোখমুখ উত্তেজনায় জ্বলজ্বল করছে। তাদের দুজনেরই নাক গন্ধের তীব্রতায় কুঁচকে উঠছে। তারা আমার দিকে অধৈর্যভাবে তাকাল।

'একত্রিত হওয়া?' আমি সেটা পুনরাবৃত্তি করলাম।

'তুমি সত্যিই সেভাবে চিন্তা করতে পার না তুমি আমাদের সবাইকে আড়ালে রেখে একাই যেতে চাও?' জ্যাকব জিজ্ঞেস করল।

'তুমি এসব থেকে দুরে থাকছ!'

'তোমার সাইকিক সেভাবে চিন্তাভাবনা করছে না।'

'এলিস—তাদেরকে না বলে দাও!' আমি জোর দিয়ে বললাম 'তারা সব খুন হয়ে যাবে!'

জ্যাকব, কুইল আর এমব্রি সকলেই শব্দ করে হাসল।

'বেলা,' এলিস বলল, তার কণ্ঠস্বর শান্ত, 'পৃথক পৃথকভাবে আমরা সকলেই খুন হয়ে যাব। একত্রিত ভাবে—'

'এটা কোন সমস্যা নয়।' জ্যাকব এলিসের বাক্যটা শেষ করল। কুইল আবার

হাসল।

'তারা সংখ্যায় কত?' কুইল আগ্রহভরে জিজ্ঞেস করল।

'না!' আমি চিৎকার করে উঠলাম।

এলিস এমনকি আমার দিকে তাকাচ্ছে না। 'এটা পরিবর্তিত হয়— আজ একুশজন। কিন্তু সংখ্যাটা আরো কমে আসছে।'

'কেন?' জ্যাকব কৌতুহলের সাথে জানতে চাইল।

'সে এক বিরাট ইতিহাস।' এলিস হঠাৎ রুমের চারিদিকে তাকিয়ে বলল, 'এবং সেই গল্প বলার এইটা উপযুক্ত জায়গা নয়।'

'আজ শেষরাতে?' জ্যাকব জোর করল।

'হ্যাঁ।' জেসপার উত্তর দিল। 'আমরা এরই মধ্যে একটা পরিকল্পনা করেছি... স্ট্রাটেজিক মিটিং। যদি তোমরা আমাদের সাথে হয়ে লড়তে চাও, তোমাদের কিছু নির্দেশনার প্রয়োজন হবে।'

শেষ কথাটা শুনে নেকড়েমানবেরা একে অপরের দিকে অসম্মতির দৃষ্টিতে দৃষ্টি বিনময় করল।

'না!' আমি গুঙিয়ে উঠলাম।

'সেটা অন্যরকম হবে।' জেসপার ভাবনাচিন্তা করে বলল, 'আমি কখনও একত্রিত কাজ করার পক্ষে নই। এটাই তাহলে প্রথম হবে।'

'সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই।' জ্যাকব একমত হলো। তার এখন কিছুটা তাড়া দেখা গেল। 'আমাদেরকে এখন স্যামের কাছে ফিরে যেতে হবে। এখন কত বাজে?'

'এটা তোমাদের জন্য একটু বেশিই দেরি হয়ে গেছে?'

তারা তিনজনে একসাথে চোখ ঘোরাল 'এখন কত বাজে?' জ্যাকব আবার জিজ্ঞেস করল।

'তিনটা বাজে?'

'কোথায় ওরা?'

'হো ফরেস্টের রেঞ্জার স্টেশন থেকে প্রায় তিন মাইল উত্তরে। এটা পুর্বদিক থেকে আসছে এবং তোমরা আমাদের গন্ধ শুকে তাদেরকে অনুসরণ করতে পারবে।'

'আমরা সেখানে থাকব।'

তারা বেরিয়ে যাওয়ার জন্য ঘুরে দাঁড়াল।

'দাঁড়াও, জ্যাক!' আমি তাকে ডাকলাম, 'প্লিজ! দয়া করে এটা করো না!'

সে থমকে গেল, আমার দিকে ঘুরে মুখ ভঙ্গি করল যখন কুইল আর এমব্রি অধৈর্যের সাথে দরজা গলিয়ে বাইরে। 'হাস্যকর হয়ো না, বেলা। আমি তোমাকে যে উপহার দিয়েছি তুমি তার চেয়ে আমাকে অনেক ভাল উপহার দিয়েছো।'

'না!' আমি আবার চিৎকার করলাম। একটা ইলেকট্রিক গিটারের জোরালো শব্দে আমার কান্নার শব্দ চাপা পড়ে গেল।

সে কোন উত্তর দিল না। সে তার বন্ধুদের ধরার জন্য ব্যস্ততা লাগাল। তার বন্ধুরা এরই মধ্যে বেরিয়ে গেছে। আমি অসহায়ভাবে জ্যাকবের ধীরে ধীরে মিলিয়ে যাওয়া দেখতে লাগলাম।

আঠারো

'পৃথিবীর ইতিহাসে এটাই সবচেয়ে দীর্ঘদিনের পার্টি হতে পারে।' আমি বাড়ি যাওয়ার পথে এই মন্তব্য করলাম।

এ্যাডওয়ার্ড এ ব্যাপারে ভিন্নমত পোষণ করল না। 'এটা এখন শেষ হয়ে গেছে।' সে আমার হাত মৃদ আরামদায়কভাবে ঘষতে ঘষতে বলল।

কারণ আমিই একমাত্র ব্যক্তি যার এরকম শান্তিপুর্ণ আরামদায়ক অনুভূতির প্রয়োজন হয়। এ্যাডওয়ার্ড এখন ভাল আছে। সমস্ত কুলিনরাই এখন ভাল আছে।

তারা সবাই আমাকে আশস্ত করেছে। আমি চলে আসার সময় এলিস আমাকে আদর করে মাথা চাপড়ে দিয়েছে। জেসপারের দিকে অর্থপুর্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে আমাকে স্বস্তি দিয়েছে। এসমে আমার কপালে চুমু খেয়েছেন এবং আমার কাছে প্রতিজ্ঞা করেছেন যে সবকিছুই ঠিকঠাক আছে। এমেট উল্লসিতভাবে হেসে আমাকে জিজ্ঞেস করেছে কেন আমি নেকড়েমানবদের সাথে লড়াই করার অনুমতি দিয়েছি...জ্যাকবের নিস্পত্তি তাদের সবাইকে স্বস্তি দিয়েছে। গত কয়েক সপ্তাহের দীর্ঘ উত্তেজনার পরে সবাই স্বর্গানুভূতি পেয়েছে।

সন্দেহের জায়গায় আত্মবিশ্বাসে ভরপুর হয়ে গেছি। পার্টিটা শেষ পর্যন্ত একটা সত্যিকারের আনন্দদায়ক উৎসবের মত শেষ হয়েছে।

আমার জন্য নয়।

খুবই খারাপ-ভয়ানক- কুলিনরা আমার জন্য লড়াই করতে যাচ্ছে। এটা এরই মধ্যে অনেক বেশি হয়ে গেছে যে আমি সেটার অনুমোদন দিয়ে দিয়েছি। এটা এরই মধ্যে আমার বহন করার চেয়ে বেশি কিছু হয়ে গেছে।

জ্যাকবের জন্যও নয়। তার ওই বোকা উৎসুক্য ভাইগুলোর জন্যও নয়। তারা সবাই আমার চেয়ে বয়সে কম বয়সী। তারা শুধু গায়ে গতরে বড়। অনেক বেশি পেশীবহুল কিশোর। তারা এটাকে এমনভাবে দেখছে যেন একটা সমুদ্র সৈকতে পিকনিক করতে যাওয়ার মত। আমি তাদেরকে বিপদের মুখে ফেলে দিতে পারি না। আমার স্নায়ু অবশ হয়ে আসতে লাগল। আমি জানি না কতক্ষণ আমি সজোরে চিৎকার না করে থাকতে পারব।

আমি ফিসফিস করে আমার কণ্ঠস্বর নিয়ন্ত্রণে রেখে কথা বলতে লাগলাম, 'আজ রাতে তুমি আমাকে তোমার সঙ্গে নিচ্ছ।'

'বেলা, তোমাকে এ ব্যাপারে সতর্ক করা হয়েছে।'

'তুমি কি মনে করো আমি ঘুমিয়ে পড়ব?'

সে ভুরু কুঁচকাল। 'এটা একটা পরীক্ষণ বেলা। আমি নিশ্চিত নই এটা আমাদের পক্ষে সম্ভব হবে কিনা...একত্রে কাজ করা। আমি তোমাকে আমাদের এসবের মাঝখানে থাকতে দিতে পারি না।'

আমার উদ্বিগ্নতার কোন কমতি হলো না। 'যদি তুমি আমাকে তোমার সঙ্গে না নাও, তাহলে আমি জ্যাকবকে ডাকব।'

তার চোখ সরু হয়ে গেল। সেটা এখন খুব কম গতির এবং আমি এটা জানি। কিন্তু সেখানে আমার জন্য অন্য কোন পথ খোলা নেই।

সে কোন উত্তর দিল না। আমরা এখন আমাদের বাড়ির সামনে। সামনের আলো জ্বলছে।

'তোমার সাথে উপরে দেখা হবে।' আমি বিড়বিড় করে বললাম।

আমি পা টিপে টিপে সামনের দরজার কাছে এলাম। বাবা লিভিংরুমে ঘুমাচ্ছেন। সোফার উপরে তার হাতপা বেরিয়ে পড়েছে। তিনি এত জোর শব্দে ছন্দময়ভাবে নাক ডাকাচ্ছেন যে আমি শব্দ করেও উপরে গেলে এটাতে তার ঘুম ভাঙবে না।

আমি জোরে জোরে তার কাঁধ ঝাকাতে লাগলাম।

'বাবা! বাবা!'

তার নাক ডাক বন্ধ হলো কিন্তু চোখ এখনও বন্ধ।

'আমি এখন বাড়িতে বাবা। তুমি এভাবে ঘুমিয়ে তোমার পিঠে ব্যথা পাবে বাবা। চলে এসো। এখন ভালভাবে ঘুমানোর সময় হয়েছে।'

আরো কয়েকবার ঝাকুনি দিলাম। কিন্তু এভাবে মোটেই তার চোখ খুলল না। কিন্তু আমি তাকে কোচের উপর থেকে কোনমতে উঠাতে পারলাম। আমি তাকে তার বিছানায় নিয়ে যাওয়ায় সাহায্য করলাম। যেখানে তিনি বিছানার উপর ধপ করে পড়ে গেলেন। পুরোপুরি পোশাক পরা অবস্থায় আবার নাক ডাকতে শুরু করলেন।

খুব তাড়াতাড়ি তিনি আমাকে যে কোন সময়ে দেখতে আসতে পারবেন না।

আমার মুখ ধোয়ার সময় এ্যাডওয়ার্ড আমার রুমে অপেক্ষা করছিল। আমি জিন্সের প্যান্ট এবং ফ্লানেল শার্ট চেঞ্জ করলাম। সে বিষন্নভাবে রকিং চেয়ারে বসে আমাকে দেখছিল যখন আমি ক্লোজেটে এলিসের দেয়া জামাকাপড়গুলো ঝুলিয়ে রাখছিলাম।

'এখানে এসো।' তার হাত ধরে বললাম এবং তাকে আমার বিছানায় টেনে নিয়ে গেলাম।

আমি তাকে ধাক্কা দিয়ে বিছানার উপর ফেলে দিলাম এবং তারপর তার বুকের উপর আছড়ে পড়লাম। হতে পারে সেই ঠিক। আমি ঘুমানোর জন্য খুবই ক্লান্ত। সে আমাকে ফেলে চলে যাক এটা আমি হতে দিতে পারি না।

সে আমার চারিদিকে কম্বল জড়িয়ে দিল এবং তারপর আমাকে জড়িয়ে ধরল।

'দয়া করে শান্ত হও।'

'নিশ্চয়।'

'এটা কাজ করতে যাচ্ছে বেলা। আমি সেটা অনুভব করতে পারছি।'

আমি দাঁতে দাঁত চেপে রইলাম।

সে এখনও আমাকে স্বস্তি দিচ্ছিল। কেউ নয় কিন্তু আমাকে যদি জ্যাকব আর তার বন্ধুরা আহত হয়। এমনকি জ্যাকবও ও তার বন্ধুরাও নয়। বিশেষত তারা কেউ নয়।

সে আমাকে বলতে পারে আমি তা হারাতে যাচ্ছি। 'আমার কথা শোনো বেলা। ব্যাপারটা খুব সহজেই হতে যাচ্ছে। নতুন আগতরা পুরোপুরি সারপ্রাইজের সাথে নেবে। তাদের কোন রকমের ধারনাই নেই যে নেকড়েমানবদের কোন অস্তিত্ব আছে, যেমনটি তুমি জানো। আমি দেখতে পাচ্ছি তারা কিভাবে দলবদ্ধভাবে কাজ করছে।

যেভাবে জেসপার স্মরণ করতে পারে। আমি সত্যিই বিশ্বাস করি নেকড়েদের শিকার ধরার পদ্ধতি তাদের বিরুদ্ধে ব্যাপকভাবে কাজ করবে। এবং তারা বিভক্ত হয়ে যাবে। বিভ্রান্ত হয়ে যাবে। আমাদের বাকিদের করার মত তেমন কোন কাজই থাকবে না। কাউকে কাউকে হয়তো শুধুই বসে থাকতে হবে।' সে টিপ্পনী কাটল।

'এক টুকরো কেকের মত।' তার বুকের উপর আমি বিড়বিড় করে বললাম।

'শশশ।' সে আমার চিবুকে চাপড় দিল। 'তুমি দেখতে পাবে। এখন চিন্তিত হয়ো না।' সে আমাকে ছোট্ট বাচ্চার মত গুণগুণ করে দোল দিতে লাগল। কিন্তু একবারের জন্যও এটা আমার মনটাকে শান্ত করতে পারল না।

লোকজন— বেশ, ভ্যাম্পায়ার আর নেকড়েমানবরা সত্যিই, কিন্তু এখনও আমি যেসব মানুষকে ভালবাসি তারা আঘাত পেতে যাচ্ছে। আঘাত পেতে যাচ্ছে আমারই কারণে। আবার। আমি অরন্যে রোদনের মত অনুভব করতে লাগলাম।

আমি ভাবতে চেষ্টা করলাম আমি প্রকৃতপক্ষে সেটাই করা উচিত— আমার দুভার্গ্যকে আমার প্রতি ফোঁকাসে রাখতে। এটা খুব একটা সহজ কিছু হবে না। আমাকে অপেক্ষা করতে হবে। আমার সময়কে বিদায় জানাতে...

আমি ঘুমিয়ে পড়তে পারলাম না। সময় দ্রুততার সাথে বয়ে যাচ্ছিল। আমাকে বিস্ময়ের সাথে রেখে আমি তখনও সচেতন ছিলাম। চিন্তিত ছিলাম কখন এ্যাডওয়ার্ড দুজনকেই বসা অবস্থায় টেনে তুলবে।

'তুমি কি নিশ্চিত তুমি এখানে থাকতে এবং ঘুমাতে চাও না?'

আমি তার দিকে তিক্ততার সাথে তাকালাম। আমার দৃষ্টিতে সম্মতি ছিল।

সে শ্বাস নিল। আমাকে তার দুহাতের মধ্যে তুলে নিল এবং জানালা দিয়ে নিচে লাফিয়ে পড়ল।

সে অন্ধকার শান্ত বনের মধ্য দিয়ে আমাকে পিঠে করে নিয়ে দৌড়াতে লাগল। এমনকি তার সেই দৌড়ানোর মধ্যেও আমি বুঝতে পারলাম চারপাশের দৃশ্য সব সরে সরে যাচিছল।

সে সেভাবে দৌড়াল যেভাবে আমরা শুধু দুজনে দৌড়ে থাকি। ষেটা যেন শুধু আনন্দের জন্য দৌড়ানো। শুধু বাতাসে তার চুল উড়ার অনুভূতি পাচ্ছি। অনেক কম উদ্বিগ্নতার মধ্যে সময় কাটছে।

যখন আমরা বিশাল খোলা মাঠে পৌঁছুলাম, তখন দেখলাম তার পরিবারও সেখানে ছিল। আমাদেরকে তারা বেশ ক্যাজুয়ালি নিল। তারা সবাই রিলাক্স হয়ে আছে। এমেট বড়বড় চোখে তাকিয়ে আছে। এমেটের উচ্চ কণ্ঠের হাসি যেন আকাশ বাতাসে প্রতিধ্বনিত হতে লাগল। এ্যাডওয়ার্ড আমাকে কাঁধ থেকে নিচে নামাল। আমরা হাতে হাত ধরে তাদের দিকে এগিয়ে গেলাম।

আমাকে মিনিট খানেক সময় লাগল ধাতস্ত হতে। কারণ এখানে এতটাই অন্ধকার যে চোখে কিছু দেখতে পাচ্ছিলাম না। চাঁদ মেঘের আড়ালে লুকিয়ে আছে। কিন্তু আমি অনুমানে বুঝতে পারলাম আমরা একটা বেসবল মাঠের মধ্যে এসে পড়েছি। এটা সেই একই জায়গা যেখানে একবছর আগে কুলিনরা জেমস এবং তার কোভেনের দ্বারা তাড়া খেয়েছিল। বেশ অদ্ভুত যে আমি আবারো সেই জায়গায়।

কিন্তু জেমস আর লরেন্ট আর কখনও ফিরে আসবে না। সেই ধারা আর কখনো পুনরাবৃত্তি হবে না। হতে পারে সমস্ত ধারাটা ভেঙ্গে পড়েছে।

হ্যাঁ, কেউ একজন তাদের সমস্ত ধারাটা ভেঙ্গে দিয়েছে। এটা কি সম্ভব যে ভলচুরিই সেই ভারসাম্য রক্ষাকারীর একজন।

আমার তা নিয়ে সন্দেহ আছে।

ভিক্টোরিয়া আমার কাছে সবসময় প্রাকৃতিক দুর্যোগের মত মনে হয়। একটা হ্যারিকেনের মতই– যেটা সোজাসুজি সমুদ্র সৈকতের মত আমার কাছে আসে, যাকে এড়ানো যায় না। হতে পারে তার পদ্ধতিতে ভুল আছে। তাকে আরো অভিযোজনের যোগ্য করে তুলতে হবে।

'তুমি জানো আমি কি চিন্তাভাবনা করছি?' আমি এ্যাডওয়ার্ডকে জিজ্ঞেস করলাম।

সে হাসল। 'না।'

আমিও হাসছিলাম।

'তুমি কি চিন্তাভাবনা করছ?'

'আমি ভাবছি এর পুরোটাই সম্পর্কযুক্ত। শুধু দুজনের নয়, কিন্তু পুরো তিনজনেরই।'

'তুমি আমাকে হারিয়ে ফেলেছো।'

'তিনটি খারাপ জিনিস ঘটবে যখন তুমি ফিরে আসবে।' আমি তিনটি আঙুল উচিয়ে তাকে দেখালাম। 'সিয়াটলের নতুন আগতরা। আমার রুমে অদ্ভুত অতিথি। এবং- সবকিছুর মধ্যে প্রথমত— ভিক্টোরিয়া আমাকে খোঁজ করতে আসবে।'

সে এটা নিয়ে চিন্তা করতেই তার চোখ সরু হয়ে গেল। 'কেন তুমি সেরকমটি ভাবছ?'

'কারণ আমি জেসপারের সাথে সম্মত হয়েছি— ভলচুরি তাদের নিয়মকানুন ভালবাসে। তারা সম্ভবত এর চেয়ে ভাল কোন কাজ যেভাবেই হোক করবে।' এবং যদি তারা চায় আমি মারা যাই তাহলে আমি মারাই যাব। আমি মনে মনে বললাম।

'তোমার কি মনে পড়ে যখন গত বছর ভিক্টোরিয়াকে ট্রাকিং করছিলে?'

'হ্যাঁ।' সে ভুরু কুঁচকাল। 'আমি এটাতে খুব ভাল কিছু করতে পারি নি।'

'এলিস বলেছিল তুমি টেক্সাসে ছিলে। তুমি কি সেখানে তাকে অনুসরণ করেছিলে?'

তার ভুরুজোড়া একত্রিত হয়ে গেল। 'হ্যাঁ, হুমমম..

'দেখ— সে সেখানে সেই আইডিয়াটা পেয়ে যাবে। কিন্তু সে জানে না সে সেখানে কি করছে। সুতরাং নতুন আগতরা সবাই নিয়ন্ত্রণের বাইরে।'

সে মাথা ঝাকাতে শুরু করল। 'শুধুমাত্র এ্যারোই জানে কিভাবে এলিসের দৃষ্টিশক্তি কাজ করে।'

'এ্যারো সবচেয়ে ভালটা জানতে পারে। কিন্তু তানিয়া, আরিনা আর তোমার ডেনালির অন্য বন্ধুরাও কি সে ব্যাপারটা জানে না? লরেন্ট তাদের সাথে দীর্ঘদিন বাস করত। সে ভিক্টোরিয়ার সাথে বন্ধুত্ব বজায় রেখেছিল তাহলে ভিক্টোরিয়া তার পক্ষে কেন কাজ করবে না? কেন সে সবকিছু ভিক্টোরিয়াকে বলে দিয়ে যাবে না?'

এ্যাডওয়ার্ড ভুরু কুঁচকাল। 'তোমার রুমে সেদিন ভিক্টোরিয়া ছিল না।'

'সে কি নতুন বন্ধু তৈরি করে নিতে পারে না? এটা নিয়ে চিন্তা করো, এ্যাডওয়ার্ড। যদি ভিক্টোরিয়া সিয়াটলে তা করে থাকে তাহলে তার অনেক নতুন বন্ধু তৈরি হবে। সে তাদেরকে তৈরি করে নেবে।'

সে বিষয়টা বিবেচনা করল। তার কপাল অতিরিক্ত মনোযোগের কারণে কুঁচকে রইল।

'হুমমম...' সে শেষ পর্যন্ত বলল। 'তা সম্ভব। আমি এখনও চিন্তা করছি, ভলচুরি প্রায় পুরোপুরি সেই মত...কিন্তু সেই থিওরি— সেখানে কোন একটা কিছু আছে। ভিক্টোরিয়ার ব্যক্তিত্ব। তোমার থিওরি তার ব্যক্তিত্বকে পুরোপুরি ফুঁটিয়ে তুলেছে। সে প্রথম থেকেই অবিশ্বাস্যভাবে আত্মনিয়ন্ত্রণের একটা ব্যাপার গড়ে তুলেছে। হতে পারে এটাই তার মেধা। যেকোন সমস্যায়, এই ব্যাপারটা তাকে আমাদের থেকে বিপদমুক্ত রাখে। যদি সে পিছনে বসে থাকে আর নতুন আগতদের বিশৃংখলার কাজে পাঠায়। এবং হতে পারে ভলচুরির কাছ থেকে কিছুটা বিপদ আসতে পারে। সম্ভবত সে আমাদেরকে জয়ের ব্যাপারে গণনা করছে, শেষ পর্যন্ত, যদিও সম্ভবত তার নিজের কারণ ছাড়া সেটা সম্ভব নয়। কিন্তু কোন সারভাইভার তার ছোট্ট সেনাবাহিনী থেকে এড়াতে পারবে না। প্রকৃতপক্ষে,' সে এই চিন্তাভাবনায় কথা বলে যেতে লাগল, ' যদি সেখানে সারভাইভাররা থেকে থাকে, আমি বাজি ধরে বলতে পারি সে তাদেরকে তার নিজের জন্য নিজেই ধ্বংস করে ফেলবে...হুমমম। এখনও তার একজন ভাল বন্ধু আছে যে অনেক বেশি উপযুক্ত। কোন নতুন আগত তোমার বাবাকে জীবিত ছেড়ে দেবে না...' সে শূন্যের দিকে তাকিয়ে দীর্ঘ সময়ের জন্য ভুরু কুঁচকে থাকল, এবং তারপর হঠাৎ আমার দিকে তাকিয়ে হাসি দিল। তার বকবকানি থেকে ফিরে এসেছে।

'খুব ভালভাবেই সম্ভব। অবিবেচক। আমাদেরকে নিজেদের প্রস্তুতি নিতে হবে যেকোন কিছুর জন্য, যতক্ষণ পর্যন্ত না আমরা নিশ্চিত হই। তুমি আজকে খুব বেশি সুদৃষ্টিসম্পন্ন।' সে যোগ করল, 'এটা খুবই ইম্প্রেসিভ।'

আমি শ্বাস নিলাম। 'হতে পারে আমি শুধু এই জায়গার ব্যাপারে প্রতিক্রিয়া দেখাচ্ছি। এটা আমাকে এরকম অনুভূতি দিচ্ছে যেন সে আমার খুব কাছাকাছি...যেন সে আমাকে দেখছে।'

তার চোয়ালের মাংসপেশী শক্ত হয়ে গেল। 'সে তোমাকে কখনও স্পর্শ করতে পারবে না বেলা।' সে বলল।

তার কথার পরিবর্তে, তার চোখ দ্রুতগতিতে সর্তকতার সাথে অন্ধকার গাছগুলোর দিকে গেল। যখন সে তাদের ছায়া খুঁজছিল, অদ্ভুত অভিব্যক্তি তার মুখে খেলা করছিল। সে দাঁত দিয়ে ঠোঁট কামড়ে ধরল। তার চোখ একটা অন্যরকম আলোর দিকে গেল। একটা বুনো, হিংস্র টাইপের আলো।

'এখনও, আমি যে জিনিসটা এখনও তাকে দেই নাই সেটা নিকটবর্তী,' সে বিড়বিড় করে বলল, 'ভিক্টোরিয়া, এবং কেউ যে এখনও পর্যন্ত তোমাকে আঘাত করেছে। আমার এটা শেষ করার একটা সুযোগ এসেছে। এইবারে এটা আমি নিজের হাতে শেষ করতে পারব।'

আমি তার কণ্ঠর দৃঢ়পূর্ণ ভয়ংকর স্বরে কেঁপে কেঁপে উঠলাম। তার হাতের আঙুল আমার হাত দিয়ে আরো জোরে আঁকড়ে ধরলাম। আশা করছি আমি এতটাই শক্তিশালী হয়ে উঠব যে আমার হাত দিয়ে তার হাত সারাজীবনের জন্য এভাবে আঁকড়ে ধরে থাকতে পারব।

আমরা প্রায় তার পরিবারের কাছাকাছি চলে এসেছি। এই প্রথমবারের মত আমি লক্ষ্য করলাম এলিস অন্যদের আশাবাদি দৃষ্টিতে দেখছে না। সে কিছুটা পাশে সরে দাঁড়িয়েছে। দেখছে জেসপার তার দুহাত প্রসারিত করে এমনভাবে নাড়াচাড়া করছে যেন এটা একটা ওয়ার্মিংআপ এক্সারসাইজ।

'এলিসের খারাপ কিছু ঘটেছে নাকি?' আমি ফিসফিস করে বললাম।

এ্যাডওয়ার্ড ঢোক গিলল, 'নেকড়েমানবেরা তাদের পথে, সুতরাং সে কোন কিছু এখন আর ঘটতে দেখতে পারছে না। এটা তাকে অন্ধ হয়ে যাওয়ার মত অস্বস্তিতে রেখেছে।'

এলিস, যদিও আমাদের থেকে দুরে, আমি তার নিচু কণ্ঠস্বর শুনতে পেলাম।

সে উপরের দিকে তাকাল এবং তার জিহবা দিয়ে জেসপারের প্রতি শব্দ করল।

'হেই, এ্যাডওয়ার্ড,' এমেট তাকে অভিনন্দন জানাল। 'হেই, বেলা, সে কি তোমাকে প্রাকটিস দেখানোর জন্য নিয়ে এসেছে?'

এ্যাডওয়ার্ড তার ভাইয়ের দিকে তাকিয়ে গুঙিয়ে উঠল। 'প্লিজ, এমেট। তাকে কোন রকম ধারণা দিও না।'

'কখন আমাদের অতিথিরা এসে পৌছুবে?' কার্লিসল এ্যাডওয়ার্ডকে জিজ্ঞেস করলেন।

এ্যাডওয়ার্ড এক সেকেন্ডের জন্য মনোসংযোগ করল। তারপর শ্বাস নিল, 'দেড়মিনিট পরে। কিন্তু আমি সেটা অনুবাদ করতে যাচ্ছি। তারা আমাদেরকে যথেষ্ট বিশ্বাস করে না তাদের মানবীয় আকৃতিতে থাকার ব্যাপারে।'

কার্লিসল মাথা নোয়ালেন। 'এইগুলো তাদের জন্য কঠিন। আমি কৃতজ্ঞ যে তারা শেষ পর্যন্ত আসছে।'

আমি এ্যাডওয়ার্ডের দিকে তাকিয়ে রইলাম। আমার চোখ বড়বড় হয়ে গেল, 'তারা নেকড়ের আকৃতিতে আসছে?'

সে মাথা উপর নিচ করে সায় দিল। আমার প্রতিক্রিয়ার ব্যাপারে সর্তক। আমি একবার ঢোক গিললাম। মনে পড়ল যে দুইবার আমি জ্যাকবকে তার নেকড়ে রুপে দেখেছিলাম। প্রথমবার লরেন্টর সাথে তৃণভূমিতে। দ্বিতীয়বার বনের ধারে যেখানে পল তাকে আমার কারণে রাগান্বিত করেছিল...সেই দুইবারই আমার স্মৃতিতে ভয়ের স্মৃতি হয়ে আছে।

এ্যাডওয়ার্ডের চোখে একটা অদ্ভুত ছায়া খেলা করছিল। যেন কিছু একটা তার উপর দিয়ে এখুনি ঘটে গেছে। কিছু একটা যেটা তার জন্য স্বস্তিদায়ক নয়। সে তাড়াতাড়ি ঘুরে গেল। আমি তাকে আবার দেখতে পাবার আগেই। কার্লিসলে ও অন্যদের পিছনে গিয়ে দাঁড়াল।

'নিজেকে প্রস্তুত করো— তারা আমাদে[illegible] ধরতে আসছে।'

'তুমি কি বোঝাতে চাচ্ছ?' এলিস জানতে চাইল।

'শশশ।' সে সতর্ক করল। এলিসের পাশ দিয়ে অন্ধকারের দিকে চলে গেল।

কুলিনদের প্রথাগত বৃত্ত হঠাৎ করে বড় হয়ে গেল। জেসপার এবং এমেট মূল পথে দাঁড়িয়ে। এ্যাডওয়ার্ড আমার প্রতি ঝুকে আছে। আমি বলতে পারি সে আশা করছে সে তাদের পাশে যেয়ে দাঁড়াবে। আমি হাত শক্ত করে তাকে আঁকড়ে থাকলাম।

আমি চোখ কুঁচকে বনের দিকে তাকালাম। কিছুই দেখতে পেলাম না।

'ড্যাম,' এমেট নিঃশ্বাসের নিচে বিড়বিড় করে বলল, 'তুমি কি কখনও ওরকমটি কিছু দেখেছো?'

এসমে এবং রোসালে নিজেদের মধ্যে চোখ বড়বড় করে দৃষ্টি বিনিময় করল।

'এটা কি?' আমি যতটা সম্ভব ফিসফিস করে বললাম, 'আমি দেখতে পাচ্ছি না।'

'দলটা বড় হচ্ছে,' এ্যাডওয়ার্ড আমার কানের কাছে বিড়বিড় করে বলল।

আমি কি তাকে বলিনি যে কুইল তাদের দলে যোগ দিয়েছে? আমি এক মুহূর্তের জন্য সেখানে ছয়টা নেকড়ে দেখতে পেলাম। শেষপর্যন্ত, অন্ধকারের মধ্যে কোন কিছু জ্বলজ্বল করে জ্বলছিল। নেকড়েগুলোর চোখ। নেকড়েগুলো যে উচ্চতায় হয় তার চেয়ে বেশি উচ্চতায়। আমি ভুলে গিয়েছিলাম যে তারা কত উঁচু নেকড়ে। যেন ঘোড়ার মত, শুধু মাংসপেশীতে পরিপূর্ণ এবং লোমে। তাদের দাঁত ছুরির মত, সেদিকে বারবার তাকানো অসম্ভব।

আমি শুধু তাদের চোখ দেখতে পাচ্ছি। যখন আমি ভালভাবে দেখতে লাগলাম আরেকটু বেশি দেখতে পেলাম। আমার কাছে মনে হলো সেখানে তারা আমাদের মুখোমুখি ছয়জোড়া আছে। এক, দুই, তিন...আমি মাথার মধ্যে তাড়াতাড়ি তাদের জোড়া গুণে ফেললাম। দুইবার।

সেখানে তারা দশজন ছিল।

'অপূর্ব,' এ্যাডওয়ার্ড প্রায় নিঃশব্দের মত করে বিড়বিড় করে বলল। কার্লিসল খুব ধীর সতর্ক পদক্ষেপে সামনের দিকে এগিয়ে গেলেন। এখন এটা খুব সর্তকতার সাথে নড়াচড়ার সময়। সবকিছু নিশ্চিত করার জন্য।

'স্বাগতম,' তিনি অদৃশ্য নেকড়েগুলোর দিকে তাকিয়ে অভিবাদন জানালেন।

'ধন্যবাদ,' এ্যাডওয়ার্ড অদ্ভুত নিস্পৃহ স্বরে সাড়া দিল। আমি তৎক্ষণাৎ বুঝতে পারলাম উত্তরটা এসেছে স্যামের কাছ থেকে। আমি লাইনের মাঝখানের জ্বলজ্বলের চোখের প্রাণীটির দিকে তাকালাম। সবচেয়ে উঁচু সবচেয়ে লম্বা প্রাণীটি। এই অন্ধকারের ভেতরে কালো কালো নেকড়েগুলোর আকৃতি পৃথক করা কঠিন।

এ্যাডওয়ার্ড আগের মতই একইরকম দূরবর্তী নিরীহ স্বরে কথা বলতে লাগল, স্যামের কথাগুলো বলছিল, 'আমরা দেখতে পারব এবং শুনতে পারব। কিন্তু তার বেশি নয়। সেটাই সবচেয়ে বেশি যেটা আমাদের আত্মনিয়ন্ত্রণে আমরা ব্যবহার করতে পারি।'

'সেটাই যথেষ্টের চেয়ে অনেক বেশি।' কার্লিসল উত্তর দিলেন, 'আমার ছেলে জেসপার' তিনি অনুমানে জেসপার যেখানে দাঁড়িয়ে ছিল সেদিক তাকাল, টান টান উত্তেজিত এবং প্রস্তুত— 'এই এলাকায় তার অভিজ্ঞতা আছে। সে আমাদেরকে শিক্ষা

দেবে কিভাবে তারা লড়াই করে, কিভাবে তাদের পরাজিত করা যায়। আমি নিশ্চিত তুমি সেটা তোমাদের শিকার ধরার পদ্ধতিতে ব্যবহার করতে পারবে।'

'তারা কি আপনাদের চেয়ে ভিন্নরকমের?' এ্যাডওয়ার্ড স্যামের হয়ে জিজ্ঞেস করল।

কার্লিসলে মাথা নোয়ালেন। 'তারা সবাই খুব নতুন— শুধুমাত্র একমাস হয়েছে তাদের জন্মের- নতুন জীবনের। এক দিক দিয়ে বলতে গেলে বলতে হয়, শিশু। তাদের কোন দক্ষতাও নেই অথবা কোন পরিকল্পনাও নেই। শুধুমাত্র তীব্র শক্তি ছাড়া। আজ রাতে তাদের সংখ্যা বিশে দাঁড়িয়েছে। দশজন আমাদের জন্য, দশজন তোমাদের জন্য। এটা খুব কঠিন কিছু হওয়ার কথা নয়। এই সংখ্যা কমতে পারে। নতুনরা তাদের নিজেদের মধ্যেও মারামারি করে।'

অন্ধকার ছায়ার মধ্যে দাঁড়ানো নেকড়েদের মধ্যে একটা চঞ্চলতা দেখা গেল। নিচুলয়ের চাপা গর্জন ভেসে এল যেটাতে তারা তাদের প্রাণশক্তির ব্যাপারটা বুঝিয়ে দিল।

'আমরা আমাদের অংশের চেয়ে আরো বেশির সাথে লড়তে আগ্রহী, যদি সেটার প্রয়োজন হয়।' এ্যাডওয়ার্ড অনুবাদ করে দিল। তার কণ্ঠস্বর এখন আরো বেশি অন্যরকম।

কার্লিসল হাসলেন। 'আমরা দেখব কিভাবে তারা কাজ করে।'

'আপনি কি জানেন কখন এবং কিভাবে তারা এখানে এসে পৌছাবে?'

'তারা পাহাড়ের পেছন থেকে চারদিনে শেষ সকালে পৌছাবে। যেভাবে তারা কাজ করে, এলিস তাদের পথ জানাতে আমাদের সাহায্য করবে।'

'আপনার এইসব তথ্যের জন্য ধন্যবাদ। আমরা সেদিকে লক্ষ্য রাখব।'

নিঃশ্বাসের জোরালো শব্দের তাদের সবার চোখ মাটির দিকে নেমে গেল।

দুটো হার্টবিটের শব্দের মত সময়ে নৈঃশব্দ খেলা করছিল। তারপর জেসপার ভ্যাম্পায়ার এবং নেকড়েদের মাঝখানের ফাঁকা জায়গায় এক স্টেপ এগিয়ে এল। তাকে দেখা আমার পক্ষে কঠিন কিছু নয়। অন্ধকারের মধ্যে নেকড়ের চোখের মত তার উজ্জল ত্বক জ্বলজ্বল করছিল। জেসপার এ্যাডওয়ার্ডের দিকে উদ্বিগ্ন চোখে তাকাল। সে মাথা নিচু করে ছিল। তারপর জেসপার নেকড়েগুলোর দিকে ঘুরে দাঁড়াল। সে অস্বস্তিকরভাবে নিঃশ্বাস নিচ্ছিল।

'কার্লিসলই ঠিক।' জেসপার শুধু আমাদের দিকেই বলল। তাকে দেখে মনে হচ্ছে সে তার পিছনের দর্শকদের এড়িয়ে চলার চেষ্টা করছে।

'তারা শিশুদের মতই লড়াই করবে। যে দুটো গুরুত্বপূর্ণ জিনিস তোমাদেরকে মনে রাখতে হবে তা হচ্ছে, প্রথমত, তাদের হাতের নাগালের মধ্যে কারো পড়া চলবে না। দ্বিতীয়ত, তাদেরকে সুস্পষ্টত হত্যা করার জন্য যেতে দেয়া যাবে না। তারা সেরকম প্রস্তুতিই আমাদের জন্য নিয়ে এসেছে। যতক্ষণ তোমরা আশপাশ দিয়ে তাদের কাছে আসবে এবং তাদেরকে চলতে ব্যস্ত রাখতে, তারা সঠিকভাবে কাজ করতে গিয়ে দ্বিধান্বিত হয়ে পড়বে, এমেট?

এমেট চওড়া দৈত্য হাসি দিয়ে লাইনের কাছে এগিয়ে এলো।

জেসপার উত্তরের দিকে কিছুটা পিছিয়ে গিয়ে জায়গা করে দিল। সে এমেটকে সামনে আসার সুযোগ দিল।

'ঠিক আছে, এমেটই প্রথমে। সেই নতুন আগতদের আক্রমণের জন্য সবচেয়ে ভাল উদাহরণ হতে পারে।'

এম্মেটের চোখ সরু হয়ে গেল, 'আমি কোন কিছু না ভাঙার চেষ্টা করব।' সে বিড়বিড় করে বলল।

জেসপার দাঁত কিড়মিড় করল, 'আমি যেটা বোঝাতে চেয়েছি এমেট তার শক্তি সমন্ধে বুঝতে পেরেছে। সে আক্রমণের ব্যাপারে খুবই সোজাসাপ্টা। নতুন আগতরা এরকম কোন কিছু করার চেষ্টা করবে না। শুধু সহজভাবে হত্যার জন্য এগিয়ে যাও এমেট।'

জেসপার আরো কয়েক পদক্ষেপ পিছিয়ে এল, তার শরীর টান টান হয়ে গেলো।

'ঠিক আছে, এমেট— আমাকে ধরার চেষ্টা করো।'

আমি আর ভ্যাম্পায়ারকে দেখতে পেলাম না। সে ঝাঁপসা হয়ে গেল যখন এমেট তাকে একটা ভালুকের মত তাড়া করল। গোঙাচ্ছিল যখন সে তাড়া করছিল। এমেট অসম্ভবভাবে দ্রুতগামী। কিন্তু জেসপারের মত নয়। এটা দেখে মনে হচ্ছে জেসপার যেন একটা ভূতের মতো। যেকোন সময় এমেটের বিশাল হাতের থাবার মধ্যে ধরা খাবে। এমেটের আঙুলগুলো শূন্যে কিছুই আঁকড়ে ধরতে পারল না। আমার পাশে, এ্যাডওয়ার্ড টানটানভাবে সামনের দিকে ঝুকে থাকল, তার চোখ স্থির হয়ে আছে।

তারপর এমেট জমে দাঁড়িয়ে গেল।

জেসপার ঠিক তার পিছনে। তার দাঁত এমেটের গলার এক ইঞ্চি দুরে।

এমেট ধরা পড়ল।

দর্শকের মত দেখতে থাকা নেকড়েগুলোর মধ্যে একটা শিহরণের তরঙ্গ খেলে গেলো।

'আবার,' এমেট জোর দিয়ে বলল। তার মুখ থেকে হাসি মুছে গেছে।

'এবার আমার পালা।' এ্যাডওয়ার্ড প্রতিবাদ করল। আমার আঙুলগুলো তার হাতের ভেতর টানটান হয়ে রইল।

'এক মিনিট,' জেসপার দাঁতমুখ খিঁচিয়ে পিছিয়ে এলো, 'আমি প্রথমে বেলাকে কিছু দেখাতে চাই।'

আমি উদ্বিগ্ন চোখে তার দিকে তাকিয়ে রইলাম যখন সে এলিসে দিকে এগিয়ে গেল।

'আমি জানি তুমি তাকে নিয়ে চিন্তিত হয়ে আছো।' সে আমার কাছে এসে ব্যাখ্যা করল গন্ডির মধ্যে নাচের মত এক পাক ঘুরে, 'আমি তোমাকে দেখাতে চাই কেন সেটার কোন প্রয়োজন নেই।'

যদিও আমি জানি জেসপার কখনও এলিসের ক্ষতিকর কোন কিছু হয় এমন কিছু ঘটতে দেবে না, তবুও এটা দেখা খুব কঠিন যে জেসপার তার দিকে হামাগুড়ি দিয়ে এগিয়ে যাচ্ছে। এলিস চিত্রাপিত্রের মত দাঁড়িয়ে গেল, একটা পুতুলের মত এমেটের দিকে তাকাল, নিজে নিজেই হাসল। জেসপার সামনে এগিয়ে এলো, তারপর তার বাম

দিকে গেল।

এলিস তার চোখ বন্ধ করে ফেলল।

আমার হৃৎপিণ্ড জোরে জোরে শব্দ করতে লাগল জেসপার এগিয়ে গেছে যেখানে এলিস দাঁড়িয়ে ছিল।

জেসপার টানটান হয়ে গেলো, অদৃশ্য হয়ে গেলো। হঠাৎ সে এলিসের অন্যপাশে চলে এলো। এলিস কোনরকম নড়াচড়া করারও সুযোগ পেলো না।

জেসপার ঘুরে গেলো এবং নিজেকে এলিসের সামনে উদিত করলো। প্রথমবারের মত জেসপার আবার হামাগুড়ির ভঙ্গি করলো। সেই ফাকে এলিস চোখ বন্ধ করে হাসি মুখে দাঁড়াল।

আমি এখন আরো সর্তকতার সাথে এলিসকে লক্ষ্য করতে লাগলাম।

এলিস নড়তে শুরু করেছে— আমি এই দৃশ্যটা মিস করেছি। জেসপারের আক্রমণ থেকে সরে এসেছে। সে ঠিক সেই মুহূর্তে ছোট্ট করে সামনে এগিয়ে গেল যখন জেসপার এলিস ঠিক যেখানে দাঁড়িয়ে ছিল সেখানে লাফিয়ে পড়ল।

এলিস আরেক পা বাড়াল। যখন জেসপার হাত বাড়িয়ে এলিসের কোমর ধরার চেষ্টা করল।

জেসপার খুব কাছে চলে এসেছে। এলিস আরো দ্রুতগতিতে সরে গেল। সে নেচে চলেছিল। ঘুরছিল, মোচড় দিচ্ছিল এবং নাচছিল। জেসপার তার সঙ্গী বনে গেল। তার পাশে পাশে তাকে কোনরকম স্পর্শ না করেই নেচে গেল, যেন তাদের দুজনের প্রতিটি মুহূর্তেও কোরিওগ্রাফারের সাহায্যে আগের থেকে পরিকল্পিত। শেষ পর্যন্ত এলিস হেসে ফেলল।

এখন সে জেসপারের কোমর জড়িয়ে ধরেছে। এলিসের ঠোঁট জেসপারের গলার কাছে।

'এদিকে এসো।' সে বলল এবং তার গলায় চুমু খেলো।

জেসপার ঢোক গিলল, তার মাথা নাড়ল, 'তুমি সত্যিই একটা ছোট্টখাট ভীতিকর মনস্টার।'

নেকড়েগুলোর ভেতর বিড়বিড়ানির মত শব্দ হলো। এইবার তাদের শব্দ অন্যরকম শোনাল।

'এটা তাদের জন্য ভাল যে তারা কিছু শ্রদ্ধাবোধ শিখছে।' এ্যাডওয়ার্ড বিড়বিড় করে বলল, আশ্চর্যান্বিত। তারপর সে জোরে চিৎকার করে বলল, 'এইবার আমার পালা।'

সে সেদিকে এগিয়ে যাওয়ার আগে আমার হাতে মৃদু চাপ দিল।

এলিস আমার পাশে এসে এ্যাডওয়ার্ডের জায়গা দখল করে নিল।, 'শান্ত হয়েছো, হাহ?' সে বিদ্রুপপুর্ণ কণ্ঠে আমাকে জিজ্ঞেস করল।

'খুবই,' আমি স্বীকার করলাম। এ্যাডওয়ার্ডের জেসপারের দিকে এগিয়ে যাওয়া থেকে চোখ সরালাম না। তার চলাফেরার প্রতিটি পদক্ষেপ জঙ্গলের বনবিড়ালের মত দেখার মত বিষয়।

'আমি তোমার প্রতি নজর রাখছি, বেলা,' সে হঠাৎ ফিসফিস করে বলল, তার

কণ্ঠস্বর এত নিচুলয়ের আমার খুব কষ্ট করে শুনতে হলো, যদিও তার ঠোঁট একেবারে আমার কানের কাছে।

এলিসের দিকে থেকে আমার চোখ সরে গেল এবং এ্যাডওয়ার্ডের দিকে তাকালাম। সে এখন জেসপারের কাছাকাছি, তারা দুজনেই খুব কাছাকাছি দুরত্বে চলে এসেছে।

এলিসের অভিব্যক্তিতে পুরোপুরি অনুমোদনের ভঙ্গি।

'আমি তাকে ব্যস্ত রাখব যদি তোমার পরিকল্পনা কোন নির্দিষ্ট ব্যাপার থাকে।,' সে আগের মতই নিচুলয়ে হুমকির স্বরে কথা বলল। 'তোমাকে কোন কিছুই বিপদের মধ্যে রাখার জন্য সাহায্য করবে না। তুমি কি মনে করো তাদের কেউ একজন ছেড়ে দেবে যদি তুমি মারা পড়ো? তারা লড়াই করে যাবে। তারা সবাই লড়াই করে যাবে। তুমি কোন কিছু পরিবর্তন করতে পারবে না। সুতরাং শুধু ভাল হয়ে থাকো, ঠিক আছে?'

আমি মুখভঙ্গি করলাম, তাকে এড়ানোর চেষ্টা করলাম।

'আমি দেখছি।,' সে পুনরাবৃত্তি করল।

এ্যাডওয়ার্ড এখন জেসপারের খুব কাছাকাছি। এই লড়াইটা অন্য আর কারোর চেয়ে অনেক বেশি গুরুত্বপুর্ণ। জেসপারের শতাব্দীর বেশি সময়ের অভিজ্ঞতা আছে নিজেকে চালিত করার। সে যতটা সম্ভব তার সেই অভিজ্ঞতা কাজে লাগিয়ে তৎক্ষণাৎ কাজ করবে। কিন্তু তার চিন্তাভাবনা সবসময়েই তার কাজের আগে দুরে সরিয়ে নিয়ে যায়। এ্যাডওয়ার্ড কিছুটা দ্রুতগামী, কিন্তু জেসপার যেভাবে চলে সেটা তার কাছে অপরিচিত। তারা বারবার একে অন্যের কাছে এগিয়ে আসে, কেউ কোন সুযোগ গ্রহণ করতে পারে না। তাদের দুজনেরই এলোমেলো গর্জন শোনা যায়। এটা দেখাও খুব কঠিন ব্যাপার, কিন্তু আরো কঠিন এটা থেকে চোখ সরিয়ে নেয়া। তারা আমার দেখার জন্য এত দ্রুতগতিতে চলছে আমি ঠিক বুঝে উঠতে পারছি তারা আসলে কি করছে। প্রায় নেকড়েগুলোর তীক্ষ্ম জ্বলজ্বল চোখে আমার মনোযোগের দিকে তাকাচ্ছে। আমার অনুভূতি হচ্ছে নেকড়েগুলো আমার চেয়ে আরো বেশী কৌতুহলী চোখে তাদেরকে দেখছে—হতে পারে তারা যেরকম তার চেয়ে।

ঘটনাপুর্ণভাবে, কার্লিসল গলা খাকারি দিয়ে গলা পরিষ্কার করে নিলেন।

জেসপার হাসছিল। এক পদক্ষেপ পিছিয়ে এলো। এ্যাডওয়ার্ড সোজা হয়ে দাঁড়াল এবং তার দিয়ে মুখ ভেংচি দিল।

'কাজে ফিরে এসো।' জেসপার জোর দিল, 'আমরা এটাকে ড্র হিসাবে ধরে নেবো।'

প্রত্যেকেই ঘুরে দাঁড়াল। কার্লিসল, তারপর রোসালে, এসমে এবং আবারও এমেট। আমি তাকিয়ে রইলাম, মনে হলো জেসপার এসমেকে আক্রমণ করতে যাচ্ছে। সেটা দেখা হবে সবচেয়ে কঠিন কাজ। তারপর সে খুব ধীর গতির হয়ে গেলো। এখনও আমার বোঝার মত পুরোপুরি শান্ত হয়ে যায়নি। সে আরো বেশি ইনস্ট্রাকশন দিতে লাগল।

'তুমি দেখেছো আমি এখানে কি করছি?' সে জিজ্ঞেস করল, 'হ্যাঁ, শুধু এইরকমই।' সে এটার উপর জোর দিল, 'পাশের দিকে মনোযোগ দেবে। কখনও ভুলে

যেও না কোথায় তাদের লক্ষ্য হতে পারে। চলাটা চালিয়ে যেও।'

এ্যাডওয়ার্ড সবসময়েই ফোকাসে থাকে। দেখছিল এবং শুনছিল। অন্যরা যেটা দেখতে পায় না।

এসবকিছু লক্ষ্য করা আমার জন্য বেশ কষ্টকর হয়ে যাচ্ছিল কারণ আমার চোখের পাতা ভারী হয়ে আসছিল। আমি সম্প্রতি খুব ভালভাবে ঘুমাইনি। যাইহোক, গত চব্বিশ ঘণ্টার ভেতরে আমি এক ফোঁটার জন্য ঘুমাইনি। আমি এ্যাডওয়ার্ডের পাশে ঝুকে পড়লাম এবং আমার চোখের পাতা বন্ধ করালাম।

'আমরা প্রায় শেষের কাছাকাছি চলে এসেছি,' সে ফিসফিস করে বলল।

জেসপার সেটা নিশ্চিত করলো। প্রথমবারের মত নেকড়েগুলোর দিকে ঘুরে দাঁড়ালো। তার অভিব্যক্তিতে আবার অস্বস্তি ভর করেছে।

'আমরা এরকম আবার আগামীকাল করব। দয়া করে পর্যবেক্ষণ করা জন্য সবাই এসো। সবাইকে স্বাগতম।'

'হ্যাঁ।' এ্যাডওয়ার্ড স্যামের ঠাণ্ডা শীতল স্বরে উত্তর দিল। 'আমরা এখানে থাকব।'

এ্যাডওয়ার্ড শ্বাস নিল। আমার হাতে চাপড় দিল। আমার থেকে একটু সরে গেল। সে তার পরিবারের দিকে গেল।

'ওদের দলটা মনে করো এটা তাদের জন্য সাহায্যকারী হবে যদি তারা আমাদের প্রত্যেকের গন্ধের সাথে পরিচিত হতে পারে—যাতে পরে তারা কোন ভুল না করে বসে। যদি আমরা সবাই শান্তভাবে থাকি তাহলে এটা তাদের জন্য সহজ হয়।'

'নিঃসন্দেহে,' কার্লিসলে স্যামকে বললেন, 'তোমার যেটার প্রয়োজন।'

সেখানে বিষণ্ন, গরগরানির মত গোঙানী নেকড়ে দলের উপর খেলে গেলো যখন সেগুলো তাদের পায়ের উপর দাঁড়িয়ে গেল।

আমার চোখ আবার বড়বড় হয়ে গেল। ক্লান্তির কথা ভুলে গেলাম।

কালো রাত্রির অন্ধকার কিছুটা ফিকে হতে শুরু করেছে। সূর্য মেঘগুলোকে আলোকিত করতে চাইছে, যদিও এখনও দিগন্তে পরিষ্কার হয়নি। পাহাড়ের অন্যপাশে অনেক দুরে সেটা। যখন তারা শুরু করল, এটা হঠাৎ করে তাদের আকৃতি...রঙ এগুলো ধরা পড়তে লাগল।

স্যাম সবার সামনে নেতৃত্ব দিচ্ছে, অবশ্যই। অবিশ্বাস্যভাবে বিশাল, মধ্যরাত্রির মত কালো, দুঃস্বপ্নের দৈত্য যেন বেরিয়ে এসেছে, প্রথমবার স্যাম এবং অন্যদেরকে তৃণভূমিতে দেখার পর, তারা আমার দুঃস্বপ্নের ভেতরে একবারের বেশি এসেছিল।

এখন আমি তাদের সবাইকে দেখতে পাচ্ছি। তাদের চোখ জোড়ার দিকে তাকিয়ে মনে হলো এটা দশ জোড়ার চেয়ে বেশি কিছু।

গোটাদল এখন অতিরিক্ত সর্তকতা অবলম্বন করছে।

চোখের কোণা দিয়ে, আমি দেখতে পেলাম এ্যাডওয়ার্ড আমাকে লক্ষ্য করছে, খুব সর্তকতার সাথে আমার প্রতিক্রিয়া দেখছে।

স্যাম কার্লিসল যেখানে দাঁড়িয়ে ছিল সেদিকে এগিয়ে গেল। গোটা দল তার পিছুপিছু এগুতে লাগল। জেসপার শক্ত হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। কিন্তু এমেট, কার্লিসলের অন্যপাশে বেশ রিলাক্স মুডে দাঁড়িয়ে আছে।

স্যাম কার্লিসলের কাছে গিয়ে নাক টেনে গন্ধ নিল। তারপর সে জেসপারের দিকে এগিয়ে গেল।

আমার চোখ নেকড়েদের ব্যাপারস্যাপারগুলো দেখছিল। আমি নিশ্চিত এই নতুন ধরনের অভিজ্ঞতায় আমি নেকড়েদের ব্যাপারে অনেক কিছু শিখতে পারব।

সেখানে একটা ছোটখাট ধুসর বর্ণের নেকড়ে যেটা অন্যগুলোর তুলনায় অনেক ছোট, সেটা তার নাক উঁচু করল অপরিচিতের ভঙ্গিতে। সেখানে আরেকটা ছিল, যেটার রঙ মরুভূমির বালুর মত, যাকে অন্যগুলোর তুলনায় অনেক বেশি খাপছাড়া মনে হচ্ছিল আমার কাছে। সে বালুরঙের নেকড়ের মধ্যে একটা চাপা গর্জন শোনা যাচ্ছিল যখন স্যাম তাকে কার্লিসল ও জেসপারের কাছে নিয়ে গেল।

আমি স্যামের ঠিক পিছনের নেকড়ের কাছে থেমে গেলাম। তার লোম লালচে বাদামী এবং অন্যদের তুলনায় অনেক বেশি লম্বা, তুলনামূলক তুলতুলে। সে প্রায় স্যামের মতই লম্বা। গোটাদলের মধ্যে দ্বিতীয় বৃহত্তম। সে খুব ক্যাজুয়ালি দাঁড়িয়ে আছে। অন্য সবার তুলনায় তার ভাবভঙ্গিতে যেন অতিরিক্ত আত্মবিশ্বাসের ছাপ ফুঁটে উঠেছে।

বিশাল সাইজের ধুসর রঙা নেকড়েটা আমার দৃষ্টি অনুভব করতে পারল। সে আমার দিকে পরিচিত কালো চোখে তাকিয়ে রইল।

আমি তার দিকে ফিরে তাকালাম। আমি যেটা এর মধ্যে জানি সেটা বোঝার চেষ্টা করতে লাগলাম। আমার মুখের বিস্ময় এবং আনন্দ অনুভব করতে পারলাম। নেকড়েটা তার দাঁত খিচাল। এটা একটা ভয়ানক অভিব্যক্তি হতে পারে, শুধু তাই নয় তার জিহবা দিয়ে নেকড়ের মত লোল পড়তে লাগল।

আমি গার্গলের মত শব্দ করলাম।

জ্যাকবের তীক্ষ্ম দাঁতের খিচানো প্রসারিত হলো। সে তার জায়গা ছেড়ে এল, তার দল তার দিকে কিভাবে দেখছে সেটা উপেক্ষা করল। সে এ্যাডওয়ার্ড ও এলিসের পাশ কাটিয়ে আমার দিকে এত কাছে এল সেটা আমার থেকে দুই ফুটের দুরে নয়। সে সেখানে থেমে গেল, তার চোখের দৃষ্টিতে এ্যাডওয়ার্ডের দিকে।

এ্যাডওয়ার্ড এখনও নিশ্চল হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। একটা মূর্তির মতন। তার চোখ আমার প্রতিক্রিয়া বিবেচনা করে দেখছে।

জ্যাকব তার সামনের পা দিয়ে পিছনের পায়ে ভর করে এরকম উঁচু হয়ে দাঁড়াল যাতে তার উচ্চতা আমার চেয়ে বেশি না হয়। আমার দিকে তাকিয়ে রইল। এ্যাডওয়ার্ডের মত সেও আমার প্রতিক্রিয়া মাপার চেষ্টা করছিল।

'জ্যাকব?' আমি শ্বাস নিলাম।

তার বুকের ভেতর দিয়ে অন্যরকমভাবে শব্দে হাসির মত শোনা গেল।

আমি হাত বাড়িয়ে দিলাম। আমার আঙুল কাপতে লাগল। তার মুখের পাশের লালচে বাদামী লোম স্পর্শ করলাম।

কালো চোখ বন্ধ হয়ে গেল। জ্যাকব তার বিশাল মাথা আমার হাতের প্রতি সপে দিল। তার গলার ভেতর দিয়ে ঝড়ের মত একধরনের গুনগুনানি ভেসে এলো।

তার লোমগুলো কিছুটা রুক্ষ্ম আবার নরমও। আমার ত্বকের তুলনায় অনেক বেশি

উষ্ণ। আমি কৌতুহলের বশে তার লোমের ভেতরে আঙুল চালিয়ে দিলাম, তার শরীরের গড়ন বোঝার চেষ্টা করছিলাম, তার গলার কাছে হাত বোলালাম, যেখানে রঙটা অনেক বেশি গাঢ়। আমি বুঝতে পারছিলাম না কতটা কাছাকাছি আমি চলে গেছি, কোনরকম সর্তকতা ছাড়াই। জ্যাকব হঠাৎ করে আমার মুখে চিবুক থেকে চুল পর্যন্ত...

'আউ! গ্রোস, জ্যাক!' আমি অভিযোগ করলাম। লাফ দিয়ে পিছিয়ে এলাম এবং তাকে ধাক্কা দিলাম এমনভাবে তাকে ধাক্কা দিলাম যেন সে একজন মানুষ। সে আমার পথ থেকে কিছুটা সরে গেল এবং গর্জন করে কাশল যেটা আমার কাছে তার হাসির মতই মনে হলো।

ঠিক সেই সময়ে আমি বুঝতে পারলাম প্রত্যেকেই আমাদের দুজনকে লক্ষ্য করছে। কুলিনরা এবং নেকড়েরাও। কুলিনরা হতবুদ্ধ এবং যেভাবেই হোক তাদের অভিব্যক্তি অবিশ্বাসের ছাপ। নেকড়েদের মুখের ভাব ধরাটা খুব কঠিন। আমি ভাবলাম স্যামকে বেশ অখুশি দেখাচ্ছে।

তারপর সেখানে এ্যাডওয়ার্ডকে দেখলাম। সে একেবারে পাকাঁপাশি এবং কিছুটা মর্মাহত। আমি বুঝতে পারলাম সে আমার কাছ থেকে ভিন্নতর এক প্রতিক্রিয়া আশা করেছিল। ভয়ে চিৎকার দিয়ে দৌড়ে পালাব এরকম কিছু একটা।

জ্যাকব আবার আগের মত হাসির মতই শব্দ করল।

অন্য নেকড়েরা এখন পিছিয়ে যাচ্ছে। যখন তারা চলে যাচ্ছে কুলিনদের উপর থেকে তাদের চোখ সরিয়ে নিয়ে যাচ্ছে না। জ্যাকব আমার পাশে দাঁড়িয়ে ছিল। তাদের চলে যাওয়া দেখছিল। শিগগিরই, তারা অন্ধকার বনের মধ্যে অদৃশ্য হয়ে গেল। মাত্র দুজন গাছের আড়ালে দাঁড়িয়ে ইতস্তত ভঙ্গিতে জ্যাকবকে দেখছিল, তাদের অঙ্গভঙ্গিতে দুশ্চিন্তা ফুঁটে উঠেছিল।

এ্যাডওয়ার্ড শ্বাস নিল। তারপর জ্যাকবকে অবহেলা করল। আমার অন্য পাশে চলে এলো। আমার হাত তুলে নিল।

'যাওয়ার জন্য প্রস্তুত?' সে আমাকে জিজ্ঞেস করল।

আমি উত্তর দেয়ার আগে, সে আমার পাশ দিয়ে অদ্ভুতভাবে জ্যাকবের দিকে তাকিয়ে রইল।

'আমি এর মধ্যে সবকিছু ব্যাপকভাবে প্রকাশ করিনি।' জ্যাকবের চিন্তাভাবনার একটা উত্তরে সে কথাটা বলল।

জ্যাকবের নেকড়েটা বুঝদারের ভঙ্গিতে মাথা নাড়ল।

'এটা তার চেয়েও অনেক বেশি জটিল ব্যাপার।' এ্যাডওয়ার্ড বলল, 'নিজেকে সর্তক করোনা। আমি নিশ্চিত করব এটা নিরাপদ।'

'তুমি কি নিয়ে কথা বলছ?' আমি জানতে চাইলাম।

'শুধু আমাদের পরিকল্পনা নিয়ে আলোচনা করছি।' এ্যাডওয়ার্ড উত্তর দিল।

জ্যাকবের মাথা সামনে পিছনে কয়েকবার নড়ল। আমাদের মুখের দিকে তাকাল। তারপর হঠাৎ করে, সে গুলির মত জঙ্গলের দিকে দৌড়াতে শুরু করলো। যখন সে ছুটে পালাচ্ছিল, প্রথমবারের মত আমি লক্ষ্য করলাম একটা চারকোণা ভাঁজ করা কালো

রঙের ফ্রেবিক তার পেছনের পায়ে নিরাপত্তা দিচ্ছে।

'অপেক্ষা করো।' আমি ডাকলাম, একহাত বাড়িয়ে দিলাম তার দিকে। কিন্তু সে সেকেন্ডের মধ্যে জঙ্গলের মধ্যে হারিয়ে গেল, যেখানে আরো দুটো নেকড়ে তাকে অনুসরণ করছিল।

'কেন সে চলে গেলো?' আমি আহতভাবে জিজ্ঞেস করলাম।

'সে ফিরে আসছে।' এ্যাডওয়ার্ড বলল। সে শ্বাস নিল, 'সে নিজের জন্য কথা বলতে চায়।'

বনের যে প্রান্তে জ্যাকব অদৃশ্য হয়ে গেছে আমি সেদিকে দেখতে লাগলাম। এ্যাডওয়ার্ডের পাশে ঝুঁকে দেখতে হচ্ছিল। আমি যেন পাথরের মত শক্ত হয়ে যাচ্ছিলাম। কিন্তু আমি এটা থেকে পরিত্রাণ পেতে লড়াই করে যাচ্ছিলাম।

জ্যাকব আবার দৃশ্যের মধ্যে চলে এলো। এবারে সে দুপায়ে এসেছে। তার বিশাল বুকটা নগ্ন। তার চুলগুলো এলোমেলো। সে শুধুমাত্র একজোড়া কালো প্যান্ট পরে আছে। ঠাণ্ডা মাটিতে সে খালি পায়ে এসেছে। সে এখন একা। কিন্তু আমি ধারণা করলাম তার বন্ধু গাছের আড়ালে দাঁড়িয়ে আছে।

মাঠ পেরিয়ে আসতে সে খুব বেশি সময় নিল না। কুলিনরা যেখানে বৃত্ত ভেঙে দাঁড়িয়ে ছিল সে সেই দিকে চলে এলো।

'ঠিক আছে, রক্তচোষার দল,' সে আমাদের দিক থেকে কয়েক ফিট দূরে থাকতেই বলল। আমি যেসব কথোপকথন মিস করেছিলাম সেগুলো বুঝতে পারলাম।

'এটার ব্যাপারে এত জটিল কি আছে?'

'আমি প্রতিটি সম্ভবনাকে বিবেচনা করে দেখেছি।,' এ্যাডওয়ার্ড শান্ত স্বরে বলল। 'কি হবে যদি কেউ একজন তোমাকে পেয়ে যায়?'

জ্যাকব সেই ধারণায় নাক টানল, 'ঠিক আছে, সুতরাং তাকে রিজারভেশনে ছেড়ে দাও। আমরা কুলিন এবং ব্রাডির দিয়ে তার চারিদিকে থাকতে বলল। সে সেখানে নিরাপদে থাকবে।'

আমি তাকে বকলাম, 'তুমি কি আমার ব্যাপারে কথা বলছো?'

'আমি শুধু জানতে চাচ্ছি লড়াইয়ের সময়ে সে তোমার ব্যাপারে কি পরিকল্পনা করে রেখেছে।' জ্যাকব ব্যাখ্যা করল।

'আমার সাথে করো?'

'তুমি ফরকসে থাকতে পারো না, বেলা।' এ্যাডওয়ার্ডের কণ্ঠস্বর শান্ত। 'তারা জানে তোমাকে কোনখানে খুঁজে পাওয়া যাবে। কি হবে যদি কেউ একজন আমাদের হাত থেকে ফসকে যায়?'

আমার পেটের মধ্যে মোচড় দিতে লাগল। আমার মুখে রক্ত উঠে এলো।

'বাবা?'

'তিনি আমার বাবার সাথে থাকবেন।' জ্যাকব তাড়াতাড়ি আমাকে নিশ্চিত করলাম। 'যদি আমার বাবা চাচাকে তার কাছে নেয়ার জন্য কোন খুন করার দরকার হয়, তাহলে সেটা করবেন। সম্ভবত এটা এত বেশি কিছু হবে না। আজ শনিবার। ঠিক। সেখানে একটা খেলা আছে।'

'এই শনিবারে?' আমি জিজ্ঞেস করলাম। আমার মাথা ঘুরছে। নানান চিন্তাভাবনা মাথার মধ্যে বেপরোয়াভাবে ফাঁকা করে ফেলল। আমি এ্যাডওয়ার্ডের দিকে ভুরু কুঁচকে তাকালাম, 'বেশ, সব গোল্লায় যাক। সেখানে তোমার গ্রাজুয়েশন উপহার হচ্ছে।'

এ্যাডওয়ার্ড হাসল, 'এটাই সেই চিন্তাভাবনা যেটা বিবেচনা করা যায়।' সে আমাকে মনে করিয়ে দিল। 'তুমি সেই টিকিট অন্য কাউকে দিয়ে দিতে পার।' তাড়াতাড়ি সেটা আমার বিবেচনায় এলো। 'এঞ্জেলা আর বেন।' আমি তৎক্ষণাৎ সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেললাম। 'সেটা কমপক্ষে তাদেরকে শহরের বাইরে পাঠাবে।'

সে আমার চিবুক স্পর্শ করলো, 'তুমি সবাইকে শহর থেকে ফাঁকা করতে পার না।' সে শান্ত স্বরে বলল, 'তোমাকে লুকিয়ে রাখাটা শুধু একটা পূর্ব সর্তকতা। আমি তোমাকে বলেছিলাম— আমাদের এখন আর কোন সমস্যা থাকবে না। সেখানে তারা প্রচুর সংখ্যায় নেই যারা আমাদের আনন্দ দেয়ার জন্য ব্যস্ত রাখবে।'

'কিন্তু তাকে লা পুশে রেখে দেয়াটা কেমন হয়?' জ্যাকব অধৈর্যের সাথে তার কথায় বাঁধা দিল।

'সে অনেক বেশি এদিক ওদিক করে ফেলেছে।' এ্যাডওয়ার্ড বলল। 'সে সমস্ত জায়গাটার সবটুকু ট্রেইল করে ফেলেছে। এলিস শুধু দেখতে পায় তরুণ ভ্যাম্পায়াররা কখন শিকারে আসবে, কিন্তু সুস্পষ্টত কেউ একজন তাদেরকে সৃষ্টি করছে। সেখানে এই সবকিছুর পিছনে খুব অভিজ্ঞ কেউ একজন আছে। সে যেই হোক'—এ্যাডওয়ার্ড থেমে গেল। আমার দিকে তাকাল- 'অথবা সে পারে, এর পুরোটাই একটা ডিসট্রিকশন হতে পারে। এলিস দেখতে পাবে যদি সে নিজেকে দেখতে চায়। কিন্তু আমরা সেই সময়ে খুবই ব্যস্ত থাকব সে কারণে দেখতে পারব না। হতে পারে কেউ একজন সেটা লক্ষ্য রাখবে। আমি তাকে এমন জায়গায় ছেড়ে যেতে পারি না যেখানে সে এলোমেলো ঘোরাফেরা করবে। তাকে খুঁজে বের করা কঠিন হবে, শুধু এই ক্ষেত্রে। এটা খুবই দীর্ঘ সময়। কিন্তু আমি সেই সুযোগটা গ্রহণ করতে চাচ্ছি।'

আমি এ্যাডওয়ার্ডের দিকে তাকিয়ে থাকলাম যখন সে ব্যাপারটা ব্যাখ্যা দিচ্ছিল। আমার কপাল কুঁচকে গেল। সে আমার হাতে মৃদু চাপড় দিল।

'শুধু অতিরিক্ত সর্তকতা রাখা হবে।' সে প্রতিজ্ঞা করল।

জ্যাকবের অভিব্যক্তিতে গভীর জঙ্গলের, বিশালাকার অলিম্পিক পর্বতের অভিজ্ঞতা ফুটে উঠল।

'সুতরাং তাকে এখানে লুকিয়ে রাখা হবে।' সে উপদেশ দিল। 'সেখানে লক্ষাধিক সম্ভবনা আছে। আমাদের যে কারোর কাছে তাকে হস্তান্তর করতে পারো কয়েক মিনিটের মধ্যে যদি সেখানে সেরকম কোন কিছুর দরকার হয়।'

এ্যাডওয়ার্ড মাথা নাড়ল। 'তার গন্ধ এত বেশি তীব্র এবং আমার গন্ধের সাথে মিশ্রিত বিশেষত দুর থেকে। এমনকি যদি আমি তাকে নিয়ে যাই, এটা একটা দাগ রেখে যাবে। আমাদের খোজ পুরো জায়গায় পাওয়া যাবে। কিন্তু বেলার গন্ধের সম্বন্বয়ের কারণে, এটা তাদের মনোযোগ আকর্ষণ করবে। আমরা এখনও নিশ্চিত নই প্রকৃতপক্ষে তারা কোন পথ নেবে। কারণ এখনও তারা সেটা জানে না। যদি তারা আমাদের পাওয়ার আগেই তার গন্ধ পেয়ে যায়...'

তারা দুজনেই একই সাথে মুখ ভঙ্গি করল। তাদের দুজনেরই ভুরু কুঁচকে গেল।

'তুমি জটিলতাগুলো দেখেছো।'

'সেখানে একটা পথ আছে এটা নিয়ে কাজ করানোর।' জ্যাকব বিড়বিড় করে বলল। সে চকিতে বনের দিকে তাকাল। তার ঠোঁট চেপে ধরল।

আমি যেন পায়ের উপর দাঁড়িয়ে থাকতে পারছি না। এ্যাডওয়ার্ড তার হাত আমার কোমরে রাখল। আমাকে কাছে টেনে নিল। আমাকে দাঁড়িয়ে থাকতে সাহায্য করল।

'আমার মনে হয় তোমাকে বাড়িতে নিয়ে যাওয়া দরকার— তুমি ক্লান্ত। এবং চার্লি খুব তাড়াতাড়ি ঘুম থেকে জেগে উঠবে...'

'এক সেকেন্ড অপেক্ষা করো।' জ্যাকব আমাদের দিকে এগিয়ে এলো, তার চোখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল। 'আমার গন্ধ তোমাকে অস্বস্তিতে ফেলেছে, ঠিক?'

'হুমমম, খারাপ নয়।' এ্যাডওয়ার্ড দুই পা এগিয়ে এলো। 'এটা সম্ভব।' সে তার পরিবারের দিকে ঘুরে গেল। 'জেসপার?' সে ডাকল।

জেসপার আমাদের দিকে কৌতুহলের সাথে তাকাল। সে এলিসের সাথে কিছুটা এগিয়ে এলো। তার মুখে আবার হতাশা দেখা গেল।

'ঠিক আছে, জ্যাকব।' এ্যাডওয়ার্ড তার দিকে মাথা নোয়াল।

জ্যাকব আমার দিকে অদ্ভুত অভিব্যক্তির মিশ্রণ নিয়ে ঘুরল। পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে সে তার নতুন পরিকল্পনা নিয়ে উত্তেজনা বোধ করছে। কিন্তু সে এখনও তার শত্রুর ব্যাপারে অস্বস্তিবোধ করছে। এখন আমার অস্বস্তিবোধ করার কথা যখন সে তার হাত আমার দিকে বাড়িয়ে দিয়েছে।

এ্যাডওয়ার্ড গভীর করে শ্বাস নিল।

'আমরা দেখতে চাচ্ছি যদি আমি সেই গন্ধের মধ্যে কনফিউজ করতে পারি তোমার ট্রেইল লুকানোর জন্য।' জ্যাকব ব্যাখ্যা করল।

আমি তার খোলা হাতের দিকে সন্দেহের দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলাম।

'তুমি তাকে তোমার দায়িত্ব নেয়ার ব্যাপারে বলছো, বেলা।' এ্যাডওয়ার্ড আমাকে বলল। তার কণ্ঠস্বর শান্ত কিন্তু আমি তার অস্বস্তির ব্যাপারটা বুঝতে পারলাম।

আমি ভুরু কুঁচকে ফেললাম।

জ্যাকব অধৈর্যভাবে চোখ ঘোরাল। তারপর আমার কাছে পৌঁছে আমার হাত ধরল।

'বাচ্চাদের মত আচরণ করো না।' সে বিড়বিড় করে বলল।

কিন্তু তার চোখ এ্যাডওয়ার্ডের দিকে পিটপিট করছিল যেমনটি আমার করছিল। এ্যাডওয়ার্ডের মুখ পুরোপুরি শান্ত এবং মসৃণ। সে জেসপারের সাথে কথা বলছিল।

'বেলার গন্ধ আমার জন্য এত বেশি উপযুক্ত— আমি মনে করি এটা সবচেয়ে ভাল পরীক্ষণ হবে যদি কেউ সেটা করে।'

জ্যাকব তাদের থেকে ঘুরে গেল এবং বনের দিকে দ্রুতবেগে চলতে লাগল। আমি কিছুই বলতে পারলাম না যখন অন্ধকার আমাদের ঘিরে ধরল। আমি জ্যাকবের ধরে থাকা হাতে অস্বস্তিবোধ করছিলাম। এটা আমার কাছে এতটাই পরিচিতের মত— তার আমার হাত এতটা শক্ত করে ধরে রাখার কোন মানে হয় না। আর আমিও ব্যাপারটা বুঝতে পারলাম না যে এটা তার কাছে কেমন কি মনে হচ্ছে। আমার লা পুশের বিগত

শেষ সন্ধ্যের কথা মনে পড়ে গেল। আর আমিও এই ব্যাপারটা নিয়ে আর ভাবতে চাইলাম না। আমি বিরক্তভাবে হাত ভাঁজ করলাম। সে আমার স্মৃতি উসকে দিতে আমার হাত বুকের সাথে চেপে ধরতে চাইল।

আমরা খুব বেশি দুরে গেলাম না। সে চওড়া করে ঘুরে এল এবং ফিরে এল বিভিন্ন দিক থেকে। হতে পারে মূল বিদায়ের জায়গা থেকে ফুটবল মাঠের অর্ধেকটা ঘুরে এল।

এ্যাডওয়ার্ড সেখানে একাকী দাঁড়িয়ে ছিল। জ্যাকব তার দিকে এগিয়ে গেল।

'তুমি এখন আমাকে ছেড়ে দিতে পার।'

'আমি এই পরীক্ষণের ব্যাপারে কোন সুযোগ নিতে চাই না।' তার হাঁটার গতি ধীর হয়ে গেল এবং তার হাত শক্ত হয়ে গেল।

'তুমি এতটাই বিরক্তিকর।' আমি বিড়বিড় করে বললাম।

'ধন্যবাদ।'

অন্যকোথাও নয়, জেসপার আর এলিস এ্যাডওয়ার্ডের পাশে দাঁড়িয়ে। জ্যাকব আরেক পা এগিয়ে গেল। আমাকে এ্যাডওয়ার্ডের থেকে অর্ধ ডজন ফুট দুরে দাড় করিয়ে দিল। পিছন ফিরে জ্যাকবের দিকে না তাকিয়ে, আমি এ্যাডওয়ার্ডের পাশে চলে এলাম। তার হাত ধরলাম।

'ভাল তো?' আমি জিজ্ঞেস করলাম।

'যতক্ষণ পর্যন্ত তুমি কোন কিছুতে স্পর্শ করছো না, বেলা। আমি কল্পনাও করতে পারি না কেউ একজন তার নাক তোমার গায়ে ডুবিয়ে দিয়েছে তোমার গন্ধ নেয়ার জন্য।' জেসপার মুখ ভেংচি দিয়ে বলল, 'এটা পুরোপুরি অস্পষ্ট বিষয়।'

'সুনির্দিষ্ট সাফল্য,' এলিস তার নাক কুঁচকে সম্মত হলো।

'এবং এটা আমাকে একটা ধারণা দিয়েছে।'

'যেটা কাজ করবে।' এলিস দৃঢ়তার সাথে যোগ করল।

'চালাক চতুর।' এ্যাডওয়ার্ড একমত হলো।

'তুমি কিভাবে দাঁড়িয়ে আছো?' জ্যাকব বিড়বিড় করে আমার দিকে বলল।

এ্যাডওয়ার্ড জ্যাকবকে উপেক্ষা করল। সে ব্যাখ্যা করার সময় আমার দিকে তাকাল। 'আমরা— বেশ, তোমরা— একটা মিথ্যে ট্রেইল মুক্ত করার জন্য যাচ্ছ, বেলা। নতুন জন্মগ্রহণকারীরা শিকার খুজছে, তোমার গন্ধ তাদেরকে উত্তেজিত করবে। তারা ঠিক সেই পথেই আসবে যে পথে আমরা তাদেরকে সর্তকতা ছাড়াই আসতে দিতে চাই। এলিস এরই মধ্যে দেখে ফেলেছে এটা কাজ করে। যখন তারা তোমার গন্ধ ধরতে পারবে, তারা বিভক্ত হয়ে যাবে এবং দুই দিক থেকে আমাদের কাছে আসার চেষ্টা করবে। অর্ধেকটা জঙ্গলের ভিতর দিয়ে চলে যাবে, যেখানে তার দৃষ্টিশক্তি হঠাৎ করে অদৃশ্য হয়ে যাবে...'

'হ্যাঁ!' জ্যাকব হিসহিসিয়ে উঠল।

এ্যাডওয়ার্ড তার দিকে তাকিয়ে হাসল। সত্যিকারের নেতার মত হাসি।

আমি অসুস্থবোধ করতে লাগলাম। তারা কিভাবে এই ব্যাপারে এতটা উৎসুক্য হয়ে উঠতে পারে? তাদের দুইজনকে বিপদের মুখে ঠেলে দিয়ে আমি কিভাবে দাঁড়িয়ে থাকতে পারব? আমি তা পারি না। আমি তা পারব না।

'কোন সুযোগ নেই।' এ্যাডওয়ার্ড হঠাৎ করে বলল। তার কণ্ঠস্বরে অবিশ্বাস। আমি লাফিয়ে উঠলাম। চিন্তিত হলাম সে যেকোনভাবে হোক আমার ব্যাপারটা বুঝে ফেলেছে। কিন্তু তার চোখ তখন জেসপারের দিকে।

'আমি জানি, আমি জানি।' জেসপার তাড়াতাড়ি বলল, 'আমি এমন কি এটা কনসিডার করব না। সত্যিই না।'

এলিস এক পা এগিয়ে এলো।

'যদি বেলা পরিষ্কারভাবে সেখানে তাদেরকে দেখতে দেয়।' জেসপার এলিসের কাছে ব্যাখ্যা করল, 'এটা তাদেরকে পাগলের মত করে তুলবে। তারা আর কোন কিছুতেই মনোযোগ দিতে পারবে না শুধু তাকে ছাড়া। এটা তাদেরকে সত্যিকারের সহজ বিষয় করে তুলবে...'

এ্যাডওয়ার্ডের জেসপারের পেছন দিকের জঙ্গলে তাকাল।

'অবশ্যই, এটা তার জন্য খুবই বিপজ্জনক বিষয়। এটা শুধুমাত্র অযৌক্তিক চিন্তাভাবনা।' সে তাড়াতাড়ি বলল। কিন্তু সে চোখের কোণা দিয়ে আমার দিকে তাকাল। সেই তাকানো চিন্তাপূর্ণ।

'না।' এ্যাডওয়ার্ড বলল। শেষ পর্যন্ত তার কণ্ঠস্বর চড়ে গেল।

'তুমিই ঠিক।' জেসপার বলল। সে এলিসের হাত টেনে নিল। তারপর পিছনে অন্যদের দিকে তাকাল। 'তিনজনের মধ্যে সবচেয়ে ভাল দুইজন?' আমি শুনতে পেলাম সে এলিসকে জিজ্ঞেস করছে সে আবার তার সাথে প্রাকটিস করতে চায় কিনা।

জ্যাকব অবিশ্বাসের দৃষ্টিতে তার দিকে তাকিয়ে রইল।

'জেসপার সমস্ত বিষয়টা সেনাবাহিনীর দৃষ্টিকোণ থেকে দেখছে।' এ্যাডওয়ার্ড তাড়াতাড়ি তার ভাইয়ের পক্ষে নিয়ে কথা বলল। 'সে সমস্ত অপশনগুলো খতিয়ে দেখছে। এটা তার সুগভীর চিন্তাভাবনার বহিঃপ্রকাশ। তার বোকামো নয়।'

জ্যাকব নাক টানল।

সে অসচেতনভাবে কাছাকাছি চলে এলো। সে এখন এ্যাডওয়ার্ড থেকে মাত্র তিনফুট দুরে। তাদের দুজনের মধ্যে এসে দাঁড়িয়েছে। আমি বাতাসে তাদের শারীরিক টেনশন বুঝতে পারছি। কিছুটা অস্বস্তিকর আবহাওয়া। এ্যাডওয়ার্ড আবার তার কাজে লেগে গেল। 'আমি তাকে শুক্রবার সন্ধেয় এখানে নিয়ে আসব। সেই মিথ্যে ট্রেইলে যোগ দেয়ার জন্য। তুমি তার পরে আমাদের সাথে দেখা করতে পারো। তাকে এমন জায়গায় নিয়ে যেতে পারো যে জায়গাটা আমি চিনি। পুরোপুরি অন্য পথে এবং যেটা সহজেই প্রতিরোধ করা যায়। আমি সেখানে অন্য আরেকটা রুট ব্যবহার করব।'

'এবং তারপর কি? তাকে একটা মোবাইল ফোন দিয়ে ছেড়ে দেবে?' জ্যাকব সমালোচনার স্বরে জিজ্ঞেস করল।

'তোমার কি কোন ভাল আইডিয়া আছে?'

জ্যাকব হঠাৎ করে গোমড়ামুখো হয়ে গেল। 'প্রকৃতপক্ষে, আমি সেটা করতে পারি।'

'ওহ...আবার, কুকুর, সেটা আদৌ খারাপ কিছু নয়।'

জ্যাকব তাড়াতাড়ি আমার দিকে ঘুরল। যেন সে আমাকে তাদের এই কথোপকথনে টেনে নিতে পারে।

'আমরা চেষ্টা করছি ছোট দুজনের পেছনে সেথকে দাঁড় করিয়ে দিতে। সে এখনও খুব ছোট। কিন্তু সে জিদ্দী এবং অপ্রতিরোধ্য। তো আমি তার জন্য একটা নতুন ধরনের বিষয়ের কথা বিবেচনা করেছি— মোবাইল ফোন।'

আমি এমনভাবে তাকাতে চেষ্টা করলাম যেন আমি সেটা পেয়ে গেছি। কাউকে বোকা বানানো গেল না।

'যতক্ষণ পর্যন্ত সেথ ক্লেয়ারওয়াটার তার নেকড়ে রুপে থাকে, সে আমাদের দলের সাথে সংযুক্ত থাকবে।' এ্যাডওয়ার্ড বলল, 'দূরত্ব কোন সমস্যাই নয়?' সে জ্যাকবের দিকে ঘুরে যোগ করল।

'না।'

'তিনশত মাইল?' এ্যাডওয়ার্ড জিজ্ঞেস করল, 'সেটা ইম্প্রেসিভ।' জ্যাকব এখন আগের মতই আবার ভাল মানুষ। 'সেটাই সবচেয়ে বেশি দূরত্বে আমরা এর আগে যতবার পরীক্ষা করে দেখেছি।,' সে আমাকে বলল, 'গীর্জার ঘণ্টার মতই পরিস্কার।'

আমি অন্যমনস্কভাবে মাথা নোয়ালাম। সেথ ক্লিয়ারওয়াটারও একজন নেকড়ে এই চিন্তায় আমার মাথা ঘুরছিল। আর সেটাই আমাকে মনোযোগ রাখতে দিচ্ছিল না। আমি সেথের উজ্জ্বল হাসি দেখতে পাচ্ছিলাম, সেটা কতকটা তরুণ জ্যাকবরের মতই। সে মোটেই পনের বছরের বেশি হবে না। কাউন্সিল মিটিংয়ে তার প্রাণপ্রাচুর্য্যতা এখন আমার কাছে নতুন একটা অর্থ দাড় করাচ্ছে...

'এটা একটা ভাল আইডিয়া।' এ্যাডওয়ার্ডকে দেখে মনে হলো সে ব্যাপারটা মেনে নিয়েছে। 'সেথের সেখানে থাকার ব্যাপারে আমি অনেকটা ভাল বোধ করব। এমনকি এখনকার এই সংযোগের ব্যাপারের পরেও। আমি জানি না যদি সে বেলাকে সেখানে একাকী ছেড়ে আসতে সমর্থ হবে কিনা। যদিও এইটা এখন আমাকে চিন্তা করতে হচ্ছে! নেকড়েমানবদের বিশ্বাস করতে হচ্ছে!'

'নেকড়েদের বিরুদ্ধে লড়াই করার পরিবর্তে ভ্যাম্পায়ারদের বিরুদ্ধে লড়াই!' জ্যাকব এ্যাডওয়ার্ডের কথার পুনরাবৃত্তি করল।

'বেশ, তুমি এখনও তাদের কয়েকজনের বিরুদ্ধে লড়াই করে যেতে পারবে।' এ্যাডওয়ার্ড বলল।

জ্যাকব হাসল, 'সেই কারণেই তো আমরা এখন এখানে।'

উনিশ

এ্যাডওয়ার্ড আমাকে কাঁধে করে আমার বাড়িতে নিয়ে এলো। বুঝতে পেরেছিল আমি তার সাথে হেঁটে আসতে পারব না। আমি অবশ্যই পথে ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। জেগে উঠতেই নিজেকে আমার বিছানায় দেখতে পেলাম। মৃদু আলো আমার জানালা গলিয়ে বিছানার উপর অদ্ভুত কোণে পড়ছিল। এটাকে প্রায় শেষ বিকালের মত দেখাচ্ছিল।

আমি বিছানার উপর টান টান হয়ে পড়ে চেচিয়ে উঠলাম। হাত বাড়িয়ে তাকে খুঁজতে লাগলাম। হাতে শূন্যতাই ধরা পড়ল।

'এ্যাডওয়ার্ড?' আমি বিড়বিড় করে বললাম।

আমার খুঁজতে থাকা আঙুলগুলো কিছু একটা খুবই ঠাণ্ডা আর মসৃণ কিছুতে আটকে গেল। তার হাত।

'তুমি কি সত্যিই এইবারে জেগে গেছো?' সে বিড়বিড় করে বলল।

'উমমম।' আমি শ্বাস নিলাম, 'সেখানে কি এর আগে অনেকগুলো মিথ্যে এলার্ম বেজেছিল?'

'তুমি খুবই বিশ্রাম ক্লান্ত ছিলে— সারাটা দিন নিয়েছো।'

'সারাদিন?' আমি চোখ পিটপিট করলাম এবং জানালা দিয়ে আবার বাইরে তাকালাম।

'তুমি একটা দীর্ঘ রাত জেগে কাটিয়েছো।' সে আশস্তের সুরে বলল 'তুমি একটা দিন সেজন্যই বিছানায় ঘুমিয়ে কাটিয়েছো।'

আমি উঠে বসলাম। আমার মাথা ঘুরছিল। আমার জানালা গলে যে আলোটা আসছিল তা পশ্চিম দিকের আলো। 'ওয়াও।'

'ক্ষুধার্ত?' সে অনুমান করল, 'তুমি কি বিছানায় বসেই তোমার নাস্তা পেতে চাও?

'আমি এটা নিয়ে আসছি।' আমি গুঙিয়ে উঠলাম। আবার টানটান হলাম 'আমার উঠে পড়া দরকার এবং একটু নড়াচাড়া করা দরকার।'

কিচেনে যাওয়ার পথে সে আমার হাত ধরে থাকল। আমাকে সর্তকতার সাথে লক্ষ্য রাখছিল। হয়তো আমি পড়ে যেতে পারি সেই ভয়ে। অথবা হতে পারে সে ভাবছিল আমি বোধ হয় ঘুমের মধ্যে হেঁটে চলেছি।

আমি খুব স্বাভাবিকভাবে কাজ করতে লাগলাম। টোস্টারে পাউরুটি দিলাম।

'উমম, আমি জঘন্য কাজ করেছি।'

'খুব বড় একটা রাত ছিল।' সে আবার বলল, 'তোমার এখানে ঘুমিয়ে থাকা উচিত।'

'ঠিক! এবং সবকিছু মিস করো। তুমি জানো, তুমিই এটা গ্রহণ করতে শুরু করেছিলে যে আমি তোমার পরিবারের অংশ এখন।'

সে হাসল, 'আমি সেই ধারণাটা সম্ভবত খুব কম ব্যবহৃত হতে দেই।'

আমি নাস্তা নিয়ে বসে পড়লাম। সে আমার পাশে বসল।

যখন আমি টোস্ট তুলে নিয়ে প্রথম কামড় বসালাম আমি লক্ষ্য করলাম সে আমার হাতের দিকে তাকিয়ে আছে। আমি নিচের দিকে তাকালাম এবং দেখতে পেলাম আমি তখনও জ্যাকবের দেয়া সেই উপহারটা হাতে পরে আছি।

'আমি কি এটা নিতে পারি?' সে ছোট্ট কাঠের নেকড়ের দিকে হাত বাড়াল।

আমি নিচু গলায় বললাম, 'উমম, নিশ্চয়।'

সে আমার ব্রেসলেটের উপর তার হাত রাখল। এক মুহূর্তের জন্য আমি ভীত হয়ে পড়লাম। তার আঙুলের এক চাপেই এটা টুকরো টুকরো হয়ে ভেঙে যেতে পারে।

কিন্তু অবশ্যই এ্যাডওয়ার্ড এটা করতে পারে না। আমি বিব্রতবোধ করলাম এই জাতীয় চিন্তাভাবনা করার কারণে। সে শুধু নেকড়েটাকে তার হাতের তালুতে নিয়ে একবারের জন্য ওজন করল। তারপর এটাকে ফেলে দিল। এটা আমার কবজির উপর

মৃদু ধাক্কা দিল।

আমি তার চোখের ভাব ধরার চেষ্টা করলাম। আমি যেটুকু বুঝতে পারলাম সেখানে তেমন কিছুই নেই। সে সবকিছুই লুকিয়ে রেখেছে। যদি সত্যিই সেখানে কোন কিছু থাকে।

'জ্যাকব ব্লাক তোমাকে উপহার দিতেই পারে।'

এটা কোন প্রশ্ন নয় অথবা দোষী করা নয়। শুধুমাত্র একটা বিবৃতি। কিন্তু আমি জানি সে আমার গত জন্মদিনের ব্যাপারটারই উদ্ধৃতি দিচ্ছে। আমি কোন কিছুই চাইনি। বিশেষত এ্যাডওয়ার্ডের কাছ থেকে নয়। এর পুরোপুরি যুক্তিপূর্ণ নয়। অবশ্যই প্রত্যেকেই আমাকে যেকোনভাবেই হোক অবহেলা করবে...

'তুমি আমাকে উপহার দিয়েছিলে।' আমি তাকে মনে করিয়ে দিলাম। 'তুমি জানো আমি বাসায় হাতের তৈরি জিনিস পছন্দ করি।'

সে সেকেন্ডের জন্য ঠোঁট চেপে ধরল। 'আমার হাতের তৈরি জিনিসের ব্যাপারে কি? সেগুলো কি গ্রহণযোগ্য?'

'তুমি কি বোঝাতে চাচ্ছ?'

'এই ব্রেসলেট।' তার আঙুল দিয়ে আমার কবজির চারিদিকে একটা বৃত্ত তৈরি করল। 'তুমি এইটা অনেক বেশিবার তোমার হাতে পরেছ?'

আমি শ্রাগ করলাম।

'কারণ তুমি তার অনুভূতিতে আঘাত করতে চাও না।' সে ধুর্ততার সাথে উপদেশ দিল।

'নিশ্চয়, আমিও সেইরকম মনে করি।'

'তুমি কি ভাব না যে এটা ভাল, তাহলে,' সে জিজ্ঞেস করল। সে কথা বলার সময় আমার হাতের দিকে তাকাচ্ছিল। সে হাতের তালু উপরের দিকে তুলল। তার আঙুল দিয়ে আমার কবজির শিরার উপর চাপ দিল। 'যদি আমি ছোট্ট একটা রিপ্রেজেন্টেশন করতে পারতাম?'

'রিপ্রেজেন্টশন?'

'একটা আনন্দদায়ক— কিছু একটা যেটা আমাকে তোমার মনে রাখবে।'

'আমার প্রতিটি চিন্তাচেতনায় তুমি আছ। আমার আর মনে করানোর কিছু নেই।'

'যদি আমি তোমাকে কোন কিছু দেই, তুমি কি সেটা পরে থাকবে?' সে জোর দিয়ে বলল।

'তোমার হাতের তৈরি?' আমি বিদ্রুপ করলাম।

'হ্যাঁ, কিছু একটা যা এক সময়ে আমার ছিল।' সে তার স্বগীয় হাসি দিল।

যদি এটা শুধুমাত্র জ্যাকবের উপরের প্রতিক্রিয়া হয়ে থাকে, আমি তাহলে সেটা খুশির সাথেই নেবো, 'যা কিছু তোমাকে সুখী করবে।'

'তুমি কি অসামঞ্জস্যতা লক্ষ্য করেছো?' সে জিজ্ঞেস করল। তার কণ্ঠস্বর অভিযুক্তের সুর ধ্বনিত হলো। 'কারণ আমার সেটা আছে।'

'কি অসামঞ্জস্যতা?'

তার চোখ সরু হয়ে গেল। 'প্রত্যেকেই তোমাকে কিছু না কিছু উপহার দেয়ার

সামর্থ রাখে। প্রত্যেকেই, আমি ছাড়া। আমি তোমাকে গ্রাজুয়েশনের উপর দেয়াটা খুবই ভালবাসি। কিন্তু আমি দিতে পারি না। আমি জানি অন্য কেউ কোন কিছু দেয়ার চেয়ে এটা তোমাকে আরো অনেক বেশি আপসেট করে তুলবে। সেটা পুরোপুরি আনফেয়ার। তুমি কিভাবে ব্যাপারটার ব্যাখ্যা দেবে?'

'খুব সহজেই।' আমি কাঁধ ঝাকালাম। 'তুমি আমার কাছে প্রত্যেকের চেয়ে অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ। এবং তুমি আমাকে তোমাকেই উপহার দিয়েছো। সেটা এর মধ্যে আমি যা প্রত্যাশা করেছি তার চেয়ে অনেক বেশি কিছু। তুমি এর মধ্যে যা কিছু আমাকে দিয়েছো সবই আমাকে ভারসাম্যহীন করেছে।'

সে আমার দিকে এক মুহূর্তের জন্য তাকিয়ে রইল।

আমি শান্তভাবে নাস্তা করতে লাগলাম।

এ্যাডওয়ার্ডের ফোন বেজে উঠল।

সে মোবাইল খোলার আগেই নাম্বারটা দেখতে লাগল। 'এটা কি, এলিস?'

সে শুনছিল এবং আমি তার প্রতিক্রিয়ার জন্য অপেক্ষা করছিলাম। হঠাৎ কিছুটা নার্ভাস হয়ে পড়লাম। কিন্তু যা কিছু সে বলল সেটা আমাকে বিস্মিত করল না।

সে কয়েক মিনিট ধরে শ্বাস নিল।

'আমি এত বেশি কিছুই ভেবেছিলাম' সে তাকে বলল। আমার চোখের দিকে তাকিয়ে রইল। তার ভুরুতে অবিশ্বাসের ছায়া। 'সে তার ঘুমের মধ্যে কথা বলছিল।'

আমি আশ্চর্য হলাম। আমি তখন কি বলেছিলাম?

'আমি এটার ব্যাপারে দেখব।' সে প্রতিজ্ঞা করল।

সে ফোন বন্ধ করে আমার দিকে তাকিয়ে রইল। 'সেখানে কি এমন কোন কিছু আছে যেটার ব্যাপারে তুমি আমার সাথে কথা বলতে চাও?'

আমি এক মুহূর্ত ইতস্তত করলাম। এলিসের গতরাতের সর্তকতার কথা মনে পড়ল। আমি অনুমান করতে পারছি কেন সে ফোন করেছিল। তারপর আমি সে সমস্যাপূর্ণ স্বপ্নগুলোর কথা স্মরণ করতে পারলাম। সেই স্বপ্ন— যেখানে আমি জেসপারকে ধাওয়া করছি, তাকে অনুসরণ করার চেষ্টা করছি এবং ধাঁধার মত জঙ্গলে তাকে খুঁজে পেতে চেষ্টা করছি। জানি, আমি সেখানে এ্যাডওয়ার্ডকে খুঁজে পাব...এ্যাডওয়ার্ড এবং সেই দৈত্যগুলো যারা আমাকে হত্যা করতে চায়। কিন্তু তারা সেটা নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছে কারণ আমি এরই মধ্যে আমার সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছি— আমি এর মধ্যে অনুমান করতে পারছি আমি খুব বেশি ঘুমিয়ে পড়েছিলাম।

আমি এক মুহূর্তের জন্য ঠোঁট চেপে ধরলাম। তার দৃষ্টির ব্যাপারটা অতটা শান্ত নয়। সে অপেক্ষা করছিল।

'আমি জেসপারের আইডিয়া পছন্দ করি।' আমি শেষ পর্যন্ত বললাম।

সে গুঙিয়ে উঠল।

'আমি সাহায্য করতে চাই। আমি কিছু একটা করতে চাই।' আমি জোর দিয়ে বললাম।

'এটা তোমাকে বিপদের মধ্যে রাখতে কোন সাহায্য করবে না।'

'জেসপার ভাবে যে এটাতে কাজ হবে। এটা তার অভিজ্ঞতার এলাকা।'

এ্যাডওয়ার্ড আমার দিকে তাকিয়ে রইল।

'তুমি আমাকে দুরে রাখতে পারো না।' আমি হুমকি দিলাম। 'আমি মোটেই নিজেকে লুকিয়ে রাখতে যাচ্ছি না যখন তুমি জঙ্গলে আমার জন্য এই সমস্ত ঝুকি নিচ্ছ।'

হঠাৎ, সে জোর করে হাসল, 'এলিস, তোমাকে বনের মধ্যের সেই ফাঁকা জায়গায় দেখতে পায়নি, বেলা। সে দেখতে পেয়েছে তুমি জঙ্গলের ভেতরে হারিয়ে হতভম্ব হয়ে আছো। তুমি আমাদেরকে খুঁজে পেতে সমর্থ হচ্ছো না। তুমি শুধু বেশি সময় নিয়ে আমাকে খুঁজে পেতে চাচ্ছ।'

আমি তার মত শান্ত থাকার চেষ্টা করলাম। 'সেটা এই কারণে যে এলিস সেথ ক্লেয়ারওয়াটারের ব্যাপারটা ধর্তব্যের মধ্যে আনছে না।' আমি ভদ্রভাবে বললাম, 'যদি সে নেয়, অবশ্যই, সে আমাদেরকে আদৌ দেখতে সমর্থ হবে না। কিন্তু শুনে মনে হয় সেথ সেখানে যেভাবেই হোক থাকবে, যেমনটি আমি চাই। এটা তার জন্য খুব কঠিন কোন ব্যাপার হবে না। আমাকে পথ দেখিয়ে নিয়ে যাওয়ার...

তার মুখের উপর দিয়ে রাগের স্রোত বয়ে গেল। তারপর সে গভীর করে শ্বাস নিল এবং নিজেকে স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করল। 'সেটা হয়তবা কাজ করতে পারে।...যদি তুমি আমাকে না বলতে। এখন আমি শুধু স্যামকে জিজ্ঞেস করতাম সেথকে সেই জাতীয় আদেশের ব্যাপারে। যত বেশিই সে চাক না কেন, সেথ সেই জাতীয় আইনের ব্যাপারটাকে অবহেলা করতে পারবে না।'

আমি মুখে হাসি ধরে রাখলাম, 'কিন্তু কেন স্যাম সেই জাতীয় আদেশে দেবে? যদি আমি তাকে বলি আমাকে কেমনভাবে সাহায্য করবে তারপরও? আমি বাজি ধরে বলতে পারি স্যাম তোমার চেয়ে আমার পক্ষেই কাজ করবে।'

সে আবার নিজেকে স্বাভাবিক করে নিল। 'হতে পারে তুমিই ঠিক। কিন্তু আমি নিশ্চিত জ্যাকবও ওই জাতীয় আদেশ দেয়ার জন্য আগ্রহী।'

আমি ভুরু কুঁচকালাম। 'জ্যাকব?'

'জ্যাকব হচ্ছে সেকেন্ড ইন কমান্ড। সে কি তোমাকে কখনও সেটা বলে নাই? তার আদেশও অনুসরণ করা হবে।'

সে আমাকে বুঝতে পেরেছিল। তার হাসির দ্বারা সে এটা বুঝিয়ে দিল। আমার কপাল কুঁচকে আছে। জ্যাকব তার পাশে থাকবে—তৎক্ষণাৎ— আমি নিশ্চিত। জ্যাকব সেটা কখনোই আমাকে বলেনি।

এ্যাডওয়ার্ড আমাকে এক মুহূর্ত হতবুদ্ধি হওয়াটার সুযোগ নিল। সে আগের মতই সন্দেহজনক অথচ শান্ত স্বরে বলে গেল।

'আমি গতরাতে ওই দলের উপরে একটু নজর রেখেছিলাম। এটা সোপ অপেরার চেয়ে অনেক ভাল কিছু। আমার কোন ধারণাই ছিল না এই বিশাল দলটার ভেতরে কত জটিলতা আছে। প্রত্যেকের ভেতরের সত্তাটা...আসলেই মজার।

সে সুস্পষ্টত আমাকে বিছিন্ন করার চেষ্টা করছিল। আমি তার দিকে তাকিয়ে রইলাম।

'জ্যাকব অনেক বিষয় গোপন করে রাখে।' সে মুখ ভেংচি দিয়ে বলল।

আমি কোন উত্তর দিলাম না। আমি শুধু তাকিয়ে রইলাম। আমি তার মতামত ধরে রেখেছিলাম এবং তার মতামতের জন্য অপেক্ষা করছিলাম।

'তৎক্ষণাৎ, তুমি কি ছোট্ট ধুসর বর্ণের নেকড়েটাকে গতরাতে লক্ষ্য করেছিলে?"

আমি শক্ত করে উপর নিচ ঘাড় নাড়লাম।

সে চুক চুক টাইপের শব্দ করল। 'তারা তাদের সব ধরনের কিংবদন্তী খুব গুরুত্বের সাথে নিয়ে থাকে। কোন গল্পই তাদের কাছে অবাস্তব নয়।'

আমি শ্বাস নিলাম। 'ঠিক আছে। তুমি কোন বিষয় নিয়ে কথা বলছ?'

'তারা সবসময়ই এই বিষয়টা কোন প্রশ্ন ছাড়াই গ্রহণ করে যে তারা মূল নেকড়ের সরাসরি গ্রান্ডসন যাদের রুপান্তরিত হওয়ার ক্ষমতা আছে।'

'সুতরাং কেউ একজন আছে যে সরাসরি রুপান্তরিত হতে পারে না?'

'না সে সরাসরি ডিসেন্ড, ঠিক আছে।'

আমি চোখ পিটপিট করলাম। আমার চোখ বড়বড় হয়ে গেল।

'সে মেয়ে?'

সে মাথা নোয়াল। 'সে তোমাকে চেনে। তার নাম লিহ ক্লিয়ারওয়াটার।'

'লিহও একজন নেকড়েমানবী!' আমি কেঁপে উঠলাম। 'কি? কতদিন ধরে? কেন জ্যাকব আমাকে সেটা বলে নাই?'

'সেখানে কিছুকিছু বিষয় আছে যেটা সে তোমার সাথে শেয়ার করতে চায় না- এই মুহূর্তে তাদের সংখ্যা কত। আমি আগে যেমনটি বলেছিলাম, যখন স্যাম কোন আদেশ দেয়, গোটাদল সাধারণভাবেই সেটা অবহেলা করার কোনরকম সামর্থ্য রাখে না। জ্যাকব আমার খুব কাছাকাছি হলে এইসব বিষয় বাদে অন্যান্য বিষয় ভাবতে চেষ্টা করে। অবশ্যই, গতরাতের পরে সেগুলো সব যেন জানালা দিয়ে উড়ে গেছে।'

'আমি এটা বিশ্বাস করতে পারছি না। লিহ ক্লিয়ারওয়াটার!' হঠাৎ আমার মনে পড়ে গেল জ্যাকব লিহ ও স্যামকে নিয়ে কি যেন বলছিল। সে যে আচরণটা করেছিল তাতে মনে হয়েছিল সে অনেক বেশি বলে ফেলেছে। স্যাম লিহয়ের উপর প্রতিদিন চোখ রাখে এই জাতীয় কথা বলার পর সে বুঝতে পারে সে তার প্রতিজ্ঞা ভেঙে ফেলেছে... লিহ ক্লিফের উপর গিয়েছিল, তার চোখে অশ্রুবিন্দু জড় হয়েছিল যখন সে কুইলের ব্যাপারে কথা বলছিল...এবং বিলি, সুইয়ের সাথে সময় কাটায় কারণ তার পরিবার তখন সমস্যার মধ্য দিয়ে যাচ্ছে তার বাচ্চাদের নিয়ে... এবং এখন বোঝা যাচ্ছে সমস্যাটা হলো তার দুইজন সন্তানই মায়ানেকড়েতে রুপান্তরিত হতে যাচ্ছে।

আমি লিহ ক্লিয়ারওয়াটারের ব্যাপারে ততটা চিন্তাভাবনা করিনি। শুধু হ্যাঁরির মৃত্যুর পর তার জন্য দুঃখ অনুভব করেছিলাম। তারপর আবার করুণা করেছিলাম যখন জ্যাকব আমাকে তার গল্প বলেছিল। কিভাবে স্যাম এবং তার কাজিন এমিলি তার হৃদয় ভেঙে দিয়েছে।

এখন সে স্যামের দলের একটা অংশ হতে যাচ্ছে। তার চিন্তাভাবনা শুনতে পাচ্ছে... এবং নিজেকে আর লুকিয়ে রাখতে সমর্থ হচ্ছে না।

আমি সত্যিই এই অংশটাকে অপছন্দ করি, জ্যাকব সেটা বলেছিল।

তুমি যার জন্য লজ্জিত, তার সবকিছুই সবাইকে দেখাতে।

'বেচারী লিহ!' আমি ফিসফিস করে বললাম।

এ্যাডওয়ার্ড নাক টানল। 'সে বাকি অন্যদের জন্য জীবনটাকে অনেক বেশি জটিল করে তুলেছে। আমি নিশ্চিত নই সে কিভাবে তোমার করুণা আশা করতে পারে।'

'তুমি কি বোঝাতে চাচ্ছ?'

'এটা তাদের জন্য বেশ কঠিন বিষয়। তাদের সকল চিন্তাভাবনা ভাগ করে নেয়া। তাদের অধিকাংশ সবাই একে অন্যকে সাহায্য করে। বিষয়টাকে সহজ করার জন্য। যখন একজন সদস্য বেপরোয়াভাবে ঈর্ষাপরায়ণ, এটা সবার জন্যই কষ্টদায়ক।'

'তার যথেষ্ট কারণ আছে।' আমি বিড়বিড় করে বললাম।

'ওহ্, আমি জানি।' সে বলল, 'অনেক জটিল বিষয় আমি আমার জীবনে দেখেছি, দেখেছি ওদের মধ্যেও। এবং আমি কিছু অদ্ভুত বিষয়ও দেখেছি।' সে বিস্মিতভাবে দুদিকে তার মাথা নাড়ল। 'যেভাবে স্যাম তার এমিলির সাথে দৃঢ়ভাবে আবদ্ধ হয়ে আছে তা বর্ণনা করা অসম্ভব। অথবা আমি বলতে পারি এটা এমিলির স্যাম। স্যামের অন্য কোন দিকে যাওয়ার কোন পথ নেই। এটা আমাকে মিডসামার নাইট ড্রিমের কথা মনে করিয়ে দেয়।...ভালবাসার কুহক...ম্যাজিকের মত।' সে হাসল, 'আমি তোমার প্রতি যেমনটি অনুভব করি এটা তার খুব কাছাকাছি।'

'বেচারা লিহ,' আমি আবার বললাম ,'কিন্তু ঈর্ষাপরায়ণ বিষয় বলতে কি বোঝাতে চাচ্ছ?'

'সে একের পর এক এমন কাজ করে যাচ্ছে যেগুলোর ব্যাপারে তারা কোন চিন্তাভাবনা করছে না।' সে ব্যাখ্যা করল, 'উদাহরণ স্বরুপ, এমব্রি।'

'এমব্রির সাথে কি?' আমি বিস্ময়ের সাথে বললাম।

'তার মা মাকাহ রিজারভেশন থেকে সতের বছর আগে চলে এসেছিল। যখন তিনি এমব্রিকে পেটে নিয়ে গর্ভবতী ছিলেন। তিনি কুইলেট ছিলেন না। প্রত্যেকেই অনুমান করেছিল তিনি তার পিতাকে মাকাহ ছেড়ে এসেছিলেন। কিন্তু তারপর এমব্রি এই দলে যোগ দিয়েছে।'

'তো?'

'তো তার পিতার প্রথম পছন্দ ছিল কুইল আরেয়েটা, সিনিয়র জুসুয়া উলি অথবা বিলি ব্লাক, প্রত্যেকে তারা এই পয়েন্টে বিয়ে করেছিল, অবশ্যই।'

'না!' আমি শ্বাস নিলাম। এ্যাডওয়ার্ড ঠিক— এটা প্রকৃতপক্ষেই একটা সোপ অপেরার মতই।

'এখন স্যাম, জ্যাকব এবং কুইল প্রত্যেকেই আশ্চর্যজনকভাবে একে অন্যের ভাইয়ের মত। তারা সকলেই স্যামের মত চিন্তাভাবনা করে। যদিও তার পিতা একজন পিতার মত আচরণ করেনি। কিন্তু সেখানে সন্দেহটা সবসময়ই থেকে যায়। জ্যাকব কখনও বিলিকে এ ব্যাপারে জিজ্ঞেস করতে সমর্থ হবে না।'

'ওয়াও। তুমি কিভাবে একরাতে এত সবকিছু জানতে পারলে?'

'গোটাদলের মনের মধ্যে কথোপকথন চলছিল। সবাই এক সাথে চিন্তাভাবনা করছে এবং একই সাথে আলাদাভাবেও। সেখানে জানার পড়ার অনেক কিছুই আছে!'

তার কণ্ঠস্বর হঠাৎ করে দুঃখভারাক্রান্ত হয়ে পড়ল। যেন উত্তেজনার আগে কেউ

একজন তাকে খুব ভাল একটা বই পড়তে দিয়েছে। আমি হেসে ফেললাম।

'এই দলটা বেশ ফ্যাসনিটেড' আমি একমত হলাম। 'প্রায় একই রকম আনন্দদায়ক যখন তুমি আমাকে বিছিন্ন করতে চাও তখনকার মত।'

তার অভিব্যক্তি আবার শান্ত হয়ে এলো।

'আমি সেই ক্লিয়ারিংয়ে থাকতে চাই, এ্যাডওয়ার্ড।'

'না।' সে শেষ সিদ্ধান্তের স্বরে বলল।

সেই মুহূর্তে আমার সামনে অন্য আরেকটা পথ দেখতে পেলাম।

এটা খুব বেশি কিছু নয় যে আমি ক্লিয়ারিংয়ের সামনে থাকব। আমি শুধু সেখানেই থাকতে চাই যেখানে এ্যাডওয়ার্ড থাকবে।

নিষ্ঠুর, আমি নিজেকে বললাম, *স্বার্থপর, স্বার্থপর, স্বার্থপর! মোটেই এটা করো না।*

আমি আমার ভাল অনুভূতিগুলোকে অবহেলা করলাম। আমি কথা বলার সময় তার দিকে তাকাতে পারলাম না। আমার দোষী চোখ যেন টেবিলের উপর সেটে গেছে।

'ঠিক আছে, দেখ, এ্যাডওয়ার্ড।' আমি ফিসফিস করে বললাম, 'এখানে সেই জিনিসটা... আমি এরই মধ্যে একজন উন্মুত্ত হয়ে গেছি। আমি জানি কোথায় আমাকে থামতে হবে। এবং আমি মোটেই স্থির থাকতে পারব না যদি তুমি আমাকে আবার ছেড়ে চলে যাও।'

আমি তার প্রতিক্রিয়া দেখার জন্য তাকালাম না। এখনও ভয়ে আছি সে কি প্রতিক্রিয়া দেখায়। আমি তার হঠাৎ নিঃশ্বাস নেয়ার শব্দ শুনতে পেলাম। তার নিঃশব্দ হয়ে গেল। আমি টেবিলের উপরে তাকিয়ে রইলাম। আশা করছি আমি আমার কথা যদি ফিরিয়ে নিতে পারতাম। কিন্তু আমি জানি সেটা সম্ভব নয়।

হঠাৎ, তার হাত আমাকে জড়িয়ে ধরল। তার হাত আমার মুখের উপর দিয়ে চলে গেল। আমার হাতের উপর দিয়ে।

সে আমাকে স্বস্তি দিচ্ছিল। দোষী ভাবটা চলে যাচ্ছিল। কিন্তু সেখানে শক্তিশালী কিছু একটা ছিল। সে আমাকে কোন প্রশ্ন করে নাই।

'তুমি জানো এটা সেরকম কিছু নয়, বেলা।' সে বিড়বিড় করে বলল, 'আমি খুব বেশি দুরে যাচ্ছি না এবং এটা খুব তাড়াতাড়ি শেষ হয়ে যাবে।'

'আমি এভাবে থাকতে পারি না।' আমি জোর দিয়ে বললাম, এখন নিচের দিকে তাকিয়ে আছি। 'যখন জানি না কোথায় অথবা কখন তুমি ফিরে আসবে। আমি কিভাবে তাহলে বেচে থাকবে, এটা কোন ব্যাপার নয় যে কত তাড়াতাড়ি শেষ হবে?'

সে শ্বাস নিল, 'এটা খুব সহজেই হতে যাচ্ছে, বেলা। তোমার ভয়ের কোন কারণ নেই।'

'কোন কারণ নেই?'

'না।'

'এবং সকলেই ভাল থাকবে?'

'সকলেই।' সে প্রতিজ্ঞা করল।

'তো সেখানে কি তাহলে কোন উপায় নেই যে আমি ক্লিয়ারিং থাকতে পারব?'

'অবশ্যই না। এলিস এইমাত্র আমাকে জানাল যে তারা কমে উনিশে চলে এসেছে। আমরা এটা খুব সহজেই হ্যান্ডেল করতে পারব।'

'সেটাই ঠিক—তুমি বলেছিল যে কেউ বসে এটা দেখতে পারে।' আমি গতরাতের তার কথাটার পুনরাবৃত্তি করলাম।

'তুমি কি সত্যিই তাই বোঝাতে চাইছ?'

'হ্যাঁ।'

এটা খুব সহজ দেখাল— সে তাদের আসা দেখতে পাচ্ছে।

'এতটাই সহজ যে তুমি বসে থেকে দেখতে পারবে?'

অনেকক্ষণের নিঃস্তব্ধতার পরে, আমি তার অভিব্যক্তি দেখার জন্য তাকালাম।

তার আগের মুখের ভাব ফিরে এসেছে।

আমি গভীরভাবে শ্বাস নিলাম। 'তো এটা এক দিকে অথবা অন্য দিকে। হতে পারে সেখানে অনেক বেশি বিপদ তুমি আমাকে সেটা জানাতে চাও, সেই ক্ষেত্রে আমাকে সেখানে থাকা উচিত, দেখতে যে আমি কি সাহায্য করতে পারি। অথবা...এটা খুবই সহজেই হতে পারে যে তারা সেখানে তোমাকে ছাড়াই তাদেরকে পেয়ে যেতে পারে। এটা কোন পথে যাবে?'

সে কথা বলল না।

আমি জানতাম সে কি নিয়ে চিন্তাভাবনা করছে। একই জিনিস আমি ভাবছি। কার্লিসল, এসমে, এমেট, রোসালে, জেসপার, এবং...আমি জোর করে শেষ নামটা ভাবার চেষ্টা করলাম। এবং এলিস।

আমি বিস্মিত হবো যদি আমি একজন দৈত্য হই। সেই প্রকারের নয় যেরকমটি সে ভাবছে। কিন্তু প্রকৃত রকমের। সেই প্রকারের যেরকমটি মানুষকে আহত করে। সে প্রকারের যেখানে কোন সীমাবদ্ধতা নেই কখন এটি আসবে।

আমি যেটা চাই তা হলো তাকে নিরাপদে রাখতে। আমার সাথে নিরাপদে। আমার কি সে ধরনের কোন সীমাবদ্ধতা আছে যে আমি কোন পর্যন্ত যাব অথবা আমি সেজন্য কতটুকু সাক্রিফাইস করতে পারব? আমি নিশ্চিত নই।

'তুমি আমাকে বলছো আমার সাহায্য ছাড়াই তারা লড়াই করে যাবে?' সে শান্ত স্বরে বলল।

'হ্যাঁ।' আমি বিস্মিত যে আমার কণ্ঠস্বর একই রকম শান্ত রাখতে পেরেছি। আমি ভেতরে ভেতরে আনন্দ অনুভব করলাম, 'অথবা আমাকে সেখানে যেতে দিতে হবে। যেভাবে আমরা এতদীর্ঘ সময় একসাথে আছি।'

সে গভীর শ্বাস নিল। তারপর ধীরে ধীরে ছাড়ল। সে হাত সরিয়ে আমার মুখের দুপাশে নিয়ে নিচের দিক থেকে আমার মুখ তুলে তার চোখের দিকে নিল। সে দীর্ঘ সময় আমার চোখের দিকে তাকিয়ে রইল। আমি বিস্মিত সে আমার দৃষ্টিতে কি খুঁজছে এবং সে কি পেয়েছে। আমার পেটের ভেতরে যেন দোষী ভাব মোচড় দিচ্ছে তেমনটি কি আমার মুখেও ধরা পড়েছে—আমাকে কি অসুস্থ করে তুলছে?

তার চোখ এরকম কিছু আবেগে স্থির হয়ে রইল যেটা আমি ধরতে পারলাম না।

সে আবার একহাত নামিয়ে ফোনটা ধরল।

'এলিস,' সে শ্বাস নিল। 'তুমি কি বেলার বেবি সিটার হিসাবে আসতে পারবে?' সে এক ভুরু উপরে তুলল, আমার দিকে তাকিয়ে এই কথার প্রতিক্রিয়া দেখছে। 'আমার জেসপারের সাথে কথা বলা প্রয়োজন।'

সে মনে হলো সম্মত হয়েছে। এ্যাডওয়ার্ড ফোন রেখে দিল এবং আমার মুখের দিকে তাকিয়ে রইল।

'তুমি জেসপারের সাথে কি নিয়ে কথা বলতে যাচ্ছ?' আমি ফিসফিস করে বললাম।

'আমি আলাপ করতে যাচ্ছি...আমাকে বসিয়ে রাখার জন্য।'

আমি খুব সহজেই তার মুখের ভাব ধরতে পারলাম যে সে কত কষ্ট করে ব্যাপারটা সামাল দিচ্ছে।

'আমি দুঃখিত।'

আমি দুঃখিত ছিলাম। সে এটা করুক তা আমি ঘৃণা করি। আমি যে ভান করা হাসি দিচ্ছি তা যথেষ্ট নয়। আমার বলা উচিত সে আমাকে ছাড়াই এগিয়ে যাক।

'ক্ষমা প্রার্থনা করো না।' সে বলল, ছোট্ট করে একটু হাসল, 'কখনও আমাকে বলতে ভয় পেও না যে কেমন বোধ করছ তুমি, বেলা। যদি এটা তাই হয় যা তোমার প্রয়োজন...' সে শ্রাগ করল, 'তুমিই আমার প্রথম গুরুত্ব দেয়ার জিনিস।'

'আমি এই অর্থে এটা বলিনি—যে তুমি তোমার পরিবারের চেয়ে আমাকে বেশি গুরুত্ব দেবে।'

'আমি সেটা জানি বেলা। পাশাপাশি, সেটা তাই নয় যা তুমি জিজ্ঞেস করেছো। তুমি আমাকে দুটো বিকল্প দিয়েছো যাতে তুমি বাস করতে পারো। এবং আমি তার একটা পছন্দ করে নিয়েছি যা নিয়ে আমি বেঁচে থাকতে পারি। সেটা সমঝোতার বিষয় যেটা কাজ করেছে।'

আমি সামনে ঝুঁকে এলাম এবং আমার কপাল তার বুকের উপর রাখলাম।

'ধন্যবাদ।' আমি ফিসফিস করে বললাম।

'যেকোন সময়ে' সে উত্তর দিল। আমার চুলে মুখ ডুবিয়ে চুমু খেল।, 'যেকোন কিছু।'

আমরা অনেক সময় কোন নড়াচড়া করলাম না। আমি মুখ লুকিয়ে রাখলাম। তার জামার উপর চাপ দিচ্ছিলাম। দুটো কণ্ঠস্বর আমার মধ্যে লড়াই করে চলেছিল। একটা যেটা চাই আমি ভাল এবং সাহসী থাকি এবং অন্য সত্ত্বা ভাল সত্ত্বাকে তার মুখ বন্ধ রাখতে বলছিল।

'সে সেই তৃতীয় স্ত্রী?' সে হঠাৎ আমাকে প্রশ্ন করল।

'হাহ?' আমি হতবুদ্ধিভাবে বললাম। আমি ব্যাপারটা বুঝতে পারছিলাম না।

'তুমি গতরাতে বিড়বিড় করে তৃতীয় স্ত্রী সম্বন্ধে কিছু একটা বলছিলে। বাকিটা আমাকে কিছুটা সেন্স দিয়েছে কিন্তু তুমি সেখানে আমাকে হারিয়ে ফেলেছিলে।

'ওহ, উমম। হ্যাঁ। সেটা শুধুমাত্রই একটা গল্প যেটা আমি অগ্নিউৎসবের সময় অন্যরাতে শুনেছিলাম।' আমি শ্রাগ করলাম 'আমি অনুমান করছি তাই মাথায় খেলা

করছিল।'

এ্যাডওয়ার্ড মাথা অন্যপাশে সরিয়ে নিল। সম্ভবত আমার কণ্ঠস্বরের অস্বস্তিতে বিভ্রান্ত হয়ে পড়েছিল।

সে কোন কিছু জিজ্ঞেস করার আগে এলিসকে তিক্ত মুখে কিচেনের দরজা পথে দেখা গেল।

'তুমি সব মজার জিনিস মিস করতে যাচ্ছ।' সে গোমড়ামুখে বলল।

'হ্যালো এলিস,' সে তাকে অভিবাদন জানাল। সে আমার থুতনির নিচে একহাত দিয়ে উঁচু করে ধরে বিদায় জানাতে চুমু খেল।

'আমি শেষরাতের দিকে ফিরে আসব।' সে আমার কাছে প্রতিজ্ঞা করল। 'আমি অন্যদের সাথে এই ব্যাপারে কাজ করে পুনরায় আয়োজন করতে যাচ্ছি।

'ঠিক আছে।'

'সেখানে অনেক বেশি কিছু আয়োজনের কিছু নেই।' এলিস বলল, 'আমি এরই মধ্যে তাদেরকে তা বলেছি। এমেট খুশি।'

এ্যাডওয়ার্ড শ্বাস নিল, 'অবশ্যই সে খুশি।'

সে দরজা দিয়ে বেরিয়ে গেল। আমাকে এলিসের তত্ত্বাবধানে রেখে গেল।

এলিস আমার দিকে তাকিয়ে রইল।

'আমি দুঃখিত।' আমি আবার ক্ষমা চাইলাম। 'তুমি কি মনে করো এটা তোমার জন্য আরো বিপজ্জনক কিছু হয়ে দেখা দেবে?'

সে নাক টানল, 'তুমি অনেক বেশি দুশ্চিন্তা করছ। বেলা। তুমি পুর্বের মত অপরিপক্ক আচরণ করছ।'

'তুমি তাহলে কেন এতটা আপসেট হচ্ছো?'

'এ্যাডওয়ার্ড যখন তার নিজের পথে থাকে না তখন অনেক বেশি গ্রাউচ হয়ে যায়। আমি শুধু পরবর্তী কয়েক মাসে তার সাথে বাস করার ব্যাপারে তাকে নিয়ে ধারণা করছি।' সে মুখের ভাব ধরে রাখল। 'আমি মনে করি, যদি এটা তোমাকে স্বাভাবিক রাখে, এটার মূল্য আছে। কিন্তু আমি আশা করি তুমি তোমার হতাশাবাদী ভাব নিয়ন্ত্রণে রাখবে বেলা। এটা এতটাই অপ্রয়োজনীয়...'

'তুমি কি জেসপারকে তোমাকে ছেড়ে যেতে দেবে?' আমি জানতে চাইলাম।

এলিস মুখ ভেঙচাল। 'সেটা ভিন্ন ব্যাপার।'

'অবশ্যই ভিন্ন ব্যাপার।'

'যাও, নিজেকে পরিছন্ন করে নাও।' সে আমাকে আদেশ দিল। 'চার্লি আঙ্কেল পনের মিনিটের মধ্যে বাসায় ফিরবেন। তুমি যদি দেখতে এতটা বন্য দেখাও তোমাকে আর বাইরে যাওয়ার অনুমতি দেবেন না।'

ওয়াও, আমি প্রায় পুরো দিনটা নষ্ট করেছি। আমি খুশি যে সারাদিন শুধু ঘুমিয়েই কাটাই নাই।

বাবা যখন বাড়িতে ফিরে এলেন আমি পুরোপুরি পরিছন্ন হয়ে রইলাম। সম্পুর্ণ পোশাকে আচ্ছাদিত, চুলগুলো সুন্দর করে আচড়ানো। কিচেনে টেবিলে তার ডিনার রেডি করে রাখলাম। এলিস এ্যাডওয়ার্ডের সবসময়ের বসার জায়গাটায় বসে আছে।

দেখে মনে হচ্ছে আজ বাবার একটা ভাল দিন।

'কেমন আছ তুমি , এলিস! ভাল আছো, হানি?

'আমি ভাল আছি, আঙ্কেল, ধন্যবাদ।'

'শেষ পর্যন্ত আমি তোমাকে বিছানার বাইরে দেখছি ঘুমকাতুরে রাজকন্যা।' তিনি আমার দিকে তাকিয়ে আমার পাশে বসে বললেন। তারপর ঘুরে এলিসের দিকে তাকুলিন। 'প্রত্যেকেই গতরাতের তোমার বাবা-মা যে পার্টি দিয়েছিল তার কথা নিয়ে আলোচনা করছিল। আমি বাজি ধরে বলতে পারি তুমি পরিষ্কার করার বিশাল একটা কাজ পেয়ে গিয়েছিলে।'

এলিস শ্রাগ করল। আমি তাকে জানি, এটা এরই মধ্যে করা হয়ে গেছে।

'এটা খুবই মূল্যবান ছিল।' সে বলল, 'এটা একটা বিশাল পার্টি।'

'এ্যাডওয়ার্ড কোথায়?' চার্লি জিজ্ঞেস করলেন। কিছুটা প্রতিহিংসাপরায়ন দৃষ্টিতে তাকুলিন, 'সে কি এখন পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার কাজ চালিয়ে যাচ্ছে?'

এলিস শ্বাস নিল এবং তার মুখে দুঃখে ভরে গেল। এটা সম্ভবত কোন অভিনয়। কিন্তু এটা আমার জন্য খুবই যুক্তিযুক্ত পূর্ণভাবে কাজ দেবে। 'না, সে উইকএন্ডটা এমেট এবং বাবার সাথে কাটানোর পরিকল্পনা করেছে।

'আবার হাইকিং?'

এলিস মাথা নোয়াল। তার মুখ হঠাৎ করে ফ্যাকাশে হয়ে গেল। 'হ্যাঁ।, তারা সকলেই সেদিকে যাচ্ছে, শুধুমাত্র আমি ছাড়া। আমরা প্রায় সবসময়ই স্কুলের বছর শেষ হলে এই কাজটা করি, একপ্রকার সেলিব্রেশন বলতে পারেন। কিন্তু এই বছর আমি সিদ্ধান্ত নিয়েছি আমি হাইকের চেয়ে দোকানের কাজ করব। এবং তাদের কাউকে আমার পিছনে রাখব না। আমি একাই একশো।'

তার মুখ অন্যরকম হয়ে গেল, তার অভিব্যক্তি এতটাই অন্যরকম যে চার্লি তার দিকে ঝুকে পড়ল। একহাত বাড়িয়ে দিয়েছে, যেন কোন কিছু খুঁজছে। আমি অবাক চোখে তাকিয়ে দেখছি সন্দেহের দৃষ্টিতে, সে কি করছে?

'এলিস, সোনা, কেন তুমি আমাদের সাথে থাকতে আসছো না,' চার্লি অফার করলেন। 'তোমাদের ওই বিশাল বাড়িতে তুমি একা কাটাও এটা ভাবতেই আমি ঘৃণা করি।'

এলিস শ্বাস নিল। কিছু একটা টেবিলের নিচ দিয়ে আমার পা চেপে ধরেছে।

'আউ!' আমি প্রতিবাদ করলাম।

চার্লি আমার দিকে ঘুরলেন। 'কি?'

এলিস হতাশার দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকাল। আমি বলতে পারি সে ভেবেছে আজরাতে সবকিছুতে আমি অনেক ধীর গতি হয়ে গেছি।

'আমার পায়ে আঘাত করেছে।' আমি বিড়বিড় করে বললাম।

'ওহ।' তিনি এলিসের দিকে তাকুলিন। 'তো, এটার ব্যাপার কি?'

সে আবার আমার পায়ে চাপ দিল। এবার আর আগের মত অত জোরে নয়।

'অরর, বাবা, তুমি জানো, আমরা এখানে সত্যিই সবচেয়ে ভাল বাসস্থান দিতে পারব না। আমি বাজি ধরে বলতে পারি এলিস আমার মেঝেতে ঘুমানো পছন্দ করবে না...

চার্লি তার ঠোঁট চেপে ধরলেন। এলিস আবারও আগের মত ভগ্ন মানুষের অভিব্যক্তি ধরে রাখল।

'হতে পারে বেলা সেখানে তোমার সাথে যেয়ে থাকতে পারে।' তিনি উপদেশ দিলেন। 'শুধুমাত্র ততদিন যতদিন তোমার অন্যরা ফিরে না আসে।'

'ওহ, তাই কি, বেলা, তুমি কি পারবে?' এলিস উজ্জ্বলভাবে হেসে আমার দিকে তাকাল।

'তুমি আমার সাথে শপিং করতে কিছু মনে করবে না, ঠিক?'

'নিশ্চয়।' আমি সম্মত হলাম, 'শপিং ঠিক আছে।'

'কখন তারা ঘর ছেড়ে যাচ্ছে?' বাবা জিজ্ঞেস করলেন।

এলিস আবার মুখের ভঙ্গি অন্যরকম করল। 'আগামীকাল।'

'তুমি কখন আমাকে তোমাদের ওখানে চাও?' আমি জিজ্ঞেস করলাম।

'ডিনারের পরে, আমি সেরকম ভাবছি।' সে বলল। তারপর এক আঙুল চিন্তা করার ভঙ্গিতে তার থুতনির নিচে রাখল। 'তুমি শনিবারে কোন কিছু করতে যাচ্ছ না, করতে যাচ্ছ কি? আমি কেনাকাটা করতে শহরের বাইরে যেতে চাই। তাতে প্রায় সারাদিন লেগে যাবে।'

'না! সিয়াটল,' চার্লি কথার ভেতর কথা বললেন। তার ভুরু কুঁচকে একসাথে লেগে গেছে।

'অবশ্যই না।' এলিস হঠাৎ সম্মত হলো। যদিও আমরা দুজনেই জানি সিয়াটল শনিবারে অনেক বেশি নিরাপদ থাকবে।

'আমি অলিম্পিয়ার ব্যাপারে ভাবছিলাম, হতে পারে...'

'তুমি সেটা পছন্দ করবে, বেলা।' বাবা বেশ খুশি এই জাতীয় রিলিফ পাওয়ার কারণে।

'যাও, গিয়ে শহরকে পরিপূর্ণ করো।;

'হ্যাঁ বাবা। এটা খুব বিশাল ব্যাপার হবে।'

এই জাতীয় সহজ আলাপের পর, এলিস সেই লড়াইয়ে খুব সহজেই আমার শিডিউল নিয়ে নিল।

এ্যাডওয়ার্ড খুব বেশি পরে ফিরে এল না। সে চার্লির এই ইচ্ছে খুব সহজেই কোন বিস্ময়বোধ ছাড়াই গ্রহণ করল। সে জানাল তারা খুব সকুলিন চলে যাচ্ছে। অন্যান্য সময়ের বেশ আগেই শুভরাত্রি জানিয়ে বিদায় নিল। এলিস তার সাথে বেরিয়ে গেল।

তারা চলে যাওয়ার পর আমার নিজেকে খুব ক্লান্ত মনে হলো।

'তুমি ক্লান্ত হতে পারো না।' বাবা প্রতিবাদ করলেন।

'কিছুটা।' আমি মিথ্যে বললাম।

'সেটা কোন বিস্ময়ের ব্যাপার নয় তুমি পার্টি এড়িয়ে চলো।' তিনি বিড়বিড় করে বললেন, 'তোমার পুনরায় ফিরে আসতে আরো অনেক বেশি সময় লাগবে।'

উপরের তলায়, এ্যাডওয়ার্ড আমার বিছানায় শুয়ে ছিল।

'আমরা কোন সময়ে নেকড়েগুলোর সাথে দেখা করতে যাব?' আমি তার সাথে যোগ দিতে দিতে বিড়বিড় করে বললাম।

'এক ঘণ্টার মধ্যে।'

'সেটাই ভাল। জ্যাকব এবং তার বন্ধুদের কিছুটা ঘুমের দরকার।'

'তাদের এতটা দরকার নেই যতটা তোমার দরকার।' সে নির্দিষ্ট করে বলল।

আমি অন্য বিষয়ে চলে গেলাম। অনুমান করছি সে আমাকে কথা বলে বাসায় আটকে রাখার চেষ্টা করবে। 'এলিস কি তোমাকে বলেছে সে আমাকে আবার কিডন্যাপ করে নিয়ে যাবে?'

সে গুঙিয়ে উঠল। 'আসলে, সে এমনটা নয়।'

আমি তার দিকে তাকিয়ে রইলাম। দ্বিধান্বিত। সে আমার ভাবভঙ্গি দেখে নিঃশব্দে হেসে উঠল।

'আমিই একমাত্র ব্যক্তি যে তোমাকে হোস্টেজ হিসাবে ধরে রাখার অনুমতি পেয়েছে, মনে আছে?' সে বলল, 'এলিস বাকি অন্যদের সাথে শিকার ধরার জন্য যাচ্ছে।' সে শ্বাস নিল। 'আমি অনুমান করছি আমার এখন সেটা করার প্রয়োজন নেই।'

'তুমি আমাকে কিডন্যাপ করে নিয়ে যাবে?'

সে মাথা নোয়াল।

আমি সংক্ষেপে বিষয়টা ভাবলাম। না, বাবা নিচে দাঁড়িয়ে কোন কিছু শুনছে না। প্রায় তিনি যেটা করেন। কোন ভ্যাম্পায়ারও তাদের স্পর্শকাতর শ্রবণশক্তি দিয়ে শুনতে পাচ্ছে না...শুধু সে আর আমি—আমরা একাকী। সত্যিই একাকী।

'সবঠিকঠাক আছে?' সে জিজ্ঞেস করল। আমার নিরবতার ব্যাপারে সর্তক।

'বেশ...নিশ্চয়, শুধু একটা বিষয় বাদে।'

'কি বিষয়?' সে উদ্বিগ্ন চোখে তাকাল।

'কেন এলিস বাবাকে বলে নাই যে আজরাতে তুমি চলে যাচ্ছ?' আমি জিজ্ঞেস করলাম।

সে হাসল, স্বস্তি পেয়েছে।

গতরাতে যে অভিজ্ঞতা আমার হয়েছে সেটা আমি অনেক উপভোগ করেছি। আমি এখনও নিজেকে দোষী ভাবছি, এখনও ভীত, কিন্তু আমি এখন আর ভয়ে কাতর নই। আমি কাজ করতে পারি। আমি ভবিষ্যতে কি আসছে সেটা দেখতে পারি। প্রায় বিশ্বাস করতে পারি যে এটা ঠিক থাকবে। এ্যাডওয়ার্ড আপাত দৃষ্টিতে মনে হচ্ছে লড়াইটা এড়াতে পেরে ভাল আছে...এবং সেটা তার বিশ্বাসের জন্য অনেক বেশি কঠিন যখন সে বলল এটা অনেক সহজ বিষয় হবে। সে তার পরিবারকে ছেড়ে আসতো না যদি না সে নিজেই এটা বিশ্বাস করতো। হতে পারে এলিস ঠিক, আমি খুব বেশি দুঃশ্চিন্তা করে ফেলেছি।

আমরা শেষ পর্যন্ত ক্লিয়ারিংয়ে পেয়ে গেলাম।

জেসপার আর এমেট এর মধ্যে রেসলিং শুরু করে দিয়েছে। তাদের হাসি শুনেই বোঝা যাচ্ছে তারা শুধু একটু ওয়ার্মিংআপ করে নিচ্ছে। এলিস আর রোসালি কঠিন মাটিতে নেমে গেছে। তারা দেখছে। এসমে আর কার্লিসল কয়েক গজ দুরে দাঁড়িয়ে কথা বলছেন। তাদের দুজনের মাথা কাছাকাছি। তারা কার্লিসল অন্য কোন দিকে

মনোযোগ দিচ্ছে না।

গতরাতের চেয়ে চাঁদের আলো মেঘের ফাঁক দিয়ে বেশি ছড়াচ্ছে। আমি খুব সহজেই দেখতে পাচ্ছি তিনটি নেকড়ে প্রশিক্ষণ রিংয়ের অন্যপ্রান্তে বসে সবকিছু লক্ষ্য করছে।

জ্যাকবকে চিনতে পারা এখন আরো সহজ। আমি এক দেখাতেই তাকে চিনতে পারি। এমনকি যদি সে আমার দিকে নাও তাকায়।

'বাকি নেকড়েগুলো কোথায়?' আমি বিস্মিত।

'তাদের সকলেরই এখানে থাকার প্রয়োজন নেই। একজনই এই কাজ করতে পারে, কিন্তু স্যাম আমাদেরকে এখনও এতটা বিশ্বাস করে উঠতে পারেনি যে শুধু জ্যাকবকে পাঠাবে, যদিও জ্যাকবের সেইরকম ইচ্ছে ছিল। কুইল আর এমব্রি তার বন্ধু, স্বভাবতই তারা...আমি ধারণা করছি তুমি তাদেরকে জ্যাকবের দুহাত বিবেচনা করতে পারো।'

'জ্যাকব তোমাকে বিশ্বাস করে।'

এ্যাডওয়ার্ড মাথা নিচু করল। 'সে আমাদেরকে বিশ্বাস করে তাকে হত্যা করার চেষ্টা করব না। এটা সেই সম্বন্ধে, যদিও।'

'তুমি কি আজরাতে অংশ নিতে যাচ্ছ?' আমি দ্বিধান্বিতভাবে তাকে জিজ্ঞেস করলাম। আমি জানতাম এটা তার জন্য এতটাই কঠিন বিষয় হতে যাচ্ছে যে আমাকে পেছনে ফেলে রেখে যাওয়া। হতে পারে অনেক কঠিন।

'আমি জেসপারকে সাহায্য করব যখন তার প্রয়োজন হবে। সে চেষ্টা করছে কিছুটা অসামঞ্জস্যপুর্ণ দলে বিভক্ত করতে। তাদেরকে শিক্ষা দিতে কিভাবে অনেক ভাগে বিভক্ত হয়ে আক্রমণ করতে হয়।

সে শ্রাগ করল।

আমার আত্মবিশ্বাসের দেয়ালে হঠাৎ করে একটা ধাক্কা লাগল।

তারা এখনও সংখ্যায় অগণিত। আমি সেটাকে আরো খারাপ করে তুলেছি।

আমি মাঠের দিকে তাকিয়ে রইলাম। আমার প্রতিক্রিয়া লুকানোর চেষ্টা করলাম।

ভুল জায়গায় তাকানো হয়েছে, আমি নিজের সাথে প্রতারণা না করার চেষ্টা করছি। নিজেকে এটা বোঝানোর চেষ্টা করছি সবকিছু আমি যেমনটি চাইছি তেমনই হবে। কারণ যখন আমি আমার চোখ জোর করে কুলিনদের উপর থেকে সরিয়ে নিয়ে যাচ্ছি—তাদের প্রতিকৃতি সরিয়ে নিয়ে যাচ্ছি সেটা অবশ্যই প্রকৃত এবং ভয়ংকর—জ্যাকব আমার চোখে ধরা পড়ছে এবং হাসছে।

এটা সেই আগের মতই একইরকম নেকড়েসুলভ গর্জন। তার চোখজোড়া সেইভাবেই তাকাচ্ছে যখন মানব থাকা অবস্থায় যেভাবে দেখতো।

এটা বিশ্বাস করা খুব কঠিন, খুব বেশি আগে নয়, আমি নেকড়েগুলোর লড়াই করা দেখেছিলাম—তাদের নিয়ে দুঃস্বপ্নে আমার ঘুম নষ্ট হয়েছিল।

আমি জানতাম, কোন রকম জিজ্ঞাসা ছাড়াই, বাকি দুজনের একজন এমব্রি ও অন্যজন কুইল। কারণ এমব্রি হলো পরিষ্কারভাবে শুকনো পাতলা ধুসর রঙের কালো দাগের নেকড়েটি, যে খুব শান্তভাবে বসে সবকিছু লক্ষ্য করছে। কুইল, গাঢ় চকলেট

রঙের, এমনভাবে তাকিয়ে আছে যেন সে এই হাস্যকর লড়াই অংশ গ্রহণ করতে হবে বলে সরমে মরে যাচ্ছে।

অন্য বন্ধুরা যারা খুব কাছ থেকে দেখছে না তারা বুঝতে পারছে না এমেট আর জেসপার কি করছে। তারা কোবরা সাপের মত একে অনের দিকে দ্রুত বেগে ধেয়ে আসছে। যে সব বন্ধুরা উপস্থিত নেই তারা বুঝতে পারছে না কি জাতীয় বিপদ এখানে জড়িত রয়েছে। যে সব বন্ধুরা এখন মরণশীল, যাদের এখনও রক্তপাত হয়, যারা এখনও মারা যেতে পারে...

এ্যাডওয়ার্ডের আত্মবিশ্বাস স্বস্তি দিচ্ছিল। কারণ এটা খুব স্বাভাবিক যে সে তার পরিবারের ব্যাপারে মোটেই দুশ্চিন্তাগ্রস্ত নয়।

কিন্তু যদি নেকড়েগুলোর কিছু হয় তাহলে কি তাকে আঘাত করবে? সেখানে তার উদ্বিগ্ন হওয়ার কি কোন কারণ আছে, যদি সেগুলো নেকড়ে হয়ে থাকে? যদি সেগুলো তাদের বিরক্ত না করে? এ্যাডওয়ার্ডের আত্মবিশ্বাস শুধু আমার ভয়ের উপরে প্রয়োগ করা হয়।

আমি জ্যাকবের হাসি ফিরিয়ে দেয়ার চেষ্টা করলাম। আমার গলার কাছে যেন কিছু একটা বিঁধছিল। আমার কাছে এটা ঠিক মনে হচ্ছিল না।

জ্যাকব উঠে দাঁড়িয়ে টান টান হলো, তারপর যেদিকে এ্যাডওয়ার্ড সেদিকে এগুতে লাগল। আমি উঠে দাঁড়ালাম।

'জ্যাকব,' এ্যাডওয়ার্ড ভদ্রভাবে তাকে ডাকল।

জ্যাকব তাকে উপেক্ষা করল। তার গাঢ় কালো চোখ আমার দিকে। সে তার মাথা আমার কাছাকাছি নিচের দিকে নামাল, যেমনটি সে গতকাল করেছিল। একটা নিচুলয়ের গর্জন তার বুকের ভেতর থেকে বের হলো।

'আমি ভাল আছি।' আমি উত্তর দিলাম, এ্যাডওয়ার্ড যেরকমভাবে অনুবাদ করে দিচ্ছিল আমার তেমনটি প্রয়োজন নেই। 'শুধু একটা চিন্তা করছি, তুমি সেটা জানো।'

জ্যাকব আমার দিকে তাকিয়ে রইল।

'সে জানতে চায় কেন।' এ্যাডওয়ার্ড বিড়বিড় করে বলল।

জ্যাকব গুঙিয়ে উঠল। এটা কোন হুমকির শব্দ নয়। বিরক্তিকর শব্দ। এ্যাডওয়ার্ডের ঠোঁট বেঁকে গেল।

'কি?' আমি জিজ্ঞেস করলাম।

'সে মনে করে আমার অনুবাদ যা চায় সেটা হবে না। সে প্রকৃতপক্ষে যেটা ভাবছে, সেটা সত্যিই বোকামো। সেখানে চিন্তিত হবার মত কি আছে? আমি একটু মার্জিতভাবে বললাম, কারণ তার চিন্তাভাবনাটা আরো রুক্ষ্ম ছিল।'

আমি হাসির ভাব করলাম, এতটাই উদ্বিগ্ন যে আশ্চর্য হবার মত।

'চিন্তিত হবার মত সেখানে অনেক কিছুই আছে।' আমি জ্যাকবকে বললাম।

'এক পাল বোকা গাধা নেকড়ের দল তাদের নিজেদেরকে আহত করে ফেলছে।'

জ্যাকব গরগর গলায় হেসে উঠল।

এ্যাডওয়ার্ড শ্বাস নিল, 'জেসপার সাহায্য চায়। তুমি কি একজন অনুবাদক ছাড়া ঠিক থাকবে?'

'আমি এটা ম্যানেজ করে নেবো।'

এ্যাডওয়ার্ড আমার দিকে আশান্বিত দৃষ্টিতে মিনিট খানিক তাকিয়ে রইল। তার অভিব্যক্তি বুঝে ওঠা কঠিন। তারপর ঘুরে দাঁড়াল এবং যেদিকে জেসপার অপেক্ষা করছিল সেদিকে ছুটে গেল।

আমি যেখানে দাঁড়িয়ে ছিলাম সেখানেই বসে পড়লাম। মাটি বেশ ঠাণ্ডা এবং অস্বস্তিকর।

জ্যাকব এক পা এগিয়ে এলো। তারপর আমার পেছন দিকে তাকাল। নিচুলয়ের গর্জন তার বুকের ভেতর থেকে বেরিয়ে এলো। সে আরেকটু এগিয়ে এলো।

'আমাকে ছাড়াই চলে যাও।' আমি তাকে বললাম, 'আমি দেখতে চাই না।'

জ্যাকব আবার তার মাথা একপাশে কাত করল। তারপর আমার পাশে হাঁটু মুড়ে বসে পড়ল।

'সত্যিই, তুমি সামনে এগিয়ে যেতে পারো।' আমি তাকে আশ্বস্ত করলাম। সে কোন সাড়া দিল না। সে শুধু তার থাবার মধ্যে মাথা গুজে দিল।

আমি উজ্জ্বল রুপালি রঙের মেঘের দিকে তাকিয়ে রইলাম। আমি লড়াইটা দেখতে চাচ্ছিলাম না। আমার কল্পনাশক্তি এর মধ্যে অনেক বেশি ব্যয় করা হয়ে গিয়েছে। ক্লিয়ারিংয়ের ওদিক থেকে ঠাণ্ডা হাওয়া ভেসে আসছে। আমি কেঁপে উঠলাম।

জ্যাকব আমার আরো কাছে চলে এলো। আমার বাম পাশে তার উষ্ণ লোমশ শরীর ঘষতে লাগল।

'অররর, ধন্যবাদ।' আমি বিড়বিড় করে বললাম।

কয়েক মিনিট পরে, আমি তার চওড়া কাধের উপর ঝুকে পড়লাম। এভাবে অনেক বেশি আরামদায়ক মনে হচ্ছিল।

আকাশে মেঘগুলো খুব ধীরে ধীরে এক দিক থেকে আরেক দিকে যাচ্ছিল। উজ্জ্বল হয়ে উঠছিল আবার অন্ধকার করে ফেলছিল যখন চাঁদের উপর দিয়ে যাচ্ছিল।

অন্যমনস্কভাবে, আমি তার ঘাড়ের পশমের ভেতর আমার আঙুল চালিয়ে যাচ্ছিলাম। একই রকম আরামদায়ক গরগরানি তার গলার ভেতর থেকে বেরুচ্ছিল যেমনটি গতকাল সে করেছিল। এটা এক ধরনে গুনগুনানির শব্দ। যেটা একটা বিড়ালের চেয়ে কিছুটা রুক্ষ। কিন্তু সেটা একই রকম আরামদায়ক শব্দের অনুরুপ।

'তুমি জানো, আমার কখনো কোন কুকুর ছিল না।' আমি মিউজড। 'আমি সবসময় একটা পুষতে চাইতাম। কিন্তু মায়ের কুকুরে এলার্জি ছিল।'

জ্যাকব হেসে উঠল। তার শরীর আমার হাতের নিচে কেঁপে উঠল।

'তুমি কি শনিবারের ব্যাপারে নিয়ে মোটেই চিন্তিত নও?' আমি জিজ্ঞেস করলাম।

সে তার বিশাল মাথা আমার দিকে ঘুরাল। যাতে আমি তার চোখ ঘোরানো দেখতে পারি।

'আমি আশা করি আমি সেটার ভাল দিকটা বুঝতে পারছি।'

সে তার মাথা আমার পায়ের উপর ঝুকিয়ে দিল এবং আগের মতই গরগরানির শব্দ করতে লাগল। এটা আমাকে আগের চেয়ে বেশ ভাল অনুভূতি দিচ্ছিল।

'তো তুমি আগামীকাল হাইকিংয়ের ব্যাপারটা পেয়ে গেছো। আমি অনুমান

করছি।'

সে কেঁপে উঠল। শব্দটা বেশ প্রাণশক্তিতে ভরপুর।

'এটা একাকী হাইক হতে পারে।' আমি তাকে সর্তক করলাম। 'এ্যাডওয়ার্ড সাধারণ মানুষের মত একই রকম দুরত্ব বুঝতে পারে না।'

জ্যাকব আরেকবার হেসে উঠল।

আমি তার উষ্ণ লোমের ভেতর আরো গাঢ় হয়ে এলাম। আমার মাথা তার গলার উপর রাখলাম।

এটা অদ্ভুত। যদিও এখন সে তার অদ্ভুত রুপে আছে, কিন্তু এটা এত বেশি আগের মতই মনে হচ্ছে, যেভাবে জ্যাকব আর আমি একত্রে থাকতাম। খুব সহজ বন্ধুত্ব যেটা শ্বাস প্রশ্বাসের মতই স্বাভাবিক। শেষবারে জ্যাকবের মানব আকৃতিতে আমি যখন তার সাথে ছিলাম। অদ্ভুত যে আমি সেটা আবার পেয়েছি, যখন আমি ভেবেছিলাম নেকড়ের আকৃতিটা আমার জন্য বিরাট ক্ষতি হয়ে গেল।

ক্লিয়ারিংয়ে হত্যাযজ্ঞ শুরু হয়ে গেছে।

আমি কুয়াশাচ্ছন্ন চাঁদের দিকে তাকিয়ে রইলাম।

বিশ

সবকিছু প্রস্তুত।

আমি আমার দুদিনের 'এলিসের' সাথে থাকার জন্য গুছিয়ে নিয়েছি। আমার ট্রাকের প্যাসেঞ্জার সিটে আমার ব্যাগ রাখা আছে। আমি কনসার্টের টিকিট এঞ্জেলা বেন আর মাইককে দিতে যাচ্ছি। মাইক জেসিকাকে নিয়ে যেতে চাচ্ছে, আমি যেটা আশা করেছিলাম।

বিলি বুড়ো কুইল এটেরার নৌকা ধার নিয়েছে এবং চার্লিকে নিমন্ত্রণ করেছে। বিকালের খেলা শেষ হয়ে গেলে উন্মুক্ত সমুদ্রে তারা মাছ ধরবে। কুলিন আর ব্রাডি প্রস্তুত, এই সবচেয়ে ছোট দুই মায়ানেকড়ে, তারা লা পুশের প্রতিরক্ষার কাজে থাকবে। যদিও তারা কেবলমাত্র বাচ্চা ছেলে এখনও, তারা দুজনেই তের বছর বয়সী।

এখনও, চার্লি ফরকস ত্যাগ করা যেকোন কারোর চেয়ে সবচেয়ে নিরাপদে থাকবে।

আমার পক্ষে যা করা সম্ভব আমি তার সবটুকুই করেছি। আমি সেটা গ্রহণ করতে চেষ্টা করেছি। এবং আমার মাথায় যেসব জিনিস আমার নিয়ন্ত্রণের বাইরে সেগুলো ঝেড়ে ফেলতে চেষ্টা করেছি। অন্ততপক্ষে, আজকে রাতের জন্য। এভাবে অথবা অন্যভাবে, সবকিছু অন্তত আটচল্লিশ ঘণ্টার মধ্যে শেষ হয়ে যাবে। এই চিন্তাভাবনা আমার পক্ষে বেশ স্বস্তিদায়ক।

এ্যাডওয়ার্ড আমাকে রিলাক্স থাকতে অনুরোধ করেছে। আমি আমার সর্বোত্তম করার চেষ্টা করছি।

'আজ একরাতের জন্য, আমরা কি সেই সবকিছু ভুলে যেতে চেষ্টা করব যা কিছু

তোমার আর আমার মধ্যে ঘটেছে?' সে অনুনয় করল। আমার দিকে তীক্ষ্ম দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল। 'এটা মনে হয় যেন আমি কখনও পর্যাপ্ত সময় পাইনি সেজন্য। আমার তোমার সাথে থাকা প্রয়োজন। শুধু তোমাকে।'

সেটা আমার জন্য সম্মত হওয়ার মত খুব কঠিন কোন অনুরোধ নয়, যদিও আমি জানি আমার ভীতিভাব ভুলে যেয়ে অনেক সহজ হয়ে যাবে। অন্য যে বিষয়টা এখন আমার মনের মধ্যে আছে, জানি আজরাতে আমাদের জন্য একাকী সাহায্য করবে।

সেখানে এমন কিছু আছে যা পরিবর্তিত হয়ে যাবে।

তৎক্ষণাৎ আমি প্রস্তুত।

আমি তার পরিবার এবং তার জগতে যোগ দেয়ার জন্য প্রস্তুত। আমি এমনটি অনুভব করছি যে তাদের ব্যাপারে আমি অনেক কিছু শিখে ফেলেছি। আমার এদিকে মনোযোগ দেয়ার জন্য সুযোগ দেয়া উচিত। আমি যখন দেখতে পাই যে চাদ মেঘে ঢেকে যায়। আমি জানতাম আমি আবার ভয়ে চিৎকার করে উঠতে পারি। পরবর্তি সময়ে কিছু একটা আমাদের কাছে আসবে, আমি তার জন্য প্রস্তুত থাকব। সে কখনো তার পরিবার ও আমার মধ্যের একটাকে বেছে নিতে হবে না। আমরা অংশীদার হয়ে যাব। যেমনটি জেসপার আর এলিসের মধ্যে। পরেরবার, আমি আমার অংশের কাজ করব।

আমি অপেক্ষা করতে লাগলাম। আমার মাথার মধ্যে থেকে সব বাজে চিন্তা ঝেড়ে ফেলতে চেষ্টা করলাম। যাতে এ্যাডওয়ার্ড সন্তুষ্ট থাকে। কিন্তু এটার কোন প্রয়োজন ছিল না। আমি প্রস্তুত।

সেখানে শুধুমাত্র একটা অংশই মিস যাচ্ছে।

একটাই, কারণ সেখানে আরো কিছু আছে যেটা পরিবর্তিত হচ্ছে না, এবং সেটা সেই বেপরোয়াভাবে কাজ করছে যেমন আমি ভালবাসি। আমার হাতে এসব ব্যাপারে ভাবার জন্য প্রচুর সময় আছে। জেসপার আর এমেটের বাজির ব্যাপারেও। যে আমি আমার মানবীয় অংশগুলো হারিয়ে ফেলতে যাচ্ছি। এবং সেই অংশ যেখানে আমি স্বেচ্ছাকৃতভাবে ত্যাগ করতে চাই না। আমি জানতাম কোন কোন মানবীয় অভিজ্ঞতা আমি জোর দিতে যাচ্ছি আমি অমানবীয় হয়ে যাওয়ার আগে।

সুতরাং আজরাতে আমাদের কিছু কাজ করার আছে। সবকিছুর পরে আমি বিগত দুবছরকে দেখতে পাচ্ছি। আমি এখন আর অসম্ভব শব্দটাতে কোন রকমেই অবিশ্বাস করি না। এটা আমাকে এখন থেমে থাকা থেকে অনেক কিছু শিখিয়েছে।

ঠিক আছে, বেশ, সৎভাবে, সম্ভবত এটা আরো অনেক বেশি জটিল ব্যাপার হয়ে দাঁড়াচ্ছে। কিন্তু আমি চেষ্টা করতে যাচ্ছি।

যখন আমি সিদ্ধান্ত নিলাম, নিজে কিছুটা দুর্বল হয়ে পড়ায় আমি খুব একটা বিস্মিত হলাম না। আমি তাদের পথে তাদের বাড়ির দিকে এগুতে থাকলাম। আমি জানি না আমি কি করতে চেষ্টা করছি। এবং কি ...

সে প্যাসেঞ্জার সিটে বসে ছিল। আমার ধীর পদক্ষেপে হেঁটে আসার দিকে জোর করে হাসি ফুটিয়ে তুলল। আমি বিস্মিত হলাম সে জোর করে আমার কাছ থেকে চালকের আসনটা নিতে চাইল না। কিন্তু আজরাতে তাকে দেখে মনে হচ্ছে আমার

গতির কাছে সমর্পিত করেছে।

তখন বেশ অন্ধকার হয়ে গেছে যখন আমরা বাড়িতে পৌছুলাম। সেটা সত্ত্বেও, তৃণভুমি মৃদু আলোকিত ছিল জানালা গলিয়ে আসা আলোর কারণে।

ইঞ্জিন বন্ধ করতেই সে আমার দরজার কাছে চলে এলো, এটা আমার জন্য খুলে ধরল। সে একহাত দিয়ে ক্যাব থেকে আমাকে তুলে ধরল। আমার ব্যাগটা ট্রাক বেড তার কাঁধে থেকে নিয়ে নিল। তার ঠোঁট আমার ঠোঁটের উপর আছড়ে পড়ল যখন আমি শুনতে পেলাম আমার পিছনে ট্রাকের দরজা বন্ধ হয়ে গেল।

চুমু খেতে খেতে সে আমাকে শূন্যে তুলে নিল এবং আমাকে কোলে করে বাড়ির দিকে নিতে লাগল।

সামনের দরজা কি এর মধ্যেই খুলে গিয়েছে? আমি জানি না। আমরা একপাশে যদিও আমি ঘুমঘুম অনুভব করছিলাম। আমি শ্বাস নিলাম।

তার এই চুম্বন আমাকে ভীত করল না। এটা আগের মত না যখন আমি ভয় অনুভব করতাম এবং নিজেকে নিয়ন্ত্রণে রাখতে পারতাম না। তার ঠোঁটজোড়া উদ্বিগ্ন নয় কিন্তু প্রাণশক্তিতে ভরপুর। তাকে দেখে মনে হলো আমি যেমন উত্তেজনা বোধ করছি সেও তেমনটি করছে। আজরাতে আমরা দুজনে একত্রে আছি। সে আমাকে কয়েক মিনিট ধরে চুমু খাওয়া অব্যহত রাখল। প্রবেশ পথের কাছে দাঁড়িয়ে থাকল। তার মুখ ঠাণ্ডা শীতল এবং আমার প্রতি নিবিষ্ট।

আমি আশাবাদি হতে শুরু করলাম। সম্ভবত আমি যা আশা করি তা পাওয়া তেমন কঠিন কোন বিষয় নয়।

না, অবশ্যই এটা ঠিক সেই কঠিনভাবেই এগিয়ে যাচ্ছে।

খুব নিচুগলায় শব্দ করে হাসল, সে আমাকে নিচে নামিয়ে দিল। তার হাতের মধ্যেই আমাকে ধরে রাখল।

'বাড়িতে সুস্বাগতম।' সে বলল। তার চোখ নরম এবং উষ্ণ।

'সেটা খুবই ভাল শোনাচ্ছে।' আমি শ্বাস নিতে নিতে বললাম।

সে আমাকে খুব সাবধানে পায়ের উপর দাড় করিয়ে দিল। আমি দুহাতে তাকে জড়িয়ে ধরলাম। আমাদের দুজনের মাঝে কোন ফাঁক থাক সেটা আমি চাচ্ছি না।

'তোমার জন্য আমার কিছু দেয়ার আছে।' সে কথোপকথনের সুরে বলল।

'ওহ?'

'তোমার হাতে তৈরি জিনিস, মনে আছে? তুমি বলেছিলে সেটা গ্রহণযোগ্য।'

'ওহ হ্যাঁ। সেটা ঠিক। আমি মনে করতে পারি আমি সেটা বলেছিলাম।'

সে আমার দিকে তাকিয়ে আবার হাসল।

'এটা আমার উপরের রুমে। আমি কি সেটা আনতে যেতে পারি?'

তার বেডরুমে?

'নিশ্চয়।' আমি সম্মত হলাম। 'চলো যাই।'

সে অবশ্যই বেশ উদগ্রীব হয়ে আছে আমাকে উপহার দেয়ার জন্য। কারণ মানবীয় দ্রুততা আমার জন্য এখন আর যথেষ্ট নয়। সে আমাকে আবার কোলে তুলে নিল এবং সিঁড়ি দিয়ে উঠতে লাগল। তার দরজার কাছে আমাকে নামিয়ে দিল।

তারপর তার ক্লোজেটের দিকে গেল।

আমি এক পা সামনে বাড়ানোর আগেই সে ফিরে এলো। কিন্তু আমি তাকে উপেক্ষা করলাম। তার বিশাল স্বর্ণালী বিছানার দিকে এগিয়ে গেলাম। বিছানার কিনারায় বসে পড়লাম তারপর মাঝখানের দিকে গেলাম। আমি একটা বলের মত গুটিয়ে গেলাম। আমার হাত দিয়ে হাঁটু মুড়ে বসলাম।

'ঠিক আছে' আমি গুঙিয়ে উঠলাম। এখন আমি ঠিক সেই জায়গায় আছি যেখানটাতে আমি থাকতে চাই। আমি এখন কিছুটা অনিচ্ছুক আছি। 'এখন আমাকে সেটা দাও।'

এ্যাডওয়ার্ড হেসে উঠল।

সে আমার পাশে বসার জন্য বিছানার উপর উঠল। আমার হৃৎপিন্ড লাফাতে লাগল। অবশ্যই সে উপহার দেয়ার আগে আমার কাছ থেকে কোন প্রতিক্রিয়া পেতে চাচ্ছে।

'একটা হাতে তৈরি জিনিস।' সে শান্তভাবে আমাকে স্মরণ করিয়ে দিল। সে আমার পায়ের উপর থেকে বাম হাতের কব্জি টেনে নিল এভং সেই রুপালী ব্রেসলেটটা এক মুহূর্তের জন্য স্পর্শ করল। তারপর সে আমার হাত ছেড়ে দিল।

আমি সর্তকতার সাথে এটা পরীক্ষা করতে লাগলাম। চেইনের বিপরীত দিক থেকে নেকড়ের কাছে সেখানে এখন বিশাল আকৃতির একটা হৃৎপিন্ড আকৃতির ক্রিস্টাল দেখা যাচ্ছে। এটা লক্ষ লক্ষ দিকে মুখ নিয়ে আছে যাতে এমনকি সামান্যতম আলোও এর ভেতরে প্রতিফলিত হয়। এটা চমকাচ্ছিল। আমি ছোট্ট করে শ্বাস নিলাম।

'এটা আমার মায়ের।' সে শ্রাগ করল। 'আমি খুব অল্প কয়েকটা এমন জিনিস উত্তরাধিকার সূত্রে পেয়েছি। আমি কিছু এসমেকে দিয়েছি এবং কয়েকটা এলিসকে। পরিষ্কারভাবে, এটা খুব বড়ো ধরনের কিছু উপহার নয়।'

আমি তার ভঙ্গিতে হেসে ফেললাম।

'কিন্তু আমি ভেবেছি এটা খুব ভাল একটা উপহার।' সে বলে চলল, 'এটা শক্ত এবং ঠাণ্ডা।' সে হেসে উঠল। 'এবং সূর্যালোকে রংধনু উপহার দেয়।'

'তুমি সবচেয়ে ভাল গুরুত্বপূর্ণ সামঞ্জসটা দিতে ভুলে গেছে।' আমি বিড়বিড় করে বললাম, 'এটা সুন্দর।'

'আমার হৃদয় এখন নীরব হয়ে আছে।' সে বলল, 'এবং তোমারও।'

আমি কবজি ঘুরালাম যাতে হৃৎপিন্ডটা আলোতে ঝলকায়।

'ধন্যবাদ তোমাকে। উভয়ের জন্যই।'

'না। তোমাকে ধন্যবাদ। এটা আমার জন্য একটা স্বস্তির ব্যাপার যে তুমি এত সহজেই উপহার গ্রহণ করেছো। তোমার জন্য খুবই ভাল ব্যাপার।' সে মুখ ভেঙচাল। তার দাঁত চকচক করে উঠল।

আমি তার দিকে ঝুকে পড়লাম।

আমার কাছে মনে হলো শুরু করার জন্য এইটাই উপযুক্ত জায়গা।

'আমরা কি কোন কিছু নিয়ে আলোচনা করতে পারি?' আমি এটার প্রশংসা করব যদি তুমি খোলা মনে এটা শুরু করতে দাও।'

সে এক মুহূর্তের জন্য দ্বিধা করতে লাগল। 'আমি এটাতে আমার সর্বোচ্চ শক্তি ব্যয় করব।' সে একমত হলো। এখন বেশ সর্তক।

'আমি এখনকার কোন আইনকানুন ভাঙতে যাচ্ছি না।' আমি প্রতিজ্ঞা করলাম। 'এটা খুব কঠোরভাবেই তোমার আর আমার মধ্যে।' আমি গলা পরিষ্কার করে নিলাম।

'তো... আমি অনুপ্রাণিত যে আমরা অন্যরাতে কতটা ভালভাবে নিজেদের মধ্যে কম্প্রোমাইজ করে নিয়েছিলাম। আমি ভাবছিলাম আমি ভিন্ন পরিস্থিতিতেও একই রকম পদ্ধতি প্রয়োগ করব।' আমি বিস্মিত কিভাবে আমি এতটা স্বাভাবিক থাকতে পারছি। অবশ্যই কিছুটা নার্ভাস হয়ে থাকব।

'তুমি কোন বিষয়ে নেগোসিয়েট করতে পছন্দ করো?' সে জিজ্ঞেস করল। তার কণ্ঠস্বরে যেন হাসি ভেসে এলো।

আমি ঠিক শব্দটি বলার জন্য নিজের সাথে লড়তে লাগলাম।

'তোমার হৃদয়ের শব্দ শোনো।' সে বিড়বিড় করে বলল। 'এটা একটা হামিংবার্ডের পাখনার মত পাখা ঝাপটাচ্ছে। তুমি কি ঠিক আছো?'

'আমি খুব ভাল আছি।'

'তাহলে দয়া করে বলে ফেলো।' সে উৎসাহিত করল।

'বেশ, আমি অনুমান করছি, প্রথমত, আমি তোমাকে বিয়ের ব্যাপারে হাস্যকর শর্তগুলোর কথা বলতে চাই।'

'এটা শুধু তোমার কাছেই হাস্যকর ব্যাপার। সেটা কি?'

'আমি বিস্মিত হচ্ছি...এটাই কি খোলা মনে আলোচনার নমুনা?'

এ্যাডওয়ার্ড ভুরু কুঁচকাল। এখন বেশ সিরিয়াস। 'আমি এরই মধ্যে সবচেয়ে বড় ছাড় দিয়ে ফেলেছি দুর নিকটে। আমি আমার সবচেয়ে ভাল সিদ্ধান্তে তোমাকে নিয়ে দুরে যেতে চেয়েছে। সেটা তোমার দিক থেকে কয়েকটা বিষয়ে সমঝোতার দরকার হবে।'

'না।' আমি দুদিকে মাথা নাড়লাম। 'সেই ব্যাপারে আগেই আলোচনা হয়ে গেছে। আমরা এখন আমার নবায়ন করার ব্যাপারে আলোচনা করছি না। আমি আরো কয়েকটা অন্য ব্যাপারে খুঁটিনাটি জানাতে চাচ্ছি।'

সে আমার দিকে সন্দেহের দৃষ্টিতে তাকাতে লাগল। 'তুমি কোন খুটিনাটির ব্যাপারে ঠিক কথা বলতে চাচ্ছ?'

আমি দ্বিধা করতে লাগলাম। 'প্রথমে তোমার পুর্ব ধারণাগুলো পরিষ্কার করা দরকার।'

'তুমি জানো আমি কি চাই।'

'বিয়ে করতে।' আমি শব্দটা এমনভাবে বললাম যেন এটা কোন নোংরা শব্দ।

'হ্যাঁ।' সে চওড়া করে হাস্‌ল। 'এটা দিয়েই শুরু।'

আমার অভিব্যক্তিতে কোন কিছু ধরা পড়তে দিলাম না। 'আর কিছু আছে?'

'বেশ,' সে বলল, এখন সে সবকিছু বিবেচনা করছে। 'যদি তুমি আমার স্ত্রী হও, তাহলে আমার যা কিছু আছে সব তোমার... যেমন পড়াশুনার খরচ। তো তাহলে ডার্টমাউথে যাওয়ার ব্যাপারে কোন রকম সমস্যা থাকবে না।'

'আর কিছু? যেখানে তুমি এরই মধ্যে হাস্যকর হয়ে গেছে?"

'আমি কোন কোন সময় কিছু মনে করি না।'

'না। কোন সময় নেই। সেটা এই মুহূর্তে চুক্তি ভঙ্গের মত।'

সে বড় করে শ্বাস নিল। 'শুধু এক বছর অথবা দুই বছর?'

আমি মাথা নাড়লাম, আমার ঠোঁট জিদ্দীর মত কুঁচকে গেল। 'পরবর্তী বিষয়ে কথা চালিয়ে যাও।'

'এটাই সব। যদি তুমি গাড়ির ব্যাপারে কথা না বলতে চাও...'

সে আমার হাত তুলে নিল এবং আমার আঙুল নিয়ে খেলতে লাগল।

'আমি মোটেই বুঝতে পারি না তোমার আর কোন কিছু চাওয়ার আছে কিনা নিজেকে মনস্টারে পরিণত করা ছাড়া। আমি সত্যি সত্যিই খুব কৌতুহলী।' তার কণ্ঠস্বর নিচু হয়ে গেল।

আমি থেমে গেলাম। তার হাতের দিকে তাকিয়ে রইলাম। আমি এখনও জানি না কিভাবে শুরু করব। আমি বুঝতে পারলাম তার চোখ আমাকে লক্ষ্য করছে। আমি তার দিকে তাকাতে ভয় পাচ্ছি। আমার মুখে রক্ত জমতে শুরু করেছে।

তার শীতল আঙুলগুলো আমার চিবুক ছুয়ে গেল। 'তুমি লাজরাঙ্গা হয়ে গেছো?' সে বিস্ময়ের সাথে জিজ্ঞেস করল। আমি নজর নিচে নামিয়ে রাখলাম।

'প্লিজ বেলা, এই উত্তেজনা বেদনাদায়ক।'

আমি ঠোঁট কামড়ে ধরলাম।

'বেলা,' তার কণ্ঠস্বর এখন আমাকে ডাকছে, আমাকে মনে করিয়ে দিল এটা তার পক্ষে খুব কঠিন যখন আমার চিন্তাভাবনা নিজের ভেতর রাখি।

'বেশ, আমি কিছুটা চিন্তিত...পরের ব্যাপার নিয়ে।' আমি শেষ পর্যন্ত তার দিকে তাকিয়ে স্বীকার করে নিলাম।

আমি অনুভব করলাম তার শরীর বেশ টানটান হয়ে আছে। কিন্তু তার স্বর বেশ শান্ত এবং ভেলভেটের মতো।

'তুমি কী নিয়ে চিন্তিত হয়ে পড়েছো?'

'সবকিছু নিয়েই, শুধু এতটাই দেখে মনে হয় কনভিনসড যে একমাত্র জিনিস আমি আগ্রহ দেখাতে যাচ্ছি, সর্বোপরি, প্রত্যেকেই এই শহরে স্লটারিং করছে।' আমি স্বীকার করলাম। 'এবং আমি ভীত যে আমি এতটাই প্রিঅকুপাইড হয়ে থাকব যে আমি আর নিজের মধ্যে থাকব না...এবং আমি সেটা চাই না... আমি চাই না একইভাবে তোমাকে যেভাবে আমি দেখি।'

'বেলা, সেই অংশ চিরস্থায়ী হবে না।' সে আমাকে আশ্বস্ত করল।

সে আসল বিষয়টাই মিস করল।

'এ্যাডওয়ার্ড.' আমি বললাম, কিছুটা নার্ভাস, নিজের কবজির দিকে তাকালাম, 'সেখানে এমন কিছু জিনিস আছে যেটা আমি আমার মানবীয় সত্ত্বা হারানোর আগে করতে চাই।

সে আমার বলে যাওয়ার জন্য অপেক্ষা করতে লাগল। আমি বললাম না। আমার মুখ উত্তপ্ত হয়ে উঠেছে।

'তুমি যা কিছু চাও,' সে আগ্রহী করল। উদ্বিগ্ন এবং পুরোপুরি সিদ্ধান্তহীন।

'তুমি কি প্রতিজ্ঞা করছ?' আমি বিড়বিড় করে বললাম। জানি আমার এই ফাঁদে ফেলানো কাজ করবে। কিন্তু এটা না করে পারি না।

'হ্যাঁ।' সে বলল।

আমি তার দিকে তাকালাম এটা দেখতে যে তার চোখ দ্বিধান্বিত কিনা। 'আমাকে বলো তুমি কি চাও, এবং তুমি এটা পেতে পার।'

আমি বিশ্বাস করতে পারিনি কিভাবে ভয়ানক এবং ইডিয়েটের মত আমি অনুভব করছিলাম। আমি এতটাই নিষ্পাপ—যেটা ছিল, অবশ্যই, আলোচনার কেন্দ্রবিন্দুতে। আমার সর্বোত্তম ধারণা নেই কিভাবে অবশকারী হতে হয়।

'তুমি,' আমি সংলগ্নভাবে প্রায় বিড়বিড়ানির মত বললাম।

'আমি তোমার।' সে হাসল। এখন আমার চোখের ভাষা পড়ার চেষ্টা করছে। আমি আবার অন্যদিকে তাকালাম।

আমি গভীরভাবে শ্বাস নিলাম। আমি বিছানায় হাঁটু গেড়ে বসলাম। তারপর আমি তার গলা জড়িয়ে ধরলাম এবং তাকে চুমু খেলাম।

সে প্রতিদানে আমাকে চুমু খেল। মাঝামাঝি কিন্তু বেশ ইচ্ছেপুর্ণভাবে। তার ঠোঁটজোড়া বেশ নরমভাবে আমার ঠোঁটটের উপর আছড়ে পড়ল। কিন্তু আমি বেশ ভালভাবেই বলতে পারি তার মন অন্য কোথাও ঘোরাফেরা করছে। চেষ্টা করছে আমার মনে কি খেলছে সেটা ধরতে। আমি সিদ্ধান্ত নিলাম তাকে একটা হিন্টস দেব।

আমার হাত কিছুটা কেঁপে উঠল যখন আমি তার গলা থেকে আমার হাত ছাড়িয়ে নিলাম। আমার আঙুলগুলো তার জামার কলার উপর দিয়ে নেমে এল। কাঁপুনি থামল না যখন আমি তার জামার বোতাম খোলার চেষ্টা করলাম সে আমাকে বাঁধা দেয়ার আগেই।

তার ঠোঁট যেন জমে গেল।

সে আমাকে ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে দিল। তার মুখে অনুমোদনের চিহ্ন নেই।

'বাস্তববুদ্ধি সম্পন্ন হও, বেলা।'

'তুমি প্রতিজ্ঞা করেছিলে- আমি যা কিছু চাই না কেন।' আমি কোনরকম আশা ছাড়াই তাকে সেটা মনে করিয়ে দিলাম।

'আমরা এখন আর এই আলোচনার মধ্যে নেই।' সে আমার দিকে তাকিয়ে রইল যখন সে দ্রুত তার বোতাম দুটো লাগিয়ে ফেলল যেটা আমি খুলে দিয়েছিলাম।

আমার দাঁত দাঁতে বাড়ি খেল।

'আমি বলেছিলাম আমরা।' আমি চেচিয়ে উঠলাম। আমি আমার হাত বুকের ব্লাউজের কাছে নিয়ে গেলাম এবং উপরের বোতাম খুলে ফেলতে লাগলাম।

সে আমার হাত ধরে ফেলল এবং সেটাকে ছাড়িয়ে নিল।

'আমি বলছি আমরা এখন এসব করব না।' সে নিরুত্তাপভাবে বলল।

আমরা একে অন্যের দিকে তাকিয়ে রইলাম।

'তুমি জানতে চেয়েছিলে।' আমি নির্দিষ্ট করে বললাম।

'আমি ভেবেছিলাম এটা অবশকারকভাবে বাস্তবধর্মী কিছু একটা হবে।'

'তো তুমি বোকার মত যেকোন কিছু জিজ্ঞেস করতে পার, যেসব হাস্যকর জিনিস তুমি চাও—যেমনটি তুমি বিয়ে করতে চাও—কিন্তু আমি এমনকি এই জাতীয় আলোচনাও করতে দিতে চাই না—'

যখন আমি চেন টানছিলাম, সে আমার দুহাত একসাথে টেনে নিল তার এক হাতের মধ্যে এবং তার অন্য হাতটা আমার মুখের উপর রাখল।

'না।' তার মুখের ভাব কঠিন।

আমি গভীরভাবে শ্বাস নিয়ে নিজেকে শান্ত রাখতে লাগলাম। রাগটা আস্তে আস্তে চলে যেতে লাগল, আমি অন্য কিছু অনুভব করতে লাগলাম।

মিনিট খানেক সময় নিল আমি কেন আবার নিচের দিকে তাকাতে শুরু করেছি, মুখের রঙ আবার ফিরে এলো—কেন আমার পেটের ভেতর মোচড় দিচ্ছে? কেন আমার চোখের ভেতরটা এত ভেঁজা ভেঁজা, কেন আমি হঠাৎ করে এই রুম থেকে দৌড়ে পালাতে চাইছি?

প্রত্যাখ্যান আমাকে যেন ভাসিয়ে নিয়ে যেতে লাগল।

আমি জানতাম এটা বেশ বিচারবুদ্ধিহীন। সে অন্য আরেকটা বিষয়ে অনেক বেশি পরিষ্কার যে আমার নিরাপত্তাই তার প্রথম ভাবনা। এমনকি আমি এর আগে নিজেকে কখনও এতটা বিপন্ন করে তুলিনি। আমি তার স্বর্ণালী কম্ফটারের দিকে তাকালাম, যেটা তার চোখের সাথে মিলে গেছে এবং আমি চেষ্টা করলাম তার প্রতিক্রিয়া দেখার।

এ্যাডওয়ার্ড শ্বাস নিল। আমার মুখের উপর তার হাত নেমে আমার চিবুকে চলে এসেছে। সে আমার চিবুক ধরে উঁচু করে তুলল যতক্ষণ না আমি তার দিকে তাকালাম।

'এখন কি?'

'কিছুই না।' আমি বিড়বিড় করে বললাম।

সে দীর্ঘ সময়ের জন্য আমার মুখের দিকে তাকিয়ে বুঝতে চেষ্টা করল। যখন আমি তার চোখের দৃষ্টি থেকে সরিয়ে নিতে চেষ্টা করছিলাম। তার ভুরু দ্বিধাবিভক্ত হয়ে গেল। এবং তার অভিব্যক্তি ভয়ানক হয়ে গেল।

'আমি কি তোমার অনুভূতিতে আঘাত করেছি?' সে জিজ্ঞেস করল।

'না।' আমি মিথ্যে বললাম।

এতটাই তাড়াতাড়ি যে আমি এমনকি নিশ্চিত নই যে কিভাবে এটা ঘটল, আমি তার বাহুবন্দি, আমার মুখ তার কাঁধ ও হাতের মাঝখানে। যখন তার বুড়ো আঙুল আমার চিবুকের উপর আশ্বস্তের ভঙ্গিতে ঘষে চলেছে।

'তুমি জানো কেন আমি তোমাকে না বলেছি।' সে বিড়বিড় করে বলল, 'তুমিও জানো আমি তোমার কাছ থেকে কি চাই।'

'তাই কি?' আমি ফিসফিস করে বললাম, আমার কণ্ঠস্বর পুরোপুরি সন্দেহে পরিপূর্ণ।

'অবশ্যই আমি করি, তুমি সিলি, বোকা, সুন্দরী, অতিরিক্ত আবেগপ্রবণ বালিকা।' সে একবার হাসল, তারপর আবার তার কণ্ঠস্বর শূন্যতায় ভরে গেল।

'প্রত্যেকেই নয় কি? আমি এরকম অনুভব করছিলাম যেন সেখানে আমার পিছনে

একটা লাইন আছে, আমার পজিশনে জকিং করছে, আমার বিরাট একটা ভুলের জন্য অপেক্ষা করছে...তুমি এতটাই তোমার ভালোর জন্য আশাবাদী।'

'তাহলে এখন কে সিলি?' আমি সন্দেহ করলাম।

'তোমার বিশ্বাস করার জন্য আমি কি কোন বিজ্ঞপ্তি পাঠিয়ে দেব? আমি কি তোমাকে বলব যে টপ লিস্টের একেবারে উপরে কার নাম আছে? তুমি তাদের মাত্র কয়েকজনকে চেন জানো, কিন্তু কয়েকজন হয়তো তোমাকে বিস্মিত করতে পারে।'

আমি তার বুকের উপর মাথা রেখে নাড়লাম, মুখভঙ্গি করলাম, 'তুমি শুধু আমাকে বিছিন্ন করার চেষ্টা করছ। এখন আমরা আমাদের বিষয়ে ফিরে যাই।'

সে শ্বাস নিল।

'আমাকে বলো যদি আমি কোন কিছু ভুল করে থাকি।' আমি দুরের শব্দ করার চেষ্টা করলাম, 'তোমার চাহিদা হচ্ছে বিয়ে করার ব্যাপারে'—আমি মুখের ভাব পরিবর্তন না করে কথাটা বলতে পারলাম না।— 'আমার টিউশন ফি দিয়ে দেয়া, অনেক বেশি সময় দেয়া এবং যদি আমার যানবাহন আরো জোরে চলার উপযোগী হয় তাহলে কিছু মনে না করা।' আমি ভুরু তুললাম। 'আমি কি সবকিছু বলতে পেরেছি? এটা একটা ভয়ানক লিস্ট।'

'শুধুমাত্র প্রথমটাই একটা চাহিদা।' তাকে দেখে মনে হচ্ছে মুখের রেখা নির্বিকার রাখার জন্য তাকে কঠিন সময় পার করতে হচ্ছে। 'আর বাকিগুলো শুধু অনুরোধ করে দেখতাম।'

'এবং আমার ঋণ, ছোটখাট চাহিদাগুলো—'

'চাহিদা?' সে কথার মাঝে বাঁধা দিল, হঠাৎ অনেক বেশি সিরিয়াস হয়ে গেছে।

'হ্যাঁ, চাহিদা।'

সে চোখ সরু করে ফেলল।

'বিয়ে করে আমার জন্য একটা স্ট্রেচের মত। আমি কিছু ফেরত না পেলে আমি সেটা নিতে পারি না।'

সে আমার কানে কানে কথা বলার জন্য ঝুকে পড়ল,

'না।' সে ফিসফিস করে বলল, 'এটা এখন আর সম্ভব নয়। পরে, যখন তুমি অনেক কম ভঙ্গুর থাকবে। ধৈর্য ধরো, বেলা।'

আমি আমার কণ্ঠস্বর দৃঢ় এবং বাস্তবধর্মী করে রাখতে চাইলাম। 'কিন্তু সেটাই হলো সমস্যা। এটা সেই একই রকম হবে না যখন আমি কম ভঙ্গুর হয়ে যাব। আমি একইরকম হব না! আমি জানি না আমি তখন কে হবো।'

'তুমি তখনো বেলা থাকবে।' সে প্রতিজ্ঞা করল।

আমি ভুরু কুঁচকালাম। 'যদি আমি এমন দূরে চলে যাই যে আমি বাবাকে হত্যা করতে চাই—যে আমি জ্যাকবের রক্ত খেতে চাই অথবা এঞ্জেলার যদি আমি সেরকম সুযোগ পাই—সেটা কিভাবে তাহলে সত্য হতে পারে?'

'এটা অতিক্রম করে যাবে। আমার সন্দেহ আছে তুমি কুকুরের রক্ত খেতে চাইবে।' সে এমন ভান করল যেন গোটা চিন্তায় সে কেঁপে কেঁপে উঠছে।

'এমন কি একজন নতুন জন্মগ্রহণকারী, তুমি তাদের চেয়ে অনেক বেশি স্বাদ গ্রহণ

করতে পারবে।'

আমার চিন্তাচেতনা অন্য পাশে সরিয়ে নেয়াকে আমি অবজ্ঞা করে গেলাম। 'কিন্তু সেটাই সবসময় থাকবে যেটা আমি সবচেয়ে বেশি চাই, তাই থাকবে না কি?' আমি চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দিলাম।

'রক্ত, রক্ত এবং আরো বেশি রক্ত।'

'প্রকৃত ঘটনা হলো তুমি এখনও জীবত আছো যেটা প্রমাণ করে যে তুমি যেটা ভাবছ সেটা সত্য নয়।' সে নির্দিষ্টভাবে নির্দেশ করল।

'আশি বছর পরে।' আমি তাকে মনে করিয়ে দিলাম। 'আমি যেটা বোঝাতে চাইছি সেটা হলো শারীরিকভাবে, যদিও। বুদ্ধিগতভাবে, আমি জানি, আমি নিজেই সে ব্যাপারে সমর্থ হব...কিছু সময় পরে। কিন্তু শুধুই শারীরিকগতভাবে—আমি সবসময় তৃষ্ণার্ত থাকব, অন্য যেকোন কিছুর চেয়ে বেশি।'

সে কোন উত্তর দিল না।

'সুতরাং আমি ভিন্নরকম হব।' আমি উপসংহার টানলাম, 'কারণ ঠিক এখন, শারীরিকভাবে, সেখানে কোন কিছু নেই তোমার চেয়ে আমি যা বেশি চাই। সেটা এমনকি খাবার অথবা পানি অথবা অক্সিজেনের তুলনায় অনেক বেশি কিছু। বুদ্ধিগতভাবে, আমার কিছুটা প্রাধান্য আছে অন্যদের তুলনায় বুদ্ধির দিক দিয়ে। কিন্তু শারীরিক দিক দিয়ে...

আমি তার হাতের তালুতে চুমু খাওয়ার জন্য মাথা ঘোরালাম।

সে গভীরভাবে শ্বাস নিল।

আমি বিস্মিত হলাম যে এটা কিছুটা ভারসাম্যহীন বলে মনে হলো।

'বেলা, আমি তোমাকে হত্যা করতে পারি।' সে ফিসফিস করে বলল।

'আমি মনে করি না তুমি পারো।'

এ্যাডওয়ার্ডের চোখ সরু হয়ে গেল। সে আমার মুখের উপর থেকে তার হাত সরাল। খুব দ্রুত এমন কিছুর দিকে পৌঁছাল যেটা আমি দেখতে পাচ্ছিলাম না। সেখানে এক ধরনের চাপড়ানোর শব্দ এবং আমাদের নিচে বিছানাটা খুব কাঁপছিল।

কালো কিছু একটা তার হাতে ধরা। সে এটা উঁচু করে ধরল আমার কৌতুহলী পরীক্ষণের জন্য। এটা একটা ধাতব ফুল। একটা গোলাপ ফুল যেটা রট আয়রনের তৈরি এবং সেটার নিচের ফ্রেমে চাদোয়ার মত আছে। তার হাতে সংক্ষিপ্ত সময়ের জন্য বন্ধ হয়ে গেল। তার আঙুল শান্তভাবে মুঠো করে ফেলল, তারপর এটা আবার খুলে গেল।

কোন কথা না বলে, সে সেটা আমাকে অফার করল, সেই কালো ধাতব বস্তুটি। এটা তার হাতে ভেতরে, যেন শিশুর মুঠোর মধ্যে ছোট্ট খেলনা। আধ সেকেন্ড পরে সেই ধাতব বস্তুটি তার হাতের মুঠোর চাপে চুর্ণ হয়ে গেল।

আমি তাকিয়ে রইল, 'আমি ওইটা বোঝাতে চাইনি। আমি এরই মধ্যে জানি যে তুমি কতটা শক্তিশালী। তুমি তাই বলে আসবাবপত্র ভাঙতে পারো না।'

'তুমি তাহলে কি বোঝাতে চেয়েছো?' সে গাঢ় স্বরে বলল। হাতের লৌহপিন্ডটা কক্ষের এক কোণে ছুড়ে ফেলল। এটা বৃষ্টির ফোঁটার মত দেয়ালে আঘাত হানল।

তার চোখ আমার মুখের উপর এমনভাবে তাকাল যেটা ব্যাখ্যা করা কঠিন।

'সুস্পষ্টত তুমি শারীরিকভাবে আমাকে আহত করতে সমর্থ নও। যদি তুমি সেটা চাও...তার উপরে, তুমি আমাকে আঘাত করতে চাও না...এতটাই যে আমি কখনও ভাবতেই পারি না যে তুমি সেটা করতে পারবে।'

আমার কথা শেষ করার আগেই সে মাথা নাড়তে লাগল।

'এটা সেইভাবে কাজ করতে পারে না, বেলা।'

'হতে পারে।' আমি বকলাম, 'তোমার কোন ধারণাই নেই কোন ব্যাপারে তুমি কথা বলে চলেছো।'

'ঠিক তাই। তুমি কি কল্পনা করতে পারো আমি কোন তোমার প্রতি সেই রকম কোন ঝুঁকি নিতে পারি?'

আমি তার চোখের দিকে দীর্ঘ এক মিনিট ধরে তাকিয়ে রইলাম। তার চোখের সমঝোতার কোন চিহ্ন দেখতে পেলাম না। সেখানে সিদ্ধান্তহীনতারও কোন চিহ্ন নেই।

'প্লিজ।' আমি শেষ পর্যন্ত হতাশায় ফিসফিস করে বললাম, 'আমি এটাই চাইছি, প্লিজ।' আমি চোখ বন্ধ করে ফেললাম। অপেক্ষা করছিলাম তার দ্রুত এবং শেষ না শোনার জন্য।

কিন্তু সে তাড়াতাড়ি কোন উত্তর দিল না। আমি অবিশ্বাসের দ্বিধাদ্বন্দে দুলতে লাগলাম। চমকে গেলাম তার শ্বাস প্রশ্বাসের এলোমেলো ভাব শুনে।

'প্লিজ?' আমি আবার ফিসফিস করলাম। আমার হার্টবিট দ্রুত তালে চলছে। তার চোখের দিকে তাকিয়ে আমার কথাগুলো যেন তোড়ের চোটে বেরিয়ে এল। 'তুমি আমার জন্য কোন রকম গ্যারান্টি দিতে পার না। যদি এটা কাজ না করে তাহলে ঠিক আছে, বেশ, তাহলে সেটাই তাই। শুধু আমাদেরকে চেষ্টা করতে দাও...শুধুই চেষ্টা। এবং আমি তোমাকে তাই দেব যা তুমি চাও।'

আমি তাড়াতাড়ি প্রতিজ্ঞা করলাম, 'আমি তোমাকে বিয়ে করব। আমি ডার্টমাউথের খরচ দিতে দেব। আমি কোনরকম অভিযোগ করব না যদি সেখানে ঢোকাতে কোনরকম ঘূষের আদান-প্রদান করতে হয়। তুমি এমনকি আমার জন্য সবচেয়ে দ্রুতগামী গাড়িও কিনতে পারো, যদি তা তোমাকে সুখী করে! শুধু...প্লীজ।'

তার বরফ শীতল হাত আমাকে জড়িয়ে ধরল। তার ঠোঁট আমার কানের উপরে। তার শীতল নিঃশ্বাস আমাকে কাঁপিয়ে দিল। 'আমি তা সহ্য করতে পারছি না। এত জিনিস আমি তোমাকে দিতে চাই—এবং এটা তাই যেটা তুমি চাহিদা দিয়েছো। তোমার কি কোন ধারণা আছে কতটা বেদনাদায়ক। এটা অস্বীকার করার চেষ্টা করা কত কঠিন যখন তুমি আমাকে এইভাবে চাইছ?'

'তাহলে তুমি অস্বীকার করছ না।' আমি দম ধরে বললাম।

সে কোন উত্তর দিল না।

'দয়া করো।' আমি আবার চেষ্টা করলাম।

'বেলা...' সে ধীরে ধীরে মাথা নাড়ল কিন্তু তার মুখ দেখে অস্বীকারের মত মনে হলো না। তার ঠোঁট আমার গলার উপরে এলোমেলো চুমু খাচ্ছিল। এটা অনেকটা আত্মসর্মপনের মত মনে হচ্ছিল। আমার হৃদয় এরই মধ্যে অবশ হতে শুরু করেছে।

আবার, আমি যে সুযোগ সুবিধা নেয়া যায় সেটা নিলাম। যখন সিদ্ধান্তহীনের মত তার মুখ আমার মুখের উপর নেমে এলো, আমি তাড়াতাড়ি তার হাত ধরে টেনে নিলাম যাতে তার ঠোঁট আমার ঠোঁটের কাছে আসে। তার হাত আমার মুখ ধরল এবং আমি ভাবলাম সে আবার আমাকে আগের মত ঠেলে সরিয়ে দিতে যাচ্ছে।

আমি ভুল ভেবেছিলাম।

তার মুখ শান্ত ছিল না। তার ঠোঁট আমার ঠোঁটের উপর আছড়ে পড়ল। আমি হাত দিয়ে তার গলা আকড়ে ধরলাম। হঠাৎ করে আমার খোলা দেহের উপর তার দেহ অনেক বেশি শীতল মনে হলো। আমি কাঁপতে লাগলাম কিন্তু এটা তার শরীরের শীতলতার কারণে নয়।

সে আমাকে চুমু খাচ্ছিল না। আমি যেন ভেঙে চুরে যাচ্ছিলাম। জোরে জোরে শ্বাস নিচ্ছিলাম। এমনকি তখনও তার ঠোঁট আমার ঠোঁট ছেড়ে যায়নি। সেগুলো এখন আমার গলার উপর। জয়ের সেই অনুভূতি অন্য উচ্চতায় উঠে গেছে। নিজের কাছে নিজেকে অনেক শক্তিশালী মনে হচ্ছে। সাহসী। আমার হাত এখন আর শান্ত নয়। আমি এইবার খুব সহজেই তার জামার বোতাম খুলে ফেলতে পারলাম। আমার হাত তার সমতল বরফ শীতল বুকের উপর খেলা করতে লাগল। সে এতটাই সুন্দর। সে ঠিক এই মুহূর্তে কোন শব্দটা ব্যবহার করেছে? অবহনযোগ্য—সেটা ঠিক। তার সৌন্দর্য এত বেশি যে এটা বহনযোগ্য নয়...

আমি তার মুখ আমার মুখের উপর টেনে নিলাম। তাকে দেখে আমার মতই আগ্রহী মনে হলো। তার একহাত এখনও আমার মুখ ধরে আছে। তার অন্যহাত শক্ত করে আমার কোমর জড়িয়ে আছে। আমাকে তার খুব কাছে চেপে রেখেছে। সে কারণে আমার নিজের জামাটা খুলে ফেলার চেষ্টা করতে খুব কষ্ট হলো। কিন্তু এটা অসম্ভব হলো না।

শীতল লোহার স্পর্শ আমার কবজির নিচে। আমার হাত মাথার উপর টেনে তুলল। যেটা একটা বালিশের নিচে ছিল।

তার ঠোঁট আবার আমার কানের উপর। 'বেলা।' সে বিড়বিড় করে বলল। তার কণ্ঠস্বর উষ্ণ এবং ভেলভেটের মত। 'তুমি কি দয়া করে তোমার জামাকাপড় খোলাটা বন্ধ করার চেষ্টা করবে?

'তুমি কি সেটা চাও না?' আমি জিজ্ঞেস করলাম, দ্বিধান্বিত।

'আজরাতে নয়।' সে নরম স্বরে উত্তর দিল। তার ঠোঁট এখন ধীরে ধীরে আমার চিবুক চোয়ালের উপর স্পর্শ করে যেতে লাগল।

'এ্যাডওয়ার্ড, করো না—' আমি তর্ক করতে শুরু করলাম।

'আমি মোটেই না বলিনি।' সে আমাকে আশ্বস্ত করতে লাগল, 'আমি শুধু বলেছি আজরাতে নয়।'

আমি ব্যাপারটা নিয়ে আবার ভাবলাম। আমার নিঃশ্বাস ধীর হয়ে এল।

'আমাকে একটা ভাল কারণ দেখাও যে কেন আজ রাতটা অন্য আরেকটা রাতের মত ভাল রাত নয়।' আমি এখনও শ্বাস নিতে পারছি না। আমার কণ্ঠস্বরে হতাশার সুর ভেসে এল।

'আমি গতকাল জন্মগ্রহণ করি নাই।' সে আমার কানের কাছে শব্দ করে হাসল। 'আমাদের দুজনের মধ্যে, তুমি কোন ব্যাপারটাকে অনেক বেশি অন্য পথে মনে করো দিয়েছে অন্যটা যেটা তারা চায়? তুমি আমাকে এইমাত্র প্রতিজ্ঞা করিয়ে নিয়েছো কোন রকম পরিবর্তন ঘটার আগে আমাকে বিয়ে করবে। কিন্তু আমি যদি আজরাতে তোমাকে দেই, তাহলে কি গ্যারান্টি আছে যে তুমি সকালে উঠে কার্লিসলের কাছে ছুটে যাবে না? আমি—পরিষ্কার করতে চাই—অনেক কম বিষয় যেটা তুমি চাও। যাই হোক...তুমিই প্রথম।'

আমি শ্বাস নিলাম। 'আমি প্রথমেই তোমাকে বিয়ে করতে চাই?' আমি অবিশ্বাসের সাথে জিজ্ঞেস করলাম।

'এটাই চুক্তি—এটা নাও অথবা ছেড়ে দাও। সমঝোতা, মনে আছে?'

তার হাত আমাকে জড়িয়ে ধরল। সে আমাকে এমনভাবে চুমু খেতে শুরু করল যেন সেটা অবৈধ। আমি মাথা পরিষ্কার করার চেষ্টা করলাম...

'আমি মনে করি সেটা সত্যিই একটা খারাপ ধারণা।' আমি শ্বাস নিতে পারলাম যখন সে আমাকে শ্বাস নিতে দিল।

'আমি বিস্মিত নয় যেভাবে তুমি অনুভব করছো।' সে বলল, 'তোমার হচ্ছে এক দিকে চলা মন।'

'এটা কিভাবে ঘটেছে?' আমি গ্রাম্বল। 'আমি ভেবেছিলাম, আমি আজ রাতে নিজেকে ধরে রাখতে পারব—একবারের জন্য—এবং এখন, সবকিছু হঠাৎ করে—'

'তুমি এনগেজড হয়ে গেছে।' সে শেষ করল।

'আউ! দয়া করে সেটা জোরে জোরে বলো না।'

'তুমি কি তোমার কথা ফিরিয়ে নিতে চাচ্ছ?" সে জানতে চাইল। সে আমার মুখের ভাব ধরার জন্য আমাকে ঠেলে দিল। তার মুখে বিনোদনের চিহ্ন। সে যেন মজা পাচ্ছে।

আমি তার দিকে তাকিয়ে রইলাম। চেষ্টা করলাম তার অপূর্ব সুন্দর হাসিকে এড়াতে যেটা আমার হৃদয়ে ঝড় তোলে।

'তুমি কি তাই?' সে জোর দিয়ে বলল।

'আউ!' আমি গুঙিয়ে উঠলাম। 'না। আমি নই। তুমি কি এখন সুখী?'

তার হাসি ঝরে পড়তে লাগল, 'ব্যতিক্রমীভাবে।'

আমি আবার গুঙিয়ে উঠলাম।

'তুমি কি আদৌ সুখী নও?'

আমি উত্তর দেয়ার আগেই সে আমাকে চুমু দিল। আরেকটা চুমু।

'কিছুটা।' আমি কথা বলার মত হলেই স্বীকার করলাম। 'কিন্তু বিয়ে করার ব্যাপারটা নিয়ে নয়।'

সে আমাকে আবার চুমু দিল। 'তোমার কি সেই অনুভূতি হচ্ছে যে সবকিছু পিছিয়ে যাচ্ছে?' সে আমার কানের কাছে হেসে উঠল।

'ঐতিহ্যগতভাবে। তুমি কি আমার পাশে তর্ক করবে না এবং আমি তোমার?'

'তোমার আর আমার মধ্যে ঐতিহ্যগত ব্যাপার বেশি কিছু নেই।'

'সত্য।'

সে আমাকে আবার চুমু খেল। চুমু খেতেই থাকল যতক্ষণ না আমার হৃদয় অবশ হয়ে যায়।

'দেখ, এ্যাডওয়ার্ড, আমি বিড়বিড় করে বললাম। 'আমি বলেছিলাম আমি তোমাকে বিয়ে করব। এবয় আমি সেটা করব। আমি প্রতিজ্ঞা করছি। যদি তুমি চাও, আমি আমার নিজের রক্ত দিয়ে একটা চুক্তিপত্রে স্বাক্ষর করতে চাই।'

'হাস্যকর হয়ো না।' সে আমার কানের কাছে বিড়বিড় করে বলল।

'আমি যেটা বলেছি সেটা ঠিক তাই—আমি মোটেই তোমাকে ধোকা দিতে চাচ্ছি না বা ওই জাতীয় কিছূ। তুমি সেটা আমার চেয়েও ভাল করে জানো। সুতরাং সেখানে অপেক্ষা করার কোনই কারণ নেই। আমরা পুরোপুরি একাকী—কতবার সেটা ঘটেছে?- এবং তুমি সেটার যোগান দিয়েছো খুব বড় করে এবং আরামদায়ক বিছানায়—'

'আজ রাতে নয়।' সে আবার বলল।

'তুমি কি আমাকে বিশ্বাস করো না?'

'অবশ্যই আমি তা করি।'

সে আমার হাত টেনে নিয়ে চুমু খেলো। তারপর সেই হাত টেনে নিল। আমি তার মুখ আমার দিকে ঘোরালাম যাতে তার মুখের ভাব দেখতে পাই।

'তাহলে সমস্যাটা কি?' এটা এমন নয় যে তুমি জানো না শেষ পর্যন্ত কে জিতবে?' আমি ভুরু কুঁচকে তাকিয়ে বিড়বিড় করে বললাম, 'তুমি সবসময়েই জিতে যাও।'

'শুধু আমার বাজিতে বিভ্রান্ত করো।' সে শান্তস্বরে বলল।

'সেখানে আরো অধিক কিছু আছে।' আমি অনুমান করলাম। আমার চোখ সরু হয়ে গেল। তার মুখের ভেতর প্রতিরোধের কিছু খেলা করছে। 'তুমি কি তোমার কথা ফিরিয়ে নেয়ার পরিকল্পনা করছ নাকি?'

'না।' সে শান্তস্বরে প্রতিজ্ঞা করল। 'আমি তোমার কাছে প্রতিজ্ঞা করছি। আমরা চেষ্টা করব। তুমি আমাকে বিয়ে করার পরে।'

আমি মাথা নাড়লাম। বিষন্নভাবে হেসে উঠলাম। 'তুমি আমাকে এরকম ভাবতে বাধ্য করাচ্ছ যেন আমি কোন নাটকের ভিলেন। আমি আমার মোচ চুমড়াচ্ছি আর চেষ্টা করছি কোন দরিদ্র বালিকার সর্বস্ব চুরি করে নিতে।'

তার চোখে প্রথমে দুশ্চিন্তা খেলা করল, তারপর তাড়াতাড়ি সে সেটা কাটিয়ে উঠল এবং তার ঠোঁট আমার কলারবোনের উপর চেপে ধরল।

'এটাই তাই, তাই নয় কি?' ছোট্ট করে হাসি যেটা আমার থেকে বেরিয়ে এল তা হাসির চেয়ে বেশি ধাক্কার মত লাগল। 'তুমি তোমার সতীত্ব রক্ষা করার চেষ্টা করছ!' আমি আমার মুখ হাত দিয়ে ঢেকে ফেললাম। এই কথাগুলো এতটাই...পুরানো টাইপের।

'না, বোকা মেয়ে।' সে বিড়বিড় করে আমার কাঁধের কাছে বলল, 'আমি তোমাকে রক্ষা করার চেষ্টা করছি। এবং তুমি এটাকে অনেক বেশি জটিল কঠিন করে তুলেছো।'

'এই সব হাস্যকর ব্যাপার স্যাপারে...'

'আমার তোমাকে কিছু জিজ্ঞেস করতে দাও।' সে তাড়াতাড়ি বাঁধা দিল।

'আমরা এই জাতীয় আলোচনা এর আগে করে ফেলেছি। কিন্তু আমাকে ধারণা করতে দাও। এই রুমে কতজন মানুষ আছে যাদের আত্মা আছে? যারা স্বর্গে যাবে অথবা যাই থাক না কেন জীবন শেষের পরে?'

'দুই।' আমি তাড়াতাড়ি জবাব দিলাম।

'ঠিক। হতে পারে সেটাই সত্য। এখন, সেখানে একটা জগৎ আছে যেটা এইসবে পরিপূর্ণ। কিন্তু বৃহৎভাবে দেখলে বা চিন্তা করলে সেখানে কয়েকটা নিয়মকানুন আছে যেগুলো অনুসরণ করতে হয়।'

'ভ্যাম্পায়ারের আইনকানুনগুলো কি তোমার জন্য যথেষ্ট নয়? তুমি কি মানুষের আইনকানুনগুলোর ব্যাপারেও চিন্তিত হতে চাও?'

'এটা আহত করতে পারে না।' সে শ্রাগ করল। 'শুধু এই ক্ষেত্রে।'

আমি তার দিকে সরু চোখে তাকালাম।

'এখন, অবশ্যই, এটা আমার জন্য অনেক দেরি হয়ে যেতে পারে, এমনকি যদি তুমি আমার আত্মা সম্বন্ধে ঠিক বলে থাকও।'

'না। এটা তা নয়।' আমি রাগান্বিতভাবে তর্ক করলাম।

'যদিও হত্যা করাটা সাধারণভাবে গ্রহণযোগ্য অধিকাংশ বিশ্বাসের ধরনে। আমি অনেক মানুষকে হত্যা করেছি বেলা।'

'শুধুমাত্র খারাপ লোকদের।'

সে শ্রাগ করল। 'হতে পারে সেটা গণণাযোগ্য, হতে পারে গণনাযোগ্য নয়। কিন্তু তুমি কাউকে হত্যা করো নাই—'

'সে তুমি ভাল করেই জানো।' আমি বিড়বিড় করে বললাম।

সে হাসল। কিন্তু কথার মাঝখানে বাঁধা দেয়াটাকে অবজ্ঞা করল। 'আমি সর্বোত্তম চেষ্টা করছি তোমাকে এই সব লোভনীয় ব্যাপার থেকে যথাসম্ভব বাইরে রাখতে।'

'ঠিক আছে। কিন্তু আমরা হত্যা করার জন্য লড়াই করতে যাচ্ছি না।'

'একই প্রিন্সিপাল প্রয়োগ করা—একমাত্র পার্থক্য হলো এই এলাকায় আমি শুধুই তোমার মতই দাগহীন। আমি কি একটামাত্র আইন ভাঙতে পারি না?

'একটা?'

'তুমি জানো আমি চুরি করেছি। আমি মিথ্যে বলেছিলাম। আমি প্রবলভাবে কামনা করি...আমার পবিত্রতা যা ছিল আমি ত্যাগ করেছি।' সে বিদ্রুপাত্মকভাবে বলল।

'আমি সারাক্ষণ মিথ্যে কথা বলি।'

'হ্যাঁ। কিন্তু তুমি এতটাই খারাপ মিথ্যেবাদি যে এটা ধর্তব্যের মধ্যে পড়ে না। কেউ তোমাকে বিশ্বাস করবে না।'

'আমি সত্যিই আশা করি তুমি এ বিষয়ে ভুল করছ—কারণ অন্যথায় চার্লি একটা গুলিভরা বন্দুক নিয়ে দরজা ভেঙে প্রবেশ করতো।'

'চার্লি খুশি হবে যখন তিনি তোমার গল্পগুলো হজম করবেন। তিনি নিজের সাথে মিথ্যে বলবেন কাছাকাছি দেখার চেয়ে।' সে আমার দিকে তাকিয়ে মুখ ভেংচি দিল।

'কিন্তু তুমি কি নিয়ে সেটা কামনা করতে পারো?' আমি সন্দেহজনকভাবে তাকে জিজ্ঞেস করলাম, 'তোমার সবকিছুই আছে।'

'আমি তোমাকে কামনা করি।' তার হাসি গাঢ় হলো। 'তোমাকে চাওয়ার আমার কোন অধিকার নেই। কিন্তু আমি পৌছে গেছি এবং যেভাবেই হোক তোমাকে নিয়ে এসেছি। এবং এখন দেখ তোমাকে কি করে ফেলছে! তোমাকে একটা ভ্যাম্পায়ারে পরিণত করা চেষ্টা করছে।' সে তার মাথা নকল ভয়ে দুদিকে নাড়াল।

'তুমি তাই কামনা করতে পারো যা এরই মধ্যে তোমার।' আমি তাকে জানিয়ে দিলাম। পাকাঁপাশি, আমি ভেবেছিলাম এটা আমার পবিত্রতা যেটা নিয়ে তুমি চিন্তা করছ।'

'এটা তাই, যদি এটা আমার জন্য অনেক দেরি হয়ে যায়... বেশ, আমি ধ্বংস হয়ে যাব—কোন যন্ত্রণা হবে না—যদি আমি তাদেরকে তোমার দিকে যেতেও দেই।'

'তুমি আমাকে সেখানে যে কোনা জায়গায় যেতো পারো না যেখানে তুমি যেতে চাও না।' আমি স্বীকার করলাম। 'সেটাই আমার কাছে নরকের সংজ্ঞা। যাইহোক, আমার এইসব ব্যাপারে একটা সহজ সমাধান আছে। কখনও মারা যেও না, ঠিক আছে?'

'শুনতে বেশ সহজ শোনাচ্ছে। কেন আমি সেরকমটি ভাবব না?'

সে আমার দিকে তাকিয়ে হাসল। আমি তার দিকে রাগী দৃষ্টিতে তাকালাম। 'তো এটাই তাই। তুমি আমার সাথে শোবে না যতক্ষণ না আমরা বিয়ে করছি।'

'টেকনিক্যাল দিক দিয়ে তাই। আমি এখন এমনকি তোমার সাথে শুতেও পারি না।'

আমি আমার চোখ ঘোরালাম, 'খুবই পরিপক্ক এ্যাডওয়ার্ড।'

'কিন্তু, অন্য দিক দিয়ে পুরোপুরি বলতে গেলে, হ্যাঁ, তুমি ঠিকই ধরেছো।'

'আমি ভাবছি তোমার একটা উপযুক্ত মোটিভ আছে।'

তার চোখ সরল ভাবে বড়বড় হয়ে গেল। 'অন্য আরেকটা?'

'তুমি জানো এইগুলো সবকিছুর গতি বাড়িয়ে দেবে।' আমি দোষ দিলাম।

সে না হাসার চেষ্টা করল। 'সেখানে একমাত্র একটা জিনিস আমি গতি দিতে চাই এবং বাকি সবগুলো সারা জীবনের জন্য অপেক্ষা করতে পারে...কিন্তু সেজন্য, এটা সত্য, তোমার অধৈর্য ধরনের মানবীয় হরমোনগুলো আমার সবচেয়ে শক্তিশালী বিষয়।'

'আমি বিশ্বাস করতে পারি না আমি এসবের ভিতর দিয়ে যাচ্ছি। যখন আমি বাবার কথা ভাবি...এবং মায়ের! তুমি কি কল্পনা করতে পার এঞ্জেলা কি ভাববে? অথবা জেসিকা? আউ। আমি সেই গসিপটা এখানে বসেই শুনতে পাচ্ছি।'

সে একটা ভুরু উঁচু করল এবং আমি জানি কেন। এটা কি ব্যাপার যে তারা আমার সম্বন্ধে কি বলবে যখন আমি তাড়াতাড়ি তাদের ছেড়ে চলে যাব এবং ফিরে আসব না? আমি কি এতটাই অতিরিক্ত আবেগপ্রবণ যে আমি কয়েক সপ্তাহের বাইরে যাওয়া এবং তাদের প্রশ্নগুলো সহ্য করতে পারব না?

হতে পারে এটা হয়ত আমাকে খুব একটা বিব্রত করবে না যদি আমি তাদের

সেই গালগল্পগুলো উপেক্ষা করে যাই এবং সেই সামারে যদি কেউ বিয়ে বসে।

আহ! এই সামারে বিয়ে! আমি কেঁপে উঠলাম।

এবং তারপর, হতে পারে এটা আমাকে ততটা বিব্রত করবে না যদি আমি বিয়ের চিন্তায় কেঁপে না উঠি।

এ্যাডওয়ার্ড আমার চিন্তার মধ্যে বাঁধা দিল। 'এটা বিশাল কোন কিছুর জন্য নয়। আমার কোন ভক্তের দরকার নেই। তুমি কাউকে বলতে যাচ্ছ না অথবা কোন পরিবর্তন আনতে পারছ না। আমরা ভেগাসে চলে যাব—তুমি পুরানো জিন্সের কাপড় পরবে এবং আমরা চ্যাপেলে যাব জানালা দিয়ে। আমি এটা শুধু অফিসিয়ালভাবেই এটা করতে চাই—যে তুমি সবসময়ে আমার থাকবে এবং অন্য কারোর নয়।'

'এটা এর মধ্যে যা হয়ে গেছে তার চেয়ে বেশি অফিসিয়াল আর কিছু হতে পারে না।' আমি বিড়বিড়িয়ে ক্ষোভ প্রকাশ করলাম। কিন্তু তার বর্ণনা খুব একটা খারাপ শোনাল না।

শুধুমাত্র এলিস এ ব্যাপারে হতাশ হবে।

'আমরা সেই ব্যাপারটা দেখব।' সে হাসল। 'আমি মনে করছি তুমি এখনও তোমার বিয়ের আংটি চাইছ না?'

আমি কথা বলার আগে ঢোক গিললাম। 'তুমি হয়তো ঠিক বলেছো।'

সে আমার অভিব্যক্তিতে হেসে ফেলল, 'সেটা ভাল। আমি তোমার আঙুলের জন্য যত তাড়াতাড়ি সম্ভব এটা নিয়ে আসব।'

আমি তার দিকে তাকিয়ে রইলাম। 'তুমি এমনভাবে কথা বলছ যেন এর মধ্যেই তুমি একটা নিয়ে এসেছো।'

'আমি এনেছি।' সে বলল, গলায় কোন লজ্জার ভাব নেই। 'তোমার প্রতি দুর্বলতার প্রথম নমুনা দেখানোর জন্য আমি প্রস্তুত।'

'তুমি অবিশ্বাস্য।'

'তুমি কি এটা দেখতে চাও?' সে জিজ্ঞেস করল। তার ব্লেডের মত ধারালো দৃষ্টিতে হঠাৎ করে উত্তেজনায় উজ্জ্বল হয়ে উঠল।

'না!' আমি প্রায় চেচিয়ে উঠলাম। একটা প্রতিবর্তী প্রতিক্রিয়া। আমি তৎক্ষণাৎ দুঃখবোধ করলাম। তার মুখের ভাব স্তিমিত হয়ে এলো, 'যতক্ষণ পর্যন্ত সত্যিই আমাকে এটা দেখাতে চাও।' আমি ভালভাবে বললাম।

'সেটাই ঠিক।' সে শ্রাগ করল। 'অপেক্ষা করতে পারবে।

আমি শ্বাস নিলাম, 'আমাকে সেই জঘন্য আংটিটা দেখাও, এ্যাডওয়ার্ড।

সে তার মাথা দুদিকে নাড়ল, 'না।'

আমি দীর্ঘ সময়ের জন্য তার মুখের ভাব বুঝতে চেষ্টা করলাম।

'প্লিজ?' আমি শান্তভাবে জিজ্ঞেস করলাম। আমি আমার নতুন উদ্ভাবিত অস্ত্র প্রয়োগ করার পরীক্ষা করে দেখতে চাইলাম। আমি হালকাভাবে তার মুখ ছুয়ে দিলাম। 'দয়া করে আমি কি এটা দেখতে পারি?'

সে তার চোখ সরু করে ফেলল। 'তুমি এই পৃথিবীর সবচেয়ে বিপজ্জনক সৃষ্টি আমি এর আগে যাদের দেখেছি।' সে বিড়বিড় করে বলল। কিন্তু সে উঠে দাঁড়াল

এবং অসচেতনভাবেই বিছানার পাশের টেবিলের সামনে হাঁটু গেড়ে বসল। সে ততক্ষণাৎ বিছানার দিকে ফিরল। আমার পাশে বসে একহাত দিয়ে আমার কাঁধ ধরল। তার অন্যহাতে একটা ছোট্ট বক্স। সে আমার বাম হাঁটুর উপরে রেখে এটার ভারসাম্য রাখছিল।

'এদিকে তাকাও এবং দেখ, তারপর।' সে বলল।

এটা আমার পক্ষে বেশ কঠিন যে এই ছোট্ট বক্সটা তুলে নেয়া কিন্তু আমি তাকে আবার আঘাত দিতে চাই না। সুতরাং আমি আমার হাত কাঁপা থেকে বিরত রাখার চেষ্টা করলাম। বক্সটার গায়ে কালো সাটিনের মখমল লাগানো। আমি হাত দিয়ে এটার উপরে বোলাতে লাগলাম। দ্বিধা করছি।

'তুমি এর জন্য অনেক টাকা খরচ করোনি তো, তাই কি করেছো? আমার কাছে মিথ্যে বলতে পারো। যদি তুমি চাও।'

'আমি কোন কিছুই খরচ করিনি।' সে আমাকে আশ্বস্ত করল। 'এটাও আরেকটা হাতের তৈরি জিনিস মাত্র। এটা সেই আংটি যেটা আমার বাবা আমার মাকে দিয়েছিলেন।'

'ওহ্।' বিস্ময় আমার গলায় ফুটে উঠল। আমি এটা দুআঙলের মোচড় দিয়ে খোলার চেষ্টা করতে লাগল। কিন্তু এটা খুলল না।

'আমি মনে করছি এটা কিছুটা পুরানো আমলের।' সে কিছুটা ক্ষমাপ্রার্থনার গলায় বলল, 'ওল্ডফ্যাশানড। আমার মতই। আমি তোমার জন্য একেবারে অত্যাধুনিক এনে দিতে পারি। টিফানি কালেকশনের থেকে কিছু একটা।'

'আমি পুরানো মডেলের জিনিস পছন্দ করি।' আমি বিড়বিড় করে বললাম যখন আমি দ্বিধায় পড়ে গেলাম এটা খোলার কৌশল নিয়ে।

তারপর আমি এটা খুলতে পারলাম। এলিজাবেথ ম্যাসনের আংটি মৃদু আলোয় চমকাচ্ছিল। এটার উপরের দিকটা লম্বা ডিম্বাকৃতির, একটা পাথর বসানো। রিংটা সোনার তৈরি—কিছুটা সরু আকৃতির। সোনার রিংটা ডায়মন্ডটা ধারণ করে আছে। আমি এইরকম কোন কিছু এর আগে দেখিনি। অভাবনীয়, আমি চমকানো পাথরের উপর হাত বুলালাম।

'এটা এতটাই সুন্দর।' আমি নিজেকেই বিড়বিড় করে বললাম। বিস্মিত হয়েছি।

'তুমি কি এটা পছন্দ করেছো?'

'এটা অপূর্ব।' আমি শ্রাগ করলাম। 'এটা পছন্দ না হওয়ার কি আছে?'

সে হাসল। 'দেখ আগে তোমার আঙুলে লাগে কিনা।'

আমার বাম হাত মুষ্টিবদ্ধ হয়ে রইল।

'বেলা,' সে শ্বাস নিল। 'আমি এটা তোমার আঙুলে পরিয়ে দিতে যাচ্ছি না। শুধু তুমি নিজেই এটা চেষ্টা করে দেখ যাতে আমি দেখতে পারি এটার সাইজটা ঠিক আছে কিনা। তারপর তুমি এটা খুলে ফেলো।'

'ফাইন।' আমি বিড়বিড় করে বললাম।

আমি আংটিটা হাতে নিলাম কিন্তু তার লম্বা আঙুলগুলো আমাকে খামচে দিচ্ছিল। সে তার বাম হাতে আমার হাতে নিল। তারপর আমার আঙুলের মধ্যমা

আঙুলে পরিয়ে দিল। সে আমার হাত ছেড়ে দিল। আমরা দুজনেই দেখতে লাগলাম ডিম্বাকৃতি পাথরটা আমার আঙুলের উপর চমকাচ্ছিল।

'চমৎকার মানাচ্ছে।' সে বলল। 'সেটা সুন্দর- জুয়েলারীর এমন সমন্বয় আমি দেখিনি।'

আমি তার কণ্ঠে বেশ আবেগ শুনতে পেলাম এবং আমি তার মুখের দিকে তাকিয়ে রইলাম।

'তুমি এটা পছন্দ করেছো, তাই নয় কি?' আমি সন্দেহজনকভাবে জিজ্ঞেস করলাম। আমার আঙুলগুলো দিয়ে বাঁশির মত বাজাতে বাজাতে চিন্তা করছিলাম আমি আমার বাম হাত ছিড়ে ফেলি নাই।

সে কাঁধ ঝাকিয়ে শ্রাগ করল, 'নিশ্চয়.' সে স্বাভাবিক গলায় বলল, 'তোমার হাতে এটা খুব সুন্দর দেখাচ্ছে।'

আমি তার চোখের দিকে তাকিয়ে রইলাম, তার আবেগ বোঝার চেষ্টা করলাম। সে আমার দিকে তাকাল। তার দেবদুত মুখে আনন্দ এবং জয়ের চিহ্ন।

সে আমাকে চুমু খেল, তার ঠোঁট এলোমেলো হয়ে গেল। আমি শ্বাস নিলাম যখন সে আমার ঠোঁটের উপর থেকে ঠোঁট তুলল এবং তারপর কানের কাছে ফিসফিস করে কথা বলল।

'হ্যাঁ। আমি এটা পছন্দ করেছি। কতটা তোমার সে ব্যাপারে কোন ধারণাই নেই।'

আমি হেসে ফেললাম, শ্বাস নিলাম, 'আমি তোমাকে বিশ্বাস করি।'

'তুমি কি কিছু মনে করবে যদি আমি কিছু করি?' সে বিড়বিড় করে বলল, সে হাত দিয়ে আমাকে শক্ত করে জড়িয়ে ধরল।

'যেকোন কিছু যা তুমি চাও।'

কিন্তু সে আমাকে সরিয়ে দিল এবং একটু ধাক্কা দিল।

'যেকোন কিছু কিন্তু সেটা ছাড়া।' আমি অভিযোগ করলাম।

সে আমাকে অবহেলা করল। আমার হাত টেনে নিল এবং আমাকে ঠেলে বিছানায় ফেলল। সে আমার সামনে দাঁড়িয়ে পড়ল আমার কাঁধে হাত দিল। তার মুখের ভাব বেশ সিরিয়াস।

'এখন, আমি সেই সঠিক কাজটি করতে চাই। প্লিজ, প্লিজ, মনে রেখো, তুমি এরই মধ্যে এই বিষয়ে সম্মত হয়েছো এবং আমার জন্য এটাকে ধ্বংস করে দিও না।'

'ওহ, না।' আমি শ্বাস নিলাম, সে হাঁটু গেড়ে আমার সামনে বসে পড়ল।

'শান্ত হও।' সে বিড়বিড় করে বলল।

আমি গভীরভাবে শ্বাস নিলাম।

'ইসাবেলা সোয়ান?' সে আমার দিকে তাকিয়ে থাকে, তার সোনালী চোখ নরম কিন্তু যেভাবেই হোক, এখনও সন্দেহপ্রবণ! 'আমি তোমাকে চিরজীবনের জন্য ভালবাসব আমি প্রতিজ্ঞা করছি—জীবনের প্রতিটি দিন, সারাজীবনের। তুমি কি আমাকে বিয়ে করবে?'

সেখানে অনেক কিছু ছিল যা আমি বলতে চেয়েছিলাম, তার কিছু কিছু খুব একটা ভাল কিছু নয়। অন্যগুলোও বেশ রোমান্টিক যেরকম সে স্বপ্ন দেখেছে তার চেয়েও। আমি সেসবকিছু বলে বিব্রত হতে চাইলাম না।

আমি ফিসফিস করে বললাম 'হ্যাঁ।'

'ধন্যবাদ।' সে সাধারণভাবে বলল। সে আমার বাম হাত টেনে নিল এবং আমার প্রতিটি আঙুলের ডগায় চুমু খেল। এগুলোর আগে সে আংটিটাতে চুমু খেল যেটা এখন আমার।

একুশ

আমি এই রাতের সামান্যতম অংশও ঘুমিয়ে নষ্ট করতে চাইলাম না। কিন্তু সেটা এড়ানো গেল না। যখন আমি জেগে উঠে দেখলাম জানালার দেয়ালের ওপাশে উজ্জল সুর্যালোক ভেঙে পড়ছে। জানালা দিয়ে তাকিয়ে দেখলাম ছোট ছোট মেঘ মেঘে ওড়াওড়ি করছে। গাছের ডগাগুলো বাতাসে কাঁপছিল যেন গোটা জঙ্গলে সেই হাওয়া খেলা করছে।

নগ্ন থেকে পোশাক পরার জন্য সে আমাকে ছেড়ে গেছে এবং আমি তার এই জাতীয় চিন্তার প্রশংসা করলাম। যেভাবেই হোক, গতরাতের আমার পরিকল্পনা ভয়ানকভাবে ওলোটপালোট হয়ে গেছে। আমার সেই ফলাফলের ব্যাপারে আমার আসা প্রয়োজন। যদি আমি তার সেই পরিবার থেকে পাওয়া আংটি যত তাড়াতাড়ি সম্ভব ফিরিয়ে দেব। আমি তার আবেগকে আঘাত না দিয়ে আমার বাম হাতকে ভারী করে তুলেছি, যেন এটা এখনও সেই জায়গায় আছে, শুধু অদৃশ্য।

সেটা আমাকে বিরক্ত করছে না। আমি কারণটা জানি। এটা খুব বড় কোন বিষয় নয়—ভেগাসের পথে একটা রোড ট্রিপ। আমি সেটা পুরানো জিন্স পরেও ভালভাবে যেতে পারব। আমি পুরানো সোয়েটার পরতে পারব। অনুষ্ঠানটা খুব বেশি সময় নেবে না। খুব বেশি হলে পনের মিনিট। ঠিক? তো আমি সেটা ম্যানেজ করতে পারব। এবং তারপর, যখন এটা শেষ হয়ে যাবে, সে তার তর্কাতর্কি পুরা করতে ফিরে আসবে। আমি সে ব্যাপারে মনোযোগ দিতে পারব এবং বাকি সবকিছু ভুলে যেতে পারব।

সে আমাকে বলেছিল আমি এটা কাউকে বলব না এবং আমি পরিকল্পনা করেছিলাম আমি সেটা তার মধ্যেই ধরে রাখব। অবশ্যই, এটা খুব বেশি বোকার মত নয় যে এলিসের কথা চিন্তা না করা।

কুলিনরা বিকালের দিকে বাড়িতে চলে গেছে। সেখানে তাদের মধ্যে নতুন, ব্যবসায়ীক অনুভূতির আবহাওয়া সৃষ্টি হয়েছে। এটা আমাকে আবার পিছনে ফিরিয়ে নিয়ে গেছে সে শত্রুতার বশে কারা আছে।

এলিসকে সবসময়ে দেখে মেনে হয়ে এটা খারাপ ভাবে আছে। আমি খেয়াল করলাম স্বাভাবিক অনুভূতির সাথে হতাশা মিশে গেছে। কারণ তার প্রথম শব্দ ছিল এ্যাডওয়ার্ড নেকড়েদের সাথে কাজ করতে অভিযোগ করেছে।

'আমি মনে করি'— সে মুখের ভাব এমন করলো যেন অজানা বিষয়—'তুমি ঠাণ্ডা আবহাওয়ার মধ্যদিয়ে যেতে চাচ্ছ, এ্যাডওয়ার্ড। আমি দেখতে পাচ্ছি না সঠিকভাবে কোথায় তুমি। কারণ তুমি আজ সন্ধ্যেয় সেই কুকুরগুলোর সাথে কথা বলা বন্ধ করে দিয়েছ। কিন্তু যে ঝড়টা এগিয়ে আসছে সেটা এই সাধারণ জায়গায় খুবই খারাপ।'

এ্যাডওয়ার্ড মাথা নোয়াল।

'পাহাড়ের উপর বরফ হতে যাচ্ছে।' এলিস তাকে সতর্ক করে দিল।

'আউ, বরফ।' আমি নিজেকে বিড়বিড় করে শোনালাম। এখন জুন মাস।

'একটা জ্যাকেট পরে নাও।' এলিস আমাকে বলল। তার কণ্ঠস্বর অবন্ধুসুলভ। সেটা আমাকে বিস্মিত করল। আমি তার মুখের ভাব ধরার চেষ্টা করলাম। কিন্তু সে ঘুরে গেল।

আমি এ্যাডওয়ার্ডের দিকে তাকালাম। সে হাসছিল। যেটা এলিসকে বিরক্ত করছিল আমি সেটাতে মজা পাচ্ছিলাম।

এ্যাডওয়ার্ড এখন যথেষ্ট কাজ করে চলেছে—মানবীয় আকৃতিতে। কুলিনরা নিউটনের দোকানের খুব ভাল খরিদ্দার। সে এটা স্লিপিংব্যাগ টেনে নামাল। একটা ছোট তাবু এবং কয়েক প্যাকেট শুকনো খাবার। মুখ ভেঙচি দিলাম যখন সে আমার দিকে তাকাল। সেগুলো আমি একটা ব্যাকপ্যাকে ভরে দিলাম।

এলিস গ্যারেজে অপেক্ষা করছিল যখন আমরা সেখানে পৌছুলাম। একটি কথাও না বলে সে এ্যাডওয়ার্ডের প্রস্তুতি দেখতে লাগল।

এ্যাডওয়ার্ড তাকে উপেক্ষা করল।

যখন সে প্যাকিংয়ের কাজ করছিল, এ্যাডওয়ার্ড তার মোবাইল আমার হাতে ধরিয়ে দিল। 'কেন তুমি জ্যাকবকে ফোন করছ না এবং তাকে বলছ না আমর আর এক ঘণ্টার মধ্যে তার সাথে দেখা করতে প্রস্তুত। সে জানে আমাদের সাথে সে কোথায় দেখা করবে।'

জ্যাকব বাড়িতে ছিল না। কিন্তু বিলি প্রতিজ্ঞা করলেন ফোন করবেন যদি কোন নেকড়েকে এই পথ দিয়ে যেতে দেখেন।

'তুমি কি চার্লিকে নিয়ে চিন্তিত নও, বেলা।' বিলি বললেন, 'আমি আমার নিজের অংশের নিয়ন্ত্রণ পেয়ে গেছি।'

'হ্যাঁ, আমি জানি বাবা ভাল থাকবেন।' আমি তার সন্তানের নিরাপত্তার ব্যাপারে অতটা আত্মবিশ্বাস পেলাম না কিন্তু আমি সেটা যোগ করলাম না।

'আমি আশা করছি আমি বাকিদের আগামীকাল পেয়ে যেতে পারি।' বিলি দুঃখের স্বরে বলল।

'একজন বুড়ো মানুষ হওয়া খুবই কষ্টের, বেলা।'

কথাবার্তা আগের মতই একটা লড়াইয়ের দিকে চলে যেতে লাগল। আমি এদের এই ওয়াই ক্রোমোজমের ব্যাপারটা বুঝে উঠতে পারি না। তারা সবাই একই প্রকৃতির।

'বাবার সাথে মজা করবেন।'

'সৌভাগ্য তোমার সাথী হোক বেলা।' তিনি উত্তর দিলেন 'এবং...সেগুলো একাকী মেটাও, আর কুলিনদের আমার জন্য রেখে দাও।'

'আমি করব।' আমি প্রতিজ্ঞা করলাম। তার সেই আচরণে বিস্মিত হয়েছি।

আমি ফোনটা এ্যাডওয়ার্ডের কাছে ফেরত দিলাম। আমি দেখলাম সে আর এলিস এক ধরনের নীরব আলোচনা চালিয়ে যাচ্ছে। এলিস তার দিকে তাকিয়ে আছে। তার চোখে অনুনয় ঝরে পড়ছে। এ্যাডওয়ার্ড প্রতিউত্তরে ভুরু কুঁচকে এল। এলিস যা চাচ্ছে তাতে সে অসুখী।

'বিলি তোমাকে গুডলাক জানাতে বলেছে।'

'সেটা তার জন্য ভদ্রতা।' এ্যাডওয়ার্ড বলল। এলিস দিক থেকে ফিরে আমার দিকে তাকাল।

'বেলা, আমি কি তোমার সাথে একান্তে একটু কথা বলতে পারি?' এলিস তাড়াতাড়ি জিজ্ঞেস করল।

'তুমি আমার জীবনকে যতটা প্রয়োজন তার চেয়ে অনেক বেশি কঠিন করে তুলেছো এলিস।' এ্যাডওয়ার্ড দাঁতে দাঁত চেপে এলিসকে সতর্ক করে দিল।

'তুমিই সেটা করেছো, আমি নই।'

'এটা তোমার সম্বন্ধে নয়, এ্যাডওয়ার্ড।' সে পেছনে তাকাল।

এ্যাডওয়ার্ড হাসল। এলিসের প্রতিক্রিয়ায় তার কাছে হাস্যকর মনে হলো।

'এটা নয়।' এলিস জোর দিয়ে বলল, 'এটা মেয়েদের বিষয়।'

সে ভুরু কুঁচকাল।

'এখন তাকে আমার সাথে কথা বলতে দাও।' আমি এ্যাডওয়ার্ডকে বললাম। আমি কৌতুহলী।

'তুমি এটার জন্য বলছো।' এড বিড়বিড় করে বলল। সে আবার হেসে উঠল। কিছুটা রাগান্বিত, কিছুটা আশ্চর্যান্বিত- এবং তারপর ঝড়ের গতিতে গ্যারেজ থেকে বেরিয়ে গেল।

আমি এলিসের দিকে ঘুরলাম। এখন চিন্তিত। কিন্তু সে আমার দিকে তাকাল না। তার খারাপ আচরণ এখনও চলে যায়নি।

সে তার পোর্শে গাড়ির হুড তুলে বসল। তার মুখ অন্যরকম। আমি তাকে অনুসরণ করে তার মুখোমুখি বাম্পারে বসলাম।

'বেলা?' এলিস দুঃখভারাক্রান্তে গলায় জিজ্ঞেস করল। আমার পাশে এসে বসল। তার গলার স্বরে এতটাই দুঃখভারাক্রান্ত যে আমি হাত দিয়ে তার কাঁধের উপর স্বস্তি দেয়ার জন্য রাখলাম।

'কি ব্যাপার এলিস, খারাপ কি ঘটেছে?'

'তুমি কি আমাকে ভালবাস না?' সে আগের মতই দুঃখের স্বরে জিজ্ঞেস করল।

'অবশ্যই আমি তোমাকে ভালবাসি। তুমি সেটা জানো।'

'তাহলে কেন আমি দেখতে পেলাম তুমি ভেগাসে বিয়ে করতে যাচ্ছ আমাকে কোনরকম আমন্ত্রণ করা ছাড়াই?'

'ওহ,' আমি বিড়বিড় করে বললাম। আমার চিবুক আর চোয়াল গোলাপী রঙ ধারণ করল। আমি দেখতে পেলাম আমি বাস্তবিকই তার অনুভূতিতে আঘাত করে ফেলেছি। আমি তাড়াতাড়ি নিজের পক্ষে যুক্তি দাঁড় করাতে লাগলাম। 'তুমি জানো আমি কিভাবে

বড় ধরনের কোন কিছু করাটাকে অপছন্দ করি। যাইহোক, এটা এ্যাডওয়ার্ডের আইডিয়া।'

'আমি সেটার কোন পরোয়া করি না এটার কার আইডিয়া তা নিয়ে। তুমি এটা কিভাবে আমার সাথে করতে পারলে? আমি এ্যাডওয়ার্ডের কাছ থেকে এ জাতীয় জিনিস আশা করি। কিন্তু তোমার কাছ থেকে তো নয়। আমি তোমাকে এমনভাবে ভালবাসি যেন তুমি আমার নিজের আপন বোন।'

'আমিও তাই, এলিস। তুমি আমার বোনই।'

'প্রতিজ্ঞা করলো' সে ক্রুদ্ধ গলায় বলল।

'ভাল। তুমি এখন যেতে পার। সেখানে অনেক কিছু দেখার কিছু নেই।'

সে এখন মুখ ভেঙচি দিয়ে আছে।

'কি?' আমি জানতে চাইলাম।

'তুমি আমাকে কতটা ভালবাস বেলা?'

'কেন?'

সে আমার দিকে অনুনয়ের দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল। তার ভুরু কুঁচকে গেল। তার ঠোঁট কাঁপতে লাগল। এটা যেন একটা হৃদয়বিদারক অনুভূতি।

'প্লিজ, প্লিজ, প্লিজ।' সে ফিসফিস করে বলল। 'দয়া করো বেলা, প্লিজ- যদি তুমি সত্যিই আমাকে ভালবাস— দয়া করে তোমার বিয়ের অনুষ্ঠানে আমাকে যেতে দাও।'

'আউ, এলিস!' আমি গুঙিয়ে উঠলাম। উঠে দাঁড়ালাম।

'না! আমার প্রতি তুমি এটা করো না।'

'যদি তুমি প্রকৃতপক্ষে, সত্যিই ভালবাস বেলা।'

আমি বুকের কাছে হাত ভাঁজ করে রাখলাম। 'সেই বিষয়টা অনৈতিক। এ্যাডওয়ার্ড তার সেই প্রকৃতি দিয়ে এর মধ্যেই আমার উপর প্রয়োগ করেছে।'

'আমি বাজি ধরে বলতে পারি এ্যাডওয়ার্ড এটা খুবই পছন্দ করবে যদি তুমি সেটা ঐতিহ্যগতভাবে করো। যদিও আমি কখনো সেই বিষয়টা তোমাকে বলিনি। এবং এসমে—তুমি কি চিন্তা করতে পার এটা তার কাছে কি বোঝাবে!'

আমি গুঙিয়ে উঠলাম, 'আমি তার চেয়ে এই নতুন জন্মগ্রহণকারীদের একাকী মুখোমুখি হবো।'

'তুমি এক দশকের জন্য তোমার কাছে ঋণী হয়ে থাকব।'

'তুমি আমার কাছে এক শতাব্দির জন্য ঋণী হয়ে থাকবে!'

তার চোখ আমার দিকে ঘুরল, বড়ো বড়ো হয়ে গেল। 'তার মানে কি এটা হ্যাঁ?'

'না! আমি সেটা করতে চাই না!'

'তুমি কোন কিছুই করতে চাও না কিন্তু কয়েক গজ হেঁটে যাও এবং মন্ত্রীর মত একই জিনিসের পুনরাবৃত্তি করো।'

'আহ, আহ! আহ! আহ!'

'প্লিজ?' সে আবার সেই রকম শুরু করল, 'প্লিজ, প্লিজ, প্লিজ প্লিজ?'

'আমি এইটার জন্য কখনই তোমাকে ভুলব না। কখনোই না এলিস।'

'ইয়াহ!' সে হাততালি দিল।

'তার মানে সেটা হ্যাঁ নয়!'

'কিন্তু এটা হবে।' সে সুর করে বলল।

'এ্যাডওয়ার্ড!' আমি চেচিয়ে উঠলাম। গ্যারেজের বাইরের দিকে তাকালাম। 'আমি জানি তুমি শুনছিলে। এখান থেকে চলে যাও।' এলিস আমার পিছন থেকে ঠিকই বলছিল, এখনও তালি দিয়ে যাচ্ছে।

'তোমাকে অনেক ধন্যবাদ, এলিস।' এ্যাডওয়ার্ড তিক্ত স্বরে বলল। আমার পেছন থেকে বেরিয়ে এল। আমি তার দিকে তাকানোর জন্য ঘুরলাম। কিন্তু তার অভিব্যক্তি এতটাই দুশ্চিন্তাগ্রস্ত এবং আপসেট আমি আমার অভিযোগ উথাপন করতে পারলাম না। আমি তার পরিবর্তে আমার হাত তার দিকে বাড়িয়ে দিলাম। আমার মুখ লুকালাম। আমার চোখ ভিজে এল। আমার কান্না পেল।

'ভেগাস।' এ্যাডওয়ার্ড আমার কানের কাছে প্রতিজ্ঞা করল।

'কোন সুযোগ নেই।' এলিস হাসল। 'বেলা আমার জন্য সেটা কখনোই করবে না। তুমি জানো এ্যাডওয়ার্ড, আমার ভাই হিসাবে, তুমি মাঝে মধ্যে খুব অপ্রস্তুত হয়ে যাও।'

'এতটা নিচ হয়ো না।' আমি তার দিকে তাকিয়ে ক্রুদ্ধ স্বরে বললাম 'সে আমাকে সুখী করার চেষ্টা করছে। তোমার মত নয়।'

'আমিও তোমাকে সুখী করার চেষ্টা করছি, বেলা। এটা শুধু এটাই যে আমি ভাল করেই জানি কোনটা তোমাকে সুখী করবে— ভবিষ্যতে। তুমি তার জন্য আমাকে তখন ধন্যবাদ জানাবে। হতে পারে সেটা হয়তো পঞ্চাশ বছরের মধ্যে নয় কিন্তু নির্দিষ্টভাবে যেকোন দিন।'

'আমি কখনো ভাবি না আমি সেই দিন দেখতে পাব যেখানে আমি ইচ্ছেকৃতভাবে তোমার জন্য একটা বাজি রাখব তোমার বিরুদ্দে এলিস। কিন্তু এটা পৌছে গেছে।'

সে তার শান্ত রুপালী হাসি দিলো। 'তো, তুমি কি তাহলে আমাকে সেই আংটিটা দেখাতে যাচ্ছ?'

আমি ভয়ে মুখ বিকৃত করে ফেললাম যখন সে আমার বাম হাত টেনে নিল। তাড়াতাড়ি আবার এটা ছেড়ে দিল।

'হাহ, আমি তোমাকে সেটা পরতে দেখেছি...আমি কি কোন কিছু মিস করেছি?' সে জিজ্ঞেস করল। সে অর্ধ সেকেন্ডের জন্য মনোযোগ দিল। ভুরুতে আচড় দিল সে তার উত্তর দেয়ার আগে, 'না। বিয়ের কাজ এখনও চলছে।'

'বেলার জুয়েলারী নিয়ে সমস্যা আছে।' এ্যাডওয়ার্ড ব্যাখ্যা করল।

'আরো একটা বেশি ডায়মন্ডের ব্যাপারটা কি? বেশ, আমি অনুমান করছি আংটিটাতে অনেকগুলো ডায়মন্ড ছিল কিন্তু আমার পয়েন্টটা হলো সে এরই মধ্যে পরার মত একটা পেয়ে গেছে—'

'যথেষ্ট হয়েছে, এলিস!' এ্যাডওয়ার্ড তাকে তাড়াতাড়ি থামিয়ে দিল। যেভাবে সে তার দিকে তাকিয়ে ছিল... তাকে আবার একটা ভ্যাম্পায়ারের মত দেখাচ্ছিল।

'আমরা কিছুটা ব্যস্ত আছি।'

'আমি বুঝতে পারছি না। সেই ডায়মন্ডের ব্যাপারটা কি?' আমি জিজ্ঞেস করলাম।

'আমরা এটা নিয়ে পরে কথা বলব।' এলিস বলল, 'এ্যাডওয়ার্ডই ঠিক। - তুমি তার চেয়ে ভাল থাক। তুমি ওখানে একটা ফাঁদ পেতে পার এবং ঝড় আসার আগেই ক্যাম্প তৈরি করে নিও।' সে ভুরু কুঁচকাল, এবং তার অভিব্যক্তি উদ্বিগ্ন, পুরোটাই নার্ভাস। 'তোমার কোট নিয়ে যেতে ভুল করো না বেলা।। দেখে তো মনে হচ্ছে...এখন সেখানে অতিরিক্ত ঠাণ্ডা।'

'আমি এর মধ্যে সেটা পেয়ে গেছি।' এ্যাডওয়ার্ড তাকে নিশ্চিত করল।

এটা ক্লিয়ারিংয়ের কাছাকাছি, এ্যাডওয়ার্ড লম্বা একটা ভ্রমণ দিয়ে এলো। নিশ্চিত হয়ে এলো যে আমার গন্ধ আশেপাশে জ্যাকবের লুকিয়ে থাকার কোন সম্ভবনা নেই। সে আমাকে তার দুহাতের মধ্যে নিয়ে নিল কাঁধে তুলে নিল, বিশাল সাইজের ব্যাকপ্যাকটা স্বভাবতই জায়গামত আছে।

সে ক্লিয়ারিংয়ে দুরের জায়গায় থেমে গেল এবং আমাকে দাঁড়িয়ে দিল।

'ঠিক আছে। উত্তরের দিকে একটুখানি হেঁটে এসো, যতটা সম্ভব দেখে আস যতটা তুমি পার। এলিস আমাকে তাদের পথের একটা পরিষ্কার চিত্র দিয়েছে। এটা আমাদের কাছে খুব বেশি সময় নেবে না তাদের কাছাকাছি আসার।'

'উত্তরে?'

সে হাসল এবং আঙুল উচিয়ে সঠিক দিকে দিক নির্দেশনা দিল।

আমি জঙ্গলের ভেতর দিয়ে হাঁটতে লাগলাম। হলুদ আলোয় পথ দেখতে দেখতে। হতে পারে এলিসের ঝাপসা দৃষ্টি বরফের ব্যাপারে ভুল ছিল। আমি সেরকম আশা করি। আকাশ পুরোপুরি পরিষ্কার। গাছগুলো শান্ত। কিন্তু জুন মাসের জন্য অনেক বেশি ঠাণ্ডা। লম্বা স্লিভ শার্টের উপর একটা সোয়েটার পরার পরও ঠাণ্ডা লাগছিল। আমি ধীরে ধীরে হাঁটছিলাম। আস্তে আস্তে প্রতিটা জিনিস স্পর্শ করে দেখতে দেখতে, গাছের অমসৃণ গুড়ি, ভেঁজা ফার্ণ, মসে ভরা পাথর।

এ্যাডওয়ার্ড আমার সাথেই ছিল, আমার সমান্তরালে বিশ গজ দুরে দুরে হাঁটছিল।

'আমি ঠিকভাবে করতে পারছি না?' আমি ডাকলাম।

'একদম ঠিকভাবে।'

আমার একটা আইডিয়া এসেছে। 'এটা কি সাহায্য করবে?' আমি জিজ্ঞেস করলাম যখন আমি আঙুল দিয়ে আমার চুলের মধ্যে চালিয়ে দিলাম এবং কয়েকটা চুল তুলে নিয়ে এলাম। আমি সেগুলো ফার্ণের গায়ে জড়িয়ে দিলাম।

'হ্যাঁ। সেগুলো তোমার ট্রেইলকে আরো শক্তিশালী করবে। কিন্তু তোমার ওভাবে চুল ছেড়ার কোন দরকার নেই, বেলা। এটা এভাবেই ভাল হবে।'

'আমার অতিরিক্ত কিছু চুল আছে যেগুলো ব্যয় করতে পারি।'

গাছগুলোর নিচে গুমোট অন্ধকার। আমি আশা করছিলাম আমি এ্যাডওয়ার্ডের কাছাকাছি হাঁটতে পারি এবং তার হাত ধরতে পারি।

আমি আরেক গুচ্ছ চুল আমার পথের গাছের গায়ে লাগিয়ে দিলাম।

'তোমার এলিসের জন্য কোন পথের সন্ধান দেওয়া লাগবে না। তুমি সেটা জানো।' এ্যাডওয়ার্ড বলল।

'সেটা নিয়ে দুশ্চিন্তা করো না এ্যাডওয়ার্ড। আমি তোমাকে ছেড়ে কোনভাবেই

যাচ্ছি না, বিবেচনা না করেই।' আমার একটা অনুভূতি আছে যে এলিস তার পথ করে নিতে পারবে। বেশিরভাগই কারণ সে পুরোপুরি যা চায় তাই করতে পারে।

'সেই কারণে আমি চিন্তিত নই। আমি এজন্য চাই যে তুমি এটা চাইতে পারো।'

সে শ্বাস নিল। এটা তার অনুভুতিকে আঘাত করবে যদি আমি তাকে সত্যটা বলি। সেটা কোন ব্যাপার নয়।

'বেশ, এমনকি যদি সে তার পথে যায়, আমরা এটা ছোট করতে পারি। শুধু আমাদের জন্য। এমেট ইন্টারনেটের জন্য একটা লাইসেন্স পেতে পারে।'

আমি গলার মধ্যে শব্দ করে হাসলাম। 'সেটা শুনতে বেশ ভালই শোনাচ্ছে।' এটা খুব বেশি অফিসিয়ালি ভাল হবে না যদি এমেট সেটা করে, যদিও সেটা একটা কাজ দেবে। কিন্তু আমাকে কঠিনভাবে হলেও মুখের ভাব নিরুত্তাপ ধরে রাখতে হবে।

'দেখ,' সে ছোট্ট করে হেসে বলল। 'সেখানে সবসময়ই একটা সমঝোতার ব্যাপার আছে।'

কিছুক্ষণের মধ্যে যেখানে নতুন জন্মগ্রহণকারী সৈন্যরা আসবে সেই জায়গায় পৌঁছে গেলাম, যেখানে তারা আমার ট্রেইল দেখবে। কিন্তু এ্যাডওয়ার্ড কখনো অধৈর্য হয়ে আমার সাথে তাল মেলালো না।

সে অন্য একটা পথে চলে গেলো আমাকে একই পথে রাখার জন্য। এটার পুরোটা আমার কাছে একইরকম মনে হলো।

আমরা প্রায় ক্লিয়ারিংয়ে চলে এসেছি যখন আমি পড়ে গেলাম। আমি সামনের বিশাল খোলা প্রান্তর দেখতে পেলাম। সেটাই সম্ভবত আমি পাওয়ার জন্য খুব বেশি আগ্রহী ছিলাম। আর সে কারণে আমার পায়ের দিকটা খেয়াল করতে ভুলে গিয়েছিলাম। কাছের গাছটার নিকটে আমার মাথা বাড়ি খাওয়ার আগেই আমি পড়ে গেলাম। কিন্তু গাছের একটা ছোট্ট ডাল আমার বাম হাতে আঘাত করল এবং হাতের তালুতে ফুটে গেল।

'আউচ! ওহ, চমৎকার।' আমি বিড়বিড় করে বললাম।

'তুমি কি ঠিক আছো?'

'আমি ঠিক আছি। তুমি যেখানে আছো সেখানেই থাকো। আমার রক্তপাত হচ্ছে। এটা এক মিনিটের মধ্যে বন্ধ হয়ে যাবে।'

সে আমার কথায় কর্ণপাত করল না। আমি শেষ করার আগেই সে সেখানে এসে গেল।

'আমার কাছে প্রাথমিক চিকিৎসার জিনিসপত্র আছে।' সে তার ব্যাকপ্যাক টেনে নিয়ে বলল।

'আমার মনে হচ্ছে আমার এটার দরকার হতে পারে।'

'এটা খুব খারাপ নয়। আমি এটার যত্ন নিচ্ছি। তুমি নিজেকে মোটেই অস্বস্তিকর মনে করো না।'

'এক সেকেন্ড অপেক্ষা করো। আমি আরেকটা আইডিয়া পেয়ে গেছি।'

রক্তের দিকে না তাকিয়ে এবং শ্বাস প্রশ্বাস স্বাভাকিক রাখলাম যাতে আমার পাকস্থলী কোন প্রতিক্রিয়া দেখাতে না পারে। আমার হাত একটা পাথরের উপর চেপে

ধরলাম।

'তুমি কি করছ?'

'জেসপার এটা পছন্দ করবে।' আমি নিজেকে বিড়বিড় করে শোনালাম। আমি আবার পরিষ্কার করা শুরু করলাম। আমার পথের সবকিছুর উপর আমার হাতের তালু চেপে রক্ত ঝরালাম। 'আমি বাজি ধরে বলতে পারি এইটা তাদেরকে সত্যিই যেতে দেবে।'

এ্যাডওয়ার্ড শ্বাস নিল।

'তোমার নিঃশ্বাস আটকে রাখো।' আমি তাকে বললাম।

'আমি ভাল আছি। আমি শুধু চিন্তা করছি তুমি অতিরিক্ত করে ফেলছো?'

'আমি এই কাজ করতে পেরেছি। আমি এই কাজটা ভাল করে করতে চাই।'

আমি যখন কথা বলছিলাম আমরা শেষ গাছটা অতিক্রম করলাম। আমি আমার আহত হাত ফার্ণ গাছগুলোর উপর ঝাড়তে লাগলাম।

'বেশ, তুমি পারো।' এ্যাডওয়ার্ড আমাকে আশ্বস্ত করল। 'নতুন জন্মগ্রহণকারীরা উন্মত্ত হয়ে উঠবে। এবং জেসপার খুবই উৎসাহীত হবে তোমার এই উৎসর্গের ব্যাপারে। এখন তোমার হাতের চিকিৎসা করতে দাও। তোমার হাতে কেটে যাওয়ার ক্ষত হয়ে গেছে।'

'আমাকে এটা করতে দাও, দয়া করে।'

সে আমার হাত টেনে নিল এবং সে পরীক্ষা করার সময় হেসে উঠল। 'এটা এখন আর আমাকে মোটেই বিরক্ত করে না।'

আমি সর্তকতার সাথে তাকে লক্ষ্য করতে লাগলাম যখন সে আমার হাতের ক্ষত পরিষ্কার করে দিচ্ছিল। আমি তার মুখে কিছুটা অস্বস্তির চিহ্ন দেখলাম। সে শ্বাসপ্রশ্বাস একই রকম রাখার চেষ্টা করতে লাগল। একই রকম হাসি তার ঠোঁটে লেগে রয়েছে।

'কেন নয়?' আমি শেষ পর্যন্ত তাকে জিজ্ঞেস করলাম। সে আমার হাতের তালুকে ব্যান্ডেজ লাগিয়ে দিচ্ছিল।

সে শ্রাগ করল, 'কেন নয়?' আমি শেষ পর্যন্ত তাকে জিজ্ঞেস করলাম। সে আমার হাতের তালুকে ব্যান্ডেজ লাগিয়ে দিচ্ছিল।

সে শ্রাগ করল, 'আমি এটাকে পেয়ে গেছি।'

'তুমি...এটা পেয়ে গেছো?' কখন? কোথায়?' আমি মনে করার চেষ্টা করলাম শেষবার কখন সে তার নিঃশ্বাস এমনভাবে আটকে ধরে রেখেছিল।

আমি যেটা পুরোপুরি মনে করতে পারলাম যেটা আমার সেই গতবছরের শেষ সেপ্টেম্বরের গত জন্মদিনের কথা মনে করতে পারলাম।

এ্যাডওয়ার্ড তার ঠোঁট চেপে ধরল। সঠিক শব্দ হাতড়াচ্ছে, 'আমি বেঁচে আছি চব্বিশ ঘণ্টা সবসময় এই চিন্তা করি যে তুমি মারা গেছো, বেলা। সেটাই আমার পথের অনেক কিছু পরিবর্তন করে দিয়েছে।'

'এটা কি সেভাবে পথ পরিবর্তন করেছে যেভাবে আমি তোমার গন্ধ পাই?'

'সেভাবে আদৌ নয়। কিন্তু...সেই অভিজ্ঞতা আমার হয়ে গেছে যে পথে আমি তোমাকে হারাতে পারি সেটা অনুভব করতে পারি... আমার প্রতিক্রিয়া পরিবর্তন হতে

পারে। আমার সমস্ত অন্য পথ থেকে সরে এসে উৎসাহিত হয় আবার সেই ধরনের ব্যথা আবার আসবে।'

আমি জানি না এই ক্ষেত্রে কি বলতে হয়।

সে আমার অভিব্যক্তিতে হেসে উঠল। 'আমি অনুমান করছি তুমি এটাকে একটা খুব শিক্ষামূলক অভিজ্ঞতা বলতে পারো।'

ক্লিয়ারিংয়ের ভেতর থেকে বাতাস বয়ে এল। আমার মুখের উপর চুল উড়িয়ে নিয়ে এলো এবং আমাকে কাঁপিয়ে তুলল।

'ঠিক আছে।' সে বলল, আবার তার ব্যাগের দিকে এগুল। 'তুমি তোমার অংশের কাজ শেষ করেছো।' সে আমার ভারী শীতের জ্যাকেট ধরে টান দিল এবং আমার হাত টেনে ধরে এটা বের করে নিল। 'এখন এটা আমাদের হাতের বাইরে চলে গেছে। চলো ক্যাম্পিয়েং যাই!'

আমি তার কণ্ঠের আগ্রহ শুনে ব্যঙ্গের হাসি হাসলাম।

সে আমার ব্যান্ডেজ আবার দেখে নিল। অন্য পাশটা বেশি খারাপ আকৃতি নিয়েছে।

'আমরা কোথায় জ্যাকবের সাথে দেখা করব?' আমি জিজ্ঞেস করলাম।

'ঠিক এখানে।' সে আমার সামনের দিকের গাছগুলোর দিকে নির্দেশ দিল। জ্যাকব তাদের ছায়া থেকে চিন্তিতভাবে সামনে বাড়তে লাগল।

তাকে মানবীয় আকৃতিতে দেখে আমার বিস্ময় বোধ হলো না। আমি নিশ্চিত নই কেন আমি তাকে বিশাল লালচে বাদামী নেকড়ে হিসাবে খুঁজছিলাম।

জ্যাকবকে আগের চেয়ে অনেক বেশি বড় মনে হতে থাকে। কোন সন্দেহ নেই আমার আশার একটা উপকরণ। আমি অবশ্যই অসচেতনভাবে আশা করেছিলাম আমার স্মৃতিতে সেই একটু ছোটখাট জ্যাকবকে দেখবো। আমার সেই সহজ সরল বন্ধু যে সবকিছু আমার কাছে এতটা কঠিন করে তুলবে না। সে তার খালি বুকের উপর হাত ভাঁজ করে রেখেছিল। একটা জ্যাকট তার হাতে ধরা। যখন সে আমাদের দিকে দেখছিল তার মুখ অভিব্যক্তিহীন হয়ে ছিল।

এ্যাডওয়ার্ডের ঠোঁট একদিকে বেকে গেল। 'সেখানে ভাল একটা পথ আছে এই ব্যাপারটা করার জন্য।'

'এখন অনেক দেরি হয়ে গেছে।' আমি বিরক্ত দৃষ্টিতে বিড়বিড় করে বললাম।

সে শ্বাস নিল।

'হেই, জ্যাক।' আমি তাকে অভিবাদন জানালাম যখন আমরা কাছাকাছি চলে এলাম।

'হাই, বেলা।'

'হ্যালো, জ্যাকব।' এ্যাডওয়ার্ড বলল।

জ্যাকব খুব শান্তভাবে তাকে তার সবকিছুকে এড়িয়ে গেল। 'আমি তাকে কোথায় নিয়ে যেতে পারি?'

এ্যাডওয়ার্ড তার পকেট থেকে একটা মানচিত্র টেনে বের করল। তার দিকে এগিয়ে দিল। জ্যাকব এটার ভাঁজ খুলে ফেলল।

'আমরা এখন এখানে।' এ্যাডওয়ার্ড বলল। সে মানচিত্রের ঠিক জায়গাটা চিহ্নিত করেছে। জ্যাকব তার হাত সেখানে দিল তারপর নিজেই সেটা দেখতে লাগল। এ্যাডওয়ার্ড এমনভাব করল যেন সে সেটা খেয়াল করেনি।

'এবং তুমি তাকে এখানে নিয়ে যাচ্ছ।' এ্যাডওয়ার্ড বলে চলল। সাপের মত আঁকাবাঁকা একটা পাটার্ণ দেখিয়ে দিল। 'কম করে ধরলেও নয় মাইল।'

জ্যাকব একবার মাথা নোয়াল।

'যখন তুমি এক মাইল দুরে, তুমি আমার পথ অতিক্রম করতে পারবে। সেটাই তোমাকে ভিতরে নিয়ে যাবে। তোমার কি মানচিত্রটার দরকার আছে?'

'না, ধন্যবাদ। আমি এই এলাকা খুব ভালভাবেই চিনি। আমি মনে করি কোথায় যাচ্ছি সেটা জানি।'

জ্যাকবকে দেখে মনে হলো সে অনেক বেশি রুক্ষ আচরণ করছে যখন এ্যাডওয়ার্ড অনেক বেশি ভদ্র আচরণ করছে।

'আমি খুব দীর্ঘ একটা রুট ব্যবহার করব।' এ্যাডওয়ার্ড বলল, 'এবং আমি তোমাকে কয়েক ঘণ্টার মধ্যে দেখব।'

এ্যাডওয়ার্ড আমার দিকে বেজার মুখে তাকাল। সে সেই পরিকল্পনার সেই অংশটা খুব একটা পছন্দ করছে না।

'দেখা হবে।' আমি বিড়বিড় করে বললাম।

এ্যাডওয়ার্ড গাছগালার ভেতরে অদৃশ্য হয়ে গেল, বিপরীত দিকে চলে গেল।

যত তাড়াতাড়ি সে চলে গেল, জ্যাকবকে বেশ খুশি দেখাল।

'কি ব্যাপার বেলা?' সে বিশাল মুখভঙ্গি করে জিজ্ঞেস করল।

আমি চোখ ঘোরালাম। 'সেই পুরানো ব্যাপার। সেই পুরানো ব্যাপার।'

'হ্যাঁ।' সে একমত হলো। 'এক পাল ভ্যাম্পায়ার তোমাকে হত্যা করার চেষ্টা করছে। সেই সবসময়ের মত।'

'সেই সবসময়ের মত।'

'বেশ।' সে বলতে বলতে জ্যাকট থেকে কাঁধ ঝাঁকিয়ে হাত বের করল। 'চলো এখন যাওয়া যাক।'

তার দিকে তাকিয়ে হেসে আমি একটু একটু করে তার খুব কাছাকাছি চলে এলাম।

সে ঝুকে নিচু হলো এবং আমার হাঁটুর কাছে তার হাত দিয়ে আকড়ে ধরল, হাতগুলো আমার নিচে রাখল। তার অন্যহাত আমাকে মাটিতে আমার মাথা আঘাত করার আগে ধরে ফেলল।

'ধাক্কা।' আমি বিড়বিড় করে বললাম।

জ্যাকব চুকচুক টাইপের শব্দ করল। এরই মধ্যে গাছপালার ভেতর দিয়ে ছুটতে শুরু করেছে। সে একই রকম গতিতে ছুটছে, একই তালে জগিংয়ের মত যাতে একজন মানুষ সুস্থ থাকে।

'তুমি এভাবে দৌড়াতে পার না। তুমি ক্লান্ত হয়ে পড়বে।'

'দৌড়ানো আমাকে কখনো ক্লান্ত করে না।' সে বলল। তার শ্বাসপ্রশ্বাসের গতিও

শান্ত। যেন একজন ম্যারাথন দৌড়বিদের মত একই মাত্রায় রয়েছে। 'পাকাঁপাশি, এটা খুব তাড়াতাড়ি ঠাণ্ডা হয়ে পড়বে। আমি আশা করছি সে ক্যাম্প তৈরি করে ফেলবে আমরা সেখানে যেয়ে পৌঁছানোর আগেই।'

আমি আঙুল দিয়ে তার ঘন জ্যাকেটে চাপড় দিলাম।

'আমি ভাবছি তুমি এখন আর ঠাণ্ডা হয়ে পড়বে না।'

'আমি পরব না। আমি এটা তোমার জন্য নিয়ে এসেছি। যদি তুমি প্রস্তুত না হয়ে আস সেক্ষেত্রে তোমার পরার জন্য।' সে আমার জ্যাকেটের দিকে তাকাল। 'আবহাওয়া যেভাবে কাজ করছে আমি এরকমটি পছন্দ করি না। এটা আমাকে বিরক্ত করে। লক্ষ্য করে দেখেছো আমরা এখন কোন জীবজন্তু দেখতে পাইনি?'

'উমম। সত্যিই না।'

'আমি ধারণা করছি তুমি পাও নাই। তোমার অনুভূতি অনেক বেশি দুর্বল।'

আমি বিষয়টা এড়িয়ে গেলাম। 'এলিসও এই ঝড়ের ব্যাপারে চিন্তিত হয়ে পড়েছিল।'

'জঙ্গলের ভেতর এইজন্য অনেক বেশি নিরবতা বিরাজ করছে। তুমি ক্যাম্পিং ট্রিপের জন্য জঘন্য একটা রাত বেছে নিয়েছো।'

'এটা পুরোপুরি আমার আইডিয়া নয়।'

সেই পথহীন বনের ভেতরে গভীরে প্রবেশ করতেই ঘন জঙ্গল এটে এল। কিন্তু তা তাকে মোটেই ধীরগতির করল না। সে পাথরের পর পাথর থেকে লাফিয়ে লাফিয়ে সহজেই যেতে লাগল। তার নিজের হাতের দিকে তাকানোর কোন প্রয়োজন বোধ করল না। তার ভারসাম্য দেখে তাকে একজন পাহাড়ী দক্ষ ছাগলের মত মনে হতে থাকে।

'তোমার ব্রেসলেটের নতুন সংস্করণ কোত্থেকে এল?' সে জিজ্ঞেস করল।

আমি নিজের দিকে তাকালাম। বুঝতে পারলাম আমার কবজিতে পরা ক্রিস্টালের হৃদয়াকৃতির জিনিসটার ব্যাপারে সে জানতে চাচ্ছে।

আমি অভিযুক্তের মত শ্রাগ করলাম, 'আরেকটা গ্রাজুয়েশন উপহার।'

সে নাক টানল। 'একটা পাথর আকৃতির।'

একটা পাথর? আমার হঠাৎ এলিসের শেষ না করা বাক্যটার কথা মনে পড়ে গেল। যেটা সে গ্যারেজের বাইরে দাঁড়িয়ে বলেছিল। আমি উজ্জল ক্রিস্টালটার দিকে তাকিয়ে এলিস কি বলেছিল সেটা মনে করার চেষ্টা করলাম। ডায়মন্ড সম্বন্ধেই বলেছিল। সে কি এইটা বলার চেষ্টা করেছিল, *সে এরই মধ্যে তোমার জন্য একটা পেয়ে গেছে?* আমি এরই মধ্যে এ্যাডওয়ার্ড এর কাছ থেকে পাওয়া একটা ডায়মন্ড পরে ফেলেছি? না, সেটা অসম্ভব। এই হৃৎপিন্ডটা পাঁচ ক্যারট বা সেই জাতীয় কিছু একটা!

এ্যাডওয়ার্ড দিতে পারে না—'তো এটা যখন তুমি লা পুশে ফিরে আসবে সেই সময়ের জন্য।' জ্যাকব আমার চিন্তাভাবনায় ছেদ টেনে বলল।

'আমি কিছুটা ব্যস্ত আছি।' আমি তাকে বললাম, 'এবং...আমি সম্ভবত ভিজিট করতে আসতে পারব না যেভাবেই হোক।'

সে মুখ ভেংচি দিল, 'আমি ভেবেছিলাম তুমি একজন ক্ষমা করার মত মানুষ। আর

আমি একজন প্রতিকোঁধপরায়ন ব্যক্তি।'

আমি কাঁধ ঝাকালাম।

'তুমি কি শেষবারের ব্যাপারটা নিয়ে অনেক চিন্তা ভাবনা করেছো, তাই না?'

'না।'

সে হেসে উঠল। 'হয় তুমি মিথ্যে কথা বলছ অথবা তুমিই সবচেয়ে জিদ্দী মানুষ যারা বেঁচে আছে তাদের মধ্যে।'

'আমি দ্বিতীয় অংশ সম্বন্ধে কিছুই জানি না। কিন্তু আমি মোটেই মিথ্যে বলছি না।'

আমি বর্তমান অবস্থায় এই জাতীয় কথোপকথন চালিয়ে যেতে আগ্রহী নই। তার উষ্ণ হাত আমার কবজি শক্ত করে ধরে রেখেছে এবং আমি এ ব্যাপারে কিছুই করতে পারছি না। তার মুখ আমার এত কাছাকাছি যেটা আমি চাই না। আমার ইচ্ছে হচ্ছে আমি এক ধাপ পিছিয়ে যাই।

'একজন বুদ্ধিমতী মেয়ে সবদিক দেখেই একটা সিদ্ধান্ত নেয়।'

'আমি নিয়েছি।' আমি বললাম।

'যদি তুমি আমাদের ব্যাপারে না ভেবে থাক...যে কথোপকথন শেষবার আমরা করেছিলাম, তাহলে সেটা সত্য নয়।'

'সেই কথোপকথন আমার সিদ্ধান্তের সাথে সর্ম্পকিত নয়।'

'কোন কোন মানুষ তাদের নিজেদের এমন পর্যায়ে নিয়ে যায় যে ফেরার পথ থাকে না।'

'আমি লক্ষ্য করেছি নেকড়েমানবেরা ভুলের ব্যাপারে নির্দিষ্ট ভুল করে থাকে— তুমি কি মনে করো এটা বংশগতির কোন ব্যাপার?'

'তার মানে কি সে আমার চেয়ে খুব ভাল করে চুমু খেতে পারে?' জ্যাকব গোমড়ামুখে আমাকে জিজ্ঞেস করল।

'আমি সেটা সত্যিই বলতে পারব না, জ্যাক। এ্যাডওয়ার্ডই একমাত্র ব্যক্তি যাকে আমি আজ পর্যন্ত চুমু খেয়েছি।'

'আমাকেও চুমু খেয়েছে।'

'কিন্তু আমি সেগুলোকে চুমু হিসাবে গণ্য করি না, জ্যাকব। আমি এটাকে একটা আক্রমণের চেয়ে বেশি কিছু মনে করি।'

'আউচ! সেটা খুব শীতল ব্যাপার।'

আমি কাঁধ ঝাকালাম। আমি আমার কথা ফিরিয়ে নিচ্ছি না।

'আমি সে ব্যাপারে তোমার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করছি।' সে আমাকে মনে করিয়ে দিল।

'এবং আমি তোমাকে ক্ষমা করেছি...বেশিরভাগটুকুই। আমি যেভাবে এটা মনে রেখেছি তা কোনভাবে পরিবর্তন হবে না।'

সে বিড়বিড় করে কিছু একটা বলল যেটা আমি বুঝতে পারলাম না।

কিছুক্ষণের জন্য দুজনের মধ্যে নিরবতা বিরাজ করতে লাগল। সেখানে শুধু তার নিঃশ্বাসের শব্দ আর গাছপালার পাতার উপর বাতাসের গর্জন।

'আমি এখনও মনে করি এটা কিছুটা দায়িত্বজ্ঞানহীনের পরিচয়।' জ্যাকব হঠাৎ করে

বলল।

'তুমি যে বিষয় নিয়ে কথা বলছ তা ভুল।'

'এ ব্যাপারে চিন্তা করো, বেলা। তোমার কথা অনুযায়ী, তুমি শুধুমাত্র একজন ব্যক্তিকেই চুমু খেয়েছো—যে সত্যিকারের কোন ব্যক্তি নয়—তোমার সমগ্র জীবনে এবং তুমি এটাকে সমমনা হওয়া বলছ? তুমি কিভাবে জানো তুমি কি চাও? তুমি কি এই ক্ষেত্রে কোনরকম খেলা খেলেছো?'

আমি কণ্ঠস্বর শীতল রাখলাম ,'আমি জাানি প্রকৃত পক্ষে আমি কি চাই।'

'তাহলে এটা দুজনকে আহত করতে পারে না। হতে পারে তুমি আর কাউকে চুমু খেয়ে দেখতে পারবে—শুধু তুলনা করে দেখার জন্য—যখন কি ঘটেছিল যখন অন্য দিনগুলো গোণা হয়নি। তুমি আমাকে চুমু খেতে পার, উদাহরণ স্বরুপ। আমি কিছু মনে করব না তুমি যদি আমাকে পরীক্ষণের উপকরণ হিসাবে ব্যবহার করতে চাও।'

সে আমাকে তার বুকের কাছে টেনে নিল, যাতে আমার মুখ তার মুখের কাছে আসে। সে তার নিজের কৌতুকে নিজেই হাসছিল, কিন্তু আমি কোন সুযোগ নিলাম না।

'আমার সাথে ঝামেলা করো না, জ্যাক। আমি প্রতিজ্ঞা করছি আমি তাকে থামাতে পারব না যদি সে তোমার চোয়াল গুড়ো করে দিতে চায়।'

আমার কণ্ঠের আতঙ্কের স্বর তার হাসি ফুটিয়ে তুলল। 'যদি তুমি আমাকে চুমু খেতে বল, তাহলে তার আপসেট হওয়ার কোন কারণ নেই। সে বলেছিল সেটা খুবই ভাল।'

'তোমার বিশ্বাস ধরে রেখো না, জ্যাক—না, অপেক্ষা করো, আমি আমার মন পরিবর্তন করেছি। তুমি তোমার কাজ করে যাও। শুধু তোমার বিশ্বাস ধরে রাখ যতক্ষণ পর্যন্ত আমি তোমাকে চুমু খেতে বলি।'

'তুমি আজ খুব খারাপ মুডে আছো।'

'আমার বিস্ময় সেটাই—কেন?'

'মাঝে মাঝে আমার মনে হয় তুমি আমাকে একজন নেকড়ে হিসাবেই অনেক বেশি পছন্দ করো।'

'মাঝে মাঝে আমি তাই করি। আমি সম্ভবত-কিছু করি যখন তুমি কোন কথা বলতে পারো না।'

সে চিন্তিতভাবে তার মোটা ঠোঁট কামড়ে ধরল। 'না, আমি সেটা তাই তা মনে করি না। আমি মনে করি এটা তোমার কাছে অনেক সহজ আমার কাছে আসা যখন আমি মানুষ থাকি না। কারণ তুমি সেরকম ভান করো না যে তুমি আমাকে আর্কষণ করছ না।'

আমার মুখ থেকে ছোট্ট করে খুশির আওয়াজ বের হলো। আমি তা বন্ধ করার জন্য মুখ বন্ধ করে ফেললাম। দাঁত চেপে খিচানি দিলাম।

সে সেটা শুনল। তার মুখে বিজয়ের হাসি ফুটে উঠল।

কথা বলার আগে আমি ছোট্ট করে শ্বাস নিলাম। 'না, আমি পুরোপুরি নিশ্চিত যে এটার কারণ তুমি কথা বলতে পারো না।'

সে শ্বাস নিল। 'তুমি নিজেকে মিথ্যে বলতে কি কখনো ক্লান্ত হয়ে পড়ো? আমি সেটা জানো তুমি আমার প্রতি কতটা সচেতন। শারীরিকভাবে, আমি সেটাই বোঝাতে চাইছি।'

'কিভাবে কেউ একজন তোমার শরীর সম্বন্ধে সচেতন না হয়ে পারে, জ্যাকব?'

আমি জানতে চাইলাম। 'তুমি একজন বিশালাকৃতির দৈত্য যে কারোর ব্যক্তিগত সম্মান করতে অস্বীকার করো।'

'আমি তোমাকে নার্ভাস করে তুলেছি। কিন্তু শুধুমাত্র আমি যখন মানুষ হিসাবে থাকি। যখন আমি একজন নেকড়ে, তুমি আমার পাশে অনেক বেশি স্বস্তিবোধ করো।'

'নার্ভাস হয়ে পড়া আর বিরক্ত হওয়া একই জিনিস নয়।'

সে আমার দিকে এক মিনিট ধরে তাকিয়ে রইল। হাঁটা কিছুটা ধীরগতির হয়ে গেল। তার মুখে বিস্ময়ের ছাপ ফুটে উঠল। তার চোখ সরু হয়ে গেল। তার নিঃশ্বাসপ্রশ্বাস, এত নিয়মিত হয়ে গেল যেন সে দৌড়াচ্ছে, গতি বাড়াতে শুরু করল। ধীরে ধীরে, সে ঝুকে তার মুখ আমার মুখের কাছে নিয়ে এলো।

আমি তার দিকে নিচে তাকালাম। ঠিক বুঝতে পারছি সে কি করার চেষ্টা করছে।

'এটা তোমার মুখ।' আমি তাকে মনে করিয়ে দিলাম।

সে জোরে হেসে উঠল এবং আবার জগিংয়ের ভঙ্গিতে হাঁটতে শুরু করল, 'আমি সত্যিই তোমার ওই ভ্যাম্পায়ারদের সাথে লড়াই করতে চাই না—আমি বোঝাতে চাইছি, অন্য যেকোন রাতে, নিশ্চয়। কিন্তু আমাদের দুজনেরই আগামীকাল কাজ আছে। আমি কুলিনদের এক মুহূর্তের জন্য ত্যাগ করে যেতে চাই না।'

হঠাৎ করে আমার অনুভূতিতে অন্য কিছু খেলে গেল।

'আমি জানি।' সে সাড়া দিল, বুঝতে পারছে না। 'তুমি মনে করছ তুমি আমাকে নিয়ে যেতে পারবে।'

আমি কোন কথা বললাম না। আমি তাদেরকে এক মুহূর্তে ছেড়ে দিয়েছি। কি হবে যদি কেউ একজন আহত হয় কারণ আমি এতটাই দুর্বল? কিন্তু কি হতো যদি আমি সাহসী হতাম এবং এ্যাডওয়ার্ড...আমি এমনকি এটা নিয়ে চিন্তাও করতে পারি না।

'তোমার কি ব্যাপার, বেলা?' তার মুখ থেকে কৌতুককর ব্যাপারটা উধাও হয়ে গেল। আমার সেই পুরানো জ্যাকব যেন ফিরে এসেছে। যেন সে মুখের থেকে মুখোশ সরিয়ে ফেলেছে। 'যদি আমি এমন কিছু বলে থাকি যেটা তোমাকে আপসেট করে ফেলে, তুমি জানো আমি শুধুমাত্র মজা করছিলাম। আমি কোন কিছু বোঝাতে এটা বলি নাই-হেই, তুমি ঠিক আছো তো? কেঁদো না বেলা।' সে অনুনয় করল।

আমি নিজেকে স্বাভাবিক অবস্থায় আনার চেষ্টা করলাম, 'আমি কাঁদতে যাচ্ছি না।'

'আমি কি বলেছিলাম?'

'এটা তোমার কোন কথার কারণে নয়। এটা শুধুই, বেশ, এটা আমার কারণে। আমি কিছু একটা করেছি...খুবই খারাপ।'

সে আমার দিকে তাকিয়ে রইল। তার চোখজোড়া সন্দেহে বড়বড় হয়ে গেল।

'এ্যাডওয়ার্ড আগামীকাল লড়াই করতে যাচ্ছে না।' আমি ফিসফিস করে ব্যাখ্যা করলাম। 'আমি তাকে আমার সাথে থাকার ব্যবস্থা করেছি। আমি খুব বড় একজন ভীতু মানুষ।'

সে ভুরু কুঁচকাল। 'তুমি মনে করো এটা কোন কাজ করতে যাচ্ছে না? যাতে তারা তোমাকে এখানে খুঁজে পায়? তুমি কি এমন কিছু জানো যা আমি জানি না?'

'না, না। আমি সেজন্য ভীতু নই। আমি শুধু... আমি তাকে যেতে দিতে পারি না।

যদি সে আর ফিরে না আসে...' আমি কেঁপে উঠলাম। সেই চিন্তা এড়াতে চোখ বন্ধ করে ফেললাম।

জ্যাকব শান্ত হয়ে রইল।

আমি ফিসফিস করে কথা চালিয়ে গেলাম, আমার চোখ বন্ধ, 'যদি কেউ একজন আহত হয়, এটা সবসময় আমার দোষ হিসাবে থাকবে। এমনকি যদি কেউ তা নাও হয়... আমি ভয়ানক ভয়ে থাকব। আমি তাকে আমার সাথে থাকার জন্য কনভিন্স করেছি। সে আমার বিরুদ্ধে এটা ধরে রাখতে পারবে না। কিন্তু আমি সবসময় জানি আমি কি সমর্থ অর্জন করব।' আমি এই মুহূর্তে কিছুটা তিক্ততা অনুভব করলাম। সেটা আমার বুকে ছড়িয়ে পড়ল। আমি দেখে দুঃখিত হলাম যে তার মুখে সেই কঠিন মুখোশটা আবার ফিরে এসেছে।

'আমি বিশ্বাস করতে পারছি না সে তোমাকে বাইরে যাওয়ার ব্যাপারে কথাবলার জন্য বলেছে। আমি কোন কিছুর বিনিময়ে সেটা মিস করতে যাচ্ছি না।'

আমি শ্বাস নিলাম। 'আমি সেটা জানি।'

'যদিও সেটা কোন কিছুই বোঝায় না।' সে হঠাৎ করে বলল, 'তার মানে এটা বোঝায় যে আমার চেয়ে বেশি তোমাকে ভালবাসে।'

'কিন্তু তুমি আমার সাথে থাকতে পারো না, এমনকি যদি আমি সেটা প্রার্থনাও করি।'

সে এক মুহূর্তের জন্য তার ঠোঁট চেপে ধরল। আমি বিস্মিত যদি সে এটা অস্বীকার করার চেষ্টা করে। আমরা দুজনেই সত্যটা জানি।

'সেটা শুধুমাত্র এই কারণে যে আমি তোমাকে অনেক ভালভাবে জানি।' সে শেষ পর্যন্ত বলল, 'সবকিছু কোন রকম বাঁধা ছাড়াই চলে যাচ্ছে। এমনকি তুমি যদি আমাকে জিজ্ঞেস করতে এবং আমি না বলতাম, তুমি আমার প্রতি এসবের পরেও পাগলের মত হয়ে যেতে না।'

'যদি সবকিছু কোনরকম বাঁধার সম্মুখীন ছাড়াই চলে যেতো, তুমি সম্ভবত ঠিক। আমি পাগলের মত হয়ে যেতাম না। কিন্তু যে গোটা সময় ধরে তুমি চলে গেছো আমি দুশ্চিন্তায় অসুস্থ হয়ে পড়ব। জ্যাক। এটার প্রতি উন্মত্ত।'

'কেন?' সে বিস্মিতভাবে জিজ্ঞেস করল। 'এটা কেন তোমার কাছে কোন ব্যাপার হবে যদি আমার প্রতি কিছু ঘটে যায়?'

'ওরকম কথা বলো না। তুমি জানো তুমি আমার কাছে কতটুকু। আমি দুঃখিত তুমি যেভাবে যে পথে আমাকে চাও আমি সে পথে চাইতে পারি না। কিন্তু সেটা শুধু এটা কতটুকু। তুমি আমার সবচেয়ে ভাল বন্ধু। অন্ততপক্ষে, তুমি সেরকমই। এখনও কোন কোন সময়...যখন তুমি আমাকে পাহারা দিয়ে নিয়ে যাও।'

সে তার সেই পুরানো পরিচিত হাসি দিল, যেটা আমি ভালবাসতাম। 'আমি সবসময়ই তাই।' সে প্রতিজ্ঞা করল 'এমনকি যখন আমি পারি না...আমি যেরকম আচরণ করতে চাই সেরকম পারি না। এসবের পরেও, আমি সবসময় এখানে তোমার সাথে।'

'আমি জানি। কেন আমি তোমাকে এমনভাবে ভেঙ্গেচুরে দিয়েছি?'

সে আমার দিকে তাকিয়ে হাসল। তারপর তার চোখ দুঃখে ভরে গেল। 'কখন তুমি প্রকৃতপক্ষে শেষ পর্যন্ত আবিষ্কার করতে পারলে তুমি আমারও প্রেমে পড়ে গেছো?'

'এই মুহূর্তকে ধ্বংস করার জন্য এটা তোমার উপরে ছেড়ে দাও।'

'আমি এটা বলতে চাইছি না যে তুমি তাকে ভালবাস না। আমি বোকা নই। কিন্তু একই সাথে একজনের বেশি মানুষকে ভালবাসা সম্ভব, বেলা। আমি কাজের ক্ষেত্রে এটা দেখেছি।'

'আমি তোমাদের মত কোন উন্মত্ত নেকড়ে নই, জ্যাকব।'

সে তার নাক ঘষল। আমি তার কাছে শেষ এই কথাটার জন্য ক্ষমা চাইতে প্রস্তুত হলাম। কিন্তু সে বিষয় পরিবর্তন করে ফেলল।

'আমরা এখন খুব বেশি দূরে নই। আমি তার গন্ধ পাচ্ছি।'

আমি স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললাম।

সে আমার অর্থের ভুল ব্যাখ্যা করল। 'আমি খুশিভাবেই নিচে নেমে যাব, বেলা। কিন্তু সেটা আঘাত করার আগেই তোমাকে আশ্রয়ের নিচে যেতে হবে।'

আমরা দুজনেই আকাশের দিকে তাকালাম।

পশ্চিম দিক থেকে ঘন কৃষ্ণবর্ণের মেঘমালা ছুটে আসছে। এটা আসতে আসতে বনকে অন্ধকারাচ্ছন্ন করে ফেলছে।

'ওয়াও।' আমি বিড়বিড় করে বললাম, 'তুমি তার চেয়ে কিছুটা ব্যস্ততা লাগাও, জ্যাক। এটা এখানে এসে পড়ার আগেই তুমি বাড়িতে চলে যেতে পারো সেটা দেখ।'

'আমি বাড়িতে যাচ্ছি না।'

আমি তার দিকে তাকালাম, 'তুমি আমাদের সাথে ক্যাম্পিং করছ না।'

'টেকনিক্যালি নয়—তোমার তাবুতে অংশ নিচ্ছি বা এই জাতীয় কিছু নয়। আমি গন্ধের চেয়ে ঝড় অনেক বেশি পছন্দ করি। কিন্তু আমি নিশ্চিত তোমার ওই রক্তচোষা সম্বন্ধের জন্য গোটাদলের সাথে যোগাযোগ রেখে চলতে চাইবে। তো আমি সেই কারণে সেই সার্ভিস দিতে চাচ্ছি।'

'আমি ভেবেছিলাম ওটা সেথের কাজ।'

'সে আগামীকাল এই দায়িত্ব নেবে, লড়াইয়ের সময়ে।'

তার সেই মনে করিয়ে দেয়া আমাকে এক মুহূর্তের জন্য থামিয়ে দিল। আমি তার দিকে তাকিয়ে রইলাম। দুশ্চিন্তা হঠাৎ করে আমার ভেতরে এক ধরনের আক্রোশ তৈরি করল।

'আমি মনে করি না সেখানে কোনরকম উপায় আছে তুমি এখানে থাক যখন তুমি এরই মধ্যে এখানে আছো?' আমি তাকে পরামর্শ দিলাম, 'যদি আমি সেটা তোমার কাছে ভিক্ষা চাই? অথবা সারা জীবনের জন্য বা সেই জাতীয় কিছু কামনা করি?'

'লোভ দেখাচ্ছ, কিন্তু না। তারপর আবার, শুরুটা দেখার জন্য বেশ মজার ব্যাপার হবে। তুমি যদি পছন্দ করো তাহলে তুমি এটা ছেড়ে দিতে পার।'

'সেখানে প্রকৃতপক্ষে কিছুই নেই। আমি বলতে পারি এমন কিছুই নেই?'

'না। যতক্ষণ পর্যন্ত না তুমি আমার কাছে একটা ভাল লড়াইয়ের প্রতিজ্ঞা করছ। যাইহোক, স্যাম সেই ব্যাপারে আছে, আমি নই।'

সেটা আমার মনে পড়ে গেল।

'এ্যাডওয়ার্ড আমাকে অন্যদিনে কিছু একটা বলেছিল...তোমার সম্বন্ধে।' সে শক্ত

হয়ে গেল। ' এটা সম্ভবত কোন মিথ্যে কথা।'

'ওহ, সত্যিই? তুমি কি এই দলের সেকেন্ড ইন কমান্ড নও, তাহলে?'

সে চোখ পিটপিট করল। তার মুখ বিস্ময়ে ফাঁকা হয়ে গেল। 'ওহ, তাই।'

'তুমি সেটা আমাকে কখনো বলনি?'

'কেন আমি হব? এটা কোন বড় ব্যাপার হবে না।'

'আমি জানি না। কেন নয়?' এটা মজার। তো, সেটা কিভাবে কাজ করে? কিভাবে স্যাম আলফা হিসাবে শেষ করে, এবং তুমি তুমি...বেটা?'

জ্যাকব আমার আবিস্কৃত শব্দে শব্দ করে হাসল। 'স্যামই প্রথমে, সেই সবচেয়ে বড়। তার দায়িত্ব নেয়ার এটা একটা কারণ আছে।'

আমি ভুরু কুঁচকালাম। 'কিন্তু জ্যারেড আর পল কি দ্বিতীয় হতে পারে না, তাহলে? তারাই পরবর্তিতে দায়িত্ব নেবে।'

'বেশ...এটা ব্যাখ্যা করা বেশ কঠিন।' জ্যাকব শূন্য গলায় বলল।

'চেষ্টা কর।'

সে শ্বাস নিল। 'এটা লাইনে থাকার চেয়ে বেশি কিছু, তুমি জানো? পুরানো আমলের ব্যাপার। এটা কোন ব্যাপার কে তোমার দাদা, ঠিক?'

জ্যাকব অনেক আগে আমাকে বলেছিল এমন কিছু মনে পড়ে গেল। আমাদের মধ্যে সেই নেকড়েমানব সম্বন্ধে যেকোন কিছু জানে।

'তুমি কি বলোনি যে ইফরাইম ব্লাক কুইলেটদের শেষ প্রধান ছিলেন?'

'হ্যাঁ। সেটাই ঠিক। কারণ তিনি ছিলেন আলফা। তুমি কি সেটা জানো, টেকনিক্যালি স্যাম এখন সমস্ত ট্রাইব বা গোত্রের প্রধান?' সে হেসে উঠল। 'উন্মত্ত পাগলামীর ঐতিহ্য।'

আমি সে সম্বন্ধে এক সেকেন্ড ভাবলাম। চেষ্টা করছিলাম সবকিছু ঠিক রাখতে, 'কিন্তু তুমি এটাও বলেছিলে যে লোকজন কাউন্সিলের যে কারোর চেয়ে তোমার বাবার কথা সবচেয়ে বেশি শোনে, কারণ তিনি এফরাইমের নাতি?'

'সেটা কি সম্বন্ধে?'

'বেশ, যদি এটা লাইনের ব্যাপার হয়ে থাকে...তুমি কি তাহলে প্রধান হওয়ার যোগ্যতা রাখো না, তাহলে?'

জ্যাকব আমার কথার উত্তর দিল না। সে ঘন কালো অন্ধকার জঙ্গলের দিকে তাকিয়ে রইলাম। যেন তার হঠাৎ করে কোন দিকে যাচ্ছে সে ব্যাপারে মনোযোগের দরকার হয়ে পড়েছে।

'জ্যাক?'

'না। সেটা স্যামের কাজ।' সে আমাদের পথ না জানা পথের দিকে তাকিয়ে রইল।

'কেন? তার পরদাদা লেভি উলি, ঠিক? লেভিও কি একজন আলফা ছিলেন?'

'সেখানে শুধুমাত্র একজন আলফা ছিলেন।' সে যন্ত্রের মত উত্তর দিল।

'তাহলে লেভির ব্যাপারটা কি?'

'বেটা হতে পারে, বেলা। আমি অনুমান করছি।' সে আমার কথায় নাক টানল। 'আমার মত।'

'সেটার কোন অর্থ হয় না।'

'এটা কোন ব্যাপার নয়।'

'আমি শুধু ব্যাপারটা বুঝতে চাই।'

জ্যাকব শেষ পর্যন্ত আমার দ্বিধান্বিত দৃষ্টির দিকে তাকাল। তারপর শ্বাস নিল, 'হ্যাঁ, আমারই আলফা হওয়ার কথা ছিল।'

আমি ভুরু উপরে তুললাম, 'স্যাম নিচে নামতে চায় না?'

'সেরকমই। আমি উপরে উঠতে চাই না।'

'কেন নয়?'

সে ভুরু কুঁচকাল। আমার প্রশ্নে অস্বস্তিবোধ করছে। বেশ, এখন তার অস্বস্তিবোধ করারই সময়।

'আমি এগুলোর কোনটাই চাই না, বেলা। আমি কোন কিছুর পরিবর্তন করতে চাই না। আমি কোনরকম কিংবদন্তীর প্রধান হতে চাই না। আমি একদল নেকড়ের একজন হতে চাই না। তাদের দলনেতা হওয়া তো দূরে থাক। আমি এই দায়িত্ব নিতে পারি না যখন স্যাম অফার করেছিল।'

আমি এই ব্যাপারে অনেক সময় ধরে ভাবলাম। জ্যাকব কোনরকম বাঁধা দিল না। সে আবার জঙ্গলের দিকে তাকিয়ে রইল।

'কিন্তু আমি ভেবেছিলাম তুমি এই অবস্থায় সুখী আছো। তুমি এই ব্যাপারে ঠিকঠাক ছিলে।' আমি শেষ পর্যন্ত ফিসফিস করে বললাম।

জ্যাকব আমার দিকে তাকিয়ে আশ্বস্ত করার ভঙ্গিতে হাসল। 'হ্যাঁ। এটা সত্যিই খুব খারাপ কিছু নয়। কোন কোন সময় বেশ উত্তেজনার। যেমন আগামীকালের ব্যাপারটা ধরো। কিন্তু প্রথমে এটা এমন একটা যুদ্ধ তুমি যার কোন অস্তিত্ব নেই। সেখানে কোন পছন্দ নেই, তুমি জানো? এটা এতটাই ফাইনাল।' সে শ্রাগ করল, 'যাইহোক, আমি অনুমান করছি আমি এখন খুশি। এটা হয়ে যাবে এবং আমি কি এমন কাউকে বিশ্বাস করতে পারি এটা ঠিক করার জন্য? এটা সবচেয়ে ভাল হয় আমি নিজেই এটার ব্যাপারে নিশ্চিত করি।'

আমি তার দিকে তাকিয়ে রইলাম। আমার বন্ধুর জন্য অন্যরকম একটা আবেগ অনুভব করলাম। সে এখন বাড়তে থাকা একজনের চেয়ে অনেক বেশি কিছু। যেমনটি বিলি অন্যরাতে আগুন উৎসবের সময় ছিল। সেখানে রাজকীয় কর্তৃত্ব আছে আমি যেটা কখনো সন্দেহ করিনি। 'জ্যাকব প্রধান।' আমি ফিসফিস করে বললাম। যেভাবে শব্দ দুটো একত্রে বের হলো তাতে হেসে ফেললাম।

সে চোখ ঘোরাল।

শুধু তারপর, আমাদের চারপাশের বাতাস আরো বেগে প্রবাহিত হতে লাগল। আমার কাছে মনে হলো সেটা যেন সরাসরি আমাদের দিকে হিমবাহের মত প্রবাহিত হলো। পাহাড় থেকে প্রতিধ্বনির মত আওয়াজ হতে লাগল। যদিও মেঘের উপর থেকে আলোকিত অংশ অতিবাহিত হয়ে গেছে, আমি তারপরেও ছোট্ট একটু আলোর রেখা দেখতে পেলাম।

জ্যাকব সামনের দিকে এগুতে লাগল। সে তার চোখ মাটির দিকে নামিয়ে চলতে লাগল যেন সে দৌড়ের জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছে। আমি তার বুকের কাছে আরো ইচ্ছেকৃতভাবে

কুঁকড়ে গেলাম। ঠাণ্ডা হিমবাহ বরফের আগমণের কারণে তার উষ্ণতার কাছে সমর্পন করলাম।

মাত্র কয়েক মিনিট পরে সে পাহাড়ের পাশের দিকে যেতে শুরু করল। আমরা ছোট্ট তাবুটা দেখতে পেলাম।

'বেলা!' এ্যাডওয়ার্ড স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে ডাকল। আমরা তাকে পথের মাঝখানেই পেয়ে গেলাম। খোলা জায়গায়।

সে আমার পাশে চলে এলো। সে এত দ্রুত এলো যেন সেটা কিছুটা ঝাপসা মত মনে হলো। জ্যাকব সোজা হয়ে দাঁড়াল এবং তারপর আমাকে পায়ের উপর নামিয়ে দিল। এ্যাডওয়ার্ড জ্যাকবের প্রতিক্রিয়া উপেক্ষা করল। আমাকে জড়িয়ে ধরে কোলাকুলি করল।

'ধন্যবাদ।' এ্যাডওয়ার্ড আমার মাথার উপর থেকে বলল। তার কণ্ঠস্বর কোনরকম ভুলভাবেই বেশ সিনসিয়ার। 'আমি যেমনটি আশা করেছিলাম তার চেয়ে অনেক দ্রুত এসেছো। আর আমি সত্যি সত্যিই এটার প্রশংসা করি।'

আমি জ্যাকবের প্রতিক্রিয়া দেখার জন্য ঘুরলাম।

জ্যাকব সাধারণভাবে কাঁধ ঝাকাল। তার মুখ থেকে বন্ধুত্বের সব চিহ্ন মুছে গেছে। 'তাকে ভেতরে নিয়ে যাও। এটা খুব খারাপ হতে যাচ্ছে—আমার মাথার উপরে চুল খাড়া হয়ে যাচ্ছে। এই তাবুটা কি নিরাপদ?'

'আমি এর পুরোটাই পাথর দিয়ে তৈরির চেষ্টা করেছি।'

'ভাল।'

জ্যাকব আকাশের দিকে তাকাল। এখন ঝড়ের আভাসে কালো হয়ে আছে। মাঝে মাঝে বজ্রবিদ্যুৎ চমকাচ্ছে। তার নাকের পাটা ফুলে ফুলে উঠছে।

'আমি পরিবর্তিত হতে যাচ্ছি।' সে বলল। 'আমি জানতে চাই বাড়িতে ফিরে সেখানে কি হতে যাচ্ছে।'

সে তার জ্যাকেট একটু নিচু গাছের ডালে বাধিয়ে রাখল। তারপর অন্ধকার জঙ্গলের ভেততরে একবারও পিছনের দিকে না তাকিয়ে অদৃশ্য হয়ে গেল।

বাইশ

বাতাসে তাবু কেঁপে উঠল। আর তাবুর সাথে সাথে আমিও কেঁপে উঠলাম।

তাপমাত্রা নেমে যাচ্ছে। আমি এটা তাবুর ভেতরে বসে আমার জ্যাকেটের ভেতরেও টের পাচ্ছিলাম। আমি পুরোপুরি পোশাক পরে আছি। আমার হাইকিং বুটজুতোও পরা আছে। এসবেও কোন কাজ হচ্ছে না। কিভাবে এত ঠাণ্ডা নামতে পারে?

কিভাবে এতটা ঠাণ্ডা থাকতে পারে? মাঝে মধ্যে ঠাণ্ডার তলানি পর্যন্ত চলে যাচ্ছে, তাই নয় কি?

'এ্যা-এ্যা-এ্যা-খখখ-খন ক-ক-কত বা-বা-বাজে?' আমি তোতলাতে তোতলাতে

কোনমতে জোর করে বলতে পারলাম।

'দুইটা।' এ্যাডওয়ার্ড উত্তর দিল।

এ্যাডওয়ার্ড আমার থেকে বেশ দুরেই বসে ছিল। সে ভয় পাচ্ছিল তার নিঃশ্বাসের বাতাসে আমি আরো শীতল হয়ে পড়ি কিনা। এখানে এত অন্ধকার যে তার মুখ দেখতে পাচ্ছি না। কিন্তু তার কণ্ঠস্বর দুশ্চিন্তায় বুনো হয়ে উঠেছে। সিদ্ধান্তহীনতা এবং হতাশায় এমনটি হয়েছে।

'হতে পারে...'

'না। আমি ভা-ভাল আছি। স-স-সত্যি। আমি বা-বা-বাইরে যেতে চা-চাইনা।'

সে কয়েকবার আমাকে বাইরে ট্রাকিং করে আসার কথা বলেছে। কিন্তু আমি এই আশ্রয় ছেড়ে কোথাও যেতে চাচ্ছি না। যদি এরকম ঠাণ্ডা এখানে থাকে, এই প্রতিরক্ষা ব্যবস্থার মধ্যেও, আমি কল্পনা করে নিতে পারি তাহলে বাইরে দৌড়াতে বের হলে কতটা ঠাণ্ডায় আক্রান্ত হয়ে পড়ব।

এতে আমাদের সমস্ত শক্তি ব্যয় হয়ে যাবে। ঝড় থেমে গেলে আমরা কি সবকিছু পূর্নগঠনের জন্য যথেষ্ট সময় পাব? কি হবে যদি এটা শেষ না হয়? এখন নড়াচড়া করার কোন অর্থ হয় না। আমি একরাতের জন্য যথেষ্ট কাঁপাকাঁপি করছি।

আমি চিন্তিত হয়ে পড়লাম ট্রেইলটা কিভাবে আমি আবার খুঁজে পাব, কিন্তু সে প্রতিজ্ঞা করল এটা দৈত্যদের আসার জন্য খুব সহজ পথ হবে।

'আমি তাহলে কি করতে পারি?' সে প্রায় আর্তির মত স্বরে বলল।

আমি শুধু মাথা নাড়লাম।

বরফের মধ্যে বেরিয়ে এসো, জ্যাকব অসুখীর মত শনশন শব্দ করল।

'এ-এ-খান থেকে বে-বে-বে-রিয়ে যাও।' আমি আবার আদেশ করলাম।

'সে শুধু তোমাকে নিয়ে দুঃশ্চিন্তা করছে।' এ্যাডওয়ার্ড জ্যাকবের শব্দের অনুবাদ করে দিল। 'সে খুবই ভাল আছে। তার শরীর এই তাপমাত্রার সাথে সামঞ্জস্য রেখেছে।'

'হা-হা-হ।' আমি তাকে এইটা বলতে চাইলাম যে সে এখন চলে যাবে। কিন্তু আমি কোন শব্দ বের করতে পারলাম না। অন্ততপক্ষে, জ্যাকব বেশ মিশে গেছে এই বরফের সাথে। তার দলের অন্যান্য নেকড়ের তুলনায় তার লোমগুলো ঘন, বড়বড়। আমি বিস্মিত কেন সেগুলো ওরকম।

জ্যাকব গোঙানির শব্দ করল। উচ্চমাত্রার শব্দ হলো।

'তুমি আমার কাছে কি চাও?' এ্যাডওয়ার্ড গুঙিয়ে বলল। সে এতটাই উদ্বিগ্ন যে তার মধ্য থেকে নম্রতা ভদ্রতা চলে গেছে। 'তাকে এইভাবে নিয়ে এসেছো? আমি তোমাকে কোনভাবে উপকারী কিছু দেখছি না। তুমি কেন কোন স্পেস হিটার বা তাপমাত্রা বাড়ানোর কোন কিছু নিয়ে আস নাই?'

'আমি ঠি-ঠিক আ-আছি।' আমি প্রতিবাদ করলাম। এ্যাডওয়ার্ডের গোঙানী আর রাগ থেকেই সেটা করছিলাম। আমি কাউকে কোন কিছুর জন্য উদ্বুদ্ধ করিনি। বাতাস বেপরোয়াভাবে তাবুটাকে নাড়াচ্ছিল। আমি সেটার তালে তালে কেঁপে কেঁপে উঠলাম।

বাতাসের ভেতর থেকে হঠাৎ করে নেকড়ের ডাক ভেসে এল। আমি সেই শব্দে

দুহাতে দুকান ঢেকে ফেললাম। এ্যাডওয়ার্ড ক্রুদ্ধ দৃষ্টিতে তাকাল।

'এটার খুব কমই প্রয়োজন।' সে বিড়বিড় করে বলল, 'সেটাই সবচেয়ে খারাপ আইডিয়া যেটা আমি আজ পর্যন্ত শুনেছি।' সে আরো জোরে ডাকল।

'যেকোন কিছুর চেয়ে ভাল তুমি আমার সাথে আসতে পারো।' জ্যাকব উত্তর দিল। তার মানুষের গলা শুনে আমি চমকে উঠলাম। 'যাও, গিয়ে একটা স্পেস হিটার নিয়ে এসো।' সে ক্রুদ্ধভাবে গুঙিয়ে উঠল। 'আমি একজন সেইন্ট বার্নাড নই।'

আমি তাবুর জিপার নিচের দিকে নামিয়ে খুলে ফেলার শব্দ শুনতে পেলাম।

জ্যাকব ছোট্ট একটু খোলা জায়গা দিয়ে গলিয়ে ভেতরে এল, তার সাথে সাথে আকৃটিক সাগরের ঠাণ্ডা হাওয়া ঝপ করে ঢুকে পড়ল। কয়েক টুকরো বরফের টুকরো তাবুর মেঝেতে আছড়ে পড়ল। আমি এতজোরে কেঁপে উঠলাম যেন মনে হলো খিঁচুনির মত।

'আমি এটা পছন্দ করি না।' এ্যাডওয়ার্ড হিসহিসিয়ে উঠল যখন জ্যাকবের তাবুর জিপার টেনে বন্ধ করে দিল। 'তাকে শুধু তোমার কোটটা দাও এবং বেরিয়ে যাও।'

আমার চোখে অন্ধকার সয়ে নিতে কিছুটা সময় নিল। তারপর আমি জ্যাকবকে দেখতে পেলাম। সে যে পার্কা জ্যাকেটটা গাছের ডালে ঝুলিয়ে রেখেছিল সেটা নিয়ে এসেছে।

তারা কি বিষয়ে আলাপ করছে সেটা আমি জিজ্ঞেস করার চেষ্টা করলাম। কিন্তু শত চেষ্টাতেও আমার মুখ দিয়ে 'আ-আ-আ-আ-আ' জাতীয় শব্দই বের হলো।

'পার্কা জ্যাকেটটা আগামীকালের জন্য—সে এতটাই ঠাণ্ডা হয়ে পড়েছে যে এটা দিয়ে তার কোন কাজ হবে না। এটাও ঠাণ্ডায় জমে আছে।' সে এটা নিচে ফেলে দিল।

'তুমি বলেছিল তার একটা স্পেস হিটার দরকার, এবং আমি এখানে।' জ্যাকব তাবুর ভেতরে তার হাত প্রসারিত করে ধরল। সাধারণত যখন সে নেকড়ে হিসাবে থাকে তখনই সে এরকম খোলা শরীরে থাকে। শুধু একটা প্যান্ট পরে থাকে—কোন শার্ট নয়, কোন জুতো নয়।

'জ্যা-জ্যাক, তুমি ঠা-ঠা-ন্ডায় জমে যাবে।' আমি অভিযোগ করার চেষ্টা করলাম।

'আমি নই।' সে আনন্দিত গলায় বলল। 'আমি এভাবে অভ্যস্ত হয়ে গেছি। আমি আরো কম তাপমাত্রায় অভ্যস্ত। আমি কোনরকম এসব ছাড়াই ভাল থাকি।'

এ্যাডওয়ার্ড নাক টানল। কিন্তু জ্যাকব এমনকি তার দিকে তাকালও না। পরিবর্তে, সে আমার দিকে হামাগুড়ি দিয়ে এল। আমার স্লিপিং ব্যাগের চেইন খুলতে লাগল।

এ্যাডওয়ার্ডের শরীর হঠাৎ করে শক্ত হয়ে গেল। তার হাত জ্যাকবের কাঁধের উপর শক্ত করে চেপে বসল। দেখে মনে হচ্ছিল তুষার সাদা কালো চামড়ার উপর।

জ্যাকবের চোয়াল কিচকিচ করে উঠল। তার নাকের পাটা ফুলে ফুলে উঠতে লাগল। তার শরীর ঠাণ্ডার স্পর্শে কুঁকড়ে যেতে লাগল। তার হাতের দীর্ঘ মাংসপেশীগুলো স্বতঃস্ফুর্তভাবেই ওঠানামা করতে লাগল।

'তোমার হাত আমার উপর থেকে তুলে নাও।' সে তার দাঁতে দাঁত চেপে গুঙিয়ে উঠল।

'তার উপর থেকে তোমার হাত তুলে নাও।' এ্যাডওয়ার্ড শুণ্যভাবে উত্তর দিল।

'ল-ল-লড়াই ক-ক-রো না।' আমি অনুনয় করলাম। আরেকটা কাপুনি আমার উপর দিয়ে চলে গেল। আমার এরকম অনুভূতি হলো যেন আমার দাঁতে দাঁতে বাড়ি খেতে লাগল।

'আমি নিশ্চিত বেলা তোমাকে এজন্য ধন্যবাদ দেবে, যখন তার পায়ের আঙুল কালো হয়ে খসে পড়বে।' জ্যাকব চড় মারল।

এ্যাডওয়ার্ড দ্বিধা করছিল। তারপর সে তার হাত নামিয়ে নিল এবং পিছিয়ে সরে কোণের দিকে তার নিজের জায়গায় গেল।

তার কণ্ঠস্বর সমতল এবং ভীত, 'তুমি নিজেই সেটা দেখো।'

জ্যাকব শব্দ করে হাসল।

'পালিয়ে গেছে, বেলা।' সে বলল, স্লিপিং ব্যাগটা আরো বেশি খোলার জন্য চেইন টানল।

আমি রাগে তার দিকে তাকালাম। কোন বিস্ময়ের ব্যাপার নয় এ্যাডওয়ার্ড যে এরকম প্রতিক্রিয়া দেখিয়েছে।

'ন-ন-ন-না।' আমি প্রতিবাদ করলাম।

'গাধামী করো না।' সে বলল। জোরে জোরে শ্বাস নিচ্ছে। 'তুমি কি পায়ের দশটা আঙুল থাকুক সেটা চাও না?'

সে দেহটাকে কুঁকড়ে ব্যাগের খুব সামান্য জায়গায় ঢুকে পড়ার চেষ্টা করল। জোর করে তার পিছনে জিপার টেনে দেয়ার চেষ্টা করল।

তারপর আমি দেখতে পেলাম না। আমি আর কোন কিছু চাই না। সে এতটাই উষ্ণ। তার হাত আমাকে জড়িয়ে ধরল। তার খালি বুকে আমাকে চেপে ধরল। তার উষ্ণতা অপ্রতিরোধ্য। সে কুঁকড়ে গেল যখন আমি আমার বরফ শীতল আঙুলগুলো উৎসুক্যর সাথে তার শরীরে খেলে যাচ্ছিল।

'হায় ঈশ্বর, তুমি জমে যাচ্ছ, বেলা।' সে অভিযোগ করল।

'দু-দু-দুঃখিত।' আমি কাঁপতে কাঁপতে বললাম।

'রিলাক্স হওয়ার চেষ্টা করো।' সে উপদেশ দিল যখন আরেকটা কাঁপুনি আমার শরীর ভেতর দিয়ে প্রবাহিত হয়ে গেল। 'তুমি আর মিনিট খানেকের মধ্যে উষ্ণ হয়ে উঠবে। অবশ্যই, তুমি যদি তোমার সমস্ত পোশাক খুলে ফেলো তাহলে আরো দ্রুত উষ্ণ হয়ে উঠবে।'

এ্যাডওয়ার্ড তীক্ষ্ম স্বরে গুঙিয়ে উঠল।

'এটা শুধুমাত্র একটা সাধারণ কাজ।' জ্যাকব আত্মপক্ষ সমর্থনের চেষ্টা করল। 'বাঁচার জন্য একজন আরেকজনকে কাজে লাগানো।'

'এ-এসব বাদ দাও, জ্যাক।' আমি রাগান্বিত স্বরে বললাম। যদিও আমার শরীর তাকে ঠেলে ফেলে দেয়াটা পছন্দ করবে না।

'কা-কা-কারোরই স-সত্যিই দ-দশটা আ-আঙুলের দরকার নেই।'

'ওই রক্তচোষাটাকে নিয়ে কোন চিন্তা করো না।' জ্যাকব সাজেশান দিল। তার কণ্ঠস্বর বেশ হাসির রেশ। 'সে শুধু ঈর্ষাপরায়ণ।'

'অবশ্যই আমি তাই।' এ্যাডওয়ার্ডের কণ্ঠস্বর আবার ভেলভেটের মত, নিয়ন্ত্রিত। অন্ধকারের ভেতরে যেন সংগীতের মুর্ছনা।

'তোমার কোনরকম ধারণাই নেই কিভাবে আমি আশা করি তুমি যেটা করছ সেটা আমি তার জন্য করার, মনগ্রিল।'

'সেটাই হলো ভংগুর অংশ।' জ্যাকব হালকাভাবে বলল। কিন্তু তারপর তার কণ্ঠস্বর তিক্ত হয়ে উঠল, 'অন্ততপক্ষে, তুমি জানো সে আশা করে এটা তুমি।'

'সত্য।' এ্যাডওয়ার্ড একমত হলো।

কাপুনি ধীর হয়ে গেল।

'সেখানে।' জ্যাকব বলল, খুশি। 'ভাল বোধ করছ?'

আমি শেষ পর্যন্ত ভালভাবে কথা বলতে সমর্থ হলাম, 'হ্যাঁ।'

'তোমার ঠোঁট জোড়া এখনও ঠাণ্ডায় নীল হয়ে আছে।' সে বলল ,'তুমি কি চাও আমি সেগুলোকেও উষ্ণ করে দেই? তুমি শুধু আমাকে বলতে পার।

এ্যাডওয়ার্ড বড় করে শ্বাস নিল।

'ভাল ব্যবহার করো।' আমি বিড়বিড় করে বললাম। আমার মুখ তার কাঁধের উপর চেপে ধরলাম। আমার ঠাণ্ডা ত্বক তার ত্বক স্পর্শ করল। আমি স্বস্তির সাথে হেসে উঠলাম।

স্লিপিং ব্যাগের ভেতর উষ্ণতা বয়ে যাচ্ছে। জ্যাকবের শরীরের উষ্ণতা সব জায়গায় সঞ্চালিত হয়েছে। হতে পারে সে পুরোটা জায়গা জুড়ে আছে বলে। আমি লাথি দিয়ে আমার বুটজুতো খুলে ফেললাম। আমার পায়ের আঙুল তার পায়ের সাথে ঘষতে লাগলাম। সে একটু লাফিয়ে উঠল। তারপর সে ঝুকে তার উষ্ণ চিবুক আমার ঠাণ্ডায় অবশ কানের উপর চেপে ধরল।

আমি লক্ষ্য করলাম জ্যাকবের ত্বক অন্যরকম একটা গন্ধ যেটা এই জঙ্গলের সাথে মিশে গেছে। এটা বেশ সুন্দর। আমি বিস্মিত যদি কুলিন এবং কুইলেটরা একই গন্ধ নিয়ে খেলা না করে। কারণ তাদের কুসংস্কার। প্রত্যেকের গন্ধই আমার কাছে সুন্দর মনে হয়।

ঝড় এমনভাবে গজরাতে লাগল যেন একটা বন্যপশু তাবুর উপর আক্রমণ করেছে। কিন্তু এটা এখন আর আমাকে চিন্তিত করে না। জ্যাকব ঠাণ্ডায় জমে যাওয়া থেকে মুক্ত, যেমনটি আমিও। উপরি, আমি এতটাই ক্লান্ত যে কোন কিছু নিয়ে এখন আর দুশ্চিন্তা করতে পারছি না। এত ক্লান্ত যে ঘুম থেকে দেরিতে জাগব। মাংসপেশীর খিঁচুনি থেকে ব্যথা পাচ্ছি। আমার শরীর ধীরে ধীরে রিলাক্স হতে শুরু করেছে।

'জ্যাক?' আমি ঘুমজড়ানো চোখে বিড়বিড় করে বললাম, 'আমি কি তোমাকে কিছু জিজ্ঞেস করতে পারি? আমি কোনরকম ঝাঁকুনি বা ওই জাতীয় কিছু দিতে চেষ্টা করব না। আমি সত্যিই খুব কৌতুহলী।' সে আমার কিচেনে একই শব্দ ব্যবহার করেছিল...কত আগে এখন এটা ছিল?

'নিশ্চয়' সে শব্দ করে হাসল। মনে করার চেষ্টা করছে।

'কেন তুমি তোমার অন্য বন্ধুদের তুলনায় এত বেশি লোমশ? তোমার উত্তর দেয়ার দরকার নেই যদি প্রশ্নটা তোমাকে ব্যথিত করে থাকে।' আমি নেকড়েমানবদের

সংস্কৃতিতে কোন ধরনের এটিকেটের নিয়মকানুন মেনে চলে সেটা জানি না।

'কারণ আমার চুলগুলো লম্বা।' সে মজা পাওয়া গলায় বলল—আমার প্রশ্ন তাকে আহত করেনি, অন্তত পক্ষে। সে তার মাথা নাড়ল—তার লম্বা চুল তার চিবুক ছাড়িয়ে গেল—আমার গালে এসে লাগল।

'ওহ।' আমি বিস্মিত। কিন্তু কারণটা বুঝতে পারলাম। তো এই কারণেই তারা যখনই ওই দলে যোগ দেয়ার জন্য চিন্তাভাবনা করেছে শুরুতেই তাদের চুল ছোট করতে রাখতে শুরু করেছে। 'তাহলে তুমি কেন এটাকে কেটে ফেল না? তুমি কি এরকম লোমশ হতে পছন্দ করো?'

সে এইবারে এই প্রশ্নের কোন উত্তর দিল না।

এ্যাডওয়ার্ড হাসতে লাগল।

'দুঃখিত।' আমি বললাম। 'আমি তোমাকে কোন কারণে এটা বলিনি। তোমার আমাকে এটা বলার দরকার নেই।'

জ্যাকব বিরক্তিকর শব্দ করল। 'ওহ, সে তোমাকে যেভাবেই হোক বলবে, তো আমিই এর চেয়ে ভাল বলে ফেলি...আমি আমার চুল এরকমভাবে বড় রাখছি কারণ...আমার কাছে মনে হয়েছে তোমাকে দেখে যে তুমি লম্বা চুল পছন্দ করো।

'ওহ' আমি ভয়ানক বোধ করলাম, 'আমি, উমম, আমি দুরকমই পছন্দ করি, জ্যাক। তোমার সেজন্য ওরকম হওয়ার দরকার নেই।

সে শ্রাগ করল। 'আজরাতে জিনিসটা খুব কার্যকরী হয়ে দেখা দিয়েছে। তো এই কারণে এটা নিয়ে চিন্তিত হয়ো না।'

আমার আর কোন কিছু বলার নেই। যতই নৈঃশব্দতা বাড়তে লাগল, আমার চোখের পাতা ভারী হয়ে এল, নেমে গেল এবং বন্ধ হয়ে গেল। এবং এমনকি আমার শ্বাসপ্রশ্বাসও ধীর গতির হয়ে এল।

'সেটা ভাল সোনা। ঘুমিয়ে পড়ো।' জ্যাকব ফিসফিস করে বলল।

আমি শ্বাস নিলাম। এর মধ্যে যেন কিছুটা ঘুমিয়ে পড়েছি।

'সেথ এখানে।' এ্যাডওয়ার্ড বিড়বিড় করে জ্যাকবকে বলল। আমি হঠাৎ করে নেকড়ের গর্জনের বিষয়টা ধরতে পারলাম।

'উপযুক্ত। এখন তুমি সবকিছুর উপরে তোমার চোখ রাখতে পার। যখন আমি তোমার পক্ষ থেকে তোমার গার্লফ্রেন্ডকে যত্ন করব।'

এ্যাডওয়ার্ড কোন উত্তর দিল না। কিন্তু আমি গুঙিয়ে উঠলাম। 'এসব বন্ধ করো।' আমি বিড়বিড় করলাম।

তারপর সবকিছু শান্ত হয়ে গেল। অন্তত তাবুর ভেতরে। বাইরে বাতাস গাছপালা কাঁপিয়ে দিচ্ছিল। তাবুর শব্দ আমার ঘুমানো কঠিন ছিল। আমি নেকড়েটার জন্য খুব খারাপ লাগছিল। যে ছেলেটা বাইরের তুষারপাতের মধ্যে দাঁড়িয়ে আছে।

আমার মন বিস্ময়ে ভরে ছিল যে ঘুমের মধ্যে নিজেকে পাওয়ার জন্য। এই উষ্ণ শরীর আমার জ্যাকবের সাথে আগের দিনগুলোর কথা মনে করিয়ে দিচ্ছিল। আমি মনে করতে পারলাম কিভাবে সে ব্যবহৃত হয় যেন সে আমার সূর্যের প্রতিস্থাপনকারী। তার উষ্ণতা আমার শূন্য জীবনটাকে জীবনযাপনের উপযোগী করে তোলে। আমি যখন

জ্যাকবকে এভাবে ভাবি তখন আমার অন্যরকম লাগে। এই যে এখন। আমাকে আবার উষ্ণ করে তুলছে।

'প্লিজ!' এ্যাডওয়ার্ড হিসহিসিয়ে উঠল। 'একটা ব্যাপরে তুমি কিছু মনে করো না!'

'কি?' জ্যাকব পিছন দিকে ফিসফিস করে বলল। তার কণ্ঠস্বরে বিস্ময়।

'তুমি কি মনে করো তুমি তোমার চিন্তাচেতনাকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারবে?' এ্যাডওয়ার্ডের নিচু গলার ফিসফিসানিতে রাগের বহিঃপ্রকাশ।

'কেউ বলতে পারবে না তুমি যেটা শুনছ।' জ্যাকব বিড়বিড় করে বলল। এখন খুব বিব্রতবোধ করছে। 'আমার মাথার ভেতর থেকে বেরিয়ে যাও।'

'আশা করছি আমি পারব। তোমার কোন ধারণাই নেই তোমার ছোট ছোট মজার বিষয়গুলো কত উচ্চমাত্রার। এটা এমনটি যেন তুমি আমার প্রতি চিৎকার করে যাচ্ছ।'

'আমি এটাকে নিম্নমাত্রায় রাখার চেষ্টা করব।' জ্যাকব ব্যঙ্গাত্মক স্বরে ফিসফিস করে বলল।

সেখানে সংক্ষিপ্ত কিছু সময়ের নীরবতা।

'হ্যাঁ।' এ্যাডওয়ার্ড এত নিচুলয়ে বিড়বিড় করে বলল যে আমি খুব কমই তা শুনতে পেলাম। 'আমিও সেই ব্যাপারে ঈর্ষাকাতর।'

'আমি ধারণা করে বের করেছি এটা সেইরকম কিছু।' জ্যাকব গোমড়ামুখে ফিসফিস করে বলল। 'এমনকি আমাদের খেলার ক্ষেত্রটাও বেশ ছোট, তাই নয় কি?'

এ্যাডওয়ার্ড শব্দ করে হাসল। 'তোমার স্বপ্নে।'

'তুমি জানো, সে এখনও তার মন পরিবর্তন করতে পারে।' জ্যাকব তাকে ধোকা দেয়ার চেষ্টা করল। 'আমি তার জন্য যা কিছু করেছি যেগুলো তুমি করতে পার নাই সেসবকিছু বিবেচনা করে। অন্তত পক্ষে, তাকে হত্যার চেষ্টা করিনি। সেটাই।'

'ঘুমাতে যাও, জ্যাকব।' এ্যাডওয়ার্ড বিড়বিড় করে বলল। 'তুমি আমার স্নায়ুর উপর চাপ দিতে শুরু করেছো।'

'আমি মনে করি আমি তাই করব। আমি সত্যিই খুব আরামদায়ক অবস্থায় আছি।'

এ্যাডওয়ার্ড কোন উত্তর দিল না।

তারা এভাবে তাদের আলাপ আলোচনা করছিল যেন আমি সেখানে ছিলাম না। কিন্তু আমিও তখন ঘুমের দেশে এত দুরে চলে গেছি যে তাদের থামতে বলতে পারলাম না। তাদের কথোপকথন আমার কাছে স্বপ্নের মত মনে হতে লাগল। আর সত্যিই আমি নিশ্চিত ছিলাম না যে আমি তা কি জেগে জেগে শুনছিলাম, নাকি স্বপ্নের মধ্যে।

'হতে পারে আমি করব।' এ্যাডওয়ার্ড এক মুহূর্ত পরে বলল। কোন একটা প্রশ্নের উত্তর যে প্রশ্নটা আমি শুনতে পাইনি।

'কিন্তু তুমি কি সৎ থাকবে?'

'তুমি সবসময় প্রশ্ন করতে পার এবং দেখতে থাক।' এ্যাডওয়ার্ডের কণ্ঠস্বরের ভাব আমাকে বিস্মিত করল আমি হয়তো কৌতুককর কিছু মিস করেছি।

'বেশ, তুমি আমার মাথার মধ্যে দেখতে পার—আজরাতে তোমারটা আমাকে দেখতে দাও, এটাই শুধুমাত্র ফেয়ার।' জ্যাকব বলল।

'তোমার মাথা ভর্তি হয়ে আছে নানারকম প্রশ্নে। তুমি আমাকে কোনটার উত্তর

দিতে বল?'

'ঈর্ষাপরায়ণতার... এটা তোমাকে ধ্বংস করে ফেলছে। তোমাকে দেখে যতটা মনে হচ্ছে তুমি ততটা নিশ্চিত নও। যদি না আদৌ তোমার কোন আবেগ থেকে থাকে।'

'অবশ্যই আছে।' এ্যাডওয়ার্ড একমত হলো। কোন রকম আমোদিত হলো না।

'ঠিক এই মুহূর্তে এটা এত খারাপ যে আমি আমার কণ্ঠস্বর খুব কমই নিয়ন্ত্রণে রাখতে পারছি। অবশ্যই, এটা আরো খারাপ যখন সে আমার থেকে দুরে থাকে। তোমার সাথে থাকে। এবং আমি তাকে দেখতে পাই না।'

'তুমি কি মনে করো এটা সবসময়ই হয়?' জ্যাকব ফিসফিস করে বলল। 'সে যখন তোমার সাথে থাকে না তখন কি তোমার মনোযোগ দিতে কষ্ট হয়?'

'হ্যাঁ। আবার না।' এ্যাডওয়ার্ড বলল। তাকে দেখে মনে হলো সে সৎ উত্তর দিতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ। 'আমার মন ঠিক তোমার মত একইভাবে কাজ করে না। আমি একসাথে একবারে অনেক বিষয় নিয়ে ভাবতে পারি। অবশ্যই, তার মানে হলো, আমি সবসময় তোমাকে নিয়ে চিন্তা করতে সমর্থ নই। সবসময় সমর্থ বিস্মিত হতে যদি তার মন সেখানে থাকে। যখন সে চিন্তিত আর শান্ত থাকে।'

তারা দুজনেই মিনিটখানেকের জন্য নিরব হয়ে গেল।

'হ্যাঁ।' আমি অনুমান করতে পারি সে প্রায়ই তোমাকে নিয়ে ভাবে।' এ্যাডওয়ার্ড জ্যাকবের চিন্তাভাবনার উত্তর দিতে বিড়বিড় করে বলল। 'আরো বেশি যেটা আমি পছন্দ করি না। সে দুশ্চিন্তা করে যে তুমি অসুখী। তুমি জানো না সেজন্য না। তুমি সেটা ব্যবহার করো না সেজন্যও না।'

'আমি যা কিছু পারি তাই ব্যবহার করি।' জ্যাকব বিড়বিড় করে বলল। 'আমি তোমার সুবিধা নিয়ে কাজ করছি না—তার সুবিধার জন্য কাজ করছি যদিও জানি সে তোমার প্রেমে পড়েছে।'

'সেটা সাহায্য করে।' এ্যাডওয়ার্ড মৃদু স্বরে একমত হলো।

জ্যাকব বলল, 'সে আমারও প্রেমে পড়েছে, তুমি জানো।'

এ্যাডওয়ার্ড কোন উত্তর দিল না।

জ্যাকব শ্বাস নিল। 'কিন্তু সে এটা জানে না।'

'আমি তোমাকে সেটা বলতে পারি না যদি তুমি ঠিক বলো।'

'সেটা কি তোমাকে বিরক্ত করে? তুমি কি দেখতে আশা করো তুমি দেখতে পারো সে কি চিন্তাভাবনা করছে?'

'হ্যাঁ...আবার না। সে এভাবেই এটা অনেক বেশি পছন্দ করে। এবং যদিও মাঝে মাঝে এটা আমাকে পাগলের মত করে তোলে, আমি থেমে যাই সে সুখী হবে ভেবে।'

বাতাস তাবুর উপর দুলিয়ে বয়ে যেতে লাগল। ভুমিকম্পের মত এটাকে কাঁপিয়ে দিয়ে গেল। জ্যাকবের বাহু আমাকে প্রতিরক্ষা দেয়ার জন্য শক্ত করে ধরল।

'ধন্যবাদ।' এ্যাডওয়ার্ড ফিসফিস করে বলল, 'বাইরের শব্দ খুব অদ্ভুত শোনাচ্ছে। আমি আনন্দিত যে তুমি এখানে আছো, জ্যাকব।'

'তুমি বোঝাতে চাইছ, যতই আমি তোমাকে হত্যা করতে ভালবাসি না কেন, আমি

আনন্দিত যে সে উষ্ণ, ঠিক?'

'এটা একটা অস্বস্তিকর সত্য, তাই নয় কি?'

জ্যাকবের ফিসফিসানি হঠাৎ গোমড়ামুখো হয়ে গেল। 'আমি জানি তুমিও আমার মত ঈর্ষায় উন্মত্ত হয়ে পড়েছো।'

'আমি এরকম বোকা গাধা নই যে আমি তোমার মত এভাবে এটাকে নেবো। এটা তোমার ব্যাপারে কোন সাহায্য করবে না। তুমিও সেটা জানো।'

'তোমার আমার চেয়ে অনেক বেশি ধৈর্য আছে।'

'আমার আছে। আমাকে এটা অর্জন করতে শতবছর লেগে গেছে। শতবছর লেগে গেছে তার জন্য অপেক্ষা করতে।'

'তো...কোন বিষয় বিবেচনা করে তুমি তার জন্য খুব ভাল একজন হওয়ার চেষ্টা করছো?'

'যখন আমি দেখলাম তার নিজের পছন্দ বিবেচনা করতে তাকে কতটা কষ্ট পোহাতে হচ্ছে। এটা নিয়ন্ত্রণ করার মত কঠিন নয়। আমি অনেক সহজভাবে...অনেক কম সভ্য অনুভূতি তোমার জন্য রেখেছি অধিকাংশ সময়ের জন্য। মাঝে মাঝে আমি মনে করি সে আমার মধ্য দিয়ে দেখে। কিন্তু আমি সেই ব্যাপারে নিশ্চিত নই।'

'আমি মনে করি তুমি শুধু চিন্তিত যে যদি তুমি সত্যিই তাকে পছন্দ করার জন্য জোর করতে, সে সম্ভবত তোমাকে পছন্দ করত না।'

এ্যাডওয়ার্ড ঠিক সেভাবে উত্তর দিল না। 'সেটা এটার একটা অংশ।' সে শেষ পর্যন্ত স্বীকার করল। 'কিন্তু শুধুমাত্র একটা ছোট্ট অংশ। আমরা সবাই আমাদের সন্দেহের মুহূর্তের মধ্যে আছি। বেশিরভাগই আমি চিন্তিত ছিলাম যে সে তোমাকে দেখতে চাওয়ার জন্য নিজেকে আহত বা ক্ষতি করতে পারে। আমি সেসব গ্রহণ করার পর সে অনেক বেশি অথবা কম তোমার সাথে নিরাপদ। বেলা রেচয়ে সবচেয়ে নিরাপদ। দেখে মনে হয় এটাই অতিরিক্ত করে ফেলতে পারে।'

জ্যাকব শ্বাস নিল। 'আমি তাকে এই সব ব্যাপারেই বলব। কিন্তু সে কখনোই আমাকে বিশ্বাস করবে না।'

'আমি জানি।' শুনে মনে হলো যেন এ্যাডওয়ার্ড হাসছে।

'তুমি মনে করো তুমি সবকিছু জানো।' জ্যাকব বিড়বিড় করে বলল।

'আমি ভবিষ্যত সম্বন্ধে জানি না।' এ্যাডওয়ার্ড বলল, তার কণ্ঠস্বর হঠাৎ করে অনিশ্চিত হয়ে পড়ল।

দীর্ঘ নিরবতা দুজনের মধ্যে।

'তুমি তখন কি করবে যদি সে তার মন মানসিকতা পরিবর্তন করে?' জ্যাকব জিজ্ঞেস করল।

'আমি সেই অন্য ব্যাপারটা জানি না।'

জ্যাকব শান্তভাবে হাসল। 'তুমি কি আমাকে হত্যা করার চেষ্টা করবে?' আবার কিছুটা ব্যঙ্গাত্মক স্বরে বলল, যেন এ্যাডওয়ার্ডের সামর্থ্য সম্বন্ধে ব্যঙ্গ করল।

'না।'

'কেন নয়?' জ্যাকবের গলার স্বর এখনও ব্যঙ্গাত্মক।

'তুমি কি সত্যিই মনে করো আমি তাকে সেইভাবে আঘাত করতে পারি?'

জ্যাকব সেকেন্ডের জন্য দ্বিধা করতে লাগল। তারপর শ্বাস নিল। 'ইয়ে, তুমিই ঠিক। আমি জানি সেটাই ঠিক। কিন্তু মাঝে মাঝে...'

'মাঝে মাঝে এটা একটা অস্বস্তিকর ব্যাপার...'

জ্যাকব তার হাসি চাপতে জোর করে মুখ স্লিপিং ব্যাগের উপর চেপে ধরল। 'ঠিক তাই।' তারপরও সে একমত হলো।

এটা কি অদ্ভুত একটা স্বপ্ন। আমি বিস্মিত যদি সেই প্রবাহিত বাতাসের ব্যাপার হয়ে থাকে যেটা ফিসফিস করে বয়ে যাচ্ছে...

'এটা কিসের মত? তাকে হারানো?' জ্যাকব কিছুক্ষণ নিরবতার পর জিজ্ঞেস করল। তার হঠাৎ কর্কশ স্বরের মধ্যে কোন রসিকতা খেলা করল না। 'যখন তুমি তাকে ভাব তুমি তাকে চিরদিনের মত হারাতে পার? তুমি কিভাবে এটার ...মীমাংসা করবে?

'সেই বিষয়ে কথা বলা আমার জন্য খুবই কঠিন।'

জ্যাকব অপেক্ষা করতে লাগল।

'সেখানে দুইবার ভিন্ন সময় ছিল যখন আমি এই ব্যাপারে ভেবেছিলাম।' এ্যাডওয়ার্ড প্রতিটি শব্দ স্বাভাবিকের চেয়ে অনেক ধীরে ধীরে বলতে লাগল। 'প্রথমবার, আমি যখন ভেবেছিলাম আমি তাকে ছেড়ে চলে যেতে পারব...সেটা ছিল...পুরোটাই বহনযোগ্য। কারণ আমি ভেবেছিলাম সে আমাকে ভুলে গেছে এবং এটা সেরকমই হবে যেন আমি তার জীবনকে স্পর্শ করতে পারব না। ছয় মাসের জন্য আমি তাকে ছেড়ে থাকতে সমর্থ হয়েছিলাম। আমার প্রতিজ্ঞা রাখতে পেরেছিলাম যে আমি তার ব্যাপারে মাথা ঘামাব না। তা খুব কাছাকাছি হয়ে যাচ্ছিল, আমি লড়ে যাচ্ছিলাম কিন্তু আমি জানি আমি কোনভাবেই জিততে পারছিলাম না। আমি ফিরে আসতে পারতাম...শুধু তাকে দেখে যাওয়ার জন্য। সেটাই মূল কারণ আমি তাকে বলেছিলাম, যাইহোক। যদি আমি তাকে সুখী দেখতে পাই.. আমি এটাও ভাবতে পারি যে আমি তাকে রেখে আবার চলে যেতে পারব।

'কিন্তু সে সুখী নয়। আমাকে থাকতে হবে। সে কারণেই সে আমাকে আগামী দিনের জন্য তার সাথে থাকতে প্রভাবিত করে ফেলেছে, অবশ্যই। তুমি এর আগে সেটা দেখে বিস্মিত হয়েছো। কি আমাকে সেখানে প্রভাবিত করেছে... সে নিজেকে কোন বিষয়ে অপ্রয়োজনীয়ভাবে দোষী ভাবছে। সে আমাকে মনে করিয়ে দিল আমি যদি ছেড়ে যাই। সে ভয়ানকভাবে সেটাকে অনুভুব করবে। কিন্তু সেই ঠিক। আমি কখনও তাকে সেরকম করার চেষ্টা করিনি। কিন্তু আমি কখনোই যেভাবেই হোক থামানোর চেষ্টা করিনি।'

জ্যাকব মুহূর্তের জন্য কোন সাড়া দিল না। ঝড়ের শব্দ শুনছিল অথবা সে যা শুনেছে তা হজম করার চেষ্টা করছিল। আমি জানি না সেটা কোনটা।

'এবং অন্য সময়ে- যখন তুমি ভাবো সে মৃত?' জ্যাকব বেপরোয়াভাবে ফিসফিস করে বলল।

'হ্যাঁ।' এ্যাডওয়ার্ড অন্য আরেকটা প্রশ্নের উত্তর দিল। এটা তোমার কাছেও একই রকম অনুভূতি হয়, তাই নয় কি? যে পথে তুমি আমাদেরকে দেখো, তুমি সম্ভবত

আর কখনোই বেলাকে সেভাবে দেখতে সমর্থ হবে না। কিন্তু সেটা সেই করবে।'

'সেটা তাই নয় যা আমি জিজ্ঞেস করছি।'

এ্যাডওয়ার্ডের কণ্ঠস্বর আবার আগের মত স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে এল এবং কঠোর হয়ে গেল। 'আমি তোমাকে বলতে পারি না এটা কেমন অনুভুত হয়। সেখানে আর কোন কথা নয়।'

জ্যাকবের বাহু আমার চারিদিকে ভাঁজ হয়ে গেল।

'কিন্তু তুমি চলে গেছো কারণ তুমি তাকে একজন রক্তচোষায় পরিণত করতে চাও নাই। তুমি তাকে একজন মানবী হিসাবে চেয়েছো।'

এ্যাড়ওয়ার্ড ধীরে ধীরে কথা বলল, 'জ্যাকব, যে মুহূর্ত থেকে আমি বুঝতে পারলাম আমি তাকে ভালবাসি, আমি জানতাম সেখানে মাত্র চারটি সম্ভবনা আছে। প্রথম বিকল্পটা হলো, বেলার জন্য সবচেয়ে ভাল, সে কি আমার মত এত তীব্রভাবে আমাকে অনুভব করে কিনা—যদি সে আমাকে সেভাবে করে এবং চালিয়ে যায়। আমি সেটা গ্রহণ করতে পারি। যদিও এটা আমি যেভাবে অনুভব করি সেভাবে কোন কিছু কখনও পরিবর্তন করতে পারবে না।

তুমি আমাকে এরকম একজন ভাবতে পার...জীবন্ত পাথর।—কঠিন এবং শীতল। সেটা সত্য। আমরা সেভাবেই তৈরি। কিন্তু এটা খুবই কম ঘটনা আমাদের ক্ষেত্রে একটা সত্যিকারের পরিবর্তনের ব্যাপারে। যখন সেটা ঘটে, যখন সেটা বেলা আমার জীবনে প্রবেশ করেছে, এটা একটা চিরস্থায়ী পরিবর্তন। সেখানে পেছনে ফেরার কোন পথ নেই...

'দ্বিতীয় বিকল্পটা হলো, যে একটা আমি সত্যিকারের পছন্দ করেছি, তার মানবীয় জীবনের সাথে থাকার। এটা তার জন্য খুব ভাল কোন অপশন নয়। তার জীবনকে নষ্ট করে দিতে যে তার জীবনে একজন মানব হিসাবে থাকতে পারবে না। কিন্তু এটাই সবচেয়ে বড় বিকল্প যেটা আমি খুব সহজেই মুখোমুখি হতে পারি। সবকিছু জানার পর. যখন সে মারা যাবে, আমিও মারা যাবার একটা পথ পাব। ষাট বছর , সত্তর বছর-এটা আমার কাছে খুব ছোট সময় বলে মনে হয়।...কিন্তু তারপর এটা তার জন্য অনেক বেশি বিপজ্জনক এরকম একটা জীবন আমার সাথে যাপন করা। দেখে মনে হয় সবকিছু ভুলভাবে বয়ে যাচ্ছে। অথবা আটকে আছে... ভুলের জন্য অপেক্ষা করছে। আমি ভীত যে আমি সেই ষাট বছর পাচ্ছি না যদি আমি তার কাছে থাকি যখন সে মানবী হিসাবে থাকবে।

'সুতরাং আমি তিন নাম্বার অপশনটা পছন্দ করলাম। যেটা আমার দীর্ঘ জীবনের সবচেয়ে বড় ভুল হিসাবে মোড় নিল। তুমি সেটা জানো। আমি তার জগৎ থেকে আমাকে সরিয়ে নিয়ে গেলাম। আশা করছিলাম সে আমার থেকে সরে যাবে। তাতে কোন কাজ হয়নি। সেটা আমাদের দুজনকে প্রায় মৃতের কাছাকাছি নিয়ে গিয়েছিল।

'আমার আর কি আছে চার নাম্বার অপশন ছাড়া? এটাই তাই যেটা সে চায়—অন্ততপক্ষে, সে মনে করেছে। আমি চেষ্টা করে চলেছি, তাকে দেরি করিয়ে দেয়ার। তার মন পরিবর্তন করার মত কোন কারণ খুঁজে বের করার সময় দেয়ার। কিন্তু সে খুব... জিদ্দী। তুমি সেটা জানো। আমি ভাগ্যবান যে ব্যাপারটা আরো কয়েকটা মাস

টেনে নিতে পেরেছি। সে বড় হচ্ছিল একটা ভয়ের মধ্য দিয়ে এবং তার সেপ্টেম্বরের জন্মদিনে...'

'আমি এক নম্বর অপশন পছন্দ করি।' জ্যাকব বিড়বিড় করে বলল।

এ্যাডওয়ার্ড কোন সাড়া শব্দ করল না।

'তুমি জানো প্রকৃতপক্ষে, আমি সেটা গ্রহণ করতে কত ঘৃণা বোধ করি।' জ্যাকব ফিসফিস করে বলল, 'কিন্তু আমি দেখতে পাই তুমি তাকে ভালবাস...তোমার মত করে। আমি সেটা নিয়ে আর কোন রকম তর্ক বিতর্ক করতে পারি না।

'সেটা দিয়ে দিলেও, আমি মোটেই মনে করি না তুমি প্রথম বিকল্পটা ছেড়ে দেবে। এখনও পর্যন্ত না। আমি মনে করি সেখানে খুব ভাল একটা সুযোগ আছে সে ভাল থাকবে। সময়ের পরে। তুমি জানো, যদি সে মার্চে খাড়ির উপর থেকে লাফ দিয়ে না পড়ত...এবং তুমি যদি অন্য আরো ছয়মাস তাকে পরখ করার জন্য অপেক্ষা না করতে...বেশ, তুমি সম্ভবত তাকে সুখী হিসাবেই দেখতে পেতে।

আমি একটা গেম প্লান তৈরি করে ফেলেছিলাম।'

এ্যাডওয়ার্ড শব্দ করে হাসল। 'হতে পারে এটায় কাজ করত। এটা অবশ্যই সবকিছু ভেবে চিন্তে ভালভাবে পরিকল্পনা করা।'

'হ্যাঁ।' জ্যাকব শ্বাস নিল। 'কিন্তু...' হঠাৎ সে এতটাই ফিসফিস করে বলল যে শব্দগুলো জড়িয়ে যেতে লাগল। 'আমাকে একটা বছর সময় দাও, এ্যাডওয়ার্ড। আমি সত্যিই মনে করি আমি তাকে সুখী করতে পারব। সে জিদ্দী, আমার চেয়ে সেটা আর ভাল করে কেউ জানে না। কিন্তু তার সেরে উঠার ক্ষমতা আছে। সে এর আগেও এরকমভাবে সেরে উঠেছে। এবং সে মানবী হিসাবেই থাকতে পারবে। তার বাবামায়ের সাতে। সে বড় হয়ে উঠবে। তার বাচ্চাকাচ্চা হবে ... এবং বেলা হয়ে থাকবে।

'তুমি তাকে এত ভালবাস যে তোমার এই পরিকল্পনাগুলোর সুযোগ সুবিধা দেখা উচিত। সে মনে করে তুমি খুব বেশি পরিমাণ অস্বার্থপর...তুমি কি সত্যিই তাই? তুমি কি সেই বিষয়টাকে বিবেচনা করবে যে আমি তোমার চেয়ে তার কাছে অনেক বেশি ভাল?'

'আমি এটা বিবেচনা করেছি।' এ্যাডওয়ার্ড শান্ত স্বরে উত্তর দিল। 'কোন কোন পদ্ধতিতে, তুমি অন্য যেকোন মানুষের তুলনায় তার জন্য অনেক বেশি উপযুক্ত। বেলার ভালভাবে দেখাশুনা করার একজনকে দরকার এবং তুমি এতটাই শক্তিশালী যে তুমি তাকে তার নিজের হাত থেকে রক্ষা করতে পার। যা তাকে ষড়যন্ত্রের মধ্যে ফেলে তার সবকিছু থেকে। তুমি সেটা এরই মধ্যে করে ফেলেছো। আমি যতদিন বেঁচে থাকব আমি সেজন্য তোমার কাছে চিরদিন ঋণী থাকব...যা কিছুই প্রথমে আসুক না কেন...

'আমি এমনকি এলিসকে জিজ্ঞেস করেছিলাম যদি সে সেটা দেখতে পারে—দেখতে যে বেলা তোমার সাথে অনেক বেশি ভাল থাকবে কিনা। সে পারে নাই, অবশ্যই, সে তোমাকে দেখতে পাই নাই। এবং তারপর বেলাও তার জন্য নিশ্চিত অবশ্যই। এখনকার জন্য।

'কিন্তু আমি ততটা বোকা নই একই ভুল আমি আবার করব, জ্যাকব। আমি তাকে আবার প্রথম অপশনের দিকে জোর করে ঠেলে দিব না। যতদিন সে আমাকে চাইবে, আমি এখানে থাকব।'

'এবং যদি সে সিদ্ধান্ত নেয় সে আমাকেই চায়?' জ্যাকব চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দিল। 'ঠিক আছে, এটা একটা লং শট। আমি তোমাকে সে সুযোগটা দেব।'

'আমি তাকে যেতে দেব।'

'ঠিক এভাবেই?'

'এই দিক বিবেচনায় আমি কখনও দেখাব না এটা আমার জন্য কতটা কঠিন। কিন্তু আমি তার দিকে দৃষ্টি লক্ষ্য রেখে যাব। তুমি দেখো, জ্যাকব, তুমি হয়তো তাকে কোন একদিন ছেড়ে যেতে পার। যেমনটি স্যাম আর এমিলির ক্ষেত্রে ঘটেছে, তোমার হয়তো কোন সুযোগ থাকবে না। আমি সবসময়ই তার জন্য অপেক্ষা করব, সেটা ঘটবে এই আশা করে।'

জ্যাকব শান্তভাবে নাক টানল। 'বেশ,তুমি অনেক বেশি সৎ আমি যেরকমটি আশা করেছিলাম তার চেয়ে...এ্যাডওয়ার্ড। আমার কথা তোমার মাথায় আছে এটার জন্য তোমাকে ধন্যবাদ।'

'আমি যেমনটি বলেছি, আজরাতে তার জন্য তোমার এই উপস্থিতির কারণে আমি অনেক অনেক বেশি কৃতজ্ঞ। আমি আজ আর কিইবা করতে পারতাম... তুমি জানো, জ্যাকব, যদি এটা এই ঘটনা না হতো যে আমরা আগে থেকে প্রাকৃতিকভাবেই শত্রু। তুমিও আমার অস্তিত্ব থেকে সেটা চুরি করে না নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করতে, আমি হয়তো প্রকৃতপক্ষে তোমাকে পছন্দ করতে পারতাম।'

'হতে পারে...যদি তুমি একজন অসহ্য রকমের ভ্যাম্পায়ার না হতে যে সেই মেয়েকে নিয়ে পালিয়ে যাওয়ার পরিকল্পনা করছে যাকে আমি ভালবাসি...বেশ, না, তারপরেও না।'

এ্যাডওয়ার্ড শব্দ করে হাসল।

'আমি কি তোমাকে কিছু জিজ্ঞেস করতে পারি?' এ্যাডওয়ার্ড এক মুহূর্ত পরে জিজ্ঞেস করল।

'কেন তোমার কিছু জিজ্ঞেস করার থাকবে?'

'আমি শুধু শুনতে পারি যদি তুমি এটার ব্যাপারে চিন্তা করে থাক। এটা শুধুই একটা গল্প যেটা বেলা আমাকে অন্য আরেকটা দিনে বলার চেষ্টা করেছিল। কোন কিছু একটা যেটা তৃতীয় স্ত্রী সম্বন্ধে...?'

'সেটা কি?'

এ্যাডওয়ার্ড কোন উত্তর দিল না। জ্যাকবের মাথার ভেতর থেকে গল্পটা শুনতে লাগল। আমি অন্ধকারের মধ্যে তার নিচুলয়ের হিসহিস শব্দ শুনতে পেলাম।

'কি?' জ্যাকব আবার জানতে চাইল।

'অবশ্যই।' এ্যাডওয়ার্ড বলল, 'অবশ্যই! আমি তার চেয়ে আশা করব তোমার বড়রা সে গল্প তাদের নিজেদের জন্য তুলে রাখুক, জ্যাকব।'

'তুমি কি রক্তচোষাদের নিয়ে খারাপ ধরনের গল্পগুলো পছন্দ করো না?' জ্যাকব উপহাস করল। 'তুমি জানো, তারা তাই। আগে পরে এবং এখন।'

'আমি সেই ব্যাপারে কোন খোঁজ খবর রাখি না। তুমি কি অনুমান করতে পারো কোন চরিত্রটি বেলা সনাক্ত করেছিল?

তাতে জ্যাকব মিনিট খানিক তাকিয়ে রইল। 'ওহ, আহ। তৃতীয় স্ত্রী। ঠিক আছে। আমি তোমার কথা ধরতে পেরেছি।'

'সে সেখানে সেই ক্লিয়ারিংয়ে থাকতে চায়। যা সামান্য পার তার জন্য করে, সে কি করতে পারে।' সে শ্বাস নিল। 'সেটাই দ্বিতীয় কারণ তার সাথে আমার আগামীকালের থাকার ব্যাপারে। সে কিছুটা অন্যরকম একগুয়ে হয়ে থাকে যখন সে কোন কিছু চায়।'

'তুমি জানো, তোমার সেনাবাহিনীর ভাইয়েরা তাকে সেই ধারণাই দিয়ে দেবে যেটা সেই গল্পগুলোয় বলা হয়েছে।'

'সেই অর্থে কোন ক্ষতি হবে না।' এ্যাডওয়ার্ড ফিসফিস করে বলল।

'এবং কখন এই ছোট্ট সত্যটা শেষ হবে?' জ্যাকব জিজ্ঞেস করল। 'প্রথম আলোয়? অথবা আমাদেরকে অপেক্ষা করতে হবে লড়াইয়ের পরের জন্য?'

দুজনেই নীরব হয়ে দেরি করতে লাগল।

'প্রথম আলোয়।' তারা দুজনেই একত্রে ফিসফিস করে বলল। তারপর শান্তস্বরে হেসে উঠল।

'ভালভাবে ঘুমাও, জ্যাকব।' এ্যাডওয়ার্ড বিড়বিড় করে বলল। 'মুহূর্তগুলো উপভোগ করো।'

তারপর আবার চারিদিক শান্ত হয়ে গেল। তাবুটা কয়েকমুহূর্ত খুব স্থির অবস্থায় থাকল। বাতাসকেও দেখে মনে হচ্ছিল এটা আর আপাতত ঝামেলা করবে না এবং সে ঝড়ো হাওয়ার লড়াই থেকে ক্ষান্ত দিয়েছে।

এ্যাডওয়ার্ড নরমভাবে গুঙিয়ে উঠল। 'আমি আক্ষরিকভাবে এমনভাবে ছেড়ে যাওয়ার কথা বলিনি।'

'দুঃখিত।' জ্যাকব ফিসফিস করে বলল। 'তুমি ছেড়ে যেতে পার, তুমি জানো-আমাদের দুজনকে কিছুটা প্রাইভেসী দাও।'

'তোমার ঘুমানোর জন্য তুমি কি আমাকে সাহায্য করতে বলো, জ্যাকব?" এ্যাডওয়ার্ড অফার করল।

'তুমি চেষ্টা করে দেখতে পার।' জ্যাকব বলল। অসর্তক। 'এটা খুবই মজার ব্যাপার হবে যে কে পাশ দিয়ে চলে যাচ্ছে, তাই নয় কি?'

'আমাকে অতটা দূরে যাওয়ার লোভ দেখিও না, নেকড়ে। আমার ধৈর্য ততবেশি নয়।'

জ্যাকব নিচুলয়ে হেসে উঠল। 'আমি কোনভাবেই এখন নড়তে পারছি না। যদি তুমি কিছু মনে না করো।'

এ্যাডওয়ার্ড নিজে নিজে গুনগুন করে সুর ভাঁজতে লাগল, স্বাভাবিক সময়ের চেয়ে কিছুটা জোরে—চেষ্টা করছে জ্যাকবের চিন্তা ভাবনাকে এলোমেলো করে দিতে। আমি ধারণা করলাম। কিন্তু সেই গুনগুনানি আমার কাছে ঘুমপাড়ানি গানের মত হয়ে গেল। আমার বাড়তে থাকা অস্বস্তির পরেও সেটা আমার কাছে স্বপ্নের মত মনে হলো। আমি আরো ঘুমের গভীরে তলিয়ে যেতে থাকলাম...আরেকটা ভাল স্বপ্নের মধ্যে...

তেইশ

সকালে ঘুম থেকে জেগে উঠলাম। চারিদিকে উজ্জল আলো। এমনকি তাবুর ভেতরেও। সুর্যের আলো চোখে লাগছিল। আমি ঘামছিলাম। জ্যাকব আগের মতই পড়ে আছে। আমার কানের কাছে বেচারা নাক ডাকছে। সে তার হাত দিয়ে এখনও আমাকে জড়িয়ে ধরে আছে। তার লোমশ উষ্ণ বুকের কাছ থেকে আমি মাথা টেনে নিলাম। জ্যাকব ঘুমের মধ্যেই শ্বাস নিল। অবচেতনভাবেই তার হাত আমাকে জড়িয়ে ধরে রাখতে চাইছিল।

আমি মোচড় দিলাম। তার জড়িয়ে ধরে থাকা বের হতে চাইছিলাম। মাথা উঁচু করে দেখার চেষ্টা করছিলাম।

এ্যাডওয়ার্ড আমাকে দেখতে পেল। তার অভিব্যক্তি শান্ত। কিন্তু তার চোখের দৃষ্টিতে যে ব্যথা খেলা করছে সেটা নিয়ন্ত্রণহীন।

'বাইরে কি কোনরকম গরম আছে?' আমি ফিসফিস করে বললাম।

'হ্যাঁ। আমি মনে করি না স্পেস হিটার আজ কোন রকমের প্রয়োজন আছে।'

আমি তাবুর জিপার খুঁজে পাওয়ার চেষ্টা করলাম। কিন্তু আমি আমার হাত মুক্ত করতে পারলাম না। আমি টান দিচ্ছিলাম, জ্যাকবের অবচেতনের শক্তির সাথে লড়াই করছিলাম।

জ্যাকব বিড়বিড় করছিল। এখনও গভীর ঘুমে। তার হাত আগের মত জড়িয়ে ধরে আছে।

'সাহায্য দরকার?' আমি শান্ত স্বরে জিজ্ঞেস করলাম।

এ্যাডওয়ার্ড হাসল। 'তুমি কি চাও আমি সবসময়ের জন্য তোমার উপর থেকে তার হাত সরিয়ে দেই?'

'না। ধন্যবাদ। শুধু আমাকে মুক্ত করে দাও। আমি হিট স্ট্রোকে মারা যেতে বসেছি।'

এ্যাডওয়ার্ড স্লিপিং ব্যাগের চেন বেশ তাড়াতাড়িই খুলে ফেলল। বেপরোয়াভাবে সরিয়ে দিল। জ্যাকব পড়ে গেল। তার নগ্ন পিঠ তাবুর বরফ ঠাণ্ডা মেঝের উপর পড়ল।

'হেই!' সে অভিযোগ করল। তার চোখ খুলে গেল। স্বতঃস্ফুর্তভাবে, সে লাফ দিয়ে ঠাণ্ডার উপর থেকে উঠে গেল। আমার দিকে ঘুরে গেল। আমি শ্বাস নিলাম।

সে আমার উপর থেকে উঠে গেছে। আমার কাছে মনে হলো জ্যাকব তাবুর একটা পোলের উপর গিয়ে পড়ল আর তাবু কেঁপে উঠল।

চারিদিক থেকে গর্জন ভেসে এলো। এ্যাডওয়ার্ড আমার সামনে হামাগুড়ি দিয়ে এগিয়ে এলো। আমি তার মুখ দেখতে পেলাম না। কিন্তু গর্জন তার বুকের ভেতর থেকে রাগান্বিতভাবে বের হচ্ছিল। জ্যাকব কিছুটা হামাগুড়ির ভঙ্গিতে। তার সমস্ত শরীর কাঁপছে। যখন গর্জন তার দাঁতে দাঁতে খিচখিচানি দেয়া শরীরের ভেতর থেকে বের হলো। সেথ ক্লিয়ারওয়াটারের ভয়ংকর গর্জন পাথরে পাথরে প্রতিধ্বনিত হতে লাগল।

'থামাও! এটা থামাও!' আমি চেঁচিয়ে উঠলাম। তাদের দুজনের মাঝখানে ভয়ে ভয়ে গিয়ে দাঁড়িয়েছি। মাঝখানের জায়গাটা এতটা ছোট যে আমি দুজনের মধ্যে দাঁড়িয়ে তাদের দুজনের বুকে হাত দিলাম। এ্যাডওয়ার্ড হাত দিয়ে আমার কোমর জড়িয়ে ধরল। আমাকে পথ থেকে সরিয়ে দেয়ার জন্য প্রস্তুত।

'থামো। এখনই!' আমি তাকে সর্তক করলাম।

আমার স্পর্শের কারণে জ্যাকব শান্ত হতে শুরু করল। কাঁপুনি ধীর গতির হয়ে গেল। কিন্তু তার দাঁত এখন খিচিয়ে আছে। তার চোখজোড়া হিংস্রভাবে এ্যাডওয়ার্ডের দিকে তাকিয়ে আছে। সেথ গর্জন করেই যাচ্ছে। একটানা দীর্ঘ বিলম্বিত সুরে। তাবুর ভেতরের নিরবতার বাইরে একটানা নেকড়ের সুর।

'জ্যাকব?' আমি জিজ্ঞেস করলাম। অপেক্ষা করছিলাম সে শেষ পর্যন্ত ওদিক থেকে যখন চোখ ফিরিয়ে আমার দিকে তাকাবে। 'তুমি কি আহত হয়েছো?'

'অবশ্যই না!' সে হিসহিসিয়ে উঠল।

আমি এ্যাডওয়ার্ডের দিকে ঘুরে গেলাম। সে আমার দিকে তাকাচ্ছে। তার অভিব্যক্তি কঠোর আর রাগান্বিত। 'সেটা খুব সুন্দর কিছু নয়। তোমার স্যরি বলা প্রয়োজন।' তার চোখ অবিশ্বাসে বড়বড় হয়ে গেছে। 'তুমি অবশ্যই মজা করছো—সে তোমাকে ধরে ফেলেছিল!'

'কারণ তুমি তাকে মেঝেতে ফেলে দিয়েছিলে! সে কোন উদ্দেশ্যে এটা করেনি। আর সে আমাকে আহতও করেনি।'

এ্যাডওয়ার্ড গুঙিয়ে উঠল। প্রতিবাদ করল। ধীরে ধীরে সে শত্রুতাপূর্ণ দৃষ্টিতে জ্যাকবের দিকে তাকিয়ে রইল। 'আমি ক্ষমা চাইছি, কুত্তা।'

'কোন ক্ষতি হয়নি।' জ্যাকব বলল। তার কণ্ঠস্বরে তিক্ততা। এখনও বেশ ঠাণ্ডা যদিও ততটা ঠাণ্ডা নয়। আমি বুকের কাছে হাত জড়ো করে রাখলাম।

'এখানে।' এ্যাডওয়ার্ড বলল। আবার শান্ত। সে মেঝে থেকে পার্কা জ্যাকেটটা তুলে নিল এবং আমার গায়ের কোটের উপর চাপিয়ে দিল।

'এটা জ্যাকবের।' আমি প্রতিবাদ করলাম।

'জ্যাকবের একটা পশমের কোট করলাম।' এ্যাডওয়ার্ড হিন্ট দিল।

'আমি শুধু আবার স্লিপিং ব্যাগটা ব্যবহার করব, যদি কিছু মনে না করো।' জ্যাকব তাকে উপেক্ষা করে গেল। তারপর ব্যাগ টেনে নামাল। 'আমি এখনও জেগে উঠার জন্য প্রস্তুত হই নাই। এটাই সবচেয়ে ভাল রাত যে আমি খুব ভাল করে ঘুমিয়েছি।'

'এটা তোমার আইডিয়া ছিল।' এ্যাডওয়ার্ড আগ্রহান্বিতভাবে জিজ্ঞেস করল।

জ্যাকব কুঁকড়ে গেল। তার চোখ এরই মধ্যে বন্ধ হয়ে গেছে। সে গুঙিয়ে উঠল। 'আমি বলি নাই এটা আমার জীবনের সবচেয়ে ভাল রাত্রি ছিল না যেটা আমি কাটিয়েছি। শুধু আমি ভালমত ঘুমাতে পারিন নাই। আমি ভেবেছিলাম বেলা কখনও বন্ধ করতে চাইবে না।'

আমি কেঁপে উঠলাম। ঘুমের মধ্যে আমার মুখ থেকে কি কথা বের হয়েছিল। সম্ভবনাগুলো খুবই ভয়ংকর হতে পারে।

'আমি খুশি তুমি নিজেকে বেশ উপভোগ করেছো।' এ্যাডওয়ার্ড বিড়বিড় করে

বলল।

জ্যাকবের গাঢ় চোখ আবার খুলে গেল। 'তোমার কি খুব একটা ভাল রাত্রি যায়নি, তাহলে?' সে গোমড়ামুখে জিজ্ঞেস করল।

'এটা আমার জীবনের সবচেয়ে খারাপ রাত্রি নয়।'

'এটা কি টপ টেনের মধ্যে পড়বে?' জ্যাকব মজা পাওয়া গলায় জিজ্ঞেস করল।

'সম্ভবত।'

জ্যাকব হেসে চোখ বন্ধ করে ফেলল।

'কিন্তু' এ্যাডওয়ার্ড চালিয়ে গেল। 'যদি আমি গতরাতে তোমার জায়গা নিতে পারতাম, এটা তাহলে আমার জীবনের সবচেয়ে ভাল রাতের টপ টেনের মধ্যে প্রথমে চলে আসত। এটার ব্যাপারে স্বপ্ন দেখ।'

জ্যাকবের চোখ আবার খুলে গেল। সে শক্তভাবে উঠে বসল। তার কাঁধ শক্ত হয়ে গেল।

'তুমি সেটা জানো? আমি ভেবেছিলাম এখানে অনেক বেশি ভিড়।'

'আমি এটার ব্যাপারে একমত নই।'

আমি কনুই দিয়ে এ্যাডওয়ার্ডের পাজরে ধাক্কা দিলাম। সম্ভবত বেশ জোরেই।

'অনুমান করছি আমি তার চেয়ে আরো পরে ঘুমিয়ে পড়ার চেষ্টা করব, তাহলে?' জ্যাকব মুখভঙ্গি করল। 'আমার এখন যে করেই হোক স্যামের সাথে কথা বলা দরকার।'

সে হাঁটু মুড়ে বসল এবং দরজার জিপার টেনে ধরল।

আমার বুক ব্যথায় ভরে গেল। পেটের ভেতর মোচড় দিয়ে উঠল। আমি বেপরোয়াভাবে বুঝতে পারলাম এটাই হতে পারে তার আর আমার সাথে শেষ দেখা। সে স্যামের কাছে ফিরে যাচ্ছে। রক্তপিপাসু নতুন জন্মগ্রহণকারী ভ্যাম্পায়ার দলের সাথে লড়াই করতে।

'জ্যাক, অপেক্ষা করো—' আমি তার পিছুপিছু উঠলাম। আমার হাত তার হাত ধরে টান দিল।

সে তার হাত ঝাকি দিল।

'প্লিজ, জ্যাক? তুমি কি থাকতে পারো না?'

'না।'

শব্দগুলো কঠোর আর শীতল। আমি জানি আমার মুখে ব্যথা ছড়িয়ে পড়ছে। কারণ সে বড় করে শ্বাস নিল এবং কিছু হাসি ফুটিয়ে তুলল।

'আমাকে নিয়ে দুশ্চিন্তা করো না বেলা। আমি ঠিক থাকব। যেরকম আমি সবসময়েই থাকি।' সে জোর করে হাসল। 'পাকাঁপাশি, তুমি মনে করো আমি সেথকে আমার জায়গায় রেখে যাচ্ছি—সব মজা করার জন্য এবং সব গৌরব নিয়ে নেয়ার জন্য? ঠিক।' সে নাক টানল।

'সতর্ক হও—'

আমি কথা শেষ করার আগেই সে তাবু ছেড়ে বেরিয়ে গেল।

'বিশ্রাম নাও, বেলা।' আমি শুনতে পেলাম সে তাবুর দরজা আবার টেনে লাগিয়ে

দেয়ার সময়।

আমি তার পদক্ষেপের শব্দ শুনতে পেলাম কিন্তু এটা এখনও পুরোপুরিভাবে শান্ত। কোন বাতাস নেই। আমি দুরে পাহাড়ে সকালের পাখিদের গুঞ্জন শুনতে পেলাম। আর কিছু নয়। জ্যাকব নিঃশব্দে চলে গেল।

আমি কোটের ভেতর কাঁপতে লাগলাম। এ্যাডওয়ার্ডের কাঁধের উপর ঝুকে পড়লাম।

আমরা বেশ কিছুক্ষণের জন্য নিরব হয়ে রইলাম।

'কত সময় পরে?' আমি জিজ্ঞেস করলাম।

'এলিস স্যামকে বলেছিল এটা এক ঘণ্টা বা এরকম হতে পারে।' এ্যাডওয়ার্ড বলল।

'আমরা একসাথে থাকব। যাই হোক না কেন।'

'যাই হোক না কেন।' সে সম্মত হল, তার চোখ স্থির হয়ে আছে।

'আমি জানি।' আমি বললাম। 'আমিও সেগুলোর জন্য ভীত হয়ে পড়েছি।'

'তারা নিজেদের কিভাবে নিয়ন্ত্রণ করতে হয় তারা সেগুলো জানে।' এ্যাডওয়ার্ড আমাকে আশস্ত করল। উদ্দেশ্যমূলকভাবে তার কণ্ঠস্বর হালকা করে ফেলল, 'আমি শুধু এরকম মজা করাটা মিস করছি।'

আবার মজা পাওয়া। আমার নাকের পাটা ফুলে উঠল।

সে তার হাত আমার কাঁধের উপর রাখল। 'দুশ্চিন্তা করো না।' সে একমত হলো। তারপর আমার কপালে চুমু খেল।

যেন সেখানে কোন না কোনভাবে এটা এড়ানো যাবে। 'নিশ্চয় নিশ্চয়।'

'তুমি কি আমাকে তোমার থেকে বিচ্ছিন্ন করতে চাও?' সে শ্বাস নিল। তার বরফ শীতল আঙুলগুলো আমার মুখের উপর বুলাতে লাগল।

আমি কেঁপে উঠলাম। সকালটা এখনও বরফে আছন্ন।

'হতে পারে ঠিক এই মুহূর্তে নয়।' সে নিজেকেই নিজে উত্তর দিল। তার হাত টেনে নিল।

'আমাকে বিচ্ছিন্ন করার আরো অন্য পথ আছে।'

'তুমি কোনটা পছন্দ করো?'

'তুমি আমাকে তোমার দশটা সবচেয়ে ভাল রাত্রির ব্যাপারে বলতে পারো।' আমি পরামর্শ দিলাম। 'আমি কৌতুহলী।'

সে হাসল। 'অনুমান করতে চেষ্টা করো।'

আমি দুদিকে মাথা নাড়লাম। 'তোমার অনেক বেশি রাত্রি আছে যেগুলোর সম্বন্ধে আমি কিছুই জানি না। শতকের উপরে।'

'আমি এটা তোমার জন্য ছোট করে নিয়ে আসছি। আমার সমস্ত ভাল রাত্রি শুরু হয়েছে তোমার সাথে দেখা হওয়ার পর থেকে।'

'সত্যিই?'

'হ্যাঁ, সত্যিই—এবং বেশ ভালভাবেই তোমার সাথে।'

আমি মিনিটখানেক ধরে ভাবলাম। 'আমি শুধু আমারগুলো নিয়ে ভাবতে পারি।'

আমি স্বীকার করলাম।

'সেগুলো আমাদের দুজনের একই হতে পারে।' সে উৎসাহিত করল।

'বেশ, প্রথম রাত্রির কথা বলি। যে রাতে তুমি থেকেছিলে।'

'হ্যাঁ। সেটা আমারও ভাল রাত্রি। অবশ্যই, তুমি আমার সবচেয়ে প্রিয় অংশের ব্যাপারে অসচেতন।'

'সেটাই ঠিক।' আমি মনে করলাম। 'আমি সেই রাত্রিটাও নিচ্ছি।'

'হ্যাঁ।' সে সম্মত হলো।

আমার মুখ উষ্ণ হয়ে উঠল যখন আমি বিস্মিত হলাম যে আমি জ্যাকবের সাথে ঘুমানোর রাত আমার গণনার মধ্যে। আমি মনে করতে পারি না সেসব রাতে আমি কি স্বপ্ন দেখেছিলাম। অথবা এর পুরোটাই স্বপ্ন ছিল। কাজেই সেটা কোন সাহায্য করল না।

'আমি গতরাতে কি বলেছিলাম?' আমি ফিসফিস করে বললাম।

সে উত্তর দেয়ার পরিবর্তে শুধু কাঁধ ঝাকাল। আমি বিস্মিত হলাম।

'খারাপ কিছু?'

'না তেমন ভয়ানক কিছু নয়।' সে শ্বাস নিল।

'দয়া করে আমাকে বলো।'

'তুমি বেশিরভাগ সময় ধরে আমার নাম ধরে ডাকছিলে। সবসময়ের মত।'

'সেটা খারাপ কিছু নয়।' আমি সতর্কভাবে সম্মত হলাম।

'একেবারে শেষের দিকে, যদিও তুমি বিড়বিড় করে কিছু অর্থহীন প্রলাপ বকছিলে, 'জ্যাকব, আমার জ্যাকব।' আমি সেই ব্যথাটা শুনতে পাচ্ছিলাম, এমনকি ফিসফিসানির মধ্যেও।' তোমার জ্যাকব সেটা খুব বেশি উপভোগ করেছে।'

আমি গলা উঁচু করলাম। আমার ঠোঁট তার চোয়াল খুঁজতে লাগল। আমি তার চোখ দেখতে পেলাম না। সে তাবুর সিলিংয়ের দিকে এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে ছিল।

'দুঃখিত।' আমি বিড়বিড় করে বললাম। 'আমি সেইভাবেই ওরকম ভিন্নতা করি।'

'ভিন্নতা?'

'ডক্টর জেকিল আর মিস্টার হাইডের মধ্যে। জ্যাকবের মধ্যে যেটাকে আমি পছন্দ করি আর যেটাকে আমি নরকে যেতে বলি।' আমি ব্যাখ্যা করলাম।

'সেটার অর্থ আছে।' তার কণ্ঠস্বর কিছুটা নিয়ন্ত্রণে, 'আমাকে আরেকটা প্রিয় রাতের কথা বলো।'

'বাড়ি থেকে ইতালি প্লেনে যাওয়ার রাত।'

সে ভুরু কুঁচকে ফেলল।

'এটা কি তোমার একটা রাত নয়?' আমি বিস্মিত।

'না, এটা আমার একটা। প্রকৃতপক্ষে, কিন্তু আমি বিস্মিত এটা তোমার তালিকায় আছে। তোমার কি মনে আছি আসি সেই সময়ে একটা দোষী হিসাবে ছিলাম। আমি প্লেনের দরজা খুললেই ছুটে বেরিয়ে যেতে চেয়েছিলাম।'

'হ্যাঁ।' আমি হাসলাম। 'কিন্তু, এখনও, তুমি সেখানে ছিলে।'

সে আমার চুলে চুমু খেল। 'আমি যেরকম মনে করি তুমি তার চেয়ে আমাকে

অনেক বেশি ভালবাস।'

আমি সেই কথা শুনে হেসে উঠলাম। 'পরেরটা সম্ভবত ইতালীর পরের রাত হবে।' আমি বলে চললাম।

'হ্যাঁ। সেটাও তালিকায় আছে। তুমি এতই মজার।'

'মজার?' আমি প্রতিবাদ করলাম।

'আমার কোন ধারণাই নেই যে তোমার স্বপ্ন কল্পনা এরকম বিচিত্র বিভিন্ন হতে পারে। এটা আমাকে এমনভাবে রেখেছে যেন তোমার ব্যাপারে আমাকে সবসময় জাগিয়ে সচেতন রাখে।'

'আমি এখনও নিশ্চিত নই।' আমি বিড়বিড় করে বললাম। 'তুমি বাস্তবতার চেয়ে অনেক বেশি স্বপ্ন দেখে ফেলেছো। সেগুলোর মধ্য থেকে আমাকে একটা বলো। এখনই। আমি কি প্রথমটার কথা অনুমান করতে পারব?'

'না— সেটা দুইরাত আগের ঘটনা। যখন তুমি শেষ পর্যন্ত আমাকে বিয়ে করতে রাজি হয়ে গেলে।'

আমি মুখের ভাব ধরে রাখলাম।

'সেটা তোমার লিস্ট তৈরি করে না?'

সে যেভাবে চুমু খায় আমি সেটা নিয়ে ভাবলাম। যে সচেতনতা আমি অর্জন করেছি এবং আমার মন পরিবর্তন করেছি। 'হ্যাঁ—এটা কাজ করে। কিন্তু রির্জারভেশেনরে সময়। আমি বুঝতে পারি না কেন এটা তোমার কাছে এত গুরুত্বপূর্ণ। তুমি এরই মধ্যে সেটা চিরদিনের জন্য করেছো।'

'এখন থেকে একশত বছর আগে, যখন তুমি অনেক বেশি উদ্দেশ্য অর্জন করেছিলে সত্যিই এই প্রশ্নের উত্তর দিতে, আমি সেটা তোমার কাছে ব্যাখ্যা করব।'

'আমি তোমাকে ব্যাখ্যার ব্যাপারটা স্মরণ করিয়ে দিতে চাই—একশত বছর।'

'তুমি কি যথেষ্ট উষ্ণ?' সে হঠাৎ প্রশ্ন করল।

'আমি বেশ ভাল আছি।' আমি তাকে আশ্বস্ত করলাম, 'কেন?'

সে উত্তর দেয়ার আগে তাবুর বাইরে নেকড়ের ব্যথিত চিৎকার ভেসে এলো।

শব্দটা প্রতিধ্বনিত হতে হতে শূন্য পাথরের পাহাড়ে ধাক্কা খেয়ে ফিরে এলো। বাতাসে ভরে শব্দটা এমনভাবে আসছে যেন এটা প্রতিটি দিক থেকে আসছে।

নেকড়ের গর্জন আমার মনে টর্ণেডোর মত ঝড়ো গতিতে এলো। পরিচিত এবং অদ্ভুত। অদ্ভুত কারণ আমি কখনও আগে এরকম শাস্তিদায়ক কান্নার গর্জন শুনিনি। পরিচিত কারণ আমি একদা সেই কণ্ঠস্বরকে জানতাম। আমি শব্দটা চিনতে পারলাম। অর্থ বুঝতে পারলাম। এটা কোন পার্থক্য আনে না যে জ্যাকব যখন কান্না করে তখন সে মানুষ থাকে না। আমার কোন অনুবাদকের প্রয়োজন হয় না।

জ্যাকব কাছাকাছি আছে। আমরা যেসব কথাবার্তা বলেছি জ্যাকব তার প্রতিটি শব্দ শুনেছে। জ্যাকব রেগে আছে।

নেকড়ের গর্জন কান্নার শব্দ থেকে অন্যরকম শব্দের মত হয়ে গেল। তারপর চারিদিকে আবার শান্ত হয়ে গেল।

আমি তার নিরবে পালিয়ে যাওয়া শুনতে পেলাম না। কিন্তু আমি সেটা অনুভব

করতে পারলাম। আমি তার অনুপস্থিতি বুঝতে পারি। যে জায়গা সে শূন্য করে চলে গেছে।

'কারণ তোমার স্পেস হিটার তার সীমাবদ্ধ অবস্থায় চলে গেছে।' এ্যাডওয়ার্ড শান্ত স্বরে উত্তর দিল। 'সত্যটা চলে গেছে।' সে যোগ করল। এতটাই নিচু গলায় বলল যে আমি বুঝে উঠতে পারলাম না সত্যিই সে ওরকম কিছু বলেছে কিনা।

'জ্যাকব শুনছিল।' আমি ফিসফিস করে বললাম। এটা কোন প্রশ্ন ছিল না।

'হ্যাঁ।'

'তুমি জানতে।'

'হ্যাঁ।'

আমি শূন্য দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলাম। কিছুই দেখছিলাম না।

'আমি কখনো সুন্দর লড়াইয়ের প্রতিজ্ঞা করিনি।' সে শান্তভাবে আমাকে মনে করিয়ে দিল।

'এবং সে সেটা জানে।'

আমি হাতের উপর মাথা রেখে বসে রইলাম।

'তুমি কি আমার উপর রেগে আছো?' সে জিজ্ঞেস করল।

'তোমার উপরে না।' আমি ফিসফিস করে বললাম, 'আমি নিজেকে নিয়ে ভয়ে আছি।'

'নিজেকে দোষী ভেবো না।' সে অনুনয় করল।

'হ্যাঁ।' আমি তিক্তভাবে সম্মত হলাম। 'আমি আমার শক্তি সংরক্ষণ করে রাখব জ্যাকবের প্রতি রাগান্বিত হওয়ার জন্য। আমি তাকে কোনভাবেই অরক্ষিত অবস্থায় রাখতে চাই না।'

'সে জানে সে কি করছে।'

'তুমি কি ব্যাপারটগুলো নিয়ে চিন্তা করছ?' আমি শূন্য দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলাম। চোখে জল চলে এল। 'তুমি কি মনে করো আমি সেটার কোন পরোয়া করি যে সেটা ভাল অথবা সে সতর্ক হয়েছিল? আমি তাকে আহত করেছি। প্রতিবার আমি ঘুরে দাঁড়াই, আমি তাকে আবার আহত করি।' আমার কণ্ঠস্বর আস্তে আস্তে উচ্চগ্রামে উঠে যাচ্ছিল। কিছুটা হিস্টিরিয়ার মত, 'আমি একজন কদাকার মানুষ।'

সে তার হাত দিয়ে আমাকে আরো জোরে জড়িয়ে ধরল। 'না, তুমি তা নও।'

'আমি তাই! আমার ভেতরে ভুল ব্যাপারটা কি?' আমি তার হাতের ভেতরে ছটফট করতে লাগলাম। তারপর সে আমাকে ছেড়ে দিল। 'আমি বাইরে যেয়ে তাকে খুঁজে দেখছি।'

'বেলা, সে এরই মধ্যে মাইলখানেক দূরে আছে। এবং বাইরে ঠাণ্ডা।'

'আমি তার পরোয়া করি না। আমি শুধু এখানে বসে থাকতে পারছি না।' আমি কাঁধ ঝাকিয়ে জ্যাকবের পার্কা ফেলে দিলাম। পায়ে বুটজুতো পরে নিলাম। হামাগুড়ি দিয়ে দরজা দিয়ে দ্রুত বেরিয়ে এলাম। আমার পা অবশ লাগতে লাগল। 'আমি...আমি...' আমি জানি না কিভাবে বাক্যটা শেষ করব। জানি না আমার এখন কি করার আছে। কিন্তু আমি তাড়াতাড়ি দরজার চেইন খুলে ফেললাম। তারপর উজ্জল

বরফাচ্ছাদিত সকালে বেরিয়ে পড়লাম।

গতরাতের তুষার ঝড়ের পরে আমি যেরকম ভেবেছিলাম সেরকম বরফ বাইরে ছিল না। সম্ভবত এটা অনেক বেশি উবে গেছে গলে যাওয়ার চেয়ে। সুর্যের আলো বাড়ছে। বরফ গলছে। যদিও বাতাসে এখনও শীতল কামড়। কিন্তু চারিদিকে মৃতের মত শান্ত। ধীরে ধীরে সুর্য উপরে উঠছে।

সেথ ক্লেয়ারওয়াটার একটা শুকনো জায়গায় তার থাবার উপর মাথা দিয়ে বসে আছে। তার বালু রঙা লোমশ শরীরটা প্রায় অদৃশ্য। কিন্তু আমি তার খোলা চোখের চমকানি দেখে চিনতে পারলাম। সে আমার দিকে একভাবে তাকিয়ে আছে। যেন আমাকে দোষীর চোখে দেখছে।

আমি জানি এ্যাডওয়ার্ড আমাকে অনুসরণ করছে। আমি গাছের আড়ালে আসতেই সেটা বুঝতে পারলাম। আমি তাকে শুনতে পাইনি। কিন্তু সুর্যের আলো তার ত্বকের উপর দিয়ে চমক দিয়েছে। সে আমাকে থামানোর জন্য ধরতে পারবে না যতক্ষণ না জঙ্গলের অন্ধকারের মধ্যে না যাই।

তার হাত আমার বামহাতের কবজি ধরে ফেলল। আমি যখন ঝাকি দিয়ে নিজেকে ছাড়িয়ে নিতে চাইলাম সে পাত্তা দিল না।

'তুমি তার পিছুপিছু যেতে পার না। বিশেষত আজকের দিনে না। এখন প্রায় সময় হয়ে গেছে। এবং তোমার নিজেকে হারিয়ে ফেলা কোন সাহায্যে আসবে না।'

আমি কবজি মোচড়াতে লাগলাম, বেপরোয়াভাবে টানতে লাগলাম।

'আমি দুঃখিত বেলা।' সে ফিসফিস করল। 'আমি দুঃখিত আমি সেটা করেছিলাম।'

'তুমি কোন কিছুই করোনি। এটা আমার দোষ। আমি এটা করেছি। আমি সবকিছু ভুল করেছি। আমি করতে পারি... যখন সে... আমি করতে পারি না... আমি...আমি...' আমি ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠলাম।

'বেলা, বেলা।'

সে আমাকে জড়িয়ে ধরল। আমার কান্নার জল তার জামা ভিজিয়ে দিতে লাগল।

'আমি করতে পারব--তাকে বলেছিলাম--আমি পারব—বলতে পারব—' কি? কি এটাকে ঠিক রেখেছে? 'সে করতে পারবে না, এভাবে খুঁজে পাবে না।'

'তুমি কি দেখতে চাও আমি তাকে খুঁজে ফিরিয়ে নিয়ে আসতে পারি কিনা, যাতে তুমি তার সাথে কথা বলতে পারো? সেখানে এখনও খুব কম সময় আছে।'

এ্যাডওয়ার্ড বিড়বিড় করে বলল। তার কণ্ঠস্বরে রাগের বহিঃপ্রকাশ।

আমি তার বুকের উপর মাথা নুয়ে পড়লাম। তার মুখের দিকে তাকাতে ভয় পাচ্ছি।

'তাবুতে থাকো। আমি তাড়াতাড়ি ফিরে আসব।'

সে হাত ছেড়ে দিল। সে এত তাড়াতাড়ি চলে গেল আমি যে সেকেন্ডে চোখ তুলে তাকালাম ততক্ষণে সে চলে গেছে।

আমি একাকী।

নতুন করে ফুঁপিয়ে উঠলাম। আমি আজকে সবাইকে আঘাত করছি। আমি কোন

জিনিসকে স্পর্শ করলেই কি সেটা নষ্ট হয়ে যাবে?

সবকিছু এমনভাবে আমাকে আঘাত করছে কেন, আমি জানি না। সবকিছু একাকী আসছে না। জ্যাকব এর আগে কখনও এত শক্তিশালীভাবে প্রতিক্রিয়া দেখায়নি। তার সেই রাগের শব্দ আমাকে এখনও কাপিয়ে তুলছে। আমার বুকের গভীর আঘাত করছে। জ্যাকবের জন্য কষ্ট হচ্ছে। কষ্ট হচ্ছে এ্যাডওয়ার্ডের জন্যও।

আমি স্বার্থপর। আমি ব্যথাদায়ক। আমি যাকে ভালবাসি তাকে আঘাত করি।

আমি যেন ক্যাথির মত। ওয়াদারিং হাইটাসের ক্যাথির মত। শুধু তার চেয়ে আমার অপশনগুলো অনেক বেশি ভাল। সেখানে একজন শয়তান নেই, একজন দুষ্ট লোক নেই। আমি এখানে বসে আছি। এসব ভেবে কাদছি। এগুলোকে ঠিক করার জন্য কিছুই করতে পারছি না। ক্যাথির মতই।

আমি বিভ্রান্ত হয়ে পড়েছি। মনে হচ্ছে অনেক দেরি হয়ে গেছে। কিন্তু সঠিক জিনিসটা ঠিক এখনই করা উচিত। হতে পারে এটা এরই মধ্যে আমার জন্য করা হয়ে গেছে। হতে পারে এ্যাডওয়ার্ড তাকে ফিরিয়ে আনতে পারবে না। তারপর আমি সেটা মেনে নেবো এবং আমার জীবন এভাবেই চালিয়ে যাবো। এড কখনো জ্যাকবের জন্য আমার চোখে অশ্রু দেখতে চায় না। সেখানে আর কোন কান্না থাকবে না। আমি তাকে মুছে ফেলেছি।

কিন্তু যদি এড জ্যাকবকে নিয়ে ফিরে আসে, তাহলেও সেটা তাই হবে। আমি তাকে এখন থেকে দুরে চলে যেতে বলবো এবং কখনো ফিরে আসতে বলবে না।

কেন সেটা এত কঠিন হবে? সুতরাং আমার অন্য বন্ধুদের বিদায় জানানো আরো বেশি কঠিন হবে। এঞ্জেলা, মাইক। সেকন কেন আমাকে আহত করবে? এটা ঠিক নয়। সেগুলো আমাকে আহত করতে সমর্থ হবে না। আমি দুজনকেই একসাথে খুশি করতে পারি না। কারণ জ্যাকব শুধু আমার বন্ধু হতে পারবে। এখন সময় হয়েছে এ ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেয়ার। কিভাবে একজন মানুষ এত লোভী হতে পারে?

জ্যাকবের প্রতি আমার যে অযৌক্তিক আবেগ সেটা আমাকে মুছে ফেলতে হবে। সে আমার সাথে থাকতে পারে না। সে আমার জ্যাকব হয়ে থাকতে পারে না। যখন আমি অন্য আরেকজনের হয়ে আছি।

আমি ধীরে ধীরে পিছনের দিকে ছোট্ট ফাঁকা জায়গার দিকে এগিয়ে যেতে থাকলাম। আমার পা টেনে টেনে নিয়ে যেতে হচ্ছিল। যখন আমি একটা খোলা জায়গায় চলে এলাম, উজ্জল আলোয় চোখ পিটপিট করছিলাম। আমি তাড়াতাড়ি একবারের জন্য সেথের দিকে তাকালাম। সে তার জায়গা থেকে নড়ে নাই। সে অন্য দিকে তাকাল। আমাকে এড়িয়ে গেল।

আমি বুঝতে পারলাম মেডুসার সাপের মত আমার চুল পেচিয়ে জট বেঁধে গেছে। আমি চুলের জটে আঙুল চালিয়ে জট খুলতে লাগলাম। কে সেটার দিকে দেখে যে আমি কেমন দেখাচ্ছি?

তাবুর পাশে যে ক্যান্টিন মত তৈরি করা সেদিকে এগিয়ে গেলাম। ঠাণ্ডা জমানো পানি দিয়ে আমার মুখটা পরিষ্কার করলাম। সেখানে কাছে পিঠে খাবার ছিল। কিন্তু আমি খাবারের দিকে এগিয়ে যাওয়ার মত ক্ষুধার্ত বোধ করলাম না।

আমি উজ্জ্বল ফাঁকা পথ দিয়ে হাঁটতে শুরু করলাম। বুঝতে পারলাম সেথের চোখ আমাকে লক্ষ্য রাখছে। কারণ আমি তার দিকে তাকাচ্ছিলাম না। আমার চোখে সে এখনও কিশোর বালক। একটা বিশালদেহী নেকড়ের চেয়ে। সে জ্যাকবের চেয়ে অনেক ছোট।

আমি চাইছিলাম সেথ গর্জন করুক অথবা কোন সংকেত দিক যাতে জ্যাকব ফিরে আসে। কিন্তু আমি থেমে গেলাম। যদি জ্যাকব ফিরে আসে এটা কোন ব্যাপার হবে না। এটা আরো সহজ হবে যদি সে ফিরে না আসে। আমি ওর চেয়ে যেকোনভাবে এ্যাডওয়ার্ডকে ডাকি।

সেথ অন্যরকম একটা শব্দ করল। উঠে দাঁড়িয়ে গেল।

'এটা কি হচ্ছে?' আমি বোকার মত তাকে জিজ্ঞেস করলাম।

সে আমাকে এড়িয়ে গেল। সে গাছের দিকে মুখ ঘোরাল। নাক টেনে পশ্চিম দিকে নাক ঘোরাল। সে শব্দ করতে শুরু করল।

'অন্যরা কি ওই দিকে, সেথ?' আমি জানতে চাইলাম। 'ক্লিয়ারিংয়ের দিকে?'

সে আমার দিকে তাকাল। একবার খুব নরম করে গুইগুই শব্দ করল। তারপর আবার পশ্চিম দিকে মুখ করে দাঁড়াল। তার কান পিছনের দিকে মাথার সাথে লেগে গেল এবং সে ডাকতে লাগল।

আমি কেন এতটা বোকা? আমি কি ভাবছি? এ্যাডওয়ার্ডকে দুরে পাঠিয়েছি? আমি কিভাবে জানতে পারব যে কি ঘটে চলেছে? আমি নেকড়েদের সাথে কথা বলতে পারি না।

আমার মেরুদন্ড বেয়ে শীতল স্রোত নেমে গেল। কিভাবে যদি সময় চলে যেতে থাকে? যদি জ্যাকব আর এড কাছাকাছি চলে আসে? যদি এ্যাডওয়ার্ড লড়াইয়ে যোগ দেয়ার সিদ্ধান্ত নেয়?

যদি সেথ ক্লিয়ারিংয়ের ব্যাপারে কিছুই করতে না পারে এবং তার এই চিৎকার প্রতারণামূলক হয়? যদি জ্যাকব আর এ্যাডওয়ার্ড একে অন্যের সাথে লড়তে শুরু করে? তারা সেটা করতে পারে না, পারে কি?

হঠাৎ করে ভয়ের শীতল স্রোত বয়ে গেল। আমি বুঝতে পারলাম তারা তা পারে। যদি তারা সেইসব বাক্য আলাপ করতে পারে। আমি আজ সকালে তাদের অভিব্যক্তি দেখেছি। আমি যদি তাদের সেই লড়াইকে অবজ্ঞা করে থাকি।

আমি তাহলে তাদের দুজনকেই হারাতে যাব।

আমার হৃৎপিন্ড ভয়ে জমে যেতে লাগল।

আমি ভয়ে জমে যাওয়ার আগে, সেথ মৃদুভাবে গর্জন করতে লাগল। তার বুকের গভীর থেকে। তারপর তার লক্ষ্য রাখা থেকে ঘুরে গেল এবং তার বিশ্রামের জায়গায় ফিরে গেল। আমি শান্ত হলাম। কিন্তু তা আমাকে উত্তেজিত করে তুলল। সে কি গাছের গায়ে আচড় কেটে কোন খবর আমাকে জানাতে পারে না?

সব চিন্তায় আমি ঘেমে উঠতে লাগল। আমি জ্যাকেট খুলে তাবুর ভেতর ছুঁড়ে দিলাম। তারপর আমি অন্য একটা পথের দিকে এগুতে লাগলাম।

জ্যাকব হঠাৎ করে আবার উঠে দাঁড়াল। আমি চারিদিকে তাকালাম। কিন্তু কিছুই

দেখতে পেলাম না। যদি সেথ এটা দেখিয়ে না দিত তাহলে আমি তার মুখে পাথর ছুড়ে মারতাম।

সে গুড়িয়ে উঠল। খুব মৃদুলয়ের সর্তক সংকেত। আমি অধৈর্যের পরিচয় দিলাম।

'এটা শুধুই আমরা সেথ।' জ্যাকব দূর থেকে ডাকল।

আমি এটা ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করলাম কেন আমার হৃৎপিন্ড উচ্চলয়ে শব্দ করতে লাগল যখন আমি তার কণ্ঠস্বর শুনতে পেলাম। তার ফিরে আসায় আমি স্বস্তি পেলাম না। সেটা সাহায্যের চেয়ে বিপরীত হয়ে গেল।

এ্যাডওয়ার্ড ধীরে ধীরে মাথা নোয়াল। দুশ্চিন্তায় তার কপালে ভাঁজ পড়ে গেছে।

'হ্যাঁ, আমাদের এই সবকিছু দরকার।' সে নিজে নিজে বিড়বিড় করল বিশাল নেকড়ের সামনে। 'আমি মনে করি আমাদের বিস্মিত হওয়া উচিত নয়। কিন্তু সময়টা খুব কাছাকাছি চলে এসেছে। দয়া করে এলিসকে বলে স্যামকে সময়টা আরেকটু পিছিয়ে নাও।'

সেথ একবার তার মাথা নিচে ঝোকাল। আমি আশা করছিলাম আমি নিজেও গর্জন করতে পারব। নিশ্চয়, সে এখন মাথা নত করা শিখেছে। আমি মাথা ঘুরিয়ে নিলাম। বিরক্ত। বুঝতে পারলাম জ্যাকব সেখানে আছে।

সে আমার দিকে পিছন করে আছে। আমি তার জন্য দুশ্চিন্তা করছিলাম।

'বেলা।' এ্যাডওয়ার্ড বিড়বিড় করল। হঠাৎ আমার পাশে দাঁড়িয়ে। সে আমার দিকে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে ছিল। শুধু তার চোখে সর্তকতা। তার সভ্যতা ভব্যতার কোন কমতি নেই। আমি সেটা বুঝতে পারলাম।

'সেখানে কিছুটা জটিলতা আছে।' সে আমাকে বলল। তার কণ্ঠস্বর সর্তকভাবে চিন্তামুক্ত। 'আমি সেথকে কিছুটা অন্য দিকে নিয়ে যাচ্ছি। তাকে সোজা বের করে দেয়ার চেষ্টা করছি। আমি খুব বেশি দূরে যাচ্ছি না। কিন্তু আমি শুনতে পাচ্ছি না অন্যথায়। আমি জানি তুমি কোন শ্রোতা পছন্দ করো না। সেটা কোন ব্যাপার নয় তুমি কিভাবে যেতে চাচ্ছ।'

একেবারে শেষে এসে তার কণ্ঠস্বর ব্যথায় ভাঙা ভাঙা হয়ে গেল।

আমি কখনও আবার তাকে ব্যথা দিতে পারি না। সেটাই আমার জীবনের লক্ষ্য।

আমি এতটাই আপসেট ছিলাম যে তাকে নতুন সমস্যাটা কি সেটাও জিজ্ঞেস করতে পারলাম না। আমার এই মুহূর্তে আর কোন কিছুর দরকার নেই।

'তাড়াতাড়ি ফিরে এসো।' আমি ফিসফিসালাম।

সে আমার ঠোঁটে মৃদু করে চুমু খেল। তারপর সেথকে সাথে নিয়ে জঙ্গলের মধ্যে হারিয়ে গেল।

জ্যাকব তখনও গাছের ছায়ার আড়ালে দাঁড়িয়ে ছিল। আমি পরিষ্কারভাবে তার অভিব্যক্তি দেখতে পাচ্ছিলাম না।

'আমার কিছু ব্যস্ততা আছে, বেলা।' সে দুর্বল গলায় বলল। 'কেন তুমি এটাকে ওভাবে শেষ করে দিচ্ছো না?'

আমি ঢোক গিললাম। আমার গলা হঠাৎ করে এতই শুকিয়ে কাঠ হলো যে আমি বুঝতে পারলাম না গলা দিয়ে কোন শব্দ বের হবে কিনা।

'শুধু শব্দগুলোই বলো এবং এটার সাথে কাজ হও।'

আমি গভীর করে শ্বাস নিলাম।

'আমি দুঃখিত যে আমি এতটাই নষ্ট মানুষ।' আমি ফিসফিস করে বললাম, 'আমি দুঃখিত আমি এতটাই স্বার্থপর হয়েছি। আমি আশা করি আমি আর কখনও তোমার সাথে দেখা করব না। যেন আমি যেভাবে তোমাকে ব্যথা দিচ্ছি তা না দিতে হয়। আমি আর এটা করতে চাই না। আমি প্রতিজ্ঞা করছি। আমি তোমার থেকে অনেক দুরে থাকতে পারব। আমি দেশ ছেড়ে চলে যাব। তুমি আর কখনও আমাকে দেখতে পাবে না।'

'সেটা ক্ষমা প্রার্থনার জন্য এত বেশি কিছু নয়।' সে তিক্ত স্বরে বলল।

আমি ফিসফিসানির চেয়ে আরো জোরে কিছু বলতে পারলাম না। 'আমাকে বল এটা কিভাবে ঠিক।'

'কি হবে যদি আমি তোমাকে যেতে দিতে না চাই? কি হবে যদি আমার পরিবর্তে তুমি থাক, স্বার্থপর অথবা না? আমি কি কিছু বলতে পারব না, যদি তুমি আমার উপর চাপিয়ে দেয়ার চেষ্টা করো?'

'সেটা কোন কিছুই সাহায্য করছে না জ্যাক। তোমার সাথে থাকা একটা ভুল ব্যাপার যখন তুমি এই জাতীয় ভিন্ন জিনিস চাও। এটা কোনক্রমেই এর চেয়ে ভাল হতে যাচ্ছে না। আমি শুধু তোমাকে আঘাত দিয়েই যাব। আমি তোমাকে আর কোন মতেই আঘাত দিতে চাই না। আমি এটাকে ঘৃণা করি।' আমার কণ্ঠস্বর ভেঙে গেল।

সে শ্বাস নিল। 'থামো। তুমি এর চেয়ে আর বেশি কিছু বলো না। আমি বুঝতে পেরেছি।'

আমি তাকে বলতে চাইছিলাম আমি তাকে কতটা মিস করি। কিন্তু আমি জিহবা কামড়ে ধরলাম। সেটা কোন কিছুই সাহায্য করবে না।

সে এক মুহূর্ত শান্তভাবে দাঁড়িয়ে রইল। মাটির দিকে তাকিয়ে রইল। আমি তর্ক এড়ানোর জন্য নিজের সাথে লড়তে লাগলাম। আমার হাত দিয়ে তাকে জড়িয়ে ধরলাম। তাকে আরাম দিতে। এবং তারপর তার মাথা উপরে উঠল।

'বেশ, তুমিই শুধু একমাত্র একজন নও যে নিজেকে উৎসর্গ করছো।' সে বলল। তার কণ্ঠস্বর বেশ উষ্ণ। 'দুইজন খেলায় খেলতে পারে।'

'কি?'

'আমি নিজে খুব খারাপ আচরণ করেছি। আমি ব্যাপারটা তোমার জন্য অনেক বেশি কঠিন করে ফেলেছি। এতটা আমার দরকার ছিল না। আমি প্রথম থেকেই খুব ভাল আচরণ করতে পারতাম। কিন্তু আমিও তোমাকে আহত করেছি।'

'সেটা আমার দোষ।'

'আমি এখানে তোমার সব দোষের ব্যাপারে দোষারুপ করতে চাই না বেলা। অথবা সমস্ত কৃতিত্ব দিতে চাই না। আমি জানি কিভাবে সেটা থেকে নিজেকে মুক্ত করতে হয়।'

সে সুর্যের দিকে তাকাল। তারপর আমার দিকে তাকিয়ে হাসল। 'সেখানে বেশ ভালই মারাত্মক লড়াই ঘটেবে। আমি মোটেই মনে করি না এটা অনেক কঠিন হবে

আমাকে সবকিছুর বাহিরে রাখা।'

তার কথা আমার মস্তিষ্কে খুব ধীরে ধীরে প্রবেশ করল। আমি শ্বাস নিতে পারছিলাম না। সবকিছুর পরে জ্যাকব আমার জীবন থেকে পুরোপুরি মুছে গেছে। আমি বুঝতে পারছি না কিভাবে ব্যাপারটা ঘটেছে।

'ওহ, না জ্যাক! না না না না।' আমি ভয়ে ঢোক চিপলাম। 'না, জ্যাক, না। দয়া করে না।' আমার হাঁটু কাঁপতে শুরু করল।

'পাথর্ক্যটা কি বেলা? এটা আরো প্রত্যেকের জন্য আরো বেশি কনভিনেন্ট হয়ে দেখা দেবে। তুমি এমন কি আর নড়াচড়ার ক্ষমতা রাখবে না।'

'না!' আমার কণ্ঠস্বর উচ্চগ্রামে উঠে গেল। 'না, জ্যাকব! আমি তোমাকে যেতে দিতে চাই না!'

'তুমি কিভাবে আমাকে থামিয়ে রাখবে?' সে হালকাভাবে বলল। হেসে কথা বলল।

'জ্যাকব, আমি তোমার কাছে ভিক্ষা চাইছি। আমার সাথে থাকো।' আমি হাটুর উপরে পড়ে যেতে পারি যদি আমি কোন ক্রমে নড়তে চাই।

'পনের মিনিট ধরে আমি একটা ভাল ব্রাউল মিস করছি? যাতে তুমি আমার থেকে যত তাড়াতাড়ি পার দুরে চলে যেতে পার তুমি মনে করো আমি আবার নিরাপদ? তুমি আমার সাথে মজা করার চেষ্টা করছো।

'আমি দৌড়ে পালিয়ে যেতে পারি না। আমি আমার মন পরিবর্তন করে ফেলেছি। আমরা বাইরের কিছু কাজ করব জ্যাকব। আমাদের মধ্যে সব সময়ে সমঝোতা ছিল। চলে যেও না!'

'তুমি মিথ্যা বলছ।'

'আমি বলছি না। তুমি জানো আমি কেমন খারাপ ধরনের মিথ্যেবাদী। আমার চোখের দিকে তাকাও। আমি থাকতে পারব যদি তুমি চাও।'

তার মুখ কঠোর হয়ে গেল। 'এবং আমি তোমার বিয়ের অনুষ্ঠানের সর্বোত্তম মানুষ হতে পারি?'

আমি কথা বলার আগের মুহূর্ত আমি শুধু তাকে একটা শব্দেই উত্তর দিলাম, 'প্লিজ!'

'সেটাই আমি যেটা ভেবেছিলাম।' সে বলল। তার মুখ আবার শান্ত হয়ে গেল।

'আমি তোমাকে ভালবাসি, বেলা।' সে বিড়বিড় করে বলল।

'আমি তোমাকে ভালবাসি, জ্যাকব।' আমি ভাঙা ভাঙা স্বরে ফিসফিস করে বললাম।

সে হাসল। 'আমি সেটা তোমার চেয়ে অনেক ভালভাবে জানি।'

সে চলে যাওয়ার জন্য ঘুরে দাঁড়াল।

'যেকোন কিছু।' আমি তাকে অদ্ভুত স্বরে ডাক দিলাম।

'তুমি যা কিছু চাও জ্যাকব। শুধু এইটা করো না!'

সে থামল। ধীরে ধীরে ঘুরল।

'আমি সত্যিই মনে করি না তুমি তা বোঝাতে চেয়েছো।'

'থাকো।' আমি কাতর গলায় প্রার্থনা করলাম।

সে মাথা নাড়ল। 'না, আমি যাচ্ছি।' সে থামল। যেন সে কোন কিছুর সিদ্ধান্ত নিচ্ছে। 'কিন্তু আমি সেটা ভাগ্যের উপর ছেড়ে দিতে পারি।'

'তুমি কি বোঝাতে চেয়েছো?" আমি ঢোক গিললাম।

'আমি কোন কিছু বেপরোয়াভাবে করতে চাই না। আমি আমার দলের জন্য সর্বোত্তম কাজ করতে চাই। যা ঘটছে সেটা ঘটতে দিতে চাই।' সে শ্রাগ করল। 'যদি তুমি সত্যিই আমাকে কনভিন্স করতে পারো ফিরে আসার জন্য—তুমি যতটা চাইছ সেভাবে আমাকে স্বার্থহীন কাজ করতে।'

'কিভাবে?' আমি জিজ্ঞেস করলাম।

'তুমি আমাকে জিজ্ঞেস করতে পারো।' সে উপদেশ দিল।

'ফিরে এসো।' আমি ফিসফিস করে বললাম। সে কিভাবে সন্দেহ করে আমি এটা বোঝাতে চেয়েছি?

সে তার মাথা নাড়ল। আবার হাসল। 'আমি সেই বিষয় নিয়ে কথা বলছি না।'

আমার প্রতিক্রিয়ার ব্যাপারে তার অভিব্যক্তি অনেক বেশি উচ্চমাত্রার।

'তুমি কি আমাকে চুমু দেবে, জ্যাকব?'

তার চোখ বিস্ময়ে বড়বড় হয়ে গেল। তারপরে সন্দেহে সরু হয়ে গেল।

'তুমি ধাপ্পা দিচ্ছ।'

'আমাকে চুমু খাও জ্যাকব। চুমু খাও। এবং তারপর ফিরে এসো।'

সে ছায়ার মধ্যে দাঁড়িয়ে দ্বিধা করতে লাগল। নিজে সতর্ক। সে পশ্চিম দিকে অর্ধেকটা ঘুরে গেল।

এখনও বাইরের দিকে তাকিয়ে আছে। সে অনিশ্চিত ভাবে আমার দিকে একটা পদক্ষেপ নিল। তারপর আরেকটা। সে আমার দিকে তাকাল। দৃষ্টিতে সন্দেহ দ্বিধা। আমি পিছনের দিকে তাকালাম। আমার কোন ধারণা নেই আমার মুখে কোন অভিব্যক্তি। জ্যাকব পায়ের উপর তাল দিয়ে পিছিয়ে গেল এবং তারপর আমাদের মধ্যে একটু দূরত্ব রেখে দাঁড়াল।

আমি জানি সে আমার এই পরিস্থিতির সুযোগ নিচ্ছে। আমি সেটা আশা করেছিলাম। আমি শক্ত হয়ে দাঁড়িয়ে রইলাম। চোখ বন্ধ। শক্ত করে মুঠি বন্ধ করে দাঁড়িয়েছি। তার হাতদুটো আমার মুখ তুলে নিল। তার ঠোঁট আমার ঠোঁটে আগ্রহ খুঁজে ফিরল তৃষ্ণার্ত চাতকের মত।

আমি তার ঠোঁটের ভিতর খানিকটা রাগের বহিঃপ্রকাশ খুঁজে পেলাম। একহাত সে আমার গলায় রাখল। তারপর সে হাতে আমার চুলের গোড়ায় মুঠো করে ধরল। অন্য হাতে আমার কাঁধ আকড়ে ধরল। আমাকে ঝাঁকাচ্ছিল। তারপর তাকে আমার দিকে টেনে আনল। তার হাত নিচের দিকে নামতে লাগল। সে যখন আমার ঠোঁটে চুমু খেল সেটা বেশ উষ্ণ এবং নরম।

তারপর সে আমার কোমর জড়িয়ে ধরল। তারপর তার বুকের সাথে আমার বুক জোরে চেপে ধরল।

তার ঠোঁট আবার আমার ঠোঁটের উপর আছড়ে পড়ে চুমু খেল। কিন্তু আমি জানি

সে এখন শেষ করতে চাইছে। তার মুখ আমার চোয়ালের উপর। তারপর সেটা আমার গলায় চলে এল। সে আমার চুল ছেড়ে দিল। তারপর তার দুই হাতেই আমার কোমর জড়িয়ে ধরে রাখল। তার ঠোঁট আমার কান খুঁজে পেল।

'তুমি এর চেয়ে অনেক ভাল কিছু করতে পার, বেলা।' সে হাস্কি স্বরে ফিসফিস করল। 'তুমি এটা নিয়ে অতিরিক্ত চিন্তা করছ।'

আমি কেঁপে উঠলাম যখন তার দাঁত আমার কানের লতিতে কামড়ে ধরল।

'সেটাই ঠিক।' সে বিড়বিড় করে বলল, 'একবারের জন্য, শুধু তুমি নিজেকে বুঝতে দাও তুমি কেমন অনুভব করো।'

আমি যন্ত্রের মত মাথা নাড়লাম। তার হাত আমার চুল ধরল।

তার কণ্ঠস্বর তিক্ততায় রুপ নিল, 'তুমি কি নিশ্চিত তুমি আমি ফিরে আসি সেটা চাও? অথবা তুমি কি সত্যিই আমি মারা যাই সেটা চাও?'

রাগের স্রোত আমার ভিতর দিয়ে বয়ে গেল। সেটা অনেক বেশি কিছু—সে মোটেই ভালভাবে লড়াই করছে না।

আমার হাত এরই মধ্যে তার কাঁধ জড়িয়ে ধরল। আমি দুহাতের মুঠোয় তার চুলের গোছায় জড়িয়ে ধরলাম।

জ্যাকব আমাকে ভুল বুঝল।

সে এতটাই শক্তিশালী যে বুঝতে পারল আমার হাত তার চুল গোড়া থেকে তুলে ফেলতে চাইছে। মনে করছে তাকে ব্যথা দিতে চাচ্ছি। রাগের পরিবর্তে, সে আবেগ অনুভব করল। সে ভাবল আমি শেষ পর্যন্ত তার সাথে সাড়া দিচ্ছি।

বড় করে শ্বাস নিয়ে সে মুখ আমার মুখের নিকট নিয়ে এলো। তার আঙুল জোর করে আমার কোমরের চামড়ার উপর চেপে ধরল।

আমি নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারলাম না। যদি সেখানে শুধুমাত্র জয়ের ব্যাপার থাকত, আমি তাকে প্রতিরোধ করতে পারতাম। আমার মস্তিষ্ক যেন আমার শরীর থেকে আলাদা হয়ে গেছে। আমি তাকে চুমু খেলাম। সমস্ত কারণে বিরুদ্ধে, আমার ঠোঁট অদ্ভুতভাবে যেন সেগুলো আগে কখনও নড়াচড়া করেনি। কারণ আমি জ্যাকবের ব্যাপারে সতর্ক ছিলাম না। এবং সেও পুরোপুরি আমার ব্যাপারে সতর্ক ছিল না।

আমার আঙুল তার চুল শক্ত করে আকড়ে ধরল। কিন্তু আমি তাকে খুব কাছে টেনে নিচ্ছিলাম।

সে সবত্রই ছিল। উজ্জল সুর্যালোক আমার চোখের পাতা লাল করে ফেলেছিল। উত্তপ্ত হয়ে উঠছিল। উত্তাপটা সর্বত্রই ছিল। আমি জ্যাকব ছাড়া কোন কিছু দেখতে শুনতে বা বুঝতে পারছিলাম না।

মস্তিষ্কের ছোট্ট একটা অংশ আমাকে প্রশ্ন করছিল।

কেন আমি এটা বন্ধ করছি না? তার চেয়ে খারাপ, কেন আমি নিজেকে এটা বন্ধ করতে চাইতে পাইছি না? এটার মানে কি বোঝায় না যে আমি তাকে থামাতে চাইছি না? আমার হাত তার কাঁধ আকড়ে ধরে আছে। সেগুলো খুব প্রশস্ত আর শক্তিশালী। সে আমাকে নিজের শরীরের দিকে আকড়ে ধরল। সেটা কি আমার জন্য যথেষ্ট শক্ত নয়?

প্রশ্নগুলো বোকার মত। কারণ আমি উত্তরগুলো জানি। আমি নিজের সাথে মিথ্যা বলতে শুরু করেছি।

জ্যাকব ঠিক। সে সবসময়ই পুরোপুরি ঠিক। সে আমার বন্ধুর চেয়ে বেশি কিছু। সে কারণেই তাকে বিদায় জানানোও প্রায় অসম্ভব। কারণ আমিও তার প্রেমে পড়েছি। আমি তাকে ভালবাসি। আমি যতটুকু পারব তার চেয়ে বেশি। এখনও সেটা যথেষ্ট। আমি তার প্রেমে পড়েছিলাম। কিন্তু এটা সবকিছু পরিবর্তন করার জন্য যথেষ্ট নয়। এটা শুধু আমাদের দুজনকে আঘাত করার জন্য যথেষ্ট। আমি যতটা আঘাত পেয়েছে তার চেয়ে বেশি সে পেয়েছে।

আমি তার বেশি কোন কিছুর পরোয়া করি না। তার ব্যথার চেয়ে। আমার যতটুকু ব্যথা পেয়েছি তার চেয়ে অনেক বেশি সে পেয়েছে।

আমি আশা করি এটা খারাপ। আমি আশা করি আমি সত্যিই দুঃখভোগ করব।

সেই মুহূর্তে, আমার এরকম মনে হলো যেন আমরা একই মানুষ। তার ব্যথা সবসময়েই আছে এবং তা আমার ব্যথা। তার আনন্দ আমার আনন্দ। আমি আনন্দিত অনুভব করলাম। জানি তার আনন্দ যেকোনভাবে দুঃখে রূপ নেবে।

জ্যাকবের ঠোঁট তখনও আমার ঠোঁটের উপর লেপটে আছে। আমি চোখ খুললাম। সে আমার দিকে তাকিয়ে আছে বিস্ময় দৃষ্টি নিয়ে।

'আমাকে যেতে হবে।' সে ফিসফিস করে বলল।

'না।'

সে হেসে ফেলল। আমার এভাবে সাড়া দেয়ায় খুশি। 'আমি খুব বেশি দূরে যাব না।' সে প্রতিজ্ঞা করল। 'কিন্তু প্রথমেই একটা জিনিস...'

সে আমাকে আবার চুমু খাওয়ার জন্য ঝুঁকে পড়ল। তা প্রতিরোধ করার কোন কারণ খুঁজে পেলাম না। সেখানে কি কারণ থাকতে পারে?

এখনকার এই সময়টা অন্যরকম। তার হাত আমার মুখের উপর নরমভাবে ধরে আছে। তার উষ্ণ ঠোঁট মোলায়েম। কিছুটা দ্বিধাগ্রস্ত। চুমুটা খুব সংক্ষিপ্ত কিন্তু মধুর। মধুর চেয়ে মিষ্টি।

সে দিয়ে আমাকে জড়িয়ে ধরল। আমাকে বুকে টেনে নিয়ে গভীর আলিঙ্গন করল। তারপর আমার কানের কাছে মুখ এনে ফিসফিস করে বলল।

'এটাই আমাদের প্রথম চুম্বন। কখনো না হওয়ার চেয়ে দেরিতে হওয়া ভাল।'

আমার চোখ ভরে কান্না চলে এল এবং ভাসিয়ে নিয়ে গেল।

চব্বিশ

আমি স্লিপিং ব্যাগের ভেতর শুয়ে পড়লাম। অপেক্ষা করছিলাম ন্যায়বিচার আমাকে খুঁজে নেবে। হতে পারে এটা আমাকে কবর দেবে। আমি আশা করছি এটা করতে পারব। আমি আর কখনো আয়নায় আমার মুখ দেখতে চাই না।

আমাকে সতর্ক করে দেয়ার সেখানে কোন শব্দ ছিল না।

কিভাবে জানি না, এ্যাডওয়ার্ডের বরফ শীতল হাত আমার জট বাঁধা চুলে চাপড় দিতে লাগল।

তার স্পর্শে অপরাধ বোধ করায় আমি কেঁপে উঠলাম।

'তুমি ঠিক আছো তো?' সে বিড়বিড় করে বলল। তার গলা স্বরে উদ্বিগ্নতা।

'না। আমি মরে যেতে চাই।'

'সেটা কখনোই হবে না। আমি এটার অনুমোদন করব না।'

আমি গুঙিয়ে উঠলাম। তারপর ফিসফিস করে বললাম, 'তুমি হয়তো এ ব্যাপারে তোমার মন পরিবর্তন করতে পারো।'

'জ্যাকব কোথায়?'

'সে লড়াই করতে চলে গেছে।' আমি মেঝের দিকে মুখ দিয়ে বিড়বিড় করে বললাম।

জ্যাকব এই ছোট্ট ক্যাম্প ছেড়ে বেশ আনন্দিতভাবে বেরিয়ে গেছে। আনন্দিত স্বরে বলে গেছে, 'আমি ফিরে আসব।' তারপর যুদ্ধক্ষেত্রের দিকে দৌড়ে গেছে। দৌড়াতে দৌড়াতেই সে কাঁপছিল নিজেকে নেকড়ে রূপে রুপান্তরিত করার জন্য। সেথ ক্লিয়ারওয়াটার, তাবুর বাইরে ছিল। আমার এইসব কর্মকাণ্ডের সবচেয়ে কাছ থেকে দেখা নেকড়ে।

এ্যাডওয়ার্ড বেশ কিছুক্ষণের জন্য নিরব হয়ে গেল। 'ওহ্।' সে শেষ পর্যন্ত বলল। কণ্ঠস্বরে আমার জন্য উদ্বিগ্নতা। আমি তার দিকে তাকালাম এবং দেখতে পেলাম তার চোখে অন্য কিছু শুনতে পাওয়ার দৃষ্টি। আমি আবার মেঝের দিকে তাকালাম।

এটা আমাকে হতবুদ্ধি করে দিল যখন এ্যাডওয়ার্ড অপ্রকৃতিস্তের মত হেসে উঠল।

'এবং আমি ভেবেছিলাম আমি খুব নোংরা লড়াই করেছি।' সে প্রতিহিংসার স্বরে বলল। 'সে আমাকে এমন করে ফেলেছিল যেন আমি নৈতিকতার দেবদূত।' তার হাত আমার চিবুকের উপর বুলিয়ে দিল। 'আমি তোমার প্রতি মাতাল নই, প্রিয়া। জ্যাকব অনেক বেশি চতুর আমি তাকে যতটা ভেবেছিলাম তার চেয়ে। আমি আশা করতে পারি তুমি তাকে তা জিজ্ঞেস করোনি যদিও।'

'এ্যাডওয়ার্ড।' আমি ফিসফিস করে বললাম তা অনেক রুক্ষ্ম শোনাল, 'আমি... আমি...আমি...'

'শশশ' সে আমার প্রতি হিসহিস করল। তার আঙুল আমার চিবুকে ছুয়ে যাচ্ছিল। 'আমি সেটা বোঝাতে চাচ্ছি না। শুধু এটাই সে যেকোন উপায়ে তোমাকে চুমু খেয়েছে। এমনকি যদি তুমি এটার প্রতি নাও অনুমতি দাও—এবং এখন আর আমার কোন অজুহাতের দরকার হবে না তার মুখ ভেঙে দেয়ার জন্য। আমি সত্যিই সেটা খুবই উপভোগও করব।'

'তার প্রেমে পড়ে যাওয়া?' আমি বিড়বিড় করে বললাম।

'বেলা, তুমি কি সত্যিই মনে করো সেই প্রকৃতির মহৎ? সে তার এই প্রকৃতির মহত্ব তোমার প্রতি দেখাচ্ছে আমাকে তোমার পথ থেকে সরিয়ে দেয়ার জন্য?'

আমি ধীরে ধীরে আমার মাথা উঁচু করলাম তার দিকে তাকানোর জন্য। তার অভিব্যক্তি বেশ নরম। তার চোখের দৃষ্টি প্রতিশোধের চেয়ে পুরোপুরি বোঝাপড়ার।

যেটা আমি আশা করেছিলাম।

'হ্যাঁ, আমি সেটা বিশ্বাস করেছিলাম।' আমি বিড়বিড় করে বললাম। তারপর বাইরের দিকে তাকালাম। কিন্তু আমি জ্যাকবের এই জাতীয় প্রতারণার জন্য কোন রাগ অনুভব করলাম না। আমার শরীরে আর রাগ শোক ভালবাসা কোন কিছু বহন করার মত কোন জায়গা নেই।

এ্যাডওয়ার্ড আবার শান্তভাবে হেসে উঠল। 'তুমি এতটাই খারাপ মিথ্যেবাদী। তুমি কি বিশ্বাস করবে যে কাউকে যার এই ব্যাপারে দক্ষতা আছে।'

'কেন তুমি আমার উপর রেগে যাচ্ছ না?' আমি ফিসফিস করে বললাম। 'কেন তুমি আমাকে ঘৃণা করছ না? হতে পারে তুমি এখনও আমার কাছ থেকে গোটা গল্পটা শোন নাই।'

'মনে করি আমি তোমার দিকে ভালভাবেই তাকিয়েছি।' সে সহজ স্বরে হালকাভাবে বলল। 'জ্যাকব নানারকম মানসিক ছবি দেখিয়েছে। আমি তার দলের জন্য এর মধ্যে বেশ খারাপ বুঝছি যেটা আমি নিজের জন্য করতে পারি। বেচারা সেথ বমি করতে শুরু করেছে। কিন্তু স্যাম এখন জ্যাকবকে নেতৃত্বে নিয়ে আসতে চাইছে।'

আমি চোখ বন্ধ করলাম। রাগে আমার মাথা নাড়তে লাগলাম। তাবুর মেঝের ধারালো নাইলনের আঁশ আমার ত্বকে আচড় ফেলে দিচ্ছিল।

'তুমিই একমাত্র মানুষ।' সে ফিসফিস করে বলল। আমার চুলে আবার চাপড় দিতে লাগল।

'সেটা সবচেয়ে দুঃখজনক ব্যাপার যেটা আমি এ পর্যন্ত শুনে আসছি।'

'কিন্তু তুমি একজন মানুষ, বেলা। যতটাই আমি অন্য কিছু আশা করি না কেন, তো সেও... তোমার জীবনে বিশাল একটা ক্ষত আছে যেটা আমি কখনো পুরণ করতে পারি না। আমি সেটা বুঝতে পেরেছি।'

'কিন্তু সেটা সত্য নয়। সেটাই আমাকে এতটা দুঃখকষ্টে পতিত করেছে। সেখানে কোন গর্ত নেই।'

'তুমি তাকে ভালবাস।' সে শান্তভাবে বলল।

আমার শরীরের প্রতিটি কোষ তা অস্বীকার করতে চাইল।

'আমি তোমাকে আরো বেশি ভালবাসি।' আমি বললাম। এর চেয়ে ভাল আর কি বলতে পারি?

'হ্যাঁ, আমি সেটাও জানি। কিন্তু... যখন আমি তোমাকে ছেড়ে গিয়েছিলাম, বেলা। আমি তোমাকে রক্তাক্ত অবস্থায় ক্ষতবিক্ষত রেখে গিয়েছিলাম। জ্যাকবই একজন যে তোমাকে সুস্থ করে আবার আগের মত করে দিয়েছে। সেটা তার চিহ্ন রেখে গেছে—তোমাদের দুজনের মধ্যেই। আমি নিশ্চিত নই সেই জাতীয় সুস্থতা তাদের নিজেদের মধ্যে আছে কিনা। আমি তোমাকে মোটেই দোষ দিচ্ছি না এরকম কিছুর জন্য যেটা আমি প্রয়োজনীয় করেছিলাম। আমি ক্ষমার শক্তি অর্জন করতে পারি। কিন্তু সেটা মোটেই ফলাফলকে ভিন্ন করতে পারছে না।'

'আমি জানতে পারব তুমি কোন একটা উপায় খুঁজে বের করবে তোমাকে দোষী করার জন্য। দয়া করে এটা বন্ধ করো। আমি এটার উপর দাঁড়াতে পারছি না।'

'তুমি আমার কাছ থেকে কি শুনতে চাও?'

'আমি চাই তুমি আমার প্রতিটি খারাপ নামে, খারাপ বিশেষণে ডাক, যেগুলো তুমি আমার ব্যাপারে চিন্তা করো, যেভাবে তুমি আমাকে জানো। আমি তোমাকে এটা বলতে চাই যে তুমি আমার সাথে ছদ্মবেশি আচরণ করছো এবং তুমি আমাকে ছেড়ে চলে যেতে চাচ্ছ যাতে আমি তোমার উপর ক্ষমা চাই, তোমার সামনে হাঁটু গেড়ে বসে পড়ে কাঁদি যাতে তুমি থেকে যাও।'

'আমি দুঃখিত।' সে শ্বাস নিল। 'আমি সেটা করতে পারি না।'

'কমপক্ষে আমাকে ভাল বোধ করানোর চেষ্টা করো না। আমাকে দুঃখ পেতে দাও। সেটা আমার পাওনা।'

'না।' সে বিড়বিড় করে বলল।

আমি ধীরে ধীরে মাথা নাড়লাম। 'তুমি ঠিক। এরকম বোঝাবুঝির মধ্যে আমাকে রাখ। সেটাই সম্ভবত খারাপ।

সে এক মুহূর্তের জন্য চুপ করে রইল। আমি আবহাওয়ার মধ্যে অন্যরকম কিছুর ব্যাপার বুঝতে পারলাম।

'এটা কাছাকাছি চলে আসছে।' আমি বিবৃত করলাম।

'হ্যাঁ। এখন থেকে আরো কয়েক মিনিটের মধ্যে। শুধু আর একটা বিষয়ের ব্যাপারে বলার মত যথেষ্ট সময় আছে...

আমি অপেক্ষা করতে লাগলাম। যখন সে শেষ পর্যন্ত কথা শুরু করল এটা ফিসফিসানির পর্যায়ে নেমে এলো। 'আমি মহৎ হতে পারি, বেলা। আমি আমাদের দুজনের মধ্যে তোমাকে বেছে নিতে বলছি না। শুধু সুখী হও। তুমি যা চাইবে আমি তোমার জন্য তাই হবো। অথবা কিছুই হবো না। যদি সেটা তোমার জন্য ভাল হয়। তুমি কোনভাবেই তোমাকে ঋণী ভেবো না আমার উপর যাতে তোমার সিদ্ধান্তের উপর কোন প্রভাব পড়ে।'

আমি মেঝের উপর ধাক্কা দিলাম। হাঁটুর উপর উঠে বসলাম।

'গোল্লাও যাক। বন্ধ করো এসব!' আমি তার দিকে তাকিয়ে চিৎকার করে উঠলাম।

তার চোখ বিস্ময়ে বড়বড় হয়ে গেল। 'না—তুমি তা বুঝতে পারো নাই। আমি শুধু তোমাকে আরো বেশি ভাল করো এটাই চাইছি বেলা। আমি সত্যিই সেটা বোঝাতে চাইছি।'

'আমি জানি তুমি সেটা করছ।' আমি গুঙিয়ে উঠলাম। 'পেছনে লড়াইয়ের ব্যাপারে কি ঘটেছে? নিজেকে উৎসর্গ করে মহৎ হতে চেষ্টা শুরু করো না। লড়াই করো!'

'কিভাবে?' সে জিজ্ঞেস করল।

আমি তার কোলের উপর উঠে বসলাম। আমার হাত দিয়ে তাকে জড়িয়ে ধরলাম।

'আমি মোটেই পরোয়া করি না এখানে কেমন ঠাণ্ডা। আমি মোটেই পরোয়া করি না আমি একটা কুত্তার মত এখানে শক্ত হয়ে আছি। আমাকে ভুলে যেতে দাও কতটা ভয়ানক অবস্থায় আমি আছি। তাকে ভুলে যেতে আমাকে সাহায্য করো। আমাকে

আমার নিজের নাম ভুলে যেতে সাহায্য করো। লড়াইয়ে ফিরে যাও!'

আমি তার সিদ্ধান্ত নেয়ার জন্য অপেক্ষা করলাম না—অথবা তাকে কোন সুযোগ দিতে চাইলাম না যে বলার জন্য সে এই ক্রুর সিদ্ধান্তে আগ্রহী নয়। আমার মত দৈত্যর মত নয়। আমি নিজেকে তার দিকে টেনে নিয়ে গেলাম। আমার মুখ তার বরফ শীতল ঠোঁটের উপর রাখলাম।

'সতর্ক হও, প্রিয়া।' সে আমার চুমুর বিপরীতে বিড়বিড় করল।

'না।' আমি গুঙিয়ে উঠলাম।

সে মৃদভাবে আমার মুখ কয়েক ইঞ্চি পিছিয়ে দিল। 'তুমি আমার কাছে কোন কিছু প্রমাণ করতে যেও না।'

'আমি কোন কিছু তোমার কাছে প্রমাণ করতে যাচ্ছি না। তুমি বলেছিলে তুমি চাইলে আমি তোমার যেকোন অংশ হয়ে যেতে পারি। আমি সেই রকম হতে চাই। আমি তোমার সবটুকু হতে চাই।' আমি হাত দিয়ে তার গলা জড়িয়ে ধরলাম। তার ঠোঁটের কাছে পৌঁছে গেলাম। সে মাথা ঝুকিয়ে দিলো আমাকে চুমু খাওয়ার জন্য। কিন্তু তার বরফ শীতল মুখ দ্বিধা করছিল এ ব্যাপারে। আমার শরীর ব্যাপারটা বুঝতে পারল।

'সম্ভবত এটা এই মুহূর্তে এসব করার জন্য সবচেয়ে ভাল মুহূর্ত নয়।' সে উপদেশ দিল। আমার পছন্দের ব্যাপারে অনেক বেশি শীতল।

'কেন নয়?' আমি মুখ গম্ভীর করে বললাম। সেখানে লড়াই করার কোন বিষয় নেই যদি সে এরকম যৌক্তিক হতে চায়। আমি হাত নামিয়ে নিলাম।

'প্রথমত, কারণ এটা শীতল।' সে স্লিপিং ব্যাগটা মেঝে থেকে টেনে নিল। সে এটা আমার চারিদিকে এমনভাবে জড়িয়ে দিল যেন এটি একটি কম্বল।

'ভুল।' আমি বললাম, 'প্রথমত, কারণ তুমি বিভ্রান্তভাবে একজন নীতিবাচক ভ্যাম্পায়ার।'

সে শব্দ করে হাসল। 'ঠিক আছে। আমি তোমাকে সেটা দিব। শীতলতা-টা দ্বিতীয়। এবং তৃতীয়...বেশ, তুমি প্রকৃতপক্ষে অনেক বেশি খোঁচা দেয়া টাইপের, প্রিয়া।' সে তার নাক কুঁচকাল।

আমি শ্বাস নিলাম।

'চতুর্থত।' সে বিড়বিড় করে বলল। সে মুখ নামিয়ে নিল যাতে আমি তার কানে ফিসফিস করে বলল। 'আমরা চেষ্টা করব। বেলা। আমি আমার প্রতিজ্ঞার ব্যাপারে ভাল থাকব। কিন্তু জ্যাকব ব্লাকের মত আমার প্রতিক্রিয়া নয়।'

আমি কুঁচকে উঠলাম। আমার মুখ তার কাঁধের উপর গুঁজে দিলাম।

'এবং পঞ্চমত...'

'এটা খুব বড় একটা তালিকা।' আমি বিড়বিড় করে বললাম।

সে হাসল। 'হ্যাঁ, কিন্তু তুমি কি চাও লড়াই করার ব্যাপারে শুনতে অথবা না?'

যখন সে কথা বলছিল, সেথ তাবুর বাইরে থেকে গর্জন করে উঠল।

সেই শব্দে আমার শরীর শক্ত হয়ে গেল। আমি বুঝতে পারলাম না আমার বাম হাত মুষ্ঠিবদ্ধ হয়ে গেছে, নখগুলো আমার ব্যান্ডেজ করা হাতের তালুতে কেটে বসছে।

এ্যাডওয়ার্ড আমার বাম হাত তুলে নিল এবং মৃদুভাবে হাতের মুঠ খুলে দিল।

'সবকিছুই ভালভাবে চলে যাচ্ছে, বেলা।' সে প্রতিজ্ঞা করল। 'আমরা দক্ষতা পেয়েছি, প্রশিক্ষণ করছি এবং আমাদের দিক দিয়ে আমরা বিস্ময়কর। এটা খুব তাড়াতাড়ি শেষ হয়ে যাবে। যদি আমি সত্যিই এটা বিশ্বাস করি না। আমি সেখানে যাব এবং তুমি এখানে থাকবে। গাছের লাইনে অথবা এই লাইনের কাছাকাছি।'

'এলিস এতটাই ছোট।' আমি গুঙিয়ে উঠলাম।

সে শব্দ করে হাসল। 'সেটা একটা সমস্যা হতে পারে...যদি এটা সম্ভব হয় কারো পক্ষে তাকে ধরা।'

সেথ গোঙানি দিতে শুরু করল।

'সমস্যাটা কি?' আমি জানতে চাইলাম।

'সে শুধুই ক্ষেপে আছে যে সে আমাদের সাথে এখানে লেগে রয়েছে। সে জানে গোটা দল তাকে এখানে আটকে রেখেছে, কারণ তাকে তারা রক্ষা করছে। সে তাদের দলে যোগ দেয়ার জন্য লালায়িত হয়ে আছে।'

আমি সেথের ডাকের দিকে তাকালাম।

'নতুন জন্মগ্রহণকারীরা ট্রেইলের একেবারে শেষ মাথায় এসে গেছে। এটা এখন একটা চমকের মত কাজ করছে, জেসপার একজন প্রতিভাবান- এবং তারা তাদের গন্ধ তৃণভূমিতে তাদেরকে ধরে ফেলবে। সুতরাং তারা দুই গ্রুপে ভাগ হয়ে গেছে। যেরকমটি এলিস বলেছে।' এ্যাডওয়ার্ড বিড়বিড় করে বলল। তার চোখ দুরের কোন কিছুর দিকে পতিত হলো। 'স্যাম আমাদেরকে এ্যামবুশ পার্টির দিকে নিয়ে যাচ্ছে।' সে এতটাই নিশ্চিত যে সে কথার মধ্যে তার নিজেকেও জড়িয়ে নিল।

হঠাৎ করে সে আমার দিকে তাকিয়ে বলল, 'নিঃশ্বাস নাও, বেলা।'

আমি সে যে যুদ্ধ করতে চাচ্ছে তার ব্যাপারে কি জিজ্ঞেস করেছে। আমি তাবুর বাইরে সেথের গাঢ় নিঃশ্বাসের শব্দ শুনতে পাচ্ছি। আমি চেষ্টা করলাম আমার শরীরের গতি একই রকম রাখতে।

'প্রথম গ্রুপ এখন ক্লিয়ারিংয়ের ওখানে। আমরা সেখানের লড়াইয়ের শব্দ শুনতে পারি।'

আমার দাঁতে দাঁত লেগে গেল।

সে একবার হেসে উঠল। 'আমরা এমেটকে শুনতে পারি। সে নিজেকে খুবই উপভোগ করছে।'

সেথের নিঃশ্বাসের শব্দ আবার শুনতে পেলাম।

'দ্বিতীয় দলটা প্রস্তুত হয়ে গেছে। তারা খুব একটা মনোযোগ দিতে পারছে না। তারা এখনো আমাদেরকে শুনতে পায়নি।'

এ্যাডওয়ার্ড গুঙিয়ে উঠল।

'কি?' আমি শ্বাস নিলাম।

'তারা তোমার সম্বন্ধে কথা বলছে।' তার দাঁতে দাঁত ঘষে গেল। 'তারা নিশ্চিত হতে চাচ্ছে যাতে তুমি কোন মতেই পালিয়ে যেতে না পার... অসাধারণ মুভমেন্ট। লিহ! সে অনেক বেশি দ্রুতগামী।' সে বিড়বিড় করে বলল, 'একজন আগত সৈন্যের

নাকে আমাদের গন্ধ ধরা পড়েছে। এবং সে কোনরকম নড়াচড়া করে ঘোরার আগেই লিহ তাকে পেড়ে ফেলেছে। ব্যাটাকে শেষ করে দেয়ার জন্য স্যাম লিহকে সাহায্য করেছে।

পল আর জ্যাকব আরেকজনকে পেয়ে গেছে। কিন্তু অন্যরা এখন অনেক বেশি প্রতিরক্ষামূলক অবস্থায় আছে। তাদের কোন ধারণাই নেই আমাদেরকে কি দূরে সরিয়ে রেখেছে। উভয় পক্ষ থেকেই ভান করছে... না, তারা স্যামকে নেতৃত্ব দিতে দাও। পথ থেকে দূরে সরে থাক।' সে বিড়বিড় করে বলল, 'তাদেরকে বিভক্ত করে দাও—তাদের একে অন্যের পিছনে প্রতিরক্ষা দিতে দিও না।'

সেথ গোঙানোর শব্দ করল।

'সেটা অনেক ভাল। তাদেরকে ওই ক্লিয়ারিংয়ের দিকে তাড়িয়ে নিয়ে যাও।' এ্যাডওয়ার্ড অনুমতি দিল। সে দৃষ্টিপাতের সময় তার শরীর অসচেতনভাবে সামনের দিকে এগিয়ে গেল। শরীর শক্ত হয়ে আছে। তার হাত এখনও আমাকে ধরে আছে। আমার আঙুল দিয়ে তার হাত ধরে আছি। অন্ততপক্ষে সে সেখানে যেতে পারছে না।

হঠাৎ করে সকল শব্দ চলে যাওয়া যেন সর্তকতার সংকেত।

সেথের নিঃশ্বাসের গাঢ় শব্দও বন্ধ হয়ে গেল। আমার নিঃশ্বাস এডের নিঃশ্বাসের তালে তালে পড়তে লাগল—আমি খেয়াল করলাম।

আমি নিঃশ্বাস বন্ধ করে ফেললাম। এতটাই ভয়ার্ত হয়ে পড়েছি যে আমি বুঝতে পারলাম আমার পাশে এ্যাডওয়ার্ড এক টুকরো বরফের মত জমে গেছে।

ওহ, না না না।

কে লড়াইয়ে প্রাণ হারাল? তাদের? নাকি আমাদের? সবকিছুই আমার জন্য, সব আমার জন্য। আমার ক্ষতিটা কি?

এতটাই দ্রুত ঘটে গেল যে আমি প্রকৃতপক্ষে নিশ্চিত হতে পারলাম না ঘটনাটা, আমি এখনও পায়ের উপর দাঁড়িয়ে আছি। তাবুটা আমার চারিদিকে জড়িয়ে গেল। এ্যাডওয়ার্ড কি আমাদের চারিদিকে এটা জড়িয়ে দিয়েছে? কেন?

আমি চোখ পিটপিট করলাম। উজ্জল সূর্যালোকের কারণে। সেথকেই আমি শুধু দেখতে পেলাম। আমাদের ঠিক পাশেই। তার মুখ এ্যাডওয়ার্ডের ঠিক ছয় ইঞ্চি পিছনে। তারা একে অন্যের দিকে এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে। সূর্যের আলো এ্যাডওয়ার্ডের ত্বকের উপর পড়ছে এবং সেগুলো সেথের পশমের উপর পড়ে চমকাচ্ছে।

তারপর এ্যাডওয়ার্ড জরুরিভাবে ফিসফিস করে কথা বলল, 'যাও, সেথ!'

বিশাল নেকড়েটা দৌড়াতে শুরু করল এবং জঙ্গলের ছায়ায় হারিয়ে গেল।

দুই সেকেন্ডে কি চলে গেছে? আমার কাছে যেন মনে হচ্ছে দুই ঘণ্টা। আমি বমি বমি ভাব বোধ করতে লাগলাম। বুঝতে পারলাম ভয়ানক কোন কিছু ক্লিয়ারিংয়ে ঘটে চেলেছে। আমি মুখ খুললাম এ্যাডওয়ার্ডকে বলব যে আমাকে সেখানে নিয়ে যাওয়ার জন্য। এবং সেটা এখনই। তাদের তাকে দরকার। এবং তাদের আমাকেও দরকার। যদি আমি তাদের রক্ষা করার জন্য নিজের রক্ত দেই, আমি এটা করতে পারব। আমি এটা করার জন্য মরতে পারব। সেই তৃতীয় স্ত্রীর মত। আমার হাতে হয়তো কোন

রুপালী ছোরা নেই কিন্তু আমি একটা পথ বের করতে পারব। প্রথম বাক্য পেয়ে যাওয়ার আগেই আমি অনুভব করলাম যেন আমি বাতাসে উড়ছি। কিন্তু এ্যাডওয়ার্ডের হাত আমাকে যেতে দিল না। আমি শুধু একটু নড়াচড়া করতে পারলাম।

আমি ভুল বুঝেছিলাম।

স্বস্তিবোধ করছি—ক্লিয়ারিংয়ে খারাপ কিছু ঘটেনি।

ভয় পাচ্ছি—কারণ সমস্যাটা জটিলতাটা এখানে।

এ্যাডওয়ার্ড প্রতিরক্ষামূলক অবস্থানে আছে। কিছুটা ঝুঁকে আছে। তার হাত কিছুটা প্রসারিত হয়ে আছে। আমি বুঝতে পারলাম তার হাত কাঁপছে। আমার পিছনের পাথর প্রাচীন ইটের দেয়াল যেখানে আমি দাঁড়িয়ে ছিলাম সেখানে একজন কালো পোশাক পরা ভলচুরির যোদ্ধা ছিল। সে আমার এবং যোদ্ধার মাঝখানে দাঁড়িয়ে গেল।

কিছু একটা আমাদের জন্য আসছে।

'কে?" আমি ফিসফিস করে জিজ্ঞেস করলাম।

তার কণ্ঠ দিয়ে যে শব্দটা বের হলো যেটা আমি আশা করেছিলাম তার চেয়ে অনেক বেশি জোরালো শব্দ হলো যেরকম আমি আশা করছিলাম। অনেক জোরে। আমি বুঝতে পারলাম আমাদের অনেক দেরি হয়ে গেছে লুকিয়ে পড়ার জন্য। আমরা ফাঁদে আটকা পড়েছি। এটা কোন ব্যাপার নয় কে তার উত্তর শুনছে।

'ভিক্টোরিয়া!' সে বলল। শব্দটা এমনভাবে বলল যেন অভিশাপ দিচ্ছে।

'সে একা নয়। সে আমার গন্ধ অতিক্রম করেছে। নতুন আগতদের লক্ষ্য করে অনুসরণ করছে। সে কখনোই তাদের সাথে যুদ্ধ করবে না। সে আমাকে খুঁজে পাওয়ার জন্য তড়িৎ একটা সিদ্ধান্ত নিয়েছে। সে অনুমান করেছে তুমি যেখানে আছো আমিও সেখানেই থাকব। সে ঠিক অনুমান করেছে। তুমিও ঠিক বলেছিলে। এটা সবসময়ই ভিক্টোরিয়া।'

ভিক্টোরিয়া এতটাই কাছে চলে এসেছে যে এ্যাডওয়ার্ড তার চিন্তাভাবনা শুনতে পাচ্ছে।

আবার স্বস্তি পেলাম। এটা যদি ভলচুরি হয়, আমরা দুজনেই মারা পড়ব। কিন্তু যদি সাথে ভিক্টোরিয়া থাকে, এটা তাহলে আর দুজনের মৃত্যু হবে না।

এ্যাডওয়ার্ড টিকে থাকতে পারবে। সে একজন ভাল যোদ্ধা। জেসপারের মতই ভাল যোদ্ধা। যদি সে সাথে অন্য অনেককে না নিয়ে আসে, সে তার পদ্ধতিতে লড়ে যেতে পারবে। তার পরিবারের কাছে ফিরে যেতে পারবে। এ্যাডওয়ার্ড অন্য যেকোন কারোর চেয়ে অনেক দ্রুতগামী। সে এটা করতে পারবে।

আমি আনন্দিত যে সে সেথকে দূরে পাঠিয়ে দিয়েছে। অবশ্যই, সেখানে কেউ নেই যে সেথকে সাহায্য করতে পারবে। ভিক্টোরিয়া তার সিদ্ধান্ত সময়মতই নিয়েছে। কিন্তু অন্ততপক্ষে সেথ নিরাপদ। আমি যখন সেথের নাম বলি তখন বিশাল শরীরের কোন নেকড়েকে দেখি না দেখি পনের বছর বয়সের একজন কিশোরকে।

এ্যাডওয়ার্ড অন্য দিকে সরে গেল। কিন্তু সে চোখের চাহনিতে বুঝিয়ে দিল কোনদিকে তাকাতে হবে।

আমি অন্ধকার জঙ্গলের কালো ছায়ার দিকে তাকিয়ে রইলাম।

এটা এরকম যেন আমার দুঃস্বপ্নগুলো আমার দিকে এগিয়ে এসেছে আমাকে অভিবাদন জানানোর জন্য।

দুজন ভ্যাম্পায়ার আমাদের ক্যাম্পের দিকে ধীরে ধীরে এগিয়ে আসতে লাগল। আমি চোখ খাড়া করে তাকিয়ে রইলাম। কিছুই মিস করতে চাই না। তারা এমনভাবে চমকাচ্ছিল যেন সূর্যের আলোয় হীরক খণ্ড।

আমি ব্লন্ড ছেলেটার দিকে তাকালাম। হ্যাঁ, সে শুধুমাত্র একটা বালক। যদিও সে অনেক বেশি মাংসপেশীযুক্ত এবং দীর্ঘদেহী। হতে পারে যখন সে পরিবর্তিত হয়ে যায় তখন আমার বয়সী হয়ে যায়। তার চোখ অনেক বেশি লাল আমি আগে এমনটি কখনো দেখিনি। যদিও সে এ্যাডওয়ার্ডের খুব কাছাকাছি, সবচেয়ে কাছের বিপদজনক, আমি তাকে দেখতে পারলাম না। কারণ কয়েক ফুট পাশে এবং কয়েক ফুট পিছে ভিক্টোরিয়া আমার দিকে তাকিয়ে আছে।

ভিক্টোরিয়া!

তার কমলা রঙের চুল আমার যেমনটি মনে পড়ে তারচেয়ে অনেক বেশি উজ্জ্বল। আগুনের শিখার মত। চারপাশে কোন বাতাস নেই। কিন্তু তার মুখের চারপাশে আগুনের মত কিছুটা অন্যরকম মনে হলো, যেন সেটা জীবন্ত কিছু।

তার চোখ তৃষ্ণায় কালো হয়ে গেছে। সে হাসছিল না। যেমনটি সে সবসময় আমার দুঃস্বপ্নে এসে থাকে। তার ঠোঁট জোড়া খুব শক্ত হয়ে চেপে আছে। সে যেভাবে তার শরীর শক্ত করে রেখেছে তেমনটি শুধুমাত্র বিড়াল গোত্রের প্রাণের ভেতর দেখা যায়। যেন দৌড়ের প্রস্তুতি নিচ্ছে। তার চোখের বুনো দৃষ্টি এ্যাডওয়ার্ড আর আমার মধ্যে ঘুরে বেড়াতে লাগল। কিন্তু সেটা আধা সেকেন্ডের মধ্যে সীমাবদ্ধ রইল। সে আমার মুখের দিকে তাকিয়ে রইল।

তার শরীরের মধ্যে এক ধরনের টেনশন খেলা করছে। সেটা বোঝাও যাচ্ছে। আমি ব্যাপারটা অনুভব করলাম। তার সব আবেগ তার নিয়ন্ত্রণে রয়েছে। যেন আমি তার সব চিন্তাভাবনা বুঝতে পারছি। আমি জানি সে কি চিন্তা করছে।

সে অনেক বেশি কাছাকাছি এসেছে সে যেটা চাইছে। তার সমস্ত অস্তিত্ব আজ এক বছর ধরে আমার খুব কাছে এসেছে একটাই কারণে।

আমার মৃত্যু!

তার পরিকল্পনা এতটাই সুস্পষ্ট যে এটা অনেক বেশি বাস্তববাদী। সেই বিশাল সুন্দর বালকটি এ্যাডওয়ার্ডকে আক্রমণ করতে পারে। যত তাড়াতাড়ি এ্যাডওয়ার্ড বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে, ভিক্টোরিয়া আমাকে শেষ করে ফেলবে।

এটা খুব তাড়াতাড়ি হয়ে যাবে—তার এখানে বসে বসে গেম খেলার মত কোন সময় নেই। কিন্তু এটা আরো দেরি হতে পারে। কিছু একটা সেটা থেকে উদ্ধার পাওয়ার জন্য অসম্ভব হয়ে দাঁড়াবে। এমনকিছু সেটা এমনকি ভ্যাম্পায়ারের শিরায়ও কাজ হবে না।

সে আমার হৃৎপিন্ড বন্ধ করে দিতে পারে। সম্ভবত একটা হাত দিয়ে আমার বুকে আঘাত করবে। এটা দুমড়ে মুচড়ে দেবে। কিছু একটা এভাবেই যাবে।

আমার হৃৎপিন্ড বেপরোয়াভাবে শব্দ করতে লাগল। যেন তার কি হবে সে বিষয়ে

সে সুস্পষ্টতা বুঝে গেছে।

একটা দুরত্ব থেকে জঙ্গলের বিপরীত দিক থেকে বাতাসে একটা নেকড়ের গর্জন ভেসে এল। সেথ চলে গেছে, সেখানে বাঁধা দেয়ার আর কেউ নেই।

সোনালী চোখের ছেলেটা চোখের কোণা দিয়ে ভিক্টোরিয়ার চোখের দিকে। তার আদেশের জন্য অপেক্ষা করছে।

সে অন্য যে কারোর চেয়ে অনেক বেশি তরুণ। আমি তার চোখের দিকে তাকিয়ে বুঝতে পারলাম সে বেশি সময়ের জন্য ভ্যাম্পায়ার থাকতে পারবে না। সে শক্তিশালী হতে পারে কিন্তু অনভিজ্ঞ। এ্যাডওয়ার্ড জানে কিভাবে যুদ্ধ করতে হয়।

ভিক্টোরিয়া তার চিবুক উঁচু করল এ্যাডওয়ার্ডের দিকে, নির্দেশ করল কোনরকম শব্দ না করেই ছেলেটাকে এগিয়ে যেতে বলল।

'রিলেই।' এ্যাডওয়ার্ড নরম অনুনয়ের স্বরে বলল।

সোনালী চোখের ছেলেটা, তার লাল চোখ বড়বড় হয়ে গেল।

'সে তোমার কাছে মিথ্যে বলেছে, রিলেই।' এ্যাডওয়ার্ড তাকে বলল, 'আমার কথা শোনো। সে তোমাকে অন্যদের কাছে যেমন মিথ্যে বলেছে তেমনটিই বলেছে। সে অন্যদেরকেও মিথ্যে বলেছে যারা এখন ক্লিয়ারিংয়ে মরতে বসেছে। তুমি জানো সে তাদের কাছে মিথ্যে বলেছে। সে তোমার কাছে মিথ্যে বলেছে। তোমাদের কেউ এমনকি তাদেরকে সাহায্য করতে যাচ্ছে। সেটা বিশ্বাস করা কি তোমার কাছে খুব কঠিন যে সে তোমাকে মিথ্যে বলেছে, তারপরও?'

রিলেইয়ের মুখের উপর দিয়ে দ্বিধা ভর করল।

এ্যাডওয়ার্ড তার দিকে কয়েক ইঞ্চি এগিয়ে গেল। আর রিলেই স্বাভাবিকভাবেই ততটুকু সরে গেল অন্যদিকে।

'সে তোমাকে ভালবাসে না, রিলেই।' এ্যাডওয়ার্ডের নরম স্বরে অভিযোগ করল, একভাবে তাকে বাধ্য করার মতই। 'সে কখনও ভালবাসেনি। সে অন্য কাউকে ভালবেসেছিল যার নাম জেমস। আর তুমি তার খেলার অস্ত্র বা স্বীকার ছাড়া অন্য কিছু নও।'

যখন সে জেমসের নাম বলল, ভিক্টোরিয়া ঠোঁট যেন অবর্ণনীয় কষ্টে বেঁকে গেল। তার চোখ সরাসরি আমার চোখের দিকে তাকিয়ে রইল।

রিলেই ভিক্টোরিয়ার দিকে উন্মত্তর মত তাকিয়ে রইল।

'রিলেই?' এ্যাডওয়ার্ড বলল।

রিলেই অটোমেটিক্যালি এ্যাডওয়ার্ডের দিকে তাকাল।

'সে জানে আমি তোমাকে হত্যা করব, রিলেই। সে চায় তুমি মারা যাও যাতে করে তাকে তোমার কোন ধরনের কৈফিয়ত না দিতে হয়। হ্যাঁ—তুমি সেটা দেখেছো, দেখোনি কি? তুমি তার চোখে প্রতিহিংসা দেখেছো, তার প্রতিজ্ঞার ব্যাপারে একটা মিথ্যে প্রতিশ্রুতি। তুমি ঠিক ছিলে। সে কখনো তোমাকে চায়নি। তার প্রতিটি চুমু, প্রতিটি স্পর্শে মিথ্যেয় ভরা।'

এ্যাডওয়ার্ড আবার সরে গেল। ছেলেটার দিকে কয়েক ইঞ্চি এগিয়ে গেল। আমার থেকে কয়েক ইঞ্চি দূরে সরে গেল।

ভিক্টোরিয়ার চোখের দৃষ্টিতে আমাদের মাঝখানের শূন্য জায়গাটায়। আমাকে হত্যা করার জন্য তার সেকেন্ডেরও কম সময় লাগবে। তার শুধু ক্ষুদ্রতম সময়টার সুযোগ দরকার।

এইবারে খুব ধীরে, রিলেই নিজের ব্যাপারে সাড়া দিল।

'তুমি মারা যেতে পার না।' এ্যাডওয়ার্ড প্রতিজ্ঞা করল। তার চোখ ছেলেটার দিকে তাকিয়ে আছে, 'সেখানে আরো অন্য পথ আছে ভালভাবে বেঁচে থাকার যে পথ সে তোমাকে দেখিয়েছে তার চেয়ে। এর সবটাই মিথ্যে আর রক্তে ভরা নয়, রিলেই। তুমি ঠিক এখনই চলে যেতে পার। তুমি তার মিথ্যের জন্য নিজের জীবন দিয়ে দিতে পার না।'

এ্যাডওয়ার্ড সামনের দিকে এগিয়ে গেল। তার পাশে গিয়ে দাঁড়াল। এখন আমাদের মাঝে মাত্র এক পায়ের দূরত্ব। রিলেই দূরেই দাঁড়িয়ে আছে। এইবারে হতবুদ্ধ। ভিক্টোরিয়া তার পায়ের বলের উপর দাঁড়িয়ে সামনের দিকে ঝুকে আছে।

'শেষ সুযোগ, রিলেই।' এ্যাডওয়ার্ড ফিসফিস করে বলল।

রিলেই মুখ বেপরোয়া হয়ে গেল যখন সে ভিক্টোরিয়ার দিকে উত্তরের জন্য তাকাল।

'সেই মিথ্যেবাদী, রিলেই।' ভিক্টোরিয়া বলল। তার কণ্ঠস্বর শুনে আমার মুখ অন্যরকম হয়ে গেল। 'আমি তোমাকে বলেছিলাম তাদের মনের কৌশল সম্বন্ধে। তুমি জানো আমি শুধু তোমাকেই ভালবাসি।

তার কণ্ঠস্বর ততটা শক্তিশালী ছিল না, আগের মত বুনো, বিড়ালের মত গর্জন করা নয়। এটা ছিল নরম, অনেক বেশি উচ্চমাত্রার, কিছুটা বাচ্চাদের মত।

রেলির চোয়াল শক্ত হয়ে গেল। সে তার কাঁধ শক্ত করে ফেলল। তার চোখে শূন্যতা। সেখানে কোন দ্বিধাদ্বন্দ নেই। সেখানে কোন উত্তেজনা নেই। সেখানে আদৌ কোন চিন্তাভাবনাও নেই। সে নিজেকে আক্রমণের জন্য টান টান হয়ে আছে।

ভিক্টোরিয়ার শরীর কাঁপতে শুরু করল। সে অনেক বেশি শক্তভাবে ক্ষত হয়েছে। তার আঙুলগুলো থাবার জন্য প্রস্তুত। অপেক্ষা করছে এ্যাডওয়ার্ডের থেকে মাত্র এক ইঞ্চি আগেই এগিয়ে আসার জন্য আমার কাছ থেকে।

খোলা মুখের দিকে একটা বিশাল সাইজের আকৃতি মাঝামাঝি চলে এল। রেলিকে তুলে ধরে মাটিতে ফেলে দিল।

'না!' ভিক্টোরিয়া কেঁদে উঠল। তার বাচ্চাদের মত কণ্ঠস্বর অবিশ্বাসে কেঁপে উঠল।

দেড় গজ আমার সামনে, বিশাল নেকড়েটা কেঁপে উঠল এবং তার নিচে পড়া থাকা সোনালী ভ্যাম্পায়ারটাকে ছিড়ে ফেলতে লাগল।

কিছু একটা সাদা এবং কঠিন মত আমার পায়ের কাছে পাথরের উপর আছড়ে পড়ল। আমি ভয়ে কেঁপে দূরে সরে গেলাম।

ভিক্টোরিয়া সেদিকে একবারও তাকাল না যেদিকে তার সেই ভালবাসার ছেলেটা পড়ে আছে। তার চোখ এখনও আমার দিকে। সে বেশ কিছুটা হতবাক হয়ে গেছে।

'না,' সে আবার বলল। দাঁতে দাঁত চেপে। এ্যাডওয়ার্ড তার দিকে এগিয়ে যেতে শুরু করল। আমার সামনে দাঁড়িয়ে তার পথ আড়াল করে দাঁড়াল।

রিলে আবার উঠে দাঁড়াল। তার দৃষ্টি উদভ্রান্ত, পরাস্থ ও কিছুটা বিব্রত। কিন্তু সে সেথের কাঁধে ভয়ানক একটা লাথি বসাতে সমর্থ হলো। আমি হাড় ভাঙার শব্দ শুনতে পেলাম। সে পিছিয়ে গেল এবং ঘুরতে শুরু করল। খোড়াচ্ছে। রিলে তার হাত বাড়িয়ে রেখেছে। প্রস্তুত। তাকে দেখে মনে হচ্ছে সে তার একটা হাত হারিয়ে ফেলেছে...

লড়াই থেকে মাত্র কয়েক গজ দুরে, এ্যাডওয়ার্ড আর ভিক্টোরিয়া খানিকটা এলোমেলোভাবে লাফাতে শুরু করেছে।

কিন্তু কেউ ঘুরছে না, কারণ এ্যাডওয়ার্ড তাকে আমার কাছাকাছি আসতে দিচ্ছে না। সে পিছিয়ে গেছে, পাশ দিয়ে ঘুরছে। তার প্রতিরক্ষা থেকে কোন ফাঁক ফোঁকর খুঁজছে। এ্যাডওয়ার্ড ভিক্টোরিয়ার প্রতিটি পদক্ষেপ লক্ষ্য করছে, পুরো মনোযোগ তার দিকে। ভিক্টোরিয়া এ্যাকশন নেয়ার আগে সে এগিয়ে গেল।

সেথ পাশ দিয়ে রিলেইয়েরা পাশে চলে গেল। কিছু একটা কদাকার ব্যাপার ঘটেছে। আরেকটা বিশাল সাদা কিছু জঙ্গলের মধ্যে দেখা গেল। রিলেই ভয়ে গুড়িয়ে উঠল। সেথ লাফ দিয়ে পিছিয়ে গেল। আশ্চর্যজনকভাবে তার আকৃতির আলো তার পায়ের কাছে।

ভিক্টোরিয়া গাছের গুড়ির ফাঁক দিয়ে দূরের ছোট ফাঁকা জায়গায় গেলো। সে ছিঁড়ে খুঁড়ে গেছে, তার পা টেনে টেনে সে এগিয়ে যেতে লাগল আমার দিকে যেন আমি একটা চুম্বক। আমি তার ভিতরে আমাকে হত্যা করার জন্য পুড়তে লাগল।

এ্যাডওয়ার্ডও তাকে দেখতে পারল।

'যেও না, ভিক্টোরিয়া।' সে বিড়বিড় করে বলল। সে আগের মতই একই স্বরে বলল, 'তুমি আর কখনও এরকম সুযোগ পাবে না।'

সে তার দাঁত দেখাল এবং এ্যাডওয়ার্ডের প্রতি হিসহিসিয়ে উঠল। কিন্তু সে আমার থেকে অনেক দুরে যেতে অসমর্থ।

'তুমি সবসময়েই পরে দৌড়াও।' এ্যাডওয়ার্ড বলল, 'তার জন্য অনেক সময় আছে। এটা তুমি যেটা করতে পার, তাই নয় কি? এই কারণে জেমস তোমাকে পাশে পাশে রাখত। ব্যবহার করে রাখত, যদি তুমি ভয়ানক খেলা খেলতে পছন্দ করতে। ওরকম একজন সহযোগীর সাথে পালিয়ে থাকতে রাখতে। সে তোমাকে কখনো ছেড়ে দিত না। সে তোমার দক্ষতা ব্যবহার করত যখন আমরা তাকে ফনিক্সে ধরে ফেলেছিলাম।'

ভিক্টোরিয়ার ঠোঁট কেঁপে উঠল।

'সেটাই সবকিছু তুমি যা তার কাছে ছিলে। তোমার এতটাই শক্তি তার সামান্য রাগের কারণে ব্যবহার করছ এমন একজননের জন্য যার তোমার প্রতি ছিল অনেক কম আবেগ। বেশি ছিল শিকার ধরার জন্য। তুমি তার কাছে একটা ফাঁদের বেশি কিছু ছিলে না। আমি সেটা জানতাম।'

ভিক্টোরিয়া আবার গাছগুলোর দিকে এগুতে লাগল। এ্যাডওয়ার্ডও সাড়া দিল। আবার তাদের নাচ শুরু হয়ে গেল।

শুধু তারপর, রিলের প্রথম বার সেথকে ধরে ফেলল। সেথের গলার ভেতর থেকে ছোট্ট একটা শব্দ বের হলো। তার কাঁধ এমনভাবে কাঁপতে লাগল যেন সে কাঁধ ঝাঁকি

দিয়ে তার মাথা ফেলে দিতে চাচ্ছে।

দয়া করো, আমি রিলের কাছে অনুনয় করতে চাইলাম, কিন্তু ঠোঁট নাড়িয়ে কোন কিছু বলতে পারলাম না। আমার বুকের ভেতর শব্দগুলো গুঙিয়ে উঠল। *দয়া করো, সে শুধুই একটা শিশু।*

সেথ ছুটতে পারল ঠিকই, কিন্তু সরেও গেল না। কেন সেথ দৌড়ে পালিয়ে যাচ্ছে না? এখন সে এখনই দৌড়াচ্ছে না?

রিলেই তাদের মধ্যকার দূরত্ব আবার কমিয়ে ফেলল। সে সেথকে আবার ধরে ফেলল। ভিক্টোরিয়া হঠাৎ করে তার সহকর্মীর ভাগ্য নিয়ে উৎসাহী হয়ে উঠল। আমি তাকে দেখতে পারি, তার চোখের কোণা দিয়ে। আমাদের দুজনের মধ্যের দূরত্ব। রিলে আর আমার। সেথকে রিলেই থাপ্পড় দিল। তাকে পিছাতে আবার বাধ্য করল। ভিক্টোরিয়া হিসহিসিয়ে উঠল।

সেথ আর খুড়িয়ে হাঁটছে না। তার বৃত্তাকার ঘোরা তাকে এ্যাডওয়ার্ডের কাছাকাছি নিয়ে গেল। তার লেজ এডের পিছনে। ভিক্টোরিয়ার চোখ বিস্ফোরিত হয়ে গেল।

'না, সে আমার দিকে ঘুরে আসবে না।' এ্যাডওয়ার্ড বলল। ভিক্টোরিয়ার মাথার মধ্যের প্রশ্নের উত্তর দিল। সে তার কাছাকাছি যাওয়ার জন্য তাকে বিছিন্ন করতে চাইল। 'তুমি আমাদের জন্য একটা কমন শত্রু জোগাড় করেছো। তুমি সেটা যোগান দিয়েছো।'

সে তার দাঁত খিচাল। সে চেষ্টা করছে এ্যাডওয়ার্ডকে একাকী আবদ্ধ রাখতে।

'আরো বেশি কাছাকাছি দেখ, ভিক্টোরিয়া।' সে বিড়বিড় করে বলল। তার মনোযোগের ব্যাপারে হুমকি হিসাবে দেখা দিল। 'সে কি সত্যিই মনস্টার জেমসের মত সাইবেরিয়া দিয়ে ট্রাক করে চলে গেছে?'

ভিক্টোরিয়ার চোখ আবার খুলে গেল। তারপর চোখ পিটপিট করতে লাগল। চোখ এ্যাডওয়ার্ড থেকে সেথ তারপর আমার দিকে ঘুরে এল।

'একই রকম নয়?' সে তিক্ত গলায় বলল।

'অসম্ভব!'

'কিছুই অসম্ভব নয়!' এ্যাডওয়ার্ড বিড়বিড় করে বলল। সে তার দিকে আরো এক ইঞ্চি এগিয়ে গিয়ে ভেলভেটের মত নরম স্বরে বলল।

'তুমি যা চাও তা ছাড়া। তুমি কখনো তাকে স্পর্শ করতে পারবে না।'

ভিক্টোরিয়া মাথা নাড়ল। তার দিকে এগিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করল। কিন্তু সে এত তাড়াতাড়ি সেদিকে এগিয়ে গেল যে তার পরিকল্পনা কাজে লাগাতে পারল না। সে হতাশায় পতিত হলো। তারপর সে ঝুঁকে হামাগুড়ির মত করল, একটা সিংহী যেন এবং সামনের দিকে বেপরোয়াভাবে এগুলো।

ভিক্টোরিয়া অনভিজ্ঞ নয়। এইসব নতুন আগতদের মত। সে ভয়ংকর। এমনকি তার আর রিলের মধ্যেও আমি পার্থক্য করতে পারি। আমি জানি সেথ বেশিক্ষণ ঠিকবে না যদি এই ভ্যাম্পায়ার তার সাথে লড়তে যায়।

এ্যাডওয়ার্ড এগিয়ে গেল। তারা একে অন্যের খুব কাছাকাছি। এটা যেন ভয়ংকর সিংহ বনাম সিংহীর লড়াই।

তাদের নাচের ভঙ্গি বৃদ্ধি পেল।

এটা যেন তৃণভূমিতে এলিস আর জেসপারের সেই নাচের লড়াইয়ের মত। ঝাপসা ঘূর্ণিবর্ত নড়াচড়া। শুধু এই নাচ পুরোপুরি ভাবে কোরিওগ্রাফের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত নয়। কিন্তু তারা দুজনেই এত দ্রুত নড়াচড়া করছে আমার বোঝার কোন উপায় নেই তারা কি জাতীয় ভুল করছে...

রিলেই এই ভয়ংকর ব্যালে নৃত্য থেকে বিছিন্ন হয়ে গেল। তার চোখ তার পার্টনারের জন্য উদ্বিগ্ন। সেথ হতভম্ব। আরেকটা ভ্যাম্পায়ারকে দেখে সে অন্যরকম হয়ে গেছে। রিলেই নিচু হলো এবং হঠাৎ লাফিয়ে সেথকে তার বুকের নিচে জড়িয়ে ধরলো। সেথের বিশাল বুকের সাথে তার মাথা বাড়ি খেল। আমি তার বুকের ভেতর থেকে ফুসফুসের বাতাস বের হওয়ার শব্দ শুনতে পেলাম।

একটা নিচু গোঙানি সেথের দাঁতের ভিতর দিয়ে বেরুলো।

এড্রেনালিন আমার শিরার ভিতর দিয়ে প্রবাহিত হয়ে গেল। আমি জানি এটা কিন্তু আমি ব্যথা অনুভব করলাম না।

রেলির পিছনে, আমি ভিক্টোরিয়ার পেঁচানো চুল দেখতে পেলাম। ঝাপসা সাদা দেখতে পেলাম। সেখানে থাপ্পড় আর কান্নার শব্দ। শ্বাস প্রশ্বাসের আর হিসহিস শব্দ। নাচটা যেন কারো মৃত্যু যন্ত্রণায় রুপ নিচ্ছে। কিন্তু সেই কেউ-টা কে?

রিলে আমার দিকে এগিয়ে আসছে। তার লাল চোখে রাগ খেলা করছে। তার মুখ খোলা, প্রসারিত হয়ে গেছে, দাঁত কিড়মিড় করছে যেন সে সেথের গলা কামড়ে ছিড়ে ফেলার জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছে।

দ্বিতীয়বার এড্রেনালিন ইলেকট্রিক শকের মত প্রবাহিত হয়ে গেল। আর সবকিছু আমার কাছে খুব পরিষ্কার হয়ে গেল।

দুজনের লড়াইই খুব কাছাকাছি। সে তাকে হারাতে বসেছে এবং আমার কোন ধারণা নেই যদি এ্যাডওয়ার্ড হারে অথবা জিতছে। তাদের সাহায্যের দরকার। একটা বিছিন্নতা। কিছু একটা তাকে শেষ সীমায় নিয়ে গেছে।

আমার হাত পাথর আকড়ে ধরল যাতে আমি পড়ে না যাই।

আমি কি যথেষ্ট শক্তিশালী? আমি কি যথেষ্ট সাহসী? আমি কিভাবে এই এবড়োখেবড়ো পাথর আমার শরীরে যন্ত্রণা দেব?

সেটাতে কি সেথকে তার নিজের পায়ে দাঁড়াতে যথেষ্ট সাহায্য করবে? সে কি আমার সাক্রিফাইসের জন্য তাড়াতাড়ি সেরে উঠবে?

আমি হাত তুললাম। আমার পুরো সোয়েটার শরীরের উপর থেকে খুলে ফেললাম। তারপর কনুইয়ের নিচের উঁচু জায়গাটায় চাপ দিলাম। গত জন্মদিনে আমি এরই মধ্যে শরীরে একটা ক্ষত তৈরি করে ফেলেছি। আমি পাথর দিয়ে সেইটার উপর চাপ দিলাম।

সেই রাতে, আমার হাতের ক্ষত থেকে গড়িয়ে পড়া রক্ত প্রতিটি ভ্যাম্পায়ারের মনোযোগ আকর্ষণ করেছিল। ততক্ষণাৎ প্রত্যেকের যে যেখানে ছিল দাঁড়িয়ে গিয়েছিল। আমি প্রার্থনা করছি এটা আবার আগের মত কাজ করবে। আমি স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে রইলাম এবং জোরে নিঃশ্বাস নিলাম।

ভিক্টোরিয়া আমার শ্বাসের শব্দে বিছিন্ন হয়ে গেল। তার চোখ, এক মুহূর্তের মধ্যে আমার দিকে তাকাল। রাগ এবং কৌতুহল তার অভিব্যক্তির মধ্যে খেলা করছিল।

আমি নিশ্চিত নই কিভাবে আমি নিচু শব্দ শুনতে পেলাম। অন্যদের শব্দের প্রতিধ্বনি যারা পাথরের দেয়ালের ওপাশে আছে। আমার মাথার মধ্যে হাতুড়ির বাড়ির মত শব্দ হতে লাগল। আমার নিজের হৃৎপিন্ডের শব্দও অনেক বেশি মনে হলো। কিন্তু আমি সেকেন্ডের ভগ্নাংশের মধ্যে ভিক্টোরিয়ার দিকে তাকিয়ে রইলাম। আমি ভেবেছিলাম আমি পরিচিত শ্বাসের শব্দ শুনতে পেয়েছি।

সেই একই সময়ের মধ্যে, নাচ ভেঙে গেল। এটা এত তাড়াতাড়ি হতে লাগল আমি সেই ঘটনা অনুসরণ করতে পারলাম। আমি চেষ্টা করছিলাম আমার মাথার মধ্যে ধরে রাখতে।

ভিক্টোরিয়া ঝাপসা দৃষ্টির মধ্যে চলে এল।

সে নিচু হয়ে এরই মধ্যে হামাগুড়ি দিয়ে ফেলল।

একই সাথে, এ্যাডওয়ার্ড—সবাই কিন্তু গতির কারণে অদৃশ্য। এটা দেখে মনে হচ্ছে এ্যাডওয়ার্ডের পা রিলের পিঠের উপর এবং...

আমাদের ছোট্ট ক্যাম্পের জায়গাটা রিলের তীক্ষ্ম চিৎকারে ছিন্নভিন্ন হয়ে গেল।

একই সময়ে, সেথ দাঁড়িয়ে গেল। আমার সামনে চলে এল।

কিন্তু আমি তখনও ভিক্টোরিয়াকে দেখতে পারছি। যদিও সে দেখতে অন্যরকম লাগছে। যেন সে পুরোপুরি সোজা হয়ে দাঁড়াতে পারছে না। আমি তার মুখে সেই রহস্যময় হাসি দেখলাম যেটা আমি স্বপ্নেও তার বুনো মুখে দেখে থাকি।

সে মোচড় দিল এবং দৌড়ানো শুরু করল।

কিছু একটা ছোট এবং সাদা সাদা শিষ দিল এবং তার মধ্য লড়াইয়ে এসে গেল। তাদের সংঘর্ষটা একটা বিস্ফোরণের মত হলো। এটা তাকে অন্য একটা গাছের গায়ে ছুড়ে মারল। এবারে তার অর্ধেকটাতে লাগল। সে তার পায়ের উপর দাঁড়াতে পারল। ঝুকে আছে এবং প্রস্তুত। কিন্তু এ্যাডওয়ার্ড এরই মধ্যে জায়গামত চলে এসেছে। আমার শরীর জুড়ে স্বস্তির নিঃশ্বাস বয়ে গেল যখন আমি দেখলাম এড সোজাসুজি দাঁড়িয়ে আছে এবং পুরোপুরি ভাল আছে।

ভিক্টোরিয়া তার খালি পায়ে কাউকে যেন লাথি কষাল—তার মিসাইলের মত তার আক্রমণের শিকার হলো।

এটা আমার দিকে কুঁকড়ে গেল। আমি বুঝতে পারলাম এটা কি।

আমর পাকস্থলী মোচড় দিয়ে উঠল।

আঙুলগুলো আকড়ে ধরে আছে, আমি ঘাস আকড়ে ধরিছে। রিলের হাত দিয়ে ঘষটে ঘষটে এগিয়ে যাচ্ছে মাটি ধরে।

সেথ রিলের চারিদিকে আবার ঘুরতে লাগল। এখন রিলে নিজে কাজ করছে। সে এগিয়ে আসা নেকড়ের দিক থেকে কিছুটা পিছিয়ে গেল। তার মুখ ব্যথায় শক্ত হয়ে আছে। সে প্রতিরক্ষামূলকভাবে একহাত উঁচু করে রাখল।

সেথ রিলেকে তাড়া করল। ভ্যাম্পায়ারটা এখন পুরোপুরি ভারসাম্যহীন অবস্থায় পড়ে গেছ। আমি দেখতে পেলাম তার দাঁত রিলের কাঁধের মধ্যে ঢুকিয়ে দিয়ে ছিড়ে

ফেলছে। আবার লাফিয়ে পড়ল।

দাঁতের সাথে হাড়ের বাড়ির লাগার শব্দের সাথে সাথ বুঝতে পারলাম রিলে তার আরেক হাত হারাল।

সেথ তার মাথা নাড়ল। ছিড়ে নেয়া হাতটা গাছের দিকে ছুড়ে দিল। তার মুখ থেকে অন্যরকম হিসহিসানো শব্দ ভেসে এল।

রিলে ব্যথায় তীব্র চিৎকার করে উঠল। 'ভিক্টোরিয়া!'

ভিক্টোরিয়া তার নাম ডেকে ওঠায় কোন প্রতিক্রিয়া দেখাল না এমননি শুনতে না পাওয়ার ভান করল। তার চোখ একবারের জন্যও তার সঙ্গীর দিকে ফিরে তাকাল না।

সেথ সামনের দিকে এগিয়ে গেল। সেথ আর রিলে দুজনের মধ্যেই একই তৃষ্ণা খেলা করছে। সেটা তাদের দুজনকেই গাছের দিকে এগিয়ে নিয়ে গেল যেখানে এর আগে রিলের চিৎকার শোনা গেছে। চিৎকারটা বেপরোয়াভাবে ছাড়া ছাড়া আসছে।

যদিও ভিক্টোরিয়া সেথের দিকে কোন বিদায় সুচক তাকায়নি, ভিক্টোরিয়াকে দেখে মনে হলো সে বুঝতে পেরেছে সে নিজেও বিপদে আছে। সে এ্যাডওয়ার্ড থেকে পিছিয়ে যেতে শুরু করল। তার চোখে ভয় খেলা করছে। সে আমার দিকে একবারের জন্য তাকাল। রাগান্বিত দৃষ্টিতে। তারপর সে দ্রুত দৌড়াতে শুরু করল।

'না।' এ্যাডওয়ার্ড কুঁকড়ে গেল। তার কণ্ঠস্বর কিছুটা নেশাগ্রস্তের মত, 'আর একটু সময় থাকো।'

সে ঘুরে দাঁড়াল এবং তীর থেকে ছোড়া তুণের মত তীব্র গতিতে জঙ্গলের দিকে ছুটে গেল।

কিন্তু এ্যাডওয়ার্ড আরো বেশি দ্রুত গতি সম্পন্ন। বন্দুক থেকে ছোড়া গুলির মত।

সে গাছের সীমানায় ভিক্টোরিয়াকে পিছন দিকে থেকে পাকড়াও করল। তারপর একটা পদক্ষেপ সাধারণ পদক্ষেপ, নাচ শেষ হয়ে গেল।

এ্যাডওয়ার্ডের মুখ তার কাধের কাছে ঘষে গেল। যেন একটা ক্যারেস। সেথের শব্দ অন্য সব শব্দকে ছাড়িয়ে গেল। সে কারণে সেখানে কোন রকম ভয়ংকর প্রতিহিংসার শব্দ শুনতে পেলাম না।

এ্যাডওয়ার্ড সম্ভবত ভিক্টোরিয়াকে চুমু খাচ্ছে।

তারপর সেই সুন্দর কমলা রঙের চুল তার শরীরের সাথে আর লেগে থাকল না। কমলা রঙের স্রোত মাটিতে পড়ে গেল। তারপর গাছগুলোর দিকে ছুড়ে দিল।

পঁচিশ

আমি জোর করে চোখ খোলা রাখলাম। শকে জমে বড়বড় চোখে তাকিয়ে আছি। আমি নড়তে পারছি না। যাতে আমি যেয়ে দলা পাকিয়ে থাকা জিনিসটাকে পরীক্ষা করে দেখতে পারছি না। সেই কাঁপতে থাকা কমলা চুলের ডিম্বাকৃতি বস্তুটাকে।

এ্যাডওয়ার্ড আবার আগের মতই এগিয়ে যাচ্ছে। দ্রুতগামী এবং আগের মতই ঠাণ্ডা ধরনের ব্যবসায়ীসুলভ। সে সেই মাথা ছাড়া মৃতদেহের দিকে।

আমি তার সাথে যেতে পারি না। আমি আমার পায়ে কোন সাড়া পাচ্ছি না। পায়ের নিচের পাথরগুলো কোন প্রভাব ফেলছে না।

কিন্তু আমি তার প্রতিটি নড়াচড়া কর্মকাণ্ড একেবারে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে দেখতে লাগলাম। কোনরকম সাক্ষ্য খুঁজছিলাম যাতে সে কোনরকম ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। সে আগের মতই আছে। আমি এমনকি তার কাপড়চোপড়ে সামান্য কান্নার দাগ পর্যন্ত দেখতে পেলাম না।

সে আমার দিকে দেখছিল না। যেখানে আমি দাঁড়িয়ে ছিলাম আমি খাড়ির দেয়ালের দিকে জমে ছিলাম। সে সেখানে কাঁপতে শুরু করল। পা ঝাঁকাতে লাগল। সে এখনও আমার হতভম্ব দৃষ্টির দিকে তাকায়নি। সে জঙ্গলের দিকে সেথের পরে গেছে।

আমি তাদের দুজনের ফিরে আসার আগে নিজেকে গুছিয়ে নেয়ার সময় পেলাম না। এ্যাডওয়ার্ড দুহাতে রিলেকে বয়ে নিয়ে এসেছে।

সেথ একটা বিশাল জিনিস বহন করে নিয়ে আসছে—একটা টরসো—তার মুখে করে। তারা তাদের বোঝাগুলোকে স্তূপ করে রাখছে। এ্যাডওয়ার্ড তার পকেট থেকে রুপালী চারকোণা জিনিস টেনে বের করেছে। সে সেটার বাটন চেপে লাইটার থেকে অগ্নিশিখা বের হয়েছে। সে স্তূপের উপর অগ্নিশিখা সংযোজন করতে করতে বলছে।

'প্রতিটি টুকরো নিয়ে এসো।' এ্যাডওয়ার্ড নিচু গলায় সেথকে বলল।

ভ্যাম্পায়ার আর নেকড়ে মিলে ক্যাম্পের চারিদিকটা সুরক্ষিত রাখছে। সেথ তার দাঁতে করে টুকরোগুলো নিয়ে আসছে। আমার মাথা এখন আর কোন কাজ করছে না, কেন সে দাঁতের পরিবর্তে মানুষের রুপে রুপান্তারিত হয়ে হাত ব্যবহার করছে না।

এ্যাডওয়ার্ড তার কাজের উপর নজর রাখছে।

তারপর তাদের কাজ শেষ। জ্বলতে থাকা আগুন থেকে উদগীরিত ধোয়া আকাশের দিকে উঠে যাচ্ছে। গাঢ় ধোয়া ধীরে ধীরে কুন্ডলী পাকিয়ে যাচ্ছে। গন্ধটা কিছু পোড়ার কিন্তু গন্ধটা অস্বস্তিকর। এটা খুব ভারী।

সেথ আবার আগের মত গরগরানির শব্দ করল। তার বুকের গভীর থেকে।

এ্যাডওয়ার্ডের চিন্তিত মুখে একটু স্বস্তির ভাব খেলে গেল।

এ্যাডওয়ার্ড হাত বাড়িয়ে দিল। তার হাত মুষ্টিবদ্ধ। সেথ গুঁড়িয়ে উঠল। তারপর এ্যাডওয়ার্ডের হাতে তার নাক ঘষল।

'সুন্দর টিমওয়ার্ক।' এ্যাডওয়ার্ড বিড়বিড় করে বলল।

সেথ কাশির মত হাসির শব্দ করল।

তারপর এ্যাডওয়ার্ড গভীরভাবে শ্বাস নিল। ধীরে ধীরে আমার মুখোমুখি হওয়ার জন্য আমার দিকে ফিরল।

আমি তার অভিব্যক্তি বুঝতে পারলাম না। তার চোখ এতই দুশ্চিন্তাগ্রস্ত যেন আমি তার আরেকটা শত্রু। দুশ্চিন্তার চেয়ে বেশি কিছু, তারা ভীত। যদিও তারা কোনরকম ভয়ের লক্ষণ দেখায়নি যখন তারা ভিক্টোরিয়া আর রিলের মুখোমুখি হয়েছিল। আমার মন হতবুদ্ধ, অকার্যকর আমার শরীরের মতই।

আমি তার দিকে তাকিয়ে রইলাম। হতবুদ্ধ।

'বেলা, প্রিয়া।' সে নরম স্বরে বলল। আমার দিকে ধীরে ধীরে এগিয়ে এল।

'বেলা, তুমি কি পাথরটা ফেলে দেবে, দয়া করে? সাবধানে ফেলো। নিজেকে আহত করো না।'

আমি আমার এই ভয়ংকর অস্ত্র সম্বন্ধে ভুলে গিয়েছিলাম। যদিও আমি এখন বুঝতে পারলাম আমি খুব শক্ত করে পাথরের টুকরো ধরে আছি। আমার হাতের সেই জায়গাটা কি আবার ছিড়ে গেছে? কার্লিসল আমাকে এইবারে নিশ্চয় আবার কাস্ট লাগিয়ে দেবে।

আমার থেকে কয়েক ফিট দুরে দাঁড়িয়ে এ্যাডওয়ার্ড ইতস্তত করতে লাগল। তার হাত এখনও উপরে তোলা। তার চোখে এখনও ভয়।

আমার কয়েক সেকেন্ড সময় লাগল বুঝতে কিভাবে আঙুল নাড়াচাড়া করতে হয়। তারপর পাথরটা মাটিতে ছুড়ে ফেলে দিলাম।

আমার হাত শূন্য হতেই এ্যাডওয়ার্ড স্বস্থিবোধ করতে লাগল। কিন্তু কাছে এলো না।

'তোমার ভয় পাওয়ার কিছু নেই, বেলা।' এ্যাডওয়ার্ড বিড়বিড় করে বলল, 'তুমি নিরাপদ। আমি তোমাকে আঘাত করব না।'

তার প্রতিজ্ঞা শুধু আমাকে আরো দ্বিধায় ফেলে দিলে। আমি জড়বস্তুর মত তার দিকে তাকিয়ে রইলাম। বুঝতে চেষ্টা করলাম।

'এখন সবকিছু ঠিক হতে চলেছে, বেলা। আমি জানি তুমি এখনও ভয় পাচ্ছ। কিন্তু সবকিছু শেষ হয়ে গেছে। কেউ তোমাকে আহত করতে যাচ্ছে না। আমি তোমাকে স্পর্শ করব না। আমি তোমাকে আঘাত করব না।' সে আবার বলল।

আমার চোখে রাগে বড়বড় হয়ে গেল। আমি কথা খুঁজে পেলাম, 'কেন তুমি এসব কথা বলেই যাচ্ছ?'

আমি ভারসাম্যহীনভাবে এক পা তার দিকে এগিয়ে গেলাম। সে আমার এগিয়ে আসায় একটু পেছাল।

'সমস্যাটা কি?' আমি ফিসফিস করে বললাম, 'তুমি কি বোঝাতে চাচ্ছ?'

'তুমি কি...' তার সোনালী চোখ হঠাৎ করে এতটাই দ্বিধান্বিত হয়ে উঠল। 'তুমি কি আমাকে ভয় পাচ্ছ না?'

'তোমাকে ভয় পাব? কেন?'

আমি আরেক পা সামনে এগিয়ে গেলাম। তারপর কিছুর উপর জড়িয়ে পড়তে গেলাম। আমার নিজের পায়ের সাথে। এ্যাডওয়ার্ড আমাকে ধরে ফেলল। আমি তার বুকের উপর আমার মুখ গুজে ফুপিয়ে ফুপিয়ে কাঁদতে শুরু করলাম।

'বেলা, বেলা। আমি খুবই দুঃখিত। সব শেষ হয়ে গেছে। ভয়ের কোন কারণ নেই।'

'আমি ঠিক আছি।' আমি শ্বাস নিলাম। 'আমি ভাল আছি। আমি শুধু উন্মত্ত হয়ে গিয়েছিলাম। আমাকে এক মিনিট সময় দাও।'

তার হাত শক্ত করে আমাকে জড়িয়ে ধরল। 'আমিও খুব দুঃখিত।' সে বারবার বিড়বিড় করে বলতে লাগল।

আমি তাকে শ্বাস নেয়ার জন্য জড়িয়ে থাকলাম। তারপর আমি তাকে চুমু খেলাম। তার বুকে, তার কাঁধে, তার গলায় চুমু খেলাম। তার শরীরের প্রতিটি অংশে যেখানে আমি চুমু খেতে পারি। ধীরে ধীরে আমার মস্তিষ্ক কাজ করতে শুরু করল।

'তুমি কি ঠিক আছো?' আমি চুমু খাওয়ার ফাঁকে জানতে চাইলাম। 'সে কি তোমাকে একটুও আহত করেছে?'

'আমি পুরোপুরি ভাল আছি।' সে প্রতিজ্ঞা করল। তার মুখ আমার চুলে ডুবিয়ে দিয়েছে।

'সেথ?'

এ্যাডওয়ার্ড শব্দ করে হাসল। 'ভালর চেয়ে বেশিকিছু। সে নিজেকে নিয়ে খুবই খুশি। খুবই গর্বিত, প্রকৃতপক্ষে।'

'অন্যরা? এলিস, এসমে? নেকড়েরা?'

আমি এক মুহূর্ত বুঝতে সময় দিলাম। সে আমার মাথায় এটা গেঁথে দিল।

আমার পরিবার এবং আমার বন্ধুরা নিরাপদ। ভিক্টোরিয়া আর কখনও আমার পিছু পিছু নেয়ার জন্য আসতে পারবে না। তা শেষ হয়ে গেছে।

আমরা সবাই আবার বেশ ভাল হতে যাচ্ছি।

কিন্তু আমি এখনও পুরোপুরি এই ভাল খবরগুলোকে গ্রহণ করতে পারছি না যখন আমি এতটাই দ্বিধাগ্রস্ত।

'আমাকে বলো কেন?' আমি জোর দিয়ে বললাম। 'কেন তুমি এমনটি ভেবেছো যে তোমাকে ভয় পেতে পারি?'

'আমি দুঃখিত।' আবার ক্ষমা চাইল। কিসের জন্য? আমার কোন ধারণাই নেই। 'এতটাই দুঃখিত। আমি তোমাকে সেটা দেখাতে চাই না। আমাকে এমনটি দেখেছো কখনও। আমি জানি অবশ্যই তোমাকে ভয় পাইয়ে দিয়েছি।'

আমি সেটা নিয়ে আরেক মিনিট ভাবলাম। সে যেভাবে আমার কাছে কথা বলছে সেই বিষয় নিয়ে। তার হাত উপরের দিকে ওঠানো। যেন আমি দৌড়ে চলে যেতে চাচ্ছি যদি আমি খুব জোরে দৌড়ে যাই...

'সিরিয়াসভাবে?' আমি শেষ পর্যন্ত জিজ্ঞেস করলাম। 'তুমি... কি? তুমি ভাবছ তুমি আমাকে ভয় পাইয়ে দিয়েছো?' আমি নাক টানলাম।

সে তার হাত আমার চিবুকের নিচে রাখল। আমার মুখ উঁচু করে ধরল মুখের ভাব বোঝার জন্য।

'বেলা, আমি শুধু'—সে ইতস্তত করতে লাগল। তারপর জোর করে শব্দগুলো বলল, 'আমি শুধু একটা প্রাণীকে তোমার থেকে মাত্র বিশ ফুট দুরে মাথা বিচ্ছিন্ন করে দিয়েছি তাকে হত্যা করেছি। সেটা কি তোমাকে বিরক্ত করেনি? তুমি ভয় পাওনি?'

সে ভুরু কুঁচকে আমার দিকে তাকাল।

আমি শ্রাগ করলাম। কাঁধ ঝাকানোই ভাল। 'প্রকৃতপক্ষে না। আমি শুধু ভীত ছিলাম যে তুমি বা সেথ যে কেউ আহত হতে পারো। আমি সাহায্য করতে চাইছিলাম। কিন্তু সেখানে এত বেশি কিছু ঘটে যাচ্ছিল যে আমি কিছু করতে ...'

তার হঠাৎ অন্যরকম অভিব্যক্তিতে আমি কথা খুঁজে পেলাম না।

'হ্যাঁ।' সে বলল। 'পাথর নিয়ে তোমার ওই ছোট্ট দাঁড়ানোটা। তুমি জানো যে তুমি আমাকে হার্ট অ্যাটাকের মত অবস্থায় নিয়ে গিয়েছিলে? এটা কোন সহজ কাজ ছিল না।'

তার রাগের অবস্থায় আমার পক্ষে উত্তর দেয়া কঠিন হয়ে দাঁড়াল।

'আমি সাহায্য করতে চেয়েছিলাম...সেথ আহত হয়েছিল...'

'সেথ শুধু ভান করেছিল সে আহত হয়েছে, বেলা। এটা একটা ট্রিক। এবং তারপর তুমি...!' সে তার মাথা নাড়ল। শেষ করল না। 'সেথ দেখতে পায়নি তুমি কি করছিলে। সে কারণেই আমি একটু এগিয়ে গিয়েছিলাম। সেথ এরকম অবস্থায় ছিল একজন এক হাতওয়ালা ভ্যাম্পায়ারকে হত্যা করা তার কাছে কঠিন কিছু ছিল না।'

'সেথ...ভান করেছিল?'

এ্যাডওয়ার্ড সম্মতিসুচক মাথা নাড়ল।

'ওহ!'

আমরা দুজনেই সেথের দিকে তাকালাম। যে আমাদেরকে উপেক্ষা করছে। অগ্নিশিখার দিকে তাকিয়ে আছে।

'বেশ। আমি সেটা জানতাম না।' এটা সহজ নয় একমাত্র সাহায্যহীন ব্যক্তি চারিদিকে। শুধু তোমাকে আমি যতক্ষণ না একজন ভ্যাম্পায়ার! আমি সাইড লাইনে বসে থেকে সেটা দেখতে পারি না।'

'পরের বার? তুমি কি শীঘ্রই আরেকটা লড়াইয়ের আশা করতে পার?'

'আমার সৌভাগ্যের? কে জানে?'

সে তার চোখ ঘোরাল। কিন্তু আমি দেখতে পেলাম সে যেন স্বস্তি পাচ্ছে। সেই স্বস্তি আমাদের দুজনকে অনেকটা হালকা করে দিল। এটা শেষ হয়ে গেছে। অথবা...তাই কি?

'চালিয়ে যাও। তুমি কি এর আগে কিছু বলো নি...?' আমি কেঁপে উঠলাম। মনে পড়ল এটা আগে কি হয়েছিল। আমি জ্যাকবকে কি বলতে চাই? আমার হৃৎপিন্ড ব্যথায় কাতর হয়ে পড়ল। এটা বিশ্বাস করা কঠিন। পুরোপুরি অসম্ভব। কিন্তু আজকের দিনের সবচেয়ে কঠিন অংশ আমার পেছনে নয়... এবং তারপর আমি এটার উপরে আছি। 'এটা কি জটিলতা সম্বন্ধে? এবং এলিস, স্যামের জন্য সিডিউল করে রেখেছে। তুমি বলছো এটা শেষ হতে চলেছে। কি শেষ হতে চলেছে?'

এ্যাডওয়ার্ডের চোখ সেথের দিকে পিটপিট করে চাইল। তারা একে অন্যের মধ্যে দৃষ্টি বিনিময় করল।

'বেশ?' আমি জিজ্ঞেস করলাম।

'এটা কিছুই না, সত্যিই।' এ্যাডওয়ার্ড তাড়াতাড়ি বলল, 'কিন্তু আমরা আমাদের পথে যাওয়ার প্রয়োজন...'

সে আমাকে তার পিছনের দিকে টেনে নিতে চাইল। কিন্তু আমি শক্ত হয়ে রইলাম এবং তাকে ঠেলে দিলাম।

'কিছুই না।'

এ্যাডওয়ার্ড আমার মুখ তার দুহাতের মাঝে তুলে ধরল। 'আমাদের মাত্র এক

মিনিট সময় আছে। সুতরাং ভীত হয়ো না, ঠিক আছে? আমি তোমাকে বলেছিলাম তোমার ভীত হওয়ার কোন কারণ নেই। আমাকে সে ব্যাপারে বিশ্বাস করো, দয়া করে?'

আমি মাথা নোয়ালাম, আমার হঠাৎ আসা ভয়কে লুকাতে চাইলাম। আমি কলাপস হয়ে যাওয়ার আগে কতটুকু করতে পারব? 'ভয় পাওয়ার কোন কারণ নেই। চল যাই।'

সে সেকেন্ডের জন্য ঠোঁট চেপে ধরল। কি বলবে সিদ্ধান্ত নিচ্ছে। তারপর সে এলোমেলোভাবে সেথের দিকে তাকাল। যেন সেথ তাকে ডেকেছে।

'সে কি করছে?' এ্যাডওয়ার্ড জিজ্ঞেস করল।

সেথ গরগরানির শব্দ করল। সে উদ্বিগ্ন। অস্বস্তিকর শব্দ।

এক সেকেন্ডের জন্য চারিদিকে মৃতের মত নিরব হয়ে গেল।

তারপর এ্যাডওয়ার্ড শ্বাস নিল, 'না!' তার এক হাত এরকমভাবে শূন্য তুলে ধরল যেন সে কিছু ধরতে যাচ্ছে, যেটা আমি দেখতে পাচ্ছি না। 'করো না...!'

সেথের শরীরের ভেতর দিয়ে একটা কাঁপুনি বয়ে গেল। সে বুকের গভীর থেকে প্রচন্ড শব্দে গর্জন করে উঠল।

এ্যাডওয়ার্ড সেই একই মুহূর্তে তার হাঁটু গেড়ে বসে পড়ল। দুহাতে তার মাথা চেপে ধরল। তার মুখে ব্যথা বয়ে গেল।

আমি হতবুদ্ধ অবস্থায় ভয়ে চিৎকার করে উঠলাম। তার পাশে হাঁটু গেড়ে বসে পড়লাম। বোকার মত, আমি তার হাত মুখ থেকে টেনে নামালাম।

'এ্যাডওয়ার্ড! এ্যাডওয়ার্ড!'

সে চোখ তুলে আমার দিকে তাকাল।

'সবঠিক আছে। আমরা ভাল হতে যাচ্ছি। এটা...' সে ভাঙা ভাঙা গলায় বলল।

'কি ঘটেছে?' আমি কেঁদে উঠলাম। সেথ আবার গর্জন করে চলল।

'আমরা ঠিক আছি। ভাল আছি। আমরা ঠিক হতে যাচ্ছি।' এ্যাডওয়ার্ড শ্বাস নিল। 'স্যাম... তাকে সাহায্য করো...'

এবং সেই মুহূর্তে ব্যাপারটা বুঝতে পারলাম। যখন সে স্যামের নাম বলল, সে নিজের সাথে বা সেথের সাথে কথা বলছিল না।

কোন অদেখা শক্তি তাদের আক্রমণ করেছে। এইবার, সমস্যাটা এখানে নয়।

সে এইবারে দলের ক্ষেত্রে সমষ্টিবাচক শব্দ ব্যবহার করেছে।

আমার এড্রেনালিন আবার প্রবাহিত হতে শুরু করেছে। আমার শরীরে আর কিছুই নেই। আমি টলতে লাগলাম। আমি পাথরের উপর পড়ে যাওয়ার আগে এ্যাডওয়ার্ড আমাকে ধরে ফেলল। সে উঠে দাঁড়াল এবং আমাকে তার দুই হাতের মধ্যে নিল।

'সেথ।' এ্যাডওয়ার্ড চিৎকার দিলো।

সেথ হামাগুড়ি দিয়ে এগিয়ে এলো। সে এখনও রাগে ফুসছে। সে এমনভাবে তাকাচ্ছে যেন সে এক্ষুণি জঙ্গলের দিকে চলে যাবে।

'না!' এ্যাডওয়ার্ড আদেশ দিল। 'তুমি সোজা বাড়ি চলে যাও। এখনই। যত তাড়াতাড়ি পার তত তাড়াতাড়ি যাও।'

সেথ গুঙিয়ে উঠল। তার বিশাল মাথা আপত্তিতে দুদিকে নাড়াল।

'সেথ, আমাকে বিশ্বাস করো।'

বিশাল নেকড়েটা এডের মুখের দিকে তাকিয়ে রইল। তারপর সোজা টান টান হয়ে গেল। তারপর গাছপালার মধ্যে একটা ভূতের মত অদৃশ্য হয়ে গেল।

এ্যাডওয়ার্ড আমাকে কোলে করে তার বুকের সাথে জাপটে ধরল। তারপর আমরাও ছায়াছন্ন জঙ্গলের দিকে হাঁটতে শুরু করলাম। নেকড়েটা যে পথে গিয়েছে তার অন্য পথ ধরলাম।

'এ্যাডওয়ার্ড! আমি জোর করে কোনমতে শব্দটা বলতে পারলাম। 'কি হয়েছে, এ্যাডওয়ার্ড? স্যামের কি হয়েছে? আমরা এখন কোথায় যাচ্ছি? কি ঘটেছে?'

'আমরা এখন ক্লিয়ারিংয়ের কাছে ফিরে যাচ্ছি।' সে নিচু গলায় বলল। 'আমরা জানি সেখানে ভাল একটা সম্ভবনা আছে এরকম কিছু ঘটার। আজ সকালে, এলিস এমনটি দেখেছিল এবং এটা স্যাম থেকে সেথের উপর দিয়ে দিয়েছিল। ভলচুরি সিদ্ধান্ত নিয়েছিল কিন্তু সেটা অন্য দিকে যাচ্ছে।'

সেই ভলচুরি!

অনেক বেশি। আমার মন সেই শব্দ নিতে অস্বীকৃতি জানাল। বুঝতে পারছে না এমনটি ভান করলো।

গাছগুলো আমাদের পাশ দিয়ে দ্রুত বেগে সরে যেতে লাগল। সে এত দ্রুত দৌড়াচ্ছে সবকিছু ঝাপসা দেখাতে লাগলাম।

'ভীত হয়ো না। তারা আর আমাদের জন্য আসছে না। এটা শুধু মাত্র একটা সাধারণ সৈন্য দল যারা এই জাতীয় হযবরল পরে সবকিছু পরিষ্কার করতে থাকে। এই মুহূর্তে কিছুই নয়, তারা শুধূ তাদের কাজ করছে। অবশ্যই, তারা তাদের আগমনের সময়টা খুব সর্তকতার সাথে রেখেছে। যেটা আমাকে জানিয়ে দিচ্ছে এই নতুন জন্মগ্রহণকারীরা যদি কুলিন পরিবারের কাউকে হত্যা করে তাহলে ইতালীতে কেউ শোক করবে না।' সে কথাগুলো কঠোর স্বরে উচ্চারণ করল।

'আমি নিশ্চিত হওয়ার জন্য জানতে চাইব তারা কি ভাবছে যখন তারা ক্লিয়ারিংয়ের কাছে পৌছে গেছে।

'আমরা কি এই কারণেই ক্লিয়ারিংয়ে ফিরে যাচ্ছি?' আমি ফিসফিস করে বললাম। আমি কি সেটা হ্যান্ডেল করতে পারব?

'এটাও একটা কারণ। বেশিরভাগই, এক্ষেত্রে এটা আমাদের জন্য অনেক বেশি নিরাপদ হবে যদি আমরা এখন একত্রে থাকি। আমাদের হ্যারাস করার তাদের কোন কারণ নেই, কিন্তু...জন তাদের সাথে আছে। যদি সে ভাবে আমরা একাকী আছি যেখানেই হোক অন্যদের থেকে, এটা তাকে লোভনীয় করে তুলতে পারে। ভিক্টোরিয়ার মত, জন সম্ভবত ধারণা করে নেবে যে তুমি আমার সাথে আছো। দিমিত্রি, অবশ্যই তার সাথে আছে। সে আমাকে পেয়ে যেতে পারে। যদি জন তাকে যেতে জিজ্ঞেস করে।'

আমি সেই সব নাম চিন্তা করতে চাই না। আমি তাদেরকে দেখতে চাই না।

একটা অদ্ভুত শব্দ আমার গলা দিয়ে বেরিয়ে এলো।

'শশশ, বেলা। শশশশ। সবকিছুই ভালভাবে হতে চলেছে। এলিস সেটা দেখতে পারে।'

এলিস দেখতে পারে? কিন্তু...তাহলে সেই নেকড়েগুলো কোথায়? সেই গোটা দল কোথায়?

'গোটা দল?'

'তারা খুব তাড়াতাড়ি চলে গেছে। ভলচুরি নেকড়েদের কোনরকম বিশ্বাস বা সম্মান করে না।'

আমি শুনতে পেলাম আমার নিঃশ্বাস আরো জোরে জোরে বইছে। কিন্তু আমি এটার নিয়ন্ত্রণ করতে পারছি না। আমি শ্বাস নিতে শুরু করলাম।

'আমি প্রতিজ্ঞা করছি তারা ভাল থাকবে।' এ্যাডওয়ার্ড আমাকে কথা দিল। 'ভলচুরি সেই গন্ধ বুঝতে বা চিনতে পারবে না। তারা বুঝতে পারছে না নেকড়েরা এখানে। তারা এই জাতীয় প্রজাতির সাথে পরিচিত নয়। গোটা দলই ভাল থাকবে।'

আমি তার ব্যাখ্যা বুঝতে পারলাম না। আমার মনোযোগ অন্য দিকে ঘুরে গেল। *আমরা ভাল থাকব* সে আগে এরকম বলেছিল। সেথ রাগে গর্জন করছিল...এ্যাডওয়ার্ড আমার প্রথম প্রশ্নটা এড়িয়ে গেছে। আমাকে ভলচুরির দিকে বিচ্ছিন্ন করে দিয়েছে...

আমি এসবের খুব কাছাকাছি চলে গেছি।

গাছপালাগুলো আমার কাছে পানির প্রবাহের মত ঝাপসা দেখাচ্ছে।

'কি ঘটেছে?' আমি আবার ফিসফিস করে বললাম, 'আগে। যখন সেথ গর্জন করছিল? যখন তুমি আঘাত পেয়েছিল?'

এ্যাডওয়ার্ড দ্বিধায় পড়ে গেল।

'এ্যাডওয়ার্ড! আমাকে বলো!'

'এটার সবকিছু চলে গেছে।' সে ফিসফিস করে বলল। আমি তার গতির জন্য খুব কম কথা শুনতে পাচ্ছি না। 'নেকড়েরা তাদের অর্ধেককে গোণার মধ্যে ধরছে না...তারা ভাবছে তারা তাদের সবাইকে পেয়ে গেছে। অবশ্যই, এলিস দেখতে পাচ্ছে না...'

'কি ঘটেছে?!'

'একজন নিউবর্ণ লুকিয়ে পড়েছিল...লিহ্ তাকে পেয়ে গেছে-- সে একটা বোকা গাধা, কিছু একটা প্রমাণ করার চেষ্টা করছে। সে তাকে একলা চেষ্টা করছে...'

'লিহ্।' আমি আবার বললাম। লজ্জায় আমার মুখ রাঙা হয়ে গেল। 'সে ঠিকঠাক থাকতে যাচ্ছে তো?'

'লিহ্ কোন আঘাত পায়নি।' এ্যাডওয়ার্ড বিড়বিড় করে বলল।

আমি তার দিকে এক সেকেন্ড ধরে তাকিয়ে রইলাম।

স্যাম—তাকে সাহায্য করো—এ্যাডওয়ার্ড শ্বাস নিয়ে বলেছিল। মেয়ের কথা বলেনি। বলেছিল ছেলের কথা।

'আমরা প্রায় এখানে।' এ্যাডওয়ার্ড বলল। সে আকাশের একটা নির্দিষ্ট দিকে তাকিয়ে রইল।

অটোমেটিকবাবে আমার চোখও সেদিকে অনুসরণ করল। গাছের উপর দিয়ে

সেখানে গাঢ় রক্তবর্ণ মেঘ খেলা করছে। একখণ্ড মেঘ? কিন্তু এটা এত অস্বাভাবিকভাবে রৌদ্দুকরোজ্জল...না, এক টুকরো মেঘ নয়, আমি গাঢ় ধোয়ার সেই স্তুপটাকে চিনতে পারলাম। যেরকম আমাদের ক্যাম্পের পাশে ছিল।

'এ্যাডওয়ার্ড,' আমি প্রায় শুনতে পাওয়া যায় না এমন স্বরে বললাম, 'এ্যাডওয়ার্ড কেউ একজন আহত হয়েছে।'

আমি সেথের গর্জন শুনতে পেলাম। এ্যাডওয়ার্ডের মুখে আঘাতের চিহ্ন।

'হ্যাঁ।' সে ফিসফিস করে বলল।

'কে?' আমি উত্তরটা জানি।

অবশ্যই আমি এটা করেছিলাম। অবশ্যই।

আমরা গন্তব্যের কাছাকাছি আসায় গাছগুলো যেন ধীর গতির হয়ে গেল।

সে উত্তর দেয়ার আগে বেশ সময় নিল।

'জ্যাকব।' সে বলল।

আমি মাথা নিচু করলাম।

সবকিছু যেন শূন্য হয়ে গেল।

এই প্রথম আমি সচেতন হলাম তার বরফ শীতল হাতের ব্যাপারে। একজোড়া হাতের চেয়ে যেন বেশি। বাহু আমাকে ধরে রেখেছে, হাতের তালু আমার চিবুক ছুয়ে আছে, আঙুলগুলো আমার কপালে চাপড় দিচ্ছে। আর বাকি আঙুলগুলো আমার কবজিতে চাপ দিচ্ছে।

তারপর আমি কণ্ঠস্বর সম্বন্ধে সচেতন হলাম। সেখানে প্রথমে একটা গুনগুনানির শব্দ। শব্দ আরো বাড়তে লাগল যেন কেউ একজন রেডিওর ভলিউম বাড়িয়ে চলেছে।

'কার্লিসলে... এটা পাঁচ মিনিটের ভেতর হয়ে যাবে।' এ্যাডওয়ার্ডের গলার স্বর উদ্বিগ্ন।

'সে আমাদের পাশে চলে আসবে যখন সে প্রস্তুত হয়ে যাবে, এ্যাডওয়ার্ড।' কার্লিসলের কণ্ঠস্বর সবসময়ের মত শান্ত নিশ্চিত। 'সে আজকের জন্য অনেক বেশি পরিশ্রম করে ফেলেছে। তার মনকে নিজের প্রতিরক্ষা করতে দাও।'

কিন্তু আমার মন সুরক্ষিত নয়। এটা নানা ঘটনায় পরিপূর্ণ।

আমার শরীর থেকে মন যেন আলাদা হয়ে গেছে। আমি চিন্তাভাবনা করতে পারছি না।

এখান থেকে পালানোর কোন পথ নেই। জ্যাকব।

জ্যাকব।

না, না, না, না...

'এলিস, কত সময় ধরে আমরা এমন করে বলেছি?' এ্যাডওয়ার্ড জানতে চাইল। তার কণ্ঠস্বরে এখনও বেশ উত্তেজনা। কার্লিসলের শান্তস্বরে তাকে সাহায্য করলো না।

এখান থেকে দুরে, এলিসের কণ্ঠস্বর শোনা গেল। 'আরেকটা পাচ মিনিট। এবং বেলা তার চোখ সাইত্রিশ সেকেন্ডের মধ্যে খুলে ফেলবে। আমার কোন সন্দেহ নেই যে সে আমাদের কথা এখন শুনতে পাচ্ছে।'

'বেলা, সোনা?' এসমের শান্ত নরম আরামদায়ক কণ্ঠস্বর। 'তুমি কি আমার কথা

শুনতে পাচ্ছ? তুমি এখন নিরাপদ, সোনা।'

হ্যাঁ, আমি নিরাপদ। সেটা কি সত্যিই কোন ব্যাপার?

তারপর তার ঠাণ্ডা ঠোঁট আমর কানের কাছে এবং এ্যাডওয়ার্ড যেভাবে কথা বলছে তাতে আমার ভেতরের সব গ্লানি আস্তে আস্তে দুর হয়ে যাচ্ছে।

'সে বেঁচে যাচ্ছে বেলা। জ্যাকব ব্লাক সেরে উঠছে আমাদের সাথে কথা বলার মত করে। সে ভাল হয়ে উঠবে। ভাল থাকবে।'

যখন ব্যথা যন্ত্রণা কষ্ট আমার মন থেকে মুছে গেল। আমার শরীর মন উভয়ই আবার সাড়া দিতে শুরু করল। আমার চোখের পাতা কেঁপে উঠল।

'ওহ, বেলা' এ্যাডওয়ার্ড স্বস্তির সাথে শ্বাস নিল। তার ঠোঁট আমার ঠোঁট স্পর্শ করেছে।

'এ্যাডওয়ার্ড।' আমি ফিসফিস করে বললাম।

'হ্যাঁ, আমি এখানে।'

'জ্যাকব ঠিক আছে?' আমি জিজ্ঞেস করলাম।

'হ্যাঁ।' সে প্রতিজ্ঞা করল।

আমি সাবধানে তার চোখের দিকে তাকালাম। কোন চিহ্ন দেখার চেষ্টা করলাম যে সে আমাকে কোন প্রতারণা করছে না। কিন্তু তারা পুরোপুরিভাবে পরিষ্কার।

'আমি নিজে পরীক্ষা করে দেখেছি।' কার্লিসল বললেন। আমি তার মুখ দেখার জন্য ঘুরে দাঁড়ালাম। তিনি মাত্র কয়েক ফুট দুরে।

কাসিলর অভিব্যক্তি বেশ সিরিয়াস এবং আশ্বস্ত করলেন একই সময়ে। তাকে সন্দেহ করা অসম্ভব। 'তার জীবন এখন আর কোন রকম বিপদের মধ্যে নেই। সে অসম্ভব দ্রুত গতিতে ভাল হয়ে উঠছে। যদিও তার ক্ষতটা অনেক বেশি ছিল কিন্তু কয়েকটা দিন লেগে যাবে পুরোপুরি স্বাভাবিক হতে। এমনকি ক্ষত ভাল হওয়ার প্রক্রিয়াটা বেশ একইরকম আছে। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব আমরা এখানে কাজ করেছি, আমি তাই করেছি যেভাবে আমি তাকে সাহায্য করতে পারি। স্যাম চেষ্টা করছে তাকে তার মানুষের রুপে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে। তাহলে তাকে চিকিৎসা করাটা আরো অনেক সহজ হবে।' কার্লসলি একটু হাসলেন। 'আমি কখনও ভেটেরিয়ান স্কুলে বা পশুদের চিকিৎসা করিনি।'

'তার কি হয়েছে?' আমি ফিসফিস করে জিজ্ঞেস করলাম। 'তার আঘাতটা কতটা খারাপ হয়েছে?'

কার্লিসলের মুখ আবার সিরিয়াস হয়ে গেল। 'আরেকটা নেকড়ে সমস্যার মধ্যে পড়েছে।'

'লিহ।' আমি শ্বাস নিলাম।

'হ্যাঁ। সে তাকে পথ থেকে বেশ খানিকটা বিতাড়িত করেছিল। কিন্তু সে নিজেকে রক্ষা করার পর্যাপ্ত সময় পায় নাই। নিউবর্ণ তাকে তার পাশে পেয়ে গিয়েছিল। তার শরীরের ডান পাশের অধিকাংশ হাড় ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে।'

আমি কেঁপে উঠলাম।

'স্যাম আর পল সময় মত তাদের পেয়ে গেছে। সে এরই মধ্যে অনেকখানি ভাল

হয়ে উঠেছে, যখন তারা তাকে লা পুশে নিয়ে গেছে।'

'সে স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে আসবে?' আমি জিজ্ঞেস করলাম।

'হ্যাঁ। বেলা। তার কোন স্থায়ী ক্ষতি হয়নি।'

আমি গভীরভাবে শ্বাস নিলাম।

'তিন মিনিট।' এলিস শান্তস্বরে বলল।

আমি স্বাভাবিক থাকার চেষ্টা করতে লাগলাম। এ্যাডওয়ার্ড আমার ব্যাপারটা বুঝতে পারল। সে আমাকে দাঁড় করিয়ে দিল।

আমার সামনের দৃশ্যের দিকে তাকিয়ে রইলাম।

কুলিনরা অর্ধবৃত্তাকারভাবে আগুনউৎসবের পাশে দাঁড়িয়ে আছে। সেখানে চোখে পড়ার মত কোন অগ্নিশিখা নেই। শুধু গাঢ়, রক্ত বর্ণের ধোয়া, ঘাসের উপর ঘায়ের ক্ষতের মত দেখাতে লাগল। জেসপার সবচেয়ে কাছাকাছি দাঁড়িয়ে আছে। সে আমার দিকে পিঠ ফিরিয়ে দাঁড়িয়েছে, তার কাঁধ টান টান হয়ে আছে। তার হাত কিছুটা প্রসারিত। সেখানে কিছু একটা আছে, তার ছায়ার মধ্যে।

আমি ছোটখাট একটা ধাক্কার মত খেলাম যখন বুঝতে পারলাম জিনিসটা কি।

সেখানে ক্লিয়ারিংয়ের কাছে আটজন ভ্যাম্পায়ার দাঁড়িয়ে আছে।

অগ্নিশিখার পাশে মেয়েটি একটা ছোট বলের মত কুঁকড়ে আছে। তার হাত তার পায়ের সাথে জড়িয়ে ধরেছে। সে অনেক বেশি তরুণী। আমার চেয়েও অনেক ছোট। তাকে দেখে পনের বছর বয়সী মনে হচ্ছে। তার চোখ সরাসরি আমার দিকে। তার চোখের মণিতে বিস্ময়। উজ্জল লাল। রিলেই এর চেয়ে অনেক বেশি উজ্জল। সেগুলো বুনোভাবে ঘুরছে। নিয়ন্ত্রণহীন।

এ্যাডওয়ার্ড আমার হতবুদ্ধি ভাব দেখতে পেল।

'সে আত্মসর্মপন করেছে।' সে আমাকে শান্তভাবে বলল। 'ওটাকে আমি আগে কখনও দেখি নাই। শুধুমাত্র কার্লিসলে এই জাতীয় শিশুদের ব্যাপারে চিন্তা করতে পারে। জেসপার তার অনুমতি দেইনি।'

আমি আগুনেরপাশের দেখা দৃশ্য থেকে ভুলতে পারছি না। জেসপার অন্যমনস্কভাবে তার বাম হাত ঘষে চলেছে।

'জেসপার কি ঠিক আছে?' আমি ফিসফিস করে জিজ্ঞেস করলাম।

'সে খুব ভাল আছে। রক্ত জমাট বেঁধেছে।'

'সে কামড় খেয়েছে?' আমি জিজ্ঞেস করলাম।

'সে একই সাথে সবর্ত্র থাকার চেষ্টা করেছে। চেষ্টা করেছে নিশ্চিত হতে এলিসের যাতে কিছু করতে না হয়, প্রকৃতপক্ষে।'

এ্যাডওয়ার্ড তার মাথা নাড়ল। 'এলিসের কারো কোন সাহায্য লাগে না।'

এলিস তার দিকে তাকিয়ে মুখ ভেঙচাল। 'অতিরিক্ত রক্ষণশীল বোকা।'

সেই তরুণী মেয়েটা হঠাৎ করে একটা জন্তুর মত তার মাথা ঘোরাল এবং চিৎকার দিল।

জেসপার তার দিকে তাকিয়ে গুঙিয়ে উঠল। সে পিছনে ফিরল। কিন্তু হাতের আঙুল

থাবার মত করে রাখল। জেসপার তার দিকে একটা পদক্ষেপ নিল।

এ্যাডওয়ার্ড সাধারণভাবে এগিয়ে গেল, সে এমনভাবে এগোল যাতে সে মেয়েটা আর আমার মাঝে থাকতে পারে। আমি তার পিছনে দাঁড়ালাম যেন জেসপার আর মেয়েটির মাঝখানে।

কার্লিসল ততক্ষণাৎ জেসপারের পাশে এসে দাঁড়াল। তিনি তার একটা হাত তার ছেলের কাধের উপর রাখলেন।

'তুমি কি তোমার মন পরিবর্তন করেছো?' কার্লিসলে শান্ত স্বরে জিজ্ঞেস করলেন। 'আমরা তোমাকে ধ্বংস হতে দিতে চাই না। কিন্তু আমরা সেটা করব যদি তুমি তোমার নিজের উপর নিয়ন্ত্রণ না রাখতে পার।'

'তুমি কিভাবে এটার উপর দাঁড়িয়ে আছো?' মেয়েটি পরিষ্কার উচ্চস্বরে চেঁচিয়ে উঠল, 'আমি তাকে চাই।' তার চোখ সরাসরি এ্যাডওয়ার্ডের দিকে। তার পিছন দিয়ে আমার দিকে তাকিয়ে আছে।

'তুমি অবশ্যই দাঁড়িয়ে থাকবে।' কার্লিসলে তাকে গম্ভীরভাবে বলল, 'তুমি অবশ্যই নিয়ন্ত্রণ করাটা প্রশিক্ষণ করবে। এটা সম্ভব। আর এটাই একমাত্র জিনিস যার মাধ্যমে তুমি এখন বেঁচে যেতে পার।'

মেয়েটা তার নোংরা মাথার উপর দিয়ে হাত ঘুরিয়ে আনল।

'আমরা কি তার থেকে দূরে সরে থাকতে পারব না?' আমি ফিসফিস করে বললাম। এ্যাডওয়ার্ডের হাত আকড়ে ধরে আছি। মেয়েটা ঠোঁট চেপে ধরল যখন সে আমার কণ্ঠস্বর শুনতে পেল। তার অভিব্যক্তি সহ্য সীমার বাইরে।

'আমাদের এখানে থাকবে হবে।' এ্যাডওয়ার্ড বিড়বিড় করে বলল। 'তারা এখন ক্লিয়ারিংয়ের উত্তর শেষ প্রান্ত থেকে এগিয়ে আসছে।'

আমার হৃৎপিন্ড বিস্ফোরিত হওয়ার মত করল যখন আমি ক্লিয়ারিংয়ের দিকে দেখলাম। কিন্তু আমি গাঢ় ধোয়া ছাড়া আর কিছু দেখতে পেলাম না।

এক সেকেন্ড কোন ফলহীন খোঁজ করার পর, আমার চোখ আবার তরুণী ভ্যাম্পায়ারের দিকে ফিরে এল। সে এখনও আমাকে লক্ষ্য করে চলেছে। তার চোখ উন্মত্ত।

আমি মেয়েটির তাকিয়ে থাকা দৃষ্টির দিকে অনেকক্ষণ তাকিয়ে রইলাম।

এটা বলা খুব কঠিন যদি তার চেহারা সুন্দর হতো, সেটা বেকে গেছে রাগে এবং তৃষ্ণায়। তার লাল চোখে উদ্ধত্ত ভাবভঙ্গি। সেখান থেকে অন্যদিকে তাকানো কঠিন। সে আমার দিকে ভয়ংকরভাবে তাকিয়ে আছে। কাঁপছে এবং শব্দ করছে প্রতি সেকেন্ডে।

আমি তার দিকে তাকিয়ে থাকলাম। মন্ত্রমুগ্ধ। বিস্মিত যে আমি আয়নার মধ্যে আমার ভবিষ্যৎ দেখছি কিনা।

কার্লিসলে আর জেসপার আমাদের বাকিদের দিকে পিছিয়ে যেতে লাগল। এমেট, রোসালি আর এসমে আমাদের চারিদিকে দাঁড়িয়ে আছে যেখানে এ্যাডওয়ার্ড আমার আর এলিসকে নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। চারিদিকে সংঘবদ্ধ দল, যেমনটি এ্যাডওয়ার্ড বলেছিল, সবচেয়ে নিরাপদ জায়গায়।

আমি সেই বুনো মেয়েটা থেকে আমার চোখ সরিয়ে নিলাম।

সেখানে দেখার মত কিছুই নেই। আমি এ্যাডওয়ার্ডের দিকে তাকালাম। তার চোখ সোজা সামনের দিকে। আমি তার দৃষ্টি অনুসরণ করার চেষ্টা করলাম। কিন্তু সেখানে শুধুই ধোয়া—গাঢ় ঘন ধোয়া, তৈলাক্ত ধোয়া মাটি থেকে পাক খেয়ে খেয়ে উপরের দিকে উঠছে। ধোয়া সামনের দিকে আসছে, সেদিকে হালকা, মাঝখানের দিকে অনেক বেশি গাঢ়।

'হমম...' ধোঁয়ার কুয়াশার মধ্য থেকে একটা মৃত শব্দ ভেসে এলো। আমি সেই কণ্ঠস্বর চিনতে পারলাম।

'স্বাগতম, জন।' এ্যাডওয়ার্ডের কণ্ঠস্বর শীতল হলেও সৌজন্যমুলক।

গাঢ় আকৃতিটা কাছাকাছি হলো। আমি জানি সামনের দিকে এগিয়ে আসছে জন। কালো আলখাল্লা, পুরোপুরি কালো এবং সবচেয়ে ছোট আকৃতির। আমি জনের আকৃতি সবসময় স্মরণ করতে পারি।

আরো ধুসর রঙা চারটি আকৃতি তার পিছনে আসছে যারাও পরিচিত। আমি নিশ্চিত সবচেয়ে বড়জনকে চিনতে পেরেছি। যখন আমি তাকালাম, আমার সন্দেহটাকে নিশ্চিত করতে চেষ্টা করলাম। ফেলিক্স সামনের দিকে তাকাল। সে তার মাথার পিছনের হুডটা ফেলে দিয়েছে যাতে আমি তার হাসিমুখ দেখতে পারি। এ্যাডওয়ার্ড আমার পাশে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। নিজেকে পুরোপুরি নিয়ন্ত্রণে রেখেছে।

জনের দৃষ্টি ধীরভাবে কুলিনদের দিকে তাকাল। তারপর আগুনের পাশের নতুন আগত মেয়েটাকে স্পর্শ করল। নতুন আগত মেয়েটা তার মাথা জনের হাতের উপর সপে দিল।

'আমি বুঝতে পারছি না।' জনের কণ্ঠস্বর নিরাসক্ত। কিন্তু এতটাই শান্ত নয় যে আগের মত অতটা অনাগ্রহী।

'সে আত্মসর্মপন করেছে।' এ্যাডওয়ার্ড ব্যাখ্যা করল।

জনের গাঢ় চোখ তার মুখের দিকে ফ্লাশ করল। 'আত্মসর্মপন?'

এ্যাডওয়ার্ড শ্রাগ করল, 'কার্লিসলে তাকে সেই অপশন দিয়েছে।'

'সেখানে কোনরকম কোন অপশন নেই যারা নিয়ম ভেঙেছে তাদের জন্য।' জন একেবারে উত্তেজনাহীন স্বরে বলল।

কার্লিসলে তারপর কথা বললেন, তার কণ্ঠস্বর মৃদুলয়ের, 'সেটা তোমার হাতে। যতক্ষণ সে তার আক্রমণ করে চলে গেছে, আমি দেখেছি তাকে ধ্বংস করার কোন দরকার নেই। সে কখনও শিখবে না।'

'সেটা অপ্রাসঙ্গিক।' জন জোর গলায় বলল।

'যেরকম তুমি আমার উপর করো।'

জন কার্লিসলের দিকে অন্যরকম দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল। সে তার মাথা নাড়ল অবুঝের ভঙ্গিতে। তারপর আবার মুখের দৃষ্টি নিরাসক্ত করে ফেলল।

'এ্যারো আশা করেছিল আমরা আরো বেশি পশ্চিম দিকে যেয়ে তোমাকে দেখতে পাব, কার্লিসল। সে তার অভিনন্দন পাঠিয়েছে।'

কার্সিসল মাথা নোয়ালেন। 'আমি প্রশংসা করব যদি তুমি আমাকে তার কাছে নিয়ে যাও।'

'অবশ্যই।' জন হাসল। তার মুখ অনেক বেশি সুন্দর দেখায় যখন সে হাসে। সে পেছনের ধোয়ার দিকে তাকাল। 'এটা দেখে মনে হয় তুমি আমাদের জন্য আমাদের আজকের কাজ করে দিয়েছো...বেশিরভাগ অংশই।' তার চোখ আমাদের দিকে ফিরল। 'পেশাগত কৌতুহলের বাইরে প্রশ্নটা, তারা সংখ্যায় কতজন? তারা সিয়াটলে বেশ ধ্বংস সাধন করেই এদিকে এসেছে।'

'আঠারো, এই একজনকে ধরে।' কার্লিসলে উত্তর দিলেন।

জনের চোখ বড়বড় হয়ে গেল। সে আবার আগুনের দিকে তাকাল। যেন সে আগুনের আকৃতি বোঝার চেষ্টা করছে। ফেলিক্স আর অন্যরা আরেকটু দুরে দাঁড়িয়ে আছে।

'আঠারো?' সে রিপিট করল। তার কণ্ঠস্বর এই প্রথমবারের মত অনিশ্চিত মনে হলো।

'সবগুলোই একেবারে নুতন।' কার্লিসল বললেন, 'তারা সবাই অদক্ষ।'

'সবাই?' তার কণ্ঠস্বর তীক্ষ্ণ দিকে রুপ নিল। 'তাহলে কে তাদের সৃষ্টিকর্তা?

'তার নাম ছিল ভিক্টোরিয়া।' এ্যাডওয়ার্ড উত্তর দিল। তার কণ্ঠস্বরে কোন আবেগ নেই।

'ছিল?' জন জিজ্ঞেস করল।

এ্যাডওয়ার্ড তার মাথা পশ্চিম দিকের জঙ্গলের দিকে ঝুকিয়ে দিল। জনের চোখ সেদিকে গেল এবং কিছু একটা দুরে দেখার চেষ্টা করল। ধোয়ার আরেকটা স্তুপ? আমি পরখ করে দেখার জন্য আর সেদিকে তাকালাম না।

জন পশ্চিম দিকে অনেক বেশি সময় ধরে তাকিয়ে রইল এবং তারপর কাছাকাছি আগ্নিউৎসব পরীক্ষা করে দেখতে লাগল।

'এই ভিক্টোরিয়া—সে এখানে আঠারোজনকে যোগ করে পেরেছিল?'

'হ্যাঁ। সে শুধু একজন আরেকজনের সাথে ছিল। সে এখানে যে একজন আছে তার মত এতটা তরুণ ছিল না। কিন্তু এক বছরের চেয়ে বেশি বয়সী ছিল না।'

'বিশ।' জন শ্বাস নিল। 'কে সৃষ্টিকর্তাকে নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছে?'

'আমি ঘামাচ্ছি।' এ্যাডওয়ার্ড তাকে বলল।

জনের চোখ সরু হয়ে গেল। সে বন উৎসবের আগুনের পাশে বসে থাকা মেয়েটির দিকে তাকাল।

'তুমি এখানে।' সে বলল। তার মৃত স্বর অনেক বেশি কর্কশ।

'তোমার নাম।'

মেয়েটি শূন্য দৃষ্টিতে একবার জেনের দিকে তাকাল। সে জোরে ঠোঁট চেপে ধরল।

জেন পিছনে ফিরে দেবীর মত হাসি দিল।

মেয়েটি উত্তরের চিৎকার কর্ণভেদী। তার শরীর ভিন্ন ভঙ্গিমায় চলে এল। আমি সেদিকে তাকালাম। কানের উপর হাত দিলাম। দাঁতে দাঁত চেপে ধরলাম। আশা করছিলাম আমার পাকস্থলীকে নিয়ন্ত্রণে রাখতে পারব। চিৎকারটা অনেক বেশি জোরালো। আমি এ্যাডওয়ার্ডের মুখের দিকে মনোযোগ দেয়ার চেষ্টা করলাম। তার মুখ মসৃণ এবং আবেগহীন। সেটা আমাকে মনে করিয়ে দিল এ্যাডওয়ার্ড যখন হলঘরে জনের

অত্যাচার সহ্য করছিল তখন তার মুখের ভাব ওরকম ছিল। আমি তার পরিবর্তে এলিসের দিকে তাকালাম। এসমে তার পরে। তাদের সবার মুখ এ্যাডওয়ার্ডের মুখের মত শূন্যতার ছায়া।

শেষ পর্যন্ত, সবকিছু শান্ত হয়ে গেল।

'তোমার নাম।' জন আবার বলল। তার কণ্ঠস্বর অনেক বেশি শান্ত।

'ব্রি।' মেয়েটি শ্বাস নিল।

জেন হাসল। মেয়েটি আবার কেঁপে উঠল। আমি শ্বাস আটকে রইলাম যতক্ষণ না মেয়েটি চিৎকার শেষ না হয়।

'তুমি যা কিছু জানতে চাও সে তোমাকে তা বলবে।' এ্যাডওয়ার্ড দাঁতের ফাঁক দিয়ে বলল, 'তুমি সেটা করতে পারো না।'

জন আমাদের দিকে তাকাল। তার মৃতের মত চোখে হঠাৎ করে যেন কৌতুক খেলে গেল।

'ওহ, আমি সেটা জানি।' সে এ্যাডওয়ার্ডকে বলল। সে তরুণী ভ্যাম্পায়ারের দিকে ঘুরে যাওয়ার আগে এডের দিতে মুখ ভঙ্গি করল।

'ব্রি।' জন বলল। তার কণ্ঠস্বর আবার শীতল। 'তার গল্প কি সত্য? তোমরা সেখানে বিশজন ছিলে কি?'

মেয়েটি শুয়ে পড়ে হাঁপাতে লাগল। তার মুখের এক পাশ মাটির সাথে লেগে গেছে। সে তাড়াতাড়ি কথা বলল, 'উনিশ অথবা কুড়ি। আরো বেশি হতে পারে। আমি জানি না!' সে কেঁপে উঠল। অন্য কোন অত্যাচারের কথা হয়তো তার মনে পড়ল। 'সারা আর আরেকজন যার নাম আমার জানা নেই এভাবে লড়াইয়ের ক্ষেত্রে...

'এবং এই ভিক্টোরিয়া—সে কি তোমাকে সৃষ্টি করেছে?'

'আমি জানি না।' সে বলল। 'রিলে কখনও তার নাম বলেনি। আমি সেটা সে রাতে দেখিনি... এটা এতটাই অন্ধকার ছিল, এবং এটা আঘাত করছিল...' ব্রি কাঁপতে লাগল। 'রিলে আমাদেরকে কখনো তার ব্যাপারে ভাবতে দিতো না। সে বলেছিল আমাদের চিন্তাভাবনা নিরাপদ নয়...'

জনের চোখ তাড়াতাড়ি এ্যাডওয়ার্ডের দিকে ঘুরে গেল। তারপর আবার মেয়েটির দিকে ফিরে এল।

ভিক্টোরিয়া এগুলো বেশ ভালভাবেই পরিকল্পনা করেছিল। যদি সে এ্যাডওয়ার্ডকে অনুসরণ না করতো, তাহলে সেটা জানার কোন উপায় থাকতো না যে সে এই ব্যাপারে জড়িত ছিল...

'আমাকে রিলেই সম্বন্ধে বলো।' জন বলল, 'কেন সে তোমাকে এখানে এনেছে?'

'রিলেই আমাদেরকে বলেছিল আমরা এখানে একজোড়া হলদের চোখের অদ্ভুত প্রাণীকে ধ্বংস করতে যাচ্ছি।' ব্রি বিড়বিড় করে তাড়াতাড়ি বলল।

'সে বলেছিল এটা খুব সহজেই হবে। সে বলেছিল সেখানে তাদের একটা শহর আছে। এবং তারা আমাদেরকে হত্যা করতে এগিয়ে আসছে। সে বলেছিল যদি একবার তারা চলে যায়, সমস্ত রক্ত তখন আমাদের হবে। সে আমাদেরকে তার গন্ধ দিয়েছিল।' ব্রি একহাত উঁচু করল এবং আমার দিকে নির্দেশ করল। 'সে বলেছিল আমাদের জানা

দরকার সে আমরাই সবচেয়ে সঠিক কোভেনের। কারণ সে তাদের সাথে থাকবে। সে বলেছিল যে তাকে প্রথমে পাবে সে তাকে নিয়ে নিতে পারবে।'

আমি শুনতে পেলাম আমার পাশে এ্যাডওয়ার্ডের চোয়াল শক্ত হয়ে গেল।

'এসব শুনে মনে হচ্ছে রিলে সহজ অংশ সম্বন্ধে ভুল ধারণা করেছিল।' জন বলল।

ব্রি মাথা নোয়াল। তাকে দেখে মনে হলো সে অনেক স্বস্তিবোধ করছে এই কথোপকথন ততটা ভীতিকর কিছু হয় নাই। সে সাবধানে উঠে বসল। 'আমি জানি না কি ঘটেছে। আমরা বিভক্ত হয়ে গেছি। কিন্তু অন্যরা আর কখনও ফিরে আসবে না। রিলে আমাদের ছেড়ে চলে গেছে। সে আর কখনো আমাদেরকে সাহায্য করতে আসবে না যেমনটি সে প্রতিজ্ঞা করেছিল। তারপর সবকিছুই অনেক বেশি কনফিউজিং। প্রত্যেকেই বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে।'

সে আবার কেঁপে উঠল। 'আমি ভীত। আমি পালিয়ে যেতে চাই। সেই একজন—' সে কার্লিসলের দিকে দেখাল— 'বলেছিল আমি যদি লড়াই থামাই তাহলে তারা আমাকে আঘাত করবে না।'

'আহ, কিন্তু সেটা তার উপহার হতে পারে না, তরুণী।' জন বিড়বিড় করে বলল। তার কণ্ঠস্বর অস্বাভাবিকভাবে শান্ত এখন, 'নিয়ম ভাঙার একটা ফলাফল আশা করে।'

ব্রি তার দিকে তাকিয়ে রইল।

জন কার্লিসলের দিকে তাকাল। 'তুমি কি নিশ্চিত তুমি তাদের সবাইকে পেয়ে গেছো? অন্য অর্ধেক যারা আলাদা হয়ে গেছে?'

কার্লিসলের মুখ খুব প্রশান্ত হয়ে গেল যখন তিনি মাথা নোয়ালেন। 'আমরাও বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছি।'

জন একটু হাসল। 'আমি অস্বীকার করব না আমি অভিভূত হয়েছি। আমি কখনও একটা কোভেনকে এরকমভাবে বিচ্ছিন্ন হয়ে হারিয়ে যেতে দেখিনি। তুমি কি জানো এসবের পিছনে কি আছে? এটা দেখে মনে হয় অস্বাভাবিক আচরণ, তুমি যেভাবে এখানে বাস করো। এবং কেন এই বেলা মেয়েটা সবকিছুর মুলে *দি গার্ল দি কি?*

আমি কাঁপতে লাগলাম।

'ভিক্টোরিয়ার বেলার বিরুদ্ধে একটা প্রতিহিংসা আছে।' এ্যাডওয়ার্ড তাকে বলল, তার কণ্ঠস্বর উৎসাহব্যঞ্জক।

জেন হাসতে লাগল। তার হাসির শব্দ সুখী শিশুর মত। ' এই মেয়েটা আমাদের জগতে অভূতপুর্ব পরিবর্তন এনেছে। আমাদের জগতে শক্তিশালী প্রতিক্রিয়া।' সে লক্ষ্য করছিল। সরাসরি আমার দিকে তাকিয়ে হাসছিল।

এ্যাডওয়ার্ড শক্তভাবে দাঁড়িয়ে ছিল। আমি তার দিকে তাকালাম তার মুখ দেখার জন্য। তারপর জনের দিকে।

'তুমি কি দয়া করে এটা না করে পার না?' এ্যাডওয়ার্ড কঠোর স্বরে বলল।

জন আবার হালকাভাবে হাসল। 'শুধু পরীক্ষা করে দেখছি। কোন ক্ষতি হয়নি আপাতদৃষ্টিতে।'

আমি কাঁপতে লাগলাম। জনের সাথে শেষবার যখন দেখা হয়েছিল সে সময়ের কথা ভেবে আমার কাঁপুনি ধরে গেল। এ্যাডওয়ার্ড আমাকে শক্ত করে ধরে রাখল।

'বেশ, দেখে মনে হচ্ছে আমাদের করার জন্য তেমন বেশি কিছু কাজ নেই।' জন বলল, 'আমরা অপ্রয়োজনীয়ভাবে ব্যবহার হতে পছন্দ করি না। এটা খুবই খারাপ যে আমরা লড়াইটা মিস করেছি। সবকিছু শুনে তো মনে হচ্ছে এটা বেশ উপভোগই ছিল।'

'হ্যাঁ।' এ্যাডওয়ার্ড তাড়াতাড়ি উত্তর দিল।

'এবং তুমিই সবচেয়ে কাছাকাছি ছিলে। এটা লজ্জাজনক যে তুমি আরো আধাঘন্টটা আগে পৌঁছাও নাই। সম্ভবত তাহলে তুমি এখানে তোমার উদ্দেশ্যে পুরোপুরি সাধন করতে পারতে।'

জন এ্যাডওয়ার্ডের দিকে তাকাল। 'হ্যাঁ। এটা দুঃখজনক কিভাবে জিনিসগুলো অন্য কিছুতে রুপান্তরিত হয়, তাই নয় কি?'

এ্যাডওয়ার্ড মাথা নোয়াল। তার সন্দেহ সত্য হলো।

জেন ব্রির দিকে তাকাতে আবার ঘুরে গেল। তার মুখ পুরোপুরি বিরক্ত 'ফেলিক্স?' সে ডাক দিল।

'অপেক্ষা করো।' এ্যাডওয়ার্ড বাঁধা দিল।

জন একটা ভুরু উঁচু করল। কিন্তু এ্যাডওয়ার্ড কার্লিসলের দিকে তাকিয়ে কথা বলা শুরু করল। 'আমরা নিয়মকানুনগুলো নতুন মেয়েটার কাছে ব্যাখ্যা করতে পারি। তাকে দেখে মনে হচ্ছে না যে সে শিখতে চায় না। সে এমনকি জানে না সে কি করছে।'

'অবশ্যই।' কার্লিসল উত্তর দিলেন। 'আমরা শর্ত সাপেক্ষে ব্রির দায়িত্ব নিয়ে নিতে পারি।'

জনের অভিব্যক্তি আনন্দ এবং অবিশ্বাসের মাঝামাঝি ঝুলে রইল।

'আমরা ব্যতিক্রমী কিছু করি না।' জন বলল, 'এবং আমরা কোন দ্বিতীয় সুযোগ দেই না। এটা আমাদের সুনামের জন্য খারাপ। যা আমাকে মনে করিয়ে দেয়...' হঠাৎ তার চোখ আমার দিকে তাকাল, 'কেইয়াস শুনে খুবই আগ্রহান্বিত হবে যে তুমি এখনও মানুষ হিসাবেই আছো, বেলা। সম্ভবত সে তোমাকে দেখার জন্য আসবে।'

'তারিখ নির্দিষ্ট।' এলিস জনকে বলল। এই প্রথমবারের মত সে কথা বলল, 'সম্ভবত আমরা আর কয়েক মিনিটের মধ্যে তোমাকে দেখতে আসব।'

জনের হাসি ঝুলে গেল। সে শ্রাগ করল। এলিসের দিকে তাকাল না। সে কার্লিসলের দিকে ঘুরল, 'তোমার সাথে দেখা হয়ে ভাল হলো, কার্লিসল—আমি ভেবেছিলাম এ্যারো বাড়িয়ে বলছে। বেশ, যতক্ষণ আমাদের আবার দেখা না হচ্ছে...'

কার্লিসল মাথা নোয়াল। তার অভিব্যক্তি ব্যথায় ভরে গেল।

'ফেলিক্স, তার ব্যাপারে যত্ন নাও।' জন বলল। ব্রির দিকে মাথা নোয়াল। তার কণ্ঠস্বর একঘেয়ে হয়ে গেল। 'আমি বাড়ি যেতে চাই।'

'দেখো না।' এ্যাডওয়ার্ড আমার কানের কাছে ফিসফিস করে বলল।

আমি তার আদেশ শুনতে আগ্রহী ছিলাম। একদিনের জন্য আমি অনেক বেশি দেখে ফেলেছি। এমনকি এক জীবনের জন্য অনেক বেশি দেখে ফেলেছি। আমি জোর করে চোখ ঘোরালাম এবং আমার মুখ এ্যাডওয়ার্ডের বুকের উপর চেপে ধরলাম।

কিন্তু আমি এখনও শুনতে পাচ্ছি।

সেখানে গভীর, গর্জন এবং তারপর তীক্ষ্ম শব্দের পরিচিত শব্দ। শব্দটা তাড়াতাড়ি

শেষ হয়ে গেল। তারপর শুধুমাত্র অসুস্থ মানুষের মত ভেঙেচুরে এবং থাপড়ানোর শব্দ ভেসে এলো।

এ্যাডওয়ার্ডের হাত আমার কাঁধের উপর উদ্বিগ্নভাবে ঘষে চলল।

'এসো।' জন বলল। আমি সেদিকে তাকালাম। দেখলাম লম্বা কালো আলখাল্লা তার পিছু পিছু ধোয়ার মধ্যে অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছে। গন্ধটা আবার বেশ পাওয়া গেল—ফ্রেশ।

ধুসর বর্ণের আলখাল্লা গাঢ় ধোঁয়াশার মধ্যে অদৃশ্য হয়ে গেল।

ছাব্বিশ

এলিসের বাথরুমের কাউন্টার হাজার গন্ডা জিনিসে ভর্তি। সবই সৌন্দর্যবর্ধক প্রসাধনী। কুলিনদের বাড়ির সবার সবকিছুই খুব বেশি পারফেক্ট এবং পর্যাপ্ত। আমি শুধু ধারণা করতে পারি সে আমার জন্যও অনেক কিছু জিনিস কিনে এনেছে। আমি লেবেলগুলো পড়লাম।

আমি সর্তকতার সাথে কখনো লম্বা আয়নায় মুখ দেখি না।

এলিস আমার চুল ধীরে ধীরে ছান্দিকভাবে আঁচড়ে দিতে লাগল।

'যথেষ্ট হয়েছে, এলিস।' আমি নিরাসক্ত গলায় বললাম, 'আমি লা পুশে ফিরে যেতে চাই।'

কত ঘণ্টা হয়ে গেছে আমি চার্লির জন্য অপেক্ষা করছি শেষ পর্যন্ত বিলির বাড়ি ছেড়ে চলে গেছে কিনা যাতে আমি জ্যাকবকে দেখতে পারি? প্রতি মিনিটে, জানতে পারছি না যদি জ্যাকব এখনও শ্বাস নিচ্ছে কি অথবা না। মনে হচ্ছে যেন দশটা জীবন। তারপর, যখন আমি শেষ পর্যন্ত বাইরে যেতে অনুমতি পাব, নিজের চোখে দেখতে যে জ্যাকব বেঁচে আছে। সময় তাড়াতাড়ি চলে যাচ্ছে। আমি অনুভব করলাম এলিস এ্যাডওয়ার্ডকে ডাকার আগে আমি আমার কাজ শেষ করব।

'জ্যাকব এখনও অচেতন অবস্থায় আছে।' এলিস উত্তর দিল। 'কার্লিসল অথবা এ্যাডওয়ার্ড ফোন করবে যখন সে জেগে উঠবে। যাই হোক, তোমার চার্লিকে দেখতে যাওয়া উচিত। সে বিলির বাড়িতে আছে। তিনি দেখেছেন কার্লিসল আর এ্যাডওয়ার্ড তাদের জার্নি থেকে ফিরে এসেছে। এবং তিনি অবশ্যই সন্দেহগ্রস্ত হয়ে পড়বেন কখন তুমি বাড়িতে যাবে।'

আমি এরই মধ্যে আমার গল্প মনে করতে পারি এবং সেগুলো গুছিয়ে উঠেছি। 'আমি পরোয়া করি না। আমি সেখানে থাকতে চাই যখন জ্যাকব জেগে উঠবে।'

'তোমার এখন চার্লির ব্যাপারে চিন্তাভাবনা করা দরকার। তোমার দীর্ঘ একটা দিন গিয়েছে। দুঃখিত। আমি জানি সেটা কোনভাবে মন থেকে মুছে ফেলতে পারবে না। কিন্তু তার মানে এই নয় যে তুমি তোমার দায়িত্ব থেকে পালিয়ে থাকবে।' তার কণ্ঠস্বর বেশ সিরিয়াস। 'এটা এখন অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ চার্লি এই অন্ধকারের মধ্যে নিরাপদে থাকবে এই ব্যাপারে দেখা। তোমার ভুমিকা প্রথমে পালন করো বেলা। তারপর তুমি যেটা করতে চাও সেটা তারপরে করো। কুলিনদের একটা অংশ হওয়াটা পুরোপুরি

দায়িত্ববোধ সম্পন্ন হওয়া।'

অবশ্যই সে ঠিক কথা বলেছে। একই কারণে যদি না হতো, আমার সমস্ত ভয় আর ব্যথা আর দোষের চেয়ে বেশি না হতো, কার্লিসল কখনও আমাকে জ্যাকবের পাশে যেয়ে কথা বলার অনুমতি দিত না।

'বাড়িতে যাও।' এলিস আদেশ করল, 'চার্লির সাথে কথা বলো। তোমার অ্যালিবাইকে জোরালো করো। তাকে নিরাপদে রাখ।'

আমি দাঁড়িয়ে পড়লাম। আমার পা ঝিমঝিম করতে লাগল। যেন হাজারটা সুচ ফোটানো হয়েছে। আমি অনেক সময় ধরে একটানা একভাবে বসে আছি।

'এই পোশাকটা তোমার জন্য অনেক বেশি মানানসই।' এলিস বলল।

'হাহ? ওহ, ওর... পোশাকটার জন্য তোমাকে আবার ধন্যবাদ।' আমি বিড়বিড় করে কৃতজ্ঞতার চেয়ে ভদ্রতা রক্ষা করলাম ।

'তোমার সাক্ষ্য প্রমাণের প্রয়োজন।' এলিস বলল। তার চোখের দৃষ্টি নিষ্পাপ আর প্রসারিত। 'একটা নতুন পোশাক ছাড়া শপিংয়ের জন্য যাওয়াটা কেমন? এটা খুবই তোমাদের ব্যাপার। যদি আমার নিজের কথা বলো সেক্ষেত্রে।'

আমি চোখ পিটপিট করলাম। স্মরণ করার চেষ্টা করলাম সে কোন জাতীয় পোশাক আমাকে পরিয়ে দিয়েছে।

'জ্যাকব ভাল আছে, বেলা।' এলিস বলল। 'এত ব্যস্ততার কিছু নেই। যদি তুমি বুঝতে পার কার্লিসলে তাকে কত বেশি পরিমাণ অতিরিক্ত মরফিন দিয়েছে—তার শরীরের অতিরিক্ত উষ্ণতার কারণে এই দ্রুত সবকিছু হয়ে গেছে। তুমি জানতে পারবে যে সে কয়েক মুহূর্ত পর বাইরের যাওয়ার জন্য উপযুক্ত হয়ে যাবে।'

অন্তত পক্ষে সে আর কোন ধরনের যন্ত্রণার মধ্যে নেই।

'তুমি এখান থেকে চলে যাওয়ার আগে কোন কিছু নিয়ে কি কথা বলতে চাও?' এলিস সহানুভূতির সাথে জিজ্ঞেস করল। 'তুমি ছোট্ট একটা আঘাতের চেয়ে বেশি কিছু পেয়েছো।'

আমি জানি সে কোন বিষয় নিয়ে কৌতুহল দেখাচ্ছে। কিন্তু আমার অন্য বিষয়ে প্রশ্ন আছে।

'আমি কি সেরকমটি হয়ে যাব?' আমি তাকে জিজ্ঞেস করলাম। 'তৃণভূমিতে সেই ব্রি মেয়েটার মত?'

সেখানে অনেক কিছু ছিল যেটা নিয়ে আমি চিন্তাভাবনা করতে পারি। কিন্তু আমি সেসব আমার মাথা থেকে বের করতে পারি না। নতুন জন্মগ্রহণকারীদের অন্য জীবন-বেপরোয়াভাবে—শেষ হয়ে গেছে। তার মুখ আমার রক্তের জন্য বেঁকে গিয়েছিল।

এলিস আমার হাতে চাপড় দিল। 'প্রত্যেকেই অন্যরকম। কিন্তু কিছু বিষয়ে একইরকম, ঠিক।

আমি ঠাণ্ডাভাবে দাঁড়িয়ে রইলাম। কল্পনা করার চেষ্টা করলাম।

'এটা চলে গেছে।' সে প্রতিজ্ঞা করল।

'কত তাড়াতাড়ি?'

সে শ্রাগ করল। 'কয়েক বছর, হতে পারে আরো কম। এটা তোমার জন্য অন্যরকম

হতে পারে। আমি কখনও এরকম কোন কিছু দেখিনি। এটা খুবই মজার ব্যাপার হবে তোমাকে কিভাবে প্রভাবিত করে সেটা দেখা।'

মজার।' আমি পুনরাবৃত্তি করলাম।

'আমরা তোমাকে ঝামেলামুক্ত রাখার চেষ্টা করব।'

'আমি সেটা জানি। আমি তোমাকে বিশ্বাস করি।' আমার কণ্ঠস্বর একঘেয়ে। মৃতের মত।

এলিসের কপাল কুঁচকে গেল। 'যদি তুমি কার্লিসল আর এ্যাডওয়ার্ডকে নিয়ে দুশ্চিন্তা করে থাক তাহলে বাদ দাও। আমি নিশ্চিত তারা ভাল থাকবে। আমি বিশ্বাস করি স্যামও তোমাকে বিশ্বাস করতে শুরু করেছে...বেশ, কার্লিসলও বিশ্বাস করতে শুরু করেছে, অনন্তপক্ষে। এটা খুব ভাল বিষয়। আমি কল্পনা করতে পারি সময়টা কিছুটা উত্তেজনার ছিল যখন কার্লিসল ফ্রাকচারগুলো ঠিক করতে লাগল।

'প্লিজ, এলিস।'

'দুঃখিত।'

আমি গভীরভাবে শ্বাস নিলাম নিজেকে সুস্থ রাখতে। জ্যাকব সুস্থ হতে শুরু করেছে। তার কয়েকটা হাড় ভুলভাবে জোড়া লেগেছে।

'এলিস, আমি কি তোমাকে একটা প্রশ্ন করতে পারি? ভবিষ্যতের ব্যাপারে?'

সে হঠাৎ করে চিন্তিত হয়ে পড়ল। 'তুমি জানো আমি সবকিছু দেখতে পারি না।'

'এটা প্রকৃতপক্ষে সেরকম কিছু নয়। কিন্তু তুমি মাঝেমাঝে আমার ভবিষ্যৎ দেখতে পারো। কেন সেটা, তুমি কি মনে করো, কখন কোন কিছু আমার উপর কাজ করে না? জন আমার উপর কি করতে পারে অথবা এড অথবা এ্যারো...' আমি কথা বলতে আগ্রহ হারালাম। আমার কৌতুহল উবে গেল।

যাই হোক, এলিস খুব মজার প্রশ্ন খুঁজে পেল। 'জেসপার ও বেলা—তার প্রতিভাবান কাজ তোমার শরীরের উপরের অন্য যেকোন কারোর মত করতে পারে। সেটাই পার্থক্য, তুমি কি সেটা দেখেছো? জেসপারের সক্ষমতা শরীরের উপর প্রভাব পড়ে। সে সত্যিই শরীরের সিস্টেম নিচে নামিয়ে দিতে পারে অথবা উত্তেজিত করতে পারে। এটা কোন কুহক নয়। আমি ফলাফল দেখতে পারি, কারণ এবং চিন্তাভাবনাগুলোকে পারিনা যেগুলো তাদের সৃষ্টি করে। এটা বাইরের মন। কোন কুহক নয়। অনন্তপক্ষে আমাদের কোন একটা ভারশন। কিন্তু জন আর এ্যাডওয়ার্ড এবং এ্যারো আর দিমিত্রি তারা মনের ভেতরে কাজ করে। জন ব্যথা বা যন্ত্রণার সৃষ্টি করতে পারে। সে সত্যিই তোমার শরীরকে আঘাত করতে পারবে না। তুমি শুধু মনে করবে তুমি এটা অনুভব করছো। কেউ তোমার কাছে পৌছাতে পারবে না। আর এটা কোন বিস্ময়ের ব্যাপার নয় যে এ্যারো তোমার উপর এই কারণেই এতটা কৌতুহলী।'

সে আমার মুখের দিকে তাকাল আমি তার যুক্তিগুলো গ্রহণ করছি কিনা তা দেখার জন্য। সত্য বলতে, তার সব কথা আমি গুলিয়ে ফেলেছি। আমি তার কথা, শব্দ, যুক্তি কোন কিছুর উপর মনোযোগ দেইনি। এখনও আমি মাথা নুয়ে আছি।

চেষ্টা করছি ব্যাপারটা বোঝার জন্য।

সে বোকা নয়। সে আমার চিবুকে চাপড় দিয়ে বিড়বিড় করে বলল। 'সে সুস্থ হতে

যাচ্ছে, বেলা। আমার সেটা দেখার জন্য দৃষ্টিপাত করার কোন দরকার নেই। তুমি কি যাওয়ার জন্য প্রস্তুত?'

'আরেকটা জিনিস। আমি কি ভবিষ্যত সম্বন্ধে তোমাকে আরেকটা প্রশ্ন করতে পারি? আমি সুনির্দিষ্ট বিষয় জানতে চাচ্ছি না। শুধু উপরি উপরি বললেই হবে।'

'আমি সর্বোত্তম চেষ্টা করব। নিশ্চয়। আমি করব।' সে সন্দেহের সাথে বলল।

'তুমি কি এখনও দেখতে পাও যে আমি একজন ভ্যাম্পায়ার হয়ে গেছি?'

'ওহ, সেটা অনেক সোজা। নিশ্চয়। আমি দেখি।'

আমি ধীরে ধীরে মাথা নোয়ালাম।

সে আমার মুখের ভাব পরীক্ষা করল। তার চোখ অন্যরকম, 'তুমি কি তোমার নিজের মনের খবর জানো না বেলা?'

'আমি জানি। আমি শুধু নিশ্চিত হতে চেয়েছি।'

'আমি তোমার মতই নিশ্চিত, বেলা। তুমি সেটা জানো। তুমি যদি তোমার মন পরিবর্তন করে থাকো, আমি যা দেখেছি তা পরিবর্তিত হয়ে যাবে... অথবা অদৃশ্য হয়ে যাবে, সেক্ষেত্রে।'

আমি শ্বাস নিলাম। 'সেটা হতে যাচ্ছে না। যদিও।'

সে তার হাত দিয়ে আমাকে জড়িয়ে ধরল। 'আমি দুঃখিত। আমি সত্যিই জোর দিতে পারছি না। আমার প্রথম স্মৃতিতে জেসপারের মুখ ভবিষ্যতে দেখতে পাচ্ছি। আমি সব সময়েই জানি আমি যেখানে আমার জীবনে সেও সেখানে। কিন্তু আমি দুঃখবোধ করছি। আমি দুঃখিত তুমি দুটো ভাল জিনিসের মধ্যে একটাকে পছন্দ করতে যাচ্ছ।'

আমি তার হাত ধরে নাড়া দিলাম। 'আমার জন্য দুঃখ করো না।' অনেক মানুষ আছে যাদের জন্য দুঃখ দেখানো যায়। আমি তাদের একজন নই। 'আমি চার্লির সাথে কথা বলতে যাব।'

আমি আমার ট্রাক চালিয়ে বাড়ির দিকে এলাম। বাবা আমার জন্য এলিস যেমনটি বলেছিল উদ্বিগ্ন মুখে অপেক্ষা করছিল।

'হেই, বেলা। তোমার শপিং ট্রিপটা কেমন হয়েছে?' তিনি অভিবাদন জানালেন যখন আমি হেঁটে কিচেনের দিকে যেতে লাগল। তিনি বুকের উপর হাত ভাঁজ করে রেখেছেন। তার চোখ আমার মুখের উপরে।

'অনেক দূর।' আমি হালকাভাবে বললাম। 'আমরা শুধু ফিরে এসেছি।'

বাবা আমার ভাব বোঝার চেষ্টা করতে লাগলেন। 'আমি অনুমান করছি তুমি এরই মধ্যে জ্যাকবের কথা শুনেছো, তারপর?'

'হ্যাঁ। বাকি কুলিনরা আমাদেরকে বাড়িতে নিয়ে এসেছিল। এসমে আমাদেরকে বলেছে কার্লিসল আর এ্যাডওয়ার্ড কোথায়।'

'তুমি ঠিক আছো?'

'জ্যাকের জন্য চিন্তিত আছি। যত তাড়াতাড়ি আমি ডিনার শেষ করতে পারব, আমি লা পুশে যেতে পারব।'

'আমি তোমাকে বলেছিলাম এই মোটর সাইকেলগুলো বিপজ্জনক। আমি আশা করছি তুমি এখন বুঝতে পেরেছো আমি তোমার সাথে ঠাট্টা করছিলাম না।'

আমি মাথা ঝুকিয়ে ফ্রিজের ভেতর কি কি আছে সেটা দেখতে গেলাম। বাবা টেবিলে বসে পড়ল। তাকে দেখে সাধারণ সময়ের চেয়ে অনেক বেশি কথোপকথনের মুডে আছে মনে হলো।

'আমি মনে করি না তোমার জ্যাকবকে নিয়ে এতটা দুশ্চিন্তা করার কিছু আছে। তার যেরকমের প্রাণশক্তি তাতে যে কেউ খুব সহজেই সেরে উঠতে পারে।'

'তুমি যখন তাকে দেখেছিল তখন কি সে জেগে ছিল?' আমি জিজ্ঞেস করলাম।

'ওহ, ইয়ে, হ্যাঁ। সে জেগেছিল। তুমি তার কাছ থেকে শুনে দেখবে। প্রকৃতপক্ষে, এটা অনেক ভাল তুমি সেখানে ছিলে না। আমি মোটেই মনে করি না লা পুশের কেউ এ ব্যাপারে না শুনে আছে। আমি জানি না সে কোথেকে এই জাতীয় বাক্যমালা শিখেছে। কিন্তু আমি আশা করি সে এই জাতীয় কথাবার্তা তোমার আশেপাশে ব্যবহার করে না।'

'তার আজকে এই ব্যাপারে খুব ভাল একটা অজুহাত ছিল। তাকে কেমন দেখাচ্ছে?'

'জঘন্য। তার বন্ধুরা তাকে বয়ে নিয়ে এসেছিল। ভাল ব্যাপার যে তারা খুব বড়সড়ো ছেলেরা। কারণ সেই ছেলেগুলো কাজের। কার্লিসলে বলছিল তার ডান পা ভেঙে গেছে। সেই সাথে তার ডান হাতও। তার সমস্ত ডানপাশটাই অতি জঘন্যভাবে ক্ষতবিক্ষত হয়ে গেছে যখন সে ওই বেপরোয়া মোটর সাইকেল চালাচ্ছিল।' বাবা মাথা নাড়লেন, 'যদি আমি আবার কখনো শুনি তুমি ওই মোটরসাইকেল চালিয়েছো, বেলা...'

'কোন সমস্যা নেই বাবা। তুমি দুশ্চিন্তা করো না। আমি চালাব না। তুমি কি সত্যিই মনে করো জ্যাকব ভাল আছে?"

'নিশ্চয় বেলা। দুশ্চিন্তা করো না। সে এতটাই ভাল আছে যে আমাকে টিজ করেছে।'

'তোমাকে টিজ করেছে?' আমি বিস্ময়ে ঢোক গিললাম।

'হ্যাঁকারোর মাকে নিয়ে বিদ্রুপ করার পাশাপাশি সে ঈশ্বরের নামে শপথ করে বলেছে, 'বাজি ধরে বলতে পারি আপনি খুশি হবেন সে আজ আমাকে ভালবাসার পরিবর্তে কুলিনকে ভালবেসেছে, চার্লি?'

আমি ফ্রিজের কাছে ঘুরে গেলাম যাতে তিনি আমার মুখ দেখতে না পান।

'আর আমিও সে ব্যাপারে কোনরকম তর্ক করিনি। এ্যাডওয়ার্ড জ্যাকবের তুলনায় অনেক বেশি ম্যাচিউর, যখন সেখানে তোমার নিরাপত্তার কথা আসছে। আমি তাকে সেজন্য অনেক বেশি সাপোর্ট দেবো।'

'জ্যাকবও অনেক বেশি ম্যাচিউর।' আমি বিড়বিড় করে বললাম, 'আমি নিশ্চিত যে এটা তার কোন দোষ নয়।

'আজ বেশ খারাপ একটা দিন।' বাবা মিনিট খানিক পরে বিড়বিড় করে বললেন। 'তুমি জানো, আমি এই সব কুসংস্কারাচ্ছন্ন ব্যাপারে খুব বেশি একটা গুরুত্ব দেই না। কিন্তু এটা অনেক বেশি অন্যরকম... এটা এমন যেন বিলি জানতো জ্যাকবের কিছু একটা খারাপ ব্যাপার ঘটতে পারে। সে আজ সকুলিন বেশ নার্ভাস ছিল। আমি যা কিছু বলছিলাম আমার মনে হয় সে কিছুই শোনেনি। এবং তারপরে তারচেয়ে দুশ্চিন্তার ব্যাপার যে- ফেব্রুয়ারি মার্চের সেই সময়ের কথা স্মরণ করেছিল যখন আমরা সেই নেকড়েগুলোর ঝামেলায় পড়েছিলাম?'

আমি কাপবোর্ড থেকে ফ্রাইংপ্যান বের করার জন্য ঝুকে পড়লাম। সেখানে

অতিরিক্ত সময় ব্যয় করলাম।

'হ্যাঁ।' আমি বিড়বিড় করে বললাম।

'আমি আশা করছি আমরা আবার সেই জাতীয় সমস্যার মধ্যে পড়তে যাচ্ছি না। আজ সকালে, আমরা নৌকায় করে বাইরে বেরিয়ে ছিলাম। বিলি আমার দিকে বা মাছ ধরার ব্যাপারে কোনরকম মনোযোগ দিচ্ছিল না। যখন হঠাৎ করে আমরা জঙ্গলের মধ্যে নেকড়ের গর্জন শুনতে পেলাম। একটার চেয়ে বেশি,বেশ জোরালো শব্দ ছিল। শব্দ শুনে মনে হচ্ছিল তারা এই গ্রামের কাছাকাছি এসে পড়েছে। সবচেয়ে আশ্চর্যের ব্যাপার, বিলি নৌকা ঘুরিয়ে ফেলল এবং সোজা জলাশয়ের দিকে নিতে শুরু করল যেন তারা তাকে ব্যক্তিগতভাবে ডাকছে। এমনকি আমাকে জিজ্ঞেস করারও কোন প্রয়োজন বোধ করল না।

'আমরা নৌকাটা ডকে লাগানোর আগেই নেকড়ের গর্জন বন্ধ হয়ে গেল। কিন্তু হঠাৎ করে বিলি খুব ব্যস্ততা দেখাল টিভিতে খেলা দেখার ব্যাপারে। যদিও আমাদের তখন ঘণ্টা খানিক বাকি ছিল। সে বিড়বিড় করে অদ্ভুত কিছু কথা বলছিল যেগুলো আমি বুঝতে পারছিলাম না। আমি তোমাকে বলছি বেলা, ব্যাপারটা অদ্ভুত ছিল।

'বেশ, আমরা কয়েকটা খেলা পেলাম যেগুলো দেখার মত ছিল, সে সেগুলো দেখতে চায়, সে বলেছিল কিন্তু তারপর সে সেগুলোকে উপেক্ষা করে গেল। সে তারপর সারাক্ষণ ফোনের কাছে অপেক্ষা করতে লাগল। সিউকে ডাকল, এমিলি এবং তোমার বন্ধু কুইলের দাদাকে। বোঝাই গেল না সে কিসের জন্য এমনটি করছিল। সে কি খুঁজছিল। সে শুধু তাদের সাথে সাধারণ কথাবার্তাই বলে গেল।

'তারপর বাড়ির পাশেই সেই গর্জন শুরু হয়ে গেল। আমি কখনও এই জাতীয় কিছু শুনিনি। আমার লোম খাড়া হয়ে গেল। আমি বিলিকে জিজ্ঞেস করলাম—সেই গর্জনের উপর দিয়ে চিৎকার করে—যদি সে কোনরকম ফাঁদ পেতে থাকে। শব্দ শুনে মনে হলো জন্তুটা খুব খারাপভাবে আহত হয়েছে।'

আমি কেঁপে উঠলাম। কিন্তু বাবা তার গল্প বলায় এতটাই ব্যস্ত যে আমার দিকে কোন রকম খেয়াল করল না।

'আমি সবকিছুই ভুলে গেলাম মুহূর্তের মধ্যে, কারণ জ্যাকব বাড়ি ফিরে এসেছে। এটা নেকড়ের গর্জনের এক মিনিট পরে। তারপর আমি মোটেও শুনতে পেলাম না। জ্যাকবের আহত চিৎকার শুধু শুনতে পেলাম। ছেলেটার শরীরে আশ্চর্য সহ্য ক্ষমতা আছে।'

বাবা মিনিট খানেকের জন্য থামলেন, তার মুখে চিন্তা খেলা করছে, 'মজার ব্যাপার হলো কিছু ভাল জিনিস এই ঝামেলার মধ্যে বেরিয়ে এসেছে। আমি চিন্তাও করিনি তারা বোকার মত কোন কুসংস্কার কুলিনদের বিরুদ্ধে পোষণ করে রেখেছে। কিন্তু কেউ কার্লিসলকে ডেকে আনল। বিলি সত্যিই খুব খুশি হলো যখন সে দেখা দিল। আমি ভেবেছিলাম তারা জ্যাকবকে হাসপাতালে নিয়ে যাবে, কিন্তু বিলি তাকে বাড়িতেই রাখতে চাচ্ছিল। কার্লিসল তাতে সম্মত হলো। আমি অনুমান করছি কার্লিসল খুব ভাল করেই জানে সবচেয়ে ভাল কিসে হবে। তার মহানুভবতার ব্যাপার এরকম দীর্ঘ সময়ের জন্য বাড়িতে এসে কাজ করেছে।'

'এবং—' তিনি থামলেন। যেন কিছু একটা বলতে গিয়েও তিনি অনিচ্ছুক। তিনি শ্বাস নিলেন। তারপর বলে চললেন, 'এবং এ্যাডওয়ার্ড সত্যিই...অনেক ভাল। তাকে দেখে মনে হলো সে জ্যাকবের জন্য এতটাই উদ্বিগ্ন যেন তার আপন ভাই সেখানে শুয়ে আছে। তার চোখের যে দৃষ্টি...' বাবা মাথা নাড়লেন। 'সে একজন ভদ্রছেলে বেলা। আমি সেটা মনে রাখার চেষ্টা করব। কোন প্রতিজ্ঞা নয়। যদিও।' তিনি আমার দিকে মুখভঙ্গি করলেন।

'আমি তোমাকে এটা ধরে রাখতে বলছি না।' আমি বিড়বিড় করে বললাম।

বাবা পা ছড়িয়ে দিলেন, 'এটা খুবই ভাল যে তুমি বাড়িতে। তুমি বিশ্বাস করবে না বিলির ছোট্ট বাড়িতে এখন কেমন ভীড়। জ্যাকবের সাতজন বন্ধু গাদাগাদি করে তার ছোট্ রুমে তার পাশে দাঁড়িয়ে আছে। আমি খুব কষ্টে শ্বাস নিয়েছি। তুমি কি কখনও লক্ষ্য করে দেখেছো এই কুইলেট ছেলেগুলো সবাই কত বড়বড়?"

'হ্যাঁ, আমি দেখেছি।'

বাবা আমার দিকে তাকিয়ে রইলেন। 'সত্যিই, বেলা। কার্লিসলে বলছিল জ্যাকব খুব তাড়াতাড়ি সেরে উঠবে এবং উঠে বসবে। বলছিল এটা যতটা খারাপ দেখাচ্ছে তত খারাপ নয়। সে ভাল হতে যাচ্ছে।'

আমি শুধু মাথা নোয়ালাম।

জ্যাকবকে এতটাই শক্তিশালী দেখায়...তারপরও ভেতরে ভেতরে ভঙ্গুর আমি তাড়াতাড়ি লাগালাম যখন বাবা যত তাড়াতাড়ি চলে যায়।

জ্যাকবের সারা শরীরে ব্রেস লাগানো। কার্লিসলে বলছিল সেখানে প্লাস্টার করার কোন জায়গা নেই। যত তাড়াতাড়ি সে সেরে উঠছে। তার মুখ বিবর্ণ। এই সময়েও সে গভীরভাবে অচেতন। হতে পারে সেটা শুধু আমার কল্পনা।

আমি বাবার ডিনার টেবিলে দিলাম। তারপর বেরুনোর জন্য দরজার দিকে এগিয়ে গেলাম।

'এ্যাই, বেলা? তুমি কি সেকেন্ডের জন্য একটু দাঁড়াবে?'

'আমি কি কিছু নিতে ভুলে গেছি?' আমি তার প্লেটের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করলাম।

'না, না। আমি শুধু...আমর পক্ষে একটা কাজ করতে বলতে চাই।' চার্লি ভুরু কুঁচকে মেঝের দিকে তাকাল। 'একটু বসো, এটা খুব বেশি সময় নেবে না।'

আমি তার মুখোমুখি বসলাম। কিছুটা দ্বিধান্বিত। আমি তাকানোর চেষ্টা করলাম।

'তোমার কি দরকার, বাবা?'

'এখানে সবকিছুর সারমর্ম আছে, বেলা।' বাবা বললেন, 'হতে পারে আমি শুধু এরকম অনুভব করছি...কুসংস্কার বিলির ব্যাপারে যে আজ সারাদিন যে অদ্ভুত কাণ্ডকারখানা করেছে। কিন্তু আমি এইসব... হান্‌ক। আমি এরকম অনুভব করছি...আমি খুব তাড়াতাড়ি তোমাকে হারাতে যাচ্ছি।'

'বোকার মত কথা বলো না বাবা।' আমি বিড়বিড় করে বললাম, 'তুমি চাও আমি স্কুলে যাই, তাই নয় কি?'

'শুধু আমার কাছে একটা বিষয়ে প্রতিজ্ঞা করো।'

আমি দ্বিধায় পড়ে গেলাম। 'ঠিক আছে।'

'তুমি বড় ধরনের কোন কিছু করার আগে কি আমাকে সেটা বলবে? তুমি তার সাথে পালিয়ে যাওয়ার আগে বা এই জাতীয় কিছু করার আগে?'

'বাবা...' আমি গুঙিয়ে উঠলাম।

' আমি সিরিয়াস বেলা। আমি কোন হাস্যকর কিছু বলছি না। শুধু আমাকে আগে থেকে জানিয়ে রেখো। তোমাকে জড়িয়ে ধরে বিদায় জানানোর একটা সুযোগ আমাকে দিও।'

মনে মনে কুঁকড়ে গেলেও, আমি হাত তুললাম, 'এটা খুব হাস্যকর ব্যাপার। কিন্তু যদি তোমাকে তা সুখী করে ...আমি প্রতিজ্ঞা করলাম।'

'ধন্যবাদ, বেলা।' তিনি বললেন, 'আমি তোমাকে ভালবাসি সোনা।'

'আমিও তোমাকে ভালবাসি বাবা।' আমি তার কাঁধ ছুঁয়ে দিলাম। তারপর টেবিল থেকে সরে এলাম। 'তোমার যদি কোন কিছুর দরকার হয়, আমি বিলি চাচার বাসায় আছি।'

আমি দৌড়ে চলে আসার সময় পেছন ফিরে তাকালাম না। এটাই ঠিক ছিল। আমি যেরকমটি ঠিক এই মুহূর্তে বুঝছিলাম। আমি লা পুশে যাওয়ার পথে সারা রাস্তা গুঙিয়ে গেলাম।

কার্লিসলের কালো মার্সিডিজ বিলির বাড়ির সামনে ছিল না। সেটা এক দিক থেকে ভালো আবার খারাপ। সুস্পষ্টত, আমার জ্যাকবের সাথে একাকী কথা বলা দরকার। যদিও আমি এখনও আশা করি যেকোনভাবেই হোক আমি এ্যাডওয়ার্ডের হাত ধরব। আগের মতই, যখন জ্যাকব অসচেতন অবস্থায় থাকবে। অসম্ভব। কিন্তু আমি এ্যাডওয়ার্ডকে মিস করছি। আমার মনে হচ্ছে সেই বিকাল থেকেই এলিসের সাথে আছি। আমি এর মধ্যেই বুঝে গেছি এ্যাডওয়ার্ডকে ছাড়া আমার চলবে না।

আমি সামনের দরজায় আস্তে আস্তে নক করলাম।

'ভেতরে এসো, বেলা।' বিলি বললেন। আমার ট্রাকের গর্জন তারা আগেই চিনতে পেরেছে।

আমি নিজেকে ভেতরে প্রবেশ করালাম।

'হেই চাচা, সে কি জেগে আছে?' আমি জিজ্ঞেস করলাম।

'সে আধাঘণ্টা আগে জেগে উঠেছে। ডাকার চলে যাওয়ার ঠিক আগ মুহূর্তে। ভিতরে ওর রুমে চলে যাও। আমি মনে করি সে তোমার জন্য অপেক্ষা করছে।'

'ধন্যবাদ।'

আমি জ্যাকবের রুমের দরজার সামনে দাঁড়িয়ে ইতস্তত করতে লাগলাম। নিশ্চিত নই কোথায় নক করব। আমি সিদ্ধান্ত নিলাম প্রথমে উকি দিয়ে দেখবো। আশা করছিলাম সে হয়তো ঘুমিয়ে পড়েছে। আমি শুধু আরো কয়েকটা মুহূর্ত বেশি সময় কাটাতে চাইছিলাম।

আমি দরজা খুলে ইতস্তত করতে করতে ভেতরে ঢুকলাম।

জ্যাকব আমার জন্য অপেক্ষা করছিল। তার মুখ শান্ত এবং মসৃণ। সেই ভয়ংকর দৃষ্টি চলে গেছে। শুধুমাত্র সতর্ক শূন্যতা তার জায়গা দখল করেছে। তার গাঢ় চোখে

কোন এ্যানিমেশন নেই।

তার মুখের দিকে তাকানো কঠিন। জানি যে আমি তাকে ভালবাসি। এটা আরো অনেক বেশি ভিন্ন আমি সেটা ভাবতে পেরেছি। আমি বিস্মিত যদি সব সময়ে এটা তার পক্ষে এমন কঠিন হয়ে থাকে।

ধন্যবাদ তাকে, যে ওকে চাদর দিয়ে ঢেকে দিয়ে গেছে। এটা আমার কাছে একটা স্বস্তির ব্যাপার যে আমাকে তার শরীরের ক্ষতগুলো দেখতে হচ্ছে না।

আমি ভেতরে ঢুকে দরজা বন্ধ করে দিলাম আমার পিছনে।

'হাই, জ্যাক।' আমি বিড়বিড় করে বললাম।

সে প্রথমে কোন উত্তর দিল না। সে দীর্ঘ সময়ের জন্য আমার মুখের দিকে তাকিয়ে রইল। তারপর, অনেক কষ্ট করে, সে মুখের মধ্যে ব্যঙ্গাত্মক হাসির ভাব নিয়ে এলো।

'হ্যাঁ। আমি এরকমটি ভেবেছিলাম সেটা কিছুটা এই রকম।' সে শ্বাস নিল। 'আজকে দিনটা নির্দিষ্টভাবেই আমার জন্য খুব খারাপ দিন হিসাবে কেটেছে। প্রথমত আমি ভুল জায়গা বেছে নিয়েছিলাম। সবচেয়ে ভাল লড়াইটা ভুলে গিয়েছিলাম। সেথ সমস্ত কৃতিত্বটা নিয়ে নিয়েছিল। তারপর লিহ বোকার মত প্রমাণ করতে গেল যে সেও আমাদের অন্য সবার মত অনেক বেশি শক্তিশালী এবং আমি সেই প্রথম শ্রেণীর বোকা যে তাকে রক্ষা করতে গেল। এখন এইগুলো আমি পেয়েছি।' সে তার বাম হাত তুলে আমার দিকে দেখাল।

'তুমি এখন কেমন বোধ করছ?' আমি বিড়বিড় করে বোকার মত প্রশ্ন করলাম।

'কিছুটা পাথরের মত। ডাক্তার ফ্যাং পুরোপুরি নিশ্চিত নয় কতটা ব্যথার ওষুধ আমার শরীরে দরকার হয়েছে। সুতরাং তিনি ট্রায়াল এন্ড এরর মেথড চালিয়ে গেছেন। চিন্তা করো তিনি কতবার এটা করেছেন।'

'কিন্তু তুমি এখন কোন ব্যথা পাচ্ছ না।'

'না। অনন্তপক্ষে না। আমি আমার ব্যথা বুঝতে পারছি না।' সে বলল। ব্যঙ্গ করে হাসল।

আমি ঠোঁট কামড়ে ধরলাম। আমি কখনও সেটা করতে যাচ্ছি না। কেন কেউ আমাকে হত্যা করে না যখন আমি মারা যেতে চাই?

'তোমার ব্যাপারটা কি? তুমি কেমন আছ?' সে জিজ্ঞেস করল। শুনে মনে হচ্ছে সত্যিই সে জানতে চায়। 'তুমি ঠিক আছো?'

'আমি?' আমি তার দিকে তাকিয়ে রইলাম। হতে পারে তাকে অনেক বেশি ড্রাগ দেয়া হয়েছে। 'কেন?'

'বেশ। আমি বোঝাতে চাইছি, আমি মোটামুটি নিশ্চিত যে সে তোমাকে প্রকৃতপক্ষে আহত করতে পারে নাই। কিন্তু আমি নিশ্চিত নই কত খারাপভাবে তোমার সময়টা কেটেছে। আমি কিছুটা উত্তেজিত হয়ে পড়েছি তোমার সম্বন্ধে দুশ্চিন্তা করে যখনই আমি জেগে উঠেছি। আমি জানি না যদি তুমি দেখতে আসবে বা এই জাতীয় কোন কিছু। উত্তেজনাটা ছিল ভয়ানক। এটা কিভাবে গেছে? সে কে তোমার সাথে খুব নিচু আচরণ করেছিল? আমি দুঃখিত যদি এটা খারাপ হয়ে থাকে। আমি এটা বোঝাতে চাইনি যে তুমি একাকী যাও। আমি ভেবেছিলাম আমি সেখানে থাকব...'

মিনিট খানিক সময় লাগল আমার ব্যাপারটা বুঝতে। সে বিড়বিড় করছিল। তাকে আরো বেশি সচেতন দেখাচ্ছিল। যতক্ষণ পর্যন্ত আমি বুঝতে পারলাম সে কথা বলছিল। তারপর আমি তাকে তাড়াতাড়ি আশ্বস্ত করলাম।

'না, না, জ্যাক! অনেক ভাল। সত্যিই। অবশ্যই সে আমার সাথে নিচু আচরণ করেনি। আমি আশা করছি!'

তার চোখ বড়বড় হয়ে গেল ভয়ে, 'কি?'

'সে এমনকি আমার প্রতি পাগলের মত হয়ে যায়নি। সে এমনকি তোমার প্রতিও উন্মত্ত হয়ে ওঠেনি! সে এতটাই অস্বার্থপর এটা আমাকেই তার বদলে নিচু করে ফেলেছে। আমি আশা করেছিলাম সে আমার প্রতি উন্মত্ত হয়ে উঠবে চিৎকার করবে বা এই জাতীয় কিছু। আমি এসব আশা করিনি তা নয়... বেশ, চিৎকার করে ওঠার চেয়ে এটা অনেক খারাপ ছিল। কিন্তু সে কোনকিছুর পরোয়া করেনি। সে আমাকে শুধু সুখীই দেখতে চেয়েছে।'

'সে পাগল হয়ে ওঠেনি?' জ্যাকব অবিশ্বাসের স্বরে জিজ্ঞেস করল।

'না, সে ...অনেক বেশি সদয় ছিল।'

জ্যাকব আরেক মিনিটের জন্য তাকিয়ে রইল। তারপর সে হঠাৎ করে ভুরু কুঁচকাল। 'বেশ, গোল্লাও যাও!' সে গুঙিয়ে উঠল।

'কি সমস্যা জ্যাক? এটা কি খুব ব্যথা দিচ্ছে?' আমার হাত শূন্য ঘুরে এলো যেন আমি তার ওষুধ খুঁজে ফিরছি।

'না।' সে চেচিয়ে উঠল। 'আমি সেটা বিশ্বাস করি না! সে কি তোমাকে কোন চরমপত্র বা এই জাতীয় কিছু দেয় নাই?'

'না সেরকম কিছু না—তোমার কি সমস্যা হয়েছে?'

সে অবিশ্বাসে মাথা নাড়ল। 'আমি তার প্রতিক্রিয়া নিয়ে ভেবে ভেবে মরেছি। সবকিছু গোল্লায় যাক। আমি যেমনটি ভেবেছিলাম সে তার চেয়ে অনেক ভাল।'

যেভাবে সে বলছিল, তার রাগের মধ্য দিয়েও, আমার এ্যাডওয়ার্ডের কথা মনে পড়ে গেল। এ্যাডওয়ার্ড আজ সকালে জ্যাকবের নৈতিকতার কমতি নিয়ে তাবুতে বলেছিল। যার মানে হচ্ছে জ্যাকব এখনও আশা করেছিল, এখনও লড়াই করছিল।

'সে আমার সাথে কোন খেলা খেলেনি, জ্যাক।' আমি শান্ত স্বরে বললাম।

'তুমি বাজি ধরতে পার সে তাই। সে খেলা করেছে প্রতিটি মুহূর্তে যেমনটি আমি করেছি। শুধুমাত্র জানতো সে কি করছে আর আমি জানতাম না। আমাকে দোষ দিও না। কারণ সে আমার চেয়ে অনেক বেশি মানুষ চড়িয়ে খেতে পারে। আমি এইসব কৌশল শেখার জন্য যথেষ্ট সময় পাইনি।'

'সে আমাকে পরিচালিত করে নাই!'

'হ্যাঁ। সে তা করেছে! যখন তুমি জেগে উঠেছিলে আর বুঝতে পেরেছিলে সে তুমি যেমনটি ভেবেছিলে সেরকম নয়?'

'অন্ততপক্ষে, সে নিজেকে খুন করে ফেলবে এমন কিছু হুমকি দিয়ে আমার কাছ তেকে চুমু আদায় করে নাই।' আমি যেন তার মুখে চড় কষালাম। যেই কথাগুলো আমার মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেল, আমি তাড়াতাড়ি বললাম, 'অপেক্ষা করো। ভান করো যে সেটা

মুখ ফসকে বেরিয়ে যায় নাই। আমি প্রতিজ্ঞা করছি নিজের কাছে যে আমি সেই জাতীয় কোন কিছু আর বলতে যাচ্ছি না।'

সে গভীরভাবে শ্বাস নিল। যখন সে কথা বলল, সে আগের চেয়ে অনেক শান্ত। 'কেন নয়?'

'কারণ আমি এখানে তোমাকে কোন কিছুর জন্য দোষ দিতে আসিনি।'

'এটা সত্যি, যদিও।' সে বলল, 'আমি সেটা করেছি।'

'আমি পরোয়া করি না, জ্যাক। আমি উন্মত্ত নই।'

সে হাসল। 'আমিও পরোয়া করি না। আমি জানি তুমি আমাকে ক্ষমা করেছো। আর আমি খুশি কাজটা করেছি। আমি কাজটা আবার করব। অনন্তপক্ষে আমি অনেক করতে চাই। অনন্তপক্ষে, আমি এটা দেখতে চাই যে তুমি আমাকে ভালবাস। সেটাই আমার সম্পদ।'

'তা কি? এটা কি অনেক বেশি ভাল ব্যাপার যে আমি এখনও অন্ধকারে থাকি?'

'তুমি জানতে চাইবে তুমি কেমন বোধ করো। শুধু এজন্য যে এটা তোমাকে কোন একদিন বিস্মিত করবে। যখন অনেক বেশি দেরি হয়ে যাবে এবং তুমি একটা ভ্যাম্পায়ারকে বিয়ে করেছো?'

আমি মাথা নাড়লাম। 'না—আমি আমার ভালোর জন্য বোঝাতে চাইনি। আমি তোমার ভালর জন্য বোঝাতে চেয়েছি। এটা কি তোমাকে খারাপ অথবা ভাল কিছু করবে, আমি জানি যে তুমি আমাকে ভালবাস? যখন এটা কোনভাবে পার্থক্য করে না। এটা তোমার জন্য অনেক ভাল অনেক সহজ হয়ে যাবে। যদি আমি কখনও না থাকি?'

সে আমার প্রশ্ন খুব সিরিয়াসলি নিল যেমনটি আমি বোঝাতে চেয়েছি। সে উত্তর দেয়ার আগে সর্তকতার সাথে চিন্তা করল। 'হ্যাঁ। এটা অনেক ভাল যে তুমি জানো।' সে শেষ পর্যন্ত সিদ্ধান্ত নিল। 'যদি তুমি এটা বের না করো... আমি সবসময় বিস্মিত হবো যদি তোমার সিদ্ধান্ত ভিন্নরকম হয় যদি তুমি থাক। এখন আমি জানি, আমি সবকিছু করতে পারি।' সে এলোমেলো শ্বাস নিল। চোখ বন্ধ করল।

এইবার আমি করলাম না—আমি পারলাম না—তাকে স্বস্তি দেয়ার জন্য তর্ক করতে। আমি ছোট্ট রুমে তার কাছে গেলাম এবং তার মাথার কাছে হাঁটু গেড়ে বসলাম। ভয় পেলাম তার বিছানায় বসতে যদি তার কোন ব্যথা লাগে। ঝুঁকে আমার কপাল তার চিবুকে ছোঁয়ালাম।

জ্যাকব শ্বাস নিল। তার হাত আমার চুলের উপর রাখল। আমাকে সেখানে ধরে রাখল।

'আমি খুবই দুঃখিত, জ্যাক।'

'আমি সবসময়েই জানি সে বড় ধরনের কিছু। এটা তোমার দোষ নয়। বেলা।'

'তুমিও নও।' আমি গুঙিয়ে উঠল। 'প্লিজ।'

সে আমার থেকে অন্য দিকে তাকাল। 'কি?'

'এটা আমার দোষ। এবং আমি এতটাই অসুস্থ এটা না বলার মত নই।'

সে মুখ ভেঙচাল। আমি তার চোখ স্পর্শ করলাম না। 'তুমি আমাকে চাও যে কয়লার উপর অগ্নিসংযোগ করো?'

'প্রকৃতপক্ষে...আমি করতে পারি।'

সে তার ঠোঁট চেপে ধরল এটা বোঝার জন্য কতটা আমি সেটা বোঝাতে চাইছি। একটা ছোট্ট হাসি তার মুখের উপর দিয়ে খেলে গেল। তারপর সে তার অভিব্যক্তি অন্যরকম করে ফেলল।

'আমাকে চুমু খাও যেন এটা শেষ না হয়।' সে আমার দিকে তাকিয়ে কথাগুলো বলল। 'যদি তুমি জানো আমরা শুধু এটা ফিরিয়ে নিয়ে যেতে চাচ্ছি, হতে পারে তুমি এটা নিয়ে এতটাই প্রত্যাশা করতে পারবে না।'

আমি মাথা নোয়ালাম। 'আমি খুবই দুঃখিত।'

'দুঃখিত হওয়াটা কোন ভাল কিছু করে না, বেলা। তুমি কি ভাবছ?'

'আমি কিছু ভাবছি না।' আমি ফিসফিস করে বললাম।

'তুমি আমাকে মরে যেতে বলতে পারো। সেটাই তুমি চাইছো।'

'না, জ্যাকব!' আমি কেঁপে উঠলাম। আমার চলে আসা কান্না আটকানোর জন্য লড়তে লাগলাম। 'না! কখনোই না!'

'তুমি কাঁদছ না তো?' সে জানতে চাইল। তার কণ্ঠস্বর হঠাৎ করে স্বাভাবিক স্বরে চলে এল। সে অধৈর্যের সাথে বিছানার উপর নড়ে বসল।

'হ্যাঁ।' আমি বিড়বিড় করে বললাম। দুর্বলভাবে হাসলাম যাতে আমার কান্না হঠাৎ করে ফুপানোয় রুপ নিল।

সে শরীরের ভার অন্যদিকে নিল। তার ভাল পা বিছানা থেকে নামাল যেন সে এখনই দাঁড়িয়ে পড়বে।

'তুমি কি করতে যাচ্ছ?' আমি কাঁদতে কাঁদতে জানতে চাইলাম। 'শুয়ে পড়ো, বোকা গাধা। তুমি নিজেকে আঘাত দিচ্ছো!' আমি লাফিয়ে উঠে দাঁড়ালাম এবং দুই হাত দিয়ে তার ভাল কাঁধের নিচে ধাক্কা দিয়ে বিছানায় উঠিয়ে দিলাম।

সে আত্মসর্মপনের মত করে শুয়ে পড়ে শ্বাস নিল। ব্যথায় তার মুখ নীল হয়ে উঠেছে। কিন্তু সে আমার কোমর জড়িয়ে ধরল। আমাকে তার বিছানায় টেনে নিল। আমি সেখানে কুকড়ে গেলাম। চেষ্টা করলাম ফুপিয়ে কান্নাটা বন্ধ করতে।

'আমি বিশ্বাস করতে পারছি না তুমি কাঁদছ।' সে বিড়বিড় করে বলল। 'তুমি জানো আমি শুধু এইসব কথা বলেছি কারণ তুমি সেটাই চাইছিলে। আমি সেটা বোঝাতে চাইনি।' তার হাত আমার কাঁধের উপর ঘষতে লাগল।

'আমি জানি।' আমি গভীরভাবে শ্বাস নিল। নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করার চেষ্টা করলাম। আমি কিভাবে কান্না থামাব যখন সে স্বস্তিবোধ করছে না? 'এর সবকিছুই এখনও সত্য। যদিও। শব্দ করে এটা বলার জন্য ধন্যবাদ।'

'আমি কি তোমাকে কাঁদাবার মত কোন কিছু বলেছি?'

'নিশ্চয়, জ্যাক।' আমি হাসতে চেষ্টা করলাম। 'তুমি যতবার চেয়েছো ততবার।'

'চিন্তা করো না, বেলা। সোনা, এর সবকিছূই এখন কাজ করতে যাচ্ছে।'

'আমি দেখতে পাচ্ছি না কিভাবে।' আমি বিড়বিড় করে বললাম।

সে আমার মাথার উপর চাপড় দিতে লাগল। 'আমি এসবকিছু ছেড়ে দিতে যাচ্ছি এবং ভাল হতে যাচ্ছি।'

'আরো বেশি খেলা?' আমি বিস্মিত। চিবুক উঁচু করলাম যাতে আমি তার মুখ দেখতে পাই।

'হতে পারে।' সে হাসল। 'কিন্তু আমি চেষ্টা করতে যাচ্ছি।'

আমি ভুরু কুঁচকালাম।

'এতটা হতাশাবাদী হয়োনা।' সে অভিযোগ করল। 'আমাকে কিছুটা ক্রেডিট দাও।'

'তুমি ভাল হও বলতে কি বোঝাতে চেয়েছো?'

'আমি তোমার বন্ধু হিসাবে থাকব, বেলা।' সে শান্ত স্বরে বলল, 'আমি তার চেয়ে বেশি কিছু চাইব না।'

'আমি মনে করি এটা তার জন্য অনেক বেশি দেরি হয়ে গেছে, জ্যাক। আমরা এখন কিভাবে বন্ধু হতে পারি। যখন আমরা একে অন্যকে এমনভাবে ভালবাসি?'

সে মাথার উপরের সিলিংয়ের দিকে তাকাল। তার তাকানোর দৃষ্টি শূন্য। যেন সে সেখানে লেখা আছে এমন কিছু পড়ছে। 'হতে পারে...এটা আমাদের খুব বহু দুরের বন্ধুত্ব হবে।'

আমি দাঁতে দাঁত ঘষলাম। খুশি সে আমার মুখের দিকে তাকাচ্ছে না। কান্না ঠেকানোর জন্য লড়ে যাচ্ছিলাম। আমাকে অনেক বেশি শক্তিশালী হতে হবে। আমার কোন ধারণাই নেই কিভাবে...

'তুমি বাইবেলের সেই গল্পটা জানো?' জ্যাকব হঠাৎ জিজ্ঞেস করল। এখন শূন্য ছাদ পড়ে চলেছে। 'সেই একজন রাজাকে নিয়ে যে দুজন মহিলা একটা বাচ্চাকে নিয়ে লড়াই করছিল?'

'নিশ্চয়। রাজা সলোমন।'

'সেটা ঠিক। রাজা সলোমন।' সে পুনরাবৃত্তি করল। 'এবং সে বলেছিল, বাচ্চাটাকে দুভাগে ভাগ করে দাও...কিন্তু এটা শুধুমাত্র একটা পরীক্ষা ছিল। শুধু দেখতে চেয়েছিল কে তাদের নিজের ভাগটা ছেড়ে দেয় এটা প্রতিহত করার জন্য।'

'হ্যাঁ। আমার মনে পড়েছে।'

সে আমার মুখের দিকে তাকাল। 'আমি তোমাকে কোন মতেই দুভাগে কেটে ফেলতে দিতে চাই না, বেলা।'

সে কি বলতে চেয়েছে আমি বুঝতে পারলাম। সে আমাকে বলতে চেয়েছে সেই আমাকে সবচেয়ে বেশি ভালবাসে। তার আত্মসর্মপন এটাই প্রমাণ করে। আমি এ্যাডওয়ার্ডকে এই সময়ে রক্ষা করতে পারতাম। জ্যাকবকে বলতে পারতাম কিভাবে এ্যাডওয়ার্ডও একই জিনিস করবে যদি আমি তাই করতে দেই। আমি এখানে সেটা প্রকাশ করলাম না। কিন্তু সেখানে একটা তর্ক শুরু করার কোন যুক্তি নেই যে তর্ক তাকে আরো আহত করবে।

আমি চোখ বন্ধ করলাম। নিজের ব্যথা সামাল দেয়ার চেষ্টা করছি। আমি সেটা তার উপর পতিত হতে দিতে পারি না।

আমরা এক মুহূর্তের জন্য নিরব হয়ে গেলাম। তাকে দেখে মনে হলো আমার কিছু বলার জন্য অপেক্ষা করছে। আমি কিছু বলার জন্য ভাবতে চেষ্টা করলাম।

'আমি কি তোমাকে বলতে পারি সবচেয়ে খারাপ অংশটা কি?' সে ইতস্তভাবে

আমাকে জিজ্ঞেস করল যখন আমি কিছুই বলছি না দেখে। 'তুমি কি কিছু মনে করবে? আমি ভাল হতে চলেছি।'

'এটা কি সাহায্য করবে?' আমি ফিসফিস করলাম।

'এটা করতে পারে। এটা আহত করবে না।'

'তাহলে সবচেয়ে খারাপ অংশটা কি?'

'সবচেয়ে খারাপ অংশটা হচ্ছে কি হতে পারে সেটা জানতে পারা।'

'কি ঘটতে পারে।' আমি শ্বাস নিলাম।

'না।' জ্যাকব দুদিকে মাথা নাড়ল। 'আমি প্রকৃতপক্ষে তোমার জন্য ঠিক, বেলা। এটা আমাদের জন্য অনেক কম শক্তি ব্যয় হবে—স্বস্তিদায়ক। শ্বাসপ্রশ্বাসের মতই সহজ। আমি তোমার জীবন স্বাভাবিকভাবে নিয়ে যাব...' সে ফাঁকা জায়গায় এক মুহূর্তের জন্য তাকাল। আমি অপেক্ষা করতে লাগলাম। 'যদি যেভাবে যাচ্ছে পৃথিবীটা এইভাবে চলতে থাকে, যদি সেখানে কোন দৈত্য না থাকে অথবা কোন ম্যাজিক...'

আমি দেখতে পারি সে যা দেখছে, এবং আমি জানি যে সে ঠিক বলছে। যদি পৃথিবীটা সেরকম জায়গা হয়, জ্যাকব আর আমি একত্রে থাকতে পারব। আমরা সুখী হতে পারি। সে এই পৃথিবীতে আমার আত্মার বন্ধু।

এটা কি জ্যাকবের জন্য বাইরের কিছু হবে? কিছু একটা কি তার আত্মাকে জয় করে নেবে না? আমি সেটা বিশ্বাস করি।

দুটো ভবিষ্যৎ, দুটো আত্মার বন্ধু...যেকোন মানুষের জন্য অনেক বেশি কিছু। এতটাই আনফেয়ার যে আমি একমাত্র এর জন্য মূল্য দিতে পারি না। জ্যাকবের ব্যথা তার জন্য অনেক বেশি মূল্য। আমি বিস্মিত যদি এটা অন্য দিকে যায়। যদি আামি একবার এ্যাডওয়ার্ডকে না হারাতাম। যদি আমি না জানতাম এডকে ছাড়া বেঁচে থাকা কি রকম। আমি নিশ্চিত হতাম না। সেই জ্ঞান আমার জন্য এতটাই গভীর, আমি কল্পনা করতে পারি আমি এটা ছাড়া কোন কিছু অনুভব করতে পারি।

'সে তোমার জন্য একটা ড্রাগের মত, বেলা।' তার কণ্ঠস্বর এখনও অনেক শান্ত। আগের মত ক্রিটিক্যাল নয়। 'আমি দেখেছি তুমি এখন তাকে ছাড়া বাঁচতে পারো না। এটা অনেক দেরি হয়ে গেছে। কিন্তু আমি তোমার জন্য অনেক স্বস্তিকর হবো। একটা ড্রাগের মত নয়। আমি বাতাসের মত হব। আমি সূর্যের মত হবো।'

আমি মুখের কোণ একটুখানি হাসিতে বেকে গেল। 'আমি তোমাকে সেইভাবেই ভাবি। তুমি জানো, সূর্যের মতই। আমার ব্যক্তিগত সূর্য। তুমি আমার জীবন থেকে মেঘগুলোকে খুব সুন্দরভাবে সরিয়ে দাও।'

সে শ্বাস নিল। 'মেঘগুলোকে আমি নিয়ন্ত্রণ করতে পারি। কিন্তু আমি একটা গ্রহণের সাথে লড়াই করতে পারি.না।'

আমি তার মুখ স্পর্শ করলাম। আমার হাত তার চিবুকের উপর রাখলাম। সে আমার স্পর্শে নিঃশ্বাস গাঢ় হয়ে গেল। চোখ বন্ধ করল। চারিদিকে অনেক শান্ত। আমি তার হৃৎপিন্ডের শব্দ শুনতে পেলাম। ধীর এবং একই গতির।

'তোমার সবচেয়ে খারাপ অংশটা আমাকে বলো।' সে ফিসফিস করে বলল।

'আমি মনে করি সেটা একটা খারাপ আইডিয়া হতে পারে।'

'দয়া করে বলো।'

'আমি মনে করি এটা আহত করবে।'

'তবুও। প্লিজ।'

আমি কিভাবে এই ক্ষেত্রে তার সাথে প্রতারণা করব?

'সবচেয়ে খারাপ অংশ...' আমি ইতস্তত করতে লাগলাম। তারপর আমার মুখ থেকে কথাগুলো সত্যের স্রোতের মত বেরিয়ে এল। 'সবচেয়ে খারাপ অংশ হলো আমি সমস্ত জিনিসটা দেখেছি। আমাদের গোটা জীবন। আমি চাই এটা খারাপ, জ্যাক। আমি এটার সবটুকু চাই। আমি এখানে থাকতে চাই এবং কখনও নড়তে চাই না। আমি তোমাকে ভালবাসতে চাই এবং তোমাকে সুখী করতে চাই। এবং আমি সেটা পারি না। এটা আমাকে মেরে ফেলছে। এটা স্যাম আর এমিলির মত। জ্যাক।—আমার কখনও কোন পছন্দ ছিল না। আমি সবসময়েই জানতাম কোন কিছুই পরিবর্তন হবে না। সে কারণেই আমি তোমার বিরুদ্ধে এত কঠোরভাবে লড়ে গেছি।'

তাকে দেখে মনে হলো সে শ্বাস প্রশ্বাস স্বাভাবিক রাখার দিকে মনোযোগ দিচ্ছে।

'আমি জানতাম আমি তোমাকে এটা বলতে পারব না।'

সে ধীরে ধীরে তার মাথা নাড়ল। 'না। আমি খুশি তুমি এটা করেছো। ধন্যবাদ।' সে আমার মাথার উপরে চুমু খেল। তারপর সে শ্বাস নিল। 'আমি এখন ভাল হবো।'

আমি উপরের দিকে তাকালাম। সে হাসছে।

'তো, তুমি এখন তাকে বিয়ে করতে যাচ্ছ, হাহ?'

'আমরা এ ব্যাপার নিয়ে কথা বলতে পারি না।'

'আমি সবকিছুর কিছু বিস্তারিত শুনতে চাই। আমি জানি না কখন আমি আবার তোমার সাথে কথা বলতে পারব।'

আমি মিনিটখানেকের জন্য অপেক্ষা করলাম কথা বলার আগে। যখন আমি পুরোপুরি নিশ্চিত আমার কণ্ঠস্বর ভাঙা ভাঙা হয়ে যাবে না, আমি তার প্রশ্নের উত্তর দিলাম।

'এটা সত্যিই আমার আইডিয়া নয়...কিন্তু, হ্যাঁ। এটা তার কাছে অনেক কিছু বুঝায়। আমি জানি, কেন নয়?'

জ্যাকব মাথা নোয়াল। 'সেটা সত্য। এটা বড় কোন বিষয় নয়। সেই তুলনায়।'

তার কণ্ঠস্বর অনেক শান্ত। খুবই বাস্তববাদী। আমি তার দিকে তাকিয়ে রইলাম। কৌতুহলী হয়ে পড়লাম সে কিভাবে এটা ম্যানেজ করে। সেটা আমাকে ধ্বংস করে দিল। সে আমার চোখের দিকে সেকেন্ডের জন্য তাকাল। তারপর তার মাথা ঘুরিয়ে অন্যদিকে নিল। আমি কথা বলার জন্য অপেক্ষা করতে লাগলাম যতক্ষণ না তার শ্বাস প্রশ্বাস নিয়ন্ত্রণে আসে।

'হ্যাঁ। তুলনামূলকভাবে।' আমি একমত হলাম।

'কত সময়ের জন্য তুমি ছেড়ে চলে যাবে?'

'এটা নির্ভর করছে এলিস কতদিনে বিয়ের আয়োজনের ব্যবস্থা করে।' আমি গোঙানি চেপে গেলাম। কল্পনা করছিলাম এলিসের ব্যাপারে।

'আগে অথবা পরে?' সে শান্ত স্বরে জিজ্ঞেস করল।

আমি জানতাম সে কি বোঝাতে চেয়েছে। 'পরে।'

সে মাথা নোয়াল। সেটা তার জন্য স্বস্তির ব্যাপার। আমি বিস্মিত কিভাবে সে আমার গ্রাজুয়েশনের ব্যাপারে ভেবে নির্ঘুম রাত কাটিয়েছে।

'তুমি কি ভয় পাচ্ছ?' সে ফিসফিস করে বলল।

'হ্যাঁ।' আমিও ফিসফিস করে বললাম।

'তুমি কিসের ভয় পাচ্ছ?'

'অনেক কিছু নিয়ে।' আমি কণ্ঠস্বর হালকা রাখার চেষ্টা করলাম। কিন্তু সেটা যথেষ্ট সৎ থাকলাম। 'আমি কখনও এতটা মর্ষকামী হই নাই। তো আমি কখনও ব্যথার দিকে তাকিয়ে দেখি নাই। এবং আমি আশা করি সেখানে তাকে দুরে রাখার কোন পথ পাওয়া যাবে। আমি তাকে আমার সাথে কষ্ট দিতে চাই না। কিন্তু আমি সেখানে অন্য কোন পথও খুঁজে পাচ্ছি না। সেখানে বাবার সাথে আমার একটা চুক্তি আছে। চুক্তি আছে মায়ের সাথেও...এবং তারপর, আমি আশা করি আমি তাড়াতাড়ি নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারব। হতে পারে আমি এতটাই হুমকি যে গোটা দল আমাকে বাইরে রাখবে।'

সে অনুনমিতের অভিব্যক্তিতে তাকাল। 'আমার কোন ভাই সেরকম চেষ্টা করলে আমি তাকে দেখে নেবো।'

'ধন্যবাদ।'

সে হাসল। তারপর ভূরু কুঁচকাল। 'কিন্তু এটা কি তার চেয়ে অনেক বেশি বিপজ্জনক নয়? এই সব গল্পের ভেতর, তারা বলেছিল, এটা খুব কঠিন...তারা নিয়ন্ত্রণ হারিয়েছিল... লোকজন মারা গিয়েছিল...' সে মুখ বন্ধ করল। 'না। আমি তার জন্য ভীতূ নই। বোকা জ্যাকব—তুমি কি ভ্যাম্পায়ারের গল্পগুলোর চেয়ে অনেক বেশি জানো না?'

সে সুস্পষ্টত আমার হাস্যরসের ব্যাপারে প্রশংসা করল না।

'বেশ, যাই হোক, সে বিষয়ে যথেষ্ট দুশ্চিন্তা। কিন্তু এটা ছেড়ে দাও। শেষ পর্যন্ত।'

সে মাথা নোয়াল অনিচ্ছার সাথে। আমি যে পথে সে আমার সাথে একমত নয়।

আমি ঘাড় সোজা করে তার কানের কাছে ফিসফিস করে বললাম, 'তুমি জানো আমি তোমাকে ভালবাসি।'

'আমি জানি।' সে শ্বাস নিল। তার হাত আমার কোমর জড়িয়ে ধরল। 'তুমি জানো আমি কতটা আশা করি এটা অনেক যথেষ্ট।'

'হ্যাঁ।'

'আমি সবসময়েই সেখানে অপেক্ষা করব, বেলা।' সে প্রতিজ্ঞা করল। তার গলার স্বর হালকা হয়ে গেল। হাত শীতল হয়ে পড়ল। আমি হাত টেনে নিলাম। 'তুমি সবসময়েই আমার সেই বিভক্ত অংশ হয়ে থাকবে যদি তুমি সেটা চাও।'

আমি জোর করে হাসলাম। 'যতক্ষণ আমার হৃদয় লাফানো বন্ধ না করবে।'

সে মুখ ভেঙচাল। 'তুমি জানো, আমি এখনও তোমাকে নিয়ে ভাবি—হতে পারে। আমি অনুমান করছি সেটা নির্ভর করছে কতটা তুমি আমার সাথে লেগে থাকবে।'

'আমি কি তোমাকে দেখতে ফিরে আসবো? অথবা তুমি কি মনে করো আমি সেটা

করবো না?'

'আমি এটা নিয়ে ভাবব্ এবং তোমার কাছে ফিরে আসব।' সে বলল, 'আমার মনে হয় আমার সঙ্গীর দরকার হবে উন্মত্ত হওয়া থেকে বিরত থাকার জন্য। ভ্যাম্পায়ার সার্জন অসাধারণভাবে বলেছে আমি চলতে পারব না যতক্ষণ আমি ঠিক না হবো—এটা হতে পারে হাড়গুলো যেভাবে লাগানো হয়েছে তার কারণে।' জ্যাকব অদ্ভুত মুখের ভাব করল।

'ভাল হও এবং কার্লিসল যা বলেছে সেটাই করো। তুমি খুব দ্রুত সেরে উঠবে।'

'নিশ্চয়। নিশ্চয়।'

'আমি বিস্মিত কখন এটা ঘটবে।' আমি বললাম, 'কখন সেই মেয়েটি তোমার চোখে ধরা পড়বে যে তোমার জন্য উপযুক্ত।'

'তোমার আশাকে এত বেশি উপরে তুলো না, বেলা।' জ্যাকবের কণ্ঠস্বর বেপরোয়াভাবে তিক্ত হয়ে উঠল। 'যদিও আমি নিশ্চিত এটা তোমার জন্য একটা রিলিফের ব্যাপার হবে।'

'হতে পারে হ্যাঁ, হতে পারে না। আমি সম্ভবত ভাবিনি সে তোমার জন্য অনেক বেশি ভাল হবে। আমি বিস্তিত কতটা ঈর্ষান্বিত আমি হবো।'

'সেই অংশটা সম্ভবত মজার বিষয় হিসাবেই রয়ে যাবে।' সে স্বীকার করল।

'আমাকে জানতে দাও যদি তুমি চাও আমি ফিরে আসি এবং আমি এখানে আসব।' আমি প্রতিজ্ঞা করলাম।

শ্বাস নিয়ে সে তার মুখ আমার দিকে তুলল।

আমি ঝুঁকে পড়লাম এবং তার মুখে নরম করে চুমু খেলাম। 'তোমাকে ভালবাসি জ্যাকব।'

সে হালকাভাবে হাসল। 'তোমাকে অনেক বেশি ভালবাসি।'

সে আমাকে হেঁটে তার রুম ছেড়ে চলে যেতে দেখল। তার গাঢ় কালো সুগভীর অভিব্যক্তি খেলা করছে।

সাতাশ

আমি খুব বেশি দূরে যেতে পারলাম না কারণ গাড়ি চালানোটা অসম্ভব হয়ে পড়েছিল।

যখন আমি কিছু দেখতে পারছিলাম না, আমি বুঝতে পারলাম গাড়ির টায়ারে সমস্যা হচ্ছে এবং আমি গাড়ি থামালাম। আমি লাফ দিয়ে সিটে উঠে বসলাম এবং সেই দুর্বলতাকে প্রশয় দিলাম যেটা জ্যাকবের রুমে আমি লড়ছিলাম। আমি যতটা ভেবেছিলাম এটা তার চেয়ে অনেক বেশি খারাপ ছিল। এটাকে আমাকে বিস্মিত করেছিল। হ্যাঁ, আমার এটা জ্যাকবের কাছ থেকে লুকানোর অধিকার আছে। কেউ কখনও এমনটি দেখতে পারবে না।

কিন্তু আমি খুব বেশি সময়ের জন্য একাকী থাকতে পারলাম না। শুধু অনেক সময় পরে এলিস আমাকে এখানে দেখতে পেল। তারপর কিছু সময় পরে সে এ্যাডওয়ার্ডকে

পাঠিয়ে দিল। দরজা খুলে গেল এবার সে আমাকে তার হাতের মধ্যে তুলে নিল।

প্রথমে এটা খুব খারাপ ছিল। কারণ সেখানে আমার ক্ষুদ্র অংশ ছিল। ক্ষুদ্র কিন্তু প্রতি মিনিটে সেটা তীব্র এবং রাগান্বিত হয়ে উঠছিল।

সে কোন কিছু বলছিল না। সে আমাকে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে দিল যতক্ষণ না আমি বিড়বিড় করে চার্লির নাম বললাম।

'তুমি কি সত্যিই বাড়ি যাওয়ার জন্য প্রস্তুত?' সে সন্দেহের সাথে জিজ্ঞেস করল।

আমি বুঝতে পারলাম বাড়িতেই যাওয়া উচিত। তা ছাড়া খুব শিগগিরই ভাল কিছু হতে যাচ্ছে না। বাবা বিলিকে ফোন করার আগে আমার বাবার কাছে যাওয়া উচিত।

সুতরাং সে বাড়ির পথে চালিয়ে নিয়ে যেতে লাগল—একবারের জন্যও আমার ট্রাকের স্পিড সাধারণের চেয়ে বেশি তুলল না। একহাত দিয়ে আমাকে জড়িয়ে ধরে রাখল। সারাপথ, আমি নিজেকে নিয়ন্ত্রণে রাখার জন্য লড়ে গেলাম। প্রথমে মনে হচ্ছিল কোন কাজ হচ্ছে না কিন্তু আমি হাল ছেড়ে দিলাম না। শুধুমাত্র কয়েক সেকেন্ড আমি নিজেকে বললাম। শুধু কয়েকটা অজুহাত, মিথ্যে বলা, এবং তারপর আমি আবার ভেঙে পড়ব। আমি সেটা যথেষ্ট করার সমর্থ হব। আমার মাথার মধ্যে কাঁপতে লাগল।

ফুঁপানো বন্ধ করার জন্য আমি যথেষ্ট সময় পেলাম। কিন্তু সেটা শেষ হলো না। কান্নাটা থামল না। আমি এমনকি কোন হাতল দেখতে পেলাম না সেটা নিয়ে কাজ করার জন্য।

'আমার জন্য উপরে অপেক্ষা করো।' আমি বাড়ির সামনে এসে বিড়বিড় করে বললাম।

সে আমাকে খুব কাছ থেকে জড়িয়ে ধরল। তারপর সে চলে গেল।

একবার ভেতরে, আমি সোজা সিঁড়ির দিকে এগিয়ে গেলাম।

'বেলা?' বাবা সোফার তার চিরন্তন জায়গায় বসে আমাকে ডাক দিলেন যখন আমি তার পাশ দিয়ে যাচ্ছিলাম।

আমি কোন কথা না বলে তাকে দেখার জন্য ঘুরলাম। তার চোখ বড়বড় হয়ে গেল। তিনি উঠে দাঁড়ালেন।

'কি হয়েছে? জ্যাকব কি...?' তিনি জানতে চাইলেন।

আমি ভয়ানকভাবে দুদিকে মাথা নাড়লাম। কথা বলার চেষ্টা করলাম, 'সে ভাল আছে। সে ভাল আছে।' আমি প্রতিজ্ঞা করলাম। আমার কণ্ঠস্বর নিচুলয়ের এবং ফ্যাসফ্যাসে। জ্যাকব ভাল আছে। শারীরিকভাবে, যেটার কারণে বাবা এখন চিন্তা করছে।

'কিন্তু কি ঘটেছে?' তিনি আমার কাঁধ ধরলেন। তার চোখ এখনও বড়বড় হয়ে আছে এবং দুশ্চিন্তাগ্রস্ত। 'তোমার কি হয়েছে?'

'কিছুই না, বাবা। আমি... আমি শুধু জ্যাকবের সাথে কয়েকটা বিষয়ে কথা বলেছি...এমন কিছু বিষয় নিয়ে যেটা অনেক কঠিন বিষয়। আমি ভাল আছি...'

তার উদ্বিগ্নতা শান্ত হলো।

'সেটা বলার জন্য এটা কি সবচেয়ে ভাল সময় ছিল?' তিনি জিজ্ঞেস করলেন।

'সম্ভবত না, বাবা। কিন্তু আমার আর কোন বিকল্প ছিল না। এটা শুধু পয়েন্ট এসেছে

আমার পছন্দ করার ব্যাপারে...মাঝে মাঝে, সমঝোতার কোন পথ খোলা থাকে না।'

তিনি ধীরে ধীরে তার মাথা নাড়লেন। 'সে কিভাবে এটা হ্যান্ডেল করেছে?'

আমি উত্তর দিলাম না।

তিনি আমার মুখের দিকে মিনিট খানিক তাকিয়ে রইলাম। তারপর মাথা নিচু করলেন। সেটাই অনেক উত্তর হয়ে দেখা দিল।

'আমি আশা করছি তুমি তার সেরে ওঠাটাকে পন্ড করে দাওনি।'

'সে খুব দ্রুত সেরে ওঠে।' আমি বিড়বিড় করে বললাম।

চার্লি শ্বাস নিল।

'আমি একটু রুমে থাকব।' আমি তাকে বললাম।

'ঠিক আছে।' বাবা সম্মত হলেন। তিনি সম্ভবত আমার মুখে কান্নার ছাপ দেখেছেন। বাবা আমার চোখের জলের চেয়ে আর কিছুকে ভয় পান না।

আমি রুমের দিকে যেতে লাগলাম। অন্ধের মত হোঁচট খাচ্ছিলাম।

ভেতরে ঢুকে আমি ব্রেসলেটটা কাঁপতে থাকা হাতে খুলে ফেলার চেষ্টা করলাম।

'না, বেলা।' এ্যাডওয়ার্ড ফিসফিস করে বলল। আমার হাত আটকে ধরল। 'এটা তোমারই একটা অংশ।'

সে আমাকে তার হাতের মধ্যে টেনে নিল এবং কান্না আবার আমাকে ভাসিয়ে নিয়ে গেল।

আজকের দিনকে আমার কাছে দীর্ঘ থেকে দীর্ঘতর হয়ে যাচ্ছে। আমি বিস্মিত যদি এই দিন আর শেষ না হয়।

কিন্তু, যদিও বিরতিহীনভাবে চলে যাচ্ছিল, এটা আমার জীবনের সবচেয়ে খারাপ রাত ছিল না। আমি তার থেকে আরাম পাচ্ছিলাম।

আর আমি একাকী ছিলাম না। সেটাও আমার স্বস্তির বড় কারণ ছিল।

চার্লির আবেগ মাঝে মাঝে আমাকে দেখতে আসবে, যদিও আমি শান্ত ছিলাম না। সে সম্ভবত আমার মত কোনরকম ঘুমাতে পারবে না।

আমার মনের ভেতরটা আজ রাতে অনেক বেশি পরিষ্কার। আমি আমার প্রতিটি ভুলকে দেখতে পাচ্ছি। প্রতিটি ক্ষতি যা আমি করেছি দেখতে পারছি। ছোট বিষয়গুলো বড় বিষয়গুলো। প্রতিটি ব্যথা আমি যা জ্যাকবকে দিয়েছি। প্রতিটি ক্ষত যা আমি এ্যাডওয়ার্ডকে দিয়েছি।

এবং আমি বুঝতে পারলাম আমি সবকিছুতেই ভুল করে বসেছি। এটা এ্যাডওয়ার্ডের ব্যাপার ছিল না এবং জ্যাকবেরও যেটা আমি জোর করে একত্রিত করার চেষ্টা করেছি। এটা আমার জীবনের দুটো অংশ। এ্যাডওয়ার্ডের বেলা আর জ্যাকবের বেলা। কিন্তু তারা একত্রে অবস্থান করতে পারে না। আমি সেটার কখনো চেষ্টা করিনি।

আমি এতটাই ক্ষতি করেছি।

রাতের একটা সময়ে আমার মনে পড়ে গেল আমি একটা প্রতিজ্ঞা করেছিলাম নিজের কাছে আজ সকালে। যে আমি কখনও এ্যাডওয়ার্ডকে জ্যাকবের জন্য আমার চোখের পানি দেখতে দেব না। যদি এ্যাডওয়ার্ড যখন আমাকে সেখান থেকে নিয়ে আসে তখন

আমি হিস্টোরিয়াগ্রস্তের মত যেটা কান্নার চেয়ে বেশি কিছু। কিন্তু এটা চলে গেছে।

এ্যাডওয়ার্ড খুব কম কথাই বলছিল। সে শুধু আমাকে বিছানায় জড়িয়ে ধরেছিল এবং তার জামাটা নষ্ট হতে দিচ্ছিল। এটা লোনা পানিতে ভিজে যাচ্ছিল।

এটা অনেক বেশি সময় নিল আমি ভেবেছিলাম অনেক কম সময় নেবে। এটা ঘটেছে, যদিও এবং আমি এত ক্লান্ত যে ঘুমাতেও পারছি না। অসচেতনতা আমার যন্ত্রণা কমিয়ে দিয়েছে শুধুই অবশভাব। কিন্তু সেটা এখনও সেখানে আছে। আমি এটার ব্যাপারে সচেতন। এমনকি ঘুমের ভেতরেও। সেটা আমাকে সমঝোতার ব্যাপারে সাহায্য করবে।

সকালটা অন্যদিনের মতই, যদিও বাইরে কোন উজ্জল ভাবধারা নেই।

আমি জানি আমার হৃদয়ের নতুন ক্ষত আমাকে সবসময় যন্ত্রণা দিচ্ছে। এটা এখন আমার জীবনের একটা অংশ হয়ে গেছে। সময় এটাকে অনেক সহজ করে দেবে—যেটা সবসময়ে সবাই বলে থাকে। কিন্তু আমি পরোয়া করি না যদি সময় আমার ক্ষত ভাল করুক বা না করুক। যতদিন জ্যাকব ভাল হয়ে উঠবে। আবার সুখী হতে পারব।

যখন আমি জেগে উঠলাম, সেখানে কোন ক্ষতের চিহ্ন নেই। আমি চোখ খুললাম। শেষ পর্যন্ত চোখের জল শুকিয়ে গেছে। আমি তার উদ্বিগ্ন দৃষ্টির দিকে তাকালাম।

'হেই,' আমি বললাম। আমার কণ্ঠস্বর কর্কশ। আমি গলা পরিষ্কার করলাম। সে কোন উত্তর দিল না। সে আমাকে দেখছিল। শুরু করার জন্য দেরি করছিল।

'না, আমি ভাল আছি।' আমি প্রতিজ্ঞা করলাম। 'সেটা আর কখনও ঘটবে না।'

আমার কথায় তার চোখ স্থির হয়ে গেল।

'আমি দুঃখিত যে তুমি সেটা দেখেছো।' আমি বললাম, 'সেটা তোমার জন্য ভাল নয়।'

সে আমার মুখের অন্যপাশে তার হাত রাখল।

'বেলা... তুমি কি নিশ্চিত? তুমি কি ঠিক পছন্দটা বেছে নিয়েছো? আমি তোমাকে কখনও এতটা ব্যথা পেতে দেখিনি...' তার কণ্ঠস্বর ভাঙা ভাঙা হয়ে গেল।

কিন্তু আমি জানি খারাপ যন্ত্রণা কি।

আমি তার ঠোঁট স্পর্শ করলাম, 'হ্যাঁ।'

'আমি জানি না...' তার ভুরু কুঁচকে গেল। 'যদি এটা তোমাকে আঘাত করে এতটাই বেশি, তাহলে তোমার জন্য সঠিক কাজটা করা কিভাবে সম্ভব হবে?'

'এ্যাডওয়ার্ড, আমি জানি কাকে ছাড়া বাঁচতে পারব না।'

'কিন্তু...'

আমি দুদিকে মাথা নাড়লাম। 'তুমি বুঝতে পারছ না। তুমি হয়তো অনেক বেশি সাহসী অথবা শক্তিশালী আমাকে ছাড়া বেঁচে থাকার জন্য। যদি সেটাই সবচেয়ে ভাল হয়। কিন্তু আমি কখনও সেটা করতে পারব না। সেই আত্ম উৎসর্গ। আমাকে তোমার সাথে থাকতে হবে। এটাই একমাত্র পথ আমার বেঁচে থাকার।'

সে এখনও সন্দেহের দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে। আমি কখনও তাকে গতরাতে আমার সাথে থাকতে বলিনি। কিন্ত তাকে আমার খুব বেশি প্রয়োজন...

'আমার হাতে ওই বইটা দাও, দেবে কি?' আমি তার কাঁধের উপর দিয়ে দেখিয়ে দিলাম।

তার ভুরু সন্দেহে বেঁকে গেল। কিন্তু সে বইটা আমার হাতে দিল।

'এইটা আবার?" সে জিজ্ঞেস করল।

'আমি সেই অংশটা আবার খুঁজে পেতে চাই যেটা আমি মনে করতে পারি...দেখতে সে কিভাবে এটা বলেছিল...' আমি বইয়ের পাতা খুললাম। সেই পাতাটা খুব সহজেই পেতে চাইছিলাম। সেই পাতাটায় এসে আমি অনেকবার থেমে, গেছি।

'ক্যাথির একটা দৈত্য ছিল। কিন্তু সেখানে অল্প কয়েকটা জিনিস ছিল যেটা সে ঠিকভাবে করতে পারত।' আমি বিড়বিড় করে শান্ত স্বরে লাইনগুলো পড়তে লাগলাম। বেশিরভাগই নিজেকে শোনানোর জন্য। 'যদি সবাই চলে যায় এবং সে থাকে, আমি তার সাথে থাকব এবং সবাই যদি থাকে এবং সে চলে যায়, গোটা পৃথিবী আমার কাছে অপরিচিতের পৃথিবী হয়ে যাবে।' আমি মাথা নোয়ালাম। আবার নিজেকে শোনালাম। 'আমি জানি প্রকৃতপক্ষে সে কি বোঝাতে চেয়েছে। এবং আমি জানি তাকে ছাড়া আমি বেঁচে থাকতে পারব না।'

এ্যাডওয়ার্ড আমার হাত থেকে বইটা নিয়ে নিল। বইটা বন্ধ করে রুমের এক কোণায় ছুড়ে দিল। এটা আমার ডেস্কের উপরে গিয়ে পড়ল।

সে আমার কোমর জড়িয়ে ধরল।

ছোট্ট হাসি তার মুখে খেলে গেল। যদিও তার কপালে এখনও দুশ্চিন্তায় কুঁচকে আছে। 'হিথক্লিফও তার মুহূর্তে চলে এসেছে।' সে বলল। তার বইয়ের দরকার নেই। সে আমাকে কাছে টেনে নিল এবং আমার কানের কাছে ফিসফিস করল। 'আমি আমার জীবন ছাড়া বাঁচতে পারি না! আমি আমার আত্মা ছাড়া বাঁচতে পারব না!'

'হ্যাঁ।' আমি শান্ত স্বরে বললাম। 'সেটাই আমার যুক্তি।'

'বেলা, আমি তোমাকে এতটা দুঃখ কষ্টে দেখে থাকতে পারি না। হতে পারে...'

'না, এ্যাডওয়ার্ড। আমি সব কিছুর সত্যিই জগাখিচুড়ি পাকিয়ে ফেলেছি। এবং আমি এই সবকিছু নিয়েই বেঁচে থাকতে যাচ্ছি। কিন্তু আমি জানি কি চাই এবং আমার কি প্রয়োজন...এবং আমি এখন কি করতে যাচ্ছি।'

'আমরা এখন কি করতে যাচ্ছি?'

আমি তার কথায় হেসে ফেললাম। তারপর শ্বাস নিলাম। 'আমরা এখন এলিসকে দেখতে যাচ্ছি।'

এলিস একেবারের নিচের পোর্চে অপেক্ষা করছিল আমাদের জন্য। তাকে দেখে মনে হচ্ছে সে একটা উৎসবের নাচ শেষে দাঁড়িয়েছে। সে এই খবরে এতটাই উত্তেজিত যেন সে জানতো আমি এমন কিছুই জানাব।

'ধন্যবাদ বেলা!' সে সুরে সুরে বলে উঠল যখন আমরা ট্রাকে উঠলাম।

'এটা ধরো এলিস।' আমি তাকে সর্তক করলাম। একহাত উঁচু করে তার দৃষ্টিপাত রোধ করলাম। 'তোমার ব্যাপারে আমার কিছু সীমাবদ্ধতা আছে।'

'আমি জানি। আমি জানি। আমি শুধু আগস্টের তের পর্যন্ত অপেক্ষা করব। তোমার

ভেটো দেয়ার ক্ষমতা আছে লিস্টের। এবং যদি আমি কোনকিছুর বেশি করি। তুমি কখনো আমার সাথে আবার কথা বলবে না।'

'ওহ্, ঠিক আছে। বেশ, ইয়ে, তুমি নিয়মকানুনগুলো জানো, তারপর?'

'দুশ্চিন্তা করো না। বেলা। এটা উপযুক্ত হবে। তুমি কি তোমার পোশাক দেখতে চাও?'

আমি কয়েকবার গভীরভাবে শ্বাস নিলাম। *যেটা তাকে সুখী করে।* আমি নিজেকে বললাম।

'নিশ্চয়।'

এলিসের মুখে নির্মল হাসি দেখা গেল।

'উমম, এলিস।' আমি বললাম। 'কখন তুমি আমাকে একটা ড্রেস দেবে?'

এটা সম্ভবত দেখানোর মত কোন ব্যাপার নয়। এ্যাডওয়ার্ড আমার হাতে চাপ দিল।

এলিস ভেতরের দিকে নিয়ে গেল। সিঁড়ি দিয়ে উপরে উঠতে লাগল। 'এইসব জিনিস সময় নেয়, বেলা।' এলিস ব্যাখ্যা করল। 'আমি বোঝাতে চাইছি, আমি নিশ্চিত নই জিনিসগুলো এইভাবে মোড় নিচ্ছে। কিন্তু সেখানে একটা সেরকম সম্ভবনা আছে...'

'কখন?' আমি আবার জিজ্ঞেস করলাম।

'পেরিনের একটা অপেক্ষামাণ তালিকা আছে, তুমি জানো।' সে বলল, 'ফ্রেবিকের মাস্টারপিসগুলো একরাতে তৈরি হয় না। যদি আমি আগেই এটা ভেবে না রাখতাম, তোমাকে র‍্যাক থেকে কিছু একটা পরিধান করতে হতো!'

আমি সরাসরি কোন উত্তর দিতে পারলাম না।

'পেরি...কে?'

'সে কোন বড় ধরনের ডিজাইনার নয়। বেলা। তো সেকারণে সেখানে কোনরকম অস্বস্তির ব্যাপার নেই। সে প্রতিজ্ঞা রেখেছে। আমি যা চাই সে তার ব্যাপারে বিশেষজ্ঞ।'

'আমি মোটেই অস্বস্তিবোধ করছি না। ছুড়েও ফেলছি না।'

'না। তুমি তা নও।' তার চোখ আমার শীতল মুখের দিকে সন্দেহেরভাবে তাকাল। তারপর, যখন আমরা হেঁটে তার রুমে গেলাম, সে এ্যাডওয়ার্ডের দিকে ফিরল। 'তুমি... বেরিয়ে যাও।'

'কেন?' আমি জানতে চাইলাম।

'বেলা,' সে গুঙিয়ে উঠল। 'তুমি নিয়মগুলো জানো। সেইদিন না আসা পর্যন্ত সে ওই ড্রেসটা দেখতে পারবে না।'

আমি আরেকটা গভীরভাবে শ্বাস নিলাম। 'এটা আমার কাছে কোন ব্যাপার নয়। এবং তুমি জানো সে এরই মধ্যে তোমার মাথার মধ্য থেকে সেটা দেখে ফেলেছে। কিন্তু যদি তুমি যেভাবে চাও সেভাবে হবে...'

সে এ্যাডওয়ার্ডকে দরজা দেখিয়ে দিল। সে এমনকি তার দিকে তাকালও না। তার চোখ আমার উপরে। দুশ্চিন্তাগ্রস্ত। আমাকে একা ছেড়ে দিতে ভীত।

আমি মাথা নাড়লাম। আশা করছি আমার ভাবভঙ্গি তাকে অনেক শান্ত করবে।

এলিস তার মুখের উপর দরজা বন্ধ করে দিল।

'ঠিক আছে!' এলিস বিড়বিড় করে বলল, 'এসো।'

সে আমার কবজি আঁকড়ে ধরল। ক্লোজেটের দিকে টেনে নিয়ে গেল। যেটা আমার বেডরুমের চেয়ে বড়। তারপর আমাকে এক কোণার দিকে ঠেলে দিল যেখানে একটা বিশাল সাদা পোশাকের ব্যাগ র‍্যাক থেকে ঝুলছে।

সে ব্যাগ থেকে দ্রুততার সাথে চেন খুলে ফেলল। তারপর হাঙ্গারসহ জিনিসটা খুব সাবধানে নামাল। সে এক পা পিছিয়ে এল। ড্রেসটা খুব সাবধানে ধরে রাখল।

'বেশ?' সে নিশ্বাস বন্ধ করে জিজ্ঞেস করল।

আমি অনেক সময় ধরে তাকিয়ে রইলাম। তাকে নিয়ে একটু খেলা করতে চাইলাম। তার অভিব্যক্তি দুশ্চিন্তায় রুপ নিল।

'আহ,' আমি বললাম। হাসলাম। 'আমি দেখেছি।'

'তুমি কি মনে করো?' সে জানতে চাইল।

'এটা উপযুক্ত। অবশ্যই। পুরোপুরি ঠিক। তুমি একজন প্রতিভা।'

সে মুখ ভেঙচাল। 'আমি জানি।'

'উনিশ-আঠারো?' আমি অনুমান করলাম।

'কম বা বেশি।' সে বলল। 'এর কিছুটা আমার ডিজাইন করা। ওড়না, মুখের পর্দা, নিচের ঝালোর...' সে সাদা সাটিন স্পর্শ করল যখন সে বলছিল। 'লেসটা ভিনটেজের। তুমি এটা পছন্দ করেছো?'

'এটা খুবই সুন্দর। এটা তার জন্য উপযুক্ত।

'কিন্তু এটা শুধু তোমার জন্যই উপযুক্ত?' সে জোর দিয়ে বলল।

'হ্যাঁ। আমি তাই মনে করি, এলিস। আমি মনে করি আমার যা প্রয়োজন এটা তাই। আমি জানি তুমি আমার জন্য এটা করে অনেক বড় একটা কাজ করে দিয়েছো... যদি তুমি নিজেকে নিয়ন্ত্রণে রাখতে পারো।'

সে তাকাল।

'আমি কি তোমার ড্রেসটা দেখতে পারি?' আমি জিজ্ঞেস করলাম।

সে চোখ পিটপিট করল। তার মুখ শূন্য।

'তুমি কি তোমার ভাইয়ের জন্য একই সময়ে পোশাকের অর্ডার দাও নাই? আমি আমার জুড়ির অন্যজনকে র‍্যাক থেকে পেড়ে নেয়া কিছু পরা দেখতে চাই না।' আমি ভয়ে আঁতকে উঠার ভান করলাম।

সে আমার কোমর থেকে তার হাত সরিয়ে নিল। 'ধন্যবাদ, বেলা!'

'কিভাবে তুমি দেখলে যে সে আসছে না?' আমি তাকে টিজ করলাম। তার স্পাইকি চুলের উপর চুমু খেলাম। 'তুমি এক প্রকারের সাইকিক!'

এলিস নেচে চলে গেল। তার মুখ নতুন প্রাণশক্তিতে উজ্জ্বল হয়ে উঠল। 'আমার অনেক কিছু করার আছে। এ্যাডওয়ার্ডের স্যাথে যাও। আমাকে আমার কাজে যেতে দাও।'

সে রুম থেকে নেচে নেচে চিৎকার করতে করতে বের হলো। 'এসমে!' তারপর সে চলে গেল।

আমি নিজের পথ ধরলাম। এ্যাডওয়ার্ড হলওয়েতে অপেক্ষা করছিল।

'সেটা তোমার জন্য খুব খুশির ব্যাপার।' সে আমাকে বলল।

'তাকে দেখে খুব সুখী মনে হচ্ছে।' আমি একমত হলাম।

সে আমার মুখ স্পর্শ করল।

'চলো এখান থেকে বেরিয়ে যাই।' সে হঠাৎ উপদেশ দিল। 'চলো আমরা আমাদের তৃণভূমিতে যাই।'

এটা আমার কাছে খুব আবেদনময়ী লাগল। 'আমি অনুমান করছি আমার আর লুকিয়ে বেড়ানোর দরকার নেই, তাই কি?'

'না। বিপদ আমাদের পিছনে আছে।'

সে শান্ত, চিন্তাভাবনা করছে, যখন সে দৌড়াতে লাগল। বাতাস আমার মুখের উপর দিয়ে বয়ে যেতে লাগল। এখন বাতাস বেশ উষ্ণ। ঝড় চলে গেছে। মেঘে আকাশ ছেয়ে আছে। সব সময়ের মত।

তৃণভূমিটা আজ শান্তিময়, শান্ত। সামার ডেইজি ফুটে আছে ঘাষের মাঝে মাঝে। আমি শুয়ে পড়লাম। মাটির কিছুটা ভেঁজা ভেঁজা ভাব উপেক্ষা করলাম। চিৎ হয়ে শুয়ে আকাশের দিকে তাকিয়ে মেঘের খেলা দেখতে লাগলাম। মেঘেরা খুব শান্ত একভাবে বয়ে যাচ্ছে। কোন ছবি নেই, শুধু ধুসর রঙের কম্বল বিছানো।

'আগস্টের তেরো?' সে সাধারণভাবে জিজ্ঞেস করল কয়েক মিনিট পরে।

'সেটা আমার জন্মদিনের একমাস আগের ব্যাপার। আমি এটা এতটা কাছাকাছি কাটাতে চাই না।"

সে শ্বাস নিল। 'এসমে কার্লিসলের চেয়ে তিন বছরের বড়। তুমি কি সেটা জানো?'

আমি দুদিকে মাথা নাড়লাম।

'এটা তাদের দুজনের মধ্যে কোন পাথর্ক্য করে না।'

আমার কণ্ঠস্বর শান্ত। 'আমার বয়সটা তত গুরুত্বপূর্ণ কিছু নয়। এ্যাডওয়ার্ড, আমি প্রস্তুত। আমি আমার জীবন পছন্দ করে নিয়েছি। এখন আমি এই জীবন এভাবে শুরু করে বাঁচতে চাই।'

সে আমার চুলে চাপড় দিল। 'অতিথিরা ভেটোর লিস্ট তৈরি করেছে?'

'আমি সেটার সত্যিই কোন পরোয়া করি না, কিন্তু আমি...' আমি দ্বিধা করতে লাগলাম। এই ব্যাপার ব্যাখ্যা করতে চাচ্ছিলাম না। তার চেয়ে ভাল এটা এভাবে চলে যাক। 'আমি নিশ্চিত নই যদি এলিস আমন্ত্রণের করার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করে...কয়েকটা নেকড়েমানবকে। আমি জানি না যদি...জ্যাক এরকম অনুভব করে... যেন সে আসতে পারবে। যেন সেটাই করার জন্য সঠিক জিনিস। অথবা আমি আমার অনুভূতি আহত করতে চাই না যদি সে না চায়। সে চলে যেতে পারবে না।'

এ্যাডওয়ার্ড এক মিনিটের জন্য চুপ করে রইল। আমি গাছের মাথার দিকে তাকাতে লাগলাম।

হঠাৎ, এ্যাডওয়ার্ড আমার কোমর জড়িয়ে ধরল এবং তাকে আমার বুকের উপর টেনে নিল।

'আমাকে বলো কেন তুমি এটা করেছো, বেলা। কেন তুমি সিদ্ধান্ত নিয়েছো, এখন, এলিসকে যা কিছু করার?'

আমি সেই কথোপকথন মনে পড়ে গেল যেটা জ্যাকবের বাড়িতে যাওয়ার আগে গতরাত্রে আমার চার্লির সাথে হয়েছিল।

'চার্লিকে এসব থেকে দূরে সরিয়ে রাখাটা কোন ভাল কাজ হবে না।' আমি শেষ করলাম। 'এবং তার মানে রেনে এবং ফিলের ব্যাপারটাও আসবে। আমি চাইছি এলিস তার মজাটাও করুক। হতে পারে এটা এলিসের সমস্ত জিনিসটাকে চার্লির জন্য অনেক বেশি সহজ করে দেবে যদি সে ভালভাবে বিদায় জানানোর সুযোগ পায়। এমনকি যদি সে চিন্তা করে এটা অনেক আগে ভাগে হয়ে যাচ্ছে, আমি তাকে এ ব্যাপারে প্রতারণা করতে পারব না।' আমি কথাগুলো চিন্তা করলাম, তারপর আবার শ্বাস নিলাম। 'অনন্ত পক্ষে, আমার মা আর বাবা এবং আমার বন্ধুরা আমার পছন্দের সর্বোত্তম ব্যাপারটা জানবে, আমি তাদেরকে বলার জন্য অ্যালাউ হবো। তারা জানে আমি তোমাকে পছন্দ করি এবং তারা জানবে আমরা একসাথে থাকব। তারা জানবে আমি সুখী হয়েছি, আমি যেখানেই থাকি না কেন। আমি মনে করি আমি তাদের জন্য এটাই সবচেয়ে ভাল কিছু করতে পারি।'

এ্যাডওয়ার্ড আমার মুখ উঁচু করে ধরল।

'চুক্তি বন্ধ।' সে বেপরোয়াভাবে বলল।

'কি?' আমি শ্বাস নিলাম। 'তুমি পিছুটান দিচ্ছো? না!'

'আমি পিছুটান দিচ্ছি না, বেলা। আমি এখনও আমার দিক থেকে দরাদরি করার সুযোগ রেখেছি। কিন্তু তুমি সেটা থেকে ছাড়িয়ে নিচ্ছ। তুমি যা কিছু চাও না কেন, কোন কিছুই তোমাকে ধরে রাখবে না।''

'কেন?'

'বেলা, আমি দেখেছি তুমি কি করেছো। তুমি সবাইকে সুখী করার চেষ্টা করছো। এবং তুমি কারোর কোন ধরনের অনুভূতির পরোয়া করো না। আমার শুধু তোমাকে সুখী করা দরকার। এলিসের কাছে এই খবরটা দেয়ার ব্যাপারে দুশ্চিন্তা করো না। আমি এটার ব্যাপারে দেখব। আমি প্রতিজ্ঞা করছি সে তোমাকে কোন মতেই দোষী ভাববে না।'

'কিন্তু আমি--- '

'না। আমরা তোমার পথেই কাজ করছি। কারণ আমার পথ কোন কাজ করছে না। আমি তোমাকে জিদ্দী ডেকেছি। কিন্তু দেখো আমি কি করেছি। আমি এতটাই বোকার মত কাজ করেছি যে আমি সবসময় ভেবেছি আমার ধারণাটাই ঠিক যেটা তোমাকে আহত করেছে, কষ্ট দিয়েছে। তোমাকে এত গভীরভাবে আহত করেছে, বারবার। আমি নিজেকে আর মোটেই বিশ্বাস করি না। তুমি তোমার পথে সুখ খুঁজে পেতে পার। আমার পথ সবসময়ই ভুল।' সে পাশ ফিরল। তার শরীর কাঁপছে। 'আমরা এটা তোমার পথে করেছি বেলা। আজরাতে। আজদিনে। যত তাড়াতাড়ি হবে তত ভাল। আমি কার্লিসলের সাথে কথা বলব। আমি ভাবছি সেটা হতে পারে যদি আমরা তোমাকে যথেষ্ট পরিমাণ মরফিন দেই। এটা খুব একটা খারাপ কিছু হবে না। এটা একটা সুন্দর চেষ্টা।'

'এ্যাডওয়ার্ড, না...'

সে তার আঙুল আমার ঠোঁটের উপর চেপে ধরল। 'দুশ্চিন্তা করো না, বেলা। প্রিয়া, আমি তোমার বাকি চাহিদাগুলো ভুলে যাইনি।'

তার হাত আমার চুলের উপরে। তার ঠোঁট নরমভাবে ঘুরছে কিন্তু খুবই সিরিয়াসভাবে। আমার উপরে। আমি কিছু বুঝে উঠার আগে। সে কি করছে।

সেখানে অনেক বেশি সময় নেই। যদি আমি অনেকক্ষণ অপেক্ষা করে থাকি। আমি স্মরণ করতে সমর্থ হলাম না কেন আমার তাকে থামানো দরকার।

এরই মধ্যে, আমি ভালভাবে শ্বাস নিতে পারছি না। আমার হাত তার হাতের মধ্যে। সে আমাকে কঠোরভাবে তার দিকে টেনে নিচ্ছে। আমর মুখ তার মুখের সাথে এটে গেছে। এবং তার সব না বলা প্রশ্নের উত্তর দিচ্ছে।

আমি মাথা পরিষ্কার করার চেষ্টা করলাম। কথা বলার কোন উপায় বের করতে চেষ্টা করলাম।

সে শান্তভাবে ঘুরল। আমাকে ঠাণ্ডা ঘাষের উপর চেপে ধরল।

ওহ, কিছু মনে করো না! আমার মাথা তার মধুর নিঃশ্বাসের বাতাসে ভরে গেছে।

না না না আমি নিজের সাথে তর্ক করতে লাগলাম। আমি মাথা নাড়লাম। তার মুখ আমার গলার কাছে নেমে এল। আমাকে শ্বাস নেয়ার সুযোগ দিল।

'থামো এ্যাডওয়ার্ড, অপেক্ষা করো।' আমার কণ্ঠস্বর আমার ইচ্ছের মতই দুর্বল।

'কেন?' সে ফিসফিস করে বলল।

আমি কষ্ট করে আমার কণ্ঠস্বরে কঠোরতা আনলাম। 'আমি এটা এখনই করতে চাই না।'

'তুমি চাও না?' সে জিজ্ঞেস করল। তার কণ্ঠস্বরে হাসি ঝরে পড়ছে। সে তার ঠোঁট আমার ঠোঁটের উপর রাখল এবং আমার কথা বলা অসম্ভব হয়ে উঠল। আমার শিরার ভেতর দিয়ে উত্তাপ বয়ে যেতে লাগল। আমার ত্বক তার ত্বকের যেখানে স্পর্শ করছে সেখানেই যেন পুড়ে যাচ্ছে।

আমি নিজেকে সামনে আনতে চেষ্টা করলাম। এটা কিছুটা শক্তি ব্যয় হলো তার হাত থেকে আমার নিজেকে ছাড়াতে তার বুক থেকে সরে আসতে। কিন্তু আমি এটা করলাম। তারপর আমি তাকে ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে দিলাম। চেষ্টা করছিলাম তাকে দূরে পাঠাতে। আমি একাকী সেটাতে সফল হলাম না। কিন্তু সে সাড়া দিল যখন সে বুঝতে পারল আমি কি করতে চাচ্ছি।

'কেন?' সে আবার জিজ্ঞেস করল। তার কণ্ঠস্বর নিচু এবং রুক্ষ। 'আমি তোমাকে ভালবাসি। আমি তোমাকে চাই। এই মুহূর্তেই।'

আমার পেটের মধ্যে পাক খেতে লাগল। কণ্ঠস্বর যেন রোধ হয়ে গেল। সে আমার কথা না বলতে পারার সুযোগ নিল।

'অপেক্ষা করো। অপেক্ষা করো।' আমি বলার চেষ্টা করলাম।

'আমার জন্য না।' সে বিড়বিড় করে বলল।

'দয়া করে?' আমি শ্বাস নিলাম।

সে গুঙিয়ে উঠল। আমার থেকে নিজেকে দুরে সরিয়ে নিল। নিজের পিঠের উপর গড়াগড়ি দিল।

আমরা দুজনেই সেখানে মিনিটখানেকের জন্য শুয়ে রইলাম। চেষ্টা করছিলাম আমাদের নিঃশ্বাসকে ধীর গতির করার।

'আমাকে বলো কেন নয়, বেলা।' সে জানতে চাইল। 'এটা ভাল যে আমার সম্বন্ধে নয়।'

আমার জগতের সবকিছুই তাকে নিয়ে। সে বোকার মত কি আশা করে।

'এ্যাডওয়ার্ড, এটা আমার কাছে খুবই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। আমি ঠিক কাজটাই করতে যাচ্ছি।'

'ঠিকের ব্যাপারে কার সঙ্গা?'

'আমার।'

সে তার হাত ঘুরাতে লাগল এবং আমার দিকে তাকিয়ে রইল। মেনে নিতে পারছে না।

'তুমি কিভাবে এটা ঠিক করতে যাচ্ছ?'

আমি গভীরভাবে শ্বাস নিলাম। 'দায়িত্ব নিয়ে। সবকিছুই ঠিকভাবে হচ্ছে। আমি চার্লি এবং রেনেকে সবচেয়ে ভাল নিষ্পত্তি না হওয়া পর্যন্ত ছেড়ে যাচ্ছি না। আমি মজা করার জন্য এলিসকে প্রতারণা করতে পারি না। যদি যেভাবেই হোক আমার একটা বিয়ের অনুষ্ঠান হয়। আমি তোমাকে বিয়ে করব প্রতিটি মানুষের সামাজিক রীতিনীতির মাধ্যামে। আমি সব নিয়মকানুন মেনে করব। এ্যাডওয়ার্ড। তোমার আত্মা অনেক দুরে। আমার সুযোগ নেয়ার থেকেও দুরে। তুমি আমাকে এ ব্যাপারে রাজি করতে পারবে না।'

'আমি বাজি ধরে বলতে পারি আমি পারব।' সে বিড়বিড় করে বলল। তার চোখে আগুন খেলা করছে।

'কিন্তু তুমি করবে না।' আমি বললাম। চেষ্টা করছিলাম আমার কণ্ঠস্বর একই সমান্তরালে রাখতে।

'জানার দরকার নেই যে এটাই আমি যেটা সত্যিই চাই।'

'তুমি ভালোর সাথে যুদ্ধ করতে পারো না।' সে দোষ দিল।

আমি তার দিকে মুখ ভেঙচি দিলাম। 'কখনও বলিনি আমি করেছিলাম।'

সে আমার দিকে তাকিয়ে হাসল। 'যদি তুমি তোমার মনকে পরিবর্তন করো...'

'তুমিই প্রথম সেটা জানতে পারবে।' আমি প্রতিজ্ঞা করলাম।

তার ঠিক পরপরই মেঘ থেকে গুড়ি গুড়ি বৃষ্টি পড়তে শুরু করল।

আমি আকাশের দিকে তাকালাম।

'আমি তোমাকে বাড়িতে নিয়ে যাব।' সে আমার মুখ থেকে বৃষ্টির ফোঁটা মুছিয়ে দিতে দিতে বলল।

'বৃষ্টি কোন সমস্যা নয়।' আমি গুঙিয়ে উঠলাম। 'এটার মানে শুধু এই যে এখন সময় কিছু একটা করার যেটা খুবই অস্বস্তিকর এবং সম্ভবত এমনকি অতিরিক্ত উচ্চমাত্রার বিপজ্জনক।

তার চোখ সর্তকতায় বড়বড় হয়ে গেল।

'এটা একটা ভাল বিষয় যে তুমি বুলেট প্রুফ।' আমি শ্বাস নিলাম। 'আমি সেই আংটিটা নিতে যাচ্ছি। এখন সময় হয়েছে বাবাকে বলার।'

সে আমার মুখের ভাবভঙ্গি দেখে হেসে ফেলল। 'খুবই বিপজ্জনক।' সে একমত হলো। তারপর আবার হাসতে শুরু করল। এবং তারপর তার জিন্সের প্যান্টের পকেটে হাত দিল। 'কিন্তু অনন্তপক্ষে সেখানে সাইড ট্রিপের কোন প্রয়োজন নেই।'

সে আরো একবার আমার তৃতীয় আঙুলে বাম হাতে পরিয়ে দিল।

পরিশিষ্ট

জ্যাকব ব্লাকের কথা

'জ্যাকব, তুমি কি মনে করো এটা খুব বেশি দীর্ঘ সময় নিচ্ছে?' লিহ জানতে চাইল। সে অধৈর্য হয়ে উঠেছে।

আমি দাঁতে দাঁত ঘষলাম।

দলের অন্য সবার মত, লিহ সবকিছুই জানত। সে জানতো কেন আমি এখানে এসেছি। একাকী। সে জানতো এইটাই সব যা আমি চাই। শুধু একাকী হতে।

কিন্তু লিহ যেভাবেই হোক জোর করে আমার সঙ্গী হতে চাচ্ছে। পাকাঁপাশি সে বেশ বিরক্ত এবং উন্মত্ত। আমিও সংক্ষিপ্ত সময়ের জন্য ক্ষেপে উঠলাম। কারণ আমি নিজেকে নিয়ন্ত্রণের কথা ভাবিনি। এখন সবকিছু সহজ। আমি যা কিছু করছি সবই প্রাকৃতিক। লালিমা আমার চোখের উপর থেকে মুছে যাচ্ছে না। উত্তাপ আমার মেরুদণ্ড কাঁপিয়ে দিচ্ছে না। উত্তর দেয়ার সময় আমার কণ্ঠস্বর বেশ শান্ত শোনাল।

'খাড়ির উপর থেকে লাফ দেয়া, লিহ।' আমি নিজের পায়ের দিকে তাকালাম।

'সত্যিই, তাই।' সে আমাকে অবজ্ঞা করল। আমার পাশে এসে দাঁড়াল। 'তোমার কোন ধারণাই নেই এটা আমার জন্য কত কঠিন ব্যাপার।'

'তোমার জন্য?' মিনিট খানিক সময় লাগল বুঝতে যে সে সত্যিই সিরিয়াস। 'তুমি সবচেয়ে আত্ম-কেন্দ্রিক মানুষ আমি যাদেরকে দেখেছি, লিহ। তুমি যে স্বপ্নের জগতে বাস করো তা আমি ঘৃণা করি। যেখানে তুমি দাঁড়িয়ে থাকো সূর্য সেখানেই আলো দেয়। তো এজন্য আমি বলতে পারি না তোমার সমস্যা নিয়ে আমি কত কম মাথা ঘামাই। চলে যাও।'

'একটা মিনিট অনন্ত আমার দৃষ্টিকোণ থেকে দেখার চেষ্টা করো, ঠিক আছে?' সে বলল যখন আমি কিছুই বললাম না।

যদি সে আমার মুড নষ্ট করার চেষ্টা করে, তাতে কাজ দিয়েছে। আমি হাসতে শুরু করলাম। হাসির শব্দ তাকে অদ্ভুতভাবে আহত করল।

'হাসা বন্ধ করো এবং এদিকে মনোযোগ দাও।' সে বলল।

'যদি আমি শোনার ভান করি, তুমি কি চলে যাবে?' আমি জিজ্ঞেস করলাম। আমি নিশ্চিত নই তার অন্য কোন ভাবভঙ্গি আছে কিনা।

আমি স্মরণ করার চেষ্টা করলাম যখন আমি লিহকে খুবই সুন্দরী ভাবতে শুরু করেছিলাম। সেটা অনেক আগের কথা। কেউ তাকে এই অবস্থার কথা ভাবেনি। শুধু স্যাম ছাড়া। সে নিজেকে কখনও ক্ষমা করতে পারেনি।

এটা তার ভুল ছিল যে সে লিহকে এই জাতীয় রুপে দেখেছে।

তার গর্জন বেড়ে গেল। যেন সে বুঝতে পারছে আমি কি ভাবছি। সম্ভবত পারছে।

'এটা আমাকে অসুস্থ করে তুলেছে, জ্যাকব। তুমি কি কল্পনা করতে পারো

আমার কাছে কেমন অনুভূত হচ্ছে? আমি এমনকি বেলা সোয়ানকে পছন্দ করতে পারছি না। এবং তুমি আমাকে টেনে এনেছে ওই রক্তচোষার প্রেমিকার কাছে যেন আমিও তার প্রেমে পড়েছি। তুমি কি দেখতে পারো সেখানে সে কিছুটা দ্বিধার মধ্যে আছে? আমি স্বপ্ন দেখেছি গতরাতে আমি তাকে চুমু খাচ্ছি! আমি এই জাতীয় জঘন্য ব্যাপার কিভাবে করতে পারলাম?'

'আমি কি তার পরোয়া করি?'

'আমি তোমার মাথার মধ্যে আর দাঁড়িয়ে থাকতে পারছি না! তার ব্যাপার এর মধ্যে বুঝে গেছি! সে ওই জঘন্য রক্তচোষাটাকে বিয়ে করতে যাচ্ছে। রক্তচোষাটা তাকে তাদের রুপে পরিবর্তন করতে চেষ্টা করছে! এখন চলে যাওয়ার সময়, জ্যাকব।'

'চুপ করো।' আমি গর্জে উঠলাম।

আমি ভুল করেছি। আমি সেটা জানতাম। আমি জিহবা কামড়ে ধরলাম। কিন্তু সে দুঃখিত হবে যদি সে হেঁটে চলে না যায়। এখনই।

'সে সম্ভবত তাকে যেকোনভাবেই হোক হত্যা করতে যাচ্ছে।' লিহ্ বলল, 'সমস্ত গল্পগুলোই সেই কথা বলছে। সম্ভবত একটা শেষকৃত্য অনুষ্ঠান এই জাতীয় বিবাহ অনুষ্ঠানের চেয়ে অনেক ভাল। হাহ।'

এইবার আমার কাজ করার ছিল। আমি চোখ বন্ধ করে ফেললাম। আমার মুখের মধ্যের গরম অনুভূতি পেলাম। আমার শরীর কাঁপতে লাগল।

যখন আমি আবার নিয়ন্ত্রণে চলে এলাম, আমি তার দিকে তাকিয়ে রইলাম। সে আমার হাতের কাঁপুনি ধীর হয়ে আসছে সেটা দেখছিল।

হাসছিল।

কিছুটা কৌতুকের মত।

'যদি তুমি কোন কিছু নিয়ে আপসেট হয়ে থাকো। লিহ...' আমি বললাম। ধীরে ধীরে প্রতিটি শব্দের উপর জোর দিলাম। 'তুমি কিভাবে ভাবলে আমাদের বাকিরা স্যামকে খুঁজছে তোমার চোখের ভিতর দিয়ে? এটা অনেক খারাপ যে এমিলি তোমার স্থিরতার ব্যাপারে কাজ করেছে। তার আমাদের মত লোকের দরকারও নেই।'

আমি আবার নিজেকে দোষী ভাবলাম যখন দেখলাম ব্যথায় কুঁকড়ে মেয়েটার মুখ নীল হয়ে যাচ্ছে।

সে উঠে দাঁড়াল। আমার দিকে শুধু থুথু ফেলল। তারপর গাছগুলোর দিকে দৌড়াতে লাগল। একটা টিউনিং ফর্কের মত কাঁপছিল।

আমি গাঢ় স্বরে হেসে উঠলাম। 'তুমি মিস করলে।'

স্যাম আমাকে এজন্য নরকে পাঠাবে। কিন্তু এটা তার চেয়ে খারাপ। লিহ আমাকে আর কোন দোষ দিতে পারবে না। আমি আবার এটা করব যদি আমার সে সুযোগ আসে।

কারণ তার কথাগুলো এখনও সেখানে। আমার মস্তিষ্কের ভেতর আচড় কাটছে। ব্যথার অনভূতিটা এতই তীব্র যে শ্বাস নিতে আমার খুব কষ্ট হচ্ছে।

এটা কোন ব্যাপার নয় যে বেলা আমাকে বাদ দিয়ে আর কাউকে পছন্দ

করেছে। সেই যন্ত্রণাটা মোটেই কিছু না। সেই যন্ত্রণা নিয়েও আমি আমার বাকি জীবন কাটিয়ে দিতে পারব।

কিন্তু একটা ব্যাপার যে সে আমাকে সবকিছু দিয়েছে। তার হৃদয় স্পন্দন বন্ধ হয়ে যায়। তার ত্বক বরফের মত হয়ে যায় এবং তার মন ঘুরে যায় একজাতীয় ক্রিস্টালাইজড ভ্যাম্পায়ারের দিকে। একটা মনস্টার। একটা আগন্তুক।

আমি ভাবতে পারি তার চেয়ে খারাপ কিছু আর নেই। এই জগতে এর চেয়ে ব্যথার যন্ত্রণার আর কিছু নেই।

কিন্তু, যদি সে বেলাকে হত্যা করে...

আবার, আমি রাগের সাথে লড়তে লাগলাম। হতো , যদি লিহয়ের জন্য না। এটা ভাল হতে পারে উত্তাপ পরিবর্তনের যে এটা নিয়ে আরো ভালভাবে কাজ করতে পারে। যার মানুষের আবেগের চেয়ে অনেক বেশি সহজাত প্রবৃত্তি আছে।

একটা প্রাণী যে একইভাবে ব্যথা অনুভব করতে পারে না। অন্যরকম ব্যথা। কিছুটা অন্যরকম অনন্তপক্ষে। কিন্তু লিহ এখন দৌড়ে চলে গেল। আমি তার চিন্ত াভাবনায় অংশ নিতে চাই না।

আমার হাত কাঁপতে লাগল। কি তাদেরকে নাড়িয়ে দিয়েছে? রাগ? যন্ত্রণা? আমি নিশ্চিত নই সেটা নিয়ে এখন লড়াই চলছে।

আমার বিশ্বাস করতে হবে বেলা বেঁচে যাবে। কিন্তু সেটার জন্য বিশ্বাস প্রয়োজন—যে বিশ্বাসকে আমি অনুভব করতে পারি না। একটা বিশ্বাস যা ওই রক্তচোষাটা তাকে বাঁচিয়ে রাখার সমর্থ হবে।

সে অন্যরকম হবে। আমি বিস্মিত সেটা আমাকে কিভাবে বাজবে। ব্যাপারটা কি একই হবে যদি সে মারা যায়। পাথরের মত দাঁড়িয়ে থেকে দেখতে হবে? বরফের মত? যখন তার গন্ধ আমার নাকে এসে লাগবে...সেটা কিভাবে হবে? আমি কি তাকে হত্যা করতে চাইব? বেলাকে? আমি কি তাদের কোন একজনকে হত্যা করতে চাইব?

বাড়িতে চলে যাওয়া একটা খারাপ আইডিয়া। কিন্তু আমি ক্ষুধার্ত। আর আমি অন্য কোন পরিকল্পনার কথা চিন্তা করতে পারছি না।

আমি ক্রাচ টেনে নিলাম। যদি সেদিন চার্লি আমাকে দেখতে না পেতেন এবং ব্যাপারটাকে 'মোটরসাইকেল দুর্ঘটনা' হিসাবে না চালিয়ে দিতেন। বোকা লোকজন। আমি তাদেরকে ঘৃণা করি।

ক্ষুধার্ত অবস্থায় বাড়ির দিকে হেঁটে গেলেও বাড়িতে গিয়ে আবার ভাল লাগতে লাগল। বাবার মুখের দিকে তাকালাম। তার মনের ভেতর কিছু একটা খেলা করছে। এটা বলা খুব সহজ—তিনি সবসময়ই অতিরিক্ত করেন। সবসময়ের মতই।

তিনি অবশ্য খুব বেশি কথা বলেন। আমি তাকে উপেক্ষা করলাম যতটা পারা যায়। খাবারের দিকে মনোযোগ দিলাম। যত তাড়াতাড়ি আমি খাবার খাচ্ছি...

'...এবং সিউ আজ এসেছিলো।' বাবার কণ্ঠস্বর অনেক উচ্চ। উপেক্ষা করা কঠিন। সবসময়ের মত, 'আশ্চর্য মহিলা। সে হতবুদ্ধির চেয়ে অনেক কঠিন। আমি জানি না সে কিভাবে তার মেয়েকে নিয়ে সামাল দিচ্ছে। এখন সিউ, একটা নেকড়ের

ব্যাপারে কথা বলতে এসেছিল। লিহ একটা নেকড়েমানবীর চেয়ে বেশি কিছু।' তিনি নিজের কৌতুকে নিজেই জোরে জোরে হেসে উঠলেন।

তিনি আমার উত্তরের জন্য অপেক্ষা করতে লাগলেন। কিন্তু তিনি আমার শূন্য দৃষ্টি, বিরক্তিকর অভিব্যক্তি লক্ষ্য করলেন না।

প্রতিটি দিন তিনি এটা নিয়ে বিরক্ত করেন। আমি আশা করব তিনি লিহ্য়ের ব্যাপারে কথা বলা বন্ধ করবেন। আমি তার ব্যাপারে না ভাবতে চেষ্টা করছি।

'সেথ কিছুটা সহজ স্বভাবের। অবশ্যই। তুমি তোমার বোনের চেয়ে অনেক বেশি সহজও, যতক্ষণ পর্যন্ত না...বেশ, তুমি তাদের কাছে অনেক বেশি কিছু তারা যেটুকু করে।'

আমি বড় করে দীর্ঘশ্বাস ফেললাম। জানালার বাইরে তাকালাম।

বিলি কিছুক্ষণের জন্য চুপ করে রইলেন। 'আমরা আজ একটা চিঠি পেয়েছি।'

আমি বলতে পারি এই ব্যাপারটাই তিনি এড়ানোর চেষ্টা করছিলেন।

'একটা চিঠি?'

'একটা...বিয়ের অনুষ্ঠানের আমন্ত্রণ।'

আমার শরীরের প্রতিটি মাংসপেশী শক্ত হয়ে গেল। আমার পিঠের উপর দিয়ে যেন উষ্ণতার প্রবাহ বয়ে গেল। আমি টেবিলের উপর হাত সুস্থির রাখার চেষ্টা করলাম।

বিলি এমনভাবে বলে চললেন যেন তিনি আমাকে খেয়াল করেননি। 'সেখানে তোমাকে উল্লেখ করে একটা নোট দেয়া আছে। আমি এটা পড়ে দেখিনি।'

তিনি একটা ইনভেলাপ টেনে বের করলেন। সেটা তার পা ও হুইলচেয়ারের ফাঁকের জায়গাটা রাখা ছিল। তিনি টেবিলের উপর আমাদের দুজনের মাঝখানে রাখলেন।

'তোমার সম্ভবত এটা পড়ে দেখার কোন দরকার হবে না। এতে কি বলছে সেটা সত্যিই কোন ব্যাপার নয়।'

আমি ইনভেলাপটা টেবিলের উপর থেকে তুলে নিলাম।

এটা খুব ভারী শক্ত কাগজ। দামী। ফর্কের জন্য অনেক বেশি সৌখিন। ভেতরের কার্ডটাও একই রকমের। বেশ ভালই এবং ফর্মাল। বেলার এটা নিয়ে কিছুই করার নেই। সেখানে তার ব্যক্তিগত রুচির কোন পরিচয় নেই। আমি বাজি ধরে বলতে পারি সে কোনমতেই এটা পছন্দ করেনি। আমি শব্দগুলো বাক্যগুলো পড়তে পারলাম না। এমনকি তারিখটাও দেখতে পারলাম না। আমি কোন কিছুর পরোয়া করি না।

সেখানে ভারী আইভরি কাগজ ভাঁজ করা ছিল। যেখানে আমার নাম হাতের লেখায় লেখা ছিল। আমি হাতের লেখাটা চিনতে পারলাম না। কিন্তু এটা বাকি সবকিছুর মতই সৌখিনভাবে তৈরি। আধা সেকেন্ডের জন্য, আমি বিস্মিত হলাম যে রক্তচোষাটা এভাবে আমন্ত্রণ জানিয়েছে।

আমি এটা খুলে ফেললাম।

জ্যাকব,

আমি তোমার কাছে এটা পাঠিয়ে নিয়ম ভেঙে ফেলেছি। সে তোমাকে আহত করতে ভীত এবং সে কোনভাবেই তোমাকে সেটা বুঝতে দিয়ে চায় না। কিন্তু আমি জানি, যদি অন্যভাবে অন্য কিছু হতো, আমি পছন্দের ব্যাপারে অপেক্ষা করতে পারতাম।

আমি প্রতিজ্ঞা করছি আমি তার যত্ন নেবো, জ্যাকব।

ধন্যবাদ- তার জন্য- সবকিছুর জন্য।

এ্যাডওয়ার্ড।

'জ্যাক, আমাদের মাত্র একটা টেবিল আছে।' বিলি বললেন। তিনি আমার বাম হাতের দিকে তাকিয়ে আছে।

আমার হাত টেবিলের উপর এত শক্তভাবে এত জোরে ধরে আছে যে টেবিলটা যেকোন মুহূর্তে আমার চাপে ভেঙে পড়তে পারে। আমি আস্তে আস্তে স্বাভাবিক হলাম। সবকিছু একের পর এক খামে ঢোকালাম। নিজের দিকে মনোযোগ দিলাম। তারপর দুহাত একসাথে এমনভাবে রাখলাম যেন তা কোন কিছু ভেঙে ফেলতে না পারে।

'হ্যাঁ, এটা কোন ব্যাপার না, যাই হোক।' বাবা বিড়বিড় করে বললেন।

আমি টেবিল ছেড়ে উঠে দাঁড়ালাম। আমার টি-শার্টের নিচে কাঁধ ঝাকিয়ে শ্রাগ করলাম। আশা করছি লিহ্ এখন বাড়িতে চলে গেছে।

'খুব দেরি নয়।' বিলি বিড়বিড় করে বললেন, ততক্ষণে আমি সামনের দরজা ধাক্কা দিয়ে খুলে বের হয়ে গেছি।

আমি গাছের গায়ে আঘাত করার আগেই দৌড়াতে শুরু করলাম। আমার গায়ের পোশাক ছিন্নভিন্ন হয়ে গেল। আমি নিজের অবস্থায় ফিরে গেলাম। এখন আমার জন্য নেকড়ে রুপে রুপান্তর হওয়া খুবই সহজ। আমি কোনরকম চিন্তাভাবনা করতে পারছি না। আমার শরীর এর মধ্যে জানে আমি এখন কোথায় চলেছি। আমি তাকে কোন কিছু বলার আগেই। আমি কি চাই তা বলার আগেই।

আমার এখন চার পা। আমি যেন উড়ছি।

আমার পাশের গাছপালা সব আমার গতির কাছে ঝাঁপসা হয়ে গেল। আমার মাংসপেশি দৌড়ের ছন্দের তালে তালে আগুপিছু করছিলাম। আমি এরকমভাবে গোটা দিন দৌড়াতে পারি এবং আমি ক্লান্ত হয়ে পড়বো না।

সম্ভবত, এইবারে আমি আর থামব না।

কিন্তু আমি একাকী নই।

খুবই দুঃখিত। এমব্রি আমার মাথার মধ্যে ফিসফিস করে বলল।

আমি তার চোখ দেখতে পেলাম। সে অনেক দুরে। উত্তর দিকে। কিন্তু সে দৌড়াতে শুরু করেছে এবং আমার কাছে আসতে চাইছে। আমি গর্জন করে উঠলাম এবং আরো দ্রুত গতিতে চলতে লাগলাম।

আমাদের জন্য অপেক্ষা কর। কুইল অভিযোগ করল। সে কাছাকাছি চলে এসেছে। শুধু গ্রাম থেকে বেরিয়ে পড়েছে।

আমাকে একা থাকতে দাও। আমি গর্জে উঠলাম।

আমি মাথার মধ্যেই তাদের দুশ্চিন্তা বুঝতে পারি। চেষ্টা করছি যতটা পারা যায় বাতাসে আর জঙ্গলের শব্দ শুনতে। আমি এইসবকিছুকে সবচেয়ে ঘৃণা করি। নিজেকে তাদের দৃষ্টিতে দেখতে, আমি জানি তাদের দৃষ্টি এখন করুনায় পরিপূর্ণ। তারা আমার ঘৃণাটা দেখেছে কিন্তু তারা আমার দিকে ছুটে আসছে।

একটা নুতন স্বর আমার মাথার মধ্যে কথা বলে উঠল।

তাকে যেতে দাও। স্যামের কথা অনেক নরম কিন্তু এখনও সেটা আদেশের মত। এমব্রি আর কুইল গতি ধীর করে দিল।

আমি যদি তাদের কথা শোনা বন্ধ করতে পারতাম, তাদের দেখা বন্ধ করতে পারতাম। আমার মাথা এত কিছুতে পরিপূর্ণ কিন্তু একাকী হওয়ার একমাত্র উপায় এখন শুধু মানুষে রুপান্তরিত হওয়া। আমি এই যন্ত্রণাটা আর সহ্য করতে পারছি না।

রুপান্তর হও। স্যাম তাদের দিক নির্দেশনা দিল। আমি তোমাকে খুঁজে নেব। এমব্রি।

তারপর অন্য আরেকটা সর্তকতা ধীরে ধীরে চলে গেল। শুধুমাত্র স্যাম ছেড়ে চলে গেছে।

ধন্যবাদ। আমি অনেক কষ্টে চিন্তা করলাম।

বাড়িতে ফিরে এসো যখন তুমি পারো। শব্দগুলো আস্তে আস্তে মিলিয়ে যাচ্ছে। তার ট্রেইলটাও শুণ্য হয়ে যাচ্ছে।

এখন আমি পুরোপুরি একাকী।

এটাই অনেক ভাল। এখন আমি আমার পায়ের নিচে শুকনো পাতার মর্মর ধ্বনি শুনতে পাচ্ছি। একটা পেচার ফিসফিসানি শুনতে পেলাম। শুনতে পেলাম সাগরের গর্জন। অনেক দুরে। অনেক দুরে পশ্চিমে। সমুদ্রতীরের ফিসফিসানি। এইসব শুনে এবং এর চেয়ে বেশি কিছু নয়।

শুধু গতির তীব্রতা অনুভব করছি। শরীরের মাংসপেশী, হাড়, শিরা উপশিরা, এমন ছান্দিক তালে কাজ করছে যে মাইলের পর মাইল আমার পেছনে অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছে।

যদি আমার মাথার মধ্যে নিরবতা থেকে যেতো, আমি কখনও ফিরে যেতাম না। আমিই প্রথম নই যে সবসময়ের জন্য এই রুপান্তর গ্রহণ করেছে। হতে পারে, আমি যদি আরো অনেক দুরে চলে যাই, আমি কখনও আর আবার এসব শুনতে পাব না...

আমি পায়ের গতি আরো বাড়িয়ে দিলাম।

আমার পেছনে জ্যাকব ব্লাককে আমি অদৃশ্য করে দিলাম।

--